শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

মহাকবি

৺ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেস হইতে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র।

১ম সংস্করণের ভূমিকা।

ঘনরাম-প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইল। এখন জনসাধারণ গুণাগুণের বিচারক। বঙ্গে ঘনরাম নামক এক জন কবি ছিলেন, তাহা অনেকেই জানিতেন না। প্রথম ঘনরামের নাম শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠেন—ঘনরাম আবার কে? তারপর আমরা যখন ঘোষণা করি, "যেমন সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ, গ্রীক ভাষায় ইলিয়াদ, লাটিন ভাষায় ইনিদ, ইংরেজী ভাষায় প্যারেডাইজলষ্ট, সেইরূপ বঙ্গভাষায় ঘনরাম;"—তখন এ কথা শুনিয়া কেহ বক্র ব্যঙ্গোক্তি করেন, কেহ বা আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলেন, কেহ বা বলেন, "যদি প্রকাশকের সিকির সিকির কথাও সত্য হয়, তাহা হইলেও যথেষ্ট।" ঘনরাম আর অজ্ঞাতবাসে নাই; তাই বলি, জনসাধারণ এখন বিচারক।

ঘনরাম তাঁহার কাব্য মধ্যে যে সকল স্থানের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কপোল-কল্পিত নহে। ময়না নগরে নায়কের জন্ম। ময়না মেদিনীপুরের অন্তর্গত। রাজবাটীর ভগ্ন-প্রাসাদ এখন স্তূপীকৃত, জঙ্গলময়। ইছাই ঘোষের বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয় নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক! তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিতে পারেন। গৌড়ের অধিপতি এ কাব্যের মূল-সূত্র। ষষ্ঠ সর্গে নায়কের জন্ম, ষষ্ঠ সর্গ হইতেই প্রকৃত কাব্য আরম্ভ হইয়াছে।

ঘনরাম কে ছিলেন, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলই বা কি, সে বিষয়ে অনুষ্ঠানপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ঘনরাম কে?

জনসাধারণের কৌতূহল জন্মিতে পারে, ঘনরাম কে ছিলেন? তিনি যদি এরূপ উচ্চদরের কবি তবে তাঁহার কাব্য এত দিন মুদ্রিত হয় নাই কেন? এ কথার উত্তর নাই। তবে একমাত্র উত্তর এই—এ দেশ বঙ্গদেশ, আমরা বাঙ্গালী, ঘনরাম বাঙ্গালীর কবি। অভিশপ্ত বঙ্গভাষার, হতভাগ্য কবির কাব্য, বাঙ্গালী কবে পড়িয়াছে, কবে আদর করিয়াছে? বাঙ্গালী চসর পড়িবে, মিল্টন পড়িবে, হোমারের ইংরাজী তরজমা পড়িবে, মুন্সী রাখিয়া বাগবাহারও পড়িতে পারে, বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার কাব্য পড়িবে কেন?—ও ছাই ভস্মগুলার পানে তাকাইলেও যে পাপ আছে। ঘনরাম! তুমি স্বর্গে গিয়াছ, দুঃখ করিও না!—আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অধঃপতিত বাঙ্গালীর প্রতি অভিশাপ প্রদান করিও না! কালচক্রের গতি কে বলিতে পারে? যে সেক্ষপীয়রের কাব্যরস পান করিয়া আজ সমগ্র ভূমণ্ডল মোহিত হয়েন, সেই সেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী বিরচিত হইবার তিন শত বৎসর পরে, জনসমাজে তাহা সমাদৃত ও গৌরবের জিনিস হইল! তাই বলি, চির দিন কখন এমনি যাইবে না, অবশ্যই এমন কাল আসিবে, যে দিন তোমাকে মস্তকে ধারণ করা বাঙ্গালী গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিবে।

ঘনরাম শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। ১৬৩১ শকে অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলাস্থ রামবাটী গ্রামের টোলে বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি বড় তেজস্বী প্রকৃতির লোক। ঘনরামের সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কোন গ্রন্থ ছাপান হইত না। তৎকালে ঘনরামের কাব্য,—চণ্ডী বা রামায়ণের ন্যায়, গায়ক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক জনসমাজে গীত হইত। লোকে আগ্রহ-সহকারে সংসার ভুলিয়া, মুগ্ধ হইয়া, সে কবিতা, সে গান শ্রবণ করিত। কিন্তু এখন আর সে দিন সে কাল নাই। এখন সে কাব্য এক রকম লুপ্তপ্রায়।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কি?

এ অল্প স্থানে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচন সম্ভবপর নহে। মহাকাব্যের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের তাহাই আছে। গৌড়ের অধীশ্বরের শ্যালকপুত্র লাউসেন এ কাব্যের নায়ক। রাজমন্ত্রী মহামদ এ কাব্যের উপনায়ক। নায়ক উপনায়কের ঘাত-প্রতিঘাতে ললিত গতিতে অথচ ঘোর রবে এ কাব্য চলিয়াছে। কাব্যে বীররস আছে, করুণরস আছে, প্রণয়রস আছে। কুলটা কিরূপে পুরুষের মন ভুলায়, সাধুপুরুষ কিরূপে কুলটার ফাঁদ অতিক্রম করে, অবিবাহিতা যৌবনপূর্ণা রমণী, মনে-মনে আজন্ম-পূজিত মনোমত বর বিনা কেমনে অন্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে না, অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ বিনা কিরূপে পরপুরুষ পানে মন টলে না—এ সকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে। সন্ধি বিগ্রহ, পররাজ্য আক্রমণ, স্বরাজ্য রক্ষা, রাজ-নীতি, সমাজনীতি—সকলি আছে। বাঙ্গালী বীরপুরুষের ভৈরব হুহুঙ্কার, যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসাহ-বাক্য; অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী বীররমণীর ত্রিশূল হস্তে রণভূমে গমন—মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!—এ সকলি ঘনরামে আছে। আর করুণরস!—ঘনরামের এ রসে পাষাণও দ্রবীভূত হয়! আর হাস্যরস!—এ রসে কে না হাসিয়া থাকিতে পারে?

ঘনরামের অপূর্ব্ব গ্রন্থের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণীতে, বান্ধবে, এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। ১২৮৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণের সাধারণীতে লিখিত আছে—"হোমর, বার্জিল, মিল্টন, বাল্মিকী পাঠে যে ফল, ঘনরামপাঠেও সেই ফল,—তবে ভাই বঙ্গীয় যুবক! তুমি ঘনরাম পড়িবে না কেন?" বান্ধব পত্রিকাতেও এ কাব্যের ভুয়সী প্রসংশা বাহির হইয়াছে, এডুকেশন গেজেটেও তাই।

আশা করি, এতদিন অমুদ্রিত, কীটদষ্ট পুঁথি-আকারে অবস্থিত, সেই মহাকাব্যের গৌরব বুঝিয়া বাঙ্গালা নিজ গৌরব রক্ষা করিবেন।

২৮এ অগ্রহায়ণ, ১২৮৯
কলিকাতা।

সূচি-পত্র।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

প্রথম সর্গ।

স্থাপন পালা।

গণেশ বন্দনা।

অরুণ-বরণ-ধর! মোর বিঘ্ন ঘোরতর
হর, পুর অভিলাষ অণু॥ ১
অবনী লোটায়ে কায়, বন্দি বিঘ্ন-বিনাশায়
হৈমবতী-হরের নন্দন।
সুরাসুর নর নাগে, তপ জপ পূজা যাগে,
আগে সেবে যাঁহার চরণ॥ ২
তনুরুচি জবা ফুল, জিনিয়া রাতুল স্থূল,
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর।
সিন্দূর-মণ্ডিত শুণ্ডে, মৃগাঙ্ক মণ্ডন মুণ্ডে
মুকুট-মণ্ডল মনোহর॥ ৩
বদন-সৌরভে কত, মদমত্ত মধুব্রত,
গুঞ্জরিয়া করিছে বিহার।
করি-কুম্ভ বেড়ি ভালে, মণ্ডিত মুকুট জালে
গলে দোলে মণিময় হার॥ ৪
অঙ্গে আভরণ আভা, মনমথ মনোলোভা,
যেখানে যেমন শোভা করে।
বাহু করে টাড় বালা, ভুবন করেছে আলা,
কনক-কিঙ্কিণী কটিবরে॥ ৫
রাতুল চরণ-রাজে, অতুল নূপুর বাজে,
হেম হীরা রতনে রঞ্জিত।
যার সুমধুর ধ্বনি, চলিতে চঞ্চল মণি
রাজহংস সুরব-গঞ্জিত॥ ৬
সুচারু অঙ্গুলিদলে নখ বিধু-রুচি-বলে,
দশ আশা করেছে প্রকাশ।
পাপরূপী তমোনিত্য, কেবল আমার চিত্ত,
আশ্রয় করিতে করে আশ॥ ৭
অতেব করেছি আশা, অশেষ পাতক-নাশা,
তব পদ রাতুল চরণ।—
সহস্র সবিতাসম, অশেষ আপদ-তম,
পাপরাশি নাশিতে প্রবণ॥ ৮
অসম সাহস ধরি, ক্ষুদ্র মনে সাজি তরী,
সমুদ্র তরিতে করি আশ।
এ বড় বিচিত্র নহে, তব পদ-সরোরুহে
যদি মতি রহিত প্রকাশ॥ ৯
না জানি ভজন ভক্তি, জপ স্তুতি বাক্শক্তি,
মন্দমতি গতি অতি হীন।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত-রস, যাহাতে জগৎ বশ,
বর্ণিতে বাসনা করে দীন॥ ১০
করপুটে সন্নিকটে, অতেব অনাথ রটে,
উর ঘটে, পুর মনস্কাম।
গানে বিঘ্ন কর নাশ, পুর নায়েকের আশ,
প্রণতি প্রকাশে ঘনরাম॥ ১১

ধর্ম্মের বন্দনা।

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম, অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম,
বিশ্ববীজ অখিল-আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন,
নিত্যানন্দ নির্গুণ-নিধান॥ ১২
তব ইচ্ছা পরকাশে, সৃজন পালন নাশে,
তিন তনু ত্রিগুণ তোমার।

ত্রিগুণ শরীরধর, বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
রজঃ সত্ত্ব তমোগুণাধার ॥ ১৩
সকল তন্ত্রের তন্ত্রী, জগময়-যন্ত্রে যন্ত্রী,
তুমি মন্ত্র, মন্ত্রী মহাশয়।
অসুর অমর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
সর্ব্ব ঘটে তোমার আশ্রয় ॥ ১৪
স্থাবর জঙ্গম আদি, সপ্তসিন্ধু নদ নদী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন।
জীব জন্তু চরাচর, নগ নাগ লোকাপর,
যত কিছু তোমার সৃজন ॥ ১৫
তোমার মহিমা শেষ, ভব বিধি হৃষীকেশ,
সনক সনন্দ সনাতন।
না পায় নিগম ভেদ, আগম পুরাণ বেদ,
তপ জপ যোগে যোগিগণ ॥ ১৬
কি জানি পাতকী দীন, মন্দমতি অতি ক্ষীণ,
মায়ায় মোহিত মিথ্যা-জ্ঞানী।
কোটি কোটি কীট যথা, আমার গণনা তথা,
আছে কি না আছে হীনপ্রাণী ॥ ১৭
ভাবি তব পদ-দ্বন্দ্ব, দুই এক ভাষা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্ব ফলে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,
গুরুব্রহ্ম বদন কমলে ॥ ১৮
নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন,
কৃপাময় করুণা-আধান।
শুনি অসম্ভব ভাষে, লোকে পাছে উপহাসে,
তায় তুমি আপনি প্রমাণ ॥ ১৯
লঘু নরে গুরুভার, কিরূপে পাইব পার,
দুস্তর সঙ্গীতরস-সিন্ধু।
ইহাতে নিস্তার-বীজ, তব পদ সরসীজ-
স্মরণ ভাবনা দীনবন্ধু ॥ ২০
ওপদ পঙ্কজ মাত্র, মনে ভাবি বসি যত্র,
মসী পত্র করিয়া আশ্রয়।
দোষগুণ নাহি দেখি, যে কিছু লেখাও লিখি,
কলমে বসিয়া কৃপাময় ॥ ২১
তাল মান যন্ত্র তন্ত্র, শুভাশুভ মুক্তমন্ত্র,
নাহিক সে সব জ্ঞান লেশ।
ভরসা তোমার পা, তুমি কবি বাপ মা,
কল্পতরু গুরু-উপদেশ ॥ ২২
আসরে সজ্জন-সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা,
গুণহীন ক্ষীণ দীন দাস।
করপুটে এ সঙ্কটে, কাতর কিঙ্কর রটে,
উর ঘটে, পূর অভিলাষ ॥ ২৩
যশ অপযশ ভাষ, ইথে কিবা উপহাস,
লৌকিক সঁপিনু তব পায়।
তুমি কাব্য তুমি কবি, তোমার চরণ ভাবি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গায় ॥ ২৪

শক্তির বন্দনা।

অবনী লোটায়ে তনু, শক্তি-পাদ-পদ্ম রেণু,
ভক্তি যুক্তে বন্দিব সানন্দে।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত নাটে, পূর, আশ, উর ঘটে,
করপুটে বন্দিব স্বচ্ছন্দে ॥ ২৫
তুমি বিঘ্ন-বিনাশিনী, চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী,
দাক্ষায়ণী দনুজ-দলনী।
দেবের দেবতা দুর্গে, দুষ্ট দৈত্য বধি স্বর্গে,
সুরবর্গে স্থাপিলা আপনি ॥ ২৬
প্রচণ্ড নিশুম্ভ শুম্ভ, জম্ভাসুর শূলদম্ভ,
চণ্ডমুণ্ড খণ্ডখণ্ড করি।
সমূলে ধূম্রলোচনে, রক্তবীজে বধি রণে,
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ঈশ্বরী ॥ ২৭
করিয়া তোমার সেবা বিপত্তে না তরে কেবা,
অন্য থাক্ ত্রিলোকের পিতা।
সসৈন্যে লঙ্কায় আসি, সমূলে রাবণ নাশি,
প্রভু রাম উদ্ধারিল সীতা ॥ ২৮
হয়ে বসুদেব-বংশ, কংসে কৃষ্ণ কৈল ধ্বংস,
তায় তুমি তাঁরে অনুকূল।
গোলোকবিহারী হরি, স্বামী পাইল গোপনারী,
পূজি তব চরণ রাতুল ॥ ২৯
কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ, বাণপুরে ছিল বদ্ধ,
উষা সঙ্গে মজাইল মন।
সুখদ সম্পদ প্রদ তব পদ কোকনদ,
স্মরণে বিপদ বিমোচন ॥ ৩০
আপনি বৈকুণ্ঠধাম-স্বামী হবে প্রভু রাম,
মনস্কামে সেবে ছিল সীতা।
পিতার প্রতিজ্ঞা তার, হরধনু ভঙ্গভার,
তায় তুমি হলে কৃপান্বিতা ॥ ৩১

আসি বিশ্বামিত্র সঙ্গ, করি হর-ধনুর্ভঙ্গ,
সীতা বিভা করিল শ্রীরাম।
এ তিন ভুবনে কেবা, করিয়া তোমার সেবা,
না পাইল পূর্ণ মনস্কাম ॥ ৩২
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, জগৎ-ধারণ দক্ষ,
তব কৃপা কটাক্ষ যে জনে।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম, পুর মাতা মনস্কাম,
রেখো মাতা এ জনে চরণে ॥ ৩৩

সরস্বতীর বন্দনা।

করিয়া প্রণতি স্তুতি, বন্দি মাতা সরস্বতী,
বিশ্বগতি বিষ্ণুর দুর্লভা।
ধবল কমলাসনা, ধৌত ধুতি পরিধানা,
কুন্দ-কান্তি কলেবর শোভা ॥ ৩৪
গলে দোলে মণিহার, কি দিব তুলনা তার,
অংশু অন্ধকার করে দূর।
যেখানে যে শোভা পায়, রত্ন আভরণ গায়,
চিত্তচোর চরণে নূপুর ॥ ৩৫
বৈণিক পুস্তক ন্যস্ত, মণ্ডিত মায়ের হস্ত,
অঞ্জনে রঞ্জিত সুলোচনা।
কৃতাঞ্জলি করি কর, বন্দে যাঁরে নিরন্তর,
ব্রহ্মা হরি হর হর্ষমনা ॥ ৩৬
তুমি চতুর্ব্বর্গদাত্রী, সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী,
সুখদাত্রী সংসার-দায়িনী।
বিষ্ণুরূপা ব্রহ্মময়ী, ত্রিজগৎ-গতিময়ী,
কৃপাময়ী কলুষনাশিনী ॥৩৭
তোমার চরণ দেবি! আদরে একান্ত সেবি,
মহাকবি ব্যাস আদি যত।
মোক্ষদ পাতক-অস্ত, প্রকাশিলা নানা গ্রন্থ,
বেদাঙ্গ পুরাণ ভক্তি মত ॥ ৩৮
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ, আদি যত মহাভাগ,
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
গৃহী যতি বানপ্রস্থ, তোমার চরণ-ন্যস্ত,
*মতি মন্ত্রে পুজে পুটপাণি ॥ ৩৯
অখিলে অতুল্য ভাগ্য, জন্মিয়া জীবন প্রাব্য,
সেই ধন্য সংসার ভিতরে।
করতলে তার স্বর্গ, অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ,
তুমি কৃপা কর যেই নরে ॥ ৪০

তোমার অকৃপা যায়, মূর্খমতি বলি তায়,
সভা এসে শোভা নাহি পায়।
নিবাসে নাহিক সুখ, কুকর্ম্মে পাষাণ বুক
মান অপমান সম তায় ॥ ৪১
হেন মূর্খ মিথ্যাজ্ঞানী, আমি কি তোমারে জানি,
পতিত-পাবনী নাম শুনি।
আসরে আসিয়া উর, দাসের আশয় পূর,
মোর কণ্ঠে বৈস গো জননী ॥ ৪২
তাল মান গান যন্ত্র, না জানি লিখন মন্ত্র,
আপনি সু-যন্ত্রকরি গাও।
ঘনরাম নিবেদন, ধরি তব শ্রীচরণ,
করুণ নয়ান কোণে চাও ॥ ৪৩

লক্ষ্মীর বন্দনা।

ত্রিলোক-জননী লক্ষ্মী বনিতা বিষ্ণুর।
চারুচিত্র চিত্তচোর চরণে নূপুর ॥ ৪৪
ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক ॥ ৪৫
সদা সুখ সম্পদ সভায় সু-সম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান ॥ ৪৬
ভাগ্যবান ভারত ভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য ॥ ৪৭
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে বীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির ॥ ৪৮
সমর-সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনীয় গায়ক গভীর গুণবন্ত ॥ ৪৯
সে হয় সুকৃতি সৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে ॥ ৫০
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র জেতে যদি হীন।
দরিদ্র সজ্জন কত তাহার অধীন ॥ ৫১
সভায় সম্মান তার সর্ব্বলোকে করে।
বিফল জনম, যার লক্ষ্মী নাই ঘরে ॥ ৫২
কিবা সে পণ্ডিত কবি কুলীন উত্তম।
সহসা সভায় তার না করে সম্ভ্রম ॥ ৫৩
লক্ষ্মীছাড়া হইলে কত কুবুদ্ধি সংঘটে।
ঠক, ঠ্যাটা, নাবড়, ছেবড়লোকে রটে ॥ ৫৪
কুচক্রী চসমখোর, চোকলখোর হয়।
পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যমন্ত নয় ॥ ৫৫

দশাদোষে ঘটে দুঃখ সজ্জনে অধিক।
তথাপি সে সব লোক হয় অধার্ম্মিক॥ ৫৬
মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥ ৫৭
সকল চিন্তার খেল তুমি যারে বাম।
পদ্মালয়া-পাদপদ্মে ভণে ঘনরাম॥ ৫৮

যোগাধ্যার বন্দনা।

অমর আরাধ্যা, শ্রীমতী যোগাধ্যা,
চরণ-পঙ্কজরেণু।
গানে বিঘ্ননাশ হেতু বন্দে দাস,
অবনি লোটায়ে তনু॥ ৫৯

* * *

উরগো আসরে আসি ঈশ্বরী অভয়া।
অভয়দায়িনী মা বালকে কর দয়া॥ ৬০
তোমার চরণ বন্দি লোটায়ে অচলা।
ভবের ভাবিনী উমা ভকতবৎসলা॥ ৬১
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত নাটে ঘটে কর ভর।
দাসের আশয় পূর আসর ভিতর॥ ৬২
কাতর কিঙ্কর ডরে ডাকে গো তোমায়।
কি বোল বলিব এই ধর্ম্মের সভায়॥ ৬৩
নিরাময় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসসুধা।
শ্রবণে হয়েছে যত সজ্জনের ক্ষুধা॥ ৬৪
প্রকাশ করিব মাতা হও অনুকূল।
অতেব স্মরণ তব চরণ রাতুল॥ ৬৫
গুণী মাঝে আমার গণনা অতি দূরে।
পূর্ণচন্দ্র প্রকাশে খদ্যোৎ যায় দূরে॥ ৬৬
তাল মান যন্ত্র তন্ত্র ক্ষণ মাত্রা মা।
কিছু নাহি জানি গো ভরসা রাঙ্গা পা॥ ৬৭
রাধিকা রুক্মিণী রমা সত্যভামা দেবী।
স্বামী ভাবে ভজে কৃষ্ণে তুয়া পদ সেবি॥ ৬৮
গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পেলে কোলে।
যত কিছু বলাবল তব কৃপাফলে॥ ৬৯
তোমার চরণ সেবি মহী মহাতেজা।
কুহরকাঞ্চনপুরে যবে হলো রাজা॥ ৭০
যার মায়া-কটকে ভাঙ্গিল বিভীষণ।
হাতে হাতে রক্ষা আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ৭১
শুনে হনু লাঙ্গুলে অলঙ্ঘ্য গড় বান্ধে।
পবন গমন বিনা গড়াগড়ি কাঁদে॥ ৭২
চারিদিকে চৌকী রহিল বানরগণ।
নেহালে রহিল গড় রাজা বিভীষণ॥ ৭৩
শয়নে আছেন রাম সুগ্রীবের কোলে।
হেন কালে দুরন্ত পশিল মায়া-ছলে॥ ৭৪
যত কিছু বলাবল তোমার সরস।
কত শক্তি ধরে মহী সহজে রাক্ষস॥ ৭৫
তুমি যথা উগ্রচণ্ডারূপে অধিষ্ঠান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আনে দিতে বলিদান॥ ৭৬
বুঝিয়া দারুণ কর্ম্ম তুমি ক্রোধ-মতি।
এত দিনে সমাধান মহীর শকতি॥ ৭৭
সবংশে বধিয়া তারে করিলে সংহার।
তোমা অনুকূলে হলো সীতার উদ্ধার॥ ৭৮
কমল-আসনে বন্দি দক্ষিণে কমলা।
বামে সরস্বতী বন্দি লোটায়ে অচলা॥ ৭৯
ময়ূরে কার্ত্তিক বন্দি মূষিকে গণেশ।
বৃষের উপরে বন্দি ঠাকুর মহেশ॥ ৮০
চৌষট্টি যোগিনী অষ্ট নায়িকা চরণ।
আদরে বন্দিয়া গাব যত দেবগণ॥ ৮১
স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেব দেবী।
ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আদ্য-কবি॥ ৮২
নগেন্দ্র-নন্দিনী মা নায়েকে কর দয়া।
গান দ্বিজ ঘনরাম দেহ পদ-ছায়া॥ ৮৩

সবে বল হরি হরি, সঙ্গীত আরম্ভ করি,
শ্রবণে পাতকী ত'রে যায়।
হাকন্দ-পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে,
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায়॥ ৮৪
একব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
নির্গুণ নিদান শূন্যভরে।
দেখি সব অন্ধকার, সচিন্তিত কর তাঁর,
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে॥ ৮৫
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ, নাহি সুরাসুরবর্গ,
দিবা নিশি, রবি শশী নাই।
নাহি জল জীব জন্তু, বিষম প্রলয়ে কিন্তু,
একব্রহ্ম আছেন গোঁসাই॥ ৮৬

শূন্যভরে সনাতন, মনে হলো ত্রিভুবন,
স্বজন পালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম, আপনি হলেন ব্রহ্ম,
বিশ্ববীজ শরীর প্রকাশ ॥ ৮৭
নবীন নীরদ শ্যাম, জিনি কত কোটি কাম,
রূপ অনুপম কর তাঁর।
জিনি কত কোটি ভানু, অতিশয় শোভাজনু,
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ ৮৮
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ, মনোমথ মানভঙ্গ,
কত রঙ্গ তরঙ্গ কৌতুক।
ভ্রমণ বাসনা চিতে, উপনীত আচম্বিতে,
নাসাপুটে জন্মিল উলূক ॥ ৮৯
জন্মিয়া যুগল হাতে, উলূক বিবিধ মতে,
প্রভু-পাদপদ্মে করে স্তুতি।
করণ কারণ কর্ত্তা, স্বজন পালন হর্ত্তা,
তুমি জ্যোতির্ম্ময় যুগপতি ॥ ৯০
প্রলয় পেয়েছে সৃষ্টি, করিয়া করুণা-দৃষ্টি,
মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
শুনিয়া এতেক স্তুতি, পক্ষী পৃষ্ঠে যুগপতি,
কত যুগ করিলা ভ্রমণ ॥ ৯১
শ্রমযুক্ত হয়ে পক্ষ, বিশ্রাম করিতে লক্ষ্য,
ভক্ষণ বাসনা করে নীর।
ভাষেণ ভকতাধীনে, আশ্রয় আহার বিনে,
প্রভু আর না রহে শরীর ॥ ৯২
মহারাজ প্রতি প্রভু, দয়া না ছাড়িবে কভু,
নায়েকের করিবে কুশল।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৯৩
পক্ষীর প্রার্থনা শুনি, পরম পুরুষ।
পক্ষীমুখে দিলা প্রভু বদন-পীযুষ ॥ ৯৪
কিছু খেতে বাড়ে বল মহা সুখোদয়।
কিছু যে পড়িল তাহা হ'লো জলময় ॥ ৯৫
নিরাশ্রয়ে হ'লো এবে সৃষ্টি ইচ্ছামতি।
পরমব্রহ্ম-বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি ॥ ৯৬
তিন-লোকে তরুণী তুলনা নাই তার।
মনোহরা তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ ৯৭
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস ধ্বনি জিনি নূপুরের রব ॥ ৯৮
মৃগরাজ জিনি মাঝা ত্রিবলী-শোভিত।
লোমলতাবলী নাভি-বিবর-মণ্ডিত ॥ ৯৯
মোহন মন্দার-মাল্য মনোহর গলে।
রূপ দেখি বিশেষ ব্রহ্মার মন টলে ॥ ১০০
প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ-আধান।
বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান্ ॥ ১০১
জন্ম দিয়া নিমিষে লুকাল মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেখে ঘোর অন্ধকারময় ॥ ১০২
বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে।
কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলো ছলে ॥ ১০৩
পচাগন্ধ মৃত-তনু মনে অভিলাষী।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা, কাছে গেল ভাসি ॥ ১০৪
দারুণ দুর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে।
বাঁ হাতে হেলায়ে জল ভাসালো মড়াকে ॥ ১০৫
তার পর মায়া-তনু গেল বিষ্ণুপুরে।
চিনিতে না পারি বিষ্ণু ভাসাইল দূরে ॥ ১০৬
শঙ্করে ছলিতে তবে হ'লো অনুবন্ধ।
দূরে হ'তে মহাদেব পাইল মড়াগন্ধ ॥ ১০৭
আনন্দ বাড়িল বড় বুঝি ব্রহ্ম-তনু।
জীব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গজনু ॥ ১০৮
এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে।
মহেশ নাচেন মৃত মায়া-তনু লয়ে ॥ ১০৯
তুষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্ম দিল বর।
তুমি সৃষ্টি সংসার করহ অতঃপর ॥ ১১০
সৃষ্টিকর হইল হর প্রভুর আজ্ঞায়।
জন্মাল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায় ॥ ১১১
ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি দেখি তায়।
সৃষ্টি নিবারণ করি কহেন ব্রহ্মায় ॥ ১১২
সৃষ্টি কর তুমি বিধি আমার আরতি।
এত শুনি কন ব্রহ্মা করিয়া প্রণতি ॥ ১১৩
সৃষ্টি করিবারে নাথ তুমি দিলে ত্বরা।
সৃষ্টি কি করিব নাথ নাই বসুন্ধরা ॥ ১১৪
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ সবার আধান।
ভূত ভবিষ্যৎ নাথ তুমি বর্ত্তমান ॥ ১১৫
পরম দেবতা তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
তব অবলীলায় অসাধ্য নাই কর্ম্ম ॥ ১১৬
আপনি উদ্ধার মহী হিরণ্যাক্ষ বধ।
পৃথিবী রেখেছ সপ্ত পাতালের অধ ॥ ১১৭

শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী করি অতি ত্বরা।
ধরিলা বরাহ মূর্ত্তি উদ্ধারিতে ধরা॥ ১১৮
দশন ভীষণ বড় বদন বিশাল।
গম্ভীর গর্জ্জনে শুরু প্রবেশে পাতাল॥ ১১৯
সপ্ত পাতালের পথ প্রভু যান হাঁটি।
ধেয়ে গিয়ে ধরা ধরে দাঁতে করি মাটি॥ ১২০
দশনে উপাড়ে মহী করিয়া কৌতুক।
হেলায় বালক যেন তুলিল শালুক॥ ১২১
বুক বিদারিয়া বধি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
মহী আনি আরোপিলা প্রলয়ের নীরে॥ ১২২
হরি-গুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১২৩
জলের উপরে মহী করে টল মল।
ধরিলা বাসুকি কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল॥ ১২৪
সুমেরু পর্ব্বত হ'লো সকলের মূল।
পরিমাণে পৃথিবী হইল সুপ্রতুল॥ ১২৫
সপ্ত স্বর্গ পাতাল পৃথিবী সপ্ত দ্বীপ।
ব্রহ্মধাম বৈকুণ্ঠ কৈলাস নগাধিপ॥ ১২৬
আপনি করিলা সৃষ্টি দেব ভগবান্।
দেখি ব্রহ্মপদে ব্রহ্মা হন নতবান্॥ ১২৭
বিষ্ণুকে কহেন প্রভু দেব শিরোমণি।
বিধাতা করিবে সৃষ্টি পালিবে আপনি॥ ১২৮
শূলপাণি সে সকল করিবে সংহার।
হ'লো রজঃ সত্ত্ব তমো ত্রিগুণ আধার॥ ১২৯
আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধান হইল ঈশ্বর।
সৃষ্টিভার ব্রহ্মার হইল অতঃপর॥ ১৩০
সমাদরে ব্রহ্ম-আজ্ঞা করি অঙ্গীকার।
প্রজাপতি প্রথমে সৃজিল অহঙ্কার॥ ১৩১
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-ভূতের প্রকাশ।
অবনী বরুণ বহ্নি অনিল আকাশ॥ ১৩২
অতঃপর চারি পুত্র জন্মিল ব্রহ্মার।
সনক সনন্দ আদি সনৎকুমার॥ ১৩৩
অপরঞ্চ সনাতন মহা জ্ঞানচেতা।
তপস্যা করিতে গেল হয়ে ঊর্দ্ধরেতা॥ ১৩৪
সৃষ্টি না হইল চিন্তা বাড়িল ব্রহ্মার।
তবে জন্মাইল দশ মানসকুমার॥ ১৩৫
মরিচী অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
ক্রেতু দক্ষ নারদ বশিষ্ঠ ভৃগু সহ॥ ১৩৬
সবারে দিলেন ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি ভার।
অভিলাষ নাহি করে করিতে সংহার॥ ১৩৭
তবে শেষে বুঝিলা করিয়া যোগ-দৃষ্টি।
প্রকৃতি পুরুষ বিনা না হইবে সৃষ্টি॥ ১৩৮
বুঝি নিজ শরীরে জন্মা'ল দুই তনু।
শতরূপা কন্যা আর স্বায়ম্ভুব মনু॥ ১৩৯
পুরুষ দক্ষিণ অঙ্গে বামাঙ্গে অঙ্গনা।
সুবেশে সবার হইল সংসার বাসনা॥ ১৪০
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্মের উৎপত্তি।
স্বায়ম্ভুব মনু হ'তে জন্মিল সন্ততি॥ ১৪১
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ তার দু তনয়।
আকুতি, প্রসূতি, হুতি দেবকন্যা ত্রয়॥ ১৪২
রুচিমুনি হ'ল পতি আকুতি কন্যার।
যজ্ঞ নামে পুত্র তার ঈশ-অবতার॥ ১৪৩
কন্যা হ'ল দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশ ল'য়ে।
কার শক্তি তার কীর্ত্তি ব্যক্ত করে ক'য়ে॥ ১৪৪
দেবহুতি পতি মুনি কর্দম সুশীল।
যার পুত্র যোগাচার্য্য জন্মিলা কপিল॥ ১৪৫
অপরঞ্চ কলা আদি নয় কন্যা তার।
প্রসূতির পতি দক্ষ বহু পুত্র যার। ১৪৬
পুত্রগণে সৃষ্টি ভার দিলা দক্ষ-পিতা।
তা সবারে নারদ গোঁসাই হ'লো হিতা॥ ১৪৭
আগে গিয়া জান পৃথ্বী কত পরিমাণ।
তবে সৃষ্টি করিবে যেমন দেখ স্থান॥ ১৪৮
মুনি বাক্য মানি গেলা পৃথিবী উদ্দেশে।
অন্ত নাহি পাইয়া বৈরাগ্য হ'লো শেষে॥ ১৪৯
অপর জন্মিলা যত দক্ষের সন্ততি।
ভ্রাতার উদ্দেশে তারা পেলে সেই গতি॥ ১৫০
এই হেতু ভাই হ'য়ে ভা'য়ের উদ্দেশে।
অদ্যাবধি কোন জন না যায় বিদেশে॥ ১৫১
কোন পুত্র না হ'ল সংসার উপলক্ষ।
পুত্র ছাড়ি ষাটি কন্যা জন্মাইলা দক্ষ॥ ১৫২
ভানু আদি দশ কন্যা ধর্ম্মে দান দিল।
অপরঞ্চ ছয়ে তিন ঋষিরে তুষিল॥ ১৫৩
অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত-বিংশতি দুহিতা।
অর্চ্চনা করিয়া দিল চন্দ্রের বনিতা॥ ১৫৪
অপর দক্ষের সুতা সতী ঠাকুরাণী।
শঙ্কর-গৃহিণী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী॥ ১৫৫

অপর অদিতি দিতি প্রভৃতি অঙ্গনা।
কশ্যপে দিলেন দান করিয়া বন্দনা ॥ ১৫৬
অদিতি উদরে জন্মে দেবতা সকল।
জন্মিলা দিতির গর্ভে দৈত্য মহাবল ॥ ১৫৭
ধৃতি সতী যোগ যজ্ঞ যতেক নিয়ম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম স্মৃতি বেদ পুরাণ আগম ॥ ১৫৮
স্থাবর জঙ্গম আদি নদ নদী সিন্ধু।
কত সৃষ্টি কৃপায় করিল দীনবন্ধু ॥ ১৫৯
নিমেষ নির্ণয় পল দণ্ড যাম দিবা।
সৃজিলা তামসী সন্ধ্যা পক্ষ মাস কিবা ॥ ১৬০
বৎসর অয়ন দুই আর ছয় ঋতু।
সূর্য্যের গমন তায় পরিমাণ হেতু ॥ ১৬১
যুগ মন্বন্তর সংখ্যা হইল এইরূপে।
অতি অল্পমতি আমি কি কব সংক্ষেপে ॥ ১৬২
রাশি ঋক্ষ বারাদিকরণ তিথিযোগ।
নির্ণয় করিয়া দিল যার যত ভোগ ॥ ১৬৩
শিশুমতি সংক্ষেপে সংসার কব কত।
যথাযোগ্য যতনে জন্মা'ল সৃষ্টি যত ॥ ১৬৪
যুগে যুগে আছিল তপস্যা দান ধর্ম্ম।
ঘোর কলিকালে লোক হ'ল হীনকর্ম্ম ॥ ১৬৫
ধর্ম্ম বলি পাছে কেহ না করে মাননা।
আপনি করেন প্রভু এসব ভাবনা ॥ ১৬৬
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৬৭

শুন সবে সমাদরে, যুগে যুগে ঘরে ঘরে,
করিত ধর্ম্মের আরাধনা।
এবে হৈল ঘোর কলি, যুগ-ধর্ম্মে ধর্ম্ম বলি,
পাছে কেহ না করে মাননা ॥ ১৬৮
আপনি ঠাকুর চিতে, এত ভাবি পৃথিবীতে,
পূজালয়ে বাড়াতে প্রভাব।
ভাবনা করেন কেবা, কালে প্রকাশিবে সেবা,
লবে কেবা চতুর্বর্গ লাভ ॥ ১৬৯
দেখি এত ভাব্যমান, কাছে ছিল হনুমান,
হাকন্দ-পুরাণ বিজ্ঞবর।
নিবেদিল যোড় করে, কলিকালে ঘরে ঘরে,
হবে ধর্ম্ম পূজার আদর ॥ ১৭০
বিধিমতে কত কত, পূজিল ভকত যত,
হরিশ্চন্দ্র রাজা আদি কালে।
কলিকালে পুত্রকামা চাঁপায়ে সেবিবে রামা
রঞ্জাবতী ভর দিয়া শালে ॥ ১৭১
হাকন্দ পুরাণে লেখা, সাক্ষাৎ আমার দেখা,
কলিকালে পশ্চিম-উদয়।
দিবস দ্বাদশ দণ্ডে, হাকন্দেতে নব-খণ্ডে,
হবে যবে রঞ্জার তনয় ॥ ১৭২
নর্ত্তকী চঞ্চলমতি, ইন্দ্রপুরে অম্বুবতী,
অভিশাপে অবনী পাঠাও।
পাত্রের ভগিনী হয়ে, রঞ্জাবতী নাম লয়ে,
জন্মিলে জগতে পূজা পাও ॥ ১৭৩
কিবা অগোচর তাঁরে, তথাপি ভক্তের ভারে,
রত্ন-রথে সাথে দেবগণ।
সুরলোকে জয় জয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যময়,
প্রবেশিলা ইন্দ্রের ভবন ॥ ১৭৪
আনন্দ বিভোল মনে, সুরপতি শচী সনে,
সন্নিধানে লোটায় অবনী।
মনোহর মণিহার, মোহন মন্দার আর,
সুরধুনী চরণে নিছুনি ॥ ১৭৫
সকল দেবতাগণে, বসায়ে রতনাসনে,
মনেতে জীবন ভাবে শ্লাঘ্য।
দেবেন্দ্র দেবতা যত, পূজা করি বিধি মত,
কে কবে শক্রের কত ভাগ্য ॥ ১৭৬
রামচন্দ্র পদ-দ্বন্দ্বে, বন্দিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাষে, শ্রবণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম ॥ ১৭৭

আনন্দে অবধি নাই ইন্দ্রের ভবনে।
বিশ্বপতি বেষ্টিত বসিয়া দেবগণে ॥ ১৭৮
মনে ভক্তি আনন্দে চাপেন দুই পা।
আপনি করেন শচী চামরের বা ॥ ১৭৯
নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরে করে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান ॥ ১৮০
সকল কুসুমাকীর্ণ অবতীর্ণ অলি।
বিশেষ বসন্তকালে ভ্রমরের কেলি ॥ ১৮১
প্রফুল্ল মন্দার গন্ধে আমোদিত আশা।
ইন্দ্র বলে আজি কি প্রসন্ন মোর দশা ॥ ১৮২
তাণ্ডব দেখেন হর্ষে যতেক দেবতা।
হেন কালে কন ইন্দ্র অম্বুবতী কোথা ॥ ১৮৩

নর্ত্তকী আনিতে তবে পাঠান বাসব।
তখন চিন্তেন মনে অনাথ-বান্ধব॥ ১৮৪
দেবেন্দ্র-ভবন তায় দেবতা বেষ্টিত।
নটীরে নিঠুর কহা মোর অনুচিত॥ ১৮৫
পথে অভিশাপ যদি দেবী দেন তারে।
তবে সে অবনী যায় পূজার প্রচারে॥ ১৮৬
এত যদি মন্ত্রণা করেন ধর্ম্মরাজ।
মনে জানি ভবানী করিল সেই কাজ॥ ১৮৭
জরাতি ব্রাহ্মণী বেশে গণেশের মা।
যান নটী ছলিতে চলিতে কাঁপে গা॥ ১৮৮
ইন্দ্রের আদেশে হেথা অম্বুবতী নটী।
সঙ্গে সহচরী লয়ে করে পরিপাটী॥ ১৮৯
স্নান করি সুরধুনী মন্দাকিনী জলে।
বাট আগুলিয়া ঘাটে বুড়ি বৈসে ছলে॥ ১৯০
বলক্ষ বরণ কেশ বেশ শেষবয়ী।
হাতে নড়ী, কাঁখে ঝুড়ি, বসে ব্রহ্মময়ী॥ ১৯১
বদন বিহীন দাঁত আঁত অতি মরা।
শরীর সোণার কান্তি শোভে কিন্তু জরা॥ ১৯২
ক্ষণে ক্ষণে মায়ের উঠিছে মায়া-কাশ।
অহঙ্কারে অম্বুবতী করে উপহাস॥ ১৯৩
ইন্দ্রের নাচনী তায় যৌবন-গর্ব্বিণী।
বেড়েছে বিশেষ গর্ব্ব দেব-সভা শুনি॥ ১৯৪
উপায় করিব আজি নানা ধন কড়ি।
অহঙ্কার করে কেন বাটে বসে বুড়ি॥ ১৯৫
বাসনা করেছ আর কত কাল জীবে।
যে বেশে বসেছ ঘাটে বুক্কুনী বলিবে॥ ১৯৬
স্নান করি উঠি বলে বুড়ি ছাড় বাট।
দেব-সভা বসেছে দেখিতে মোর নাট॥ ১৯৭
বুড়ি বলে ঠাটা বেটী যানা আন্ বাটে।
এত যে গঙ্গার ঘাট কারে নাই আঁটে॥ ১৯৮
যৌবন-গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা।
ভাল চাস্ আপন গৌরবে চলে যা॥ ১৯৯
নটী বলে বুড়ির বড়াই শুন বা।
এত বলি হতভাগী উপরে ফেলে পা॥ ২০০
লাগিল দেবীর গায়ে চরণের জল।
অভিশাপ দেন দেবী পেয়ে সেই ছল॥ ২০১
পাপিনি! পায়ের জল গায়ে দিলি মোর।
মর্ত্ত্যেতে মানবী হয়ে জন্ম হোক্ তোর॥ ২০২
দেব-সভা মাঝে নাচ করিবি সম্প্রতি।
তায় হবে তাল ভঙ্গ তবে যাবি ক্ষিতি॥ ২০৩
বুড়ি বলে আমারে করিলি উপহাস।
বুড়া ভাতারের সেবা কর বার মাস॥ ২০৪
এক জন্ম মরে দেখ পুত্রের বয়ান।
এত বলি মহামায়া হোল অন্তর্দ্ধান॥ ২০৫
নর্ত্তকী চঞ্চল-চিত্ত চারি পানে চায়।
বুড়িরে না দেখি ঘাটে বলে হায় হায়॥ ২০৬
মাথায় কঙ্কণ হানি উভরায় কাঁদে।
অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে॥ ২০৭
না জানি দংশিল কার অভিশাপ-অহি।
ছাড়িয়া অমরাবতী যেতে হো'ল মহী॥
ব্রহ্মার জননী বুঝি বসে ছিল ঘাটে।
বুঝিতে নারিনু বিঘ্ন ঘটিল ললাটে॥ ২০৯
এইরূপ অহঙ্কারে পরীক্ষিৎ মো'ল।
এত বলি কান্দে রামা সর্ব্বনাশ হো'ল॥ ২১০
বলিছে প্রবোধ-বাণী সহচরীগণ।
মন উচাটন কর কিসের কারণ॥ ২১১
কিবা অভিশাপ তার, কেবা সেই বুড়ি।
বয়সের দোষে হয় বচনের ঢেড়ি॥ ২১২
তবু যে তোমার মনে কিছু হয় তাপ।
তাণ্ডবে তুষিয়া দেবে খণ্ডাইবে পাপ॥ ২২৩
বিলম্বে নাহিক ফল ঝট্ চল নাটে।
অম্বুবতী বলে চল যা ছিল ললাটে॥ ২১৪
ঘরে আসি নাস বেশে দেবসভা যায়।
শ্রীধর্ম্ম-সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ২১৫

অশেষ বিশেষ, করি নাস বেশ,
নাচিতে চলিলা নটী।
মুনি মনোহরা, অপর অপ্সরা,
সঙ্গে সহচরী ছটী॥ ২১৬
সঙ্গে বাদ্যকর, অতি মনোহর,
গরবে না চলে পা।
ঘুরায়ে নিতম্ব, কুচ করি-কুম্ভ,
বামে হেলায়ে মধ্য পা॥ ২১৭
হেরিলে বদন, মোহিত মদন,
রতন-রঞ্জিত অঙ্গে।
গজেন্দ্র-গামিনী, প্রবেশে কামিনী,
দেবসভা নানা রঙ্গে॥ ২১৮

দেবতা সকলে, বন্দি কুতূহলে,
মৃদঙ্গে দিলেক ঘা।
দেব কন্যা ধাই, চলে রম্ভা বাই,
ঐ নটী নাচে বা ॥ ২১৯
তাল মান তান, আরম্ভিল গান,
মূর্ত্তিমান ছয়রাগ।
রাগিণীর গতি, বুঝি অম্বুবতী,
নাটে বাড়ে অনুরাগ ॥ ২২০
ধিনি ধিনি ধাঁউ, তানাউ তানাউ,
তাথেনে তাথেনে থা।
বাজিছে সরল, নর্ত্তকী সকল,
চঞ্চল ফেলিছে পা ॥ ২২১
হেলায়ে কাঁকালি, কাঁপায়ে অঙ্গুলি,
অঙ্গ রঙ্গ কত ঠাটে।
হাঁকে ঝাঁকে পাকে, দেবতা সবাকে,
নর্ত্তকী তুষিছে নাটে ॥ ২২২
আড় আধ আধ, চলি পদ পদ,
মুখে গদগদ বাণী।
নাচিছে গাইছে, নাপানে বলিছে,
তানানা তাথেনি থেনি ॥ ২২৩
নাটে নটী মন, তুষি নানা ধন,
পেয়ে অহঙ্কার বাড়ে।
হেন কালে তাপ, দেবী-অভিশাপ,
পাপ আসি ধরে ঘাড়ে ॥ ২২৪।
থেই থেই বলি, দেয় করতালি,
চলিতে চঞ্চল অঙ্গ।
চাক ভাঁওরিতে, ফিরিয়ে নাচিতে,
হৈল তার তাল ভঙ্গ ॥ ২২৫
দেবতা সম্মুখ, হোল হেট মুখ,
বিধাতা বিমুখ তায়।
গুরু পদদ্বন্দ্ব, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২২৬
মনস্তাপে অম্বুবতী রহে অধোমুখে।
গলায় লম্বিত- বাস যোড় হাত বুকে ॥ ২২৭
স্তুতিবাণী বয়ানে নয়নে ধারা গলে।
ধরণী লোটায় ধনী ধর্ম্ম-পদতলে ॥ ২২৮
পতিতপাবন প্রভু তুমি পরাৎপর।
পাপ পুণ্য নহে কিছু তোমা অগোচর ॥ ২২৯
সর্ব্বকাল সভায় তাণ্ডব গানে তুষে।
আজ যে অভাগী মজে আপনার দোষে ॥ ২৩০
তাল-ভঙ্গ ঠাকুর হয়েছে যে কারণে।
নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে ॥ ২৩১
স্নান করি ঘাটে উঠি নাটে আসি ত্বরা।
ঘাটে বসে আছিল ব্রাহ্মণী এক জরা ॥ ২৩২
তাঁরে হেলা করিয়ে পেলাম অভিশাপ।
সেই হেতু সম্প্রতি ফলিল এই তাপ ॥ ২৩৩
মর্ত্ত্যেতে মানবী হব অপরূপ দুখ।
এক জন্ম মরিলে দেখিব পুত্র মুখ ॥ ২৩৪
অভাগীর এই দুঃখ ঘুচাও গোঁসাই।
তোমা বিনা তাপিতে তরাতে কেহ নাই ॥ ২৩৫
এত বলি কান্দে রামা গড়াগড়ি দিয়া।
আপনি ঠাকুর তারে কন সম্বোধিয়া ॥
অভিশাপ ঈশ্বরী আপনি দেন যারে।
সেই তাপ কেহ নাহি খণ্ডাইতে পারে ॥ ২৩৭
এইরূপে কান্দ গিয়া অভয়ার ঠাঁই।
শাপান্ত হইবে তব কোন চিন্তা নাই ॥ ২৩৮
এত বলি গেলা প্রভু লয়ে দেবগণে।
অম্বুবতী গেলা চলে কৈলাস ভবনে ॥ ২৩৯
ঈশ্বরী চরণে নটী লোটাইয়া কান্দে।
দূরে গেল বাস বেশ কেশ নাহি বান্ধে ॥ ২৪০
চাঁদে গরাসিল যেন সিংহিকা-নন্দন।
অভিশাপে কাল হো'ল অঙ্গের বরণ ॥ ২৪১
শোকাকুলা কহে রামা কৃতাঞ্জলি করি।
চিনিতে না পারে তোমা ব্রহ্মা হর হরি ॥ ২৪২
অভাগিনী পাপিনী জানিবে কোন্ বলে।
ব্রহ্মার জননী যে বসিয়া ছিলে ছলে ॥ ২৪৩
সুমতি কুমতি-দাত্রী তুমি গো জননী।
তবে অভিশাপে কেন ঠেকে অভাগিনী ॥ ২৪৪
আমা সম প্রবল পাপিনী কেহ নাই।
পতিত-পাবনী তুমি শুনি সব ঠাঁই ॥ ২৪৫
ইহা জানি কর যে উচিত হয় মা।
বলিতে নয়নে ধারা ভয়ে কাঁপে গা ॥ ২৪৬
স্তুতি শুনি জননী তখন কিছু কন।
কি করিব মোর কথা পাষাণে লিখন ॥ ২৪৭
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে।
কেন জয় বিজয় দানব-দেহ ধরে ॥ ২৪৮

মহামতি যতি রাজা পরীক্ষিত রায়।
সে হেন ধার্ম্মিক কেন ব্রহ্মশাপ পায় ॥ ২৪৯
হুহু নামে গন্ধর্ব্ব ঠেকিয়ে নিজ পাপে।
কুম্ভীর হইল কেন দেবলের শাপে ॥ ২৫০
পরিণামে সকলে পেয়েছে পরিত্রাণ।
তোমারে সদয় সদা হবে ভগবান ॥ ২৫১
ধর্ম্ম-পূজা প্রকাশিতে যাও কলিকালে।
চাঁপায়ে সেবিবে ধর্ম্ম ভর দিয়া শালে ॥ ২৫২
তবে পুত্র পাবে কোলে কশ্যপ-তনয়।
যাহা হইতে হবে কালে পশ্চিমে উদয় ॥ ২৫৩
জন্ম নিতে যাও গৌড় রমতি নগর।
ধার্ম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর ॥ ২৫৪
জন্মেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।
সে হবে তোমার ভাই, কর্ণসেন পতি ॥ ২৫৫
বেণুরায় পিতা তোর জননী মন্থরা।
শুনিতে শুনিতে তনু ত্যজিল অপ্সরা ॥ ২৫৬
ঋতুমতী আছিলা মন্থরা সিমন্তিনী।
তার গর্ভে জন্ম নিল ইন্দ্রের নাচনী ॥ ২৫৭
কাণাকাণি জানাজানি দুই তিন মাসে।
ভূতলে শয়ন সদা অলসে আবেশে ॥ ২৫৮
সোহাগে সুন্দরী তবে খান নানা সাধ।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ উদর উন্মাদ ॥ ২৫৯
দশ মাসে প্রসবিল দুহিতা পদ্মিনী।
অন্ধকার ঘরে যেন জ্বলে ফণিমণি ॥ ২৬০
আনন্দেতে জাত কর্ম্ম করে একে একে।
ষষ্ঠ দিনে তুষ্ট করে দেবী ষষ্ঠী মাকে ॥ ২৬১
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ শশী।
আনন্দে বিহ্বল দেখি মন্থরা রূপসী ॥ ২৬২
রঞ্জিল সবার চিত্ত দেখি শান্তমতী।
অতেব অনন্দে নাম থুইল রঞ্জাবতী ॥ ২৬৩
তিন মাসে কোলে বুলে সবাকার বাসে।
সাধে অন্নপ্রাশন করাল সাত মাসে ॥ ২৬৪
হরিষে হরিদ্রা তৈল মাখান মন্থরা।
দিনে দিনে রঞ্জাবতী অতি মনোহরা ॥ ২৬৫
কালে বাড়ে কেশ বেশ বয়েস আকার।
যত্ন করি দিলা কত রত্ন অলঙ্কার ॥ ২৬৬
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৬৭

দ্বিতীয় সর্গ।

ঢেকুর পালা।

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তন।
সংসার-সন্তাপ-সিন্ধু তারণ কারণ ॥ ১
পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্য দেহ-লয়ে।
মিছা মায়া মোহজালে জন্ম যায় বয়ে ॥ ২
শিশুকাল হেলায় খেলায় গোঁয়াইলে।
যুবতী-যৌবন-মদে যুবাকাল নিলে ॥ ৩
চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধ কাল লবে।
বল দেখি কি কথা যমেরে গিয়ে কবে ॥ ৪
পাপ প্রকাশিয়ে যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া, পুত্র, পরিবার, ধন ॥ ৫
সেকালে সারথি সবে হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম ॥ ৬
রূপে গুণে রঞ্জাবতী দ্বিতীয় উর্ব্বশী।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ শশী ॥ ৭
সখী সব সঙ্গে খেলে হরষিত হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু গৌড়পতি লয়ে ॥ ৮
ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর ॥ ৯
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর ॥ ১০
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত।
কৃষ্ণ-পরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত ॥ ১১
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু।
নিত্য দান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু ॥ ১২
প্রতাপে পতঙ্গ যেন সেন মহাশয়।
দুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয় ॥ ১৩
এক দিন গেল রাজা করিতে শীকার।
বাজিবরে বেড়ে বীর সিফাই হাজার ॥ ১৪
ধানুকী তবকী ঢালী পদাতি অযুত।
আপনি গজেন্দ্র পৃষ্ঠে চলিলা শ্রীযুত ॥ ১৫
ধাঁউ ধাঁউ ধামসা ধ্বনি উঠে খরশাল।
আগে চলে নিশান ধবল নীল লাল ॥ ১৬
ভূপাল চলিল সাজি শীকার করিতে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে আচম্বিতে ॥ ১৭

হাতী হ'তে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে।
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্ম্ম-দোষে ॥ ১৮
বন্ধনে রেখেছে পাত্র দারুণ জটিল।
ডাকিয়া সুধান তারে রাজা দয়াশীল ॥ ১৯
এদেশে অকাল নাই অবিচার মোর।
কও কোন্ কুকর্ম্মে কপালে কষ্ট তোর ॥ ২০
করপুটে কহিছে গোয়ালা সোমঘোষ।
কি কহিব মহারাজ মোর কর্ম্মদোষ ॥ ২১
অকুতী আতুর অন্ধ অন্ন করে খায়।
তোমার দয়ায় দেশে দুঃখ নাহি রায় ॥ ২২
অভাগায় হইয়াছে বিধি বিড়ম্বন।
যমদণ্ডে লণ্ডভণ্ড পরিবার ধন ॥ ২৩
সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গত বর্ষে মহারাজে গোচর করিতে ॥ ২৪
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দীখানা ॥ ২৫
পূর্ব্বাপর পেলেছ পুত্রের প্রায় মোরে।
এবে অপমান এত যেন দুষ্ট চোরে ॥ ২৬
দেখে শুনে পাত্রকে কুপিয়া কন ভূপ।
প্রজা প্রতিপালন উচিত এইরূপ ॥ ২৭
হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি তোকদড়ি গলে।
প্রজারে না পালি পীড়া দাও মফস্বলে ॥ ২৮
অন্য যদি পাত্র হ'তো পে'ত খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব ॥ ২৯
এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর।
সেই খানে ঘোষের বন্ধন করে দূর ॥ ৩০
শিরপা করিলা সাল সরবন্ধ জোড়া।
সঙ্গে নিল শীকারে চাপায়ে দিব্য ঘোড়া ॥ ৩১
কোপে তাপে মহাপাত্র মুচড়ায় দাড়ি।
কহিতে না পারি ফুটে ঘোষে রহে আড়ি ॥ ৩২
বাড়ি গেল ভূপাল শীকার করি বনে।
শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তন দ্বিজ ঘনরাম-ভণে ॥ ৩৩
সমাদরে শুন সবে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।
সাদরে শুনিলে সিদ্ধ মনোবাঞ্ছা-ফল ॥ ৩৪
মহারাজ মর্য্যাদা বাড়ালো দিনে দিনে।
কোন যুক্তি কার্য্য নাহি সোমঘোষ বিনে ॥ ৩৪
বিশ্বাসে গুবাক পান খান তার হাতে।
সম্মানে সতত গোপ থাকে সাথে সাথে ॥ ৩৬
তাহে মহাপাত্রের বাড়িল মনস্তাপ।
মনে করে কেমনে এখন ছাড়ে পাপ ॥ ৩৭
সতত তাড়াতে তারে করে অনুবন্ধ।
অকস্মাৎ ঘটে আসি দৈবের নির্ব্বন্ধ ॥ ৩৮
সোমঘোষে ভূপতি আপনি ডেকে কন।
এখানে তোমার আর নাহি প্রয়োজন ॥ ৩৯
বারভূঁয়া মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষষ্টীর গড়ে ॥ ৪০
সে মোর পরমবন্ধু বান্ধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা ॥ ৪১
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইর্‌শাল।
কর্ণসেন উপরে বাড়াব ঠাকুরাল ॥ ৪২
ঘোষেরে দোসালা দিল সরবন্ধ জোড়া।
বক্‌সিস্ করেন পুন চড়নের ঘোড়া ॥ ৪৩
নাগরা নিশান দিল লিখন পরয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা ॥ ৪৪
কোলে পুত্র কেবল ইছাই-কুল চাঁদ।
অপরঞ্চ যুবতী বনিতা মায়া-ফাঁদ ॥ ৪৫
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাঁইক পদাতিক।
সাজিয়া ঘোষের সঙ্গে চলে শতাধিক ॥ ৪৬
রাখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।
বড় গঙ্গা পার হ'ল সম্মুখে সন্ধিপুর ॥ ৪৭
কত কব যত গ্রাম থাকে ডান বামে।
বীরভূমি উত্তরিল মোকামে মোকামে ॥ ৪৮
দিবা দুই যামে পাইল অজয়ের ধার।
রায় কর্ণসেন হেথা পায় সমাচার ॥ ৪৯
ছয় পুত্র সঙ্গে তাঁর ঘোড়ার উপর।
নর-যানে কর্ণসেন রায় নৃপবর ॥ ৫০
আপনি সজ্জন সেন পরম সন্তোষে।
আদরেতে আগু হয়ে নিল সোম ঘোষে ॥ ৫১
রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার ॥ ৫২
পুত্র তার ইছাই প্রবল দিনে দিনে।
মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে ॥ ৫৩
জন্মে জন্মে ভক্তিভাবে সেবে ছিল শক্তি।
অনায়াসে ইছার প্রসবে সেই ভক্তি ॥ ৫৪
উপদেশ-বাসনা বিশেষ বাড়ে মনে।
দৈবযোগে দেখা এক অবধৌত সনে ॥ ৫৫

শিব-তুল্য দেখি তাঁরে করিলা বন্দনা।
ভক্তি দেখি গোঁসাই করা'ল উপাসনা॥ ৫৬
পূজা জপ যতনে জানা'ল যন্ত্র তন্ত্র।
আজ্ঞা দিল বিরলে যতনে জপ মন্ত্র॥ ৫৭
দেবতা প্রসন্ন হবে পূর্ণ অভিলাষ।
আশীর্ব্বাদ করি গুরু গেলা তীর্থবাস॥ ৫৮
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৫৯
ইছাই আনন্দমনে, নানাবিধ আয়োজনে,
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে, আরাধিতে হেমযন্ত্রে,
মন্ত্র-বশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী॥ ৬০
তনু লোটাইয়া ক্ষিতি, করিছে প্রণতি স্তুতি,
ভগবতী দুর্গতি-নাশিনী।
তুমি ত্রিলোকের মাতা, শক্তি ভক্তি মুক্তি দাতা,
বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী॥ ৬১
প্রলয় পালন সৃষ্টি প্রসবে তোমার দৃষ্টি,
তুমি মতি গতি সবাকার।
তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর,
তো বিনা স্মরণ লবে কার॥ ৬২
ভকত-বৎসলা মাতা, চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা,
মোর নহে ভকতের দশা।
শুনি দীন-দয়াময়ী, পতিত-পাবনী অই
নাম মাত্র আমার ভরসা॥ ৬৩
শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা প্রতি,
পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।
পূরাতে তোমার আশ, ছাড়িনু কৈলাস-বাস,
অভিলাষ বর মাগ কি॥ ৬৪
ইছাই বলেন মা, প্রমাণ ও রাঙ্গা পা,
আমার মনের যত তাপ।
অবিচারে অনাহারে, গৌড়ে বন্দী কারাগারে,
দুঃখ ভাবে ছিল মোর বাপ॥ ৬৫
সে তাপে তাপিত অতি, অতঃপর কৃপাবতী,
মোরে স্বতন্তর কর সতী।
অপর প্রার্থনা মাতা, গড়ে থাক অধিষ্ঠাতা,
শ্যামরূপ দেখি দিবারাতি॥ ৬৬
দেবতা দানব যত, কাহতে না হব হত,
মানব কি, কৃপা-বলে তোর।
সংসারে বৈষ্ণব বৈ, তোমার হাতের ঐ
অসি বিনা মৃত্যু নাই মোর॥ ৬৭
বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে নদীর জল,
অরি প্রবেশিতে নারে পুর।
অপর প্রার্থনা শুন, ত্রিষষ্টীর গড় পুন,
নাম হবে অজয় ঢেকুর॥ ৬৮
কি কহিব ভাগ্য কত, গোয়ালা বাঞ্ছিল যত,
মহামায়া পূরিল কামনা।
কনক প্রতিমা করি, শ্যামারূপা মহেশ্বরী,
গড়ে গোপ করিল স্থাপনা॥ ৬৯
নিতি নিতি করে পূজা, দিয়ে মেষ মোষ অজা,
রাজা হ'লো গোয়ালা প্রবল।
ভাবি গুরু পদছবি, ভণে ঘনরাম কবি,
অভিনব শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ৭০
রঙ্গিণী-কিঙ্কর, হ'ল নৃপবর,
স্বতন্তর মহাশূর!
ইছাই দুর্ব্বার, করিল রাজার,
দোহাই দস্তর দূর॥ ৭১
চৌদিকে পাহাড়, বেড়ি বাড়ি গড়,
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর, বসা'ল নগর,
রাজার বসত বাটী॥ ৭২
করিয়া আসন, গাড়িল নিশান,
সম্মানে বসান পদ্য।
স্বধর্ম্ম মণ্ডিত, বিধর্ম্ম খণ্ডিত,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥ ৭৩
সমাদরে তস্য, বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য,
ধন্য ধরা ধর্ম্মপাল।
সম্মুখ সমর, মাঝে অকাতর,
বীর বিক্রমে বিশাল॥ ৭৪
করি বন্দোবস্ত, বসিল সমস্ত,
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র, ঘোষ বসু মিত্র,
মার্জ্জিত মৌলিক যত॥ ৭৫
সিংহ দাস দত্ত, আদি যে মহত্ত্ব,
বসিল উত্তর-রাঢ়ি।
গোপ অবতংস কত রাজবংশ,
কুমার করিল বাড়ি॥ ৭৬

তিন কুল রাজ, পুরে সুসমাজ,
মহত্ত্ব মর্য্যাদাবান।
গণ্য গোপ যত, করিল বসত,
পাল ঘোষ কলে পাণ ॥ ৭৭
হয়ে হরষিত, বসিল নাপিত,
তাপিত আছিল যত।
পসারি তাম্বুলি, তাঁতি তেলী মালী,
কুতুহলে বসে কত ॥ ৭৮
ধার্ম্মিক ধনিক, পঞ্চ যে বণিক,
যতেক কম্মি-কুমার।
উগ্রধর্ম্মধারী, বসিল আগুরি,
শাঁকারি করমকার ॥ ৭৯
মদক বারুই, আদরে এ দুই,
বসিল সজ্জাতি যত।
এই সবাকার, নাহি ব্যবহার,
হেন হীন জাতি কত ॥ ৮০
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ, পল্লবাদি গোপ,
সুবর্ণ বণিক কলু।
কেওট কৈবর্ত্ত, স্বর্ণকার ধূর্ত্ত,
ছুতার বাইতি জালু ॥ ৮১
তাতালে মদক, বসিল রজক,
গুড়ি নুড়ি চুড়িকার।
পুরীর প্রান্তরে, বেশ্যা থরে থরে,
অন্তজ জাতি অপার ॥ ৮২
ডোম হাড়ী শুড়ি, বৈসে গড় বেড়ি,
বিশাল কোটাল কোল।
কিরাত প্রবল, রণ শিঙ্গা মাদল,
নিনাদে নাগরা ঢোল ॥ ৮৩
পুরীর অন্তর, গড়ে স্বতন্তর,
বসিল যবন যত।
পাইয়া মর্য্যাদা, কত মিরজাদা,
সৈয়দ পাঠান কত ॥ ৮৪
সমরকুশল, বসিল মোগল,
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটী, সবে খায় বাঁটী,
রণে পাশরে আপনা ॥ ৮৫
চৌদিকে চোয়াড়, পুরী রক্ষিবার,
বীর বিক্রমে বিশাল।
খয়রা খণ্ডাতি, কোল খল জাতি,
অরাতি দমনে কাল ॥ ৮৬
অপর যতেক, কহিব কতেক,
কত কত সুরবীর।
যথা যোগ্য জনা, রাখে চৌকী থানা,
সম্মুখ সংগ্রামে ধীর ॥ ৮৭
চতুরঙ্গ দল, সংগ্রামে কুশল,
প্রবল প্রতাপবান।
গুরু-পদ-ছবি, ঐকান্তিক ভাবি,
দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৮৮
দিনে দিনে গড়ে গোপ হইল বলবান্।
ভবানী পুজিল দিয়া লক্ষ বলিদান ॥ ৮৯
প্রণাম করিয়া পুন পার্ব্বতীর পায়।
করপুটে ইছা কয় শ্যামরূপা মায় ॥ ৯০
গৌরবে গড়ের নাম রাখিলে ঢেকুর।
ইহার মহিমা কিছু দেখাও প্রচুর ॥ ৯১
হাসি হাসি হৈমবতী ঈষৎ ইঙ্গিতে।
বীরমাটি আনাইল কৈলাস হইতে ॥ ৯২
ফেলিয়ে গড়ের মাঝে দেখান কৌতুক।
ক্ষুধিত ভুজঙ্গে ধায় ধরিতে মণ্ডূক ॥ ৯৩
মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুর।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর ॥ ৯৪
স্থানান্তরে ভক্ষক তক্ষক তুল্য সাপ।
সহিতে না পারে ভক্ষ ভেকের প্রতাপ ॥ ৯৫
নকুলে আকুল দেখে পন্নগের রণে।
উথলে আনন্দ অতি ইছায়ের মনে ॥ ৯৬
ভজনে ভবানী তার হ'ল পক্ষ-বল।
দিনে দিনে গড়ে গোপ হইল প্রবল ॥ ৯৭
লোহাটা বজ্জর তার সহর কোটাল।
সংগ্রামে পণ্ডিত বীর বিক্রমে বিশাল ॥ ৯৮
দৈব বলে গড়ে গোপ রাজা হইল পাটে।
দেবতা দানব ডরে নাহি চলে বাটে ॥ ৯৯
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবর্গ।
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বর্গ ॥ ১০০
শক্রের সন্তাপ বাড়ে টুটে পরাক্রম।
অধিকার ঢেকুর ছাড়িল প্রায় যম ॥ ১০১
গৌড়েশ্বর রাজার হুকুম হইল রদ।
রায় কর্ণসেনে বড় ঘটিল আপদ ॥ ১০২

রণে বৃত্রাসুর যেন ইন্দ্রে দিল তেড়ে।
শচীপতি পলাইল অমরাবতী ছেড়ে॥ ১০৩
সেইরূপে গোয়ালা বাড়িল দৈববলে।
সেনের সম্পত্তি লুটে নিল বলে ছলে॥ ১০৪
হাতী ঘোড়া উট গাড়ি বাড়ি রাজপাট।
প্রমাদে পালাল রায় হানিয়া ললাট॥ ১০৫
গৌড়ে আসি বন্ধুবাসে রাখি পরিবার।
পাঁচ পুত্র সঙ্গে গেল রাজ দরবার॥ ১০৬
বার-ভূঁয়া বেষ্টিত বসেছে নৃপবর।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরামর॥ ১০৭
পাত্র মিত্র স্বগোত্র সহিত নরপতি।
মহামায়া মহিমা শুনেন মহামতি॥ ১০৮
দেবাসুর সংগ্রামে শতেক বর্ষ যায়।
প্রবল মহিষাসুর দৈত্যাধিপ তায়॥ ১০৯
নির্জ্জর সবারে জিনি নিল ইন্দ্রপদ।
পশ্চাৎ পার্ব্বতী হাতে মৈল দুরাসদ॥ ১১০
ঈশ্বরী মাহাত্ম্য এত শুনেন ভূপতি।
হেন কালে এল রায় অতিব্যস্ত-মতি॥ ১১১
প্রণতি করিয়া ভূপে শিরে হানে ঘা।
অভিমানে দুঃখে কান্দে মুখে নাই রা॥ ১১২
রাজা বলে কহ বন্ধু কাঁদ কি কারণ।
এস এস ব'স কাছে কহ বিবরণ॥ ১১৩
তবে কর্ণসেন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সোমঘোষ বেটা হ'তে হ'ল সর্ব্বনাশ॥ ১১৪
পুত্র তার ইছাই ঈশ্বরী যার সখা।
তার হস্তে ছিল মোর অপমান লেখা॥ ১১৫
তোমার দোহাই রদ, আমি হৈনু দূর।
ত্রিষষ্ঠী ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর॥ ১১৬
কোপে রাজা জ্বলে যেন অনলেতে ঘি।
বেন্ধে এনে বেটার করিব শাস্তি কি॥ ১১৭
কোপে তাপে প্রতাপে হুকুম হ'ল সাজ।
পাত্র মহামদ বলে শুন মহারাজ॥ ১১৮
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি।
হুকুমে আনাব ধরে সেবা কোন পাজি॥ ১১৯
পরোয়ানা পাঠাই, যদি নাহি আসে কাছে।
তবে যে করিব শাস্তি মোর মনে আছে॥ ১২০
গৌড়পতি কন পাতি পাঠাও ত্বরিত।
পাত্র লিখে পত্রিকা পরম প্রতিষ্ঠিত॥ ১২১
ত্রিষষ্ঠী গড়ের সামা দেবল শ্রীযুত।
সোমঘোষ প্রীতি প্রেম শুভাশীঃ বহুত॥ ১২২
অপরঞ্চ কি কব সকল করে কালে।
পাশরিলে কিরূপে আছিলে বন্দীশালে॥ ১২৩
ঠাকুরালি মুখে প্রেম বন্ধুর উপর।
শুনি তারে তাড়ায়ে হয়েছ রাজ্যেশ্বর॥ ১২৪
কি কারণে কর্ণসেন সঙ্গে বিসম্বাদ।
সাক্ষাতে শুনিব সব খণ্ডাব বিবাদ॥ ১২৫
বাঞ্ছা থাকে বাঁচিবে, না হবে লণ্ডভণ্ড।
তবে গৌণ গমনে না কর এক দণ্ড॥ ১২৬
শুনি বলবন্ত তব তনয় ইছাই।
মোর সঙ্গে করে হট, না মানে দোহাই॥ ১২৭
পূর্ব্বাপর বুঝি, তারে বুঝাহ সংপ্রতি।
দুর্গতি না ঘটে যেন কিমধিকমিতি॥ ১২৮
তারিখ চৈত্র তায় তৃতীয় বাসর।
ভাটে দিয়ে বলে বাটে চলিবে সত্বর॥ ১২৯
ত্রিষষ্ঠীর কর লয়ে এনো সোমঘোষে।
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে ভাট চলিল সন্তোষে॥ ১৩০
পঞ্চাশ পদাতি ঢালী আগে পিছে ধায়।
ঘোড়ার উপরে ভট গঙ্গাধর রায়॥ ১৩১
মোকামে মোকামে পায় অজয়ের ধার।
সোমঘোষ গোয়ালা পাইল সমাচার॥ ১৩২
পুরস্কার করি ভাটে নিল আগু হয়ে।
প্রণতি করিল পাতি ভূপতির পেয়ে॥ ১৩৩
বিনয় করিয়া কিছু গঙ্গাধরে কন।
গড়েতে গোঁয়ার পুত্র হয়েছে দুর্জ্জন॥ ১৩৪
তুমি যে রাজার লোক চাহ ইধ্‌শাল।
এ কথা শুনিলে বড় বাড়িবে জঞ্জাল॥ ১৩৫
সঙ্গোপনে কর দিব যাবে গুপ্ত গনে।
সুধালে বন্ধুতা বলো সোমঘোষ সনে॥ ১৩৬
এত শুনি কোপে তাপে ভট্ট কন হাঁকি।
কি কোস্ বেটাকে তোর থরথরাতে কাঁপি॥ ১৩৭
বকেয়া বেবাক লয়ে সঙ্গে চল মোর।
কি কব কালের ধর্ম্ম, সাধু বাঁধে চোর॥ ১৩৮
কর্ণসেন ভেঙ্গে দেবে এই অহঙ্কার।
কহিতে কহিতে হেথা করিয়া শীকার॥ ১৩৯
ইছাই প্রবেশে পুরী বেষ্টিত লস্কর।
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর॥ ১৪০

ধার নাদে নাগারা নিশান উড়ে বায়।
শুনিল রাজার লোক রাজ-কর চায়॥ ১৪১
কাপে কেঁপে কোটালে হুকুম দিল ধর্।
কান্ বেটা নিতে চায় ঢেকুরের কর॥ ১৪২
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
কোন ছার ভূপতি তাহার এত ত্বরা॥ ১৪৩
মার্ মার কোটালে কহিছে কোপ দৃষ্টে।
ভাটে হ'তে জটে ধরে ভাটে পাড়িপিটে॥১৪৪
নাথা নুথা কিল গুঁতা হিড়িক্ জুতার।
ভাট বলে মরি মরি, গোপ বলে মার॥ ১৪৫
পরিহার মাগে ভট্ট ছেড়ে দেরে ভাই।
মাতা মুড়ে দেরে ছেড়ে বলিছে ইছাই॥ ১৪৬
আজ্ঞা লঙ্ঘে কার সাধ্য প্রতাপে রাক্ষস।
পাঁচ-চুলা করে পেঁচ দিল গোটা দশ॥ ১৪৭
টস্ টস্ পড়ে রক্ত মুখ বুক বয়ে।
সোমঘোষ ব্যাকুলি করিয়ে এল ধেয়ে॥ ১৪৮
ধরিয়া ইছার হাতে করে উপরোধ।
ভাট গঙ্গাধরে এত অনুচিত ক্রোধ॥ ১৪৯
পুর্ব্বাপর পড়সী পরম বন্ধু মোর।
পুরস্কার করিতে উচিত হয় তোর॥ ১৫০
পিতার বচনে ভাটে দিল পুরস্কার।
ঘোড়া জোড়া কড়াই কনক কণ্ঠহার॥ ১৫১
সরবন্দ বান্ধিতে স্মরণ করে হরি।
বিদায় হইয়া ভাট চলে ত্বরা করি॥ ১৫২
রাজসভা যাইয়া মাথার ফেলে পাগ।
দেখায় দুর্গতি যত নরুণের দাগ॥ ১৫৩
জোড় হাতে কহিল সকল সমাচার।
সোমঘোষ আজ্ঞাকারী কেবল তোমার॥ ১৫৪
কর দিল; হেনকালে হাতীর উপর।
শীকার করিয়া এল তাহার কুমার॥ ১৫৫
যমের দোসর দুষ্টে দেখে কাঁপে গা।
সদাই সাক্ষাতে তার শ্যামরূপা মা॥ ১৫৬
নাম ধরে ইছাই ইন্দ্রের প্রায় ছবি।
কোপে রাজা জ্বলে যেন হুতাশনে হবি॥ ১৫৭
সাজিতে হুকুম হ'ল নব লক্ষ দল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ১৫৮
ভাটেরে প্রবোধ করি মুচড়িছে দাড়ি।
ইছাই উপরে বড় ভূপতির আড়ি॥ ১৫৯
কোপে কুরঙ্গলোচন বচন বীরদাপে।
এত অহঙ্কার মোরে কয়ে কার বাপে॥ ১৬০
সাজিতে হুকুম দিল দিয়ে হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে শিঙ্গার শুধু সারা॥ ১৬১
ঘন রণ-দামামা দগড়ে পড়ে কাটি!
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটী॥ ১৬২
ধাঁও ধাঁও ধামসা বাজে ডিগ্ ডিগ্ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে ত্বড়বড়ি॥ ১৬৩
কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে।
রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে॥ ১৬৪
রায়রেঁয়া বার-ভূঁয়া মীরমিয়াগণে।
তুরগী তুরঙ্গে কেহ, এরাগী বারণে॥ ১৬৫
হাতী ঘোড়া উট গাড়ি সিপাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক॥ ১৬৬
নবঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী॥ ১৬৭
তিনলক্ষ তাজা তাজি তুরগী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ॥ ১৬৮
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
সমুদায় নব লক্ষ যম অবতার॥ ১৬৯
চতুরঙ্গ বলে দলে চলে নরপতি!
গতি ধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী॥ ১৭০
ঘনবাজে ঘন-ঘোর দামামা দগড়।
ঘোড়ায় হ্রেষণি শুনি হাতীর দাবড়॥ ১৭১
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দামদুম্।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম॥ ১৭২
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ ডাকে হান্ হান্।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান॥ ১৭৩
চলিতে চলিতে চলে উলটি পালটি।
বীরগতি লাফাইয়া কাঁপায়ে চলে মাটি॥ ১৭৪
একাযুত বেলদার বেগারি আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়॥ ১৭৫
তবে তাম্বু কানাৎ ঝৈন্যোত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগরা॥ ১৭৬
সবার গমন আগে বেগে আসোয়ার।
নিশানী ধাইছে কত ঢালী ফরিকার॥ ১৭৭
পিছে হাতী পদাতি পশারি পায়ে পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী গায়ে গায়॥ ১৭৮

গজ-পৃষ্ঠে ভূপতি বেষ্টিত বার-ভূঁয়া।
চোহান্ রাজপুত কত নামজাদা মিয়া॥ ১৭৯
পার হ'ল গৌড়গড় বেগবন্ত গতি।
পার হ'ল ভৈরবী ভাবিয়া ভগবতী॥ ১৮০
একে একে কব কত যত রাজ-বাট।
প্রবেশে অজয় তটে ভূপতির ঠাট॥ ১৮১
অড়ে পার হ'তে নদী প্রবেশিতে জলে।
পাতাল ভেদিয়া জল আকাশে উথলে॥ ১৮২
দৈববলে বাড়ে নদী কুল কুল শব্দে।
ভেসে গেল কত সেনা ঠেকিয়া বিপদে॥ ১৮৩
প্রমাদে পড়িয়ে রাজা তীরে আসি উঠে।
মগ্ন হোয়ে মোকাম করিল নদী তটে॥ ১৮৪
সঙ্কটে পড়িয়া হেথা ইছাই গোয়ালা।
একান্তে করিল পূজা ভকত-বৎসলা॥ ১৮৫
অচলা লোটায়ে স্তুতি করে মহামতি।
বিপক্ষ বিপদে পক্ষ, রক্ষ, ভগবতী॥ ১৮৬
নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গখর্পরধারিণী॥ ১৮৭
শিবানী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বরূপাভূতে।
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে॥ ১৮৮
স্তুতি শুনি শ্যামরূপা সাক্ষাতে সদয়।
কন কেন কি কারণে কারে কর ভয়॥ ১৮৯
লোহাটার রণে সে পলাবে অচিরাৎ।
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি দিবে হাত॥ ১৯০
অখিলের নাথ ধর্ম্ম, তার ভক্ত জন।
জগতে জন্মিবে যবে কশ্যপ-নন্দন॥ ১৯১
দৈবের ঘটনে রণ কর তার সনে।
লোহাটাকে সম্প্রতি পাটায়ে দেহ রণে॥ ১৯২
তবু যদিস্যাৎ রাজা রণে হয় দক্ষ।
কুটিল কটাক্ষে মোর কিবা নব লক্ষ॥ ১৯৩
উপলক্ষ লোহাটা আপনি পক্ষ তার।
শুনি গোপ প্রণতি করিল পুনর্ব্বার॥ ১৯৪
তবে দড় দড় আজ্ঞা দিল গোপসুত।
যম দূত সম সাজে কোটালের যূথ॥ ১৯৫
প্রবেশিল প্রবল প্রতাপে পাঁচ পা।
ঘনরোল দামামা দগড়ে পড়ে ঘা॥ ১৯৬
কত মত বাদ্য বাজে ভূপতির দলে।
মার্ মার্ শব্দ করি চলে দৈববলে॥ ১৯৭
পার হয়ে সরিৎ সমরে দিল হানা।
চমকিত চৌদিকে চঞ্চল চৌকী থানা॥ ১৯৮
লোহাটা দুর্ব্বার, হাঁকে মার মার্,
রাজার লস্কর মাঝে।
কোপে নৃপবর, কুঞ্জর উপর,
ধর্ ধর্ হুকুম গর্জ্জে॥ ১৯৯
চতুরঙ্গ দল, চৌদিকে চঞ্চল,
প্রবল প্রতাপে রোষে।
অতি ঝাঁটাঝাঁটি, করি কাটাকাটি,
দু-দলে দ্বন্দ্ব প্রদোষে॥ ২০০
শর শেল শুলি, আথালি পাথালি,
সামালি চালিছে ঢাল।
দাদলি দু-হাতে, সেনা সব সাথে,
জুঝে যেন যমকাল॥ ২০১
মাহুতের মুণ্ড, মাতঙ্গের শুণ্ড,
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া, যড়াইয়া জোড়া,
ঘোড়া সনে ভূমে লোটে॥ ২০২
তবু অকাতর, ভূপতি লস্কর,
দুষ্কর সাহসে লড়ে।
একাকার ধূম, দূড়্ দূড়্ দুড়ুম্,
ঘোর নাদে গোলা পড়ে॥ ২০৩
হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে, টাঙ্গি শেল রাখে,
ঝুপ ঝুপ রাখিছে তীর।
কোটালের ঠাট, জুড়ে এল কাট,
সমরে না রহে স্থির॥ ২০৪
রাহুত মাহুত, হানে যূথে যূথ,
কোটাল যম-খণ্ডাতি।
ছাড়ে সিংহনাদ, গণি পরমাদ,
হুতাশে হুঁটারে হাতী॥ ২০৫
শরের নিশান, শুনি স্বন্ সান্,
ঝঞ্ঝান ঝাঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টান্, হানে ঠন্ ঠান্,
সেনাগণে দিয়ে তাড়া॥ ২০৬
কোটালিয়া কাল, বুঝিয়া ভূপাল,
পাত্তর পালাল ছেড়ে।
লোহাটা দুর্জ্জয়, কর্ণসেন-ছয়,
তনয়ে হানিল তেড়ে॥ ২০৭

হাতে লয়ে প্রাণে, সবে চারি পানে,
পলাইল নিজ বাসে।
লোহাটা নিঠুর, প্রবেশে ঢেকুর,
দ্বিজ ঘনরামে ভাষে ॥ ২০৮
মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশা দোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয় ॥ ২০৯
ভবানী চরণে ভক্তি বাড়া'ল ইছাই।
পুত্র শোকে সেন হেথা কাঁদে রাওয়ারাই ॥২১০
ধাওয়া-ধাই আসি বাসে শিরে হাত হানে।
পুত্র-বধূ বনিতা আছয়ে যেই খানে ॥ ২১১
নয়নে বহিছে ধারা মুখে নাই রা।
হা পুত্র! বলিয়া কাঁদে আছড়িয়া গা ॥ ২১২
আঁটকুড়া হৈনু বলে ফুকারিয়া কান্দে।
শুনিয়া জননী শোকে, বুক নাহি বান্ধে ॥ ২১৩
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ি।
কেমনে দেখিব ঘরে ছয় বধূ রাঁড়ি ॥ ২১৪
স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা ॥ ২১৫
পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্ব শোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥ ২১৬
হাতী ঘোড়া ধন প্রাণ রাজছত্র দণ্ড।
কর্ম্ম-দোষে বিধাতা করিল লণ্ডভণ্ড ॥ ২১৭
পুত্র শোকে জর্জ্জর হইল তার তনু।
পুত্র বিনা সকল সংসার দেখে শূন্য ॥ ২১৮
অল্পকালে ঘটে আসি অশেষ অভাগ্য।
সংসার বাসনা ছাড়ি বাড়িল বৈরাগ্য ॥ ২১৯
দশা দোষে হ'ল সে দারুণ দুঃখ-ভাগী।
মুখে ভস্ম মাখে রাজা, হ'ল যেন যোগী ॥ ২২০
পট্টাম্বর ত্যজি রাজা পরিল কৌপীন।
ফকির করিল বিধি দশা হ'ল হীন ॥ ২২১
সেনের বৈরাগ্য দেখে ডাকাইল ভূপ।
করে ধরি প্রবোধ করিল কত রূপ ॥ ২২২
দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা ॥ ২২৩
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাচের ভিক্ষুক ॥ ২২৪
দূর কর মনস্তাপ মন দিয়া শুন।
আমি তব সংসার করিয়া দিব পুন ॥ ২২৫
কর্ণসেন বলে হায় আর হবে মারী।
আঁটকুড়া বুড়া তায় নাচের ভিখারী ॥ ২২৬
কন্যা কে ফেলিবে জলে হেন বরে দিয়া।
ভূপতি বলেন ভায়া থাকহ বসিয়া ॥ ২২৭
কালি বিভা দিব তব কোন চিন্তা নাই।
প্রসন্ন হইলে দশা বাড়িবে বড়াই ॥ ২২৮
আজ হ'তে এখানে আপনি অগ্রগণ্য।
কেবল আমার তুমি ইথে নাই অন্য ॥ ২২৯
এত বলি বসন ভূষণ অলঙ্কার।
রায় কর্ণসেনে দিল রাজা পুরস্কার ॥ ২৩০
শিরপা পাইয়ে শিরে করিল বন্দনা।
মনেতে বাড়িল বড় সংসার বাসনা ॥ ২৩১
রাজারে বলেন আমি তোমার নফর।
তুমি সে পরম বন্ধু কন নৃপবর ॥ ২৩২
বাড়িল বিশ্বাস বড় রাজার আদেশে।
সমাদরে থাকে রায় ভূপতির দেশে ॥ ২৩৩
নিযুক্ত নফর চারি করে দিল ভূপ।
বাসা দিল মর্য্যাদা করিয়া কত রূপ ॥ ২৩৪
দরবার ভাঙ্গি রাজা প্রবেশে মহল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ॥ ২৩৫
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥২৩৬
প্রভু যার কৌশল্যা নন্দন কৃপাবান।
ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান ॥ ২৩৭

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা।

কর্ণসেনে প্রবোধিয়া গৌড়ের ঠাকুর।
দরবার ভাঙ্গি রাজা গেল অন্তঃপুর ॥ ১
সেন পাত্র বীর ভূয়া মীর মিয়াগণে।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিকেতনে। ২
রাজা যান যেখানে বসিয়া ভানুমতী।
ছোট ভগ্নী বামেতে বঁসেছে রঞ্জাবতী ॥ ৩
ভুবনমোহন রূপ পরম সুন্দরী।
অপ্সরা উর্ব্বশী কিম্বা স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥ ৪

দেখিয়ে রাণীকে রাজা সুধান বিরলে।
মনোহর কার কন্যা আমার মহলে॥ ৫
রাণী বলে ভগ্নী মোর পাঠাইল মা।
অন্য হ'লে এখানে বাড়াবে কেন পা॥ ৬
অনূঢ়া অনুজা এই রঞ্জাবতী নামে।
রাজা বলে এস তবে বৈস মোর বামে॥ ৭
শ্যালী যদি ডেকে দেয় যৌবনের ডালি।
প্রণতি করিয়া রঞ্জা কয় কৃতাঞ্জলি॥ ৮
মোরে বটে বিবাহ করিবে মহীনাথ।
এখন ত বুড়া গালে দেখি, দুটী দাঁত॥ ৯
আঁতটী শুখান দেখি দাঁত দুটী যায়।
বদনে মদন বসে, বিভা কর রায়॥ ১০
পরিহাসে ভাষে রাজা হাসে খল খল।
রাণীকে ডাকিয়ে রাজা বুঝান বিরল॥ ১১
সম্প্রতি সম্বন্ধ বাক্য শুন সীমন্তিনী।
অবিবাহ এত বড় তোমার ভগিনী॥ ১২
পাগল পাত্রের বুদ্ধে পাইল এতদূর।
বাড়া কি বলিব বৃদ্ধ শ্বশুর ঠাকুর॥ ১৩
রায় কর্ণসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী।
এসং সম্বন্ধে যদি দেহ অনুমতি॥ ১৪
রাণী বলে কর্ত্তা বট নিতে পার মুল্য।
কিন্তু ঐ ভগিনী ভেয়ের প্রাণতুল্য॥ ১৫
কি করে কহিব নাথ! কর্ণসেন বুড়া।
রাজা বলে বুঝি যদি সেই বংশচূড়া॥ ১৬
সকল গুণের গুণী ধনী ধর্ম্মবান।
খুজিলে মিলিবে নাহি সেনের সমান॥ ১৭
বুড়া ব'লে কদাচ না ভেবো বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন॥ ১৮
বুড়া নয়, খানিক বয়সে বটে বাড়া।
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া॥ ১৯
আমি যে এমন বুড়া খাটিয়াছি কি।
হাসি মুখ হেঁট হ'ল বেণুরায়ের ঝি॥ ২০
কত রঙ্গ রহস্য বহিয়া গেল তায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ২১
রাজা বলে সুন্দরী বিশেষ শুন ভাষি।
পুত্র শোকে কর্ণ সেন হ'ল বনবাসী॥ ২২
আশ্বাস দিয়েছি তারে করে দিব নারী।
ইঙ্গিতে অনেক কন্যা আনাইতে পারি॥ ২৩
রঞ্জার ধর্ম্মস এই স্নেহ মহাকুল।
এই হেতু ভাবিয়াছি সব সুপ্রতুল॥ ২৪
বিপদে ব্যাকুল হয়ে যে আসে শরণে।
প্রবল পৌরুষ পুণ্য তাহার পালনে॥ ২৫
রাণী কন বুঝা গেল, শুনহ প্রাণেশ।
আমি শিরোধার্য্য করি তোমার আদেশ॥ ২৬
প্রমাদে পাড়িবে পাত্র বুঝ অভিপ্রায়।
রাজা বলে কামরূপে পাঠাইব তায়॥ ২৭
পরিণাম পারা যাবে বিভা হ'ক আগে।
রাণী বলে কর যে তোমার মনে লাগে॥ ২৮
রাণীর আশ্বাসবাণী বুঝি নৃপমণি।
পরদিন প্রভাতে পাত্তরে ডেকে আনি॥ ২৯
ভূপতি বলেন ভায়া শুন মন্ত্রিবর।
কাউর ভূপাল বলে হ'ল স্বতন্তর॥ ৩০
প্রবল প্রতাপে যেয়ে বেন্ধে আন তায়।
রাজ আজ্ঞা বন্দি পাত্র হইল বিদায়॥ ৩১
কাউর মহলে পাত্রে দিল পাঠাইয়ে।
পাত্তর চলিল সেনা পাঁচ লক্ষ লয়ে॥ ৩২
বার দিন পরে গেল ব্রহ্মপুত্র ধারে।
ধলরাজা ভূপতি ভবন যার পারে॥ ৩৩
কামরূপ ওপারে এপারে দিল থানা।
ধলরাজ অরাতি উপরে দিতে হানা॥ ৩৪
বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুল কুল কুরব কমল কাণেকাণ॥ ৩৫
ঘোর রবে ঘুরুলী ঘুরিছে ঘনে ঘন।
প্রমাদ পাড়িছে পুরে প্রলয়পবন॥ ৩৬
তরঙ্গ দেখিয়া শঙ্কা ঘটে মহামদে।
মোকামে রহিল পাত্র ঠেকিয়া বিপদে॥ ৩৭
রঞ্জার বিবাহে হেথা গৌড়ের ভূপতি।
আনায়ে বান্ধবগণে আনন্দিত মতি॥ ৩৮
হরষিত বেণুরায় রাজার শ্বশুর।
মোর কন্যা বিভা দিবে গৌড়ের ঠাকুর॥ ৩৯
আপনি মন্থরা অতি আনন্দিতমনা।
রাজপুরে হুলাহুলি উল্লাস বাজনা॥ ৪০
সখিগণ হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।
সমাদরে কন্যা বরে ক্ষীরখণ্ড খায়॥ ৪১
শুভদিনে বেণুরায় বসে অধিবাসে।
রঞ্জার বিবাহ গান ঘনরাম ভাষে॥ ৪২

বিচিত্র চন্দ্রাতপ, টাঙ্গায়ে, ফেলে সপ
প্রশস্ত, পরম যতনে।
কুটুম্ব বন্ধুগণে, আনায়ে নিমন্ত্রণে,
বসান বিচিত্র আসনে॥ ৪৩
সুপদ্য বাজে বাদ্য, মাদল মুরজাদ্য,
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি নিকেতনে, যতেক সখিগণে,
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলি॥ ৪৪

জয় রঞ্জার বিবাহ উল্লাসে!—
সবিতা সম ছটা, সম্মুখে দ্বিজ ঘটা,
রায় বসিলা অধিবাসে॥ ৪৫
আরোপি হেম ঘটে, প্রথমে পাণিপুটে,
পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি, হরিহর হৈমবতী,
প্রজাপত্যাদি গ্রহ ষষ্ঠী॥ ৪৬
ব্রাহ্মণে বেদ রটে, গন্ধাদি হেম ঘটে,
পরশ করি শেষ কালে।
শুভাধিবাসনমস্তু, বলিয়ে যত বস্তু,
ছোঁয়াল কন্যার কপালে॥ ৪৭
মঙ্গল মহী আদি, প্রশস্ত যথাবিধি,
সুনীলা ধান্য দুর্ব্বাদল।
কুসুম ঘৃত দধি, স্বস্তিক যথা বিধি,
চন্দনাক্ত সিন্দুর কজ্জল॥ ৪৮

সিদ্ধার্থ গোরোচনা, তাম্রাদি রূপা সোণা
হরিদ্রা অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে, চামর শুভদীপে,
করিলা মঙ্গল অধিবাস॥ ৪৯

মঙ্গল দ্রব্য যত, বেদের বিধিমত,
ছোঁয়ায়ে থুল হেম থালে।
করে মঙ্গল সূত্র, বন্ধন করি মাত্র,
অপর বসুধারা ভালে॥ ৫০
মঙ্গল নারীগণে, লইয়া নিকেতনে,
কন্যা সে কনক চন্দ্রিকা।
ভূরি সংকল্প নৃপ, পূজিল গণাধিপ,
গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা॥ ৫১
বসুধারাদি সুখে; করিলা নান্দীমুখে,
তুষিলা ব্রাহ্মণ সবায়।

আদরে এই বিধি, যে কিছু মঙ্গলাদি,
করিল কর্ণসেন রায়॥ ৫২
বুঝিয়া শুভ লগ্ন, আনন্দে হ'য়ে মগ্ন,
বরে করিলা পুরস্কার।
বসন নানা রঙ্গে, বরণ করি যত্নে,
করিতে নিল স্ত্রী-আচার॥ ৫৩
শ্রীরাম পদদ্বন্দ্ব, ভাবিয়া সদানন্দ,
ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান।
রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ, প্রভু করুন তূর্ণ,
নায়কে হ'য়ে কৃপাবান॥ ৫৪
উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপরে।
শশিমুখী সকলে বরিতে এল বরে॥৫৫
কোন নব নাগরী লাবণ্য দেশ বই।
কপালে চন্দন দিয়ে পায়ে ঢালে দই॥ ৫৬
কর ভঙ্গি করিয়ে কহিছে কত তানে।
বরের বদন বিধুবরে ঢাকে পানে॥ ৫৭
মুখে দিয়ে তাম্বূল সেনের সেকে গাল।
সাত বার বরিল ঘুরায়ে হেম থাল॥ ৫৮
সাজাল সাতাশ কোটি সখিগণ লয়ে।
মঙ্গল আচার করে প্রদক্ষিণ হয়ে॥ ৫৯
যতনে আনিল কন্যা রতন রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারি ভিতা॥ ৬০
দুহাতে ঘুরায়ে পান লাজে হেঁট মুখী।
বসনে বরের মুখ ঢাকে সব সখী॥ ৬১
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত।
দুজনে বদলে মালা পসারিয়া হাত॥ ৬২
নিছিয়া ফেলিল পান উভ কর তুলি।
বরেরে ফেলিয়া মারে সগুড় চাউলি॥ ৬৩
চারি চক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যা বরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে॥ ৬৪
নারীর নাপান তান সদাই নূতন।
বিশেষ বিবাহবাদ্যে বাড়ে দশ গুণ॥ ৬৫
মন্থরা জননী যত্নে আনিল ঔষধি।
রাণী ভানুমতী রাখে মায়েরে প্রবোধি॥৬৬
কি কাজ ঔষধে আর ঐ একেশ্বরী।
ননদী সতীনী সতা কেহ নাই অরি॥ ৬৭
এ বিষয়ে এসব ঔষধে অর্থ কি।
কোন পীড়া নাহি পাবে তব প্রিয়া ঝি॥ ৬৮

নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বলি সোনায় সোহাগা ॥ ৬৯
ব্রত বলি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনির বেলা ॥ ৭০
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলীময় ॥ ৭১
শুভক্ষণে কন্যা বরে করিয়ে ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্য উঠে জয় ধ্বনি ॥ ৭২
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়ে জলধারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী-আচার সারা ॥ ৭৩
তবে রাজা আদরে আসন জল দিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা, বরে দিল সমর্পিয়া ॥ ৭৪
দক্ষিণা যৌতুক দান দিল নানা ধন।
রাজা হ'ল অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ ॥ ৭৫
সায় হ'ল সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিঁথায় সিন্দূর ॥৭৬
মাথায় বসন দিল, রতন মৌড়লা।
বেদের বিধানে বিপ্র বাঁধে গাঁটছড়া ॥৭৭
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
স্বয়ম্ভু সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর ॥ ৭৮
বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে।
সেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণসেন বরে ॥ ৭৯
লাজহোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বরকন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥ ৮০
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥ ৮১
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতবান রায়।
ব্রাহ্মণে আশীষ দিল বিভা হ'ল সায় ॥ ৮২
পতি পুত্রবতী নারী ভূপতির দারা।
বর কন্যা নিল ঘরে দিয়া বসুধারা ॥ ৮৩
বৈদিক লৌকিক কার্য্য সব করি সায়।
সেই রাত্রে রাজা তারে করিল বিদায় ॥ ৮৪
গৌড়পতি কন শুন কর্ণসেন ভাই।
আজ হ'তে তোমার বিশেষ ভাল চাই ॥ ৮৫
বিবাহ করেছ তুমি পাত্র অগোচরে।
কি জানি কুচক্রী আসি কত খান করে ॥ ৮৬
সত্বর সুযুক্তি তার শুনহ সম্প্রতি।
দক্ষিণ ময়নাভূমে করহ বসতি ॥ ৮৭
লালধন্দি বত্রিশ কাহন কর আটা।
হাতে হাতে কর্ণসেনে দিল পান পাটা ॥ ৮৮
জয়পতি মণ্ডলে দিল লিখন পরয়ানা।
রায় কর্ণসেনে জেন আমার তুলনা ॥ ৮৯
মুকেদে মহল তুলে দিব হাতাহাতি।
আজ হ'তে হ'লো সেন ময়নার পতি ॥ ৯০
পান পাটা বন্দি কিছু বলে কর্ণসেন।
নফরে নিঠুর নাথ না হও একক্ষণ ॥ ৯১
রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
তুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু ॥ ৯২
কেমনে কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্য্যের কিরণে ॥ ৯৩
মনে ভাব থাকিলে নয়ন কোণে ভাই।
তুমি বন্ধু বিশেষ রঞ্জার মুখ চাই ॥ ৯৪
শুনি কৃতাঞ্জলি রঞ্জা কন ধীরে ধীরে।
মহারাজ! বিস্মৃত না হবে অভাগীরে ॥ ৯৫
পিতা মাতা বৃদ্ধ বাসে, প্রবাসেতে ভাই।
যাঁরে সমর্পিয়া দিলে তাঁর সঙ্গে যাই ॥ ৯৬
কোন চিন্তা নাই রঞ্জা কন নৃপবর।
সকলি তোমার ভাল করিবে ঈশ্বর ॥ ৯৭
তোমার নফর আমি কর্ণসেন বলে।
রঞ্জাবতী লুটায়ে পড়িল পদতলে ॥ ৯৮
রাজা বলে রঞ্জাবতী কোন চিন্তা নাই।
তোমারে সদয় সদা হইবে গোঁসাই ॥ ৯৯
পিতার চরণে তবে হইল বিদায়।
মায়ে করি প্রণতি বুনের পড়ে পায় ॥ ১০০
যে দশায় বিবাহ, বিদায় যে দশায়।
বুঝিয়া বিস্মৃত কভু না হবে আমায় ॥ ১০১
রাণী কন বুন তুমি প্রাণের পুতলী।
কর্ত্তা ভগবান কিন্তু করিবে সকলি ॥ ১০২
প্রবোধিয়া বিদায় করিল মহারাণী।
কান্দিয়া কাতরা বড় মন্থরা জননী ॥ ১০৩
সাধের সাধনি মোর কোথায় যাও মা।
ভানুমতী প্রবোধিছে মায়ের ধ'রে পা ॥ ১০৪
ঘরে একেশ্বরী হবে স্বামী বালাভোলা।
ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা ॥ ১০৫
কোন দুঃখ কদাচ কখন নাহি পাবে।
গৌরবে গরবে গোঁয়াইবে প্রীতিভাবে ॥ ১০৬

ধন পুত্রবতী হবে রাজ্যের ঈশ্বরী।
মন্থরা বলেন বাছা ঐ বাঞ্ছা করি ॥ ১০৭
এত বলি প্রবোধিয়া করিলা বিদায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ১০৮
নানা ধনে বিদায় করিলা প্রিয় ভাবি।
মালিকী কল্যাণী সঙ্গে দিল দুই দাসী ॥ ১০৯
নাগারা নিশান বাদ্য বেড়ে সৈন্তগণে।
বর কন্যা চলে দিব্য দোলা আরোহণে ॥ ১১০
তরণী সরণী সুখে সেবি শশিচূড়।
পার হ'ল পদ্মাবতী পশ্চাতে রহে গৌড় ॥ ১১১
অবিলম্বে যায় রায় দক্ষিণ অবনী।
শীতলপুরে সত্বরে পাইল সুরধুনী ॥ ১১২
স্নান পূজা তর্পণ তরণী অর্ঘ দান।
গঙ্গা জলে করিলা যতেক দান ধ্যান ॥ ১১৩
গোলাহাট, জামতি, জলন্দ, তারাদীঘি।
পিঠে রাখি নাগরা ধ্বনি উঠে ডিগিডিগি ॥ ১১৪
কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট মোকামে মোকামে ॥ ১১৫
থাকিতে প্রহর নিশা চলিলা সত্বর।
দুই দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর ॥ ১১৬
স্নান পূজা করি পুনঃ করিলা গমন।
উড়ের গড় এড়াল আমিলা উচালন ॥ ১১৭
পার হয়ে দ্বারিকেশ্বর দিবা দুই যামে।
ময়না সমীপে এল মোকামে মোকামে ॥ ১১৮
জয়পতি মণ্ডলাদি শুনে শুভক্ষণে।
আদরেতে আগু হয়ে নিল কর্ণসেনে ॥ ১১৯
সানন্দে বন্দিল পেয়ে নৃপতির পাতি।
সাদরে কর্ণসেনে করিলা প্রণতি ॥ ১২০
হাতাহাতি হুকুমে হইল গড় বাড়ী।
প্রজাগণ প্রণামি দিলেক বহু কড়ি ॥ ১২১
পুষ্প মালা চন্দন চর্চ্চিত দূর্ব্বা ধান।
দ্বিজগণ লয়ে গেল দিতে আশীর্ব্বাদ ॥ ১২২
ভক্তিযুক্ত প্রণতি করিল রায় রাণী।
সবে দিল আশীস্ উচ্ছ্বাস বেদ ধ্বনি ॥ ১২৩
আসন করিয়া গড়ে গাড়াইল বাঁশ।
বসিল অনেক প্রজা করিয়া আশ্বাস ॥ ১২৪
অভিলাষ অনেক বাড়িছে কতমতি।
নিতি নব লাবণ্য করেন রঞ্জাবতী ॥ ১২৫

পরম পীরিতে দোঁহে রহিলা কৌতুকে।
পাত্র হেথা রহিয়াছে কামরূপ-মুখে ॥ ১২৬
অনেক দিবস নদে নাহি টুটে জল।
উঠে এল মহাপাত্র ভাবি অমঙ্গল ॥ ১২৭
রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥ ১২৮
রাজার দক্ষিণে বসি নোয়াইল মাথা।
রাজা বলে কহ পাত্র কাঁউরের কথা ॥ ১২৯
পাত্র বলে কি আর জিজ্ঞাসা কর ভূপ।
ব্রহ্মপুত্র হৈল সিন্ধু, লঙ্কা কামরূপ ॥ ১৩০
আট মাস অবধি আড়ায় উঠে ফেন।
তিন তাল তরঙ্গ না টুটে একক্ষণ ॥ ১৩১
অতেব এসেছি উঠে, টুটে যা'ক নদ।
তবে লুটে ইঙ্গিতে আনিবে মহামদ ॥ ১৩২
এত শুনি মহারাজা মনে মনে হাসে।
মহাপাত্র বিদায় হইল নিজবাসে ॥ ১৩৩
হরিষে প্রবেশে পাত্র আপনার পুর।
বৃদ্ধ রায় রাণীর সন্তাপ হল দূর ॥ ১৩৪
ঘরের বারতা পাত্র জিজ্ঞাসিল আগে।
রঞ্জাবতী ভগ্নী বলি ডাকেন সোহাগে ॥ ১৩৫
ক্ষণে ক্ষণে সেখানে মনের হতো তাপ।
আইবড় ভগিনী ভবনে বৃদ্ধ বাপ ॥ ১৩৬
সদাই ভাবনা বিধি কতখান করে।
মনস্তাপে মহিম রাখিয়া আসি ঘরে ॥ ১৩৭
জীবন জুড়াল দেখি জননী জনকে।
বুনের বিবাহ আমি দিব দুই একে ॥ ১৩৮
রঞ্জার বিবাহ, ভয়ে কেহ নাহি বলে।
শুনিলে সহসা পাত্র কোপে পাছে জ্বলে ॥ ১৩৯
বৃদ্ধা রাণী বলে বাছা ছিলে নাই ঘরে।
রাজা বিভা দিল তার কর্ণসেন বরে ॥ ১৪০
দক্ষিণ ময়না কোথা সেথা করে বাস।
শুনি হেঁট মুখে পাত্র ছাড়িল নিশ্বাস ॥ ১৪১
হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠি বলে হায় হায়।
এ তাপ বাপের পুত্রে সহা নাহি যায় ॥ ১৪২
মাথায় উঠেছে গিয়া চরণের জুতা।
কার বুদ্ধে বাবা এত পেয়েছ লঘুতা ॥ ১৪৩
রাজা সে রাজ্যের কর্ত্তা, জেত্তের সে কে?
বৃদ্ধ হ'লে বুদ্ধি নাশে ভয়ে ভুলে সে ॥ ১৪৪

ভাল মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল।
প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হ'তে মলো॥ ১৪৫
দৈবকী হইলা রঞ্জা, উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥ ১৪৬
এত বলি মহাপাত্র মুচড়িছে দাড়ি।
রায় কর্ণসেনে বড় বেড়ে গেল আড়ি॥ ১৪৭
বাপ বেণুরায় বৃদ্ধ কিছুই না কয়।
কুষ্টমতি দুষ্ট বেটা নাহি ধর্ম্ম ভয়॥ ১৪৮
এইরূপে রহে পাত্র আপনার বাসে।
রঞ্জার প্রসঙ্গ পুনঃ ঘনরাম ভাষে॥ ১৪৯
পড়িয়া পতির পায়, কাঁদে রঞ্জা উভরায়,
মায়ের লাগিয়া হিয়া ফাটে।
এ বড় মনের তাপ, বিভা দিয়া বৃদ্ধ বাপ,
বিদায় করিয়া দিলা বাটে॥ ১৫০
তত্ত্ব না করিল পুনঃ, কেন এত নিদারুণ,
কিবা কোন্ ঘটেছে দুর্গতি।
খাইতে শুইতে নিত্য বসিতে উঠিতে চিত্ত
উচাটন আছে দিবা রাতি॥ ১৫১
কামরূপ গেল দাদা, না শুনি নিষেধ বাধা,
বিধাতা বা কি করিল তাঁর।
কিবা অপরাধ হ'ল, অভিমানে নাহি এল,
নাথ যেয়ে জান সমাচার॥ ১৫২
তবে সে পরাণ বাঁচে, তোমা বিনা কেবা আছে,
কার কাছে কব এই কথা।
রাজা বলে শুন রাণী, রাখিলে তোমার বাণী,
পরিণামে মনে পাবে ব্যথা॥ ১৫৩
অবলা অবোধ প্রাণে, বলিছ মায়ের টানে,
মেয়ের মনের নাই ক্ষমা।
তত্ত্ব না করিল হেলে, বিনা নিমন্ত্রণে গেলে,
বাক্শেলে বধিবে অধমা॥ ১৫৪
পাত্রের চরিত্র জানি, সে কারণ নৃপমণি,
তখনি বিদায় দিল করি।
শুনিয়া স্বামীর বাণী, ব্যাকুলি করিয়া রাণী,
পুনরপি কন পায়ে ধরি॥ ১৫৫
যত অভিমান থাকে, পাসরি পত্নীর পাকে,
তুমি তারে না হও নির্দয়।
সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হালাহোলে,
পরকালে কেহ কার নয়॥ ১৫৬
বিষম নারীর দায়, এড়াতে না পারি রায়,
যাত্রা করে গৌড়ের সহর।
নমস্কারি নানানিধি, ভেটদ্রব্য যথাবিধি,
ল'য়ে সঙ্গে চলিলা সত্বর॥ ১৫৭
মোকামে মোকামে গিয়া, গৌড়পুর প্রবেশিয়া,
প্রবেশ করিল রাজধান।
বার ভুঁয়া ষোল পাত্র, জ্ঞাতি বন্ধু বেড়ে মাত্র,
গৌড়পতি শুনেন পুরাণ॥ ১৫৮
নারদ কহেন কংসে, তোমার ভগিনী বংশে,
বসুদেব রেখেছে গোকুলে।
তোমারে করিতে ধ্বংস, শুনি নিদারুণ কংস,
কুপিয়ে বসুর ধরে চুলে॥ ১৫৯
কেবল রাখিল প্রাণ, কত কৈল অপমান,
পুরাণ রাখিল সেই স্থানে।
হেন কালে গেল রায়, কবিরত্ন রস গায়,
কীর্ত্তিচন্দ্র রাজার কল্যাণে॥ ১৬০
রাজা বলে এস এস কর্ণসেন ভাই।
সখা সঙ্গে সাক্ষাৎ অনেক ভাগ্যে পাই॥ ১৬১
প্রণতি করিয়া তবে কর্ণসেন ভাষে।
কৃপায় যা বল তুমি অনুগত দাসে॥ ১৬২
সম্ভাষ করিতে পাত্রে রহে অধোমুখে।
সমাদরে বসে সেন রাজার সম্মুখে॥ ১৬৩
সাদরে সকল ভেট রাখে সারি সারি।
পাত্র বলে আর ত সহিতে আমি নারি॥ ১৬৪
দূর করি দেশ হ'তে করি অপমান।
মন্ত্রণা ভাবিয়া ভূপে প্রকারে বুঝান॥ ১৬৫
আপনি অবনীপতি ঈশ্বরের অংশ।
কিন্তু যে করেছ ধর্ম্ম সব হ'ল ধ্বংস॥ ১৬৬
পুন্নাম নরক মাঝে হবে যার বাস।
হেন জনে একাসনে করিলা সম্ভাষ॥ ১৬৭
কি কহিব মহারাজা কহিতে পাতক।
উচিত কহিতে পাছে মোরে বল ঠক॥ ১৬৮
যার মুখ হেরিলে অশেষ পুণ্য হরে।
তারে তুমি সম্মুখে বসাও সমাদরে॥ ১৬৯
বন্ধ্যা যার রমণী, আপনি আঁটকুড়া।
এজনে আদর এত নৃপতির চূড়া॥ ১৭০
গৌড়পতি বলে ওহে ইহা কেবা জানে।
শুনি সেন অধোমুখে রহে অভিমানে॥ ১৭১

এসো কিম্বা বস রায় কিছু নাহি বলে।
অন্তঃপুরে নৃপতি আপনি গেল চলে ॥ ১৭২
সবাই বিদায় হ'ল আপনার বাস।
অপমানে উঠে রায় ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥ ১৭৩
ছল ছল নয়ন বয়ানে নাহি রা।
বাক্ শেলে বিদীর্ণ হইল সর্ব্ব গা ॥ ১৭৪
অবোধ মেয়ের বুদ্ধে হল এতদূর।
কত দিনে পাইল আসি আপনার পুর ॥ ১৭৫
চরণ ধোয়াতে রঞ্জা লয়ে এল জল।
স্বামীর মলিন দেখে বদনকমল ॥ ১৭৬
ছল ছল নয়ন নিরখি হিয়া ফাটে।
রায় বলে তোর বুদ্ধে যা ছিল ললাটে ॥ ১৭৭
করপুটে কন রাণী করিয়া ব্যাকুলি।
মা বাপের বার্ত্তা থাক্, শুনিব সকলি ॥ ১৭৮
আগে কহ কি হেতু তোমার ভার মুখ।
বল নাথ বিলম্বে বিদরে মোর বুক ॥ ১৭৯
রায় বলে অভাগী অদৃষ্ট মোর ফাটা।
ভাই তোর সভাতে করেছে মাথা কাটা ॥ ১৮০
মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা ॥ ১৮১
রাজার আদর আগে ঘাটে নাই কিছু।
দুষ্ট-মন্ত্রী মামুদা মন ভাঙ্গাইল পিছু ॥ ১৮২
কিছু হ'ক আজ হতে ঘুচিল মমতা।
শুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা ॥ ১৮৩
আজ হ'তে ও পথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে বাজে যেন যাঠা ॥ ১৮৪
কখন বিধাতা যদি মুখ তুলি চান।
তবে পাসরিব নাথ যত অপমান ॥ ১৮৫
পুণ্যবান সংসার করেছ তুমি সুখে।
এ শেল রহিল মাত্র অভাগীর বুকে ॥ ১৮৬
মনস্তাপ পেলে নাথ অভাগী কারণে।
অবোধ দাসীর দোষ ক্ষমা দিবে মনে ॥ ১৮৭
শশীমুখী সান্ত্বনা করিল পায়ে ধরি।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবিয়ে শ্রীহরি ॥ ১৮৮
ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিল বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ ॥ ১৮৯
সম্পদ সম্মান সুখ সংসারের মো।
সকল বিফল দেখি কোলে নাই পো ॥ ১৯০
সদাই সন্তাপ মনে সন্ততির লাগি।
আর কি বিধাতা নাম ঘুচাবে অভাগী ॥ ১৯১
সমান বয়স কার কেহ বাড়া টুটা।
সবা সনে সদাই এ কথা ভানাকুটা ॥ ১৯২
প্রবোধে প্রবীণা যত পরিতোষ বোলে।
কুলের কমল-কলি বাছা পাবে কোলে ॥ ১৯৩
তোমা হ'তে বিস্তর বয়স যার বাড়া।
ছ মাস গর্ভিণী হ'ল সেহ ছিল রাঁড়া ॥ ১৯৪
ওগো মা তোমার বাছা খেলাতে গিয়েছে।
না হয় ঔষধ কত প্রতিকার আছে ॥ ১৯৫
কত গুণী গুর্ব্বিণী করিল কতখান।
মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আশে খান ॥ ১৯৬
শিবার্চ্চনা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে ॥ ১৯৭
ষষ্ঠী দেবী পুজি রামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হ'লে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে ॥ ১৯৮
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানান।
হবে কিনা জানিতে জানের বাড়ি যান ॥ ১৯৯
ভাল পেয়ে দৈবজ্ঞ দেখান ডেকে হাত।
কত পিঁড়া উঠানে মেয়ের পড়ে যাত ॥ ২০০
দৈববাণী শাস্ত্রমত বুঝিয়া বিশেষ।
কেহ বলে হবে পুত্র পাবে বড় ক্লেশ ॥ ২০১
কেহ বলে উচিত বলিতে কিবা মো।
ম'লে যে জীবন পাও, তবে পাও পো ॥ ২০২
বিস্ময় বাড়িল মনে ভাবে পাঁচ সাত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে অকস্মাৎ ॥ ২০৩
উসংপুরে সুখদত্ত বারুই নন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন ॥ ২০৪
গাজন লইয়া এল ময়না-মণ্ডলে।
শিরে ধর্ম্ম পাদুকা সোনার চতুর্দ্দোলে ॥ ২০৫
কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।
আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে ॥ ২০৬
ঢাক ঢোল সিঙ্গা কাড়া একাকারময়।
আনন্দ আবেসে সবে বলে ধর্ম্মজয় ॥ ২০৭
ধর্ম্মজয় ধ্বনি বাণী শুনি অন্তঃপুরে।
পাইল সন্তোষ মনে সন্তাপ গেল দূরে ॥ ২০৮
কি শুনি মঙ্গলধ্বনি মহারাণী কন।
বলিতে বলিতে পুরে প্রবেশে গাজন ॥ ২০৯

রাজার মনের বাঞ্ছা সিদ্ধ হ'ক বলি ;
বেত্র হাতে নাচে গায় উভ হাত তুলি ॥ ২১০
কুতূহল রঞ্জারাণী শুনি এত রোল।
রায় কর্ণসেন আদি আনন্দে বিভোল ॥ ২১১
হর্ষ হ'য়ে হেমথালে হীরামণি হেমে।
ভিক্ষা লয়ে এল রঞ্জা পুলকিত প্রেমে ॥ ২১২
রাখিয়া প্রণতি করি দাঁড়ালে সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড় হাত বুকে ॥ ২১৩
স্তুতিবাণী বয়ানে নয়নে বহে ধারা।
পণ্ডিত বলেন ধন্য ভূপতির দারা ॥ ২১৪
প্রভু পূর্ণ করুন তোমার মনস্কাম।
করপুটে রহে রঞ্জা করিয়া প্রণাম ॥ ২১৫
আমা সম সংসারে নাহিক অভাগিনী।
বিদীর্ণ করেছে বুক সোদরের বাণী ॥ ২১৬
বয়স বছর বার, বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌শেলে ॥ ২১৭
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কাণা খোঁড়া পুত্র হ'ক তবু দুঃখ ঘুচে ॥ ২১৮
এত শুনি কন তবে পণ্ডিত রমাই।
দেবতা আশ্রয় বিনা মনে প্রীতি নাই ॥ ২১৯
রায় বলে পূর্ণ কর মনের বাসনা।
কৃপা করি করাও আপনি উপাসনা ॥ ২২০
ভক্তি বুঝি গ্রহণ করাল মহামন্ত্র।
পূজা জপ যতনে জানাল যত তন্ত্র ॥ ২২১
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২২২
উপদেশ বিশেষ বলিল বার তিন।
যে বিধানে পূজিলে প্রসন্ন হয় দিন ॥ ২২৩
ধর্ম্মের মন্দির আগে তুলিয়ে সহরে।
এইরূপে গাজন করিবে সমাদরে ॥ ২২৪
যত আয়োজন বিধি এইরূপ ঘটা।
বিশাষয় বিশেষ গড়াবে শাল কাঁটা ॥ ২২৫
সংঘাত সাজিয়া সব দ্বারিকেশ্বর বেয়ে।
করিবে ধর্ম্মের পূজা চাঁপায়েতে যেয়ে ॥ ২২৬
কঠিন কঠোর সেবা করিবে অনেক।
তবু যদি ঠাকুর না হন প্রত্যক্ষ ॥ ২২৭
কোন চিন্তা নাই বাঞ্ছা হ'য়ে অকাতর।
ধর্ম্মের উদ্দেশে তুমি শালে দিবে ভর ॥ ২২৮
তপস্যায় তনু যদি ত্যজ শাল বাণে।
দেবের দেবতা বাছা দেখিবে নয়নে ॥ ২২৯
রাণী বলে তনু যদি ত্যজি শালভরে।
নয়নে দেখিবে কেবা, কিবা কাজ বরে ॥ ২৩০
পণ্ডিত বলেন ত্যাজ ও ভয় ভাবনা।
মরিলে জীয়াবে ধর্ম্ম পূরিবে বাসনা ॥ ২৩১
পুত্র কাটি হরিশ্চন্দ্র পূজিল সেকালে।
পুত্র মাংস জননী রান্ধিল ঝোলে ঝালে ॥ ২৩২
কোলে পেয়ে সেই পুত্র হয়ে কুতূহলী।
যেরূপ ফলিল দশা কহিল সকলি ॥ ২৩৩
অতঃপর ধর্ম্ম পূজি হবে পুত্রবতী।
পুনরপি কহে রঞ্জা করিয়া প্রণতি ॥ ২৩৪
তুমি মোর গোঁসাই সাক্ষাৎ রূপ ধর্ম্ম।
তোমা বিনা অধিক কি আছে মোর কর্ম্ম ॥ ২৩৫
পণ্ডিত বলেন হব সম্প্রতি বিদায়।
ভাল আমি আসিব, আনাবে যবে রায় ॥ ২৩৬
সামুলা আসিবে সঙ্গে আনন্দে অবধি।
পরমার্থ সম্বন্ধে তোমার হ'ল দিদি ॥ ২৩৭
শুনি আনন্দিত রাণী বন্দিল চরণ।
বিদায় হইয়া গুরু লইয়া গাজন ॥ ২৩৮
শুনিয়া সকল লোক হ'ল হরষিত।
রাণীরে করিল কৃপা রমাই পণ্ডিত ॥ ২৩৯
বৃদ্ধ রায় রাণীর হইল মনস্থির।
নানা ধনে তুলে দিল ধর্ম্মের মন্দির ॥ ২৪০
তবে রায় সাদরে আনা'ল রাজপুরে।
সামুলা সহিত গুরু পণ্ডিত ঠাকুরে ॥ ২৪১
রাজা রাণী আসি দোঁহে করিল প্রণাম।
আশীস্ করিল গুরু পূর্ণ মনস্কাম ॥ ২৪২
শুভ কর্ম্মে বিফল বিলম্বে কিবা কাজ।
গাজন আরম্ভ কর পূজি ধর্ম্মরাজ ॥ ২৪৩
পূজহ বলক্ষ পক্ষে চতুর্থী অক্ষয়া।
আরম্ভিল গাজন ধর্ম্মের ঘরে গিয়া ॥ ২৪৪
জয়পতি মণ্ডল আদি যত প্রজাগণে।
সবাই সত্বর হ'ল ধর্ম্মের গাজনে ॥ ২৪৫
রাণীর বাসনা পূর্ণ করিবে গোঁসাই।
এত ভাবি আনন্দে অবধি কিছু নাই ॥ ২৪৬
বসন ভূষণ গুয়া মনআপ মালা।
সবায় জোগান রঞ্জা বরণের ডালা ॥ ২৪৭

প্রধান পণ্ডিত আর ভকত সন্ন্যাসী।
বিধিমতে বরণ করয়ে রঞ্জাদাসী ॥ ২৪৮
সঙ্কল্প করিল রামা হয়ে পুত্র কামা।
ভক্তগণ সঙ্গে পূজে ভূপতির রামা ॥ ২৪৯
আরম্ভিলা মহাপূজা করি পরিপাটি।
দস্তরে সাজাল ষোল সন্ন্যাসীর কাটি ॥ ২৫০
অতঃপর পণ্ডিত গোঁসাই দিল ত্বরা।
পূজা আয়োজন যত নায়ে নিল ভরা ॥ ২৫১
বিদায় হইয়া এস রাজার সাক্ষাতে।
মহাস্থান চাঁপায়ে ধর্ম্মের পূজা দিতে ॥ ২৫২
এত শুনি স্বামীর সাক্ষাতে রাণী বলে।
চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে ॥ ২৫৩
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি সায় নাহি দিলে।
প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে ॥ ২৫৪
শুনিয়া ভূপতি তারে নাহি দেয় সায়।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৫৫
বরদায় হবে প্রভু নায়েকের প্রতি।
এতদূরে পালা সাঙ্গ হইল সংপ্রতি ॥ ২৫৬

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

হরিশ্চন্দ্র পাল।

রায় কর্ণসেনে পুন বলে রঞ্জাবতী।
পায়ে পড়ি প্রাণনাথ দেহ অনুমতি ॥ ১
যুগপতি চাঁপায়ে করিব আরাধনা।
তবে পূর্ণ হবে নাথ মনের বাসনা ॥ ২
যা'র হবে বুকের বিষম বাকুশেল।
সোদর বচনে মোর পেটে হ'ল বেল ॥ ৩
রাজা কন বুঝনা অবোধ তুমি রাণী।
কোন্ বুদ্ধে বল বাড়া বিপরীত বাণী ॥ ৪
বিধাতা ফকির মোরে করেছিল প্রায়।
পুনরপি মায়াজাল তুমি হ'লে তায় ॥ ৫
কার মনে ছিল আর সংসার বাসনা।
ঘটায়ে দারুণ বিধি করে বিড়ম্বনা ॥ ৬
অবলা হইয়া কেন অসম্ভব ভাব।
দুর্গম চাঁপাই যেতে লাজ নাই বাস ॥ ৭
সহজে অবলা জাতি তায় তুমি চেটো।
অরি হয় নারীর পথের কাঁটাকুটো ॥ ৮
পাতুটী ধরিয়া পুন রঞ্জাবতী কয়।
ধর্ম্মপথে দাঁড়ালে সংসারে কারে ভয় ॥ ৯
সংযাত সকল সঙ্গে পণ্ডিত গোঁসাই।
চাঁপায়ে সেবিলে সিদ্ধ, কোন চিন্তা নাই ॥ ১০
পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল ॥ ১১
প্রাণ গেলে, প্রথম বাসোর অনাহর।
রাজা লয় যে কিছু সম্পত্তি থাকে তার ॥ ১২
হাহাকার করে তার পিতৃলোকগণ।
পুত্র বিনা পিণ্ড বাদ প্রধান তর্পণ ॥ ১৩
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায় ॥ ১৪
সংসার সম্পদ সুখ সকল বিফল।
শুনি কর্ণসেন বলে সব কর্ম্মফল ॥ ১৫
হরি ভজ তরিবে, তরাবে পিতৃলোকে।
বিপরীত বুদ্ধি রামা কেবা দিল তোকে ॥ ১৬
ধর্ম্মপূজি কেবা কোথা পুত্র পাইল কোলে।
একথা প্রত্যয় তুমি কর কার বোলে ॥ ১৭
বিধাতার জ্ঞানগম্য নহে যেই ধর্ম্ম।
নির্গুণ নিদান নিত্য নিরাকার ব্রহ্ম ॥ ১৮
অনাদি অনন্ত সে দেবের দুরারাধ্য।
ধর্ম্মমনা হ'তে নাকি মনুষ্যের সাধ্য ॥ ১৯
চাঁপায়ে সেবিতে যাবে হেন মায়াধর।
লোকমুখে শুনি তুমি শালে দিবে ভর ॥ ২০
বর কে মাগিবে বল যদি ত্যজ প্রাণ।
রঞ্জাবতী বলে নাথ কর অবধান ॥ ২১
ধর্ম্মের উদ্দেশে নাথ যদি যায় প্রাণ।
বাঁচায়ে পূরাবে বাঞ্ছা প্রভু ভগবান ॥ ২২
ইহার প্রমাণ প্রভু রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা কেটে তপস্যা করিল অকাতর ॥ ২৩
বর পেয়ে জিনে সেই ইন্দ্র আদি দেবে।
কোন্ কর্ম্ম অসাধ্য ঈশ্বরে যদি সেবে ॥ ২৪
অপরঞ্চ অখিলে হয়েছে হর্ষমনা।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা মহিষী মদনা ॥ ২৫
ধর্ম্মপূজা দিল রাজা ছিল আঁটকুড়া।
লুহিশ্চন্দ্র পুত্র যার হ'ল বংশচূড়া ॥ ২৬

যে পুত্র আপন হস্তে কাটিলা রাজন।
মা হ'য়ে পুত্রের মাংস করিল রন্ধন ॥ ২৭
ব্রহ্ম সনাতন ধর্ম্ম বুঝি ভক্তিবল।
সেই পুত্র দিল দান ভকতবৎসল ॥ ২৮
শুনি কর্ণসেন তবে কন ভক্তিরসে।
আপনি কাটিল পুত্র কেমন সাহসে ॥ ২৯
কোন্ ভক্তি সেবায় সদয় যুগপতি।
শুনিলে সন্দেহ ঘুচে দিব অনুমতি ॥ ৩০
তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥ ৩১
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ৩২

ধর্ম্ম ইতিহাস মতে, রঞ্জাবতী যোড় হাতে,
প্রাণনাথে করে নিবেদন।
নারী সঙ্গে নরপতি, কাননে ভ্রমণে নিতি,
দুঃখমতি পুত্রের কারণ ॥ ৩৩
একদিন দৈবাধীন, প্রসন্ন হইল দিন,
প্রবেশে বল্লকা নদীতীরে।
বধূগণ লয়ে সঙ্গে, সেবিছে সংযাত রঙ্গে,
শ্রীধর্ম্ম পাদুকা লয়ে শিরে ॥ ৩৪
দেখিয়া প্রণতি স্তুতি, নত হয়ে নরপতি,
তুষ্টমতি যত তপস্বিনী।
ধর্ম্মপূজা উপদেশ, দিয়া খণ্ডাইল ক্লেশ,
বিশেষ কৃতার্থ নৃপমণি ॥ ৩৫
আপনি বল্লকাবাসী হরিশ্চন্দ্রে হাসি হাসি,
কন প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
জ্যেষ্ঠ যে তনয় হ'ব, লুহিশ্চন্দ্র নাম থোবে,
বলি দেবে ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥ ৩৬
তবে চতুর্ব্বর্গ ফল, পাবে রাজা করতল,
সফল ভাবেন নৃপবর।
পুত্রের বয়ান হেরি, পুন্নাম নরক তরি,
পরিণামে আছেন ঈশ্বর ॥ ৩৭
এত বলি অঙ্গীকারী, সঙ্গে ল'য়ে নিজ নারী,
অনাহারে করে ধর্ম্ম পূজা।
কতেক কঠোর তপে, যাগযজ্ঞ পূজা জপে,
পুত্রবর পাইল মহারাজা ॥ ৩৮
হইল রাজার বংশ, নৃপকুল অবতংস,
লুহিশ্চন্দ্র রাখিল আখ্যান।
আনন্দে নাহিক ওর, পুত্র হইল চিত্তচোর;
দিনে দিনে মহা বলবান ॥ ৩৯
সুখে শিশু সব সঙ্গে, খেলে পুত্র নানারঙ্গে,
অঙ্গে শোভা করে রাঙ্গা ধূল।
ফণিমণিহার আর, কত রত্ন অলঙ্কার,
হাতে হেম গুল্‌তাই বাঁটুল ॥ ৪০
একদিন কর্ম্মদক্ষ, ধর্ম্মের বাহন পক্ষ,
বৃক্ষ ডালে বসিয়া উলূক।
পক্ষ পসারিতে পাখ, লুহিশ্চন্দ্র করে তাক,
বাঁটুলে বিদরে তার বুক ॥ ৪১
বাঁটুল বাজিতে বুকে, আকুল হইয়া দুঃখে,
পক্ষী ডাকে বিপরীত রা।
বলে পক্ষী খেয়ে তালি, বিনা অপরাধে মেরি
হরিশ্চন্দ্র নির্ব্বংশ যা ॥ ৪২
উড়ে যেয়ে ক্ষীণ বলে, পড়ে প্রভু পদতলে,
কহিল যতেক অপমান।
শুনি প্রভু প্রিয় বাক্যে, প্রবোধিয়ে কন পক্ষে
সেই শিশু আমার মানান ॥ ৪৩
করিব ইহার কাজ, শুনে কন পক্ষীরাজ,
তবে প্রভু ব্যাজ অনুচিত।
ধরি সন্ন্যাসীর বেশ, যান ধর্ম্ম ত্রিলোকেশ,
কবিরত্ন রচিলা সঙ্গীত ॥ ৪৪

শুনি সেন সবিস্ময়ে সুধান আবার।
কহ প্রিয়া কিরূপ হইল ভাগ্যে তার ॥ ৪৫
রাজার ভাগ্যের কথা রঞ্জাবতী কন।
ছলিতে চলিলা ভূপে ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৪৬
যেমন বামনরূপে ছলিলা বলিরে।
তেমতি পরম মায়া যান ধীরে ধীরে ॥ ৪৭
রূপরাশি প্রকাশি সন্ন্যাসী অনুপম।
কলেবর কান্তি কিবা কলধৌত দাম ॥ ৪৮
মাথায় ধবল ছাতি খুঙ্গি পুঁথি কাঁখে।
দণ্ডকমণ্ডলুধারী পরব্রহ্ম ডাকে ॥ ৪৯
কপালে উজ্জ্বল কোঁটা শিরে শোভে জটা
জলদে জড়িত যেন তড়িতের ছটা ॥ ৫০
পরি, রক্ত বসন আসন বাঘছাল।
চলিলা পুণ্ডরীকাক্ষ গলে অক্ষ মাল ॥ ৫১
আবেশে অবনী আইল অখিলের পতি।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বুঝিতে সত্যে মতি ॥ ৫২

হরের শোভা যেন স্বর্গ অবিশেষ।
তীয় অমরাবতী পুপতির দেশ ॥ ৫৩
বেশ করিলা পুর পরিতোষ মনে।
ত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে ॥ ৫৪
দার মালতী জাতী মনোহর চাঁপা।
পের সৌরভে ভূপে ধন্য কন বাপা ॥ ৫৫
র্মপূজা ক'রে যায় যত যাত্রিগণ।
র্ম টীকা কপালে সবার নিদর্শন ॥ ৫৬
বনমোহন মূর্ত্তি গোঁসাই দেখিয়া।
থ ছাড়ি দিল সবে প্রণাম করিয়া ॥ ৫৭
খে হরষিত মনে সুধান ঠাকুর।
রিশ্চন্দ্র রাজার মন্দির কতদূর ॥ ৫৮
জপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
নাহুত নহি আমি ব'লে দেহ গন ॥ ৫৯
নিয়া বিনয়ে বলে যতেক ভকত।
ভকর গোঁসাই সম্মুখে সোজা পথ ॥ ৬০
জার মহল ঐ দেখা পাই আগে।
াও কি না পাও দেখা চাও ডানিভাগে ॥ ৬১
াষাণে রচিত ঐ পরিসর পথ।
দারি দক্ষিণে চাঁপা বামে বারাসত ॥ ৬২
াগে যে দুপথ পাবে যাবে তার বামে।
ক্ষিণে রাখিবে তবে রাজার আরামে ॥ ৬৩
াগে তার ঈষৎ ঈশাণে ধরে বাট।
খে যাবে ধর্ম্মের গাজনে গীত নাট ॥ ৬৪
মে রাম কদলী কদম্ব সারি সারি।
াহন মন্দির আগে দেখিবে মুরারি ॥ ৬৫
জপুর প্রবেশ করিবে তবে যামে।,
াইবে রাজার দেখা সিদ্ধ হবে কামে ॥ ৬৬
ত বলি গেল সবে হ'য়ে নতমান।
থ পরিচয় পেয়ে প্রভুর প্রয়াণ ॥ ৬৭
জধানী প্রবেশিলা অখিলের পতি।
হ্ম আদি দেবতা করেন যাঁর স্তুতি ॥ ৬৮
য়া করি দক্ষিণ দুয়ারে দিল দেখা।
রিশ্চন্দ্র রাজার ভাগ্যের নাই লেখা ॥ ৬৯
পরাশি অসীম সন্ন্যাসী অনুপম।
ন্য দেহ দেখি সবে করিলা প্রণাম ॥ ৭০
নস্কাম সিদ্ধ হোক্ বলে উদাসীন।
নাথ বান্ধব ধর্ম্ম ভক্তের অধীন ॥ ৭১

বাঘছাল বিছায়ে বসিল বিশ্বপতি।
দোয়ারী প্রহরীগণে দিলেন আরতি ॥ ৭২
সমাচার শীঘ্রগতি বলগে রাজারে।
সন্ন্যাসী বল্লকাবাসী এসেছি দুয়ারে ॥ ৭৩
উপবাসী আছি কাল করিব পারণা।
শুনাতে শুনেন যেন মহিষী মদনা ॥ ৭৪
বাসনা সফল তাঁর আমার আশীষে।
শুনে শীঘ্র দূত গিয়া বলিছে বিশেষে ॥ ৭৫
বিনয় বচনে বলে বুকে যোড় হাত।
অপূর্ব্ব অতিথি দ্বারে দেবতা সাক্ষাৎ ॥ ৭৬
বিশেষ বল্লকাবাসী সন্ন্যাসী গোঁসাই।
রাজা বলে তবে ত ভাগ্যের সীমা নাই ॥ ৭৭
কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।
কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম ॥ ৭৮
বল্লকার সন্ন্যাসী শুনিবামাত্র কাণে।
মহারাণী মদনা মহৎ ভাগ্য মানে ॥ ৭৯
রাজা রাণী অমনি সম্ভ্রমে তুলে গা।
সানন্দে সেবিতে চলে সন্ন্যাসীর পা ॥ ৮০
হেম বারি পরিপূর্ণ জাহ্নবীর জলে।
কত নিধি চরণ নিছনি লয়ে চলে ॥ ৮১
আগে আগে মহারাজা মহিষী পশ্চাৎ।
উত্তরিলা যেখানে সন্ন্যাসী জগন্নাথ ॥ ৮২
প্রদক্ষিণ করি কত করেন প্রণতি।
সাক্ষাৎ অনাথ নাথে দেখি নরপতি ॥ ৮৩
গদ গদ আনন্দে মদনা মহারাণী।
সন্ন্যাসী চরণ বন্দে লোটায়ে অবনী ॥ ৮৪
প্রভু কন পূর্ণ হ'ক মনের বাসনা।
আনন্দিত মহারাজা মহিষী মদনা ॥ ৮৫
পাদপদ্ম প্রভুর পাখালে নৃপমণি।
মদনা মাথার কেশে মোছান আপনি ॥ ৮৬
নানাবিধ নিছনি করিল নরনাথ।
সম্মুখে দাঁড়াল সুখে বুকে যোড় হাত ॥ ৮৭
বিনয়ে সুধান তাঁরে ভিক্ষার বিধান।
হাসি হাসি ভাষেন সন্ন্যাসী ভগবান ॥ ৮৮
চিন কি না চিন রাজা রাজ্য অভিলাষী।
আমি সেই সন্ন্যাসী যে বল্লকানিবাসী ॥ ৮৯
উপবাসী আছি কাল কহিনু তোমাকে ॥
ভুঞ্জিব মনের মত মদনার পাকে ॥ ৯০

তোমাকে আশীস্ দিয়ে তবে যাত্রা মোর।
শুনি রায় রাণীর আনন্দ নাহি ওর ॥ ৯১
কি মোর ভাগ্যের দশা দেবতা প্রসন্ন।
ব্রহ্মময় অতিথি আমার চান অন্ন ॥ ৯২
প্রসন্ন হইয়া পুনঃ পাদপদ্মে ভণে।
চিনিতে কে পারে তব অনুগ্রহ বিনে ॥ ৯৩
হবিষ্যান্ন রন্ধনে রাণীকে কন রায়।
সন্ন্যাসী বলেন মোর রুচি নাহি তায় ॥ ৯৪
শুন শেষ আমি হে বিশেষ মাংসভোগী।
ভূপতি বলেন তবে মারি আনি মৃগী ॥ ৯৫
সন্ন্যাসী বলেন বৃথা মাংস নাহি চাই।
খাই যে মনের মত মহামাংস পাই ॥ ৯৬
পঞ্চনখী না ভখি বিশেষ ছাগ মেষ।
রাজা কন তবে আজ্ঞা করহ বিশেষ ॥ ৯৭
কোন্ মাংস গোঁসাই তোমার প্রীতিকর।
সন্ন্যাসী বলেন শুনে হইবে কাতর ॥ ৯৮
পাছে পুত্র ভোজনে মদনা মিছা কান্দ।
বড় ব্যাটা লুইশচন্দ্র কেটে কুটে রান্ধ ॥ ৯৯
সেই মাংস ভোজন করিব আমি সুখে।
বোল শুনি শেল বাজে মা বাপের বুকে ॥ ১০০
মুখে না নিঃস্বরে বাণী শুকাইল জি।
রাজা রাণী বলেন গোঁসাই কৈলে কি ॥ ১০১
সত্ত্বগুণী সাধুর শীলতা নয় এ।
তুমি যদি সন্ন্যাসী, ডাকাত দেশে কে ॥ ১০২
বিষকুম্ভ পয়োমুখ কপটে বেড়াও।
গোঁসাই যেমন তুমি জানা গেল যাও ॥ ১০৩
মা বাপে ডাকিয়া বল ব্যাটা কেটে দে।
কালিনী মায়ের প্রাণে ইহা সহে কে ॥ ১০৪
যোগী হ'য়ে মাংস খাবে কোন্ ধর্ম্মাচার।
সন্ন্যাসী বলেন তায় কি যাবে তোমার ॥ ১০৫
আমার আচার এই মহামাংস খাই।
তেজিয়ান যা করে করিতে পারে তাই ॥ ১০৬
অগ্নি যে সকল ভুঞ্জে, কে না পূজে তায়।
দেবের দেবতা শিব কালকূট খায় ॥ ১০৭
বুঝত অতিথি আমি তাহে নহি খাট।
পুত্রের মায়ায় ছি ছি মোর কথা কাট ॥ ১০৮
খাট অন্ন দেহ রাজা, না করিহ হেলা।
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে, উচাটন বেলা ॥ ১০৯

মহাদানী সত্ত্বজ্ঞানী শুনি মহারাজে।
কথা মাত্র কেবল, কুটিল কিন্তু কাজে ॥ ১১০
দধিচি মুনির দান দশ দিকে ঘোষে।
আপনা কাটিয়ে মুনি দেবগণে তোষে ॥ ১১১
যার অস্থি লয়ে বজ্র সৃজিলা সত্বরে।
সেই বজ্রে বাসব বধিলা বৃত্রাসুরে ॥ ১১২
মুনির এমন শক্তি তুমিত ভূপতি।
অতিথে আশ্বাস দিয়ে সক্ষয় কুমতি ॥ ১১৩
ভূপতি কহেন আজ্ঞা করহ শ্রীমুখে।
আপনি কাটিয়া দিব মাংস খাবে সুখে ॥ ১১৪
বুক মোর বিদরে বাছার নাম নিতে।
নয়নে বহিছে ধারা বলিতে বলিতে ॥ ১১৫
বনব সী হ'য়ে এই অভাগা অভাগী।
করেছে কঠোর কত এই পুত্র লাগি ॥ ১১৬
তবে ধর্ম্ম সেবা লয়ে বল্লকার তীরে।
কত ধূনা গোঁসাই পোড়ানু দুই শিরে ॥ ১১৭
কৃপা করি প্রভু তবে দিলা পুত্রদান।
অন্ধকের চক্ষু এই মা বাপের প্রাণ ॥ ১১৮
হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্য কেহ রেতে ॥ ১১৯
কহিতে লাগিলা তবে সন্ন্যাসী গোঁসাই।
আমি যে ডাকাত তুমি চিনে চিন নাই ॥ ১২০
যবে ধর্ম্মঠাকুরে সেবিলে বল্লকায়।
দেউল দক্ষিণ দিকে দেখেছিলে রায় ॥ ১২১
আমার ও সব কিন্তু কহে কিবা ফল।
জুড়াও লুয়ের মাংসে জঠর অনল ॥ ১২২
বিকলা হইল শুনে ভূপতির রামা।
রাজা কন নির্দ্দয় গোঁসায়ের নাহি ক্ষমা ॥ ১২৩
দুঃখ পরিচয় মিছা ভিক্ষুকের কাছে।
খাব লব বিনা কি মনের শান্তি আছে ॥ ১২৪
প্রভু কন রাজন কথায় কথা বাড়ে।
কিছু বল কিছু কহ লুয়ে নাহি ছাড়ে ॥ ১২৫
বাজে সে বেদনা বড় মদনার মনে।
কান্দিয়া কহেন পুনঃ ঘনরাম ভণে ॥ ১২৬
দুই চক্ষে বহে নীর, মোহে রামা নহে স্থির,
হরিশ্চন্দ্র নৃপতির দারা।
সন্ন্যাসীর সন্নিধানে, কপালে কঙ্কণ হানে,
পুত্রবধ বাক্যবাণে জরা ॥ ১২৭

ব্যাকুলি আলুড়চুলী, ধূলায় ধূসর ধূলী,
কৃতাঞ্জলি হয়ে মহারাণী।
সর্ব্বজীবে সমভাব, তুমি প্রভু পদ্মনাভ,
সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী চূড়ামণি॥ ১২৮
তোমা অগোচর কিবা, পুত্র বিনা রাত্রি দিবা,
জীবার বাসনা নাহি ছিল।
তবে কত তপস্যাতে, বর দিলা বল্লকাতে,
প্রভু বাঞ্ছা সফল করিল॥ ১২৯
সাত পাঁচ নাই মাত্র, সবে ধন লুহি পুত্র,
গোত্রে জলাঞ্জলি দিতে আছে।
শুনে বুক যায় ফেটে, হেন পুত্র দাও কেটে,
ডেকে বল মা বাপের কাছে॥ ১৩০
কে আছে এমন দুষ্ট, পুত্র কেটে দিলে তুষ্ট,
নহে রুষ্ট যায় কষ্ট দিয়া।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, তবে কেন হেন কর্ম্ম,
ব্রহ্মময় অতিথি হইয়া॥ ১৩১
দিয়া চরণের ধূলি, লুহির মাথায় তুলি,
ব্যাকুলিরে বাছা দেহ দান।
তবে যে করিলা আড়ি, অন্ধকের নড়ি ছাড়ি,
বধ রাজা রাণীর পরাণ॥ ১৩২
দুজনারে বলি দিয়ে, মজ মহামাংস খেয়ে,
পরম পীরিতি পেয়ে যাবে।
সন্ন্যাসী বলেন রাণী, তোর যে কর্কশ বাণী,
আপনি বিকানু তোর ভাবে॥ ১৩৩
মনে নাই পড়ে পারা, নাবড় নৃপের দারা,
তেঁই তোর এত তোরা ঘটে।
পুত্র বর পেলে যাতে, বলে ছিলে বল্লকাতে,
বড় বেটা বলি দিব বটে॥ ১৩৪
যবে বর পেলে তুমি, সম্মুখে বসিয়া আমি,
সেই সাক্ষী স্বরূপ সন্ন্যাসী।
ধর্ম্ম সেবা মোর ভার, ধারিলে ধর্ম্মের ধার,
সাধিতে সদয় হ'য়ে আসি॥ ১৩৫
তাহে আমি হই তুষ্ট, পুত্র কোলে তুতুষ্ট,
রুষ্ট হ'লে শোধিতে মানান।
গৌরব রাখিয়া রাণী, অবিলম্বে পুত্র আনি,
ধর্ম্ম পূজ দিয়া বলিদান॥ ১৩৬
যদি আসা কর ভঙ্গ, এখনি দেখিবে রঙ্গ,
শুনি অঙ্গ শিহরে সকল।

রাজা রাণী পুটপাণি, বলেন বিনয় বাণী,
শুন প্রভু ভকতবৎসল॥ ১৩৭
অখিলে অতুল কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি যাঁর জয়োন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ১৩৮
কাকুতি মিনতি করি কহেন ভূপতি।
বাছারে বাঁচাও মোর বংশে দিতে বাতি॥
ধর্ম্মপূজা কর প্রভু মোরে দিয়া বলি।
সন্ন্যাসী বলেন কেন করিছ ব্যাকুলি॥ ১৪০
আহার বদল-বাক্য কেবা কোথা কয়।
রাজা বলে সুকৃপা করিলে সব হয়॥ ১৪১
শিবি রাজা সংসারে প্রশংসে যার কর্ম্ম।
যার সত্য বুঝিতে শয়চান হ'ল ধর্ম্ম॥ ১৪২
কপোত হইয়া ইন্দ্র প্রাণ ভয়ে উড়ে।
তাড়া দিল শয়চান, রাজার কোলে পাড়॥ ১৪৩
দাপটে বলিছে পক্ষী ভক্ষ্য দেরে ছেড়ে।
এনেছি অনেক কষ্টে যোজনেক তেড়ে॥ ১৪৪
ছাড়ি নাহি দিব পক্ষী লয়েছে শরণ।
রক্ষা না করিলে হয় নরক গমন॥ ১৪৫
ভোজন করাব মাংস যত চাও আর।
শয়চান কহিছে বাক্য শুনিয়া রাজার॥ ১৪৬
তুমি যে ঘুঘুর হ'লে শরণ-পঞ্জর।
আপন অঙ্গের মাংস দেহ নৃপবর॥ ১৪৭
এত শুনি অকাতরে আপন অঙ্গ কাটি।
সেই মাংস শয়চান ভুঞ্জিল পরিপাটী॥ ১৪৮
নিজ মাংস দিয়া রাজা বাঁচাইল অন্য।
আপনা কাটাল তবু না ছাড়িল হন্য॥ ১৪৯
ঠাকুর কহেন সেই ধর্ম্ম রক্ষা দান।
আপন ইচ্ছায় মেগে লয়েছে শয়চান॥ ১৫০
বিদ্যমান বলি সুয়া, সেকেলে মানান।
তারে ছেড়ে তোমারে বধিব অ-বিধান॥ ১৫১
প্রভুর দারুণ পণ বুঝি নরপতি।
লুকায়ে রাখিতে পুত্রে ভাবিলা যুকতি॥ ১৫২
এমন প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে।
হেন কালে লুহিচন্দ্র এলো আচম্বিতে॥ ১৫৩
ভুবনমোহন মূর্ত্তি প্রসন্ন বয়ান।
তা দেখি তরাসে উড়ে মা বাপের প্রাণ॥ ১৫৪

সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বুঝি মহামতি।
প্রদক্ষিণ হয়ে কত করিল প্রণতি॥ ১৫৫
জননী জনক পদ বন্দিয়া পশ্চাৎ।
দাঁড়াল প্রভুর আগে বুকে যোড় হাত॥ ১৫৬
নয়ন জুড়াল দেখে বলেন গোঁসাই।
অতঃপর ভূপতি বিলম্বে কাজ নাই॥ ১৫৭
গোঁসাই আপনি বলি আনান নিকটে।
রাজা রাণী রোদনে মেদিনী-বুক ফাটে॥ ১৫৮
করপুটে মা বাপে কুমার কিছু কন।
কাতর হইয়া কেন কান্দ অকারণ॥ ১৫৯
ব্রহ্মসনাতন ঐ বৈসে বিদ্যমান।
ভাগ্যের অবধি নাই হবে সাবধান॥ ১৬০
মোরে বলিদান দিয়া পূজা কর তাঁর।
কর বাবা কত কোটী কুলের উদ্ধার॥ ১৬১
আর যে বাসনা আছে হইবে সফল।
অনাথ বান্ধব এই ভকতবৎসল॥ ১৬২
বুঝিতে তোমার মন এলো মায়াধর।
কৃতার্থ হইবে বাবা পূজ অকাতর॥ ১৬৩
শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান। ২১৭৭
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥ ১৬৪
বাছার বচন শুনি বাঁধাইল বুক।
পুত্রে বলি দিয়া রাজা পূজেন বুভুক॥ ১৬৫
কৌতুক দেখেন প্রভু দেব করতার।
পরিপাটী মহা পূজা ষোল উপচার॥ ১৬৬
সকল পূজার সার মহা বলিদান।
লুইচন্দ্র মহাশয়ে করাইল স্নান॥ ১৬৭
জননী জন্মের সাধে যত অলঙ্কার।
পরাল মনের মত দেখিবে না আর॥ ১৬৮
রাজার নিকটে নিল ছল ছল আখি।
আঁচলে লোচন-লোহ মুছে চাঁদমুখী॥ ১৬৯
উৎসর্গ করেন রাজা নানা বেদ তন্ত্র।
আপনি গোঁসাই তার কাণে দিল মন্ত্র॥ ১৭০
পূজা করে ঘাড়েতে ছোঁয়াল খড়্গখান।
সন্ন্যাসী সম্মুখে আনে দিতে বলিদান॥ ১৭১
হাসি হাসি সন্ন্যাসী বলেন মহীনাথে।
বলিদান দিবে রাজা আপনার হাতে॥ ১৭২
মদনা ধরুক পায়ে তুমি ধর খাঁড়া।
রাণী কন বচন ঘুচাও বাড়া বাড়া॥ ১৭৩
দশ মাস অভাগী ধরেছে যারে আঁতে।
সে কেমনে পুত্রে ধরে কাটিবে সাক্ষাতে॥ ১৭৪
কোন্ হাতে বলি দিবে অভাগিয়া বাপ।
না তুল ত্রিগুণ তুমি তাপিনীর তাপ॥ ১৭৫
বলিয়া ব্যকুল হ'ল ভূপতির জায়া।
লুইচন্দ্র বলে মিছা দূর কর মায়া॥ ১৭৬
মোরে কাটী পুজ ধর্ম্ম চরণ-পঙ্কজ।
এইরূপে বর পাইল রাজা শিখিধ্বজ॥ ১৭৭
জায়া পুত্র যার শিরে ধরিল করাত।
অর্দ্ধ অঙ্গ কেটে দিল কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥ ১৭৮
দাঁড়ায়ে অর্জ্জুন দেখে সাধুর সাহস।
আপনা নিন্দিয়া তার বাড়াল পৌরুষ॥ ১৭৯
সাধুর সাহস শুনি খড়্গ নিল হাতে।
পুত্রে বলি দেন রাজা ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥ ১৮০
অসি আঁটি উভ চোট হানে নৃপমণি।
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে উঠে জয়ধ্বনি॥ ১৮১
আপনি মদনা মাতা দেন জয় জয়।
ধর্ম্মপুরে ধূপ ধুনা অন্ধকারময়॥ ১৮২
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিল মহারাজ।
সন্ন্যাসী বলেন তবে আর কেন ব্যাজ॥ ১৮৩
কেটে কুটে দেহ মাংস ঘুচাইয়া ছাল।
রাণী গিয়া রন্ধন চড়ান বঁটি ঝাল॥ ১৮৪
কাল হইতে আজ মোর বিপরীত ক্ষুধা।
বিষম বচন তবু শুনি যেন সুধা॥ ১৮৫
আপনি ধরিল রাজা হীরা ধার বঁটী।
হেম থালে যত মাংস রাখে কাটী কুটী॥ ১৮৬
কুঠারে কাটিয়া মজ্জা করিল বাহির।
তা দেখি মায়ের প্রাণ বুক নহে স্থির॥ ১৮৭
আন ছলে মহারাণী ঢাকিয়ে আঁচলে।
লুকায়ে লুয়ের মুণ্ড রাখিল বিরলে॥ ১৮৮
সন্ন্যাসী বিদায় হলে ও চাঁদ বদন।
নিরবধি নিরখিব করিব রোদন॥ ১৮৯
এত বলি মড়া মুখে মাতা দেন চুম।
বিরলে শোয়ায়ে বলে বাছা যাও ঘুম॥ ১৯০
উপবাসী সন্ন্যাসী ত্বরায় যান পাকে।
তখন সন্ন্যাসী কিছু বলেন রাজাকে॥ ১৯১
সব মাংস কুটিলে লুয়ের কই মাথা।
আনত সাক্ষাতে আমি কুটাব সর্ব্বথা॥ ১৯২

ভূপতি চঞ্চল চান মুণ্ড নাই কোলে।
মাথা বিনে না খাব সন্ন্যাসী তাঁকে বলে॥ ১৯৩
রাণীকে বলেন পুনঃ শুন গো মদনা।
এখনও আমার কাছে এত প্রবঞ্চনা॥ ১৯৪
লুকায়ে লুয়ের মুণ্ড ভাঁড়াস্ আমায়।
অঙ্গহীন মাংসে মোর রুচি নাহি যায়॥ ১৯৫
কি আজ কল্পনা এত উঠে নয় যাই।
মাথা দিয়া মহারাণী ডাকে পরিত্রাই॥ ১৯৬
ঠাকুর বলেন বৈস চিন্তা নাই ঝি।
রাজা হে লুয়ের মাতার বার কর ঘি॥ ১৯৭
শুনিয়া সাক্ষাতে শীঘ্র কাটিল ভূপাল।
লইল মাথার মজ্জা ঘুচাইয়া ছাল॥ ১৯৮
থালে কুটে রাখে মাংস পরম যতনে।
রন্ধনে চলিল রাণী চন্দন ইন্ধনে॥ ১৯৯
শুনি কর্ণসেন কন ধন্য রাজারাণী।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুরস বাণী॥ ২০০
রন্ধনে বসিল রাণী ক্রন্দন সম্বরি।
তথাপি মায়ের মায়া চক্ষে বহে বারি॥ ৩০১
উজ্জ্বল চন্দন কাষ্ঠে জ্বালিল তিউড়ি।
আঁচলে লোচন মুছে চড়াইয়া হাঁড়ি॥ ২০২
মাংসের এঁসানি মারে ঘৃতে কল কল।
সাড়া শুনি ধন্য কন ভকতবৎসল॥ ২০৩
সফল করিব আজ মনের বাসনা।
ধর্ম্ম খেয়াইয়া হেথা রাঁধেন মদনা॥ ২০৪
নিরস করিয়া দিল সরস বেসার।
বিবিধ বক্কাল ঝাল সুরসাল তার॥ ২০৫
সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে॥ ২০৬
উড়ি চূর্ণের মাথার মজ্জায় তোলে বড়া।
বুকের কলিজা ভাজে চড়াইয়া কড়া॥ ২০৭
নাড়া ঝাড়া দিয়া ভাজে ঘৃত জব্ জব।
পরিপাটী মাংসের রন্ধন হৈল সব॥ ২০৮
অপর উত্তম অন্ন করিল রন্ধন।
পারিপাটী পাঁচ পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ ২০৯
ভোজন করহ প্রভু হরিশ্চন্দ্র বলে।
ঠাকুর বলেন খাব বাড় তিন থালে॥ ২১০
একালে ভোজন করিব তিন জনা।
আমি তুমি মহারাজা মহিষী মদনা॥ ২১১
বেদনা বাড়িল বড় একথা শুনিতে।
কহিতে লাগিল রাণী কান্দিতে কান্দিতে॥ ২১২
কোলে কাঁকে করিনু ধরিনু থাকে বুকে।
এমন বেটার মাংস দিব কোন মুখে॥ ২১৩
সকলই মুখের সুখে বলহে গোঁসাই।
সন্ন্যাসী বলেন এত দুঃখে কাজ নাই॥ ২১৪
অন্য ঠাঁই খেয়ে কিছু প্রাণ রাখি ঝাট।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে তুমি কথা কাট॥ ২১৫
না দিলে লঙ্ঘিলে রাণী বচন আমার।
বিষম বচন শুনি করে অঙ্গিকার॥ ২১৬
গোঁসায়ে আসন দিল গামারের পীড়ি।
তিন থালে মদনা সাজাল অন্ন বাড়ি॥ ২১৭
কারে দিব কোন থাল সুধান ঠাকুর।
মাংস ঝোল ভাজা দেহ রাজাকে প্রচুর॥ ২১৮
আপনি উত্তম রীতে মাংস দেখে লও।
মোর মাত্র মন্দ ক্ষুধা কিছুমাত্র দাও॥ ২১৯
নাড়িতে শঙ্কট বড় গোঁসায়ের বাণী।
আজ্ঞামাত্র অন্ন লয়ে পাশে বসে রাণী॥ ২২০
জয় জনার্দ্দন বলে জল নিল করে।
মুখে দিতে গণ্ডুষ সন্ন্যাসী করে ধরে॥ ২২১
রাজাকে বলেন ধন্য ধন্য নৃপমণি।
তোমা সম সংসারে কে আছে সত্ত্বজ্ঞানী॥ ২২২
আপনি কাটিলে পুত্রে রাঁধিল মদনা।
কেমনে সহিল প্রাণে দারুণ বেদনা॥ ২২৩
শুনে রাজা রাণীর নয়নে বহে জল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ২২৪

হইয়া সদয়, কন কৃপাময়,
ধন্য ধন্য রাজা রাণী।
তোমা সম সত্ত্ব জ্ঞানী সুমহত্ত্ব,
না দেখি দারুণ দানী॥ ২২৫
পুত্রে দিলে বলি, নিজ হস্তে তুলি,
ধরি খর খড়্গ খানে।
হেদে গো মদনা, দারুণ বেদনা,
কেমনে সহিলে প্রাণে॥ ২২৬
কাটিয়া নন্দন, কুটিয়ে রন্ধন,
করিলি পোয়ের মাস।
হেন কোন ব্যক্তি, ধরে করে শক্তি,
পূর্ণ হবে অভিলাষ॥ ২২৭

না কর সন্দেহ, বর মেগে লহ,
রাণী কন দেহ নাথ।
সেই পুত্রে দান, দিয়া রাখ প্রাণ,
দয়া হল যদি স্যাৎ॥ ২২৮
রাণী এত বলি, লোটাইয়া ধূলি,
কৃতাঞ্জলি সন্নিধানে।
দিলাম সর্ব্বথা, কন বর-দাতা,
পুত্রে দেখ গো নয়নে॥ ২২৯
গাজনে আমার, তনয় তোমার,
ভকত সকল সাথে।
ডাকে ধর্ম্ম জয়, পদ্য বাদ্যময়,
নাচে লুই বেত্রহাতে॥ ২৩০
আমি কি তোমার, কুমার সংহার,
করিতে আসি মদনা।
মায়াবেশে সত্ব, বুঝি নিতে তত্ব,
ক্ষণেক পেলে বেদনা॥২৩১
মাংস সন্তোলন, করিলে যখন,
শব্দ শুনি কল কল।
মোর কোলে শুয়ে, ছিল তোর লুয়ে,
হেসে উঠে খল খল॥ ২৩২
আমি মায়াধর, তোরে দিনু বর,
লুকায়ে আনগে ডেকে।
শুনি কুতুহলী, বাছা বাছা বলি,
ব্যাকুলি চলিলা হেঁকে,॥ ২৩৩
যাইয়া সত্বরে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা ওরে বাছা লুয়ে।
ব্রহ্ম-অনুরাগী, কোথারে অভাগী,
অভাগা মা বাপে থুয়ে॥২৩৪
শুনি হাসি হাসি, লুয়ে ধেয়ে আসি,
ধরে মায়ের আঁচলে।
বদন-কমলে, চুম্ব দিয়ে তোলে,
ভাসে প্রেম আঁখি-জলে॥ ২৩৫
পরম বিহ্বলে, রাজা করে কোলে,
উথলে আনন্দ কত।
ধেনু ধান্য ধন, ধরণী কাঞ্চন,
দ্বিজে দান দিল কত॥ ২৩৬
প্রণত সন্ন্যাসী, পাদপদ্মে আসি,
প্রভু পুর মনস্কাম।

হয় কৃপাবান, হ'ল তিরোধাম,
ভণে দ্বিজ ঘনরাম॥ ২৩৭
পুত্র পেয়ে আনন্দে বিহ্বল রাজারাণী।
তনয়ে সুধান সত্য গোঁসায়ের বাণী॥ ২৩৮
হে বাপু তোমারে আমি খান খান করি।
কেটে কুটে রেন্ধেছি পাপিষ্ঠা প্রাণ ধরি॥ ২৩৯
কিরূপে বাঁচিলে বাছা, কে বাঁচালে বল।
লুহিশ্চন্দ্র বলে সেই ভকতবৎসল॥ ২৪০
কেটে কুটে মাংস তুমি থালে থুলে সাজি।
যত কিছু সকল ধর্ম্মের মায়া-বাজি॥ ২৪১
শোকে শুকাইল মুখ বুক নাহি বাঁধ।
আঁচলে লোচনে মুছ, কান্দ আর রাঁধ॥ ২৪২
মাংসের এঁসানি মারি ঢেলে থুলে থালে।
সন্ন্যাসীর কোলে আমি বসে সেই কালে॥ ২৪৩
কেঁদে কৈলে সন্ন্যাসীকে খারে সর্ব্বনেশে।
একথা শুনিয়া আমি উঠিলাম হেসে॥ ২৪৪
রাজারাণী সত্যবাণী গোঁসায়ের মানে।
একথা আপনি কৈলে ও চাঁদবদনে॥ ২৪৫
পুত্র বলে, তখনি কহেছি মহাশয়।
সন্ন্যাসী বল্লকাবাসী বৈসে ব্রহ্মময়॥ ২৪৬
তবে কত বলায় বিশ্বাস গেল বোলে।
কৃতার্থ হইলে পুনঃ মোরে পেয়ে কোলে॥ ২৪৭
সমাপন রন্ধন যখন হইল মা।
বাবা কন গোঁসাই ভোজনে তোল গা॥ ২৪৮
তখন আমারে আগে রাখিয়া গাজনে।
তবে বাড়াইলা অন্ন, চলিলা ভোজনে॥ ২৪৯
ডাকিলে ব্যাকুলি হয়ে চক্ষে দেখ নাই।
শীঘ্র মোরে পাঠাইল সন্ন্যাসী গোঁসাই॥ ২৫০
শুনি পুলকিত অঙ্গ লোটায়ে ভূতলে।
আঁচল ভিজিল প্রেম লোচনের জলে॥ ২৫১
কোলে পুত্র পেয়ে কত করিলে চুম্বন।
শুনি কর্ণসেন বলে ধন্য সে রাজন॥ ২৫২
মনে বড় বিশ্বাস বাড়িল বোল শুনি।
রাণীকে বিদায় আজ্ঞা হইল তখনি॥ ২৫৩
পূজা আয়োজন যত নায়ে লয়ে রামা।
চাঁপায়ে সেবিতে যায় হয়ে সিদ্ধকামা॥ ২৫৪
এত শুনি প্রণাম করিয়া প্রাণনাথে।
বিদায় হইল রামা বেত্র লয়ে হাতে॥ ২৫৫

আসন অঙ্গুরী অলঙ্কার থাল গাড়ু।
পানগুয়া চুয়া গব্য গঙ্গাজল লাড়ু॥ ২৫৬
ধূপ ধূনা ধৌত ধুতি পট্টযোড়া খাসা।
শ্রীধর্ম্ম সেবিতে নিল করি পুত্র আশা॥ ২৫৭
আতব তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর প্রফুল্ল পদ্মমালা॥ ২৫৮
পূজার পদ্ধতি মত যত দ্রব্য চাই।
তরণীতে তপস্বিনী তুলে নিল তাই॥ ২৫৯
জয় জয় নিরঞ্জন ব'লে ডিঙ্গা বায়।
এতদূরে সংপ্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥ ২৬০
চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

শালে ভর পালা।

বাজে যোড়া শঙ্খ কাঁশী, রঞ্জাবতী ব্রত দাসী,
অভিলাষি লভিতে সন্তান।
দিয়া জয় হুলাহুলি, দিলেন কনকাঞ্জলি,
কুতূহলি ডিঙ্গা বয়ে যান॥ ১
বহিছে কালিন্দী গঙ্গা, প্রবল তরঙ্গ ভঙ্গা,
বহি পুর রাখে রাজবাটী।
ধর্ম্মজয় বলি ডাকে, রম্যপুর বামে থাকে,
কাম্যদহে বহে জল ভাটী॥ ২
ব্রহ্মদহ রাখি দূরে, ঝুমঝুমি দ্বারিকেশ্বরে,
বেয়ে পাইল চাঁপায়ের ঘাট।
নারদ কপিল তপে, কত কাল ছিল জপে,
মহামুনি দুর্ব্বাসার পাট॥ ৩
প্রবেশে প্রসন্নমতি, দেখে বলে রঞ্জাবতী,
কোন্ মহাতীর্থ এই স্থান।
শকুনী গৃধিনী উড়ে, খাওয়াখাই জলে প'ড়ে,
ঐ দেখ বিমানে স্বর্গ যান॥ ৪
ইহারে চাঁপাই বলি, এই মহাপুণ্য স্থলী,
সাঁমুলা বলিল ইতিহাস।
মহিমা দেখিয়ে জলে, অপরঞ্চ এই স্থলে,
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ অভিলাষ॥ ৫
এই গুপ্ত বারাণসী, সুরঙ্গে সলিল আসি,
ভাগিরথী উপনীত ইথে।
মকরাক্ষ মহামতি, জায়া যাঁর চাঁপাবতী,
চাঁপাই খেয়াতি যাহা হতে॥ ৬
সেই রাণী মহা যত্নে, ঘাট বান্ধাইল রত্নে,
সেই দিল দেহেরা চত্তরে।
যেকালে পূজিল ধর্ম্ম, সেকালে আমার জন্ম,
হয়েছিল কিরাতের ঘরে॥ ৭
এই ঘাটে যত ঋষি, সবারে সেবায় তুষি,
বর আমি পাই জাতিস্মরা।
সাত জনমের বাণী, ভূত ভবিষ্যত জানি,
এই নদী মহাপাপতরা॥ ৮
কানন কাটিয়া বিধি, বান্ধায়ে রত্নবেদী,
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ হবে আশ।
ভাবি গুরু পদ ছবি, ভণে ঘনরাম কবি,
অভিনব ধর্ম্ম ইতিহাস॥ ৯
সামুলা এতেক যদি বলিল রঞ্জায়।
পুঁথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল সায়॥ ১০
সংযাত রহিল তবে চাঁপায়ের ঘাটে।
আজ্ঞা দিতে রাণী ইছা হাড়ি বন কাটে॥ ১১
হেতাল বেতাল তাল কাটে কাঁটাকুল।
শাঁই সাড়া কেলে কড়া কেউ কেয়া-মূল॥ ১২
বন বেত বৈঁচি বাবলা বাজি বেলা।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাঁটী ঝিটি সর-সলা॥ ১৩
আকন্দ আঁকড়া কাটে লতা পাতা তৃণ।
ভয়ে ধায় বনবরা ভল্লুক হরিণ॥ ১৪
মেষ বাঘ পলায় প্রমাদে ছাড়ি রা।
পক্ষীগণ পলায় ছাড়িয়া ডিম ছা॥ ১৫
সেই বনে ছিল এক রূপী নামে বাঘী।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় তারাদিঘী॥ ১৬
বন কাটি কুটী রামা, রাখিল যতনে।
গুয়া নারিকেল কেলী-কদম্ব কাননে॥ ১৭
কুসুম কাঞ্চন কুন্দ করবী টগর।
জাতী যূথী ওড় জবা অতি শোভাকর॥ ১৮
মনোহর মল্লিকা মালতী সুমাধবী।
বিকশিত চন্দ্রমালা চাঁপা হেম ছবি॥ ১৯
সুরঙ্গ তুলসী কত মনোহর ফুল।
মাটী কাটি কোদালে করিল সমতুল॥ ২০
বেদের বিধানে দেবী জগতীর ঠাঁই।
আপনি বান্ধাল ব'সে পণ্ডিত রমাই॥ ২১

মণ্ডিত করিল সব দিয়ে তায় চূণ।
যতনে জ্বালিবে যায় যজ্ঞের আগুন ॥ ২২
সারি সারি চারিদিকে রোপি রামকলা।
তেথরি বেষ্টিত তায় বান্ধে বনমালা ॥ ২৩
হাড়িকে ভূষণে তুষি ভূপতির দারা।
আপনি মার্জ্জনা করে ধর্ম্মের দেহারা ॥ ২৪
চর্চ্চিত করিল চারু চন্দনের ছড়া।
ধর্ম্ম জয় ডাকে সবে ঢাকে পড়ে সাড়া ॥ ২৫
পণ্ডিত বলেন রাণী আর কেন ব্যাজ।
নদী-নীরে করি স্নান পূজ ধর্ম্মরাজ ॥ ২৬
সায় দিতে সামুলা সকল সংযাতে।
নাচিতে লাগিলা সবে বেত লয়ে হাতে ॥ ২৭
বায়েন বিভোল নাচে বাজায়ে রগড়ে।
চাঁপায়ের ঘাটে আসি লোটাইয়া পড়ে ॥ ২৮
পুণ্যদা নদীর নীর শিরে বান্ধি আগে।
জলে নামে সংযাত-সহিত শুভ যোগে ॥ ২৯
তবে স্নান তর্পণ তরপী অর্ঘ্যদান।
বৈদিক তান্ত্রিক জপ করে সমাধান ॥ ৩০
ধ্যান করি ধর্ম্মপদ সবে শুদ্ধমতি।
বাহু তুলি বলে রঞ্জা হও পুত্রবতী ॥ ৩১
ধৌত ধূতি পরি সবে উঠিল আড়াতে।
নানা পদ্য বাদ্য বাজে নাচে বেত হাতে ॥ ৩২
নাচিতে নাচিতে ডাকে ধর্ম্ম জয় ধ্বনি।
দেহরা নিকটে আসি লোটায় অবনী ॥ ৩৩
ভ্রূকুটী বাজায়ে ঢাক রাখিল বায়েন।
পূজায় বসিল সবে পেয়ে শুভক্ষণ ॥ ৩৪
সকল সংযাত-সঙ্গে রঞ্জাবতী রামা।
আরম্ভিলা মহাপূজা হয়ে পুত্রকামা ॥ ৩৫
তাম্রপত্রে সজল তুলসী তিল কুশ।
সঙ্কল্প করিয়া স্মরে পরম পুরুষ ॥ ৩৬
পুঁথি হাতে পূজা-বিধি পণ্ডিত প্রকাশে।
আসনাদি ভূত শুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে ॥ ৩৭
গণেশাদি দেব দেবী সেবি রঞ্জাবতী।
পুত্র অভিলাষে পূজে প্রভু যুগপতি ॥ ৩৮
নানা বিধি উপচার পূজা বিধিরূপে।
ঘৃতের প্রদীপ ধুনা অন্ধকার ধূপে ॥ ৩৯
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীর খণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর প্রফুল্ল পদ্মমালা ॥ ৪০
চাঁদমালা চন্দনে চর্চ্চিত চাঁপা ফুল।
পূজেন পরমানন্দে ভক্তি করি মূল ॥ ৪১
স্বর্গ চ'লে গে'ল ফুল অর্ঘ্য দান দিতে।
কঠোর করেন কত ধর্ম্মেরে তুষিতে ॥ ৪২
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংযাত-সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয় ॥ ৪৩
মস্তক উপরে কেহ পুড়াইল ধূনা।
নিঠুর ঠাকুর তবু না করে করুণা ॥ ৪৪
উজ্জ্বল অনল জ্বলে, অতি উগ্র তপ।
ওষ্ঠ নাহি নাড়ে, জীহবায় করে জপ ॥ ৪৫
জ্বালি ধূনা কামনা করেন সবিশেষে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ৪৬
অনাথ বান্ধব ধর্ম্ম হও কৃপাবান।
অভাগিনী রঞ্জা মাগে এক পুত্র দান ॥ ৪৭
ঊর্দ্ধে বান্ধি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে যজ্ঞ কুণ্ড ॥ ৪৮
ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধূনা চূর্ণ।
রঞ্জাবতী বলে প্রভু বাঞ্ছা কর পূর্ণ ॥ ৪৯
যাবক পাবক মাঝে পুরট পুত্তলী।
লোটাইয়া রঞ্জা তায় করিছে ব্যাকুলি ॥ ৫০
শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল ঘোর বাদ্যময়।
রঞ্জাবতী সেবেন সামুলা দেন জয় ॥ ৫১
ঝলকে ঝলকে অগ্নি উঠে ধূনা বায়।
তায় লোটাইয়া রঞ্জা ধর্ম্মকে ধেয়ায় ॥ ৫২
ভাই বুক বিদীর্ণ করেছে বাক-শেলে।
বয়স বৎসর বার বন্ধ্যা বলে হেলে ॥ ৫৩
অকৃতী আতুর কিবা সুকৃতী বালক।
পুত্র মুখ হেরি তরি পুন্নাম নরক ॥ ৫৪
আঁটকুড়ি ঘুচুক নাম ভারত ভিতর।
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥ ৫৫
শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥ ৫৬
কতেক কঠোর তপে, যাগ যজ্ঞ পূজা জপে,
গ্রহদিন গেল নিবড়িয়া।
স্নান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে,
নদীতটে জয় জয় দিয়া ॥ ৫৭
পণ্ডিত পদ্ধতি কাছে, জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।

ক্ষের বরণ করি, সংঘাত-সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার করে সূতা ॥ ৫৮
ামারে গামার কাটি, ঘরে আসি পরিপাটী,
গাঁথিছে সন্ন্যাস-কাটি তায়।
জয় জয় নিরঞ্জন, ডাকে যত ভক্তগণ,
মহোৎসবে গাজনে গোঁয়ায় ॥ ৫৯
অপর দাদূড়-ঘাটা, পুজিয়া সন্ন্যাসী কটা,
ঘটা করি চাঁপায়ের ঘাটে।
সাজায়ে কদলী-মঞ্চে, কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে
ভর দিয়া এ'ল ধর্ম্ম বাটে ॥ ৬০
সমাধিয়ে ধূনা সেবা, ধ্যান করি ধর্ম্ম দেবা,
নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।
পুলকে প্রণাম খাটে, পদ্য বাদ্য গীত নাটে,
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী ॥ ৬১
প্রভাতে প্রসন্ন আশা, প্রকাশ পাইতে পুষা,
পুষ্প তুলি পুণ্য অভিলাষে।
স্নান করি ধর্ম্ম পূজি, ব্রহ্ম মন্ত্রে মনে মজি,
মঞ্চ বান্ধি উঠিল সন্ন্যাসে ॥ ৬২
সুমঞ্চে সন্ন্যাস-কাটী, গাড়ে চন্দ্রবান বটী,
ঘোরমুখী খুর খরশান।
পুত্র অভিলাষে রাণী, জোড় করি পুটপাণি,
অর্ঘ্য দিয়ে সূর্য্যকে ধেয়ান ॥ ৬৩
নিদয় না হবে কভু, পতিতপাবন প্রভু,
পাপিনী প্রণমে তব পায়।
কহিয়ে কোমর আঁটি, মুদিয়ে নয়ন দুটি,
ঝুপ করে ঝাঁপ দিল তায় ॥ ৬৪
ঘোর বাদ্য জয় রোল, সামুলা দিলেন কোল,
পুনর্ব্বার উঠিল নির্ভয়া।
সঙ্গী শুদ্ধ ভক্ত যত, পুনঃ পুনঃ এই মত,
ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়া ॥ ৬৫
তবে রঞ্জা কন দিদি, প্রসন্ন না হ'ল বিধি
তনু ত্যজি শালে দিয়া ভর।
সামুলা বলেন তবে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
দেখা দিবে দেব মায়াধর ॥ ৬৬
অসার সংসার আশ, পুত্র বিনা গৃহবাস,
ত্রাস না করিহ কিছু মনে।
শালে মর যদিস্যাৎ, বাঁচাবে বৈকুণ্ঠনাথ,
দ্বিজ কবিরত্ন রস ভণে ॥ ৬৭

সামুলা রঞ্জায় যদি এই কথা রটে।
পণ্ডিত বলেন সার এই যুক্তি বটে ॥ ৬৮
সঙ্কটে পড়িয়ে প্রভু স্ত্রী-হত্যার পাপে।
তবে ভক্তে ভাঁড়াতে নারিবে তার বাপে ॥ ৬৯
তাপে যেমন এসেছ তেমতি পাবে ফল।
রাণী কন তবে প্রভু পরম মঙ্গল ॥ ৭০
ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
চাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর ॥ ৭১
প্রাণনাথে পরার্দ্ধ প্রণতি মোর বলো।
শালে ভর দিয়ে রঞ্জা অভাগিনী মলো ॥ ৭২
মহা দুঃখ মরমে মরমে রৈল মোর।
পুনর্ব্বদ্ধ না হইল প্রভু প্রেমডোর ॥ ৭৩
শুনে দুই দাসীর নয়নে বহে জল।
ভক্তগণ বলে কারু ঘরে নাহি ফল ॥ ৭৪
তোমারে সদয় না হইল করতার।
তোমার যে গতি মা গো সে গতি সবার ॥ ৭৫
করপুটে কহে কেঁদে মালিকী কল্যাণী।
তোমাকে ছাড়িয়া কোথা যাব ঠাকুরাণী ॥ ৭৬
শিয়রে তাড়ায়ে রব মশা মাছি ডাঁশ।
প্রভু নাহি যাবৎ পুরেণ অভিলাষ ॥ ৭৭
এত বলি আনন্দে আনাল শাল কাঁটা।
পরিপাটী শর সে উত্তম গেছে আঁটা ॥ ৭৮
উপরে সূর্য্যের ছটা করে ঝকমক।
পড়িলে পতঙ্গ কুটা উথলে পাবক ॥ ৭৯
সিন্দুর জড়িত জবা শোভা করে ভাল।
মঞ্চের সম্মুখে নিল মূর্ত্তিমান কাল ॥ ৮০
দেখিয়া সবার চিত্ত হইল ব্যাকুল।
রঞ্জাবতী দেখে শাল শিরিষের ফুল ॥ ৮১
সূর্য্যঅর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী।
অহে সূর্য্য সহস্রাংশু তেজোময় রাশি ॥ ৮২
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য কর গ্রহণ ঠাকুর দিবাকর ॥ ৮৩
এত বলি অর্ঘ্য দিতে ধায় উর্দ্ধ পথে।
জবা জল ফুল যেয়ে পড়ে সূর্য্য রথে ॥ ৮৪
দু আঁখি মুদিয়া ধনী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভু তোমাতে প্রমাণ ॥ ৮৫
একপুত্র দান মোরে দেহ পরাৎপর।
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর ॥ ৮৬

পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিয়ে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ।
ঝুপ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ ॥ ৮৭
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হ'ল ফার।
ঝলক ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার ॥ ৮৮
হাহাকার করে দেখে যত ভক্তগণ।
দেবতা সবার স্বর্গে টলিল আসন ॥ ৮৯
জীবন ত্যজিল রাণী করে ছট্‌ফট্‌।
চাঁপায়ের ঘাটে বড় ঘটিল সঙ্কট ॥ ৯০
রাখিতে না পারে কেহ নয়নের জল।
সামুলা বলেন ত্রাহি ভকতবৎসল ॥ ৯১
ধূপ ধূনা অন্ধকার ধর্ম্ম-ধ্যান-চিত।
জয় জয় নিরঞ্জন ডাকেন পণ্ডিত ॥ ৯২
মালিকী কল্যাণী দাসী চামর ঢুলায়।
উর্দ্ধবাহু করি কেহ ধর্ম্মকে ধেয়ায় ॥ ৯৩
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তাঁর সংসারে প্রশংসে ॥ ৯৪
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরু পদাক্রান্ত ॥ ৯৫
শাল-ভরে রঞ্জাবতী পরাণ ত্যজিতে।
স্ত্রীহত্যার পাপ যায় সূর্য্যে গরাসিতে ॥ ৯৬
বরণ বিকট কাল পিঙ্গলাক্ষ কেশ।
করে ভস্ম উন্মামতি ভয়ঙ্কর বেশ ॥ ৯৭
মূলাপারা দশন বসনহীন কটী।
উর্দ্ধমুখে অমনি আকাশে উঠে ছুটি ॥ ৯৮
পথে আগুলিল পূষা পসারিয়া বাহু।
সূর্য্যবলে এ'ল এবা আর কোন্ রাহু ॥ ৯৯
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় দিননাথ।
বিজয় বৈকুণ্ঠপথে বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ॥ ১০০
যেতে না পারিল পাপ বিষ্ণুর নগর।
পাপে পূর্ণ পৃথিবী সহিতে নারে ভর ॥ ১০১
থর থর কাঁপে মহী ভক্তহত্যা পাপে।
অনন্ত অস্থির, অষ্ট কুলাচল কাঁপে ॥ ১০২
ভক্ত নাশে রক্ত-বৃষ্টি ঘন উল্কাপাত।
আপনি অস্থির অতি অখিলের নাথ ॥ ১০৩
হেন কালে প্রভুর নিকটে আইল রবি।
ছল ছল নয়ন মলিন মুখ-ছবি ॥ ১০৪
সূর্য্যে দেখে ঠাকুর সুধান ব্যস্ত হয়ে।
কও কোন্ প্রমাদ পড়েছে তোমা লয়ে ॥ ১০৫
কি কারণে দেখি তব মলিন কিরণ।
প্রণাম করিয়া তাপে কহিছে তপন ॥ ১০৬
কাজ নাই, গোঁসাই, বিষয় আমি আলি।
অশেষ কলুষে আর কত হব কালী ॥ ১০৭
রঞ্জাকে পুজার হেতু পাঠায়েছ বটে।
সে ধনী চাঁপাই-তটে মহা সিদ্ধ-পীঠে ॥ ১০৮
কামনা করিয়া মো'ল শালে দিয়া ভর।
তিন দিন হ'ল তবু নাহি দিলে বর ॥ ১০৯
অতঃপর বিষয়ে আমার দণ্ডবৎ।
ভক্ত হত্যার পাপ আসে গরাসিতে রথ ॥ ১১০
এতেক দুর্গতি যদি মহা ভক্ত জনে।
পতিত পাবন নাম পালিবে কেমনে ॥ ১১১
ঠাকুর বলেন তবে এই হেতু ভানু।
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম তনু ॥ ১১২
অমঙ্গল অশেষ উঠিছে পৃথ্বীময়।
ভক্তের বিপত্তি নাকি মোর প্রাণে সয় ॥ ১১৩
অভিশাপ পাইল সে ঈশ্বরী সম্মুখ।
একজন্ম ম'রে সে দেখিবে পুত্র মুখ ॥ ১১৪
আজ তারে প্রাণ দিয়া হইব সদয়।
রবি কন প্রভু এই উপযুক্ত হয় ॥ ১১৫
বীর হনু বলে তবে ব্যাজ অকারণ।
চল প্রভু বলি সঙ্গে চলে দেবগণ ॥ ১১৬
চাঁপাই চলিল প্রভু চাপি রত্নরথে।
প্রবেশিয়া পৃথিবী দেখিল মধ্যপথে ॥ ১১৭
ব্রহ্মহত্যা দিতে যায় ধর্ম্মের উপর।
অভিমানে দারুণ দরিদ্র দ্বিজবর ॥ ১১৮
মায়াধর কন তারে কোথা যাও বিপ্র।
দ্বিজ বলে ধর্ম্মদেবে হত্যা দিতে ক্ষিপ্র ॥ ১১৯
আমারে অখিলে সে করেছে অতি দৈন্য।
ভিক্ষা বিনা ভবনে ভরসা নাই অন্ন ॥ ১২০
সাত ভাই গৃহস্থঘরে গেলাম ঠাকুর।
ভিক্ষা নাহি দিল আর ছোবাল কুকুর ॥ ১২১
ঠাকুর উপর হত্যা দিব একারণে।
শুনি মহাপ্রভু অতি সচিন্তিত মনে ॥ ১২২
এক স্ত্রীহত্যার পাপে হ'ল এতদূর।
ততোধিক ব্রহ্মহত্যা পাতক প্রচুর ॥ ১২৩
ঠাকুর বলেন ফের মেগে লও বর।
ব্রাহ্মণ বলেন যদি দাও মায়াধর ॥ ১২৪

পর বাড়ী সব তার অধিকার জুড়ে।
মোর কোপ-দৃষ্টে তার সব যাক উড়ে॥ ১২৫
ঠাকুর বলেন ভাল দিনু ঐ বর।
তবে বিপ্র ক্ষিপ্র হয়ে গেল তার ঘর॥ ১২৬
ক্রোধভরে ব্রাহ্মণ চাহিল চক্ষু জুড়ে।
প্রলয়ের ঝড়ে তার সব গেল উড়ে॥ ১২৭
ধন কড়ি ঘর বাড়ী ঘটী বাটী থাল।
সাগরে পড়িল উড়ে ধেয়ায় কপাল॥ ১২৮
কি কাল কুবুদ্ধে কেন ব্রাহ্মণের মন্ত্র।
সর্ব্বনাশ ঘটিল দারুণ দশা দৈন্য॥ ১২৯
দেখিয়া দ্বিজের কোপ প্রভু পান ত্রাস।
এই বিপ্র হ'তে পাছে হয় সৃষ্টি নাশ॥ ১৩০
এত বলি ব্রহ্মতেজ হরি নিরঞ্জন।
নাত ভেয়ে দয়া করে দিল পূর্ব্বধন॥ ১৩১
চাপায়ে চলিল তবে ভক্তের উদ্দেশে।
ক্ষতদরে রাখি রথ সন্ন্যাসীর বেশে॥ ১৩২
হেন কালে বীর হনু বলেন বিনয়।
[illegible]ার সাক্ষাতে যাওয়া উপযুক্ত নয়॥ ১৩৩
[illegible]দি যাও বালিকায় করি কৃপা দৃষ্টি।
[illegible]হা ঘোর বাদল চাপায়ে কর বৃষ্টি॥ ১৩৪
পথে মায়া-মন্দির সৃজহ কৃপাময়।
ভয় পেয়ে সবে যেন পালাইয়া রয়॥ ১৩৫
তবে যেয়ে সদয় হইবে ভক্ত জনে।
উপযুক্ত যুক্তি বড় লেগে গেল মনে॥ ১৩৬
[illegible]য়া-দৃষ্টি হ'ল সৃষ্টি ঘোর বৃষ্টি বাত।
[illegible]র্ঘাত শব্দ শিল ঘন উল্কাপাত॥ ১৩৭
দুড়ুড়ু দড়্দড়্ ঘোর গভীর গর্জ্জন।
[illegible]ড়া পেয়ে প্রমাদে পালায় ভক্তগণ॥ ১৩৮
[illegible]থে মায়াঘর প্রভু করিলা প্রকাশ।
[illegible]ই পথে ধায় সবে পেয়ে মহা ত্রাস॥ ১৩৯
[illegible]ত ভীত ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর।
[illegible]শ্রয় লইল সবে পথে পেয়ে ঘর॥ ১৪০
[illegible]লিকী কল্যাণী আর সামুলী সুন্দরী।
[illegible]য়রে রহিলা মাত্র প্রাণপণ করি॥ ১৪১
[illegible]বে মায়া-নিদ্রা প্রভু দিলা তিন জনে।
[illegible] চাপে ঘোর নিদ্রা রয় অচেতনে॥ ১৪২
[illegible]পায়ে চঞ্চল চিতে যান কৃপাময়।
[illegible]ার নিকটে আসি হইলা বিস্ময়॥ ১৪৩

শালে ভর জয় তনু দেখিলা [illegible]।
ছল ছল নয়ন বয়ানে হায় হায়॥ ১৪৪
সেবা করি কেবা কোথা ম'ল-শূলভরে।
দেবাসুর-অসাধ্য মানবী হয়ে করে॥ ১৪৫
মলিন বয়ান-বিধু মুদিত নয়ন।
রক্ত-সিক্ত-তনু ভক্তে হৈল কৃপাবান॥ ১৪৬
শাল হইতে কোলে তারে তুলিলা ঠাকুর।
মুদিল শালের চিহ্ন ঢালিয়া সিন্দুর॥ ১৪৭
চাঁপায়ের ঘাটে তারে করাইল স্নান।
সঞ্চরিল পঞ্চভূত রাণী পাইল প্রাণ॥ ১৪৮
পদ্মহস্ত বুলাইতে হ'ল সচেতন।
প্রাণ দিয়ে নিমিষে লুকাল নিরঞ্জন॥ ১৪৯
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৫০
রঞ্জাবতী বাঁচি প্রাণে, চেয়ে চিন্তি চারিপানে,
কৃপাবানে দেখিতে না পায়।
মরেছিনু শালভরে, যে জন জীয়াল মোরে,
তিঁহ প্রভু হও বর দায়॥ ১৫১
নহে পুনর্ব্বার আজি, প্রকারে পরাণ ত্যজি,,
বাঁচিয়ে বলিল বার তিন।
ঝাঁপ দিতে যায় শেষে, প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে,
হাতে ধরে ভক্তের অধীন॥ ১৫২
রাণী কন ছাড় যতি, বলেন বৈকুণ্ঠপতি,
ত্যজ বাছা দারুণ সাহস।
তনু ত্যজ কিবা কাজে, কেন পূজ ধর্ম্মরাজে,
কালা কে করেছে কোথা বশ॥ ১৫৩
আমি ধর্ম্ম অভিলাষী, হয়েছি চাঁপাইবাসী,
সন্ন্যাসী আশ্রয়ে চিরকাল।
তথাপি না হ'ল দয়া, বিষম ধর্ম্মের মায়া,
কেন মিছা বাড়াও জঞ্জাল॥ ১৫৪
সেব অন্য দেব দেবী, সফল হইবে সেবি,
কেবা দিল হেন উপদেশ।
নাহিক নিয়ম যাঁর, গুণহীন নিরাকার,
কেন তার লাগি এত ক্লেশ॥ ১৫৫
রাণী কন ধর্ম্ম ভিন্ন, প্রভু নাহি জানি অন্য,
শুনি ধন্য কন কৃপাময়।
আমি ধর্ম্ম মায়াঞ্জন, লও বাছা মেগে বর,
রাণী কন না হয় প্রত্যয়॥ ১৫৬

এই মৃত নিম্বতরু, ফল ফুলে দেখি চারু,
বাঞ্ছা-কল্পতরু তবে জানি।
শুনি কৃপা দৃষ্টে চান, ফল ফুলে বিদ্যমান,
বৃক্ষ দেখি কন পুনঃ রাণী॥ ১৫৭
দেখি যদি চতুর্ভুজে, তবে প্রভু পদাম্বুজে,
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী, হ'ল ভক্ত-মনোহারী,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥ ১৫৮
বৈকুণ্ঠ-নিবাসি-বেশ, হ'ল ব্রহ্ম ত্রিলোকেশ,
দেবতা সকলে করে স্তুতি।
প্রেমে গদ গদ বাণী, অবনী লোটায়ে ধনী,
রঞ্জাবতী করেন প্রণতি॥ ১৫৯
কে কহিবে কত ভাগ্য, জগতে জীবন শ্লাঘ্য,
প্রভু আগে মাগে পুত্র বর।
প্রভু কন এই বর, দিনু বাছা যাও ঘর,
পুত্র পাবে কশ্যপ-কুমার॥ ১৬০
ঋতুস্নানে যাবে যবে, যুগ্ম নারিকেল পাবে,
নদী বেয়ে আসিবে উজান।
ঝাঁপ দিয়ে ল'য়ে যাবে, ছোটটী আপনি খাবে,
বড় দিবে সূর্য্যে অর্ঘ্যদান॥ ১৬১
নারিকেল গর্ভাধান, লাউসেন অভিধান,
থোবে পুত্র হইলে ভূমিষ্ঠ।
রাণী কন কৃতাঞ্জলী, সরম খাইয়ে বলি,
বৃদ্ধপতি আমার অদৃষ্ট॥ ১৬২
ঠাকুর কহেন তবে, বাসরে বসিবে যবে,
তুমি মোরে করিবে স্মরণ।
মদনে পাঠাব ক'য়ে, রাজার শরীরে যেয়ে
সাধিবে তোমার প্রয়োজন॥ ১৬৩
শুনি আনন্দিত রামা, হইল সফল-কামা,
ঠাকুর হইল তিরোধান।
দ্বিজ ঘনরাম ভাষে, কাতর কল্যাণ দাসে,
প্রভু সদা হবে কৃপাবান॥ ১৬৪
প্রভু গেলা রাণীকে করিয়া কৃপাদৃষ্টি।
চাঁপায়ে ঘুচিল ঘোর মহা ঝড় বৃষ্টি॥ ১৬৫
সংঘাত সকল পুনঃ জড় হ'ল আসি।
শিয়রে সামুলা উঠে আর দুই দাসী॥ ১৬৬
জয়ধ্বনি করে সবে দেখিয়া রঞ্জায়।
রাণী লোটাইয়া পড়ে পণ্ডিতের পায়॥ ১৬৭
সামুলারে সম্ভাষে বলিয়া দিদি দিদি।
সামুলা বলেন বুন উঠ গুণনিধি॥ ১৬৮
বিধি সে মুখের কালী ঘুচাল হরিষে।
রঞ্জাবতী বলে সব তোমার আশিষে॥ ১৬৯
প্রাণদান দিল প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
তবে চতুর্ভুজ হরি দেখা দিল শেষে॥ ১৭০
শেষে বলে যেরূপে সদয় যুগপতি।
পণ্ডিত বলেন তুমি বড় ভাগ্যবতী॥ ১৭১
সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোঁসাই দিল বিসর্জ্জন ঘটে॥ ১৭২
হরিহর দিল আসি আদ্যের ধুমুল।
গাজনে সন্ন্যাসী সব উড়াইল ধূল॥ ১৭৩
পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোঁটা।
দক্ষিণান্ত করি রাণী খোলে যোগ-পাটা॥ ১৭৪
ঘটা করি প্রসাদ ভোজন সবে করি।
ত্বরা করি ভর দিয়ে বেয়ে চলে তরি॥ ১৭৫
দ্বারিকেশ্বর বেয়ে ভাটি ধরিল উজান।
ব্রহ্মদহ ছাড়ি পুনঃ ভাটি বয়ে জান॥ ১৭৬
অবিলম্বে এ'ল সবে ঝুম্‌ঝুমি বেয়ে।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উত্তরিল গিয়ে॥ ১৭৭
তরিবারে নানা বাদ্য বাজে শঙ্খ কাঁসি।
ব্রহ্মজয় ডাকে যত ধর্ম্ম অভিলাষী॥ ১৭৮
আসি উত্তরিল তরি নিকটে ময়না।
মহারাণী এ'ল ব'লে উঠিল ঘোষণা॥ ১৭৯
আবাল বনিতা বৃদ্ধ আনন্দে আসিয়া।
সংঘাত-সহিত নিল জয় জয় দিয়া॥ ১৮০
চাঁপায়ে সেবিল ধর্ম্ম শালে দিয়া ভর।
শুনি আনন্দিত সবে পাইল পুত্রবর॥ ১৮১
ঘরে এ'ল মহারাণী রাজার সাক্ষাৎ।
নাথের চরণ বন্দে হয়ে প্রণিপাত॥ ১৮২
পুত্রবতী হও প্রিয়ে! আশীর্ব্বাদ ব'লে।
উঠ উঠ বলে রাজা হাতে ধরে তুলে॥ ১৮৩
মঙ্গল বারতা বল চাঁপাই সেবায়।
রাণী বলে সব সিদ্ধ তোমার কৃপায়॥ ১৮৪
কতেক কঠোর করি সেবি মায়াধর।
জীবন ত্যজিনু শেষে শালে দিয়া ভর॥ ১৮৫
প্রাণ দান দিল ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর বেশে।
তবে চতুর্ভুজ হরি দেখা দিল শেষে॥ ১৮৬

পুত্রবর দিয়া গেল অখিলের পতি।
রায় বলে প্রিয়া তুমি বড় ভাগ্যবতী ॥ ১৮৭
পণ্ডিত প্রভৃতি রাজা যত ভক্তগণে।
সকলে বিদায় দিল বসন ভূষণে ॥ ১৮৮
নিতি নব লাবণ্য ধরেন রঞ্জাবতী।
শুভ দিনে সুন্দরী হইলা ঋতুমতী ॥ ১৮৯
তিন দিন পতি সঙ্গে রহিল বিচ্ছেদ।
পরশে পাতক বাড়ে মুনি বাক্য বেদ ॥ ১৯০
চারি দিনে শুদ্ধ নারী স্বামীর পরশে।
সকল পবিত্র হয় পঞ্চম দিবসে ॥ ১৯১
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা সদা মনে অই।
ঋতুস্নানে যান রাণী তিন দিন বই ॥ ১৯২
হরিষে হরিদ্রা তৈল আমলকী লয়ে।
সখীসঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে ॥ ১৯৩
প্রবেশ করিলা আসি কালিন্দীর জল।
অন্তরে জানিল প্রভু ভকতবৎসল ॥ ১৯৪
যুগ্ম নারিকেল প্রভু হনুমানে দিয়ে।
বিশেষ বলিল বাপু বসুমতী যেয়ে ॥ ১৯৫
কালিন্দী গঙ্গার জলে ভাসাবে উজান।
রঞ্জাবতী যে ঘাটে করেন ঋতুস্নান ॥ ১৯৬
চাঁপায়ে বিধান তারে কহেছি সকল।
সূর্য্য অর্ঘ্য দান দিবে এই বড় ফল ॥ ১৯৭
আদরে বলিবে তারে ছোটটা খাইতে।
শুনি শীঘ্র বীর হনু এ'ল অবনীতে ॥ ১৯৮
স্নান করি মহারাণী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
বীর ভাসাইল ফল ধাইল উজান ॥ ১৯৯
তা দেখি প্রভুর আজ্ঞা মনে ক'রে সতী।
দুই ফল কৌতুহলে ধরে রঞ্জাবতী ॥ ২০০
বড় নারিকেল দিল সূর্য্য অর্ঘ্য দান।
ছোট নারিকেল খাইল লভিতে সন্তান ॥ ২০১
ধ্যান করি ধর্ম্মপদ প্রবেশিল পুর।
মনে হ'ল সন্তোষ সন্তাপ গেল দূর ॥ ২০২
চিন্তিয়া পরম পদ করি বহু যত্ন।
নূতন মঙ্গল গান দ্বিজ কবিরত্ন ॥ ২০৩
নিজ বাসে রহে বামা হর্ষচিত্ত হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু মহাপ্রভু লয়ে ॥ ২০৪
বীরহনু এ'ল যদি দিয়ে দুই ফল।
দেব সভা মাঝে যান ভকতবৎসল ॥ ২০৫
সকল দেবতা আজি পূর মোর কাম।
পৃথিবীতে পূজা লব ধর্ম্মরাজ নাম ॥ ২০৬
কোন্ দেব করিবে রঞ্জার গর্ভে বাস।
কে মোর মঙ্গল পূজা করিবে প্রকাশ ॥ ২০৭
কে মোরে মর্ত্ত্যেতে গিয়া দিবে পুষ্প পানি।
শুনিয়া দেবতাগণে করে কাণাকাণি ॥ ২০৮
হেন কালে পবননন্দন ফুটে কন।
পূজা প্রকাশিতে যাক্ কশ্যপ-নন্দন ॥ ২০৯
তখন আপনি ফুটে কন মায়াধর।
আমি রঞ্জাবতীকে দিয়াছি সেই বর ॥ ২১০
এত শুনি কশ্যপ-কুমার শোকে কান্দে।
প্রভু মোরে কি পাপে ফেলাও মায়া-ফাঁদে ॥ ২১১
জগতে জন্মিতে বল মানবী-উদরে।
বলিতে বদন কাঁপে শোকে আঁখি ঝরে ॥ ২১২
আঁখি ঠারে ঠাকুর হনুর পানে চান।
প্রবোধে পবনপুত্র মুছায়ে বয়ান ॥ ২১৩
হাকন্দ পুরাণে লেখা শুন মহামতি।
তোমা হতে পূর্ণ হবে ধর্ম্মের ব্রহ্মতি ॥ ২১৪
প্রচারিবে পূজার পদ্ধতি পৃথ্বীময়।
তোমা হ'তে পূর্ণ হ'বে পশ্চিম-উদয় ॥ ২১৫
মহাপুণ্য ভূমি সেই ভারত অবনী।
ত্রিলোকের নাথ যেথা জন্মিলা আপনি ॥ ২১৬
দেবকন্যা রঞ্জা, যা'রে প্রভু দিলা দেখা।
দেবগণ কন সে মনুষ্যে নয় লেখা ॥ ২১৭
আপনি প্রবোধি পুনঃ বলেন ঠাকুর।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর ॥ ২১৮
তখন কহেন কিছু কশ্যপ-কুমার।
জন্ম নিতে গোঁসাই করিনু অঙ্গীকার ॥ ২১৯
কিন্তু নিবেদন এক এখন বাচাই।
জন্মিলে রাজার ঘরে রাজকার্য্য চাই ॥ ২২০
পাছে পরাভব হই মানুষের হাটে।
প্রভু কন রণে বনে রাখিব শঙ্কটে ॥ ২২১
যমের দোসর কালু বীর মহামতি।
অনুগত কত কত হবে সেনাপতি ॥ ২২২
দেবকন্যা রমণী তোমার চারিজন।
জন্মিবে সূর্য্যের বাজি তোমার কারণ ॥ ২২৩
রাণী রঞ্জাবতী হেথা করিয়ে রন্ধন।
স্বামীকে দিলেন অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ॥ ২২৪

পরিপাটী ভোজন করেন পাঁচ রস।
রাণী পানে চেয়ে কিছু কহেন সরস॥ ২২৫
রসকর ভোজনেতে সুখ অঙ্গমাঝ।
*   *   *   *॥ ২২৬
লাজ পেয়ে বসনে ঢাকিল মুখ আধা।
হাসি হাসি বলেন বচন মাখা সুধা॥ ২২৭
সুধাসিক্ত হ'লে নাথ সব সুধাময়।
তোমা লয়ে রস নাথ কোন কালে নয়॥ ২২৮
মকরন্দ পূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে।
তায় অতি অকৃতি অলির মন ছুটে॥ ২২৯
লুঠিতে নিষেধ মধু যদি হয় যোগ।
তবু না নিষেধে পদ্ম ভ্রমরের ভোগ॥ ২৩০
রসিকা রসিক রসে উপজিল হাসি।
রহসে দিবস গেল প্রবেশে তামসী॥ ২৩১
দাসী পানে তখন সঙ্কেতে রাণী চায়।
বাসর বঞ্চিব ঝাট্ নিদ্রাতুর রায়॥ ২৩২
হাসিয়া হরষে দাসী আসি লঘুগতি।
বাসরে যতনে জ্বালে রতনের বাতী॥ ২৩৩
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা।
মাঝে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা॥ ২৩৪
চারু চিত্র চৌপল চামরে গেছে ছেয়ে।
অনিমিখ রহে চক্ষু যদি দেখে চেয়ে॥ ২৩৫
যতনে ছাউনি চারু চামরের চাল।
বিচিত্র বসন কত রতন মিশাল॥ ২৩৬
চারিভিতে বিরাজে বিনোদ বনমালা।
পুরট পালঙ্কে তথি পড়িল প্রবলা॥ ২৩৭
মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুলঝাঁটী।
ফেলিল পালঙ্গ তায়, পাতাইল পাটী॥ ২৩৮
গুজরাটী-ছিট ভোট যোট তার খাসা।
দু দিকে বালিস রাখে আলিস-বিনাশা॥ ২৩৯
সসিত অসিত হেম রচিত শিয়র।
শোভিত তড়িতযুত যথা জলধর॥ ২৪০
দুপাশে পুরট-পথ পাটের খোপনা।
পালঙ্গ চৌদিকে চিত্র দোথরি দোলনা॥ ২৪১
রচিত মল্লিকা তায় চাঁপা চন্দ্রমালি।
সৌরভ-গৌরবে কত গুঞ্জরিছে অলি॥ ২৪২
রচিল সুখদ-শয্যা যেন পয়ঃফেন।
শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন॥ ২৪৩

আচ্ছাদন দিল তায় পাটের পাছড়া।
দুপাশে পূর্ণিত পানে পুরট সাপুড়া॥ ২৪৪
লবঙ্গ কর্পূর আদি সুরসাল গুয়া।
বাটা পূর্ণ পরিমল সকস্তুরী চুয়া॥ ২৪৫
খেতে রাখে ক্ষীর সর খাসা চিনি খণ্ড।
শয়ন করিল রায় নিশা দশ দণ্ড॥ ২৪৬
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২৪৭
মালিকী কল্যাণী হেতা অশেষ বিশেষ।
শশিমুখী রাণীর রচিল লাস-বেশ॥ ২৪৮
রতন-মুকুরে রাণী দেখে মখ ছবি।
কপালে সিন্দূর-শোভা প্রভাতের রবি॥ ২৪৯
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয়, অর্দ্ধ-ইন্দু॥ ২৫০
বিন্দু বিন্দু গোরচনা শোভে তায় অতি।
অলকা-মণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি॥ ২৫১
নানা পরিবন্ধ করি বেন্ধেছে কবরী।
নিরখিতে বদন মদন মন-চুরি॥ ২৫২
বুকে বান্ধা কাঁচলি সঙ্কেত অভিলাষে।
পরশে রাজার হস্ত খসে অনায়াসে॥ ২৫৩
চরণে ভূষণ পরে পায়ে গোটা মল।
গরব গমনে কত পুরুষ পাগল॥ ২৫৪
বিচিত্র বসন পরে কমলা-বিলাস।
সুন্দরী সহজরূপে তিমির-বিনাশ॥ ২৫৫
অঙ্গে শোভে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
বিরচিতে বাহুল্য তুলনা নাহি তার॥ ২৫৬
দাসী হস্তে জল-ঝারি গমন মন্থরা।
প্রবেশে শয়নশালা সাক্ষাৎ অপ্সরা॥ ২৫৭
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা অধোমুখ ঢাকে॥ ২৫৮
হাসি হাসি শশিমুখী ঘেঁসি প্রাণনাথে।
ছেঁচা গুয়া তাম্বুল যোগান হাতে হাতে॥ ২৫৯
খেতে খেতে রাজার নয়নে এলো ঘুম।
চিয়ায় চাপায়ে গায় চন্দন কুঙ্কুম॥ ২৬০
চাপে দুই চরণ চামরে করে বাও।
রাজা বলে হেদে বা খানিক ঘুম যাও॥ ২৬১
এত শুনি বিধুমুখী সুধা করে পান।
সুগন্ধি শীতল রাত্রি সুখে নিদ্রা যান॥ ২৬২

কপাল খেয়ান রাণী মনে পেয়ে খেদ।
আশাভঙ্গ দুঃখ বড় করে মর্ম্ম-ভেদ ॥ ২৬৩
দাসী বলে গুয়া পান গুঁজে দেহ গালে।
ঘুমে মাটি হয়, ভাটী বয়সের কালে ॥ ২৬৪
নাড়া চাড়া দিতে তবে উলটিয়া পাশ।
হুঙ্কারি ঘুমান ঘোরে ঘন বহে শ্বাস ॥ ২৬৫
নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলে হায় হায়।
নাশ হৈল আশা নাথ! নিশা বয়ে যায় ॥ ২৬৬
উঠিতে বসিতে চিত্তে কত উঠে ক্লেশ।
বার হয়ে দেখে দাসা নিশি পরিশেষ ॥ ২৬৭
শালে ভর দিয়া বর পেয়ে কোন্ কাজ।
ধিক্‌রে দারুণ বিধি তোর মুণ্ডে বাজ ॥ ২৬৮
লাজ হইল রাজ্য যুড়ে কার্য্য অতি দূরে।
এত বলি ধ্যায় ধনী শ্রীধর্ম্ম ঠাকুরে ॥ ২৬৯
অনাথ বান্ধব কোথা ভকত-বৎসল।
প্রভু হে তোমার বাক্য হয় যে বিফল ॥ ২৭০
গরল ভখিয়া তবে ত্যজিব পরাণে।
স্মরণে জানিয়া প্রভু আনান মদনে ॥ ২৭১
প্রভু কহে যাও মহী ময়না নগরে।
রাজারে করিবে ভর রঞ্জার বাসরে ॥ ২৭২
আজ্ঞা শুনি কামদেব আইল বেগবন্ত।
মলয় মারুত সঙ্গে সুঋতু বসন্ত ॥ ২৭৩
বৃদ্ধরাজ শরীরে করিল আকর্ষণ।
নানা পুষ্প সুগন্ধি সঞ্চরে সমীরণ ॥ ২৭৪
সংযোগে বসন্ত সুন্দরী বসে বামে।
যুবক জিনিয়া রাজা জর জর কামে ॥ ২৭৫
মোহিত হইয়া ধরে যুবতীর হাত।
রাণী বলে উহু না না কি করহে নাথ ॥ ২৭৬
ভুলিল পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কত খান নাপান করিতে তায় খাটে ॥ ২৭৭
রাজা বলে আজ মেনে আলিঙ্গন দে।
রাণী বলে শুয়ে সুখে নিদ্রা যাও হে ॥ ২৭৮
বুঝিতে বিরল বড় বচনের ছলা।
কহিতে কহিতে কত কামিনীর কলা ॥ ২৭৯
মদনে মাতিয়া রাজা পসারিল পাণি।
নানাকার করিয়া পালান পাটরাণী ॥ ২৮০
অমনি আবেশে রায় বান্ধে ভুজ-পাশে।
ঢল ঢল রসের সাগরে দোঁহে ভাসে ॥ ২৮১
প্রকাশে বদন বিধু ঘুচায়ে বসন।
পুন পুন পিয়ে মধু মাতিলা মদন ॥ ২৮২

* * * * * *

সুসময় সুতিথি সুযোগ শুভ নিশি।
কশ্যপ-নন্দন তায় জন্ম নিল আসি ॥ ২৮৯
বাসনা করিয়া পূর্ণ প্রভুর আজ্ঞায়।
মদন বিদায় হৈল, উঠে বসে রায় ॥ ২৯০
উঠে বসে রঞ্জাবতী মুখে ক্ষীণ রা।
রতিশ্রমে অলসে এলায়ে পড়ে গা ॥ ২৯১
ভেসেছে অপাঙ্গ-কোলে ভালের ভূষণ।
নাসা কোণে গালে গলে চক্ষুর অঞ্জন ॥ ২৯২
কেশ বেশ বিশেষ কাঁচলি গেছে খসি।
দাসী আসি হাসিয়া মুছাল মুখশশী ॥ ২৯৩
বদন শোধন করে সুগন্ধি জীবনে।
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ হইল মনে ॥ ২৯৪
প্রকাশ হইল রবি বেলা দণ্ড ছয়।
স্নান পূজা করে দোঁহে আনন্দ হৃদয় ॥ ২৯৫
হরি গুরু চরণে মজুক নিজ চিত
দ্বিজ কবিরত্ন গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ২৯৬
এত দূরে পালা সাঙ্গ শুন সর্ব্বজন।
মুখ ভরি বল হরি পাপ বিমোচন ॥ ২৯৭

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

লাউসেনের জন্ম পালা।

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন।
সংসার সন্তাপ-সিন্ধু তারণ কারণ ॥ ১
পুণ্য-ভূমি তায় মনুষ্য-দেহ লয়ে।
মিছা মায়া-মোহ-জালে জন্ম যায় বয়ে ॥ ২
শিশুকালে হেলায় খেলায় গোঁয়াইলে।
যুবতী-যৌবনমদে যুবা কালে নিলে ॥ ৩
চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধকাল লবে।
বল দেখি কি কথা যমেরে যেয়ে কবে ॥ ৪
পাপ প্রকাশিলা যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন ॥ ৫

সেকালে সারথি মাত্র হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর হরিনাম ॥ ৬
দেবতা প্রসন্ন হ'লে চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হয় করতল ॥ ৭
ভকত-বৎসল বাঞ্ছা পূরালে রঞ্জার।
শুভ দিনে হল তার গর্ভের সঞ্চার ॥ ৮
করতাল প্রসন্নে পূজেন রঞ্জারাণী।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি ॥ ৯
কাণাকাণি করে লোক দুমাসের কালে।
গর্ভবতী হৈল রাণী ভর দিয়া শালে ॥ ১০
তিনমাসে কেমন কেমন করে গা।
ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু মুখে ক্ষীণ রা ॥ ১১
অলসে এলায় অঙ্গ অন্ন নাহি রুচে।
ভাজা গুয়া ভোজনে অরুচি মুখে ঘুচে ॥ ১২
চারিমাসে চন্দ্রমুখী চঞ্চল চেতনা।
নূতন গর্ভিণী কিছু জানে না যন্ত্রণা ॥ ১৩
দিনে দিনে বাড়ে রূপ বদনের ছবি।
ভূমে করে শয়ন সহিতে নারে রবি ॥ ১৪
কুল কাসন্দি করন্দা জোন্দাকে যায় সাধ।
পুরুষে আবেশ বাড়ে মদন উন্মাদ ॥ ১৫
পাঁচে পঞ্চামৃত খেতে হৈল মনস্থির।
জন্মিল ছ মাসে পূর্ণ শিশুর শরীর ॥ ১৬
মুখ চক্ষু নাসা কর্ণ হস্ত পদাঙ্গুলি।
নখ লোমাবলি অঙ্গে জন্মিল সকলি ॥ ১৭
সাত মাসে হইল জীবের অধিষ্ঠান।
ধরণী-মণ্ডলে ধনি ধর্ম্মকে ধেয়ান ॥ ১৮
মহা পুণ্যোদয় হইল ময়না-মণ্ডলে।
ভাজা-ভুজা নানা দ্রব্য ভুঞ্জে কুতুহলে ॥ ১৯
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে ॥ ২০
ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননি চিনি চাপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা ॥ ২১
মজা মত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই ॥ ২২
ন মাস প্রবেশে গর্ভ ফিবড়ে অষ্টম।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ গুরুতর শ্রম ॥ ২৩
প্রসব বেদনা এসে আকর্ষিল কোঁখ।
দুঃখানলে মরমে মলিন চাঁদমুখ ॥ ২৪

দুঃখ খায় শুনি ধাই ধাওধাই আসি।
গায়ে দিল চন্দনাদি, বাও করে দাসী ॥ ২৫
ঘনশ্বাস ছাড়ে রাণী ভূমে পাতে গা।
মরি মরি আরগো সহিতে নারি মা ॥ ২৬
পিরুদাই প্রবোধে কথার দিয়া নেঠা।
এখনি প্রসব হবে চাঁদপারা বেটা ॥ ২৭
জাঠা বাজে বচনে, বিরস চিনি দই।
মা মরিগো সহিতে নারি, সইগো সই ॥ ২৮
এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব।
জিউ যায় দিদিগো আর নাহি জীব ॥ ২৯
বেগ দিয়া বুনগো বিধাতার ছারমুখ।
এখনি প্রসব হবে আর নাহি দুঃখ ॥ ৩০
দাসী বলে হাতে ধরে, উঠে হেঁটে বুলো।
বসে থাকা ভাল নহে দাই কেন ভুলো ॥ ৩১
তেল জল কুঁখে মলে, মুখে দেয় সিতা।
থু থু ক'রে ফেলে রাণী সব লাগে তিতা ॥ ৩২
ত্রিলোকের নাথ প্রভু জানিলা কারণ।
যোগবলে আছে শিশু না মেলে নয়ন ॥ ৩৩
রঞ্জাবতী রাণী অতি কষ্টব্যথা খান।
কৃপাদৃষ্টি আপনি করিলা ভগবান ॥ ৩৪
নয়ন মেলিল শিশু হলো ধ্যান ভঙ্গ।
জননী জঠরে এত বিধাতার রঙ্গ ॥ ৩৫
প্রসব মারুতে শিশু হইল ভূমিষ্ঠ।
দেবতা সবার পূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥ ৩৬
সৃষ্টি হইল শীতল অরিষ্ট হৈল নাশ।
শুভযোগ জগতে জন্মিলা ধর্ম্মদাস ॥ ৩৭
পুরবাসী পড়শী পড়িল ধাওয়াধাই।
গুঁড়িঝালে রাণীকে চেতন করে দাই ॥ ৩৮
পুরট-পঙ্কজ হেন প্রসবিল পোয়।
দাই লোয়ে হরিষে রঞ্জার কোলে থোয় ॥ ৩৯
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা আছিল রঞ্জায়।
পুত্র হোলে নাম থুবে লাউসেন রায় ॥ ৪০
দূর গেল অন্ধকার প্রসন্ন হ'ল অহ্নি।
সাবধানে সূতিকা সদনে জ্বালে বহ্নি ॥ ৪১
সানন্দে সূতিকা কর্ম্ম করে সব ধাই।
ময়না নগরে উঠে আনন্দ বাধাই ॥ ৪২
পুরিল রাজার আশা ভকত-বৎসল।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৪৩

শুভবার সিতপক্ষে, সুতিথি অদিতি-বৃদ্ধে,
সুলক্ষণ জন্মিল কুমার।
হেম-কান্তি কুল-পদ্ম, রূপে প্রকাশিল পদ্ম,
যাঁরে অনুকূল করতার॥ ৪৪
রবি রাহু গুরু তুঙ্গি, শশি-সুত সিত সঙ্গি,
সুত-গৃহে শনি শুক্র রাশি।
কর্ম্মে গুরু জন্মে চাঁদ, নিশানে বিপদ ফাঁদ;
অষ্টবর্গ কুজ রুজ নাশে॥ ৪৫
আনন্দে নাহিক ওর, পুত্র হইল চিত্ত-চোর,
চাঁদমুখ চান রাজরাণী।
বেদ-বিধি কুল-ধর্ম্ম, যত্নে যত জাত-কর্ম্ম,
করে কর্ণসেন নৃপমণি॥ ৪৬
ছেদন করিয়া নাড়ী, সপুরট পাট-সাড়ী,
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।
চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম, মহারাজ কত হেম,
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান॥ ৪৭
ভাটে বিলাইল ঘোড়া, নাপিত রজকে জোড়া,
জরিশাল সরবন্দ চিরে।
তুষিতে সকল রাজ্যে, তৈল মৎস্য দধি আজ্যে,
ঘরে ঘরে বিলাইল ফিরে॥ ৪৮
কুটুম্ব বান্ধব জ্ঞাতি, সবারে মঙ্গল পাতি,
পাঠান ভূপতি কর্ণসেন।
গৌড়ে না পাঠালে বাণী, শুনি তাপে রঞ্জারাণী,
আপনি মাথার কিরা দেন॥ ৪৯
শালে ভর দিয়া যদি, কোলে নাথ পেলে নিধি,
শুনে সবে হইবে সন্তোষ।
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, ভূপতি রাজ্যের ছাতা,
বারতা না দিলে পাবে দোষ॥ ৫০
রাণী সবিনয়ে ভাষে, নাপিত নৃসিংহ দাসে,
রজক রাজীবে দিল পাতি।
প্রণতি ভূপতি পায়, বিদায় হইয়া যায়,
গৌড়মুখে ধায় দিবারাতি॥ ৫১
কালিন্দী পেরিয়া দূর, ধূলাডাঙ্গি ব্রহ্মপুর,
পিঠে রাখি পাইল পদ্মমা।
কাশিজোড়া কৃষ্ণপুরে, ডানি বামে রাখি দূরে,
বিষ্ণুপুরে সেবে শিব উমা॥ ৫২
দারিকেশ্বর নদী নায়, পেরিয়া পীরের পায়,
সেলাম করিয়া বামে ধায়।
উচালন রাখি দূর, আমিলা বরাকপুর,
দামোদর পার হ'ল নায়॥ ৫৩
দামোদর হয়ে পার, দেবী সর্ব্বমঙ্গলার,
পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
বর্দ্ধমান রাখি ছুটে, কর্জ্জনা মঙ্গলকোটে,
রেখে চলে মোকামে মোকাম॥ ৫৪
পার হ'ল ভাগিরথী, অপরঞ্চ পদ্মাবতী,
লঘুগতি গৌড়ে উপনীত।
প্রবেশিলা রাজধান, দ্বিজ কবিরত্ন গান,
অভিনব শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত॥ ৫৫
বারভুঁয়ে বেষ্টিত বসেছে নৃপবর।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরামর॥ ৫৬
পাত্র মিত্র সগোত্র সহিত সত্ত্বগুণে।
বাল্মীকি গোঁসাই গ্রন্থে রামায়ণ শুনে॥ ৫৭
আদ্যকাণ্ড পণ্ডিত প্রকাশে ভক্তিমতে।
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মিলা জগতে॥ ৫৮
আনন্দে অবধি নাই অযোধ্যা নগরে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু দশরথ ঘরে॥ ৫৯
কি জানি কৌশল্যা রাণী কত পুণ্যফলে।
ত্রিলোকের নাথ রাম পুত্র পাইল কোলে॥ ৬০
শুনিয়া রামের জন্ম পুলকিত প্রেমে।
পণ্ডিতে পুজিল রাজা সহস্রেক হেমে॥ ৬১
হর্ষ হয়ে তখন পণ্ডিত বান্ধে পুঁথি।
হেনকালে আসি দোঁহে করিল প্রণতি॥ ৬২
পাতি দিয়া কন কিছু রাজার সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস যোড়হাত বুকে॥ ৬৩
এতকালে ঠাকুর হ'লেন পরতেক।
কর্ণসেন রায়ের বালক হ'ল এক॥ ৬৪
মহারাজ আপনি করিবে আশীর্ব্বাদ।
রাজা বলে ঘুচিল মনের অবসাদ॥ ৬৫
এতকালে পোহাইল রঞ্জার রজনী।
নৃপতি মঙ্গল পাতি পড়েন আপনি॥ ৬৬
যে কিছু শুনিল মুখে পত্রে দেখে তাই।
রাজপুরে উঠে অতি আনন্দ বাধাই॥ ৬৭
নাপিত রজকে রাজা করিল খোষাল।
বক্সীস্ করিল যোড়া সরবন্ধ শাল॥ ৬৮
সোনা দানা বাজুবন্দ পাইল পুরস্কার।
পাটরাণী আপনি পাঠাল [illegible]র॥ ৬৯

সখীগণে কন বাণী আনন্দে উথলি।
এত দিনে ঠাকুর চাহিল মুখ তুলি ॥ ৭০
ভাগ্যবতী ভগ্নী মোর ভর দিয়া শালে।
কোলে পুত্র করিল স্বামীর বৃদ্ধকালে ॥ ৭১
হকু বাছা বেঁচে থাকুক, কোলযোড়া হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু মহাপাত্র লয়ে ॥ ৭২
রঞ্জার কুমার শুনি সবার আনন্দ।
পামরি পটুকা পাগ দিলা পাঁচ বন্দ ॥ ৭৩
কেহ বা সোনার সিকি কেহ আধ টাকা।
মহাপাত্র কেবল করিল মুখ বাঁকা ॥ ৭৪
হর্ষ হয়ে বোঝা বান্ধে নাপিত রজক।
রমতি যাইতে পাত্র করিল আটক ॥ ৭৫
কি কাজ সেখানে যেয়ে পেনু সমাচার।
পথে যেয়ে দাঁড়াবে পাঠাব পুরস্কার ॥ ৭৬
বিদায় হইল তবে হয়ে নতমান।
কতদূর যেয়ে তবে ফিরে ফিরে চান ॥ ৭৭
কি ধন পাঠান পাত্র তাই পানে চিত।
সহজে সে লুব্ধ জাতি রজক নাপিত ॥ ৭৮
কুণ্ঠিত হইয়া ভাবে পাত্র মহামদ।
জন্মিল রঞ্জার পুত্র আমার আপদ ॥ ৭৯
তারে বধ করিব প্রকার দুই একে।
আজি ধোপা নাপিত কেমনে পাড়ি ঠেকে ॥ ৮০
এত ভাবি রাজধানে হইয়া বিদায়।
পথ হৈতে রণমাতা কোটালে পাঠায় ॥ ৮১
এই দুই ভেড়ের ভেড়ের সব লও কেড়ে।
দড় দড় হুকুম করিল হাত নেড়ে ॥ ৮২
যেমত ঠাকুর তার নফর তেমতি।
ধেয়ে ধোবা নাপিতে ধরিল শীঘ্রগতি ॥ ৮৩
লাথি চড় হুড়া কিল দিয়া ঘাড়-ধাক্কা।
কেড়ে লয় নগদ জিনিষ সিকি টাকা ॥ ৮৪
কান্দিতে কান্দিতে দোঁহে গেল নিজ দেশে।
রায় কর্ণসেনে যেয়ে বলিল বিশেষে ॥ ৮৫
রায় বলে রাণীকে ডাকিয়া কও সব।
শুনুন ভেয়ের গুণ ভাগিনা-উৎসব ॥ ৮৬
অবোধ মেয়ের বোলে মনে পাই দুঃখ।
শুনি মনস্তাপে রাণী করে হেঁট মুখ ॥ ৮৭
আপনি ভূপতি পুনঃ করিল সান্ত্বনা।
ঘরে আসি পাত্র হেথা ভাবেন মন্ত্রণা ॥ ৮৮
দলুজে বসিয়া দুঃখ ভাবে মহামদ।
কোন্ বুদ্ধে ভাগিনা বধিব দুরাসদ ॥ ৮৯
হেঁট মাথা হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি আসে আচম্বিতে ॥ ৯০
উপায়ে বধিব তারে চোর পাঠাইয়া।
মিছা ম'লো রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া ॥ ৯১
ইন্দ্রজাল কোটালে বিশ্বাস আছে বাড়া।
ডাকিতে আইল ইন্দ্র হাতে ঢাল খাঁড়া ॥ ৯২
হরি গুরু-চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৯৩
পাত্র বলে ইন্দ্রজাল কর অবগতি।
ভাগিনা মোর সংসারে জন্মিল দুষ্টমতি ॥ ৯৪
ভূপতির প্রিয় সে আমার কিন্তু অরি।
কংসরাজে দৈবকীনন্দন যেন হরি ॥ ৯৫
রোগ ঋণ রিপু না রাখিব অবশেষে।
দিবসে দিবসে বেড়ে পীড়া দেয় শেষে ॥ ৯৬
এইকালে অতেব করিব তার নাশ।
তুমি সে আমার ভেই, করিনু বিশ্বাস ॥ ৯৭
চুরি করি ধরি আন রঞ্জার নন্দন।
সম্বর কৃষ্ণের সুতে হরিল যেমন ॥ ৯৮
প্রসবি রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের বনিতা।
শ্রম জন্য ঠাকুরাণী ছিল অলসিতা ॥ ৯৯
অসুরে হরিল শিশু সূতিকা-মন্দিরে।
অমনি ফেলিল নিয়া সমুদ্রের নীরে ॥ ১০০
কৃষ্ণের নন্দন পেয়ে গরাসিল মীন।
রতিপতি হ'ল সে বাঁচিল দৈবাধীন ॥ ১০১
তেমতি বসেছি আমি ভাগিনা-সংহারে।
অবিলম্বে এনে দেহ রঞ্জার কুমারে ॥ ১০২
না পার আনিতে যদি বধিবে জীবনে।
দ্বিগুণ মাহিনা পাবে রবে মোর মনে ॥ ১০৩
পাণ্ডবনন্দনে যেন মেলে অশ্বত্থামা।
সেইরূপ রঞ্জাকে করিবে হতকামা ॥ ১০৪
সঙ্গোপনে এসোগে অবশ্য দিব ঘোড়া।
এত বলি খসায়ে গায়ের দিল যোড়া ॥ ১০৫
বিনয়ে বন্দন করি বলে ইন্দে চোর।
কোন্ কর্ম্ম মহাপাত্র! লুন খাই তোর ॥ ১০৬
অতি শিশু আসে ত আনিয়া দিব আগে।
নয় বা কালীরে বলি দিব নিশাভাগে ॥ ১০৭

এত যদি ইন্দে-মেটে বলে তমোগুণে।
পাত্রবলে ধৈর্য্য হও রাজা পাছে শুনে॥ ১০৮
সঙ্গোপনে বিদায় করিয়া দিল তায়।
দক্ষিণ ময়না মুখে ইন্দা-মেটে ধায়॥ ১০৯
সঙ্গে অনুচর চোর চলে চারিজনা।
লাউসেনে করিতে চুরি চলিল ময়না॥ ১১০
রাখিল সহর গৌড় গঙ্গাবাটী বামে।
পার হ'ল পদ্মাবতী দিবা দুই যামে॥ ১১১
পাঁচপাড়া প্রবেশে প্রদোষে গোলাহাটে।
জামতি জলন্দা রাখি চলে রাজবাটে॥ ১১২
দিবারাতি অতি বেগে চলে ইন্দ্রজাল।
প্রবেশি মঙ্গলকোটে হ'ল সন্ধ্যাকাল॥ ১১৩
পিছে রাখে বর্দ্ধমান সরাই সহর।
দিগদণ্ড দিবায় দাগিল দামোদর॥ ১১৪
উড়্যেরগড় এড়াল, অম্বিলা উচালন।
মান্দারণ রেখে ধরে ময়নার গন॥ ১১৫
পবন গমনে চোর হইল দাখিল।
পার হ'ল পরিসর পদ্মমার বিল॥ ১১৬
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে ঢেলে দিল গা।
পেরুল ভবানী ভাবি ঘাটে নাই না॥ ১১৭
চোর বলে রাজঘরে দিতে যাই সিঁদ।
নিচুটি লাগিবে যেন লোকে যায় নিদ॥ ১১৮
ভবানী পদারবিন্দ আগে পূজা করি।
বিপত্তি সাগরে ভাই নামে যার তরি॥ ১১৯
শুনি আনন্দিত সদা সব সঙ্গি চোর।
আয়োজন আনিল আনন্দে নাই ওর॥ ১২০
বালির কালিকা মূর্ত্তি কালিন্দীর তটে।
প্রকাশ করিয়া পূজে ভাবিয়া শঙ্কটে॥ ১২১
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত রক্ত জবা দিয়া।
আগমোক্ত পূজে চোর চিত্ত মজাইয়া॥ ১২২
কুমুদ কলিকা কুন্দ করবী কাঞ্চনে।
চাঁপা চন্দ্রমালি চুয়া চর্চ্চিত চন্দনে॥ ১২৩
একমনে পূজা করে ভকতবৎসলা।
নৈবেদ্য আতপ দিল ক্ষীরখণ্ড কলা॥ ১২৪
উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধূনা ধূমে অন্ধকার॥ ১২৫
কাল ধল্ল যুগল ছাগল দিল বলি।
মন্ত্র জপ করিতে উঠিলা ভদ্রকালী॥ ১২৬
বর মাগ বাছারে বলেন বিশ্বমাতা।
অভয়-দায়িনী আমি চতুর্ব্বর্গ দাতা॥ ১২৭
এত শুনি ইন্দমেটে লোটায়ে অবনী।
করিছে প্রণতি স্তুতি করি যোড়পাণি॥ ১২৮
নিশুম্ভনাশিনি নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনি।
নৃমুণ্ডমালিনি খড়্গ খর্পরধারিণি॥ ১২৯
করালবদনা কালি কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার পেলে পূজি ঐ পা॥ ১৩০
অকালে আপনি বিধি করিল বোধন।
তোমা পূজি রাম রণে বধিলা রাবণ॥ ১৩১
আগম পুরাণ বেদ শুনি সব ঠাঁই।
তোমা বিনা তাপিত তরাতে কেহ নাই॥ ১৩২
প্রমাদে পাত্রের আজ্ঞা অঙ্গীকার করি।
এসেছি রঞ্জার সুতে লয়ে যাব হরি॥ ১৩৩
সহরে রাজার ঘরে দিতে যাব সিন্দ।
অতেব স্মরণ রাঙ্গা চরণারবিন্দ॥ ১৩৪
নগরে না হবে বিঘ্ন লাগিবে নিচুটী।
কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁদ কাটি॥ ১৩৫
তথাস্তু বলিয়া মাতা হৈল তিরোধান।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৩৬
বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুরমাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাটী॥ ১৩৭
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর॥ ১৩৮
আগম ডাখিনীতন্ত্রে মন্ত্রে প'ড়ে মাটী।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিচুটী॥ ১৩৯
লাগ্ লাগ্ নগর যুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ॥ ১৪০
ঘাটে বাটে ভূমে প'ড়ে যেজন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায়॥ ১৪১
শয্যায় আসনে শুয়ে ব'সে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিচুটী নয়নে তার লাগে॥ ১৪২
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়।
কাঙরে কামিক্ষা দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায়॥ ১৪৩
মাটী প'ড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই॥ ১৪৪
হাটিনা বাগ্দিরি কুন্দু কাবারি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া॥ ১৪৫

সুখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিদুটী লেগে নিদ্রায় কাতর ॥ ১৪৬
জীবজন্তু যত আছে অচেতন গড়ে।
থাকুক্ অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে ॥ ১৪৭
তবে মন্দগতি চোর প্রবেশিল পুর।
পাড়া পাড়া সাড়া বুঝে সবে নিদ্রাতুর ॥ ১৪৮
রাজপুর পেয়ে তবে মারি মালসাট।
ফলঙ্গে প্রাচীর লঙ্ঘি ঘুচা'ল কপাট ॥ ১৪৯
এইরূপে গেল সাত বুহন্দের পার।
তবে এসে পেলে চোর সূতিকা দোয়ার ॥ ১৫০
দড় দেখি কপাট দারুণ তায় খিল।
থাকুক্ অন্যের কথা অচল অনিল ॥ ১৫১
চিত্তেতে চিন্তিয়া চণ্ডী চরণারবিন্দ।
সামাতে সূতিকাগারে চোর কাটে সিন্দ ॥ ১৫২
কাঁথে পরিমাণ আঁকে দিয়া পড়া মাটী।
শ্যামাপদ স্মরণে ফুটাল সিঁধকাটী ॥ ১৫৩
চোরে আছে কালিকা দেবীর কৃপাদিঠি।
ভুড় ভুড় আপনি ঘরের খসে ইট ॥ ১৫৪
দ্বার পরিসর হ'ল প্রবেশিল ঘর।
রাণী রঞ্জাবতী তায় নিদ্রায় কাতর ॥১৫৫
ঘর আলো করি শিশু খেলে সচেতন।
রুক্মিণীর কোলে যেন আছিল মদন ॥ ১৫৬
কনক-মুকুর কিবা কলেবর কান্তি।
রূপ দেখি ঘুচিল চোরের মনভ্রান্তি ॥ ১৫৭
মনে হ'ল এই শিশু পরম পুরুষ।
মহী মাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥ ১৫৮
অহো! ভাগ্যবতী রঞ্জা ভজে ভক্তাধীন।
পুত্র পেলে পদ্মিনী প্রসন্ন হ'ল দিন ॥ ১৫৯
দরশনে দূর হ'ল অজ্ঞান অন্ধার।
চোর বলে মোর ভাগ্যে সীমা নাই আর ॥ ১৬০
শ্রীনন্দকুমারে নিতে যেমন অক্রূর।
প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংসাসুর ॥ ১৬১
প্রচুর আমার ভাগ্য, নিষ্ঠুর পাত্তর।
সেরূপ পাঠালে মোরে ময়নানগর ॥ ১৬২
কুমারে হরিতে কিন্তু নাহি আসে হাত।
দীপ্ত মান দিব্য দেহ দেবতাসাক্ষাৎ ॥ ১৬৩
পাত্র লুটে লয় লউক জাতিকুলধন।
করিতে নারিনু চুরি রঞ্জার নন্দন ॥ ১৬৪
সঙ্গি চোর সব ব'লে বসে থাক ভাই।
হুকুমে বাপের মাথা কাটিবারে চাই ॥ ১৬৫
লুন খাই রাজার, অধর্ম্ম জানে সে।
দূর করি দয়া মায়া কোলে করি নে ॥ ১৬৬
সবংশে বধিবে নয় পাত্র নিদারুণ।
ফিরিল চোরের মতি ছাড়ে সত্বগুণ ॥ ১৬৭
ইন্দ্রা বলে ঐ বটে মোর কি রে ভাই।
পাত্র জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ধ'রে লয়ে যাই ॥ ১৬৮
এত বলি কোলে নিল রঞ্জার নন্দনে।
চুরি করি চলে চোর চরণে চরণে ॥ ১৬৯
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৭০
নগরে নিদুটি নিশা হয়েছে নিঝুম।
ঘরে ঘরে সহরে সবাই যায় ঘুম ॥ ১৭১
পাড়া পাড়া ছাড়ায়, কাড়ায় দিল কাটি।
নগরে না জাগে কেহ লেগেছে নিদুটী ॥ ১৭২
পিঁড়া ঘরে ঝারি খুরি ঘটি বাটী থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা ॥ ১৭৩
দোকানি দোকান ছাড়ি প'ড়ে নিদ্রা যায়।
চঞ্চল চোরের চিত মজে গেল তায় ॥ ১৭৪
চিড়া মুড়ি লাড়ু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত।
দেখে বলে কেলেসোনা হের দেখ দোস্ত ॥ ১৭৫
ব্যস্ত হয়ে কালচিতা বিছাল পাছুড়ি।
লুঠ করি মোট বান্ধে চিঁড়া লাড়ু মুড়ি ॥ ১৭৬
আনন্দে অপর যত নিল চাঁদা চয়ে।
কালিন্দী গঙ্গার জল গে'ল পার হ'য়ে ॥ ১৭৭
গৌড়মুখে ধায় সবে স্মরি শিব উমা।
পিছে রাখি ব্রহ্মপুর পেরুল পদ্মমা ॥ ১৭৮
কাশীজোড়া কৃষ্ণপুর কত দূরে রাখি।
বেগবন্ত ধায় চোর যেন বাজপাখী ॥ ১৭৯
শিশুকোলে কুতূহলে চলে চোরগণ।
রাতারাতি বৈ হৈল গড়মান্দারণ ॥ ১৮০
দ্বারিকেশ্বর পার হ'ল দিবা দণ্ড দুই।
ইন্দে বলে শিশুরে এখানে তবে থুই ॥ ১৮১
সব দোস্ত আইস পোস্ত সুরা সিদ্ধি খাই।
কালচিতা বলে মিতা এই বটে ভাই ॥ ১৮২
মিছা দুঃখ পাই কেন চিঁড়া মুড়ি বয়ে।
সারা রাতি ম'রে আসি শ্রমযুক্ত হয়ে ॥ ১৮৩

নদীজলে স্নান ক'রে গাত্রে পাব বল।
পরিপাটী পাঁচভাজা খেয়ে পিয়ে চল॥ ১৮৪
আগে পিছে পৌঁছিব লয়ে দিব ডালি।
না বাঁচে ত বলি দিয়া পূজা যাবে কালী॥ ১৮৫
এত বলি একযুক্তি যত চোরগণ।
বেনা বনে বার পুরু বিছা'ল বসন॥ ১৮৬
রঞ্জার জীবন-ধন শোয়াইল তায়।
স্নান পূজা করি সবে উঠিল আড়ায়॥ ১৮৭
ভাঙ্গ পোস্ত ভাজা ভুজা ভুঞ্জে পাঁচ রস।
মেটে বলে মদ খাব যেয়ে কোশ দশ॥ ১৮৮
পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত।
খেয়ে বলে খোষালে খানিক খাও দোস্ত॥ ১৮৯
এইরূপে ভোজনে মজিল চোরগণ।
ক্ষুধায় আকুল হেথা রঞ্জার নন্দন॥ ১৯০
রোদন করিয়ে শিশু আছাড়িয়া পা।
আপনি করেন কোলে বসুমতী মা॥ ১৯১
অন্তরে জানিয়া প্রভু দেব ধর্ম্মরায়।
রঞ্জার জীবন-ধন চোরে লয়ে যায়॥ ১৯২
ত্বরায় কহেন প্রভু পবন নন্দনে।
কালি হইতে এই হেতু সুখ নাই মনে॥ ১৯৩
রঞ্জার নন্দনে মোর চোরে লয়ে যায়।
বেনা বনে রাখি সবে ভাজা ভুজা খায়॥ ১৯৪
ক্ষুধায় কান্দিছে শিশু করিয়া বিকুলি।
ধরণী ধরিছে কোলে ধর্ম্ম-ভক্ত বলি॥ ১৯৫
আমি যাই বলতো রাখিতে লাউসেনে।
না হয় আপনি যাত্রা কর এইক্ষণে॥ ১৯৬
কালে কালে করেছ কতেক উপকার।
যখন জগতে জন্ম রাম অবতার॥ ১৯৭
মায়া-বলে মহীরাজা করিয়া চাতুরি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি॥ ১৯৮
পাতালে রাখিল চণ্ডী দিতে বলিদান।
সে কথা তোমার মনে পড়ে হনুমান॥ ১৯৯
আপনি পাতাল-ভূমি করিলে প্রবেশ।
সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ॥ ২০০
কান্ধে করি দু ভায়ে রাখিলে সিন্ধুতটে।
সীতা উদ্ধারিলে তুমি বিষম শঙ্কটে॥ ২০১
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ।
তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান॥ ২০২

এবার তোমার ভার লাউসেনে রাখা।
আপনি চোরের ঘরে দিয়ে এস ডাকা॥ ২০৩
এত শুনি প্রভুপদে কন বীর হনু।
যত প্রতাপের মূল ঐ পদরেণু॥ ২০৪
তনু লোটাইলা পুনঃ প্রণতি করিয়া।
বায়ু-বেগে বীরহনু উত্তরিলা গিয়া॥ ২০৫
নদীতটে শঙ্কটে যেখানে লাউসেন।
মায়া বেশে বীরহনু দরশন দেন॥ ২০৬
চিত্ত মজাইয়া চোর ভুঞ্জে হালাহোলে।
হরিষে দেখিল শিশু বসুমতী-কোলে॥ ২০৭
বীরে দেখি বসুমতী বুঝিয়া কারণ।
সঁপিল হনুর হাতে রঞ্জার নন্দন॥ ২০৮
বসুধারে বিনয়ে বলেন বীরবর।
তোমা হৈতে রক্ষা পেলে ধর্ম্মের কিঙ্কর॥ ২০৯
অতঃপর বৈস মা, আসি গো বসুমতী।
আশীর্ব্বাদ কর যে রাখবে রম মতি॥ ২১০
ধরণী কহেন ধন্য তুমি তার সখা।
শিশু হ'তে শুভোদয় সাধু সঙ্গে দেখা॥ ২১১
এত শুনি প্রণতি করিল হনুমান।
বিদায় হইল বীর ঘনরাম গান॥ ২১২
কৃপা করি কুতুহলে, লাউসেন করি কোলে,
গেলা বীর ধর্ম্মের সাক্ষাৎ।
এখানে নদীর তটে, চোরে অমঙ্গল ঘটে,
ঝড় বৃষ্টি ঘন উল্কাপাত॥ ২১৩
ঘুচিল গাঁজার ঘোর, চঞ্চল সকল চোর,
চারিপানে শিশু চেয়ে বুলে।
এখানে আনন্দ মনে, রঞ্জার জীবন-ধনে,
আপনি ঠাকুর নিলা কোলে॥ ২১৪
উথলে পরম সুখ, হেরিয়া ভক্তের মুখ,
কৌতুক বাড়িল অতিশয়।
হাসিতে অমৃত রসে, অধরে কর্প্পূর খসে,
তায় জন্ম লভিল তনয়॥ ২১৫
তনু-রুচি অনুপম, কনক-চম্পক-দাম,
নাম তার রাখিল কর্প্পূর।
সকল দেবতাগণ, সবে আনন্দিত মন,
হর্ষ হৈল আপনি ঠাকুর॥ ২১৬
হেথা নদী-তটে চোর, ছাওয়াল খুঁজিয়া ঘোর,
ঝঙ্কার কানন ঝোপঝাপ।

হাতে লয়ে ভ্রমে ইষু, কোথাও না পায় শিশু,
তবে সবে করে মনস্তাপ ॥ ২১৭
কেহ বলে খেলে শিবা, শ্বা কঙ্ক শার্দ্দূল কিবা,
কিবা চাঁদ ভরমে চকোর।
কালচিতা বলে মিতা, বনবাসে যেন সীতা,
হরে নিল লঙ্কাপতি চোর ॥ ২১৮
সেইরূপ শিশুবরে, আসিয়া চোরের ঘরে,
কোন্ বীর করেছে ডাকাতি।
মিছা কেন মরি খুঁজে, পাত্ররে বলিব বুঝে,
বধে এনু তোমার অরাতি ॥ ২১৯
এত ভাবি দ্রুতগতি, চোরগণ দিবারাতি,
প্রবেশিল রমতি নগরে।
পাত্তর দিয়াছে বার, চোর কহে সমাচার,
প্রণতি করিয়া যোড় করে ॥ ২২০
তব আজ্ঞা শিরে ধরে, শিশু লয়ে আসি হরে,
দুগ্ধ বিনে পথে মরে যায়।
তোমার কল্যাণ ভাবি, পূজিনু কালিকা দেবী,
নদীতটে বলি দিয়া তায় ॥ ২২১
শুনিতে পরমানন্দ, জোড়া শাল সরকন্দ,
শিরপা করিল মহামদ।
চোরগণ হর্ষমতি, অতঃপর রঞ্জাবতী,
রাণী লয়ে পড়িল আপদ ॥ ২২২
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্বে, রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাষে, শ্রবণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পুরে মনস্কাম ॥ ২২৩
জগতে যামেক হল উদয় পতঙ্গ।
তবে হ'ল নগরে লোকের নিদ্রাভঙ্গ ॥ ২২৪
অঙ্গ এলাইয়া পড়ে অলসে অবশ।
উঠিতে উঠিতে বেলা হইল দণ্ড দশ ॥ ২২৫
লাজ পেয়ে মেয়ে যত ধেয়ে করে পাট।
এত বেলা দাসি ঘরে নাহি পড়ে ঝাট্ ॥ ২২৬
অন্য দিন গা তুলে গগনে দেখি তারা।
আজি কেন এত বেলা মরেছিনু পারা ॥ ২২৭
: ঃ কাজে সবে ভাবে এইরূপ।
তখনো পালঙ্কে পড়ে ময়নার ভূপ ॥ ২২৮
কতক্ষণ ভূপতি উঠিল নিদ্রা থাকি।
রাণী রঞ্জাবতী উঠে কচালিয়া আঁখি ॥ ২২৯

মালিকী কল্যাণী দাসী শেষে বসে ঢুলে।
নিদ্রাঘোরে রঞ্জাবতী বাছা খুঁজে বুলে ॥ ২৩০
লেপ তুলি শয্যার হাতাড়ে খুজে কোল।
না পেয়ে বলিছে বুঝি ফুরাইল বোল ॥ ২৩১
কপালে কি আছে কাল বিধাতার লেখ।
উঠ গো হেদে বা দাসী কি হলো গো দেখ ॥ ২৩২
বুক কাঁপে দাসীর তরাসে গেল নিন্দ।
দ্বারে দেখে কপাট দেয়ালে দেখে সিন্দ ॥ ২৩৩
সেই বাটে সূর্য্যের কিরণে ঘর আলা।
কপাট ঘুচায়ে দেখে দশ দণ্ড বেলা ॥ ২৩৪
ক্ষেপা কালা হল রাণী বুক নাহি বান্ধে।
ব্যাকুলী আদুড় চুলি শোকাকুলী কান্দে ॥ ২৩৫
পড়িয়া স্বামীর পায় বলে নাথ হে।
হিয়ার পুতলি মোর হরে নিল কে ॥ ২৩৬
গা আছাড়ী পড়ে রাজা ঠেকি মায়া-ফান্দে।
ফকীর হইনু বলি ফুকারিয়া কান্দে ॥ ২৩৭
চান্দে গরাসিল আসি কোথাকার রাহু।
পুত্রশোকে কান্দে রাজা উভতুলি বাহু ॥ ২৩৮
ধাওয়াধাই আইল সবে শুনি মহারোল।
রাণী বলে ফুরাইল অভাগীর বোল ॥ ২৩৯
কোল শূন্য করি মোর কে হরিল বাছা।
করিল স্বপন সত্য সাক্ষী পেনু সাঁচা ॥ ২৪০
সব রাজ্য থাকিতে আমার ঘরে সিন্দ।
কালসাঁজি হতে কাল, কাল হলো নিন্দ ॥ ২৪১
নগরে যতেক লোক শোক তুলি কান্দে।
বিষাদে ব্যাকুল বড় বুক নাহি বান্ধে ॥ ২৪২
আয় রে আমার বাছা খোণা দাই ডাকে।
কোথা ছেড়ে গেলি বাপু অভাগিনী মাকে ॥ ২৪৩
আন্ধার মানিক বাছা অন্ধনীর নড়ি।
লোচনের তারা বাছা! কৃপণের কড়ি ॥ ২৪৪
গড়াগড়ি কান্দে রাণী লোটায়ে ধূলায়।
মুখানি মুছিয়া কত প্রবীণা বুঝায় ॥ ২৪৫
কেন্দো না গো মহারাণী মনকথা নাই।
তোমারে সদয় সদা আপনি গোঁসাই ॥ ২৪৬
বাছা যদি তোমার হয় বসে পাবে ঘরে।
পুরাণে যেমন কালি শুনিলে দ্বাপরে ॥ ২৪৭
দ্বারিকানগরে যেন কৃষ্ণের নন্দনে।
সম্বর হরিল শিশু সূতিকা-সদনে ॥ ২৪৮

কান্দেন রুক্মিণীদেবী হয়ে শোকাকুলি।
সেই পুত্র পেয়ে পুনঃ হলো কুতুহলী ॥ ১৪৯
বাড়িল পরম প্রেম পুত্রবধূ পেলে।
সেইরূপ পুত্র তুমি পাবে আজকেলে ॥ ২৫০
না মানে প্রবোধ রামা বৃদ্ধার প্যাতানে।
অবোধ মায়ের প্রাণ বোধ নাহি মানে ॥ ২৫১
শালে ভর দিয়া বর কোলে পুত্র পেনু।
কার তাপে অভিশাপে কি পাপে হারানু ॥ ২৫২
রঞ্জার ব্যাকুলি ধর্ম্ম সকলি জানিয়া।
বীর হনুমানে প্রভু কহেন ডাকিয়া ॥ ২৫৩
মহাবলী বীরহনু যাও বাপু যাও।
দুই পুত্র দিয়া রঞ্জাবতীরে পেতাও ॥ ২৫৪
আগে দিও কর্পূরে কি কয় রঞ্জাবতী।
চিনিতে পারে কি নারে আপন সন্ততি ॥ ২৫৫
শেষে দিয়া লাউসেনে কহিবে প্রচুর।
এই লও নিজ পুত্র দ্বিতীয় কর্পূর ॥ ২৫৬
ঠাকুর ঘটা'ল তোর পুত্রের দোসর।
দুই পুত্র লয়ে রঞ্জা সুখে কর ঘর ॥ ২৫৭
আজ্ঞা অঙ্গীকার করি প্রণতি করিয়া।
বায়ুবেগে বীরবর উত্তরিল গিয়া ॥ ২৫৮
প্রবেশে ময়না মহী মালির মাল্ঞ্চে।
কুসুম-শয্যায় শিশু শোয়াল সুসঞ্চে ॥ ২৫৯
লাউসেন কর্পূরে রাখিল দুই ঠাই।
আজ্ঞা আছে প্রভুর সহসা দিব নাই ॥ ২৬০
মায়া-মূর্ত্তি মহাবীর হইল দৈবজ্ঞ।
শ্রীরাম-কিঙ্কর নাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ ॥ ২৬১
হাতে নিল পঞ্জিকা রচিত হেম পাটা।
কাঁধে যজ্ঞোপবীত কপালে শোভে ফোঁটা ॥ ২৬২
আজানুলম্বিত জটা মাথায় যুগল।
প্রবেশ করিল আসি রাজার মহল ॥ ২৬৩
নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ২৬৪
গ্রহ-বিপ্র গুড়ি গুড়ি, প্রবেশি রাজার বাড়ী,
খুড়ি খুড়ি বলি ঘন ডাকে।
কোথা গো আমার ঝি, অমঙ্গল শুনি কি,
তুমি নাকি ঠেকেছ বিপাকে ॥ ২৬৫
মনে ত্যজ বৈরাগ্য, তোমার বাপের ভাগ্য,
আমি যদি হনু উপনীত।
পঞ্জিকা সম্প্রতি শুন, গণনা করিব পুনঃ,
আজি পুত্র পাইবে ত্বরিত ॥ ২৬৬
শুনিয়া এতেক বাণী, পায়ে ধরে রঞ্জারাণী,
ব্যাকুলি করিয়া কিছু কন।
পাঁজি পড়া থাক বাপ, আগে মোর মনস্তাপ,
দূর কর করিয়া গণন ॥ ২৬৭
যদি বাছা দেহ দান, তবে দিব দশ বাণ,
বাছারে জুখিয়া কাঁচা সোণা।
মায়াধারী গ্রহ বিপ্র, ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিপ্র,
খড়ি পাতি করেছে গণনা ॥ ২৬৮
খড়ি পাতি বলে খুড়ি, যে কিছু বাড়ীর ডেড়ী,
খড়ি পাতি বুঝিনু বিস্তর।
দুষ্টমতি ভাই তোর, হরিল পাঠায়ে চোর,
তোর ভাগ্যে রাখিল ঈশ্বর ॥ ২৬৯
পুরীর পশ্চিম পাশে, পুষ্পবন পূর্ব্ব আসে,
পুত্র পাবে চম্পক-তলায়।
মালঞ্চ আছিল জীর্ণ, হয়েছে কুসুমাকীর্ণ,
শুনি তুষ্ট রাজরাণী ধায় ॥ ২৭০
মায়ারূপী গ্রহ-বিপ্র, আপনি আসিয়া শীঘ্র,
কর্পূরে দেখায়ে আগে দেন।
আপাদ মস্তকখানি, নিরখিয়া কন রাণী,
এ নহে আমার লাউসেন ॥ ২৭১
সেই মূর্ত্তি শোভা শান্তি, কনক-মুকুর কান্তি,
কলেবর কিছু নহে ভিন্ন।
দেখিল সকল গাত্র, কেবল নাহিক মাত্র,
শিরে ধর্ম্মপাদুকার চিহ্ন ॥ ২৭২
দৈবজ্ঞ বলেন ভাল, এই পুত্র লয়ে পাল,
প্রভু দিল কার নাহি দায়।
রাণী বলে মহাভাগ্য, এ পুত্র পরম শ্লাঘ্য,
তবু মোর প্রাণ পড়ে তায় ॥ ২৭৩
এত বলি নৃপদারা, দুই চক্ষে বহে ধারা,
মায়াধারী হইল সদয়।
লাউসেনে কুতুহলে, আনি পুনঃ দিয়া কোলে,
বলে বীর আনন্দ হৃদয় ॥ ২৭৪
এই লাউসেন রায়, উদরে ধরেছ যায়,
এই লও উহার দোসর।
কর্পূর ইহার নাম, অশেষ গুণের ধাম,
আপনি পাঠালে মায়াধর ॥ ২৭৫

রাণীর আনন্দ বাড়ে, নিমিখে আঁখীর আড়ে,
মহাবীর হইল তিরোধান।
গুরুপদ ভাবি রত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
নূতন মঙ্গল রস গান ॥ ২৭৬
পুত্র পেয়ে আনন্দে বিভোল রাজরাণী।
উল্লাস বাজনা বাজে উঠে জয়ধ্বনি ॥ ২৭৭
নৃপমণি দৈবজ্ঞে দেবতা বুদ্ধি ধরে।
দেখিতে না পেলে পুনঃ চক্ষের গোচরে ॥ ২৭৮
অন্তরে একান্ত রাণী জানিল সকল।
আপনি দৈবজ্ঞরূপী ভকতবৎসল ॥ ২৭৯
সফল করিল আজি এ অভাগীর আশা।
সন্তোষে সবাই বলে ভাল শুভ দশা ॥ ২৮০
কোলে পেলে দুই পুত্র পরম পুরুষ।
জানকী-জীবন-ধন যেন লব কুশ ॥ ২৮১
হারায়ে অমূল্য মণি রাণী পেলে কোলে।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া চলে হালালোলে ॥ ২৮২
ধন যে হারালে পায়, ম'লে পায় প্রাণ।
তার সম সংসারে কে আছে ভাগ্যবান ॥ ২৮৩
পুত্রের কল্যাণে রাণী আনি বিপ্র যত।
গোধন ধরণী ধন বিলাইল কত ॥ ২৮৪
ভক্তি মত নিয়ত পূজেন নিরঞ্জন।
যতনে করেন দুই পুত্রের পালন ॥ ২৮৫
হরিষে হরিদ্রা তৈল মাখায়ে কৌতুকে।
দুলালে দুলান কোলে চুম্ব দেন মুখে ॥ ২৮৬
সুখে সাধে সুন্দরী বালকে করি কোলে।
তিন মাসে অভিলাষে বন্ধুবাসে বুলে ॥ ২৮৭
সাধে অন্নপ্রাশন করিল ছয় মাসে।
নানা অলঙ্কার দিল মনের উল্লাসে ॥ ২৮৮
আট মাসে উঠানে বুলেন হামাগুড়ি।
একাদশে দেখা দিল দশন দু যুড়ি ॥ ২৮৯
অঙ্গ-আভা মুখশোভা দিনে দিনে বাড়ে।
রাজরাণী কদাচ না করে চক্ষু-আড়ে ॥ ২৯০
মালিকী কল্যাণী দাসী কোলে করে থাকে।
আয় মোর বাছা বলি রঞ্জাবতী ডাকে ॥ ২৯১
এস মোর বাপের ঠাকুর দুলালিয়া।
হাসিয়া মায়ের কোলে পড়ে হাঁপাইয়া ॥ ২৯২
হাসি হাসি অমনি গলায় ধরে ছাঁদে
চাঁদমুখে চুম্বন করেন মুখ-চাঁদে ॥ ২৯৩
বুকে আরোপিয়া পদ করেন উল্লাল।
বাপধন বাছা মোর দুখিনী-দুলাল ॥ ২৯৪
স্তনমুখে দিয়া হস্ত বুলাইছে গায়।
দিবসে দিবসে হর্ষে বাড়ে দুই রায় ॥ ২৯৫
বৎসরেক বৈ চলে দুই চারি পা।
বদনের বাণী যেন কোকিলের রা ॥ ২৯৬
চলন বলন ঠাটে হইল দামাল।
সঙ্গে সহচর সব সহর-ছাওয়াল ॥ ২৯৭
কুতূহলে খেলে বুলে হয়ে হরষিত।
শান্তশীল সদাই উদ্ধত নহে চিত ॥ ২৯৮
অল্পকালে আবেশে গোবিন্দ গুণ গানে।
দ্বিতীয় প্রহ্লাদ বলি কেহ কেহ মানে ॥ ২৯৯
বালির মন্দির গড়ি মৃত্তিকার রথ।
মনে মনে করে দান ভাবি ধর্ম্মপদ ॥ ৩০০
দুই বিপ্র বালকে সাজায়ে অনুপম।
মনে ভক্তি করি ভাবে কৃষ্ণ বলরাম ॥ ৩০১
আপনি শ্রীদাম হয়ে করি পদসেবা।
দু ভেয়ের চরিত্র কহিতে পারে কেবা ॥ ৩০২
শিশু ভাবে সদানন্দ করেন বিহার।
অন্তরে জানিল প্রভু দেব অবতার ॥ ৩০৩
দেবকন্যা জগতে জন্মিল চারিজন।
জন্মিল সূর্য্যের বাজী ভক্তের কারণ ॥ ৩০৪
কাঙুর মঙ্গল কোট সহর সিমুলা।
চারি ঠাই চারিকন্যা শুভ জন্ম নিলা ॥ ৩০৫
বিমলা অমলা আর কলিঙ্গা কানড়া।
আণ্ডীর পাখর নামে গৌড়ে হৈল ঘোড়া ॥ ৩০৬
রায় কর্ণসেন হেথা আনন্দিত মনে।
বিদ্যারম্ভ করি পুত্রে পড়ান যতনে ॥ ৩০৭
বিবিধ বিদ্বান্ বিপ্রে করে দিল গুরু।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জ্ঞানে কল্পতরু ॥ ৩০৮
প্রণতি করিয়ে দোঁহে গুরুর চরণে।
পড়েন পড়ান গুরু প্রসন্ন বদনে ॥ ৩০৯
অকারাদি ককারান্ত জানা হইল স্বর।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর ॥ ৩১০
অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান।
তিন দিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান ॥ ৩১১
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি সুবন্ত অনর।
পড়িল আঙ্কের ভেদ বাছে করি ভর ॥ ৩১২

ধাতু নাম শব্দ ভেদ পড়িল অপর।
পরম সুবেশ দোঁহে সুশীল সুন্দর॥ ৩১৩
বেদ বাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়।
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥ ৩১৪
গায় দ্বিজ ঘনরাম অনাদি-মঙ্গল।
পুর নায়কের বাঞ্ছা ভকতবৎসল॥ ৩১৫

লাউসেনের জন্মপালা সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

আখড়া পালা।

বল-বুদ্ধে লাউসেন বাড়ে প্রতি দিন।
বেদবাণী বিজ্ঞ হন পড়িয়া পাণিন॥ ১
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার, ঘুচে মন ভ্রম॥ ২
নানা গ্রন্থ দুই ভাই পড়ে অল্প দিনে।
উথলে আনন্দ অতি মা বাপের মনে॥ ৩
জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই॥ ৪
সদাই সবল শত্রু দেয় মনস্তাপ।
সেকালে সারথি সবে প্রবল প্রতাপ॥ ৫
একাবীর অর্জ্জুন জিনিল সব রথী।
কাতর বিরাট-পুত্র কেবল সারথি॥ ৬
ভীম মারে সাহসে কীচক দুরাচারে।
যখন অজ্ঞাত-বাসে বিরাটের ঘরে॥ ৭
অন্য থাক্ ঢেকুরে ইছাই হইল বীর।
নিঠুর গোয়ালা বেটা করেছে ফকীর॥ ৮
ঐ অগ্নি অন্তরে উথলে ক্ষণে ক্ষণে।
মল্লবিদ্যা অতেব শিখাব লাউসেনে॥ ৯
এত ভাবি আনাইল অনেক মল্লগুরু।
লাউসেন সাক্ষাতে সবার কাঁপে উরু॥ ১০
সবে ভাবে লাউসেন সাক্ষাৎ দেবতা।
ইহারে করিতে শিষ্য কাহার যোগ্যতা॥ ১১
মল্লবিদ্যা শিখাতে বাজিবে পায় পায়।
প্রণতি করিয়া পায়ে পলাইয়া যায়॥ ১২
রাজা রাণী দুজনে ভাবেন মহা দুখ।
খেতে শুতে উঠিতে বসিতে নাহি সুখ॥ ১৩
এই হেতু শ্রীধর্ম্মে ভাবেন রাত্রদিন।
অন্তরে জানিল প্রভু ভক্ত-পরাধীন॥ ১৪
হনুমানে পাঠাইলা বাঞ্ছাকল্পতরু।
মহাবীর আইল মহী হয়ে মল্লগুরু॥ ১৫
দু কাণে কনক-কড়ি বড়ি শোভা পায়।
বিনোদ বলয় করে, বীর বৃদ্ধকায়॥ ১৬
বীর-মাটী ভূষিত ভূষণ হেম পাটা।
উরু গুরু চলিতে চরণে বাজে ঘাটা॥ ১৭
মল্লডোর মণ্ডিত মাথায় বীর টুপি।
রাজ-সভা প্রবেশিল রাম নাম জপি॥ ১৮
সম্ভ্রমে উঠিল রায় দেখি মল্লগুরু।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য বাঞ্ছাকল্পতরু॥ ১৯
শুভক্ষণে সেন তারে বসান বিশেষ।
সাদরে সুধান তারে ঘর কোন্ দেশ॥ ২০
কোন্ কূলে উৎপত্তি কি নাম কোথা যাও।
বীর বলে পরিচয় কি মোরে সুধাও॥ ২১
জাতি কূল নিবাস নিয়ম নাহি বায়।
এ মাথা বেচেছি রাম-জানকীর পায়॥ ২২
না মানি অন্যের আজ্ঞা প্রতাপ পৌরুষ।
অনুগত জনের কেবল আমি বশ॥ ২৩
অনেক দিবস ছিল অযোধ্যা নিবাস।
অখিলে আমার নাম প্রভু রাম-দাস॥ ২৪
যেখানে সেখানে থাকি মনের আনন্দে।
সুখবাসি সংপ্রতি সতত সেতুবন্ধে॥ ২৫
চিরদিন সুচিত্ত চাকর আমি যার।
সে জনে লেগেছে তব নয়নের ভার॥ ২৬
মল্লবিদ্যা বিশেষ নিপুণ বুঝি মোরে।
শিখাতে পাঠান বিদ্যা তোমার কুমারে॥ ২৭
শুনি লাউসেন-মনে বাড়িল ভকতি।
কর্ণসেন বুঝিল পাঠাল গৌড়পতি॥ ২৮
অতিশয় আদরে মল্লেরে করে সেবা।
রঞ্জার আনন্দ যে কহিতে পারে কেবা॥ ২৯
দুই পুত্রে রাজরাণী সঁপে হাতে হাতে।
কৃপা করি বীর-বিদ্যা শিক্ষা হয় যাতে॥ ৩০
মোর ভাগ্যে মহাশয় তুমি মল্লগুরু।
করিল কামনা-সিদ্ধি বাঞ্ছাকল্পতরু॥ ৩১

এত বলি দিল দোঁহে করি সমর্পণ ।
দু ভেয়ে আনন্দে বন্দে গুরুর চরণ ॥ ৩২
আশীষ করিল বীর হও মহাবলী ।
দু ভাই দাঁড়ান তবে হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥ ৩৩
মহাবলী বীর হনু দুই শিষ্য সনে ।
আখড়া প্রবেশে দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৩৪
অতঃপর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে ।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুই জনে ॥ ৩৫
উভ কর চরণে মাখিয়া বীর-মাটি ।
শিখা'ল সরল শূন্য উলটি পালটি ॥ ৩৬
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধায় ধর্ম্মরাজ ।
অমনি মালট মারে নাহি করে ব্যাজ ॥ ৩৭
ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারে মালসাট ।
বীর দাপে ধূলায় ধূসর কৈল বাট ॥ ৩৮
বাট বাটী উলটী পালটী মুহুর্মুহু ।
করে করে হেলাহেলি ঠেলাঠেলি বহু ॥ ৩৯
চঞ্চল চরণে চাপি ঘন কসাকসি ।
মহাযুদ্ধে মাথায় মাথায় ঢুসা ঢুসি ॥ ৪০
চরণে চরণে ছাঁদে অবনী আছাড়ে ।
দিনে দিনে বিশেষ বিক্রম-বুদ্ধি বাড়ে ॥ ৪১
কাছাড়ে পাছাড়ে পড়ে ছাড়ে সিংহনাদ ।
গুরু শিষ্য বিক্রমে বাড়িল বিসম্বাদ ॥ ৪২
প্রমাদ বীরের দন্তে পর্ব্বতের চূড়া ।
ভাঙ্গি আনি অমনি দাঁহাতে করে গুঁড়া ॥ ৪৩
ভাল বুড়া মল্লগুরু কহেন কর্পূর ।
দাদাহে গোঁসাই গুরু আপনি ঠাকুর ॥ ৪৪
পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে দেখিনু ও পদ ।
প্রণতি করিল দোঁহে প্রেমে গদ গদ ॥ ৪৫
সদয় হইয়া বীর পরিচয় দিলা ।
বীর হনুমান আমি, প্রভু পাঠাইলা ॥ ৪৬
শিখিলে বিশেষ বিদ্যা পূরিবে বাসনা ।
এত বলি পুনশ্চ করাল উপাসনা ॥ ৪৭
প্রকাশিল প্রভু-পদ পূজার পদ্ধতি ।
নিজ পরিচয় কভু না দিবে সম্প্রতি ॥ ৪৮
প্রণতি করিলা দোঁহে ক্ষিতি লোটাইয়া ।
আশীষ করিলা গুরু শিরে হাত দিয়া ॥ ৪৯
তবে বীর দু ভেয়ে লইয়া সাথে সাথে ।
করাইলা মহলা ময়নার মহীনাথে ॥ ৫০
রাজরাণী আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে ।
বীর বলে বিদায় হইব নিজ বাসে ॥ ৫১
এত শুনি চরণে লোটায় রঞ্জাবতী ।
কৃপা করি কিছুকাল কর অবস্থিতি ॥ ৫২
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি পরম পুরুষ ।
মহী মাঝে মোর ভাগ্যে মায়ায় মানুষ ॥ ৫৩
যদি দিলে আমার বালকে পদছায়া ।
ময়না ছাড়িলে প্রভু পাছে ছাড়ে দয়া ॥ ৫৪
বীর বলে মোর যে মনের ভাব আছে ।
স্মরণ করিলে মোরে দেখা পাবে কাছে ॥ ৫৫
অবস্থিতি হেতু যত্ন মোর প্রতি ছাড় ।
বহুদিন বাড়ী ছাড়া ব্যস্ত আছি বড় ॥ ৫৬
এত শুনি রাজরাণী প্রবেশি ভাণ্ডার ।
হেম থালে রচিল মল্লের পুরস্কার ॥ ৫৭
রত্নহার হীরা মণি বসন ভূষণ ।
ইন্দুবিন্দু বাণ দিল দ্বাদশ কাঞ্চন ॥ ৫৮
রাখিল মল্লের আগে বৃদ্ধ রাজরাণী ।
গলায় লম্বিত বাস বলে পুটপাণি ॥ ৫৯
এ নহে তোমার যোগ্য যত কাল জীব ।
ভাগ্যে থাকে ভূষা করি চরণ সেবিব ॥ ৬০
এত শুনি হাসি হাসি কন মহাবীর ।
কি কার্য্য ওসব ধনে আপনি ফকীর ॥ ৬১
মনে রেখো, নহি কিছু ধনের অধীন ।
রাম নামে একান্ত আপনি উদাসীন ॥ ৬২
তবে মল্ল বেশ ধরি দুষ্টের দলনে ।
শিখিলে শিখাতে চাই অনুগত জনে ॥ ৬৩
রাক্ষসের সনে রণে কড়া সব গায় ।
বিবরে ওসব কথা কব কত রায় ॥ ৬৪
এই গায়ে কতেক পর্ব্বত হইল গুঁড়া ।
সম্প্রতি সেনের হনু মল্লগুরু বুড়া ॥ ৬৫
শুনে শুনে সেনের শিহরে সব তনু ।
আঁখি আড়ে তিরোধান হইল বীর হনু ॥ ৬৬
অনুতাপ করে সবে না দেখিয়া বীরে ।
রঞ্জার বসন ভিজে নয়নের নীরে ॥ ৬৭
শরীরে সঞ্চরে প্রেম লাউসেন বলে ।
সে গুরুর কৃপাগো তোমার পুণ্যফলে
আপনি পঠালে তারে বাঞ্ছাকল্পতরু ।
[illegible]

কুরু উরু ভাঙ্গে যার জনক-ঔরস।
হেন প্রভু কৃপা করি বাড়ালে পৌরুষ॥ ৭০
রাজরাণী জন্ম নিজ মানিল সফল।
সন্তোষে রহিল দেশে বাড়িল মঙ্গল॥ ৭১
নিত্য নিত্য দুই পুত্র প্রবেশে আখড়া।
সরল সাধিয়া শূন্যে খেলে মালাপাড়া॥ ৭২
বেড়াবেড়ী মালক মারিতে কাঁপে মহী।
চঞ্চল চরণ-চাপে চমকিত অহি॥ ৭৩
মারি বজ্র মুঠকি পাষাণ করে গুঁড়া।
বীর বাহু ঠেলায় হেলায় বৃক্ষ মুড়া॥ ৭৪
মুঠা করি সরিষা বাহির করে তেল।
জানু পাতি নিপাতে লোহার নারিকেল॥ ৭৫
উভ করি চরণ দুহাতে রহে বাট।
পাষাণে মারিয়া মুণ্ড মারে মালসাট॥ ৭৬
দিবসে দিবসে বাড়ে বিক্রম বিশাল।
অনুগত শিষ্য কত নগর-ছাওয়াল॥ ৭৭
এইরূপে আখড়া খেলেন সদানন্দ।
ঐকান্তিক পূজেন প্রভু চরণারবিন্দ॥ ৭৮
শ্রীগুরু পদারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ৭৯
গত ঋতু বরষা, শরত উপনীত।
আদরে অমল ইন্দু আকাশে উদিত॥ ৮০
বিকশিত কমল প্রকাশে পতি পুষা।
শরত-কুসুমে কত কাননের ভূষা॥ ৮১
তিন লোকে জয়ধ্বনি মজাইয়া মন।
আশ্বিনে অর্চ্চনা করে অম্বিকা-চরণ॥ ৮২
অকালে বোধন বিধি করিল যাঁহার।
রাবণ সংহার আর সীতার উদ্ধার॥ ৮৩
স্বর্গে পূজে দেবতা পাতালে পূজে নাগ।
মহী মাঝে মহেন্দ্র পূজিল মহাভাগ॥ ৮৪
নিজ পূজা দেখিতে নেয়ের কুলে যেতে।
বিদায় মাগেন মাতা মহেশ-সাক্ষাতে॥ ৮৫
যোড়করে কন দেবী যদি আজ্ঞা পাই।
তিন দিন নাথ হে নেয়ের ঘর যাই॥ ৮৬
অন্ন জল সম্বল সকলি যাই দিয়া।
আজ্ঞা কর আপনি অবনী আসি গিয়া॥ ৮৭
ঠাকুর কহেন দেবি ভাল রঙ্গ তোর।
মোরে দিয়ে যাবে কি অঞ্জাল ঘর ঘোর॥ ৮৮
সিদ্ধিগুঁড়া খেয়ে বুড়া পড়ে রব ঘরে।
তোর কি উচিত হয় ছেড়ে যেতে মোরে॥ ৮৯
ভবানী বলেন নাথ ছাড়হ ও রঙ্গ।
আসুক কোঁচের মেয়ে এখনি উলঙ্গ॥ ৯০
ভঙ্গ না করিও আশা ধরি রাঙ্গা পা।
যাও তবে এস শীঘ্র গণেশের মা॥ ৯১
হেদে গৌরি গেলে যদি বিলম্বে গোঁয়াও।
মোর দিব্য লাগে তবে ভেয়ের মাথা খাও॥ ৯২
এত যদি বচন বলিল শূলপাণি।
নিজ জন সহিত সাজিল ঠাকুরাণী॥ ৯৩
পুনঃপুনঃ প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
শীঘ্র হ'ল বিদায় চাপিয়া সিংহরথে॥ ৯৪
রতনে রঞ্জিত রথ মরকত তায়।
পাঁচ বর্ণে পতাকা উড়িছে মন্দ বায়॥ ৯৫
ঘন ঘণ্টা বাজে ঘোর ঘুঙ্গুরের রব।
নানা পদ্যে বাদ্য বাজে শুনি মহোৎসব॥ ৯৬
গণপতি গুহ জয়া বিজয়া সহিত।
ব্রহ্মলোকে হইল ঈশ্বরী উপনীত॥ ৯৭
বিবিধ বিধানে ব্রহ্মা করিয়া বোধন।
চিত্ত মজাইয়া পূজে অম্বিকা-চরণ॥ ৯৮
স্তব করে বিবিধ বিধাতা বেদমুখে।
পূজা ভক্তি দেখি দেবী চলিলা কৌতুকে॥ ৯৯
তবে সুখে বৈকুণ্ঠে প্রবেশি দশভুজা।
দেখিল পুরট-পদ্মে পরিপাটী পূজা॥ ১০০
প্রতি ঘরে প্রতিমা পরম প্রীতি-ভাব।
মহোৎসব করেন আপনি পদ্মনাভ॥ ১০১
গেয়ে ভবানীর গুণ পরম উল্লাসে।
আপনি শঙ্কর পূজা করিলা কৈলাসে॥ ১০২
সে পূজা অন্তরে দেখি আনন্দিত মতি।
তবে গেলা যেখানে সেবেন সুরপতি॥ ১০৩
দেব বাদ্য দুন্দুভি আনন্দ নাটগীত।
দেবী পূজে সুরপতি মজাইয়া চিত্ত॥ ১০৪
এই রূপে দেখি দেব দানবের পূজা।
তবে মহীমণ্ডলে প্রবেশে দশভুজা॥ ১০৫
আগে আইল দ্বিতীয় কৈলাস, কামরূপ।
দেখিল একান্ত পূজে কাঁউরের ভূপ॥ ১০৬
বারাণসী প্রবেশ করিল কুতূহলে।
মনোহর পূজা দেখি আইল উৎকলে॥ ১০৭

গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে।
দেখে যেতে, দৃষ্টি হয় ময়না নগরে॥ ১০৮
সহরের শোভা দেখি স্বর্গ অবিশেষ।
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা এই কোন্ দেশ॥ ১০৯
রথভরে রঙ্গিণী নিরখে ঘরে ঘরে।
না দেখি শারদী পূজা কন ক্রোধভরে॥ ১১০
মোর আরাধনা করে বিধি বিষ্ণু হর।
এত কেন এদেশে আমার অনাদর॥ ১১১
এমন সময়ে উঠে ধর্ম্ম-জয়-ধ্বনি।
পদ্মাবতী বলে ঐ শুন গো জননী॥ ১১২
নিবেদন করি মাতা পরিহর ক্রোধ।
কবিরত্ন বলে পদ্মা করেন প্রবোধ॥ ১১৩

পার্ব্বতী চরণে, পদ্মাবতী ভণে,
মোরে ক্ষমা দিবে মা।
ত্রিভুবনে কেবা, ঐকান্তিক সেবা,
না পূজে ও রাঙ্গা পা॥ ১১৪

তব মহোৎসব, দেবতা দানব,
মানবে না করে কেবা।
এ দেশে বিশেষে, সবে কায়ক্লেশে,
সেবা করে ধর্ম্ম দেবা॥ ১১৫

ধন্য রঞ্জারাণী, ধন্য তপস্বিনী,
তনু ত্যজে শালভরে।
পাইল বর-পুত্র, পালে ধর্ম্মসূত্র,
লাউসেন নাম ধরে॥ ১১৬

নিরঞ্জনে ভক্তি, বিনা শিব-শক্তি,
সেই ব্যক্তি নাহি বুঝে।
ধরে ধর্ম্মটীকা, আশ্বিনে অম্বিকা,
সেই হেতু নাহি পূজে॥ ১১৭

হাসি দাসী প্রতি, কহেন পার্ব্বতী,
কারে কব এই খেদ।
না সেবিয়া শক্তি, মিথ্যা বিষ্ণু ভক্তি,
কে কোথা পেয়েছে ভেদ॥ ১১৮

হরি হর বিধি, পূজা দিল যদি,
সেন কেন করে আন।
সত্য সাধুজন, অনন্য ভজন,
বুঝিলে বাড়ায় মান॥ ১১৯

ধরি বেশ্যা বেশ, অশেষ বিশেষ,
দাস বেশ করি যাব।
যদি চিনে যায়, না ভুলে মায়ায়,
যাচিয়া যা চায় দিব॥ ১২০

বচন ইঙ্গিতে, নয়ন ভঙ্গিতে,
সঙ্গ হলে যদি ভুলে।
হবে ভস্মরাশি, শুন পদ্মা দাসী,
চিন্তি পদ্মা কিছু বলে॥ ১২১

ও রূপ লাবণ্য, দেখি থাক্ অন্য
ধেয়ান ছাড়িবে মুনি।
তেজিবে তপস্যা, দেখি হেন বেশ্যা,
লাউসেনে কিসে গণি॥ ১২২

কহেন অভয়া, হইব সদয়া,
বারেক বুঝিব তায়।
গুরু-পদারবিন্দ ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ১২৩

ইঙ্গিতে অম্বিকা হইল ত্রিলোক-মোহিনী।
যেই বেশে মহেশে মোহিলা চক্রপাণি॥ ১২৪
কামরূপ, দেখিয়া কামিনী-রূপছটা।
বিগলিত বাঘছাল ভূমে লোটে জটা॥ ১২৫
ধর্ ধর্ বলিতে মোহিনী দিল ধাই।
খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই॥ ১২৬
হৈমবতী হইল হেন মোহিনীর বেশ।
দেখে শূন্যে ত্রাসযুক্ত যত ত্রিদিবেশ॥ ১২৭
রতনে রঞ্জিত যত পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব॥ ১২৮
রাম-রম্ভা জিনি উরু গুরু আনিতম্ব।
যে রূপ শুনিয়া মতি মজাইল শুম্ভ॥ ১২৯
মৃগরাজ জিনি মাঝ ত্রিবলি-শোভিত।
লোম-লতা-বলি নাভি-বিবরে মণ্ডিত॥ ১৩০
কুচযুগ হেম-গিরি হর-মনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব-অগোচর॥ ১৩১
মনোহর কান্তি কিবা কত বর্ণ ভেদে।
ওরূপ লাবণ্য তায় অন্ধকার খেদে॥ ১৩২
খঞ্জন-গঞ্জিত আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কোটী কাম বিমোহিত॥ ১৩৩
সহিত যুগল ভুরু জিনি কামধনু।
কপালে সিন্দুর-বিন্দু প্রভাতের ভানু॥ ১৩৪

ন্দন-চন্দ্রিমা-কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রূযুগল উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥ ১৩৫
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি।
অলকা-মণ্ডিত মণি মুক্তার পাঁতি॥ ১৩৬
কবরী মণ্ডিত মালা মল্লিকার ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥ ১৩৭
পৃষ্ঠে দোলে পট্টজাত পুরটের ঝাঁপা।
অনুগত কত তায় গন্ধরাজ চাঁপা॥ ১৩৮
াহার সহজ রূপে খণ্ডে অন্ধকার।
সে দেবী পরেছে কত রত্ন অলঙ্কার॥ ১৩৯
গজমতি-হার, পুঁতি দোমতি তেমতি।
কেয়া-পাতা গলায় গরব করে অতি॥ ১৪০
র্ণপুর-কিরণে করবী-কান্তি করে।
বেড়েছে নাপান বড় নাসার বেসরে॥ ১৪১
কনক-কঙ্কন করে শঙ্খ বাজু-বন্দ।
রতন-অঙ্গুরি তায় যতন প্রবন্ধ॥ ১৪২
ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন-উজর।
কটিতে কিঙ্কিনী-ধ্বনি শুনি মনোহর॥ ১৪২
কমলা-বিলাস বাস পরি অভিলাষে।
কত খান নাপান ভুলাতে ধর্ম্মদাসে॥ ১৪৪
সর্ব্ব গায়ে সুগন্ধি চন্দন চারু চুয়া।
হাসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া॥ ১৪৫
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি গান ঘনরাম।
প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম॥ ১৪৬
দাসবেশ নাপানে আপন পানে চেয়ে।
মনে হলো কটাক্ষে মোহিব মাত্র যেয়ে॥ ১৪৭
কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচলির ছাঁদা।
চাইতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা॥ ১৪৮
কত চিত্র কৌশলে করেছে কত ঠাঁই।
তিন লোকে তার ত তুলনা দিতে নাই॥ ১৪৯
বর্ণভেদে বেদব্রহ্ম বুঝি মজে মন।
হেমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচলি-লিখন॥ ১৫০
সুদাম শ্রীদাম সঙ্গে যত ব্রজ-বাল।
বিহারে বালকবেশে ব্রজের রাখাল॥ ১৫১
সমান বয়স বেশ বেণু লয়ে করে।
অধরে অমিয়া হাঁসি শিখি-পুচ্ছ শিরে॥ ১৫২
যশোদা-জীবন-ধন কৃষ্ণ বলরাম।
গোপ [illegible] ॥ ১৫৩

আভীর বালক মাঝে গোপাল বিজয়ী।
বৎস পুচ্ছ ধরি উচ্চে ডাকে হৈ হৈ॥ ১৫৪
ঐরূপে গোঠে কত গোবিন্দ বিহরে।
কৃষ্ণের কৌশল-লীলা লেখা তার পরে॥ ১৫৫
কানাই কদম্বতলে ছলে দান সাধে।
বদনে বিনোদ বংশী বলে রাধে রাধে॥ ১৫৬
ডানিভাগে নৌকাখণ্ড কানু যার নেয়ে।
বামে বস্ত্র-হরণ হরির মুখ চেয়ে॥ ১৫৭
যমুনার জলে গোপী হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
কদম্বের ডালে কৃষ্ণ বাজান মুরলি॥ ১৫৮
ব্যাকুল বসন মাগে যত ব্রজাঙ্গনা।
কৌতুকে কহেন কৃষ্ণ করিয়া কল্পনা॥ ১৫৯
কূলে উঠি কৃতাঞ্জলি তুলি দুটি হাত।
বেছে লও বসন বলেন ব্রজনাথ॥ ১৬০
অপর কৌতুক কত কাঁচুলি প্রকাশ।
কুচগিরি বেষ্টিত লিখিত পূর্ণরাস॥ ১৬১
কত চিত্র কল্পিত কালার কুঞ্জবন।
রসময় মন্দির রতন-সিংহাসন॥ ১৬২
ছয়-ঋতু-প্রফুল্ল ফুটেছে নানাফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥ ১৬৩
রসবতী রাধিকা রসিক-শিরোমণি।
রাস-রসে ঢল ঢল গোবিন্দ গোপিনী॥ ১৬৪
শ্রীরাসমণ্ডলে বসি আবেশ হইয়ে।
গোপীনাথ নাচেন গোপিনী-মুখ চেয়ে। ১৬৫
দুপাশে গোপীর কাঁধে দিয়া দুটি হাত।
রসের আবেশে মধ্যে নাচে গোপীনাথ॥ ১৬৬
ডমরু রবাক বীণা মুরলির তান।
দোঁহে আধ-বয়ানে দোঁহার গুণ গান॥ ১৬৭
কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুঞ্জরে।
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য-মহোৎসব করে॥ ১৬৮
ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত।
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গানে বিমোহিত॥ ১৬৯
নিকুঞ্জ-কানন-শোভা কার শক্তি বলি।
হরি-মহোৎসব হইল লিখন কাঁচলি॥ ১৭০
দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম।
মনে মনে কামিনী করেন কত ক্ষেম॥ ১৭১
চারিভিতে তরুলতা পশুপক্ষিগণ।
[illegible] ॥ ১৭২

চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥ ১৭৩
রাজহংস সহিত নাচিছে শারি শুক।
চক্রবাক বকী বক বিহরে উলূক॥ ১৭৪
কাক কঙ্ক কোকিল করিছে কলরব।
সবে শব্দ না শুনি সাক্ষাৎ চিত্র সব॥ ১৭৫
ঘোরনাদে ঘুঘু যেন ঘন ঘন তানে।
গদগদ গরুড় গোবিন্দ-গুণ-গানে॥ ১৭৬
হাঁটি যায় গরুড় গমন গুড়িগুড়ি।
গায় গোদা ভারুই গগনমার্গে উড়ি॥ ১৭৭
টিটারি টোটক টিয়া চটকা চটকী
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥ ১৭৮
ডাহুক ডাহুকী নাচে ডিমে দিয়া তা।
তপস্বী বাদুড় ঝোলে উভকরি পা॥ ১৭৯
মীনমুখে মাছরাঙ্গা মানায় মহত।
প্রিয়ামুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥ ১৮০
বাবুই বসন্ত বউ রাঙ্গা রায়মনি।
ত্রিগুণ গানেতে ময়না মহামুনি॥১৮১
অচলচেতন চিত্র চায় চর্ম্মচিল।
ধর্ম্ম-কোলে কাঁক কঙ্ক করে কিল কিল॥ ১৮২
লপিপি ফিঙ্গা ফামি চাঁস বাঁশপাতা।
বল কুবলপক্ষ চক্ষু যার রতা। ১৮৩
তারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ।
মসর শালিক শালিকী চিত্র খগ॥ ১৮৪
রি ভীতে বেষ্টিত বিহরে বনচারী।
রি সারি তেথরী কেশরী হরি করী॥ ৮৫
নুপম রামরম্ভা ফেলে চিত্র বালি।
ক্ষডালে সবৎস বানরে খেলে ঝালি॥ ১৮৬
ত্রকূট পতঙ্গ প্রচুর চারিভিতা।
রি হেরি হৈমবতী হৈলা হরষিতা॥ ১৮৭
লতে চলিল তবে রঞ্জার নন্দনে।
ন হল দেখা যেয়ে দিব কতজনে॥ ১৮৮
য়ারূপে মহামায়া পীড়িয়া সবায়।
য় গেল কর্পূর অন্তের থাক্ দায়॥ ১৮৯
বল রহিল ঘরে রঞ্জার নন্দন।
াসে আখড়া ঘরে করিল শয়ন॥ ১৯০
া আসি প্রবেশিল যুগল নয়নে।
কালে বান মাতা করিয়া নাপানে ১৯১

রতি-জয় স্মর-ধনু করে নিল মা।
গরব গমনে ভূমে নাহি পড়ে পা॥ ১৯২
প্রদোষ পশ্চাৎ করি প্রবেশে রজনী।
সেনের শিয়রে বৈসে বিশ্বের জননী॥ ১৯৩
শরীর সোণার কান্তি সুলক্ষণ সব।
মুখ হেরি মায়ের মনেতে মহোৎসব॥ ১৯৪
কত ধর্ম্ম তপস্যা করিয়া রঞ্জাবতী।
কুলের কমল কোলে পেয়েছে সন্ততি॥ ১৯৫
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত কিবা বিল্বপাতে।
কখন্ পূজেছে রঞ্জা মোর প্রাণনাথে॥ ১৯৬
অতেব এমন দেহ দেবতা সমান।
জ্ঞান বুঝিবারে দেবী যুড়িলা নাপান॥ ১৯৭
চেয়ান চেতন-রূপে রঞ্জার নন্দনে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে॥ ১৯৮
গাতোল গাতোল রায় নিদ্রা যাও কত।
যুবাকালে যেন বৃদ্ধ পুরুষের মত॥ ১৯৯
ভাগ্যের উদয় যত উঠে দেখ রায়।
শিয়রে সুন্দরী বসি, পরিতোষ তায়॥ ২০০
নিদ্রায় আকুল রাজা নাহি নাড়ে গা।
কঙ্কন ঝঙ্কারে ঘন ত্রিলোকের মা॥ ২০১
শ্রবণ নিকটে দেন নূপুরের ধ্বনি।
যে রব শুনিলে সিদ্ধ যোগ ছাড়ে মুনি॥ ২০২
শুনি সত্ত্বগুণে রায় সম্ভ্রমে উঠিয়ে।
অনুপমা সুন্দরী শিয়রে দেখে চেয়ে॥ ২০৩
হেন কালে হর-জায়া হেমন্তের ঝি।
ঈশ্বরী কহেন ওহে চেয়ে দেখ কি॥ ২০৪
তোমার ভাগ্যের কথা কত কব রায়।
আমি ভাগাবতী সতী ভেটিনু তোমায়॥ ২০৫
কোন্ সুখে শয়ন সুন্দরী নাই কোলে।
কহিতে লাগিল মাতা মকরন্দ বোলে॥ ২০৬
বিধি যে তোমার সনে করা'ল ঘটনা।
আজি হইতে পূর্ণ হবে মনের বাসনা॥ ২০৭
কস্তুরী চন্দন চুয়া লেপি সব অঙ্গে।
রঙ্গরসে রায় হে রহিব এক সঙ্গে॥ ২০৮
ভঙ্গ না হইবে রায় দোঁহাকার মান।
আজি হইতে দুইজনে একই পরাণ॥ ২০৯
বচনে বচনে সুধা বরিষয়ে যত।
না জানি লাবণ্য তায় উপজিল কত॥ ২১০

দেবী এত বচন বলিল যদিস্যাৎ।
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত॥ ২১১
বিনয়ে বলেন কেন বিপরীত বাণী।
এমন সময়ে তুমি ভ্রম একাকিনী॥ ২১২
অঙ্গ-আভা উদয়ে আন্ধার করে আল।
উঠ বলি এখানে বসিয়া নহে ভাল॥ ২১৩
কি কার্য্য আমার কাছে ও সব সরস।
জনমে যুবতী আমি না করি পরশ॥ ২১৪
সরসে কহেন পুন হেমন্তের ঝি।
কেন রায় যুবতী পরশে দোষ কি॥ ২১৫
যুবক যুবতী যত জগত যুড়িয়া।
তবে বিধি সৃজন করেছে কি লাগিয়া॥ ২১৬
সেন বলে নিজনারী লইয়া আলাপ।
পরদারা পরশে প্রবল ঘটে পাপ॥ ২১৭
অধরে অমীয়া হাসি অশেষ লাবণ্য।
দেবী কহে রায় হে তোমার কথা ধন্য॥ ২১৮
এ রসে বঞ্চিত এত ইহা কেবা জানে।
না পড় আগম কিন্তু শুনেছত কাণে॥ ২১৯
পরদারে থাক্, পাপ ফলোদয়ে ঘটে।
সেন বলে সাধকে বাধক নাই বটে॥ ২২০
কিন্তু মোর সংসারে সে সব শক্তি কৈ।
একান্ত জানিনা ধর্ম্ম এক ব্রহ্ম বৈ॥ ২২১
ভব বিধি ভবানী সকল সেই জন।
এখানে তোমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥ ২২২
বচন রাখিয়া যাও আপনার বাস।
প্রভাত হইলে লোকে গাবে অপভাষ॥ ২২৩
দেখিতে উত্তম জাতি কুলবতী ধন্যা।
আপনি জানহ তুমি কার বধূ কন্যা॥ ২২৪
কিবা অনুরাগে আইলে হয়ে ঘর ছাড়া।
এত শুনি কন দেবী দিয়ে হাত নাড়া॥ ২২৫
বাড়া কি বলিব ওহে দুঃখ উঠে যায়।
দুকুল মজাইয়া এবে সুখে আছি রায়॥ ২২৬
নিবাস নিয়ম নাই যথা তথা থাকি।
কোন জাতি জগতে যজাতে নাই বাকি॥ ২২৭
যে ডাকে আদর ভাবে থাকি তার কাছে।
হেন জন যৌবন আপনি এসে যাচে॥ ২২৮
কে আছে সংসারে আর হেন ভাগ্যধর।
বড় সাধ তোমা সনে আমি করি ঘর॥ ২২৯
যেখানে সেখানে রব মহাপ্রীত মনে।
নিতি নব বিলাস করাব নিজ ধনে॥ ২৩০
মনেতে বাসনা যে যখন কর রায়।
তখনি করিব পূর্ণ কত বড় দায়॥ ২৩১
হরিদ্বার মথুরা গোকুল নীলাচল।
অযোধ্যা প্রয়াগ কাশী মোর করতল॥ ২৩২
যেতে চাও লয়ে যাব লোচনের তারা।
যত কিছু দেখ সব মোর নয় হারা॥ ২৩৩
অঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্য কটাক্ষ নিপাতে।
কহিতে কহিতে কলা কত খান তাতে॥ ২৩৪
যোড় হাতে তখন কহেন লাউসেন।
অনুচিত রহিতে এখানে একক্ষণ। ২৩৫
পতি বিনা রমণীর ভবে নাই গতি।
ঘরে গিয়া ভক্তি ভাবে ভজ নিজ পতি॥ ২৩৬
কুলবতী হয়ে কেন কুলটা চরিত।
দেবী বলে হোক হে! বুঝাও পাছু নীত॥ ২৩৭
এসেছি অনেক আশে শুনে রূপ গুণ।
নয়ন জুড়াল দেখে বচন দারুণ॥ ২৩৮
এসব আশ্বাস মনে মিছে ভাব পাছে।
যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে॥ ২৩৯
অনুরাগে ভ্রমণ করেছি দেশে দেশে।
ইচ্ছাবতী এখানে এসেছি অবশেষে॥ ২৪০
ঘর বাড়ী সকল সংসার যুড়ি মোর।
সংপ্রতিক আপনি হয়েছ চিত্ত-চোর॥ ২৪১
রতন যৌবন-ডালি কোলে উপস্থিত।
রাখিলে আমার ভাবে পাবে মহাপ্রীত॥ ২৪২
বচন ইঙ্গিতে কত নয়ন ভঙ্গিতে।
কত গণ্ডা কলা তায় কহিতে কহিতে॥ ২৪৩
তব চিত্ত কদাচ চঞ্চল নহে রায়।
প্রবোধ করিল পুনঃ ঘনরাম গায়॥ ২৪৪
লাউসেন বলে শুন, আর কেন পুনঃ পুনঃ,
মিদারুণ বল কুলবালা।
হয় পরকাল নষ্ট, জাতি কুল শীল ভ্রষ্ট,
দুষ্ট কর্ম্মে কলঙ্কের ডালা॥ ২৪৫
ত্যজ তুমি হেন মতি, ভজ নিজ প্রাণ পতি,
সতী পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা।
স্বামি-সেবা সব ধর্ম্ম, সংসারে কি আছে কর্ম্ম,
শুন শুন অগো কুলবালা॥ ২৪৬

সেই সাধ্বী কুলকন্যা সেই সে সংসারে ধন্যা,
পতি অন্যা মতি নাই যার।
মনোবাঞ্ছা হয় সিদ্ধি, পতি পরমায়ু বৃদ্ধি,
সাবিত্রী প্রমাণ সাধ্বী তার॥ ২৪৭
অল্প আয়ু তার পতি, নিকট মরণ অতি,
বুঝি সতী বসিল শিয়রে।
যমদূত বসি আছে, যাইতে না পারে কাছে,
সেই সাধ্বী সাবিত্রীর ডরে॥ ২৪৮
আপনি আইল যম, ধরে নিতে করে শ্রম,
নারীমন ভ্রম তেয়াগিয়া।
তুষ্টমতি হ'ল সতী, ফিরে গেল প্রেতপতি,
শতপুত্রবতী বর দিয়া॥ ২৪৯
অপরঞ্চ ভিক্ষা আশে, এল পতিব্রতা পাশে,
বকভস্ম নামে এক যতি।
তার সেবা পতিব্রতা, করিতে এলেন হেথা,
হেনকালে আইল তার পতি॥ ২৫০
পাসরিয়া যতি-সেবা, করিতে স্বামীর সেবা,
কোপে যতি দিল অভিশাপ।
সে পতিব্রতার কিছু, না ফলে আপনি পিছু,
স্বধর্ম্ম নাশিয়া পাইল তাপ॥ ২৫১
যে শুনিলে তেজোময়, স্বামিসেবা বিনা নয়,
অতএব ও সব ধর্ম্ম রাখ।
আশীর্ব্বাদে হয় ভূপ, অভিশাপে শিলারূপ,
আপনি ঈশ্বর ঐ দেখ॥ ২৫২
সকল তীর্থের ফল, ঘরে বসি করতল,
পতিপদে ভক্তি বল যার।
পৃথিবী পবিত্র যার, পায়ের ধূলায় আর,
আমি কি মহিমা কব তার॥ ২৫৩
শুনি মনে মনে ধনী, ধন্য ধন্য সেনে মানি,
মুখে মাতা কন মৃদু হাসে।
ঈশ্বরী বলেন হায়, কেবা এত পালে রায়,
কবিরত্ন গায় অভিলাষে॥ ২৫৪
দেবী কন যে কিছু কহিলে মোর কাছে।
ও কথার উত্তর অনেক আজি আছে॥ ২৫৫
কহিলে কি জানি পাছে মনে ভাব দুঃখ।
হয়েছি চাতকী রাঙ্গা চেয়ে চাঁদ মুখ॥ ২৫৬
কিবা মোর জাতি কুল যশ অপযশ।
সর্ব্বকালে স্বতন্তরা পীরিতির বশ॥ ২৫৭
যে মোরে মনের ভাবে প্রীত করে ডাকে।
কোন জাতি হউক সে,ছাড়িতে নারি তাকে ২৫৮
বদনে বচন সুধা লোচন চঞ্চলা।
কহিতে কহিতে তায় কত খান কলা॥ ২৫৯
বিশেষ বঙ্কিম দিঠে অশেষ লাবণ্য।
দেখিলে দেবতা ভোলে লাউসেন ধন্য॥ ২৬০
সেন বলে ত্যজ ভানা তনু দেখি ক্ষীণ।
শ্রীধর্ম্মদাসের দাস আমি অতি দীন॥ ২৬১
পরনারী দেখিলে বিমুখ হয়ে চলি।
ঈশ্বরী বলেন তবে এতক্ষণে বলি॥ ২৬২
বড় ভট্টাচার্য্য যার পুথি ভারে ভারে।
সে মোরে আদরে রাখে হিয়ার মাঝারে॥ ২৬৩
দেখিতে না পায় কেহ কত ভাগ্য ধরি।
যাচিলে যৌবন আল ঐ তাপেতে মরি॥ ২৬৪
হরি হরি এমন পুরুষ কেবা জানে।
তবে কি শিমুল ফুল তুলে পরি কাণে॥ ২৬৫
এস মেনে আর হে রহিতে নারি রায়।
যুবতী যাচিঞা হলে দোষ নাহি তায়॥ ২৬৬
হেঁটমাথা হও কেন মোর মাথা খেয়ে।
খানিক খোঁপার রূপ দেখ না হে চেয়ে॥ ২৬৭
নয়নে না চেয়ে মাতা এত যদি কন।
যোড় হাতে কহে সেন শুন নিবেদন॥ ২৬৮
কদাচিৎ এখানে না রবে এক তিল॥
আমি নই তেমন পুরুষ ভ্রষ্টশীল॥ ২৬৯
বুঝানু যতেক তায় পাষাণ দরবে।
তথাপি কেমন তুমি মতি দাও পাপে॥ ২৭০
শুনি মন্দ মন্দ হাসি ভাষেন ভবানী।
যে যেমন বটে রায় আমি কি না জানি॥ ২৭১
যত কিছু বুঝালে পুরাণে বটে আছে।
কত বঙ্গ লেখা দেখ তার কাছে কাছে॥ ২৭২
পরের পুরুষে যদি কেহ নাহি ভজে।
তবে কেন গোবিন্দে গোপিকা মন মজে॥ ২৭৩
পবন পুরুষে কেন ভজিল অঞ্জনা।
কে কোথা সে সব লোকে দিয়াছে গঞ্জনা॥ ২৭৪
তারা মন্দোদরী কেন ভজিল দেবরে।
কি কর্ম্ম না হ'ল মনি গৌতমের ঘরে॥ ২৭৫
পঞ্চ পতি লইয়া দ্রৌপদী করে কেলী।
এত কথা আপনি বলাও তাই বলি॥ ২৭৬

কুন্তীর সমান কে সংসারে আছে সতী।
অবিবাহ কালে কেন হ'ল গর্ভবতী ॥ ২৭১
সংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা।
বিশেষ আমার প্রাণ পীরিতেতে মরা ॥ ২৭৪
তুমি বল পরদারা পরশে পাতক।
একথা অর্জ্জুন বলে হ'ল নপুংসক ॥ ২৭৫
আর দেখ অজামিল মুনির নন্দন।
বেশ্যা-ভোগ করি অন্তে পেলে নারায়ণ ॥ ২৭৬
রেণুকা বেশ্যার সহ পঞ্চাশ বৎসর।
বিশ্বামিত্র তপস্যা ত্যজিয়া কৈল ঘর ॥ ২৭৭
বল দেখি তবে তার খাটে কোন্ কর্ম্ম।
সবে মাত্র সংসারে তোমার আছে ধর্ম্ম ॥ ২৭৮
স্বর্গের যে সব বেশ্যা ভোগ করে কে।
তুমি মাত্র বুঝ মেনে নাহি বুঝে সে ॥ ২৭৯
গণে দিতে পারি রায় গগনের তারা।
সবার বারতা জানি কিছু নাই হারা ॥ ২৮০
অতএব ওসব কথা পুঁতে রাখ পাঁকে।
যতকাল জগতে যৌবন-দশা থাকে ॥ ২৮১
বৃদ্ধ হলে, বনে বসে বল হরি হরি।
আপনার কিরা যদি তায় মানা করি ॥ ২৮২
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৮৩
হাসি হাসি ভাষিতে খসিছে মুখে মধু।
সেন বলে সবিনয়ে শুন কুলবধূ ॥ ২৮৪
সব জান তবে কেন হেন বুদ্ধি মনে।
দেবতা সমান কর মনুষ্যের সনে ॥ ২৮৫
গৌরবে গৌরবে বলি চলে যাও ঘর।
দেবী বলে রায় হে তুমিও কি হলে পর ॥ ২৮৬
মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।
সতিনী চপলা আর কি কব পতির ॥ ২৮৭
ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্ম গুলা গায়।
অন্নদুঃখে আমি কি এখানে আসি রায় ॥ ২৮৮
কেন হেন রতন যৌবন তুমি আল।
মোরে প্রীত করিলে সকল কাল ভাল ॥ ২৮৯
কত যোগী যতীন্দ্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
বুকে তুলে রাখে রায় আমা হেন নারী ॥ ২৯০
পুনঃ পুনঃ তুমি মোরে যেতে বল ঘর।
সংসার আমার আমি কারও নই পর ॥ ২৯১

ঘর করি দোঁহে সুখ-সম্পদে বাড়িব।
তুমি কিছু বল কিন্তু আমি না ছাড়িব ॥ ২৯২
এতেক কহিল যদি ত্রিলোকের মা।
শুনে শুনে সেনের শিহরে সর্ব্ব গা ॥ ২৯৩
মনে নিল মায়াবতী নহেন মানবী।
ধ্যানবলে জ্ঞাত হলো মাতা মহাদেবী ॥ ২৯৪
গলায় লম্বিত বাস যোড় হাত বুকে।
কহিতে লাগিল কিছু দেবীর সম্মুখে ॥ ২৯৫
মায়াবতী ত্রিলোক-তারিণী তুমি মাতা।
চিনিতে না পারে তোমা হরি হর ধাতা ॥ ২৯৬
কি সাধনে কি তপে তোমায় আমি জানি।
মায়ায় মোহিত মূর্খ-মতি মিথ্যাজ্ঞানী ॥ ২৯৭
তোমার মায়ায় কত সংসার মোহিত।
অজ্ঞান বালকে মাতা এত অনুচিত ॥ ২৯৮
ও পদ-দর্শন-ফলে প্রোবোধিছি মন।
ঈশ্বরী বলেন বাছা তুমি মহাজন ॥ ২৯৯
দূরে গেল যত কিছু ভাবনা সাত পাঁচ।
চারু চিন্তামণি কি কখন্ হয় কাঁচ ॥ ৩০০
আগমে আমায় বলে অমর-আরাধ্য।
যত দেখ জগতে মায়ায় মোর বদ্ধ ॥ ৩০১
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে মোর ত্রিভুবন ভুলে।
তুমি সে ধরেছ চিত্ত ধর্ম্ম-অনুকূলে ॥ ৩০২
ধন্য ধন্য অনন্য ধর্ম্মের বট দাস।
বর মাগ বাছারে পুরিব অভিলাষ ॥ ৩০৩
প্রণতি করিয়া কিছু কন লাউসেন।
মনের বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখি একক্ষণ ॥ ৩০৪
জনম সফল লিখি দেখি দশভুজা।
যেরূপে আশ্বিন মাসে ইন্দ্র করে পূজা ॥ ৩০৫
মনোহরা মূর্ত্তি দেখি হরে মন ভ্রান্তি।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভা করে অতি ॥ ৩০৬
সেরূপ লাবণ্য, কয় কাহার শকতি।
যেরূপ দেখিয়া ভোলে ঋষি মুনি যতি ॥ ৩০৭
দশ অস্ত্র মায়ের শোভিছে দশভুজে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রায় পড়ে পদাম্বুজে ॥ ৩০৮
প্রেমে অঙ্গ গদগদ উঠে করে স্তব।
আমি শিশু জানিবঁ কি তোমার বিভব ॥ ৩০৯
বিধি বিষ্ণু ব্রামদেব বাসব বরুণ।
ধ্যানে জ্ঞানে না জানে মহিমা [illegible] ॥ [illegible]

বিষ্ণু-মায়া ছায়া নিদ্রা তুমি সর্ব্বভূতে।
দুর্গতি-নাশিনি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে॥ ৩১১
ক্ষুধা তৃষ্ণা জাতি লজ্জা শান্তি তুষ্টি দয়া।
সর্ব্বঘটে শক্তিরূপা তুমি মা অভয়া॥ ৩১২
শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষান্তি তুমি ভ্রান্তি সর্ব্বভূতে।
ভগবতি ভকত-বৎসলা নমোস্তুতে॥ ৩১৩
নমঃ নারায়ণি নমঃ নগেন্দ্র-নন্দিনি।
মহামায়া মহাদেবি মহিষ-মর্দ্দিনি॥ ৩১৪
নমঃ জয়া যশোদা-নন্দিনি জয়যুতে।
জগন্ময়ি জগত-জননি নমোস্তুতে॥ ৩১৫
স্তুতি শুনি জননী যাচেন তারে বর।
ভক্তিযুক্তে কন সেন জুড়ি দুটি কর॥ ৩১৬
ইন্দ্র আদি অমর ওপদ আশা করে।
যেরূপ মা পায় দেখা চক্ষুর গোচরে॥ ৩১৭
ব্রহ্মা-অগোচর পদ দেখিনু সাক্ষাতে।
কি আর অধিক বর আছে ত্রিজগতে॥ ৩১৮
ইষ্টপদে জননী রাখিবে নিষ্ঠামতি।
ওরসে একান্ত বটে বলেন পার্ব্বতী॥ ৩১৯
আমার নিশান কিছু বর মেগে লও।
সেন বলে যদি মা করুণাময়ি দেও॥ ৩২০
অরিজয়ী অক্ষয় হাতের ঐ অসি।
আর চিত্ত হরেছে চাহিতে ভয় বাসি॥ ৩২১
হাসি হাসি হৈমবতী বলেন তখন।
তোমাকে অদেয় কিছু নাহি বাপধন। ৩২২
কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু নাহি আসে কাছে॥ ৩২৩
দিলে পাছে বাড়ে বাপু দৈত্যের জঞ্জাল।
যার ভয়ে দিলা মোরে ঐ খড়্গ কাল॥ ৩২৪
বলবন্ত দুরন্ত মহিষাসুর যবে।
পুরন্দর প্রভৃতি পালান পরাভবে॥ ৩২৫
তবে মোরে ঐ অস্ত্র দিলা দেবগণ।
এই খড়্গখানি আমি পেয়েছি তখন॥ ৩২৬
অতেব অপর বর মাগ যুবরাজ।
সেন বলে মাতা মোর বরে নাহি কাজ॥ ৩২৭
তবে মাতা ভক্তের এড়াতে নারি দায়।
হাতে হাতে দিলা খড়্গ ঘনরাম গায়॥ ৩২৮
লাউসেনে দিলা অসি ভকত-বৎসলা।
প্রণতি করিল রায় লোটায়ে অচলা॥ ৩২৯

আশীষ করিল দেবী হয়ে কৃপাদৃষ্টি।
আকাশে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি॥ ৩৩০
পদ্মাবতী দেন ঘন জয় জয় ধ্বনি।
কৈলাসে গেলেন মাতা জগত-জননী॥ ৩৩১
এস এস বলি শিব বসান উল্লাসে।
হর হৈমবতী হর্ষে রহিলা কৈলাসে॥ ৩৩২
নিজবাসে গেলা সেন মহা প্রীত পেয়ে।
দীপ্ত অসি দেখিয়া কর্পূর আইল ধেয়ে॥ ৩৩৩
জিজ্ঞাসা করেন দাদা কোথা পেলে অসি।
সেন বলে দিলা এক পরম রূপসী॥ ৩৩৪
হাসি হাসি কর্পূর কহেন বিপরীত।
কামিনী সহিত কোথা বাড়ালে পিরীত॥ ৩৩৫
চিত্ত মজাইলা পারা ব্রহ্মভক্ত হয়ে।
এই কথা এখনি ভাল মায়ে দিব কয়ে॥ ৩৩৬
রায় বড় রসিক সাধেন হাত ধরি।
ভাই মোর বলোনা বলাই লয়ে মরি॥ ৩৩৭
তিন লোক মোহিত করেছে যার মায়া।
সে দেবী দিলেন অসি মোরে করি দয়া॥ ৩৩৮
ধরিয়া মোহিনী-বেশ অশেষ বিশেষ।
লাবণ্য দেখিয়া যার মোহিত মহেশ॥ ৩৩৯
সে পদ দর্শনে ফলে মন নাহি টলে।
শুনিয়া কর্পূর তার পায়ে ধরি বলে॥ ৩৪০
এমনে কেমনে চিত্ত ছিল সত্ত্বগুণে।
রামের ভগিনী দেখি ভুলিল অর্জ্জুনে॥ ৩৪১
তোমা সম সংসারে পুরুষ নাহি গুণী।
সামান্য বেশ্যায় ভোলে অজামিল মুনি॥ ৩৪২
ত্রিলোক-মোহিনী তায় আইল ছলিতে।
নয়নে বহিছে ধারা বলিতে বলিতে॥ ৩৪৩
ধন্য ধন্য ধৈর্য্য ধরিলে সাবধানে।
করেছ জনম শ্লাঘ্য দেখছ নয়নে॥ ৩৪৪
বলিতে বলিতে প্রেমে পরম বিভোল।
সাধু সাধু বলে সেন ভেয়ে দিল কোল॥ ৩৪৫
হালা হোলে দুই ভাই পরম কৌতুকে।
সকলি কহিলা যেয়ে জননী জনকে॥ ৩৪৬
অভিলাষে দেখাইলা অভয়ার অসি।
কিরণে পূর্ণিমা ভ্রম কুহর তামসী॥ ৩৪৭
দেখে শুনে রায়ের আনন্দে নাহি ওর।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য ধন্য বাছা মোর॥ ৩৪৮

রেছ কতেক কোটী কুলের উদ্ধার।
ংসারে অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে তোমার ॥ ৩৪৯
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
র্ণসেন লাউসেন নিবেদন করে ॥ ৩৫০
কৃপা করি দিলা অসি ভকত-বৎসলা।
বাগো ইহার যোগ্য আনি দেহ ফলা ॥ ৩৫১
র্ণসেন বলে বাপু ফলা কত ধনে।
চালি দেখো ভাণ্ডারে যেমন লাগে মনে ॥ ৩৫২
ংপ্রতি নূতন কত গড়া আছে ফলা।
রাণ যতেক ছিল লুটিল গোয়ালা ॥ ৩৫৩
রিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৫৪
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ ৩৫৫

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

ফলা নির্ম্মাণ পালা।

ত হয়ে লাউসেন পিতা প্রতি কন।
লি কত সাক্ষাতে করেছি নিবেদন ॥ ১
পনি করেছ আজ্ঞা এনে দিব ফলা।
মার সাক্ষাতে বাপা করিব মহলা ॥ ২
ল শুনি আনন্দে বিভোল হল রায়।
রিয়া পুত্রের হাতে ভাণ্ডারে সান্ধায় ॥ ৩
লগণ্ডা ফলা আছে স্বর করি আল।
ছে লও বাছারে যে খানা হয় ভাল ॥ ৪
কে একে সকল দেখিল রায় এঁটে।
লা ঝাড়ি ফলঙ্গ মারিতে যায় ফেটে ॥ ৫
ছাড়িতে কেহ বা অমনি মুড়ে রয়।
ায়ের প্রতাপ দেখি রাজার বিস্ময় ॥ ৬
উসেন বলে বাপা আর ফলা কই।
তে পার দেহ, নয় দেশান্তরী হই ॥ ৭
য় বলে বাপু তোর বুঝিনু মহলা।
মি গড়িয়া দিব অসি যোগ্য ফলা ॥ ৮

প্রবোধ করিয়া পোয়ে করেন ভাবনা।
জয়পতি মণ্ডলে ডেকে করেন মন্ত্রণা ॥ ৯
লাউসেনে দিল অসি ভকত-বৎসলা।
ভাণ্ডারে না হল যত তার যোগ্য ফলা ॥ ১০
কোথা আছে কামার কেমন কর্ম্ম করে।
ফলা বিনা বাছা মোর নাহি রহে ঘরে ॥ ১১
রঞ্জাবতী বলে পুনঃ শুন ওহে ভাই।
যত দুঃখে পাই পুত্রে জানত সবাই ॥ ১২
সে বাছা তুলেছে তাপ ফলার কারণ।
আপনি গড়িয়া দেহ দিব যত ধন ॥ ১৩
গৌড়েতে আছিল কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মদাস।
অনেক গুণের গুণী আছিল বিশ্বাস ॥ ১৪
সে কোথা আপনি কোথা সংপ্রতিক চাই।
আপনি উদ্বেগ মোর দূর কর ভাই ॥ ১৫
মণ্ডল বলেন আজ্ঞা হলো যে তোমার।
তিন দিনে তের ফলা করাব তৈয়ার ॥ ১৬
এত বলি ধর্ম্মদাস কর্ম্মী কর্ম্মকারে।
আনিয়া রাজার কাছে ভার দিল তারে ॥ ১৭
রাজরাণী দুজনে বলেন বারে বার।
আন লঘুগতি ফলা পাবে পুরস্কার ॥ ১৮
সম্প্রতি সুবর্ণ তিন দিল তার হাতে।
নত হয়ে বলে কর্ম্মী দিব দিন সাতে ॥ ১৯
বিদায় হইয়া যেয়ে পাখুরা কুঠার।
করে নিল কালমুখী হীরা-বাঁধা ধার ॥ ২০
কাটিতে ফলার কাষ্ঠ প্রবেশে কানন।
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত মন ॥ ২১
প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ গন্ধে আমোদিত।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরী গায় গীত ॥ ২২
নূতন পল্লবে ফলে সুশোভিত বন।
পক্ষীগণ সুরব সংগীতে হরে মন ॥ ২৩
মন্দ মন্দ বহে তায় বসন্তের বা।
বিশ্বকর্ম্মে বন্দি কর্ম্মী গাছে দিল ঘা ॥ ২৪
আগে এঁটে আসলে হানিল ছোট আট।
কদাচ না হল সে ফলার যোগ্য কাট ॥ ২৫
পাকুড়ি পেয়াল সাল পারুল পলাস।
কাটিল তথাপি নৈল ফলার প্রকাশ ॥ ২৬
মনে করে বনেতে যত বৃক্ষ আছে।
একে একে কাটিয়া বুঝিব সব গাছে ॥ ২৭

এত বলি কাটিতে চলিল যত বন।
বনস্পতি দেবতা আকাশবাণী কন॥ ২৮
কোন প্রয়োজনে মূর্খ কর চোট্ পাট্।
বনে নাই কদাচ ফলার যোগ্য কাট॥ ২৯
ফলার কারণে যেই হয়েছে বিষণ্ণ।
সেজনে সদাই ধর্ম্ম ঠাকুর প্রসন্ন॥ ৩০
সেই ধর্ম্মে ভাব যে ফলার পাবে গাছ।
শুনি মনে ভাবনা বাড়িল সাত পাঁচ॥ ৩১
দেখিতে না পাই কারে কেবা কয় কথা।
ভূত প্রেত দানা কিবা না জানি দেবতা॥ ৩২
দেবতা ভাবিতে বনে দৈববাণী রটে।
ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি সঞ্চরিল ঘটে॥ ৩৩
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি লাগিল কাঁদিতে।
শয়ন করিতে নিদ্রা আইল আচম্বিতে॥ ৩৪
অন্তরে জানিয়া প্রভু হনূমানে কন।
আপনি অবনী বাছা করহ গমন॥ ৩৫
ময়নাতে মল্লবিদ্যা শিখাইলে যারে।
আপনি অভয়া আসি অসি দিল তারে॥ ৩৬
ফলা-যোগ্য কাষ্ঠ নাই অবনীমণ্ডলে।
কাননে কাতর কর্ম্মী পড়িয়া ভূতলে॥ ৩৭
স্বর্গবৃক্ষে লয়ে মহী করহ পয়ান।
আজ্ঞাবন্দী এল বীর কবিরত্ন গান॥ ৩৮
আজ্ঞাবন্দী বীর হনূ দেববৃক্ষ আনি।
আরোপিলা কর্ম্মি কাছে কন স্বপ্ন বাণী॥ ৩৯
গাতোল গাতোল কর্ম্মী গায়ের ঝাড় ধূলা।
শিয়রে স্বর্গের বৃক্ষ কেটে কর ফলা॥ ৪০
নিদ্রা ভঙ্গ হলো কর্ম্মী চারি পানে চান।
স্বপনেতে গাছ পেলে দেখে বিদ্যমান॥ ৪১
নতমান প্রভুপদে লোটায়ে অচলা।
কেটে নিল তরুবরে নির্ম্মাইতে ফলা॥ ৪২
চারিখণ্ড করিয়া চৌরস করে চাঁচে।
ঘরে লয়ে কামার বরাত বুঝে আঁচে॥ ৪৩
দেবীর অসির আগে মনুষ্যের ফলা।
অসম্ভব কারণ করিতে নারে তলা॥ ৪৪
পিতা পুত্র আপনি অপর ভাই তিনে।
সুতা ধরি অসাধ্য বুঝিল সারাদিনে॥ ৪৫
নিশ্বাস ছাড়িল কর্ম্মী মহাত্রাস গণি।
নাবুঝি করিছি হাতে ভূপতির কড়ি।
দেবীর অসির ফলা কার বাপে গড়ি॥ ৪৭
যার কাষ্ঠ কাটিতে দেবতা ডেকে বলে।
স্বর্গ হৈতে এলো বৃক্ষ নাছিল ভূতলে॥ ৪৮
না জানি এমন ফলা রাজার সাক্ষাতে।
অভাগ্য এসেছি কয়ে দিব দিন সাতে॥ ৪৯
অতেব ঘুচিল দেশে বসতির আশ।
বাহান্ন পুরুষ ছিল ময়না নিবাস॥ ৫০
এত বলি শাল ঘরে রাখে সেই কাট।
মনস্তাপে রহে ঘরে টানিয়া কপাট॥ ৫১
ধর্ম্মপদ ধ্যান করে কাঁদে কর্ম্মী দীন।
অন্তরে জানিল ধর্ম্ম ভক্ত-পরাধীন॥ ৫২
দেব-কর্ম্মিরাজে প্রভু কহিলা আপনি।
যাও বিশ্বকর্ম্মা তুমি ময়না-অবনী॥ ৫৩
লাউসেনে অভয়া আপনি দিল অসি।
তুমি গড়ে দিলে ফলা মনে প্রীত বাসি॥ ৫৪
ময়না উত্তর অংশে কামারের বাটী।
শালঘর-ঈশানে রেখেছে কাষ্ঠ কাটি॥ ৫৫
ধর্ম্মের আদেশ কর্ম্মী বন্দি সমাদরে।
প্রবেশে ময়নামহী কামারের ঘরে॥ ৫৬
যতনে জ্বালিয়া দিল রতনের বাতি।
কারখানা পাতিল শালে সাত ঘটী রাতি॥ ৫৭
দেখিল চৌরস কাট হেন চাপা ফুল।
হানি হাত-করাতে বরাতে সমতুল॥ ৫৮
ইন্ধন অভেদ যোড় যুড়িল যতনে।
যড়িত করিল কত রজত রতনে॥ ৫৯
হুতাশনে বায় হবি যাহাতে হাতিলা।
কত নিধি পাবকে পোড়ায়ে করে খিলা॥ ৬০
কত কাঁচা কাঞ্চন করিয়া কুচি কুচি।
করিল কতেক চিত্র মনোহর রুচি॥ ৬১
লিখিল ভারতবর্ষ হর্ষ হয়ে মনে।
যাহাতে জন্মিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে॥ ৬২
শুক্ল রক্ত তথা পীত কৃষ্ণবর্ণ ভেদে।
দশ অবতার লিখে অনুপম বেদে॥ ৬৩
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ অবতার।
বেদ বসুমতী দৈত্য যাহাতে উদ্ধার॥ ৬৪
বলির মস্তকে পদ বামন মুরারি।

তবে লিখে পূর্ণব্রহ্ম প্রভু পরাৎপর।
দনুজারি দীনবন্ধু দয়ার সাগর ॥ ৬৬
রামচন্দ্র ভরত লক্ষণ শত্রুঘন।
তবে লিখে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৬৭
কৃষ্ণবলরাম সঙ্গে যত ব্রজ-বাল।
বিহরে বালক-বেশে মদনগোপাল ॥ ৬৮
তার পর বৌদ্ধ কল্কি করিল নকস
অবতার অসংখ্য, লিখিল মাত্র দশ ॥ ৬৯
পূর্ণ অবতার লীলা লিখে তার পর।
ঋষিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর ॥ ৭০
বাল্মীকি গোঁসাই গ্রন্থ অনুভবে দেখা।
রামলীলা প্রথমে ফলায় গেছে লেখা ॥ ৭১
ভূভার হরণে প্রভু রাম অবতারে।
রাখিল মুনির যজ্ঞ তাড়কা সংহারে॥ ৭২
অভিশাপে অহল্যা পাষাণ ছিল তনু।
তারে উদ্ধারিল রাম দিয়া পদরেণু॥ ৭৩
হরধনু হেলায় ভাঙ্গিল বাহুবলে।
জানকী করিল বিভা লিখে কুতূহলে ॥ ৭৪
মিথিলায় বিভা করি রাম এলো দেশে।
রাজা হব হরিষে বিষাদে লেখে শেষে ॥ ৭৫
কান্দিতে কান্দিতে কর্ম্মী করিল প্রকাশ।
সীতা রাম লক্ষণ সহিত বনবাস ॥ ৭৬
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
বলিতে বিদরে বুক ব্যাকুল পরাণ ॥ ৭৭
রাখিয়া অযোধ্যাকাণ্ড লিখিল অরণ্য।
সীতার হরণ হেরি হরিল চৈতন্য ॥ ৭৮
লিখিতে নারিল কর্ম্মী হয়ে শোকে অন্ধ।
সীতার উদ্দেশ লিখে আর সেতুবন্ধ ॥ ৭৯
লিখিতে নারিয়া রাখে যত দুঃখ ভার।
রাবণ বধিয়া লিখে সীতার উদ্ধার ॥ ৮০
চৌদ্দ বৎসরের পরে রাম এলো ঘরে।
আনন্দে অবধি নাই অযোধ্যা নগরে ॥ ৮১
লিখিয়া রাজাধিরাজ রত্ন সিংহাসনে।
উথলে আনন্দসিন্ধু বিশাইয়ের মনে ॥ ৮২
লিখিতে লিখিতে কত ভক্তি উপজিলা।
তার পর দেব-কর্ম্মী লিখে কৃষ্ণলীলা ॥ ৮৩
গোবর্দ্ধন গোপগোপী বাছুর বালক।
গোকুলে গোবিন্দ-লীলা ছাড়িয়া গোলোক ॥ ৮৪
বিহরে বালকবেশে দেব-শিরোমণি।
ঘরে ঘরে খান কৃষ্ণ চুরি করি ননি ॥ ৮৫
গোপিনী সকল নাম ননিচোরা থোয়।
যশোদা নিষেধে ধরে দাগাদারী পোয় ॥ ৮৬
রাণীরে গোহারি গোপী বলে যোড় করে।
ভীত হইলা গোবিন্দ লিখিতে আঁখি ঝরে ॥ ৮৭
ব্রহ্মা-অগোচর কৃষ্ণ বিনা ভক্তি বলে।
হেন কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিল উদূখলে ॥ ৮৮
কুতূহলে দেবকর্ম্মী করিল লিখন।
হেলায় ধরিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন ॥ ৮৯
ব্রহ্মার মোহন লিখি বাড়ে প্রেমভক্তি।
কৃষ্ণের কৈশোর লীলা লিখে যথাশক্তি ॥ ৯০
এক পাশে নৌকাখণ্ড কানু যায় নেয়ে।
আর পাশে গোপিকা ব্যাকুলা বস্ত্র চেয়ে॥ ৯১
কালিয়া দমন মাঝে করিল প্রকাশ।
তার মধ্যে বেষ্টিত লিখিল পূর্ণরাস ॥ ৯২
রসবতী রাধিকা রসিক শিরোমণি।
রাস রসে ঢল ঢল গোবিন্দ গোপিনী ॥ ৯৩
দুপাশে গোপীর কাঁধে দিয়া দুটি হাত।
রসের আবেশ মধ্যে নাচে গোপীনাথ ॥ ৯৪
নতন-যৌবনী নব নাগরীর সঙ্গ।
রসবতী রাধিকা শ্যামের হৈল অঙ্গ ॥ ৯৫
ডম্বুর রবাব বিনা মুরলীর তান।
দোঁহে আধ বদনে দোঁহার গুণ গান ॥ ৯৬
লিখিয়া গোবিন্দ-কীর্ত্তি আনন্দিত মন।
তার পর বিশ্বকর্ম্মা করিছে লিখন ॥ ৯৭
চন্দ্র-সূর্য্যবংশে যত রাজা ছিল কালে।
পুরাণ প্রমাণ কর্ম্মী লিখিছে এ ঢালে ॥ ৯৮
মান্ধাতাদি মহীপতি রঘুবংশে যত।
কত কত সংক্ষেপে লিখিল ভক্তিমত ॥ ৯৯
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ কুরু মহাবল।
পরীক্ষিৎ অশ্বপতি উগ্রসেন নল ॥ ১০০
ধর্ম্মপাল লিখে আর রাজা গৌড়পতি।
মহুরা বিমলা আদি রাণী ভানুমতী ॥ ১০১
ময়না মণ্ডলপতি কর্ণসেন রায়।
রঞ্জাবতী লিখিল ধর্ম্মের কৃপা যায় ॥ ১০২
লাউসেন কর্পূর লিখে ধর্ম্মের কিঙ্কর।
ধর্ম্মভক্ত জনা কত লিখিল অপর ॥ ১০৩

সবশেষে কালু ডোম, লেখে ডুমুনী লিখি।
পাত্রকে লিখিল তার পদতলে দেখি॥ ১০৪
পাঁচচুলা করে দিল পেঁচ গোটাদশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস্॥ ১০৫
গাঁথিয়া জুতার মালা দিলেক গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখিল ফলায়॥ ১০৬
এক গালে কালী তার আর গালে চুন।
দেখে কোপে জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুন॥ ১০৭
গদগদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়॥ ১০৮
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চঞ্চুই চিল লিখে চক্রবাকে॥ ১০৯
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা॥ ১১০
কুহু কুহু কোকিল ছাড়িছে যেন রা।
শিখী পুচ্ছ করে উচ্চ পেয়ে মেঘ রা॥ ১১১
অসুর অমর নর করিয়া লিখন।
চারিভীতে তরুলতা লিখে পক্ষিগণ॥ ১১২
কাক কঙ্ক কোকিল কৌতুকে কালপেঁচা।
খঞ্জনী খঞ্জন লিখে আর কাদাখোঁচা॥ ১১৩
শারিশুকে সুরবে পড়িছে যেন পাঠ।
মাছরাঙ্গা মীনের মিলনে করে লাট॥ ১১৪
ঝালি খেলে বানরী চাপিয়া চিত্র তরু।
মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ মোষ মৃগ বন-গরু॥ ১১৫
সারি সারি শশক শার্দ্দূল শৃগাল শিবা।
কত চিত্র লিখিল সংক্ষেপে কব কিবা॥ ১১৬
নির্ম্মাণ করিল ফলা অবসান রাতি।
আপনি নির্ব্বাণ হ'ল রতনের বাতী॥ ১১৭
যতনে ঢাকিল ফলা বিমল বসনে।
বিশাই বিদায় হৈল আপন ভবনে॥ ১১৮
হরিগুরু চরণ হৃদয়ে করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান ঘনরাম গান॥ ১১৯
প্রভাতে কামার উঠে ধ্যান করি ধর্ম্ম।
শালঘরে দেখে দিব্য দেবতার কর্ম্ম॥ ১২০
বসন ভেদিয়া উঠে ফলার কিরণ।
হরিষে দেখিছে কর্ম্মী হয়ে হৃষ্ট মন॥ ১২১
প্রসন্ন দেবতাগণে দেখিল সাক্ষাত।
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিল বার সাত॥ ১২২

অনাথ-বান্ধব ধর্ম্ম বুঝিল নিদান।
বিশ্বকর্ম্মা এই ফলা করিল নির্ম্মাণ॥ ১২৩
অনুপম যত চিত্র মনোহর দেখি।
সেনের সহায় ধর্ম্ম মনে নিল সাক্ষী॥ ১২৪
প্রেমে অঙ্গ গদগদ গোষ্ঠীর সহিত।
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইল চিত॥ ১২৫
ফলা লয়ে হরিষে ভূপতি আগে দেন।
দেখি আনন্দিত অতি রায় কর্ণসেন॥ ১২৬
ধর্ম্মের আদেশ তায় কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্ম।
নির্ম্মাণ করেছে যত চুয়াইয়া ঘর্ম্ম॥ ১২৭
চিত্র দেখে মজে চিত্ত চেয়ে চারি পাশে।
পাত্র অপমান দেখি কর্ণসেন হাসে॥ ১২৮
পাশে কি করেছ কর্ম্মী বলেন ভূপতি।
কামার কহেন তবে করিয়া প্রণতি॥ ১২৯
কি মোর শকতি ফলা গড়ি মহাশয়।
না জানি দেবতা কোন্ তোমার তনয়॥ ১৩০
তারেত সতত তুষ্ট ত্রিলোকের পতি।
দেবকর্ম্মী গড়ে ফলা নিশাভাগ রাতি॥ ১৩১
শুনিয়া ভূপতি অতি আনন্দে বিভোল।
কর্ম্মিবরে আপনি উঠিয়া দিল কোল॥ ১৩২
এসে বলে দুই ভাই হয়ে হৃষ্টমনা।
পরিপূর্ণ হলো বলে মনের বাসনা॥ ১৩৩
যে চিত্র দেখিল তার চিত্ত রয় বাঁধা।
দেখে শুনে রঞ্জার ঘুচিল মন-ধাঁধা॥ ১৩৪
গুনিগণ ফলা দেখে গুণ করে শিক্ষা।
কত কত কর্ম্মীর হইল গুরু-দীক্ষা॥ ১৩৫
কবিগণ দেখে করে কাব্যের সন্ধান।
দেখিয়া পুরাণে বাড়ে পণ্ডিতের জ্ঞান॥ ১৩৬
ফলা দেখে ভাবুক সকলে করে ভাব।
কত পুরস্কার হৈল কামারের লাভ॥ ১৩৭
করে দিল কনক বলয় বাজুবন্দ।
শ্রবণে সোনার চাঁপা শিরে সরবন্দ॥ ১৩৮
কত নিধি কনক-কড়াই কণ্ঠহরে।
পট্টযোড়া জরিশালে নেহারে কামার॥ ১৩৯
কামারে বিদায় করি পোয়ে দিল ফলা।
আনন্দে বন্দেন রায় লোটায়ে অচলা॥ ১৪০
মহলা করিল পুত্র অসি ফলা ধরি।
মা বাপের মনে উঠে আনন্দ লহরী॥ ১৪১

অসি-যোগ্য ফলা রায় পেয়ে কুতুহলে।
দু ভেয়ে বিশেষ যুক্তি বসিয়া বিরলে॥ ১৪২
লাউসেন বলে হে কর্পূর শুন ভাই।
অতঃপর দুই ভেয়ে গৌড়ে চল যাই॥ ১৪৩
রাজা সনে চল যেয়ে করিব আলাপ।
কত কাল কুলাবে কেবল বৃদ্ধ বাপ॥ ১৪৪
বিনা করে অবশ্য আনিব এই দেশ।
সবা সনে পরিচয় পরম সন্দেশ॥ ১৪৫
মহারাণী মাসী মোর মামা ত পাত্তর।
মেসো বটে মহীপতি কেহ নহে পর॥ ১৪৬
দু ভেয়ে দেখিয়া সব হবে হরষিত।
কর্পূর কহেন দাদা এই সে উচিত॥ ১৪৭
কেবা ধরে সংসারে তোমার সম গুণ।
আমি জানি দাদা তুমি দ্বিতীয় অর্জ্জুন॥ ১৪৮
যার অস্ত্র প্রতাপ বলিতে নারে আনে।
ভীষ্ম কর্ণ সুধন্বা সংহারে যার বাণে॥ ১৪৯
যে কিছু প্রতাপ শুন কৃষ্ণ তার মূল।
সেই প্রভু দাদা হে তোমারে অনুকূল॥ ১৫০
আপনি পাঠালে ফলা বাঞ্ছাকল্পতরু।
মায়াতে মরুত-পুত্র মল্লমহাগুরু॥ ১৫১
আপনি অভয়া যারে যেচে দিল অসি।
কেমনে এমন জন ঘরে রবে বসি॥ ১৫২
নিজগুণ প্রকাশিলে প্রকাশে পৌরুষ।
যশ কীর্ত্তি জাগিবে জগত হবে বশ॥ ১৫৩
লাউসেন বলে তবে বিলম্বে কি ফল।
কর্পূর বলেন ভাল পরম মঙ্গল॥ ১৫৪
পিতা মাতা চরণে বিদায় চল লই।
সেন বলে ভাই হে বিষম কথা অই॥ ১৫৫
জানিলে জননী যেতে না দিবে সর্ব্বথা।
না কয়ে কেমনে যাব সাক্ষাৎ দেবতা॥ ১৫৬
এত শুনি রাণীর জীবনে বাজে শাল।
কবিরত্ন ভণে ধর্ম্ম সঙ্গীত রসাল॥ ১৫৭
এতেক বলিল পিতা-মাতার চরণে।
গৌড় গমনের বড় সাধ আছে মনে॥ ১৫৮
লোকে বলে মাকে চেয়ে মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি॥ ১৫৯
শোকে শুখাইল হিয়া সমাচার শুনি।
শ্যামলশরীর বাছা জিনি কাঁচা ননি॥ ১৬০
দুর্গম গৌড় যাবে মানা নাহি করি।
দেখ বাপু দাঁড়ায়ে অভাগী আগে মরি॥ ১৬১
হরি হরি প্রাণ গেল করি বেটা বেটা।
সে বেটা মায়ের বুকে মেরে যায় জাঠা॥ ১৬২
বলিতে বলিতে চক্ষে বহে দশধারা।
দিবসে আন্ধার হ'ল কোলে পুত্র হারা॥ ১৬৩
কর্ণসেন বলে বাপু কোন বুদ্ধে কও।
বোল বল বিষম বালক বৈ ত নও॥ ১৬৪
গৌড় দুর্গম দূর কত দিব লেখা।
ক্রোশ অর্দ্ধ ক্রোশ নয়,পূর্ব্ব পানে দেখা॥ ১৬৫
মহারাজ দশরথে ঘোষে সর্ব্বলোকে।
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে মলো পুত্রশোকে॥ ১৬৬
খদ্যোত পতঙ্গে বাপু তুলনা না করি।
তোমা না দেখিয়া পাছে সেইরূপ মরি॥ ১৬৭
কত কষ্টে নামটী ঘুচেছে আঁটকুড়া।
একালে উচিত বাপু ছেড়ে যাবে বুড়া॥ ১৬৮
পিতা-মাতা-চরণ ধরিয়া দুই করে।
লাউসেন বলেন বচনে আঁখি ঝরে॥ ১৬৯
দোঁহার আশীষে ধরি দেবী-অসি ফলা।
মেসোর সাক্ষাতে যেয়ে করিব মহলা॥ ১৭০
তোমার পুণ্যের প্রভা জানাব সভায়।
জয়যুক্ত হয়ে আমি আসিব ত্বরায়॥ ১৭১
খাওয়ালে মাখালে কোলে পড়ালে শুনালে।
ভাল মন্দ জানা যায় সভা এলে গেলে॥ ১৭২
কোলে বসে কেবল কুপুতো হয়ে রই।
তোমার কলঙ্ক বাপা হবে দেশ বই॥ ১৭৩
রাণী বলে ওরে বাপু লাউসেন রায়।
না যাও না যাও ছেড়ে অভাগিনী মায়॥ ১৭৪
না দেখিয়া তিলে তিলে তোমা হই হারা।
পরাণ পুতলি তুমি লোচনের তারা॥ ১৭৫
সম্মান সম্পদ সব সংসারের সুখ।
সকল বিফল দেখি না দেখিলে মুখ॥ ১৭৬
তোরে আমি পেয়েছি অভাগী বড় দুখে।
এখনও শালের দাগ ঘুচে নাই বুকে॥ ১৭৭
মুখে চুম্ব দিয়া যত দুঃখ গেছে বাপ।
ভুল না ত্রিগুণ তুমি তাপিনীর তাপ॥ ১৭৮
পথে ব্যাঘ্র ভল্লুক ভূতুলে চোর খাট।
যেতে চাহ কেমনে এমন দুর্গম বাট॥ ১৭৯

পাঠ যত পড়েছ পড়াও বসে রায়।
মল্লবিদ্যা শিখেছ নিপুন হও তায়॥ ১৮০
পরাভব করাও আনিয়া অন্য মাল।
গৌড়েতে অবশ্য যাবে আছে তার কাল॥ ১৮১
সেন বলে তোমার জঠরে যার জন্ম।
কর্ণসেন পিতা আর প্রভু যার ধর্ম্ম॥ ১৮২
তার কর্ম্ম সংসারে অসাধ্য নাই মা।
আজ্ঞা না করিলে বাড়াতে নারি পা॥ ১৮৩
বিদায় করিলে কিন্তু রব এক চাঁদ।
ভাল বলি, ভুলায়ে রাখিতে চিন্তে ফাঁদ॥ ১৮৪
দাসী-সনে যুকতি কেমনে রয় পো।
প্রবোধিছে মালিকী নয়নে মুছে লো॥ ১৮৫
ঔষধ করিয়া রাখ আপন নন্দন।
রাণী বলে কে আছে এমন গুণী জন॥ ১৮৬
দাসী বলে গোলাহাটে সুরিক্ষার চেড়ি।
গুয়াপানে মাখাইয়া ঔষধের গুঁড়ি॥ ১৮৭
রেতে করে মানুষ দিবসে করে অজা।
রাণী বলে দূর কর হেন ছার ওঝা॥ ১৮৮
বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে॥ ১৮৯
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদ মুখ দেখি বারমাস॥ ১৯০
কল্যাণী কহিছে কেন এ কোন্ অসাধ্য।
রমতির মাল যেন তোমার বটে বাধ্য॥ ১৯১
তোমার দাদার মল্ল নামজাদা শূর।
মল্ল সারঙ্গধল নাম, আকৃতি অসুর॥ ১৯২
মনে নিল, মহারাণী ডাকে শিঙ্গাদারে।
বিবরণ বাচায়ে বলিল বারে বারে॥ ১৯৩
বলো, মল্লবিদ্যা তব ভাগিনা শিখিবে।
শুনিলে সানন্দে দাদা সেইক্ষণে দিবে॥ ১৯৪
না জানে এসব তত্ত্ব কর্ণসেন রায়।
বিদায় হইল সিঙ্গা কবিরত্ন গায়॥ ১৯৫
সাজি শীঘ্র শিঙ্গাদার, কালিন্দী হইল পার,
শিরে বান্ধি রঞ্জার আরতি।
দিবা রাতি অতি দ্রুত, একে একে পথ যত,
রাখি পিছে প্রবেশে রমতি॥ ১৯৬
দরবার হৈতে পাত্র, দলুজে বসেছে মাত্র,
শিঙ্গা বলে, লোটায়ে অবনী।
নিবেদন কর-যুড়ি, দক্ষিণ ময়না বাড়ী,
পাঠাইল তোমার ভগিনী॥ ১৯৭
বায়ু-যুত কাষ্ঠঘৃতে, যেন জ্বলে অগিনিতে,
কোপ মনে বলে দুষ্ট খল।
কিরে বেটা সমাচার, কে ভাই ভগিনী কার,
ভালরে কারণ শুনি বল॥ ১৯৮
বুকে নাই ডর ভয়, দূত বলে মহাশয়,
তোমার ভাগিনা মহাবল।
মল্লবিদ্যা শিখাইতে, আদরে এসেছি নিতে,
যদি দেহ মল্ল শারঙ্গধল॥ ১৯৯
এত শুনি ঘুচে রুষ্ট, মন্দমতি মহাতুষ্ট,
দুষ্টমতি কৃষ্ণে যেন কংস।
সেইরূপই ভাবে তূর্ণ, মনোবাঞ্ছা হবে পূর্ণ,
মল্ল হাতে ভাগিনার ধ্বংস॥ ২০০
এত ভাবি এককালে, আনাইল পাঁচ মালে,
যতদূত দোসর দুরন্ত।
সভামাঝে কয় যত্নে, আমার ভাগিনা-রত্নে,
মল্লবিদ্যা শিখাবে তুরন্ত॥ ২০১
কাণে কাণে কয় কাছে, আছাড়ে মারিবে গাছে
পাছে ভাব পাত্রের ভাগিনা।
ও দুষ্ট আমার অরি, আসিবে সংহার করি,
তিন গুণ বাড়িবে মাহিনা॥ ২০২
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে, তবে পাত্র কুতুহলে,
শিঙ্গাদারে সঁপে দেন মাল।
প্রণতি করিয়া শিঙ্গা ধায় ধাড়ায়ের ফিঙ্গা,
মল্লগণ বিক্রমে বিশাল॥ ২০৩
শিঙ্গা বলে আইল মাল, শুনি রঞ্জা দিল শা
সোনালি শিরপা সরবন্দ।
বাড়ালে দূতের আশা, মল্লগণে দিল বাসা,
ঘনরাম রচিল সুছন্দ॥ ২০৪
প্রভাতে সাজিয়া মল্ল রাজধানে চলে।
পথে হতে রঞ্জাবতী ডাকালে বিরলে॥ ২০৫
রাঙ্গা-মাটী-মণ্ডিত প্রণত পাঁচ মাল।
বিষম ব্যাপক বপু বিক্রমে বিশাল॥ ২০৬
ভূতলে আছাড়ে ভুজ ভূষিত ধূলায়।
পাষাণে আছাড় মারি কড়া সব গায়॥ ২০৭
বীর-ধটী সাপটি সবার কটি আঁটা।
ঊরু চারু চলনে চলিতে বাজে ঘাঁটা॥ ২০৮

মল্লডোর মাথায় মণ্ডিত বীর-আনা।
ফলঙ্গে লঙ্ঘিতে পারে ত্রিশ হাত খানা॥ ২০৯
ভাবনা করেন রঞ্জা দেখি সব মালে।
নাজানি কি আছে আজি অভাগী-কপালে॥২১০
আপনি প্রবোধে পুনঃ আপনার মন।
যেরূপ কহিব মালে করিবে তেমন॥ ২১১
রাণী বলে বল বাপু মল্ল শারঙ্গধল।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু বাড়ীর কুশল॥ ২১২
না পাই অনেক দিন মঙ্গল বারত্তা।
মা মোর করম-দোষে ছাড়িল মমতা॥ ২১৩
পথে পাঠাইয়া পিতা দিল জলাঞ্জলি।
কোন্ দোষে দাদার চক্ষের হনু বালি॥ ২১৪
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে মল্ল শারঙ্গধল।
ঘরের নফরে এত কয়ে নাই ফল॥ ২১৫
সব জানি কিছুতো কহিতে নারি তাঁ'কে।
রাণী বলে ও দুঃখ পুতেছি সব পাঁকে॥ ২১৬
আপনি ঘুচাব মোর নয়নের লো।
সদাই দূর্‌দেশে যেতে চায় দুটি পো॥ ২১৭
অভাগীর ভাড়া অই কৃপণের কড়ি।
অন্ধার মাণিক অই অন্ধকের নড়ি॥ ২১৮
আখড়া খেলাতে যায় হয়ে অভিলাষী।
তিলে তিলে হই হারা মনে হেন বাসি॥ ২১৯
বাব্ হৈছে বুকের বচন শেল-পাটা।
আঁটকুড়া বলি দাদা সদাই দিত খোঁটা॥ ২২০
সকলি থাকিবে শুনে যত দুখের পো।
দক্ষিণ চরণ ভেঙ্গে খোঁড়া করে থো॥ ২২১
পোয়ের উপায় যত হতো গৌড় যেয়ে।
লক্ষগুণ পাব ঘরে চাঁদ মুখ চেয়ে॥ ২২২
মাল বলে মহারাণী কিবা এই ভার।
ব্যাকুলি করিয়া রঞ্জা কহে পুনর্ব্বার॥ ২২৩
দেখ বাপু অন্য ঠাঁই পাছে লাগে ব্যথা।
মাল বলে মহারাণী নাই মন-কথা॥ ২২৪
রাজা সনে সম্প্রতি সাক্ষাত করা নয়।
কি কহিতে কি জানি কি কয় মহাশয়॥ ২২৫
রঞ্জাবতী রাণী বলে এই যুক্তি বটে।
লাউসেন কর্পূরে খেলে কালিন্দীর তটে॥ ২২৬
বাসার খরচ দিল দ্বাদশ কাঞ্চন।
পান ফুল দিয়া বলে সাধ প্রয়োজন॥ ২২৭
পান বন্দি প্রণতি করিয়া গেল মাল।
যেখানে খেলেন সেন বিক্রমে বিশাল॥ ২২৮
মালসাট মারিয়া ফলঙ্গে দশ বিশ।
সঘনে গগনে দিতে, মল্লে লাগে রিষ॥ ২২৯
শিহরিয়া সম্মুখে দাঁড়াল পাঁচ মাল।
কৃষ্ণ কলেবর-কান্তি মূর্ত্তিমান কাল॥ ২৩০
যেমন কংসের মল্ল মুষ্টি ও চানূর।
দেখিয়া সম্বোধি কন লাউসেন কর্পূর॥ ২৩১
কেরে ভাই তোমরা কি নাম কোথা ঘর।
কি কাজে কোথাকে কও কসেছ কোমর॥২৩২
এত শুনি অহঙ্কারে কয় মত্ত মাল।
দিগ্বিজয়ী হই মোরা বিক্রমে বিশাল॥ ২৩৩
মল্ল শারঙ্গধল মাল শকে যাই লেখা।
দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরি সঙ্গে সব সখা॥ ২৩৪
প্রতাপেতে সব দেশ জয় করি যাই।
সবে বলে ইহারা পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥ ২৩৫
বাহুবলে বুঝে বুলি বলবন্ত নরে।
পাত্রের নফর ঘর রমতি নগরে॥ ২৩৬
তার আজ্ঞা ছিল নিতে তোমার মহলা।
সাক্ষাৎ দেখিনু যে তোমার ছেলে খেলা॥ ২৩৭
হেলায় মহলা তবু লয়ে যেতে চাই।
পাত্রের হুকুম রাখি রণে বধি ভাই॥ ২৩৮
শুনিয়া সেনের সুত মনে মনে হাসে।
বলি বড়, বায়স বিনতা-সুতে শাসে॥ ২৩৯
মালে সম্বোধিয়া কন লাউসেন রায়।
হেলায় মহলা থাক্ প্রণপণে আয়॥ ২৪০
বৃহৎ শরীর তুমি দিগ্বিজয়ী মাল।
আকার বয়স বুঝে বলিতে ছাওয়াল॥ ২৪১
কৃশতনু কেশরী, পর্ব্বত প্রায় হাতি।
তবুতো পরাণ ছাড়ে মেলে এক লাথি॥ ২৪২
শকে লেখা যাও তুমি মল্ল শারঙ্গধল।
একে একে আয় ত আগেতে বুঝি বল॥ ২৪৩
মল্ল বলে এক চড়ে প্রাণ পারি নিতে।
সেন বলে তবে যদি ক্ষমা দিস্ চিতে॥ ২৪৪
কটু দিব্য তোতকে তালাক তিন তিন।
মল্ল বলে সামাল সামাল তোর দিন॥ ২৪৫
দড় দড় দুজনে যুদ্ধের আড়ম্বরী।
দ্বিজ ঘনরাম গায় ভাবিয়া শ্রীহরি॥ ২৪৬

বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
ভূতলে আছাড়ি ভুজ ছাড়ে সিংহনাদ॥ ২৪৭
আড়ম্বরী করি দোঁহে মাখে বীর-মাটী।
অমনি উঠিয়া লম্ফ উলটি পালটি॥ ২৪৮
মালসাট মারি দোঁহে হাতা হাতি যুঝে।
ঘোর শব্দ উঠিছে আছাড়ে ভুজে ভুজে॥ ২৪৯
মত্ত গজে গজে যেন বাজে মহাযুদ্ধ।
রণ-ধূলে অবনি আকাশ হ'ল রুদ্ধ॥ ২৫০
সেই রূপ সমরে সমান রোষা রুষি।
মহাযুদ্ধে মাথায় মাথার ঢুসা-ঢুসি॥ ২৫১
বাহু কসা কসি রুষি ঠেলা ঠেলি যায়।
চঞ্চল চরণ গতি ছান্দে পায় পায়॥ ২৫২
অমনি আছাড়ে ফেলে সিংহনাদ ছাড়ি।
পাছাড়ি পাছাড়ি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥ ২৫৩
সেন মহাপ্রতাপে মালের বসে বুকে।
মুটকি মারিতে তার রক্ত উঠে মুখে॥ ২৫৪
তবে মল্ল অধর্ম্ম অন্যায় যুদ্ধ করে।
আসিয়া সকল মালে লাউসেনে ধরে॥ ২৫৫
জনেক কর্পূর সনে করে হাতাহাতি।
তিন মালে লাগিয়া ছাড়াতে নারে ছাতি॥ ২৫৬
আপনি কেশরী যেন ছাড়িল মাতঙ্গ।
সেইরূপ ঝেড়ে রায় মারিয়া ফলঙ্গ॥ ২৫৭
মালসাট মারি মল্ল মার্ মার্ ডাকে।
সাহস সেনেরে তবু তুচ্ছ করি তাকে॥ ২৫৮
মালকে মারিয়া সেন ভ্রমে শূন্য ভরে।
গগনে ঘণ্টার ধ্বনি শুনি মন হরে॥ ২৫৯
মল্লগণ সালুর, সেনেরে দেখে অহি।
উলটি পালটি লাফে কাঁপাইছে মহী॥২৬০
মালক মারিয়া ধেয়ে সেনে ধরে তেড়ে।
বিক্রমে বিশাল রায় বেগে ফেলে ঝেড়ে॥ ২৬১
কোপে পুনঃ লাফায়ে ঝাঁপায়ে ধরে ঘাড়ে।
বজ্র চড় চাপড়ে সকলে ডাক ছাড়ে॥ ২৬২
বজ্র মুটকি মারিতে মালের মাথা ফুটে।
নাকে মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে॥ ২৬৩
কোপেতে তাপেতে লাফে প্রতাপে অসুর।
পাঁচ মালে ধরে তেড়ে ছাড়িয়া কর্পূর॥ ২৬৪
ধরাধরি পাড়াপাড়ি পাছড়া পাছড়ি।
তবু রায় ঝেড়ে উঠে সিংহনাদ ছাড়ি॥ ২৬৫

বেগগতি ধেয়ে সবে একই দপটে।
সাপটিয়া ধরি সেনে পাড়িল সঙ্কটে॥ ২৬৬
চরণে ধরিয়া পাক গগনে ফিরায়।
বদনে রুধির উঠে চমকিত রায়॥ ২৬৭
আড়ম্বরি করি ধরি, রাখিতে ভূতলে।
ধর্ম্মপুত্র বুঝিয়া ধরণী ধরে কোলে॥ ২৬৮
পাত্রের পোষিত তবে বলে মল্লগণ।
গাছে আছাড়িয়া যাই করিয়া নিধন॥ ২৬৯
ভাঙ্গি থুতে চরণ রঞ্জার আছে কথা।
খণ্ডালে পাত্রের কথা কাটা যাবে মাথা॥ ২৭০
সম্প্রতি পাথর চল চাপাইয়া যাই।
বাঁচে তো বধিব পিছু আগে কিছু খাই॥ ২৭১
এত বলি বুকেতে চাপা'ল শিলা-পাট।
সমর জিনিয়া চলে মারে মালসাট॥ ২৭২
রন্ধন ভোজন করে সবে বাসা গিয়া।
শিয়রে কর্পূর কান্দে শিরে হাত দিয়া॥ ২৭৩
লাউসেন বলে ভাই ধিয়াও গোঁসাই।
অনাথ-বান্ধব বিনে আর কেহ নাই॥ ২৭৪
অশেষ বিশেষ ভেয়ে প্রবোধ করিয়া।
অনাদি একান্ত ভাবে একান্ত হইয়া॥ ২৭৫
মনোহর মহাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি প্রভুপদ-পঙ্কজ-পরে॥ ২৭৬
স্তুতি করি মহামতি ভাসে আঁখি জলে।
পরিত্রাহি ডাকে রায় ভকতবৎসলে॥ ২৭৭
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২৭৮

হরি হরি হেন ছিল অভাগা কপালে।
কৈলে তুমি হেন জন্ম, কিছু না জানিনু ধর্ম্ম,
মল্ল হাতে মরি অল্পকালে॥ ২৭৯

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু, ব্রহ্মা বাঞ্ছা কল্পতরু,
পূজিব পালিব বাপ মায়।
মনে ছিল বড় সাধ, বিধাতা ঘটাল বাদ,
প্রভু হে প্রমাদে প্রাণ যায়॥ ২৮০

শিলা-পাটে বুক ফাটে, যাইতে যমের বাটে,
সঙ্কটে রাখিবে যদিস্যাৎ।
তবে জানি সত্য নাম, পতিত পাবন রাম,
অনাথ বান্ধব দীননাথ॥ ২৮১

সুধন্বা রাখিলে তৈলে, কয়াধু জননী শৈলে,
যৌ-ঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।
সে সব তোমার ভক্ত, আমি মূঢ় পাপাসক্ত,
নিজ নামে কর পরিত্রাণ ॥ ২৮২
করিতে এতেক স্তুতি, ব্যাকুল বৈকুণ্ঠ-পতি,
পাঠাইলা বীর হনুমানে।
বীর আসি মহীতলে, আখড়া প্রবেশ ছলে,
সেনে তোলে ফেলিয়ে পাষাণে ॥ ২৮৩
উঠে সেন ধ্যান-বলে বিশেষ বুঝিয়া বলে,
উঠাইয়া মুছিল নয়ন।
তুমি যে বিপদ গ্রস্ত, ইহাতে অধিক ব্যস্ত,
আপনি আছেন ভগবান ॥ ২৮৪
অতেব এসেছি বাপু, অবহেলে বধ রিপু,
দূরে তজ যত মন-ব্যথা।
সেন বলে মহাশয়, আর কি আমার ভয়
সদয় লক্ষ্মণ-প্রাণদাতা ॥ ২৮৫
এত বলি নতশির, আশীষ করিয়া বীর,
মল্লের নিধনে দিল বল।
বর দিয়া গেল হনু, তৎপদে প্রণত তনু,
ভণে দ্বিজ নূতন মঙ্গল ॥ ২৮৬
মার্ মার্ বলি উঠে লাউসেন রায়।
শুনিয়া বিস্ময় ভাবি মল্লগণ ধায় ॥ ২৮৭
আসি দেখে লাউসেন ভূমে হাঁটু পাড়ে।
ক্ষীরমাটী মাখি ভুজে ভূতলে আছাড়ে ॥ ২৮৮
ঝাড়ি উঠি উলটি পালটি লম্ফ দেন।
মল্ল হৈল করি", কেশরী হৈল সেন ॥ ২৮৯
রায় বলে আয় বেটা আজ যাবি কোথা।
ঐ পাথরে আছাড়ে ভাঙ্গিব তোর মাথা ॥ ২৯০
জেনেছি যোগ্যতা তোর বলে মল্লবর।
এখনি আমার হাতে যাবি যমঘর ॥ ২৯১
এত শুনি রুষে বলে মল্ল মহাশূর।
দেবকী-নন্দনে যেন মুষ্টিক চানূর ॥ ২৯২
ডাড়ম্বরি করি দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ।
নগর-নিবাসী যত গণিল প্রমাদ ॥ ২৯৩
কাপে তাপে লাফে ঝাপে তেড়ে ধরে রায়।
ঝড়ে ফেলে মহাবীর ভর করি পায় ॥ ২৯৪
উঠে মারি মালক মল্লের মাঝে পড়ে।
বজ্রমুষ্টি লাথি কিল মারে বজ্র চড়ে ॥ ২৯৫
দাবড়ে দুজনে বড় বাড়াল মহিম।
শারঙ্গ কীচক হইল, লাউসেন ভীম ॥ ২৯৬
বাহুকসা-কসি আর ঢুসা ঢুসি শিরে।
হাতাহাতি দ্রুতগতি চাক যেন ফিরে ॥ ২৯৭
চলিতে চরণ চোটে চমকিত মহী।
মল্ল সব সালুর, সেনেরে দেখে অহি ॥ ২৯৮
প্রতাপে প্রধান মল্লে আছাড়িয়া বীর।
হাঁটু দিয়া মুখে বীর নিকলে রুধির ॥ ২৯৯
পায়ে ধরি পাক দিয়া মারিল আছাড়।
পাষাণে ভাঙ্গিল মাথা চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ৩০০
পাঁচের প্রধান মৈল মত্ত মাল দুটা।
অপর পলায়ে ধরি দাঁতে করি কুটা ॥ ৩০১
মরা মালে টেনে ফেলে কালিন্দীর জলে।
যুদ্ধ যিনি দুই ভাই চলে কুতূহলে ॥ ৩০২
মল্ল-ডোর কলায় বান্ধিল মহাশয়।
দেখিয়া সকল লোকে লাগিল বিস্ময় ॥ ৩০৩
রাজরাণী বারতা শুনিয়া লোকমুখে।
আনন্দে ভাসিয়া দোঁহে পুত্র করে বুকে ॥ ৩০৪
মুখে করি চুম্বন আশীষ করে কত।
পিতা মাতা চরণে দু ভাই হৈল নত ॥ ৩০৫
বিশেষ মল্লের কথা শুনি কর্ণসেন।
রাণীরে অবোধ বলি অনুযোগ দেন ॥ ৩০৬
কু-বুদ্ধে এনেছে দুষ্ট পাত্তরের মালে।
প্রভু রক্ষা করিল তোমার পুণ্যবলে ॥ ৩০৭
যত মল্ল ভেক মাঝে শারঙ্গধল সর্প।
লাউসেন গরুড় নাশিল তার দর্প ॥ ৩০৮
রাণী বলে যে কিছু তোমার পুণ্যফলে।
দেখে শুনে সেনে সবে ধন্য ধন্য বলে ॥ ॥ ৩০৯
কেহ বলে লাউসেন পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥ ৩১০
কর্ণসেন বলে যত দূরে গেল ভয়।
যেখানে পাঠাব পুত্র সেই খানে জয় ॥ ৩১১
রাণী বলে তবু কি আঁখির আড় করি।
এত বলি আনন্দে প্রবেশ করে পুরী ॥ ৩১২
পুত্রের কল্যাণে কত বিলাইল ধন।
আনন্দে করিল রাজা দ্বিজ-দেবার্চ্চন ॥ ৩১৩
মল্লের নিধন পাত্র শুনিল বারতা।
হুতাশ ভাবিয়া মনে হেঁট করে মাথা ॥ ৩১৪

অতঃপর দুই ভাই বিরলে যুক্তি করে।
চল বেনে যাই দাদা গৌড় নগরে॥ ৩১৫
এত দূরে সম্প্রাতি হৈল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায়॥ ৩১৬
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥ ৩১৭
প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান্।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥ ৩১৮

ফলা নির্ম্মাণ পালা সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

গৌড় যাত্রার পালা।

প্রথমে প্রণতি করি দেব নিরঞ্জনে।
সাজিয়া চলিল তবে পিতা সম্ভাষণে॥ ১
উপনীত হৈল দোঁহে রাজার সাক্ষাত।
লক্ষ্মণের সহিত যেমন রঘুনাথ॥ ২
পিতারে প্রণতি করি বলেন বিনয়।
রাজ-সম্ভাষণে আজ্ঞা দেহ মহাশয়॥ ৩
কর্ণসেন বলে বাপু নাহি করি মানা।
সহিতে নারিব তব মায়ের গঞ্জনা॥ ৪
নাছে ঘাটে বাটে মাগী তোর মুখ চেয়ে।
আমি কত নিবারিব মন্দবুদ্ধি মেয়ে॥ ৫
পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার।
গোবিন্দ হইতে গোপ-কুলের উদ্ধার॥ ৬
কি করিল ভগীরথ জন্মে সূর্য্যবংশে।
সুপুত্র হইলে গোত্রে সবাই প্রশংসে॥ ৭
সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥ ৭ ক
কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে॥ ৭ খ
সিংহের প্রতাপ ধরে, হ'লে সিংহের ছা।
এ কথা শুনে তোর অভাগিনী মা॥ ৮
পিতা পুত্রে সম্ভাষ শুনিয়া রঞ্জারাণী।
নয়নে গলিছে ধারা গদগদ বাণী॥ ৯
আসিয়া ধরিল লাউসেনের গলায়।
কোথা কারে ছেড়ে যাবে অভাগিনী মায়॥ ১০
শুনিয়া রাজার যুক্তি প্রাণ মোর ফাটে।
এইকালে এখনি এতেক দুঃখ উঠে॥ ১১
ভেয়ের বচন শেলে জর জর হিয়া।
শালে ভর দিনু বাপু ইহার লাগিয়া॥ ১২
চাঁপায়ে সেবিয়া ধর্ম্ম ত্যজিনু জীবন।
এক জন্ম মরে পাইনু তোমা পুত্র ধন॥ ১৩
পাসরিনু সব দুঃখ চাঁদ মুখ চেয়ে।
তোমার বাপের যুক্তি বৃদ্ধকাল পেয়ে॥ ১৪
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজি পেলে স্বর্গ পথ॥ ১৫
জানিয়া শুনিয়া বুড়া না বুঝে বিশেষ।
বচন সরস ভাষে যাও দূর দেশ॥ ১৬
নত হয়ে লাউসেন নিবেদন করে।
বড় সাধ যাব মামা মেসোদের ঘরে॥ ১৭
লোকে বলে মাকে চেয়ে মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি॥ ১৮
কালে কালে কতেক রাজারে দিব কর।
সদাস সাদরে হব রাজার চাকর॥ ১৯
রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব।
ইলামে ময়না মহী অবশ্য আনিব॥ ২০
রাণী বলে কোন ধনে আমি নই হারা।
দূর দেশে যাবে কেন দরিদ্রের পারা॥ ২১
রাজ-কর খরচা খয়রাৎ হেন জানি।
পরাধীন পরাণ বিফল হেন গণি॥ ২২
বসিয়া বিরাজ কর বাপের ঠাকুর।
এত শুনি আগুসার কহেন কর্পূর॥ ২৩
সগুণ হইলে পুত্র সভাতে উজ্জ্বল।
নির্গুণ জনার মাতা সকলি বিফল॥ ২৪
কেবা কোথা রাজার চাকর নাহি হয়।
নিষেধ করহ কেন কারে কর ভয়॥ ২৫
তুমি যার জননী, জনক যার রায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায়॥ ২৬
রাণী বলে সব সত্য সাক্ষী পেনু মনে।
নামানে প্রবোধ পাপ মায়ের পরাণে॥ ২৭
বিদেশ গমনে বাপু বড় বুক চাই।
নবনী অধিক তনু তোরা দুটি ভাই॥ ২৮
ইহার কারণ বাপু কহি মন কথা।
কেবা না বাসনা করে পুত্রের যোগ্যতা॥ ২৯

রাজ-সঙ্গে আলাপে অনেক অর্থ লাভ।
যাইলে জানিবে যত মাতুলের ভাব ॥ ৩০
লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।
জননীর আশীষে জগতে হয় জয় ॥ ৩১
কৌশল্যার আশীষে ঠাকুর রঘুনাথ।
সবংশে রাবণ-রাজে করিল নিপাত ॥ ৩২
ভাসাইল সাগর-সলিলে গুরু শিলা।
সে কেবল জননী-আশীষে তার হৈলা ॥ ৩৩
লবকুশে আনন্দে আশীষ কৈল সীতা।
সেই তেজে জিনে তারা রাম হেন পিতা ॥ ৩৪
কুন্তীর আশীষে দেখ অর্জ্জুন অজয়।
আজ্ঞা দেও বিদেশে গমনে নাই ভয় ॥ ৩৫
প্রবোধ পাইয়া রাণী বাড়িল বিষাদ।
শিরে হাত দিয়া কত কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ ৩৬
কল্যাণে থাকিয়া রবে তোমরা দুজন।
রাণী বলে সঙ্কটে সহায় নিরঞ্জন ॥ ৩৭
রিপুগণ দলনে হইবে কালান্তক।
যশ কীর্ত্তি জগতে জাগিয়া যা'ক সক্ ॥ ৩৮
চরাচর চত্বরে চণ্ডিকা হবে সখা।
অবিলম্বে আসিবে রাজায় করি দেখা ॥ ৩৯
এতেক কহিয়া কহে কর্পূর পুতরে।
উপদেশ অনেক বুঝালে পরস্পরে ॥ ৪০
দরদেশে দুজনে থাকিবে কাছে কাছে।
ছোট ভাই বলিয়া বিরূপ বল পাছে ॥ ৪১
বড় বলে বড় ভাব বাড়াবে কর্পূর।
রামে অনুগত যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥ ৪২
তথাস্তু তোমার আজ্ঞা নহে অন্যমত।
এত বলি দুই ভাই করে দণ্ডবৎ ॥ ৪৩
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৪৪
বিদায় হইয়া সেন করিলা গমন।
কালিন্দী নদীর ঘাটে দিল দরশন ॥ ৪৫
তরণী-শরণে সুখে নদী হ"ল পার ॥
দুকূলে আকুল লোক করে হাহাকার ॥ ৪৬
গোবিন্দ-গমনে যেন যশোদা বিকল।
অবিরত রঞ্জার নয়নে বহে জল ॥ ৪৭
যাদুমণি জীবন জনম দুঃখিনীর।
যার লাগি শত শেলে ভেদিল শরীর ॥ ৪৮
হেন পুত্র যায় দূর মায়ে দিয়া দুখ।
রাখরে ময়নার লোক দেখি চাঁদ মুখ ॥ ৪৯
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
অবনী লোটায়ে কান্দে নাহি দেখে পথ ॥ ৫০
পুত্রশোকে সমাকুল সেই অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া কাঁদে কর্ণসেন রায় ॥ ৫১
গোবিন্দ ছাড়িয়া যেন যাইতে গোকুল।
গোপিনী সকল শোকে কান্দিয়া ব্যাকুল ॥ ৫২
সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
যেন চিত্তপুতুলি সেনের মুখ চেয়ে ॥ ৫৩
শোকাকুলি রঞ্জাবতী বুক নাহি বান্ধে।
অবনী লোটায়ে রঞ্জা ফুকারিয়া কান্দে ॥ ৫৪
প্রবোধিয়া কয় যত নগরের লোক।
পুত্র যায় মাসী বাড়ী কেন কর শোক ॥ ৫৫
প্রবোধ করিয়া নিয়া নিজ ঘরে যায়।
ধূলা-ডাঙ্গায় উপনীত লাউসেন রায় ॥ ৫৬
রাখিয়া বিক্রমপুর কতদূরে যায়।
পদ্মমা পশ্চাৎ করি কালীঘাট পায় ॥ ৫৭
অবিলম্বে মোকামে মোকামে যুবরাজ।
লঘুগতি প্রবেশ করিল জানাবাজ ॥ ৫৮
দ্বারিকেশ্বর পার হয়ে পীরের চরণে।
সেলাম করিয়া প্রবেশিল উচালনে ॥ ৫৯
রাখিয়া মগলমারি পশ্চাতে অমিলা।
সৈয়াদ মোকামে আসি সেন উত্তরিলা ॥ ৬০
বরাকপুরের খাল পশ্চাতে রাখিয়া।
উত্তরে উলায় গড়ে শ্রমযুক্ত হইয়া ॥ ৬১
তরণী সরণি হেরি মলিন বদন।
তরুতলে তখন বসিল দুই জন ॥ ৬২
শুন দাদা তপনে তাপিত হল তনু।
কি কব বিশেষ তায় মেঘমুক্ত ভানু ॥ ৬৩
অতিশয় পুণ্যোদয় আগে এই নদ।
যার জল পানে খণ্ডে অশেষ পাতক ॥ ৬৪
ভুবনে বিখ্যাত নদ দামোদর কয়।
স্নান পূজা ইহাতে উচিত মহাশয় ॥ ৬৫
শ্রীধর্ম্মে স্মরণে রায় কর স্নান দান।
পথে কর আহ্নিক তান্ত্রিক ত্বরাবান ॥ ৬৬
এত বলি স্নান পূজা প্রসাদ ভোজন।
সত্বরে করিলা দোঁহে করিয়া গমন ॥ ৬৭

বর্দ্ধমানে বন্দি চলে ভকত-বৎসলা।
সঙ্কট-নাশিনী শিবা সরবমঙ্গলা॥ ৬৮
গুরুগতি কজ্জলা রাখিয়া দুই জনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনী-বদনে॥ ৬৯
বিশ্রাম বাসনা হেতু নগর নেহালে।
প্রবেশ করিতে পুরি পথে হেন কালে॥ ৭০
হরিদাস তামুলি সনে পথে হ'ল দেখা।
মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা॥ ৭১
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুই জনে।
কতখান অনুমান তামুলির মনে॥ ৭২
অত্যন্ত দীর্ঘল নহে, নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব॥ ৭৩
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানব মূরতি হয়ে মহী মাঝে ফিরে॥ ৭৪
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ॥ ৭৫
মনে করে এমন অতিথি যদি পাই।
সেবায় বাড়াই পুণ্য পাতক এড়াই॥ ৭৬
বুঝি মোর আছে ভাগ্য নহে রাজ পথে।
কেন দেখা হবে মোর মহাজন সাথে॥ ৭৭
অনুমানি বিনয়ে কহেন ধীরে ধীরে।
এস মহাশয় আজ আমার মন্দিরে॥ ৭৮
উপযুক্ত কাল তায়, বুঝি পুণ্যবান্।
ভাল ভায়া চল বলি করিল পয়াণ॥ ৭৯
নিরঞ্জন চরণ স্মরণ ভাব্য চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত॥ ৮০
মিছে মায়া মধুলোভে জড়াইয়া জীব।
জন্ম জায় জঞ্জালে না ভজে সদাশিব॥ ৮১
বদনে না বল রাম নাম সুধাময়।
কুকর্ম্ম করেছ কত পাতক সঞ্চয়॥ ৮২
যম ভয় মহাঘোর নরক যন্ত্রণা।
তখনি তরিবে তার শুনহ মন্ত্রণা॥ ৮৩
পার পাবে পাপের সংসার ঘোর সিন্ধু।
বদনে গোবিন্দ গুণ গাও গাও বন্ধু॥ ৮৪
নিজবাসে আসি ভাষে জীবন সফল।
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল॥ ৮৫
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥ ৮৬
পরিপাটী ভোজন করায়ে পাঁচ রসে।
দুই চারি বচন সুধান ভক্তিবশে॥ ৮৭
কত জ্ঞানতত্ত্ব কথা তাহারে বুঝাই।
অলস এড়ায়ে নিদ্রা যান দুটি ভাই॥ ৮৮
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়া।
উপনীত গোবিন্দ-তনয় সুত-যায়া॥ ৮৯
রাতুল বরণ রুচি অরুণ উদিত।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত॥৯০
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ।
যতি সতী জনার হইল নিদ্রা ভঙ্গ॥ ৯১
হেন কালে ধর্ম্মপুত্র লাউসেন রাজা।
সরোবর সলিলে করিল স্নান পূজা॥ ৯২
বিদায়ের বিষয় বলিতে হরিদাসে।
তামুলি-তনয় তবে সবিনয়ে ভাষে॥ ৯৩
মহাশয় পরিচয় কর অতঃপর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কোন্ দেশে ঘর॥৯৪
পুণ্যবতী পুণ্যবান্ কেবা পিতা মাতা।
এত শুনি হ'ল রায় পরিচয়দাতা॥ ৯৫
ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ অবনী।
পিতা মোর কর্ণসেন মাতা রঞ্জারাণী॥ ৯৬
নিজ নাম লাউসেন অনুজ কর্পূর।
ভূপতি-সন্তোষ হেতু যাব গৌড়পুর॥ ৯৭
পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু-সুধায় চকোর॥ ৯৮
মোর জন্ম তপস্বিনী-জননী-জঠরে।
ধর্ম্ম পূজি তনু যে ত্যজিল শাল ভরে॥ ৯৯
শুনিয়া প্রণতি করি কন কর যুড়ি।
পদরজ পরশে পবিত্র মোর বাড়ী॥ ১০০
পুনরপি যখন এখানে হবে বাস।
তখনি জানিব মোর পূর্ণ অভিলাষ॥ ১০১
ঘৃণা না করিও তুমি ভৃত্য হরিদাসে।
বিজ্ঞ বট বাল্মীক পুরাণ ইতিহাসে॥ ১০২
রঘুবংশে রাম রাজা রাজীবলোচন।
নিত্যানন্দ পরম পুরুষ সনাতন॥ ১০৩
পালিতে পিতার সত্য বনবাসে গেলা।
গুহক চণ্ডাল সঙ্গে পথে হলো মেলা॥ ১০৪
সরণি আগুলি কহে করি যোড় হাত।
আজি আয় আমার মন্দিরে রঘুনাথ॥ ১০৫

পালিতে পিতার সত্য কালি যাস্ বন।
আশয় বুঝিয়া প্রভু নিল নিমন্ত্রণ ॥ ১০৬
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু-সেবিত।
হেন রাম, গুহক মন্দিরে উপস্থিত ॥ ১০৭
ফল মুল খান প্রভু গুহক-আদরে।
জানকী উদ্ধারি প্রভু এলো তার ঘরে ॥ ১০৮
আপনি সকল জান কি কব বিশেষ।
তোমার তুলনা তুমি পুরুষ পরেশ ॥ ১০৯
তুমি যে পুরুষ আর যার গর্ভে জন্ম।
কি কব মহিমা তার প্রভু যার ধর্ম্ম ॥ ১১০
এত শুনি লাউসেন আনন্দে বিভোল।
মৈত্র-ভাবে তামুলি-তনয়ে দিল কোল ॥ ১১১
শুন বন্ধু এদেশে আমার তুমি সখা।
যাতায়াতে এখানে আমার পাবে দেখা ॥ ১১২
এত বলি হরিদাসে করিল বিদায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটিতে দোঁহে যায় ॥ ১১৩
কর্পূর পশ্চাতে আগে লাউসেন বীর।
অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির ॥ ১১৪
সমান বয়েস বেশ বিধাতার লেখা।
রামে অনুগত যেন হরিসুত সখা ॥ ১১৫
গুরুপদ ভাবি যান পরম কৌতুকে।
কতদূরে সরণি দেখেন তিন মুখে ॥ ১১৬
লাউসেন কন ভায়া এবে চল আগে।
পথে দাঁড়াইতে নারি যাব কোন দিগে ॥ ১১৭
এতেক কহিল যদি সরস চাতুরি
কর্পূর কহেন দাদা নিবেদন করি ॥ ১১৮
অগ্রগামী তোমার কখন আমি নই।
ভাল মন্দ পথের বিশেষ কথা কই ॥ ১১৯
যদি যাব মহাশয় পশ্চিম সরণি।
দেখিবে দ্বারকা পুরী অযোধ্যা-অবনী ॥ ১২০
মথুরা গোকুল গয়া গোবর্দ্ধন গিরি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবন কাশী বিশ্বপুরী ॥ ১২১
এ সকল পুণ্যস্থান করিয়া ভ্রমণ।
ছমাসের পরে পাবে গৌড় ভুবন ॥ ১২২
ঈশান অখিল খণ্ডে যদি যাও ভাই।
তিন মাসে তরণি-সরণি সুখে যাই ॥ ১২৩
বিরাট-তন্ময় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রাজ্য গৌড়ের সহর ॥ ১২৪
এই পথে চল ভায়া লাউসেন কন।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন ॥ ১২৫
কর্পূর কহেন দাদা শুন নিবেদন।
এক যোগে দুই ফল ত্যজ কি কারণ ॥ ১২৬
তীর্থভূমি ভ্রমিয়া ভূপতি ভেট গিয়া।
লাউসেন কন ভাই শুন মন দিয়া ॥ ১২৭
এদেশে এমন বেশে কভু আসি নাই।
বক্রগতি ইহাতে উচিত নহে ভাই ॥ ১২৮
অবিলম্বে চল যাই রাজ সম্ভাষিয়ে।
শোকে জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে ॥ ১২৯
হরিদ্বার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
কোন তীর্থ নহে দূর দাঁড়াইলে মন ॥ ১৩০
বিজ্ঞ বট বুঝে দেখ বচন বিশেষ।
যে তত্ত্ব জানেনা যোগে ঠাকুর গণেশ ॥ ১৩১
সুরপতি শঙ্কর পূজিল যেই কালে।
পারিজাত মালা দিল সদাশিব গলে ॥ ১৩২
মালা গলে কৈলাসে আইল সদানন্দ।
কার্ত্তিক গণেশ দেখি আরম্ভিল দ্বন্দ্ব ॥ ১৩৩
বিবাদ ভাঙ্গিল শিব বিষম বচনে।
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমি আগে ভাই দুইজনে ॥ ১৩৪
যেজন ভ্রমণ করি আসিবে সকালে।
পারিজাত মালা আমি দিব তার গলে ॥ ১৩৫
এত শুনি আনন্দে বিভোল ষড়ানন।
শিখি-আরোহণে শূন্যে করিল গমন ॥ ১৩৬
শুনিয়া চিন্তিত বড় গণেশ ঠাকুর।
গমনে শকতি নাই বাহন ইন্দুর ॥ ১৩৭
যোগাসনে গজানন বুঝিয়া বিশেষ।
রাম নামে নাই কোন তীর্থ অবশেষ ॥ ১৩৮
রাম নাম অখিল মন্ত্রের বীজময়।
নীর বাত তরণি সরণি সুখোদয় ॥১৩৯।
আশ্রয় করিলো তবে যোগাসনে বসি।
মহূর্ত্তেকে পেলে তত্ত্ব তীর্থ-অভিলাষী ॥ ১৪০
বুঝি গলে মালা দিল দেব পুরহর।
কার্ত্তিক আসিয়া পিছে হইল ফাঁপর ॥ ১৪১
হেন রাম নামে যদি রতি মতি হয়।
তাকে চেয়ে তীর্থ যাত্রা ফল বাড়া নয় ॥ ১৪২
বিলম্বে নাহিক কার্য্য শীঘ্র চল ভাই।
ছমাস ছাড়িয়া ছদিনের পথে যাই ॥ ১৪৩

তরাসে তখন ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে দূর দূর॥ ১৪৪
লাউসেন বলে কেন কিবা বল ভয়।
কর্পূর কহেন শুন দাদা মহাশয়॥ ১৪৫
আগে ঐ অন্ধকার জলন্দার গড়।
গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়॥ ১৪৬
অই পথে ভূপতি শার্দ্দূল কামদল।
যার পরাক্রমে টুটে দেবতার বল॥ ১৪৭
জল্লাদ-শিখরে বধি বাঘ হলো রাজা।
সদাই সদয় তারে দেবী দশভুজা॥ ১৪৮
অন্ধকের চক্ষু তুমি দরিদ্রের হীরা।
না যাও ও পথে দাদা চল যাই ফিরা॥ ১৪৯
সামান্য শার্দ্দূল নয় শুন মহাভাগ।
ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল অভিশাপে বাঘ॥ ১৫০
কও কেন কিবা দোষে কেবা দিল শাপ।
কর্পূর কহেন শুন তার মনস্তাপ॥ ১৫১
বলিতে বাহুল্য বাক্য বৈস দণ্ড দুই।
গুরুতর ভার স্কন্ধে অসি ফলা থুই ১৫২
রাখিয়া বিবরে কন শার্দ্দূলের জন্ম।
দ্বিজ ঘনরাম গান ধ্যান করি ধর্ম্ম॥ ১৫৩
কর্পূর কহেন তত্ত্ব, শুন দাদা সুমহত্ত্ব,
বাঘ জন্ম করি নিবেদন।
নর্ত্তক শ্রীধর নামে, ছিল সুরপতি ধামে,
ব্যাঘ্র হইল দৈবের ঘটন॥ ১৫৪
একদিন সুরপুরে, শ্রীধর তাণ্ডব করে,
দেব সভা দেখেন হরিষে।
তাণ্ডবে তুষিল সভা, হেন কালে হেম আভা
ঈশ্বরী আইল অবশেষে॥ ১৫৫
বাঘ পৃষ্ঠে ভর করি, প্রবেশিল সুরপুরী,
মহেশ গণেশ গুহ সঙ্গ।
দেখিয়া বাঘের ঠাট, বিচলিত হৈল নাট,
নর্ত্তক করিল তাল ভঙ্গ॥ ১৫৬
বুঝিয়া তাহার মতি, কোপে তাপে ভগবতী,
অভিশাপ দিলেন অরিষ্ট।
দেখিয়া যাহার রঙ্গ, তাণ্ডব করিলি ভঙ্গ,
সেই কুলে জন্মাগে পাপিষ্ঠ॥ ১৫৭
শুনি এই অভিশাপ নটপতি পায় তাপ,
কহে চণ্ডী-পদে করি শোক।
মন্দমতি জনে জয়া, কে জানে তোমার মায়া,
যাহাতে মোহিত তিন লোক॥ ১৫৮
তোমার নর্ত্তক হয়ে, মহী-মণ্ডলেতে যেয়ে,
কাননে কেমনে হব বাঘ।
পতিতপাবনী নামা, কোন্ দোষে অগো শ্যামা,
বালকে এতেক হলো রাগ॥ ১৫৯
কুক্ষণে পোহাল নিশি, কোন দোষে নহি দোষী,
কান্দে নট করি মনস্তাপ।
তুমি যে আপনি মাতা, সুমতি কুমতি দাতা,
তবে কেন মোরে অভিশাপ॥ ১৬০
তোমার মহিমা শেষ, ভব, বিধি, হৃষীকেশ,
শনক সনন্দ সনাতন।
বিশেষ না পেলে ভেদ, আগম পুরাণ বেদ,
তপে যপে যোগে যোগিগণ॥ ১৬১
আমি মন্দমতি ভ্রান্ত, কি জানিব শাপ অন্ত,
কৃপা করি কহ মহেশ্বরী।
জন্ম যেয়ে জলন্দাতে, সংগ্রামে সুজন হাতে,
মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী॥ ১৬২
অভিমান ত্যজ দূরে, এইরূপে সুরাসুরে,
অভিশাপ দৈবের ঘটন।
মুরারি ভবন-দ্বারী, সুরপতি দনুজারি,
দুঃখ পেলে যাহার কারণ॥ ১৬৩
নিবৃত্ত হইয়া নাটে, চম্পক নদীর তটে,
রূপী বাঘের গর্ভে কর বাস।
আমি না ছাড়িব দয়া, দিব চরণের ছায়া,
স্মরণে পুরাব অভিলাষ॥ ১৬৪।
নর্ত্তক কহেন জয়া, তুমি যদি কর দয়া,
কিবা দুঃখ পাতাল অবনী।
সুরাসুর নর যক্ষ, জীব জন্তু পশুপক্ষ,
তুমি মাত্র ভুল না জননী॥ ১৬৫
দৈবযোগে ভ্রমে বনে, বাঘিনী বাঘের সনে,
ঋতুমতী চম্পকের তীরে।
অভিশাপে সুরপুরী, ত্যজি ধরা অবতরি,
জন্ম নিলা বাঘিনী-উদরে॥ ১৬৬
এইরূপে শাপভ্রষ্ট, খল জন্তু বাঘ দুষ্ট,
গর্ভে বাড়ে বাঘ কামদল।
গুরুপদ-সরসিজ, ভাবি ঘনরাম দ্বিজ,
বিরচিল শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল॥ ১৬৭

নর্ত্তকে করিল বাঘ হেমন্তের ঝি।
লাউসেন বলে, বল তার পর কি ॥ ১৬৮
কর্পূর কহেন দাদা সেই রূপী বাঘী।
গর্ভ লয়ে আশ্রয় করিল তারা দিঘী ॥ ১৬৯
লাউসেন কন ভায়া কবে পরিচয়।
গর্ভবতী হয়ে কেন ছাড়িল আশ্রয় ॥ ১৭০
এমন সময়ে পক্ষ নাহি ছাড়ে বাসা।
কর্পূর কহেন দাদা শুন তার দশা ॥ ১৭১
যে কালেতে জননী পূজিল নিরঞ্জন।
চাঁপায়ের তটে গেলা লইয়া গাজন ॥ ১৭২
কানন কাটিতে কত মনে পেয়ে ভয়
ত্বরা করি তারা দিঘী করিল আশ্রয় ॥ ১৭৩
কত দিন কাননে আছিল অভিলাষ।
কালে প্রসবিলা পুত্র পার্ব্বতীর দাস ১৭৪
ললাটে লিখন তার ছিল দৈববাণী।
পুত্র প্রসবিতে প্রাণ তেজিল বাঘিনী ॥ ১৭৫
ব্যাকুল বাঘের পুত্র চায় চারি ভিতে।
অশেষ অভাগ্য বাঘা অবনী আসিতে ॥ ১৭৬
সহজে চঞ্চল শিশু ক্ষুধায় অজ্ঞান।
মৃত মাতা কোলে সেই করে দুগ্ধ পান ॥ ১৭৭
মৃত্যু কথা শুনি রায় দয়ায় তরল।
কর্পূর কহেন দাদা সব কর্ম্ম-ফল ॥ ১৭৮
বিবরে বলেন এই শার্দ্দূলের জন্ম।
পুনরপি শুন তার নিদারুণ কর্ম্ম ॥ ১৭৯
আনন্দে অবনী-পতি জল্লাদ শিখর।
শিকার করিতে রাজা সাজিল লস্কর ॥ ১৮০
দলে বলে বিপিনে বেড়িল নরপতি।
সে দিবস শিকার না পেলে দৈবগতি ॥ ১৮১
তিন যামে তপন, তৃষায় তপ্ততনু।
বাড়িল বিশেষ ক্লেশ মেঘগত ভানু ॥ ১৮২
নফরে ভূপতি বলে জল আন ভাই।
বিধাতা বিমুখ আজি ফিরে ঘরে যাই ॥ ১৮৩
শুনিয়া সত্বরে ধায় রাজার আরতি।
হরিদাস নফর অপর ধনপতি ॥ ১৮৪
হাতে লয়ে হেম ঝারি তারা দিঘী তটে।
সম্মুখে শার্দ্দূল সুতে দেখিল নিকটে ॥ ১৮৫
মানুষের সাড়া পেয়ে বাঘা দিল ভঙ্গ।
হরিদাস বলে ভাই হেদে দেখ রঙ্গ ॥ ১৮৬
তরাসে তরল তনু পলাইতে চায়।
ধাওয়াধায়ি নরপতি ধরে যেয়ে তায় ॥ ১৮৭
ঝারি ভরি বারি নিল বস্ত্রে বান্ধি বাঘে।
ভেট দিয়া ভাবে আসি ভূপতির আগে ॥ ১৮৮
শিকার সফল আজি শার্দ্দূলের ছা।
অল্প কালে মৈল অই অভাগার মা ॥ ১৮৯
মৃত মাতা কোলে দুগ্ধ খেতেছিল রায়।
শুনি অতি হর্ষমতি নরপতি তায় ॥ ১৯০
চারিদিগে চঞ্চল নয়নে বাঘা চায়।
করুণা করিয়া লেজ মাথায় ফিরায় ॥ ১৯১
দেখাইতে হেতের হাঁপালে ধরে থাবা।
তা দেখি ভূপতি বলে ভাল মোর বাবা ॥ ১৯২
কড় মড় করে দন্ত, দন্তী দেখে রুটে।
লেজটা নাচায়ে লম্ফ দিতে চায় উঠে ॥ ১৯৩
বাঘের বিক্রম দেখি বাড়িল আনন্দ।
নফরে বকশীশ দিল জোড়া শালবন্দ ॥ ১৯৪
দুর্দ্দশা ঘটিবে তায় তেঁই প্রিয় করি।
লয়ে গেল পাপ পশু পরাণের অরি ॥ ১৯৫
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসারে প্রশংসে ॥ ১৯৬
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদে শ্রান্ত ॥ ১৯৭
মুখভরি বল হরি নাম মনোরম।
বলিতে যে শব্দ জব্দ হলো কলি যম ॥ ১৯৮
পাতক পলায় দূরে রা শব্দ করিতে।
মকারে কপাট পড়ে পুনঃ প্রবেশিতে ॥ ১৯৯
এমন রামের নাম থাকিতে নিগূঢ়।
কেন ঘোর নরকে নিবাস করে মূঢ় ॥ ২০০
দুষ্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর ॥ ২০১
নিযুক্ত করিল চারি বাঘের চাকর।
দিনে দিনে অতিশয় বাড়িল আদর ॥ ২০২
করুণা লাবণ্য দেখি রাজা হ'ল মুগ্ধ।
রোজ করি দিল সাত মহিষের দুগ্ধ ॥ ২০৩
সোনার জিজির দিল কাণে দিল সোনা
নগর চত্বর ঘর দ্বার নাহি মানা ॥ ২০৪
শিশু সব সহিত সতত করে খেলা।
থাবা দিয়া কেড়ে খায় লাড়ু মুড়ি কলা ॥ ২০৫

না জানে মাংসের রস তেঁই প্রাণ বাঁচে।
ভাব কি দেখায়ে ব্যাঘ্র ভ্রমে নাচে নাচে ॥ ২০৬
তাহা দেখে রাজার বাড়িল অভিলাষ।
শিকার করিয়া দেন হরিণের মাস ॥ ২০৭
মাস দিয়া বাড়ালে বাঘের আশা বল।
লাউসেন বলে রাজা বড়ই পাগল ॥ ২০৮
অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবশ্য মন্দ ফলে।
মরিবার ঔষধ ভূপতি বান্ধে গলে ॥ ২০৯
বিশেষতঃ না বুঝিলে বিপরীত ফল।
বনজন্তু বিষয়ে বিশেষ বাঘ খল ॥ ২১০
কহ কহ কিরূপে ভূপতি পেলে নাশ।
করপুটে কর্পূর কহেন ইতিহাস ॥ ২১১
এই রূপে দিনে দিনে বাড়ে কামদল।
জেতের স্বভাব দোষে বড় হ'ল খল ॥ ২১২
সহর বাজার পাড়া বেড়ায় বিষম।
দিবসে দিবসে বড় বাড়িল বিক্রম ॥ ২১৩
কবুতর কতেক কুক্কুট রাজহাঁস।
বিড়াল ইন্দুর খেয়ে বেড়ে গেল আশ ॥ ২১৪
ছাগল শূকর মেষ মহিষের ছা।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে বিপরীত রা ॥ ২১৫
নগুরে ছওয়াল যত নগরে খেলায়।
মড়ামত থাকে পড়ে মিশায়ে ধূলায় ॥ ২১৬
কেহ নাই দেখে কোথা থাকে আড়ে ওড়ে।
ঝাপ করে ঝাঁপ দিয়া ঘাড় ভেঙ্গে পাড়ে ॥ ২১৭
তরাসে তরল যত নগরের লোক।
মহারোল গণ্ডগোল পেয়ে পুত্রশোক ॥ ২১৮
জাহির করিল যেয়ে ভূপতির আগে।
যত নগরের লোকে ধরে খেলে বাঘে ॥ ২১৯
বাঘ লয়ে মহারাজ সুখে কর ঘর।
আজি হৈতে আমরা চিন্তিব দেশান্তর ॥ ২২০
বনজন্তু বাঘ হলো নৃপতির পো।
প্রজায় কি কাজ দশে ছাড় মায়া মো ॥ ২২১
শুনিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কন নৃপবর।
আজি মোরে ক্ষমা কর সবে যাও ঘর ॥ ২২২
প্রতিফল দিব আমি ইহার উচিত।
এত বলি সত্বর ডাকালে মৃগাবিৎ ॥ ২২৩
বারতা বলিতে ব্যাধ বারজন ধায়।
জোহার জানায় যেয়ে ভূপতির পায় ॥ ২২৪

রাজা বলে তলব তোমারে এ কারণে।
বাঘ-জালে বেন্ধে আন শার্দ্দূল দুর্জ্জনে ॥ ২২৫
বাঘ বন্দী হলে তোর বাড়াব সম্মান।
এত বলি মহারাজা হাতে দিল পান ॥ ২২৬
সাজন করিয়া ব্যাধ করিল জোহার।
গজপৃষ্ঠে ভূপতি হইল আগুসার ॥ ২২৭
শ্রীগুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২২৮
শুনিয়া ধাইল যত নগরের লোক।
হাতে হেতালের বাড়ি পেয়ে পুত্রশোক ॥ ২২৯
দলে বলে গড় দিয়া বেড়িল ভূপাল।
ওড় আড় বুঝিয়া সন্ধানে পাতে জাল ॥ ২৩০
তাড়া দিতে সহসা, সাহস নাই ডরে।
সবাই সভয় তনু বাঘ পাছে ধরে ॥ ২৩১
বন বেড়ে দুড়দুম শব্দে ছুটে গুলি।
নিদ্রা ভঙ্গ হলো বাঘা উঠে খায় তালি ॥ ২৩২
চারিদিগে চেয়ে দেখে নৃপতির ঠাট।
পাপ পশু পলাতে তখন খুঁজে বাট ॥ ২৩৩
তড়বড়ি তাড়ায় তরাসে বাঘে দেখি।
ফুলে ফাঁপরিয়া বাঘ ফিরাইল আঁখি ॥ ২৩৪
বিটকাল বদন দেখি ধড়ে প্রাণ উড়ে।
কড়মড়ি দশন আসন করে ঝোড়ে ॥ ২৩৫
ঝোড়ে বন্দী হইল তবু নাহি টুটে দন্ত।
ডাক ডাকে ডাগর ডামারে মারে লম্ফ ॥ ২৩৬
তিন দিগে তাড়াইতে সবাই এক কালে।
অনেক প্রবন্ধে বাঘ বন্দি হৈল জালে ॥ ২৩৭
হনুমানে যেমন বান্ধিল মেঘনাদ।
যখন লঙ্কায় বীর পাড়িল প্রমাদ ॥ ২৩৮
ভাঙ্গিয়া অশোক বন করিল লণ্ড ভণ্ড।
বীরের বিক্রম দেখি কাঁপে দশমুণ্ড ॥ ২৩৯
ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল বান্ধিতে বানরে।
কতেক যতনে সে বান্ধিল বীরবরে ॥ ২৪০
সেইরূপে হাতে গলে বেঁধে নিল বাঘে।
লোহার পিঞ্জরে বন্দি থুইল অনুরাগে ॥ ২৪১
অনুবন্ধ করে বাঘা ভাঙ্গিতে পিঞ্জর।
কোপে কাঁপে কলেবর করে গরগর ॥ ২৪২
লোহার পিঞ্জর তাহে বিশাই-নির্ম্মাণ।
অবোধ বাঘের ছেলে নাহি পরিত্রাণ ॥ ২৪৩

এইরূপে অনেক দিবস অনাহার।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু অস্থি চর্ম্ম সার ॥ ২৪৪
বিষম বন্ধনে বন্দী রহে বাম্ববর।
রায় বলে বল ভায়া বল তার পর ॥ ২৪৫
গুরুপদ-কোকনদ-সম্পদভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ২৪৬
শুন দাদা সম্প্রতি সে ভূপতির তাপ।
দেব দোষে দেবের দেবতা দিল শাপ ॥ ২৪৭
অহঙ্কার অধিকে অধিক অধোগতি।
যেই দোষে দুঃখ পেলে অর্জ্জুনের নাতি ॥ ২৪৮
রায় বলে বিবরে বলিবে মন তোষে।
সবকে শঙ্কর শাপ দিল কোন দোষে ॥ ২৪৯
কর্পূর বলেন কই শুন মহারাজা।
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী শঙ্করের পূজা ॥ ২৫০
এই ব্রত অসুর অমর নরলোকে।
ভবিষ্য পুরাণ কথা শুনি কবি মুখে ॥ ২৫১
পার্ব্বতী প্রকাশ কৈল উদ্ধারিতে জীব।
যাই ব্রতে সর্ব্বথা সদয় সদাশিব ॥ ২৫২
তথির মহিমা কিছু নিবেদন করি।
ঘুণাক্ষর-ন্যায় ব্রতে ব্যাধ গেলা তরি ॥ ২৫৩
বারাণসী নিবাসী মৃগারি তার নাম।
ধর্ম্মকর্ম্মে বিবর্জ্জিত দুরাশয়কাম ॥ ২৫৪
দেবযোগে দূর বনে গেলা একদিন।
শিকার-আবেশে অতি অধর মলীন ॥ ২৫৫
র যেতে দিন নাই ঘোরতর নিশা।
খতে নাই সম্বল দেখিতে লাগে দিশা ॥ ২৫৬
হিতে দুর্গমে বাঘ ভালুকের ভয়।
ভাবি চিন্তি বিল্ববৃক্ষ করিল আশ্রয় ॥ ২৫৭
দৈবযোগে সেই দিন শিবচতুর্দ্দশী।
সম্বল বিহনে ব্যাধ রহে উপবাসী ॥ ২৫৮
শীতে ভীতে ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর।
অঙ্গ পরশিতে পত্র খসে ঝড় ঝড় ॥ ২৫৯
শিবলিঙ্গ ছিল সেই তরুর তলায়।
শিশির সহিত পত্র পড়ে তার গায় ॥ ২৬০
াই ধর্ম্মে খণ্ডিল অশেষ অপরাধ।
শঙ্কর বলেন ভাল সেবা করে ব্যাধ ॥ ২৬১
পরিণামে প্রতাপে জিনিল কালান্তকে।
হেন মহাব্রত দাদা করে তিন লোকে ॥ ২৬২

জাগরণ যাগ যজ্ঞ পূজা উপবাস।
পার্ব্বতী সহিত শিব ছাড়িয়া কৈলাস ॥ ২৬৩
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত দেবা।
দেখিল সকল পুরে পরিপাটী সেবা ॥ ২৬৪
এইরূপে দৈত্য কুলে দয়া করি শিব।
পশ্চাৎ অবনী এলো উদ্ধারিতে জীব ॥ ২৬৫
হরিদ্বার গোকুল মথুরা বারাণসে।
ভ্রমিয়া জলন্দা-বন আইল অবশেষে ॥ ২৬৬
রাজ্যের সহিত রাজা পূজে পশুপতি।
শঙ্কর কহেন আজি এই খানে স্থিতি ॥ ২৬৭
বসিয়া বিরলে যুক্তি পার্ব্বতীর সনে।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর কুরঙ্গলোচনে ॥ ২৬৮
অনেক দিবস মোরে পূজে নরপতি।
আজি আমি বিশেষ বুঝিব তার মতি ॥ ২৬৯
দেখিনা কেমন রাজা করে সমাদর।
ভাব ভক্তি ভূপে বুঝি দিতে চাই বর ॥ ২৭০
ঈশ্বরী কহেন প্রভু আসিহ সত্বরে।
বিলম্ব না সহে নাথ প্রাণ পড়ে ঘরে ॥ ২৭১
গণেশ কার্ত্তিক ঘরে কি করে না জানি।
শুনিয়া সান্ত্বনা-বাণী কন শূলপাণি ॥ ২৭২
এখনি অবশ্য আমি আসিব ত্বরায়।
এত বলি যান শিব ঘনরাম গায় ॥ ২৭৩
ভাবি ভবানীর পদ ভুলনারে জীব।
শঙ্কট-তারিনী শিবা সেব সদাশিব ॥ ২৭৪
মিছা মায়া মোহ জালে জন্ম জন্ম যায়।
ঘোর কলিকালে কত কুকর্ম্ম করায় ॥ ২৭৫
আর কত ঘটে ঘোর নরক-যন্ত্রণা।
এড়াবে অবশ্য কর শিব-শিবার্চ্চনা ॥ ২৭৬
প্রকাশ নরক-নাশ কৈলাস-নিবাস।
অনায়াসে পাবেরে পার্ব্বতী কৃত্তিবাস ॥ ২৭৭
বুঝিতে রাজার মতি চলিলা মহেশ।
উন্মত্ত জটিল যোগী ভিক্ষুকের বেশ ॥ ২৭৮
লাঙ্গট ভাঙ্গট, ভালে শোভে শশিকলা।
বিভূতিভূষিত অঙ্গ গলে হাড়মালা ॥ ২৭৯
দেখা দিল দক্ষিণ দুয়ারে দয়াময়।
সঘনে শিঙ্গার শব্দ সদাশিব জয় ॥ ২৮০
ডিমি ডিমি সুমধুর বাজান ডমরু।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে ত্রিজগত-গুরু ॥ ২৮১

আবেশে অবশ শিব নাচিতে নাচিতে।
রাজার দোয়ারিগণে লাগিল কহিতে ॥ ২৮২
উপবাসী আছি আজি করিব পারণা।
রাজার সাক্ষাত পেলে পুরাব বাসনা ॥ ২৮৩
বলহ বিশেষ বাক্য ভূপতির আগে।
বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসী ভিক্ষা মাগে ॥ ২৮৪
শুনিয়া সত্বরে বাক্য শুনান রাজায়।
বাড়ি বারাণসী বুড়া যোগী ভিক্ষা চায় ॥ ২৮৫
পারণা করিতে মাগে পরমান্ন ভাত।
তোমায় তৎপর বলে করিতে সাক্ষাৎ ॥ ২৮৬
রাজা বলে গবাক্ষ-দুয়ারে দেখা পাই।
দূর কর ওসব জঞ্জাল কার্য্য নাই ॥ ২৮৭
যোগীর জঞ্জাল নাহি ছাড়ে এক তিল।
বাড়ি বারাণসী বলে যতেক জটিল ॥ ২৮৮
ভাল নহে ভিখারীর বাড়াইতে আশা।
সময় সামগ্রী কার্য্য নাই বুঝে দশা ॥ ২৮৯
ভিক্ষুকের সাক্ষাতে সংবাদ নাই কাজ।
বল যেয়ে মহলে নাহিক মহারাজ ॥ ২৯০
তবে যদি সহসা প্রবেশ করে পুর।
দ্বার দিয়া দূর কর ছোবাইয়া কুকুর ॥ ২৯১
শুনিয়া সত্বরে আসি বলিল বিনয়।
নিকেতনে নরপতি নাহি মহাশয় ॥ ২৯২
জগন্ময় যোগী বলে যাব অন্তঃপুরে।
দূতমুখে ভেটে রাজা বসে থাকে ঘরে ॥ ২৯৩
দূতগণে বলে যোগী বড় না কুটিল।
রাজপুরে কাজ কিরে পাগল জটিল ॥ ২৯৪
নিষেধ না মানে কোপে চলিল ঠাকুর।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে দুষ্ট ঠেকালে কুকুর ॥ ২৯৫
ছোঘাইতে কুকুর কুটিল কোপে ধায়।
বেড়াবেড়ি দিয়া শিব ঠাকুরে ঠেকায় ॥ ২৯৬
চারিদিকে চন্দ্রচূড় চাহিয়া চঞ্চল।
দূরে থাকি ঈশ্বরী হাসেন খল খল ॥ ২৯৭
শিবের সেবক হয়ে করে এত দূর।
অতি কোপে অভিশাপ দিলেন ঠাকুর ॥ ২৯৮
গ্রাম্য পশু কুকুর নাশিল মোর আশ।
বনজন্তু বাঘে তোর হবে সর্ব্বনাশ ॥ ২৯৯
বিধি বাম হলে বুদ্ধি যায় রসাতল।
লাউসেন বলেন মনের মত ফল ॥ ৩০০

হেন পাপে অভিশাপ অবশ্য উচিত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত ॥ ৩০১
বিবরে বলিনু শুন রাজ-অভিশাপ।
তারপর শুন পুনঃ বাঘের বিলাপ ॥ ৩০২
গৌরীর গমন গড়ে জানিয়া শার্দ্দূল।
হৃদে আরোপিয়া কান্দে চরণ রাতুল ॥ ৩০৩
কোথা মা করুণাময়ি কমললোচনি!
অভিশাপ অবশেষে বলিছ আপনি ॥ ৩০৪
বিপত্তে স্মরণে তোরে করিব উদ্ধার।
তবে গো জননি কেন এ গতি আমার ॥ ৩০৫
দেবতা অসুর কিবা পশু পক্ষী ফণী।
তুমি গো তারিণী তারা ত্রিলোক জননী ॥ ৩০৬
কিবা বা পণ্ডিত মূর্খ সজ্জন দুর্জ্জন।
বালকে মায়ের দয়া না ছাড়ে কখন ॥ ৩০৭
বাসুকি বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিবরে বলিতে নারে গুণ ॥ ৩০৮
মহিমা না জানে অষ্টলোকপাল বসু।
কি জানি মহিমা আমি বনজন্তু পশু ॥ ৩০৯
বাঘের বদনে স্তুতি শুনি কৃপাবতী।
শঙ্করে বলেন মাতা শুন প্রাণপতি ॥ ৩১০
ভাবভক্তি বুঝে এলে ভক্ত ভূপতির।
মোর ভক্ত আছে এক শার্দ্দূল শরীর ॥ ৩১১
বিপত্তে পড়িয়া সে স্মরণ করে মোরে।
আজ্ঞা দিলে দণ্ড দুই দেখে আসি তারে ॥ ৩১২
ঠাকুর বলেন চল যাব ঐ পথ।
পরিপূর্ণ করিয়া বাঘের মনোরথ ॥ ৩১৩
পার্ব্বতী কহেন তবে পরম মঙ্গল।
দেখিতে আইলা দোঁহে বাঘ কামদল ॥ ৩১৪
পিঞ্জর নিকটে আসি পাসরিতে পা।
বাঘ বলে বিপদ নাশিনি এলে মা ॥ ৩১৫
ভবানী বলেন ভয় না ভাবিহ মনে।
এসেছি অখিল-গুরু ঈশ্বরের সনে ॥ ৩১৬
শব্দ শুনি আনন্দিত শার্দ্দূল নন্দন।
পিঞ্জরে বন্দিল হর-গৌরীর চরণ ॥ ৩১৭
দেবী কন দুঃখ এত কিসের কারণ।
বাঘ বলে সিদ্ধ বটে তোমার চরণ ॥ ৩১৮
আমারে জন্মালে তুমি খল জন্তু করি।
জেতের স্বভাব দোষ পাশরিতে নারি ॥ ৩১৯

ঈশ্বরী কহেন সেই রাজা নিজ পাপে।
আজি পেলে অভিশাপ ঈশ্বরের তাপে॥ ৩২০
বুঝিবা তোমার হাতে পরাভব ভূপ।
এত বলি মহামায়া ঘুচালে কুলুপ॥ ৩২১
দুর্গতি করিয়া দূর দেবী দিলা বর।
বল বুদ্ধি বিক্রমে হইল স্বতন্তর॥ ৩২২
দৈব দোষে দিবস দশেক গেল দুখে।
আজি হইতে আমার আশীষে থাক সুখে॥৩২৩
বর পেয়ে বার হইল বাঘ বীরবর।
বাড়িল বিক্রমে কোপে কাঁপে গর্ গর্॥ ৩২৪
শঙ্কর কহেন দেবী থাক সাবধানে।
বৃত্রাসুর বিক্রম সদাই পড়ে মনে॥ ৩২৫
অনেক দিবস উগ্র তপস্যা করিয়া।
বর মাগে অসুর আমারে ভুলাইয়া ৩২৬
আজি হতে আমি যার শিরে দিব হাত।
অবনী মণ্ডলে তার অবশ্য নিপাত॥ ৩২৭
না বুঝিয়া বর দিয়া ঠেকিনু বিপাকে।
পরীক্ষা করিতে চায় আমার মস্তকে॥ ৩২৮
তাড়া দিয়া তিনলোক করালে ভ্রমণ।
আপনি বৈকুণ্ঠনাথ রাখিল জীবন॥ ৩২৯
সেইরূপ বর পেয়ে বাঘা বলবান্।
বলিতে বলিতে বড় শিহরিল কাণ॥ ৩৩০
শঙ্করের সাজ দেখি তাড়া দিয়ে যায়।
কাঁকালি ভাঙ্গিল দেবী বাম-পদ-ঘায়॥ ৩৩১
তথাপি বিক্রম করে ধরিবারে আশে।
তিরোধান হর-গৌরী গেলেন কৈলাসে॥ ৩৩২
হরিগুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৩৩৩
চারিদিকে দেখি বাঘা কেহ কোথা নাই।
কোপে তাপে ভোখে রোখে করে হাঁই হাই ৩৩৪
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর গোটা চারি।
শব্দ শুনি গর্ভের বালক হয় বারি॥ ৩৩৫
নগর প্রবেশ করি লাগে যারে পায়।
বল্লে ছলে ধ'রে ধরে ঘাড় ভেঙ্গে খায়॥ ৩৩৬
আশা বৃদ্ধি হলো বাঘা ফিরে নাছে নাছে।
তরাসে তরল লোক প্রাণ উড়ে পাছে॥ ৩৩৭
যুবতী ধরিয়া খায় যুবকের কোলে।
শিশু কান্দে জননী ছাড়িয়া কোথা গেলে॥৩৩৮
রমণী রাখিয়া কারও ধরি খায় পতি।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ফুকারে যুবতী॥ ৩৩৯
কেহ কান্দে মামা মেসো খুড়া জেঠা ভাই।
হাপুতির পুত খেলে সাধের জামাই॥ ৩৪০
এইরূপ ঘরে ঘরে বাঘের ভাঙ্গান।
দেখে শুনে ভয়ে উড়ে রাজার পরাণ॥ ৩৪১
কোপে তাপে সেজে এল ধরিতে শার্দ্দূল।
অভয়া আশীষে বাঘা করিল নির্ম্মূল॥ ৩৪২
রাজারে সংগ্রামে জিনি সহর প্রবেশে।
ঠাড় মোড় হ'ল লোক তরাসে হুতাসে॥ ৩৪৩
হাটিনা বাজারি কান্দে কাবারি কুজুড়া।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে কিবা বাল্য বুড়া॥ ৩৪৪
প্রাণ লয়ে কেহ যদি পালাইতে চায়।
সকলে ছাড়িয়া আগে তারে ধরে খায়॥ ৩৪৫
তরাসেতে তাঁতির তনয় তাঁত ঘাড়ে।
লুকাইতে লাফ দিয়া বাঘা ধরে ঘাড়ে॥ ৩৪৬
কামার কুমার মালি তামুলি বাউরি।
বিশেষ সজ্জন যত অপর আগুরি॥ ৩৪৭
মীর মিয়া মোগল মহলে দিল দাগা।
বাঁদী বলে ফতনা বিবি কুপায় খেলে বাঘা॥ ৩৪৮
আই উই খরাপে পাছে আসে অন্তঃপুরে।
দেখত ভায়া গাজি মিঞা বাঘটা কতদূরে॥ ৩৪৯
বলিতে বলিতে বাঘা দাগা দিল গিয়া।
লেজটা নাচায়ে লম্ফে নাকসাট দিয়া॥ ৩৫০
ভেয়ে মিয়াগণ কত হুটারে হুতাসে।
বোবা হলো তোবা তোবা কেহ কহে ত্রাসে ৩৫১
হাম্মাম আদম বা খোদায় কদম।
হুতাসে একিদা হারা হইল বেদম॥ ৩৫২
প্রাণভয়ে ভাবুকে পালালো কত লোক।
শেষে বাঘা ভূপতি-ভবনে দিল শোক॥ ৩৫৩
রাজপুরে প্রবেশি রাজার পরিবার।
দাস দাসী আদি বাঘা করিলা সংহার॥ ৩৫৪
পালঙ্কে বসিয়া খায় রাজার যুবতী।
ভূপাল পালালো পেয়ে প্রবল দুর্গতি॥ ৩৫৫
শঙ্করের শাপে শীঘ্র শংসয় সংঘটে।
অভয়া আশীষে বাঘা রাজা হলো পাটে॥ ৩৫৬
হাতে প্রাণ করিয়া পালালো নৃপবর।
প্রবেশ করিল রাজ্য গৌড়ের সহর॥ ৩৫৭

বার-ভূঞা বেষ্টিত বসিয়া নরপতি।
হেন কালে কাতর ভূপতি কৈল নতি ॥ ৩৫৮
আছাড় খাইয়া পড়ে মুখে নাই রা।
কাছে বসাইল রাজা তোয়াইল গা ॥ ৩৫৯
রাজা বলে কি কারণে কহ মন-কথা।
সর্প হয়ে দর্প কেন হলো মহীলতা ॥ ৩৬০
জল্লাদ-শিখর কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
প্রতিপাল্য শার্দ্দূল করিল সর্ব্বনাশ ॥ ৩৬১
সকলি সংহারি সেই রাজা হলো পাটে।
বৃদ্ধকালে এত দুঃখ আছিল ললাটে ॥ ৩৬২
এত শুনি ভূপতি করেন হায় হায়।
দারুণ দেবের দাগা দয়া নাহি তায় ॥ ৩৬৩
বিধাতার শেল বাক্য বড়ই আশ্চর্য্য।
দূর কর মিছা মায়া মন কর ধৈর্য্য ॥ ৩৬৪
কেবা কার জননী জনক জায়া যশ।
যত কিছু দেখ শুন সব দিন দশ ॥ ৩৬৫
এত বলি প্রবোধ করিয়া মহারাজ।
দড় দড় হুকুম হইল সাজ সাজ ॥ ৩৬৬
শার্দ্দূল শীকারে যাব নবলক্ষ দলে।
শুনিয়া সিফাই সব সাজে বীর-বলে ॥ ৩৬৭
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৬৮
শার্দ্দূল শীকারে সাজে সাহসে সত্বর।
তাজি বাজি তুরকী টাঙ্গনে করে ভর ॥ ৩৬৯
আগুদলে মাতোয়ালা মাতঙ্গের যূথ।
শসম সমান সাজে রাহুত মাহুত ॥ ৩৭০
তিন লক্ষ তাজা তাজি তুরকী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণ-দক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ ॥ ৩৭১
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি ফরিকার।
চতুরঙ্গ দলে চলে যম অবতার ॥ ৩৭২
নিনাদে হাতির কান্ধে দগড় দামামা।
গজপৃষ্ঠে সেজে চলে ভূপতির মামা ॥ ৩৭৩
আগে পিছে ধানুকী বন্দুকি ধায় ঢালি।
ওড় বড়ি গমনে গগনে উঠে ধূলি ॥ ৩৭৪
পার হৈল ভৈরবী পশ্চাৎ গোলাহাট।
প্রবেশ জলন্দা-ভূমি ভূপতির ঠাট ॥ ৩৭৫
নগরে না শুনি নৃপ, মনুষ্যের শব্দ।
বাঘের বিক্রম সত্য শুনে হলো স্তব্ধ ॥ ৩৭৬

প্রতাপে সহর গড় বেড়িল ভূপাল।
ওত-আত সন্ধান বুঝিয়া এড়ে জাল ॥ ৩৭৭
তাড়া দিতে তথাপি তরাসে তনু কাঁপে।
সবে মনে করে আসে বাঘা পাছে ঝাঁপে ॥৩
বন-বেড়ি বড় গোলা বন্দুকে ছুটে গুলি।
দুম দাম শব্দ শুনি বাঘা খায় তালি ॥ ৩৭৯
হেন কালে মদমত্ত মাতঙ্গে বুঝায়।
বেগে বাঘা বিষ্ণুপদে ফলঙ্গে এড়ায় ॥ ৩৮০
চৌদিকে চঞ্চল চাপি চতুরঙ্গ দলে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বাঘা কামদলে ॥ ৩৮১
টাঙ্গি শেল সঘনে সিফাই সব কোপে।
অভয়া আশীষে বাঘা উভ উভ লোফে ॥ ৩৮২
নবলক্ষ সেনা দেখে নাহি মানে হেঁট।
বাঘা বলে বাসুলি বাড়ায়ে দিল ভেট ॥ ৩৮৩
কোপে তাপে উলটি পালটি মারে লম্ফ।
বাঘের বিক্রম দেখে রাজা হলো স্তম্ভ ॥ ৩৮৪
হাঙু হাঙু হাঁফালে হাথির ঘাড়ে চড়ে।
কামড়ায়ে মাহুত সহিত ভূমে পাড়ে ॥ ৩৮৫
এইরূপ কত কত তুরঙ্গ মাতঙ্গ।
নখে দাঁতে রাজার লস্কর দিল ভঙ্গ ॥ ৩৮৬
করিযূথ হরিবৃন্দ দেখিয়া বাঘায়।
হুতাশে হুটরে পড়ে গড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৭৮৭
বড় বড় বীর পড়ে খেয়ে থাবা থোবা।
হিন্দু ভাবে শ্রীহরি যবন ভাবে তোবা ॥ ১৮৮
একা বাঘে রাজসেনা দেখে কত লক্ষ।
ভাব বুঝি বাঘের বাসুলি দেবী পক্ষ ॥ ৩৮৯
বাঘের বিক্রমে বুক করে দূর দূর।
সাপিনী সম্মুখে যেন সভয় শালুর ॥ ৩৯০
ঘালি খেয়ে ঘরপানে পলায় লস্কর।
দূরে থাকি ডর নাই ডাকে নৃপবর ॥ ৩৯১
এইরূপে উঠে বাঘা দিলেক দাদাল।
ভূপাল পালাল পিছে ফেলাইয়া ঢাল ॥ ৩৯২
ভাব কী লাগিল সবে পলাইয়া যায়।
হুতাসে হুটারে হাথী পড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৩৯৩
কেহ কেহ তরাসে তখনি ত্যজে তনু।
ঘালি খেয়ে ঘরে যেয়ে কেহ মল অনু ॥ ৩৯৪
ভগ্ন ভাবি ভাবুকে ভূপতি দিল ভঙ্গ।
কহিল যতেক সব রঙ্গিণীর রঙ্গ ॥ ৩৯৫

শার্দ্দূলের জন্ম কর্ম্ম কহিনু সংক্ষেপে।
অভয়া আশীষে বাঘা আছে এইরূপে॥ ৩৯৬
অতেব না যাব দাদা বাঘে পাছে গিলে।
করতলে কতনিধি পরাণ বাঁচিলে॥ ৩৯৭
লাউসেন বলে নহি জল্লাদ-শেখর।
মোরে অভিশাপ নাহি করিল শঙ্কর॥ ৩৯৮
গৌড়পতি নহি যে পলায়ে যাব দূর।
ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর॥ ৩৯৯
কপূর্ব্ব কহেন সব স্বপ্ন হেন গণি।
আমি ত না যাব ঐ সঙ্কট সরণি॥ ৪০০
আমার সহিত তুমি সত্য কর আগে।
মোরে থুয়ে লুকায়ে বধিতেয়েও বাঘে॥ ৪০১
হাসিয়া কহেন সেন ভাল মোর ভাই।
বিদেশে ভরসা ভাল এইরূপই চাই॥ ৪০২
ভাল এস জলন্দা-নিকটে জানি তত্ত্ব।
তবে তব বচন পালিব এই সত্য॥ ৪০৩
এতক্ষণে প্রাণ পেয়ে কহেন কপূর্ব্ব।
ভাল কালি যেও দাদা আছেন ঠাকুর॥ ৪০৪
এত বলে আনন্দে উত্তরে সেই গ্রামে।
সমাদরে বেদ-বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ধামে॥ ৪০৫
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
দ্বিজবনরাম কবিরত্ন রস গায়॥ ৪০৬

গৌড়যাত্রা পালা সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

কামদল বধ।

মুখ ভরি বল হরি ধর্ম্মের সভায়।
বিফল বাসনা-বশে বৃথা জন্ম যায়॥ ১
আশী লক্ষ যোনি আগে করিয়া ভ্রমণ।
পশ্চাৎ মানব দেহ কৃষ্ণের সাধন॥ ২
পেয়েছ প্রচুর পুণ্যে আর পাবে নাই।
ধর্ম্মপথে রাখ মতি ভুলনারে ভাই॥ ৩
রাতুল চরণ রুচি অরুণ প্রভাত।
নিরখিয়া লজ্জায় মলিন নিশানাথ॥ ৪
উডুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ।
সতি সতী জনার হইল নিদ্রা ভঙ্গ॥ ৫
শিরসি সহস্রদলে ভাবি গুরু ব্রহ্ম।
সরোবরে স্নান পূজা সারি নিত্য কর্ম্ম॥ ৬
ধর্ম্ম ধ্যান করি পুন বান্ধিয়া কোমর।
শার্দ্দূল শীকারে চলে সাহসে সত্বর॥ ৭
হাতে প্রাণ করিয়া কপূর্ব্ব পিছে ধান।
তরাসে চঞ্চল চিত্ত চারি পানে চান॥ ৮
গড়ের নিকটে কিছু কন করপুটে।
পুনঃ পুনঃ বলি শুন না যেও সঙ্কটে॥ ৯
দেখিল দুর্জ্জয় বাঘা পাছে এসে গিলে।
করতলে কত নিধি পরাণ বাঁচিলে॥ ১০
লাউসেন কয় ভায়া ভয় ভাব কিসে।
সঙ্গে এস বধি বাঘা ধর্ম্মের আশীষে॥ ১১
প্রত্যয় না হয় মনে বেড়েছে বিরাগ।
প্রতি ঝাড়ে ঝোড়ে বলে দাদা ঐ বাঘ॥ ১২
বায়ে যত উড়ায় পথের ধূলা বালি।
তা দেখে তরাসে বলে বাঘ খায় তালি॥ ১৩
কাঁকালি ধরিয়া পথ চলে কাছে কাছে।
তরাসে তরল তনু প্রাণ উড়ে পাছে॥ ১৪
শুখান শালের শাখা উড়ে মন্দ বাতে।
দেখে বলে এল ঐ নিতে হাতে হাতে॥ ১৫
কত দূরে হুতাসে হঠারে পড়ে ভূমে।
চেতন করাল সেন জল দিয়ে মুখে॥ ১৬
হেসে বলে হুঁসার হুঁসার বট ভাই।
বিদেশে ভরসা ভাল এইরূপ চাই॥ ১৭
কতেক কাতর উক্তি কহেন কপূর্ব্ব।
কালি সত্য করে কেন আজি কর দূর॥ ১৮
মহারাজা দশরথ সত্যের কারণে।
ত্রিলোকের নাথ রামে পাঠাইল বনে॥ ১৯
বিভীষণ সুগ্রীবের রাজত্ব, সত্য পালি।
কোথা গেল দুর্জ্জয় বানর-রাজা বালি॥ ২০
বলি যে পাতালে গেল প্রমাণ পুরাণ।
হেন সত্য করি দাদা কেন কর আন॥ ২১
এই বনে বড়বৃক্ষে রাখ লুকাইয়া।
বাঘা যেন নাহি দেখে আড়ি উড়ি দিয়া॥ ২২
বুঝি সময়ের গতি শিমুলের গাছে।
কপূর্ব্বে রাখিল বান্ধি; বাঘ দেখে পাছে॥ ২৩
চক্ষু যুড়ি অঙ্গে দিল আচ্ছাদন শাখা।
পাণ্ডবের অস্ত্র যেন গাছে ছিল ঢাকা॥ ২৪

যে কালে অজ্ঞাত-বাসে লুকাইয়া বেশ।
পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িল নিজ দেশ ॥ ২৫
বৎসর বঞ্চিতে গেলা বিরাটের ঘরে।
বন্ধনে রাখিয়া অস্ত্র বৃক্ষের উপরে ॥ ২৬
সেইরূপ বন্ধনে যতনে রাখি তায়।
বাঘ অন্বেষণ করে লাউসেন রায় ॥ ২৭
তখন কর্পূর কিছু লাউসেনে কয়।
সাবধানে যেও বনে বাঘটায় ভয় ॥ ২৮
মোরে মাত্র ভাল করে বান্ধি থুইও গাছে।
শুনিলে বাঘের সাড়া পড়ে মরি পাছে ॥ ২৯
শুনে হাসি কন রায় সুখে আছ ভেয়ে।
ভাল যে ভরসা দিলে বাঘ বধি যেয়ে ॥ ৩০
এত বলি বিজয়ী বাঘের অন্বেষণে।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৩১
গহনে গহনে গড় ভ্রমি বার তিন।
দেখিতে না পান রায় শার্দ্দূলের চিন্ ॥ ৩২
ঝোপ ঝাপ কানন কুহর বুলি চেয়ে।
চঞ্চল চরিত্র বড় বাঘেরে না পেয়ে ॥ ৩৩
সন্ধান করেন পুনঃ প্রবেশি সহর।
ধর্ম্মের আশীষে ফেরে বুকে নাহি ডর ॥ ৩৪
দাঁড়ায়ে দণ্ডেক দেখে নগরের ঠাট।
সুচারু চত্তর কুলি পরিসর বাট ॥ ৩৫
ঘর বাড়ী নগর সকল সৌধময়।
কত দেখে দেউল দোহারা দেবালয় ॥ ৩৬
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোঠা মন্দিরে সহর শোভা পায় ॥ ৩৭
এ হেন সহরে নাই মনুষ্যের সাড়া।
সহর করেছে নষ্ট বাঘে দিয়া তাড়া ॥ ৩৮
দেবতা না চলে বাট জলন্দার পথে।
মন্দগতি পবন পরাণ লয়ে হাতে ॥ ৩৯
দানবে দহিছে যেন দেবতার পুর।
সত্য মানে যত কথা কহিল কহিল কর্পূর ॥ ৪০
উপর গগন গড়ে নাহি উড়ে পক্ষী।
বাঘ বড় বলবান্ মনে নিল সাক্ষী ॥ ৪১
তথাপি কাতর নহে বীর বিনা শ্রমে।
বাঘের উদ্দেশে ফিরে বিশাল বিক্রমে ॥ ৪২
সহর বাজার পাড়া তাড়া দিয়া ফিরে।
শার্দ্দূলে না পেয়ে চিন্তা বাড়িল অন্তরে ॥ ৪৩

প্রতি ঘরে প্রবেশি সন্ধান নাহি পায়।
রাজপাটে শুয়ে বাঘা সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৪৪
যখন হইল দেবাসুরের সমর।
দেবমানে পরিপূর্ণ শতেক বৎসর ॥ ৪৫
প্রবল মহিষাসুর দৈত্যের ঠাকুর।
প্রতাপে জিনিল যত দেবতার পুর ॥ ৪৬
অস্থির হইল ইন্দ্র দেবতা পলান।
পশ্চাতে পার্ব্বতী হাতে পায় পরিত্রাণ ॥ ৪৭
সেইরূপ জলন্দা জিনিল কামদল।
দনুজ-দলনী দুর্গা দেবী পক্ষবল ॥ ৪৮
হেন বাঘা উদ্দেশে উদ্বেগ পেয়ে রায়।
অন্তরে অনাদি-পদ একান্ত ধেয়ায় ॥ ৪৯
ইষ্টদেব স্মরণে সন্তাপ গেল দূর।
নিদ্রাভঙ্গ হলো বাঘা ত্যজে রাজপুর ॥ ৫০
জল খেয়ে পুনরপি কদম্বতলায়।
অচেতন হয়ে পড়ে সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৫১
অবনী লুটায়ে অঙ্গ আগে দুটা নুলা।
নাকের নিশ্বাসে উড়ে নগরের ধুলা ॥ ৫২
সমীর সঞ্চার বিনা সমাকুল রেণু।
সেন বড় সুবুদ্ধি সন্ধান করে অনু ॥ ৫৩
দেখিলে দুর্জ্জয় বাঘে প্রাণ যায় উড়ে।
কাননে পত্রের যেন কিরাতের কুঁড়ে ॥ ৫৪
প্রবল গায়ের লোম প্রাদেশ প্রমাণ।
গোঁপ দুটা গোটা কাঁটা লোটা দুটা কাণ ॥ ৫৫
বিটকাল বদন বড় বিকট দশন।
নাটা পারা দুটা আঁখি তারার বরণ ॥ ৫৬
গোটা দশ বার হাত লেজটা দীঘল।
দেখিয়া চিন্তেন সেন দেবতার বল ॥ ৫৭
সাহসে সম্মুখে সেন দর্প করি কন।
ওঠরে পাপিষ্ঠ দুষ্ট হারাতে জীবন ॥ ৫৮
তোর তত্ত্বে কতেক পেয়েছি দুখচয়।
আজি তোরে বধিয়ে ঘুচাব দেশে ভয় ॥ ৫৯
বীরদর্পে বাঘেরে বলেন বাক্য যত।
উত্তর না দেয় বাঘা আছে নিদ্রাগত ॥ ৬০
ফলা-ঠেলা দিয়া যত চিয়াইতে চান।
কাঁচা ঘুমে ঘোর আঁখি না মিলে নয়ান ॥ ৬১
লেজ ধরি পাক মারি ফিরাইল পাশ।
উলটি ঘুমায় ঘোরে সঘনে নিশ্বাস ॥ ৬২

ঊপরে মালক ছাড়ে করি বীরদাপ।
তথাপি না উঠে হেন ছার জন্তু পাপ ॥ ৬৩
চিন্তিত লাউসেন ভাবে মনে মনে।
কমনে হানিব চোট জীব অচেতনে ॥ ৬৪
এ বড় প্রবল পাপ পাছে ঘটে আমা।
এই ঠেকে ঠেকিল ঠাকুর অশ্বত্থামা ॥ ৬৫
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিল নিদ্রাগত।
কুরুবংশে কার্য্য সাধে তারে করি হত ॥ ৬৬
এই পাপে ঠেকে গেল অর্জ্জুনের হাতে।
াতে গলে বান্ধি দিল দ্রৌপদী সাক্ষাতে ॥ ৬৭
াকে সে ব্রাহ্মণ তাহে গুরুর নন্দন।
দ্রৌপদী ইহার হেতু রাখিল জীবন ॥ ৬৮
াহ্মণে উচিত নহে শরীরের দণ্ড।
দেশ হতে দূর কর মুড়াইয়া মুণ্ড ॥ ৬৯
থাপি অর্জ্জুন শোকে কোপে কম্পমান।
ড়াইতে মস্তক কাটিল অর্দ্ধ খান ॥ ৭০
াপর প্রমাণ তার পেয়েছি পুরাণে।
চকুন্দ মহারাজা জিনি দৈত্যগণে ॥ ৭১
বতা আশীষ লয়ে পর্ব্বত গুহায়।
রকাল নরপতি সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৭২
ালযবনের ভয়ে আপনি শ্রীহরি ॥
েণ ভঙ্গ দিয়া প্রভু প্রবেশিলা গিরি। ৭৩
াছে পিছে আসে কাল যবন দুর্জ্জয়।
চকুন্দে মারি লাথি হলো ভস্মময় ॥ ৭৪
র ভয়ে যদুপতি জলে করে বাস।
দ্রাভঙ্গ করি হেন জনের বিনাশ ॥ ৭৫
াগনিদ্রা এলো যবে প্রলয়ের জলে।
ই দৈত্য জন্মিল বিষ্ণুর কর্ণমূলে ॥ ৭৬
ু আর কৈটভ দানব দুরাশয়।
রিদিকে চেয়ে দেখে সব জলময় ॥ ৭৭
ভিপদ্মে বিষ্ণুর বিধাতা করে বাস।
ারে দেখে যায় দুষ্ট করিতে বিনাশ ॥ ৭৮
াস পেয়ে প্রজাপতি প্রণতি প্রার্থনা।
রিতে পার্ব্বতী প্রতি খণ্ডাল যন্ত্রণা ॥ ৭৯
ন নিদ্রাতুর বাঘ, এ সব প্রসঙ্গ।
বিতে ভাবিতে হেথা হলো নিদ্রাভঙ্গ ॥ ৮০
ঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে বাঘা কামদল।
জ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৮১

শ্রীধর্ম্ম সভায় সবে বল হরি হরি।
পাপরাশি নাশি সবে সুখে যাবে তরি ॥ ৮২
অসার সংসার তায় ব্যাপক মায়ায়।
তত্ত্ব ত্যজি চিত্তে কেন সদা মত্ত তায় ॥ ৮৩
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥ ৮৪
কান্ধে করি বহে কেহ, কেহ চাপে কান্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্ম ফান্দে ॥ ৮৫
লাভ আশে আসি কেহ মূল নাশি যায়।
তরি যাবে ভবসিন্ধু করহ উপায় ॥ ৮৬
নিদ্রাভঙ্গ হলো বাঘা আলস্য এড়াই।
অঙ্গমোড়া হুহুঙ্কার ঘন ছাড়ে হাই ॥ ৮৭
চারিদিকে চঞ্চল লোচনে ফিরে চায়।
সাক্ষাৎ শমন সম সেনে দেখা পায় ॥ ৮৮
দেখি অভয়ায় অসি অস্থির অন্তর।
বিশেষ বুঝিল এই রঞ্জার কোঙর ॥ ৮৯
দেখিল সংসার চিত্র ফলার উপর।
বাম হলো বাসুলি বুঝিল বাঘবর ॥ ৯০
শান্ত মূর্ত্তি দেখি সেনে শার্দ্দূল নন্দন।
বলে পৃথিবীতে পরম পুরুষ এই জন ॥ ৯১
সাধুসঙ্গ সাক্ষাতে সকল সিদ্ধি লাভ।
ভাবিতে ভাবিতে ভুলে জাতির স্বভাব ॥ ৯২
লেজ কাণ সাটে সে পাকল দিঠে চায়।
লাউসেন বলে তোর প্রাণ নিব ঠায় ॥ ৯৩
শার্দ্দূল কহেন রাজা জল্লাদ-শিখর।
বারে বারে মোরে কত বধেছে বিস্তর ॥ ৯৪
নব লক্ষ দল-বলে গৌড়ের ভূপাল।
প্রাণ লয়ে পলা'ল পশ্চাতে ফেলে ঢাল ॥ ৯৫
বুঝেছি সবার বল এই খানে থাকি।
সবাই বধেছে মাত্র তুমি আছ বাকি ॥ ৯৬
এত শুনি লাউসেন দর্প করি কয়।
আমি নহি জল্লাদ-শিখর ভয়াশয় ॥ ৯৭
গৌড়পতি নহি যে পলাইয়ে যাব দূর।
ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর ॥ ৯৮
তোরে বধে ঘুচাইব পথের কণ্টক।
জগতে জাগিয়া যেন রয়ে যশ সক ॥ ৯৯
বাঘা বলে তোমার বুঝিব বীরপণা।
এখন পলাও প্রাণ লইয়া আপনা ॥ ১০০

বর দিতে এসে মোরে বুঝে গেল রুদ্র।
শশকের শক্তি নাই শুষিতে সমুদ্র॥ ১০১
আহার যোগা'ল ভাল দেবী সর্ব্বজয়া।
তোমার মায়ের দুঃখ দেখে লাগে দয়া॥ ১০২
অনেক দিবস আমি আছি এই গড়ে।
অভয়া আশীষে তিন কাল মনে পড়ে॥ ১০৩
তোমার মায়ের দুঃখ শুন মন দিয়া।
ভেয়ের বচনে যার জরজর হিয়া॥ ১০৪
বন্ধ্যা-বাদ দিল বারবৎসরের কালে।
তোমা পুত্র লাগি রঞ্জা ভর দিল শালে॥ ১০৫
তপস্বিনী হয়ে শালে ত্যজিল জীবন।
তবে ধর্ম্ম দিল তারে তোমা পুত্র ধন॥ ১০৬
পাসরে সে সব দুঃখ তোমা মুখ চেয়ে।
প্রাণ দিতে এলে কেন কার যুক্তি লয়ে॥ ১০৭
অন্ধের নয়ন তুমি দরিদ্রের হীরা।
ধর্ম্মপথে ছেড়ে দিনু, ঘর যারে ফিরা॥ ১০৮
সেন বলে এ কথা কহিলি কোন্ লাজে।
তোর যত ধর্ম্ম ভয় বুঝা গেছে কাজে॥ ১০৯
হেদে রে পাপিষ্ঠ জন্তু দুরন্ত শার্দ্দূল।
পোষ্য হয়ে পোষ্টাবরে করিলি নির্ম্মূল॥ ১১০
পুত্রের অধিক তোমা পালিল ভূপতি।
ভারতে না থুলি তার বংশে দিতে বাতি॥ ১১১
এখন আমার আগে এত অহঙ্কার।
জীবন হারায়ে যাবি যমের দুয়ার॥ ১১২
অহঙ্কারে কে কোথা বেড়েছে সর্ব্বকাল।
কোথা গেল হিরণ্যকশিপু শিশুপাল॥ ১১৩
কোথা গেল কুরুবংশ কেশী কংসাসুর।
অহঙ্কার অধিকে অধিক দর্পচূর॥ ১১৪
এইরূপে সকল দানব দুরাচার।
মুনিগণে দিত দুঃখ বিবিধ প্রকার॥ ১১৫
সুতে বধ করিয়া ঠাকুর বলরাম।
তীর্থযাত্রা করিয়া চলিল অবিশ্রাম॥ ১১৬
মুনি সব বিশিষ্ট বলিল বলরামে।
বধিয়া দুরন্ত বন্তে রাখহ আশ্রমে॥ ১১৭
দুরন্ত অনন্ত তারে করিল সংহার।
এইরূপে বেড়েছিল তার অহঙ্কার॥ ১১৮
আজ আমি তোরে বধি রাজধানে যাব।
পথের নিশান তোর লেজ কাণ নিব॥ ১১৯

শুনিতে শুনিতে শিহরিল লেজ কাণ।
কপালে কুটিল আঁখি কোপে কম্পমান॥ ১২০
অবনী কাঁপায় কোপে আছাড়ি লাঙ্গুড়ে।
বিশাল বদন দেখি দূরে প্রাণ উড়ে॥ ১২১
তর্জ্জন গর্জ্জন করে কোপে দেয় পাক।
ঘূর্ণিত লোচন যেন কুমারের চাক॥ ১২২
কোপে করে বিকট দশন কড়মড়।
লেজসাটে নাসিকা-নিশ্বাসে বহে ঝড়॥ ১২৩
দর্প করি কহে কিছু কশ্যপ নন্দনে।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব রাখে কোন্ জনে॥ ১২৪
লাউসেন বলে বাঘা আপনা সামাল।
মরণ নিকট তোর কোলে দেখ কাল॥ ১২৫
বাঘ বলে বধ রণে বুঝি বীরবর।
বলিতে বলিতে কোপে করিছে গর্ গর্॥ ১২৬
বচনে বচনে বাড়ে বিবাদের মূল।
অমনি উঠিয়া রায়ে রুষিল শার্দ্দূল॥ ১২৭
লাউসেন ভাবে ইষ্ট দেবতার বল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ১২৮

কোপে বাঘবর, করিছে গর্ গর্,
ফর্ ফর্ করিয়া গুম্ফ।
কড় মড় দন্ত, করে বেগবন্ত,
দুরন্ত মারিছে লম্ফ॥ ১২৯
আগুলিয়া বাটে, লেজ কাণ সাটে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে তাড়ে।
প্রতাপে পতঙ্গ, মারিয়া ফলঙ্গ,
ফলায় ফেলিল ঝেড়ে॥ ১৩০
দেখায় ফাপরি, থাবা দিয়া ধরি,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে যায়।
মালকে সামালি, ফিরি ফলা চালি,
শার্দ্দূলে রুষিল রায়॥ ১৩১
চৌদিকে চঞ্চল, ঢালি চালে ঢাল,
বিক্রম বিশাল বীর।
আড়ম্বর করি, বুলে ফিরি ফিরি,
শার্দ্দূল না রহে স্থির॥ ১৩২
তবে বীরবর, বায়ে করি ভর,
ফলঙ্গে লঙ্ঘিল তায়।
ফিরি ফলা মারি, হুঙ্কারে হাঁকারি,
হটে চোট হানে রায়॥ ১৩৩

চমৎকার চোটে, লম্ফ মারি উঠে,
দপটে না টুটে বল।
কোপে তাপে লাফে, থাবা মারি ঝাঁপে,
লাউসেনে কামদল ॥ ১৩৪
বলবন্ত রায়, হেলায় বাঘায়,
কলায় ফেলায় ঝেড়ে।
উলটি দাদলি, অসিতে হাঁফালি,
সেন পুন ফেলে তেড়ে ॥ ১৩৫
খালি খেয়ে তায়, ঘায়ের জ্বালায়,
ঘুরে ঘুরে পড়ে ধোঁকে।
ভর করি বায়, তেড়ে আসি রায়,
ফলা হানে তার বুকে ॥ ১৩৬
লোটাইয়া লেজ, হলো হত-তেজ,
নখে অবনী আঁচড়ে।
পদ-নাশিনী, তখন তারিণী,
দেবী তার মনে পড়ে ॥ ১৩৭
ন কালে রায়, চোট হানে তায়,
মাথাটা লোটে অবনী।
টা মাথা ডাকে, দয়াময়ী মাকে,
বলে রক্ষ দাক্ষায়ণী ॥ ১৩৮
রিল শার্দ্দূল, স্মরণে ব্যাকুল,
কৈলাসে দেবীর প্রাণ।
রুপদ দ্বন্দ্ব, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৩৯
সর্ব্বাণী স্মরণে যদি মরিল শার্দ্দূল।
কৈলাসে পার্ব্বতী চিত্ত হইল আকুল ॥ ১৪০
পার্ব্বতী কহেন শুন পদ্মাবতী দাসী।
বে কেন অমঙ্গল অতি ভয়-বাসী ॥ ১৪১
ন বা বসিতে শুতে খেতে নাই সুখ।
বা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৪২
স্তিয়া পার্ব্বতী-পদে পদ্মাবতী বলে।
ন্দ্রের নর্ত্তকে তুমি অভিশাপ দিলে ॥ ১৪৩
ঘ কুলে জন্মাইল জলন্দার বনে।
ঞ্জার নন্দন তার প্রাণ নিল রণে ॥ ১৪৪
ই হেতু কাটা মাথা করিল স্মরণ।
বী কন অভিশপ্ত বটে দুই জন ॥ ১৪৫
ঞ্জার নন্দন সেই কশ্যপ বালক।
ার অভিশাপে সেই ইন্দ্রের নর্ত্তক ॥ ১৪৬

বাঘের শাপান্ত আছে সাধু হস্তে মরি।
অল্প দিনে মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী ॥ ১৪৭
ধর্ম্মের সেবক সেই রঞ্জার নন্দন।
অবশ্য তাহার হাতে বাঘের মরণ ॥ ১৪৮
কিন্তু বাঘে আপনি করেছি অঙ্গীকার।
বিপত্তে স্মরণে তোরে করিব উদ্ধার ॥ ১৪৯
এত বলি পদ্মার সহিত সিংহরথে।
অভয়া উরিলা মরা বাঘের সাক্ষাতে ॥ ১৫০
সর্ব্বকাল শার্দ্দূলে দেবীর আছে দয়া।
কাটা মুণ্ড স্কন্ধে দিয়া কান্দেন অভয়া ॥ ১৫১
পরাণ ত্যজেছে বাঘা বার করে জি।
তা দেখে ব্যাকুলে কহে হেমন্তের ঝি ॥ ১৫২
উঠ শিশু সাধের শার্দ্দূল কামদল।
পড়েছ বাঘাই যে পাথর জগদল ॥ ১৫৩
তা দেখে মায়ের আঁখি করে ছল ছল।
বাঘের মরণে মাতা হইল বিকল ॥ ১৫৪
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা জিয়াইব বাঘে।
করিব কামনা সিদ্ধ যে বর এ মাগে ॥ ১৫৫
পদতলে কন কিছু পদ্মাবতী দাসী।
দুর্জ্জনে এ সব যুক্তি দিতে ভয় বাসি ॥ ১৫৬
বচনে বাড়ায়ে যাবে হবে বিপরীত।
দেখে শুনে পাসরিলে রাবণের রীত ॥ ১৫৭
বর পেয়ে রাবণ যে করিলেক কাজ।
কত দুঃখ নাহি দিলে কংস মহারাজ ॥ ১৫৮
কি করিল মত্ত মহী দুর্য্যোধন রায়।
বৃত্রাসুর বিক্রম বলিতে হাসি পায় ॥ ১৫৯
তুমি হর হরি বিধি দেবী দেবরাজ।
বচন বজ্রের রেখা, বুঝি কর কাজ ॥ ১৬০
জননী বলেন যদি জীয়ে নাহি দিব।
পতিত-পাবনী নাম কিরূপে রাখিব ॥ ১৬১
কাটা মুণ্ড কাননে ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে।
কিছু বল কহ পদ্মা বাঁচাব উহারে ॥ ১৬২
এত বলি বাঘে দেবী দিলেন জীবন।
প্রাণ পেয়ে বন্দে বাঘা চণ্ডীর চরণ ॥ ১৬৩
নিশুম্ভনাশিনি নমো নগেন্দ্রনন্দিনি।
নরসিংহনিস্তারকারিণি নারায়ণি ॥ ১৬৪
শুভানি সর্ব্বাণি শান্তিরূপে সর্ব্বভূতে।
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে ॥ ১৬৫

বাসকি বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিবরে বলিতে নারে গুণ ॥ ১৬৬
মহিমা না জানে অষ্টলোকপাল বসু।
কি জানি জননি আমি বনজন্তু পশু ॥ ১৬৭
বাঘের বদনে স্তুতি শুনি হর্ষযুতা।
বলেন অমর বিনা বর মাগ সুতা ॥ ১৬৮
বাঘ বলে তোমার হাতের খড়্গা খান্।
দেখে মাতা থর থর কাঁপে মোর প্রাণ ॥ ১৬৯
অতঃপর মাগি বর চরণ কমলে।
না মরিব অস্ত্রে শস্ত্রে অনল গরলে ॥ ১৭০
তথাস্তু বলিয়া মা কৈলাসে উপনীত।
পদ্মাবতী বলে মাতা এই সে উচিত ॥ ১৭১
মায়ায় ভুলালে ভাল ভগবতী বাঘে।
প্রহ্লাদ পিতার পারা বাঘ বর মাগে ॥ ১৭২
জলে স্থলে অনলে পর্ব্বতে চরাচরে।
দানব মানব হাতে সৃষ্টির ভিতরে ॥ ১৭৩
অস্ত্র শস্ত্রে দিবায় নিশায় মৃত্যু নাই।
তুষ্ট হয়ে হেন বর দিলেন গোঁসাই ॥ ১৭৪
নিদানে নিধন-কালে নরসিংহরূপে।
এইরূপে বর দিয়া আইল চুপে চুপে ॥ ১৭৫
কংসরাজে যেমন ভাঁড়া'ল ত্রিপুরারি।
রাবণে ব্রহ্মার যেন বচন চাতুরি ॥ ১৭৬
হেন বর পেয়ে বাঘা অতিশয় মত্ত।
আড়ম্বরি করিয়া সেনের করে তত্ত্ব ॥ ১৭৭
কর্পূরে আনিতে সেন গিয়াছিল বনে।
বাঘ বড় বিক্রমে বিস্ময় বাড়ে মনে ॥ ১৭৮
আসিয়া বুঝিল বড় দেবতার বল।
রাবণ সমান শক্তি ধরে কামদল ॥ ১৭৯
কাটা মাথা কান্ধে লাগি বলে মার্ মার্।
চঞ্চল হইল সেনে লাগে চমৎকার ॥ ১৮০
করতারে ভাবিয়া ভরসা বাড়ে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে ॥ ১৮১

বাঘা অতি কোপে আসি আগুলিল বাট।
বদন বিস্তার করি মারে লেজ সাট ॥ ১৮২
কোপে দুটা কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।
দর্প করি কয় কিছু লাউসেন বীরে ॥ ১৮৩
বলি শুন এখনো অভয় দিনু দান।
ঘরে যা রাজার বেটা রক্ষার পরাণ ॥ ১৮৪
নতুবা দেবীর প্রীতে প্রাণ তোর লব।
চিবাব মাথার খুলি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥ ১৮৫
লাউসেন বলে দুষ্ট গর্ব্ব কর দূর।
এক দণ্ডে মুণ্ড নিব দর্প হবে চুর ॥ ১৮৬
রুষিয়া শার্দ্দূল ঘন তা দেয় গোঁফে।
নিশুম্ভ সমান দর্প লম্ফ মারে কোপে ॥ ১৮৭
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর চমৎকার।
শব্দ ভেদে আকাশ পাতাল বলি-দ্বার ॥ ১৮৮
দেবতা সকল শুনে করে অনুভব।
কোথা হতে অবনীতে উঠিল দানব ॥ ১৮৯
দর্প দেখি দারুণ দুরন্তে নাহি ভয়।
সাহসে সংগ্রামে বীর স্থির হয়ে রয় ॥ ১৯০
বাঘা দিল বীরাঙ বিস্তার করি মুখ।
ফলা ফরকিয়া সেন হইল সম্মুখ ॥ ১৯১
থাবা দিয়া চলিল গর গর করি কোপে।
হাঁফালিয়া ঝাঁপাইতে লাফাইয়া লোফে ॥ ১৯২
ফলা ঝেড়ে অমনি ফেলায় কতদূরে।
দুটা আঁখি কুমার-চাকের প্রায় ঘুরে ॥ ১৯৩
বাসুকি ঝাড়িতে ফণা, যেন ভূমিকম্প।
আড়ম্বরি করি কোপে উঠে মারে লম্ফ ॥ ১৯৪
রুষিয়া শার্দ্দূল সেনে মারিল হাঁফাল।
সকল সাধিয় শূন্যে এড়াল ভূপাল ॥ ১৯৫
বিশাল বিক্রমে বাঘে দিলেন দাবড়।
দাদালে দুরন্ত দন্ত করে কড় মড় ॥ ১৯৬
রুষিয়া যতেক চোট হানে বীর দাপে।
বাঘ রণপণ্ডিত এড়ায় লাফে লাফে ॥ ১৯৭
চারিদিকে চঞ্চল ফিরিয়া চালি ঢাল।
উভ পাশে মারে চোট মারিতে হাঁফাল ॥ ১৯
একে দুষ্ট জন্তু তায় দেবতার বর।
ভাব কি দেখায় ফিরে করে গর গর ॥ ১৯৯
যোগী যারে যোগবলে জপে অবিরত।
হেন দেবী বাড়াইল বাঘের মহত্ত্ব ॥ ২০০
যাঁর বলে পাতালে প্রবল হৈল মহী।
যেই শক্তি সাধিয়া ধরণী ধরে অহি ॥ ২০১
হেন দেবী করুণা করিলা কামদলে।
বেড়েছে বিক্রম বড় বাঘুলির বলে ॥ ২০২
তাড়া দিয়া তিনদিকে আড়ি-উড়ি চায়।
থাবা দিতে থোবনা ভাঙ্গিল ফলা ঘায় ॥ ২০৩

়ালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে বাঘা বাঙ্কে রিষ।
লিয়া ফলঙ্গ মারে দশ বিশ ত্রিশ ॥ ২০৪
়মনি উঠিয়া লম্ফ উলটী পালটী।
়াফায়ে কাঁপালো কোপে কুড়িহাত মাটী ॥২০৫
়াড্ হাড্ হাঁফালে ধরিতে যায় ঘাড়ে।
মর-পণ্ডিত রায়, রয় ফলা আড়ে ॥ ২০৬
়রাইতে ফলাখানা ফেরে কোপে তাপে।
প করে ঝাঁপ দিয়া ঝুপ করে ঝাঁপে ॥ ২০৭
াব্ কি লাগিল সেনে ডেড়ী হইল পা।
তাসে হুঠারে পড়ে মুখে নাই রা ॥ ২০৮
লায় ফলায় ঢাকা পড়ে ধরাতলে।
র্মপুত্র দেখিয়া ধরণী ধরে কোলে ॥ ২০৯
লা দিয়া ফলা তুলে ফেলাইতে চায়।
ধিক অচলগিরি গোবর্দ্ধন প্রায় ॥ ২১০
ঘ বলে মহীতলে শুখাইয়া মর।
লায় রহিব আমি দ্বাদশ বৎসর ॥ ২১১
থন ছাড়িয়া দিব দাঁতে কর কুটা।
লিতে বচন বাঘা নাহি বল-টুটা ॥ ২১২
়উসেন বলে মিছা প্রতাপে কি কাজ।
়ৈব দুরন্ত দণ্ড চারি কর ব্যাজ ॥ ২১৩
়খ মাত্র প্রতাপ অন্তরে নাই সুখ।
দেশে বিপত্য বড় বিধাতা বিমুখ ॥ ২১৪
়থময় অনাদি অনন্ত নিরঞ্জনে।
কান্ত ভাবেন দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ২১৫
মনে মনে নিরঞ্জনে ধ্যান করি রায়।
়ান্দেন কাতর হয়ে ধূসর ধূলায় ॥ ২১৬
নাথ বান্ধব ওহে কর পরিত্রাণ।
দেশে বাঘের হাতে হারাই পরাণ ॥ ২১৭
। মোর কাতর হয়ে কয়েছিল যত।
়ট সঙ্কটে এই, আর আছে কত ॥ ২১৮
ষেধিলা সঙ্গের সর্ব্বস্ব সেই ভাই।
পূর্ব্বের কথা কাটি কত কষ্ট পাই ॥ ২১৯
র্জয় দেবীর দাস বাঘ কামদল।
়ুজঘলনী দুর্গা দেবী পক্ষবল ॥ ২২০
়ায় ফলায় ঢাকা ঠেকেছি বিষম।
পরে দুর্জ্জয় বাঘ করে পরাক্রম ॥ ২২১
়কতবৎসল প্রভু পেয়েছি প্রমাণ।
়ষ্টী-সঙ্গে যৌথরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ ॥ ২২২

অনলে গরলে জলে শৈলে যে প্রমাদে।
দনুজ-তনুজ ভক্তে রাখিলে প্রহ্লাদে ॥ ২২৩
সমরে সাজিতে শীঘ্র সুধন্বার ব্যাজে।
তার পিতা ফেলে তপ্ত-তৈলকুণ্ড মাঝে ॥ ২২৪
চতুর্ভুজ তুমি তারে রেখেছো গোঁসাই।
ধ্রুবে যে দিয়াছ পদ যারপরনাই ॥ ২২৫
যুধিষ্ঠিরে পাশায় হারায়ে দুর্য্যোধন।
দ্রৌপদীরে সভামাঝে করে বিবসন ॥ ২২৬
বস্ত্ররূপী হয়ে লজ্জা রেখেছ হে তাতে।
পুনরপি বনবাসে দুর্ব্বাসার হাতে ॥ ২২৭
তারা সব ভক্ত তুমি ভকতবৎসল।
অনাথ-বান্ধব নামে ভরসা কেবল ॥ ২২৮
মোরে বাঘা ধরে খায় না করি বিষাদ।
পতিত-পাবন নামে পাছে পড়ে বাদ ॥ ২২৯
অতেব কাতরে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু।
দনুজারি দুঃখহারি দেব দীনবন্ধু ॥ ২৩০
সঙ্কটে সেবকে স্তুতি জানি যে কারণে।
ডাকিয়া পাঠান প্রভু পবননন্দনে ॥ ২৩১
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত।
শ্রবণে পাতক দূর অঙ্গ পুলকিত ॥ ২৩২
শ্বেত মক্ষীরূপে আসি দেখা দিল হনু।
পরিচয় দিলা প্রেমে পুলকিত তনু ॥ ২৩৩
পদতলে প্রণতি করিতে পুনঃপুনঃ।
বীর বলে ভয় নাই বলি যা তা শুন ॥ ২৩৪
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ ॥ ২৩৫
তোমা হেতু হেন প্রভু হলো ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে আসি আমি উপস্থিত ॥ ২৩৬
যে তুমি আমার শিষ্য, আমি মল্লগুরু।
কি করিতে পারে তার কেশী কংস কুরু ॥ ২৩
কোন্ ছার শত্রু তার বিপিনের বাঘ।
ভর দিনু ভুজেতে ভাবনা কর ত্যাগ ॥ ২৩৮
এত বলি বসিল সেনের বাহুমূলে।
বীরদর্পে ঝেড়ে ফেলে দুরন্ত শার্দ্দূলে ॥ ২৩৯
উলটী বিক্রমে বাঘা তাড়া দিয়া যায়।
কোপে তাপে লাফে লাফে ঝাঁপাইতে চায় ॥ ২৪
দম্ভ করি লম্ফ মারি খেদে লাউসেনে।
ফিরাইয়া ফলা উড়ে উপর গগনে ॥ ২৪১

তপন তনয়ে যেন রুষিল অর্জ্জুন।
সেইরূপ বাঘে বড় বীর নিদারুণ॥ ২৪২
পাশে পাশে ফিরাফিরি বল কশাকশি।
উভ উভ উড়ি ফলা, অধ অধ অসি॥ ২৪৩
হেঁটে ঢাল পেতে ওতে খুঁচে মারে খোঁচা।
মাথায় মারিতে চোট কাণ হইল বোঁচা॥ ২৪৪
কোপে বৃথা কামদল কামড়ায় ভূমে।
বীরদর্পে সেন পুন চোট হানে মুখে॥ ২৪৫
চোট খেয়ে লাফায়ে থাবাইয়া ধরে উরু।
কি করিতে পারে যার হনু মল্লগুরু॥ ১৯৬
যম ইন্দ্র কুবের বরুণ হুতাশন।
পবন প্রভৃতি দেবে জিনিল রাবণ॥ ১৪৭
হেন জন ঘুরে যার খেয়ে এক চড়।
অচেতন হয়ে ভূমে করে ধড় ফড়॥ ১৪৮
হেন মহাবীর হনুমান অনুকূলে।
প্রতাপে হানিল রায় দুরন্ত শার্দ্দূলে॥ ১৪৯
কাটা মাথা যোড়া লাগে বাসুলির বরে।
রাবণের প্রায় বাঘা দৈব-বল ধরে॥ ১৫০
গোঁফে তা দিয়া কোপে করে গর্‌গর্‌।
বলরামে রোষে যেন দ্বিবিদ বানর॥ ১৫১
দ্বারিকা দলিল দুষ্ট দারুণ দুরন্ত।
বিক্রমে বধিলা তারে ঠাকুর অনন্ত॥ ১৫১
সেইরূপ বাঘের বিক্রম বুঝি বাড়া।
আড়ম্বরি করি পুন সেনে দেয় তাড়া॥ ১৫৩
কাণে কাণে সেনে তবে কন হনুমন্ত।
বাসুলির বরে খড়্গে না মরে দুরন্ত॥ ২৫৪
যেমন যাইয়া আমি পাতাল নগরে।
বধিনু মহীর পুত্রে অহি নিশাচরে॥ ২৫৫
পাষাণে পরাণ নিনু মারিয়া আছাড়।
সেইরূপ শার্দ্দূলের চূর্ণ কর হাড়॥ ২৫৬
উপদেশ পেয়ে বন্দে বীরের চরণে।
রুষিল যেমন ভীম কীচকের রণে॥ ২৫৭
তাড়াতাড়ি পাছাড়ি আছাড়ি ফেলে ভূমে।
মাথায় মারিতে মুষ্টি রক্ত উঠে মুখে॥ ২৫৮
উপর গগনে ঘন ঘুরাইয়া পাক।
পাষাণে আছাড় মারি বলে ধর্ম্ম রাখ॥ ২৫৯
খসিয়া পড়িল যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি হাড় হ'ল গুঁড়া॥ ২৬০

শাপে মুক্ত হ'ল সেই দিব্য দেহ ধরি।
বিমানে চাপিয়া গেল সুররাজ পুরী॥ ২৬১
শার্দ্দূল সংহার করি সেনের আনন্দ।
বীরগুরু হনুর বন্দিল পদদ্বন্দ্ব॥ ২৬২
নিশুম্ভ পড়িতে কিবা জম্ভের তনয়।
শুম্ভের নিধনে যেন দেবতার জয়॥ ২৬৩
সেইরূপ অবনী হইলা সুপ্রকাশ।
সেন বলে প্রভু কর ক্ষণেক আশ্বাস॥ ২৬৪
কর্পূরে আনিগে যেয়ে করুন প্রণতি।
মহাবীরে রাখি রায় এল লঘুগতি॥ ২৬৫
বায়ে কিবা পায় পায় পেয়ে পত্র-সাড়া।
দাদাকে খাইয়া মোরে দিতে এল তাড়া॥ ২৬৬
দৈববল লয়েছি রয়েছি আমি গাছে।
বলিতে বলিতে রায় আইল তার কাছে॥ ২৬৭
কি কর কর্পূর ভায়া দেখসিয়া আগে।
বধেছি একান্ত হে দুরন্তবন্ত বাঘে॥ ২৬৮
চক্ষু ছাড়ি-উড়ি সেনে দেখে চেয়ে।
অল্প বুদ্ধি গেল তবু কন ভয় পেয়ে॥ ২৬৯
বাঘ বধ সত্য হয় শিরে হাত দেও।
কিরা করি গিরা তবে আলাইয়া লও॥ ২৭০
প্রবোধ করিয়া নিল আলাইয়া গাছে।
মুখানি মুছায়ে বলে এস কাছে কাছে॥ ২৭১
তথাপি চলিতে নারে পরাণ চঞ্চল।
আগে দেখে মৃত তনু বাঘ কামদল॥ ২৭২
তথাপি তরাস তার, পাছে দেয় তাড়া।
আড়ি-উড়ি দিয়া চিন্তে শার্দ্দূলের সাড়া॥ ২৭৩
নাসিকা বয়ান বাটে না বহে অনিল।
তবু ভূমে হাঁটু পেড়ে উভ হানে কিল॥ ২৭৪
কিলিয়া বধিনু বাঘে দেখসিয়া ভাই।
সেন বলে ভাই তোর বলিহারি যাই॥ ২৭৫
ভাল হলো মেলে বাঘে সম্প্রতি সাক্ষাত।
গুরুদেব পাদপদ্মে হও প্রণিপাত॥ ২৭৬
দেখি ব্যস্ত সমস্ত প্রণতি করি তায়।
করপুটে কন সব তোমার কৃপায়॥ ২৭৭
দাদা মাত্র উপলক্ষ আপনি বধিলে।
দয়া করি তুই দাসে দরশন দিলে॥ ২৭৮
বীর কন সকলি ত করেন গোঁসাই।
অতঃপর বিদায় বিলম্বে কাজ নাই॥ ২৭৯

ামি কহে যাই কোন চিন্তা কর পাছে।
রণ করিবা মাত্র দেখা পাবে কাছে॥ ২৮০
কটে লও নখ লেজ শার্দ্দূলের কাণ।
লে দেহ আমারে গায়ের ছালখান॥ ২৮১
থের নিশান তুমি দিবে রাজপুরে।
াসন যোগাব আমি লইয়া ঠাকুরে॥ ২৮২
াপীচর্ম্ম ধর্ম্ম হেতু খুলে দিলা রায়।
াণতি করিল রায় ধূলায় লোটায়॥২৮৩
াশীর্ব্বাদ করি হনু হ'ল তিরোধান।
হিল যে কিছু হনু পুনঃ বিদ্যমান॥ ২৮৪
নিয়া ভক্তের জয় দেখি দ্বীপীচর্ম্ম।
ধে বিপরীত বুদ্ধি করিলা শ্রীধর্ম্ম॥ ২৮৫
ঘের নিশান কাটি বান্ধিয়া ফলায়।
পূ´রে কহেন কিছু লাউসেন রায়॥ ২৮৬
র্ভয় হইল পুরী পরম মঙ্গল।
ৃষ্ণায় আকুল বড় এনে দেহ জল॥ ২৮৭
নিয়া কপূ´র চলে জল অন্বেষণে।
রুতলে ভ্রমে রায় রহিলা শয়নে॥ ২৮৮
দিত নয়ন তাঁর, উদিত প্রচণ্ড।
র্য্য-তেজ বারণে বাসুকি ধরে দণ্ড॥ ২৮৯
দ্রা হলো মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।
জ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায়॥ ২৯০
পূ´র কাতর মনে, সরোবর অন্বেষণে,
চারিপানে চাহিয়া চঞ্চল।
রাট-তনয় মুখে, উড়ে পক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে,
বহে মন্দ বাত সুশীতল॥ ২৯১
দেখি প্রসন্ন চিত, অনুভবে উপনীত,
ত্বরাত্বরি তারা দীঘি তীর।
ঘির দক্ষিণ ঘাটে, দেখিয়া রজক-পাটে,
প্রাণ কাঁপে ভাবিয়া কুম্ভীর॥ ২৯২
মল কমল ভব, লহরী নিকর সব,
হেরিতে বয়ান প্রীতিময়।
ফুল কমল-দলে, জলবিন্দু চয় দোলে,
গরল ভরমে ভাবে ভয়॥ ২৯৩
ল পীত শ্বেত রক্ত, সলিলে সরোজ ব্যাপ্ত,
হেলিছে দুলিছে মন্দ বাতে।
ফণা ধরেছে ফণি, এত মনে অনুমানি,
ত্রাসে পরাণ হলো হাতে॥ ২৯৪
দীঘি যুড়ে যত সাপ, কি হলোরে ওরে বাপ,
জানিলে কে বাড়াইত পা।
পরেশ পরাণ যেতো, কুম্ভীরে ধরিয়া খেতো,
কোথা বা রহিত বাপ মা॥ ২৯৫
কালীদহে এই মত, আভীর বালক হত,
হয়েছিল বিষ-জল পানে।
গোবিন্দ করুণাসিন্ধু, জিয়াইতে সব বন্ধু,
ঝাঁপ দিল দুষ্টের দমনে॥ ২৯৬
সেইরূপ হলাহল, দীঘি জুড়ে যত জল,
ফল নাই এখানে আমার।
এত বলি বেগে ধায়, ভয়ে ফিরি ফিরি চায়,
লাউসেনে দিতে সমাচার॥ ২৯৭
নিকটে আসিয়া দেখে, বাসুকি পঙ্কজ-মুখে,
দণ্ড করি তপনের তাপে।
কেন্দে শোকে কন দুখে, বাঁচিয়া বাঘের মুখে,
দাদারে খেয়েছে কালসাপে॥ ২৯৮
যে সর্প দেখিনু জলে, অভাগ্য কর্ম্মের ফলে,
সেই সর্প দাদার নিকটে।
যখন বিধাতা লাগে, দুর্ব্বা বনে ধরে বাঘে,
অশেষ আপদ আসি ঘটে॥ ২৯৯
কপূ´র কাতর রবে, নিদ্রাভঙ্গ হলো তবে,
লাউসেন উঠিয়া চেতনে।
কপূ´রে জন্মিল ত্রাস, সর্প গেল নিজ বাস,
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে॥ ৩০০
লাউসেন কন কেন কান্দিয়া কাতর।
কপূ´র কহিল দাদা রাখিল ঈশ্বর॥ ৩০১
সলিল সন্ধানে গেনু তারাদীঘি তীর।
ভবনে ভুজঙ্গ ভয়, ঘাটেতে কুম্ভীর॥ ৩০২
দেখিনু দীঘীর জল কেবল গরল।
পলাইয়া প্রাণ পেনু ছিল পুণ্য বল॥ ৩০৩
সেই সর্প ঢেকেছিল তোমার বয়ান।
দেখি যত পেনু পীড়া ঈশ্বর প্রমাণ॥ ৩০৪
শুনে লাউসেন মনে না করে প্রতীত।
দোঁহে আসি দীঘীর দক্ষিণে উপনীত॥ ৩০৫
রজকের পাঠ কালো, কমল তরঙ্গ।
দেখাইয়া বলে এই কুম্ভীর ভুজঙ্গ॥ ৩০৬
তাড়া দিতে পলালো প্রবল পেয়ে ত্রাস।
সেন বলে ভাগ্যে ভায়া না করিল গ্রাস॥ ৩০৭

রজকের পাঠ দেখে কুম্ভীরের ভ্রম।
শ্যামল কমল-অঙ্গ ভুজঙ্গের সম॥ ৩০৮
পদ্মপাতে দেখি জল বলিলে গরল।
না বুঝে এতেক কেন ত্রাসে তরল॥ ৩০৯
স্নান পূজা উচিত অবশ্য এই স্থলে।
চিন্তিয়া চয়ন করে কমল কমলে॥ ৩১০
পাঁচ পিণ্ড পরিহরি মৃত্তিকা দীঘির।
স্নান হেতু সলিলে প্রবেশে মহাবীর॥ ৩১১
নির্ম্মল করিল অঙ্গ করিয়া মার্জ্জনা।
মাস পক্ষ তিথি গোত্র করে বিবেচনা॥ ৩১২
নিজ নাম তীর্থ কাম ধর্ম্ম আবাহন।
বৈদিক তান্ত্রিক স্নান করি সমাপন॥ ৩১৩
কমলে কেবল পূজা করিল সাত্ত্বিক।
উপচার অপরঞ্চ দিলা মানসিক॥ ৩১৪
পূজা জপ করি মন্ত্র সমাপিলা রায়।
হেন কালে দারুণ কুম্ভীর ধরে পায়॥ ৩১৫
কি কি বলি চঞ্চল চরণে ফেলে ঝেড়ে।
কুপিয়া কুম্ভীর পুন সেনে ধরে তেড়ে॥ ৩১৬
ঝেড়ে ফেলে উঠিতে আড়ায় তেড়ে ধরে।
ঝাঁপ দিয়া জলে লয়ে আড়ম্বর করে॥ ৩১৭
দাদলে দপটে নক্র পায়ে ধরে ঝাঁকে।
আড়ম্বরি করি লেজ নামাইল পাঁকে॥ ৩১৮
পরাক্রমে চলে জলে যুঝে দুই বীর।
বিক্রমে তরঙ্গ বারে পাড়ে পড়ে নীর॥ ৩১৯
মাড়নে মরিল মৎস্য দীঘীর সলিলে।
সফরী লাফাতে নেচে, লুপে লয় চীলে॥ ৩২০
হুড়াহুড়ি কমলে কমল হ'ল কাদা।
কূলে কান্দে কপূ'র কি হ'ল ওগো দাদা॥ ৩২১
কালী-নাগে কৃষ্ণে যেন করে ছিল গ্রাস।
সেইরূপ কপূ'র কুম্ভীরে ভাবে ত্রাস॥ ৩২২
তুল্য রণে জলে মত্ত যুঝে দুই বীর।
কখন সবল সেন, কখন কুম্ভীর॥ ৩২৩
অস্ত্র বিনে জলে যুদ্ধ জলজন্তু সনে।
কুম্ভীর ব্যাপক বড় বধিব কেমনে॥ ৩২৪
বাঘে মারি নক্রবর করে বা ভক্ষণ।
বিপদে স্মরেণ সেন গজেন্দ্র-মোক্ষণ॥ ৩২৫
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ-ঋষি ছিলো যে নরেন্দ্র।
অগস্ত্যের অভিশাপে হইল গজেন্দ্র॥ ৩২৬
গিরিবর ত্রিকূট সুখদ সরোবরে।
পরিবার সহিত সলিলে খেলা করে॥ ৩২৭
হুহু নামে গন্ধর্ব্ব ঠেকিয়া নিজ পাপে।
কুম্ভীর হইয়াছিল দেবলের শাপে॥ ৩২৮
কোপে সে কুম্ভীর ধরে কুঞ্জরের পায়।
দুই জনে জল-যুদ্ধে বহুকাল যায়॥ ৩২৯
জলে টানে কুম্ভীর, কুঞ্জর টানে স্থলে।
কাতর হইল হস্তী হ'ল হীনবলে॥ ৩৩০
পরিণামে পদ্মনাভ পঙ্কজ-লোচনে।
চিন্তেন গোবিন্দ-গতি গরুড় বাহনে॥ ৩৩১
বিষ্ণু বিনে বিপদে বান্ধব নাহি অন্য।
ভাবিয়া একান্ত ভক্তি করিল অনন্য॥ ৩৩২
শুঁড়ে ধরি শতদল করী কোকনদে।
আরাধিলা অনন্ত রাতুল বিষ্ণুপদে॥ ৩৩৩
বিপদে গোবিন্দ গজে দিল দিব্য গতি।
এই ধ্যান স্মরেণ সেন করিয়া ভকতি॥ ৩৩৪
পাইল প্রবল শক্তি প্রভুর কৃপায়।
বীরদাপে কুম্ভীর সহিত উঠে রায়॥ ৩৩৫
আড়ায় আছাড় মারি বেগে ফেলে ছুড়ে।
হতমান হয়ে পড়ে কত দূর যুড়ে॥ ৩৩৬
খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি বা'র করে আঁত।
যত্নে নিল নক্রের নিশান নখ দাত॥ ৩৩৭
সাধু হস্তে ম'য়ে মুক্ত হইল কুম্ভীর।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥ ৩৩৮
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥ ৩৩৯
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥ ৩৪০

কামদল বধ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

জামতি পালা।

কুম্ভীর বধিয়া বীর লাউসেন রায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটবা হেতু যায়॥ ১
কত দূরে জামতি নগর দেখে আগে।
চালে চালে বসতি অসতী অনুরাগে॥ ২

আম জাম পলাশ পিপুল থরে থরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে॥ ৩
কপূ‌র্র কুমারে সেন করিল জিজ্ঞাসা।
আগে কোন গ্রামে চল, করি গিয়া বাসা॥ ৪
অরুণ-মুদিত কাল ত্বরান্বিত নিশা।
কপূ‌র্র কহেন এই পুরী ধর্ম্মনাশা॥ ৫
প্রকৃতি প্রবল যায় পুরুষ পাগল।
কুহকে কামিনী করে কন্দর্পের বল॥ ৬
ও পথ বিপথ যত অসতের পুর।
লাউসেন বলে ভায়া শুনহ কপূ‌র্র॥ ৭
আপনি হইলে সৎ অসতে কি করে।
ভয় নাই ভায়া চল ভাবি মায়াধরে॥ ৮
রাজা বলে ধর্ম্মপদ-পঙ্কজ-পিঞ্জরে।
মনোরাজহংস বন্দী, কি করিতে পারে॥ ৯
যোড় করে কপূ‌র্র কহেন পুনঃ পুনঃ।
এ দেশের বিশেষ বারতা বলি শুন॥ ১০
নটী দারী নহে সব গৃহস্থের মেয়ে।
লাজ খেয়ে নগরে নাগরে বুলে চেয়ে॥ ১১
না যাব জামতি যায় যুবতী প্রবলা।
পথিক পুরুষ পেলে পায় পদ্মমালা॥ ১২
দেখিয়া তোমার তায় রূপের প্রকাশ।
ভুলিয়া ভুলাবে দাদা বলিয়া খালাস॥ ১৩
সেন বলে শুন যদি মন হয় দড়।
নারীর লাবণ্য জন্য ভয় নয় বড়॥ ১৪
কপূ‌র্র কহেন দাদা যা বল সে বটে।
পাছে জানি বিশেষে বিপদ আসি ঘটে॥ ১৫
রসবতী যুবতী রভস অনুকূলে।
মৃদু হাস্যে কটাক্ষে নারীর মন ভুলে॥ ১৬
ইহাতে প্রমাণ পরাশর মহামুনি।
মোহিলা যাহার মতি ধীবর-নন্দিনী॥ ১৭
মীনগন্ধা সঙ্গে সম্ভোগ হ'ল রতি।
যাহাতে জন্মিল বেদব্যাস মহামতি॥ ১৮
ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।
এক যোগে থাকিলে অবশ্য করে বল॥ ১৯
কৃষ্ণের ভগিনী দেখি ভুলিল অর্জ্জুন।
তাকে চেয়ে দাদা তুমি কত ধর গুণ॥ ২০
মোহিনী দেখিয়া কেন মোহিত শঙ্কর।
দেবতা দানব যবে মথিলা সাগর॥ ২১
দেখে শুনে ভরসা না হয় এক তিল।
বল দেখি কি দোষে ঠেকিল অজামিল॥ ২২
জনক জননী অন্ধ, জায়া ধর্ম্মশীলা।
ঘর ত্যজি দাসি-সঙ্গে মন মজাইলা॥ ২৩
সেন বলে শুন সব ঈশ্বরের মায়া।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ ভায়া॥ ২৪
মন-হংস প্রভু পদ-পঙ্কজ পিঞ্জরে।
রেখে চল চিন্তা নাই যাব জামতিরে॥ ২৫
আখড়ার ঘরে যবে জগতের মাতা।
জেনে গেল মোর মতি আনে কোন্ কথা॥ ২৬
ঘুচাব পথের কাঁটা রেখে যাব সক।
মুখে বলে ভাল চল মনে ধক্ ধক্॥ ২৭
যামার্দ্ধ থাকিতে দিবা প্রবেশে জামতি।
হেনকালে জলে চলে যতেক যুবতী॥ ২৮
বাঁধা ঘাট পাষাণে বিচিত্র পরিসর।
দেখিল দক্ষিণ দিকে দিব্য সরোবর॥ ২৯
চারি ঘাটে শোভা করে চম্পক বকুল।
সরোবর কমলে গুঞ্জরে অলিকুল॥ ৩০
বকুল বৃক্ষের ছায়া সুশীতল বায়।
বিশ্রাম-বাসনা-বশে বসিল ছায়ায়॥ ৩১
বসিতে বকুল তলে লাউসেন রায়।
দশ দিক শোভা করে অঙ্গের আভায়॥ ৩২
কাঁচা সোনা বরণ বদন-পূর্ণশশী।
দেখিয়া মোহিত হ'ল যতেক রূপসী॥ ৩৩
জলের গাগরি কাঁখে নাগরী সকল।
মনোহর মূর্ত্তি দেখি মদনে পাগল॥ ৩৪
কামবাণে সবার অন্তর জ্বর জ্বর।
মদনে মজিল চিত পাসরিল ঘর॥ ৩৫
পরস্পর নারীগণ করে অনুমান।
রাজপুত্র হবে মূর্ত্তি দেবের সমান॥ ৩৬
অনুপম সুঠাম নাগর দেখি দুই।
মনে করে রাত্রি দিন হিয়া মাঝে থুই॥ ৩৭
বলিতে বলিতে বাড়ে মদন-তরঙ্গ।
লাজ ত্যজি বলে কেহ যাই ওর সঙ্গ॥ ৩৮
কেহ কয় হায় হায় বঞ্চিলা বিধাতা।
আইবড় কালে হেন বর ছিল কোথা॥ ৩৯
খাইয়া চক্ষের মাথা পিতা মাতা অরি।
বেঁটে বরে দিল বিয়া লোক লাজে মরি॥ ৪০

পরস্পর পতি নিন্দা করে নারীগণে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে॥ ৪১
দেখি রূপ ছটা, যতেক কুলটা,
পরস্পর কহে মর্ম্ম।
চিত্তে অধোগতি, নিন্দা করে পতি,
ত্যজে লোক-ভয় ধর্ম্ম॥ ৪২
এক ঠাটী বলে, মোর কর্ম্মফলে,
পতি অতিশয় বুড়া।
দুর্দ্দিনের কালে, ফেলাইল জলে,
ঢিপে-শোকা মোর খুড়া॥ ৪৩
শয়নের কালে, স্বামী কাঁপে হালে,
মোর কি এ দুখ টুটা।
যদি কিছু বলি, করয়ে ব্যাকুলি,
দশনে ধরয়ে কুটা॥ ৪৪
ভজিব নাগরে, কিবা পাপ ঘরে,
স্বামীটা জীয়ন্তে মরা॥
কহে চন্দ্রকলা, শুন গো বিমলা,
আমার ঐ নায়ে ভরা॥ ৪৫
করি কাটাকাটী, বেটী দিয়া মাটী,
রাখিল আমার বাপ।
স্বামীটা দুঃশীলে, প্রাণ গেল কীলে,
তার্ বুকে থাক্ সাপ॥ ৪৬
সাধুর নন্দিনী, বলে সাঙ্গাতিনী,
স্বামীটা বিদেশী মোর।
সে যে থাকে দূরে, তবে নাকি মোরে,
লোকে বলে ভাতার-খোর॥ ৪৭
তুমি আছ ভালে, পতি পাবে কালে,
বলে কলাবতী নারী।
সেবি স্বামী অন্ধ, সদা করে দ্বন্দ্ব,
ভোজন কালে খুমারি॥ ৪৮
রান্না ঝোল ঝালে, পরিপূর্ণ থালে,
অন্ন এনে দিই কোলে।
কাছে থাকে পড়ে, হাতাড়ে হাতাড়ে,
চারিপানে খুজে বুলে॥ ৪৯
শীলা বলে ফুল, বরঞ্চ ও ভাল,
মোর দুখ শুন সই।
স্বামীটা অবোধ, পায়ে কুড়াগোদ,
অনেক দুঃখেতে কই॥ ৫০
দশন পোনের, তৈল লাগে মোর,
খরচ এক এক গোদে।
ঘটী বাটী থালা, বন্ধকে বিকিলা,
কলুর কড়ির শোধে॥ ৫১
এনে কোঁথা জ্বর, কাঁপে থর থর,
সদা করে কাঁজি কাঁজি।
এ নব নাগরে, পেলে পাপ ঘরে,
আগুন লাগাব আজি॥ ৫২
হীরা বলে অবা, হাবা গোবা বোবা,
বিধাতা ঘটালো মোরে।
সেবি সেই স্বামী, বোবা হই আমি,
কথা কহি ঠারে ঠোরে॥ ৫৩
অধিক অবুঝা, পিট ভরা কুঁজা,
শুতে গেলে করে উঃ।
ঘাড়ে কুঁজ যুড়ে, ভূমে যায় গড়ে,
মিন্সে রাজ্যের কু॥ ৫৪
কেহ কহে আলো, তোর ভার্ত্তা ভালো,
বচন শুনিতে পায়।
মোর পতি বুড়া, কালা কাণা খোঁড়া,
খেপা ঢিপেশোকা তায়॥ ৫৫
বামা বামি রটে, স্বামী যুবা বটে,
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা।
না করে পরশ, অলসে অবশ,
ভাবে ভাসুরের পারা॥ ৫৬
অশেষ বিশেষ, করি নাস বেশ,
ফিরিয়া না চায় কাণা।
করিয়া চাতুরী, বারুয়ের নারী,
নয়ানী করিছে মানা॥ ৫৭
নিজ পতি সোণা, মহাগুরু জনা,
নিন্দ দেখি পর বেটা।
এতো নহে ভাল, জল লয়ে চল,
লোকে শুনি করে ঠাটা॥ ৫৮
প্রকারে সবারে, তাড়ায়ে নাগরে,
আঁখি ঠারি গেল ঘরে।
মনে কুতুহলি, যৌবনের ডালি,
সাজায়ে দিব নাগরে॥ ৫৯
মথুরা নাগরি, দেখিয়া শ্রীহরি,
যেমতি মজালে মন।

তেমতি জামতি, যতেক যুবতি,
ঘনরাম বিরচন ॥ ৬০
কলসী রাখিয়া রামা পিয়ে পুষ্প মৌ।
ানী শিবাই দত্ত বারুয়ের বৌ ॥ ৬১
রচিয়া বিরলে বিবিধ চিত্র পাটা।
গর ভুলাতে নানা বেশ করে ঠাটা ॥ ৬২
াচড়িয়া চাঁচর চিকুর চিত্রবেণী।
ন্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁদিকে টানুনি ॥ ৬৩
বরী রচিয়া দিল চন্দনের রেখ।
ঘ-মালা তড়িত জড়িত পরতেক ॥ ৬৪
লায় লম্বিত মাল্য মনোহর ফুল।
করন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল। ৬৫
পালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের রবি।
ন্দন চন্দ্রিমা কোলে মজ্জলের ছবি ॥ ৬৬
ায় চিত্র গোরচনা চন্দনের বিন্দু।
রুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥ ৬৭
ারোপে অলকা-কোলে মুকুতার পাঁতি।
ীমন্তে রচিয়া দিলা সুবর্ণের সিঁথি ॥ ৬৮
ঙ্গে পরে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
বাল পুরট পাঁতি গজমতি হার ॥ ৬৯
ানুতি তেসুতি মতি হেম কণ্ঠ মাল।
গারা গায় গজমতি গর্ব্ব করে ভাল ॥ ৭০
াসায় বেশর পরে করিয়া লাবণ্য।
রের পুরুষে ভ্রষ্টা ভুলাবার জন্য ॥ ৭১
াণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
ভুজে সুন্দরী তায় বেশ করে বড়ি ॥ ৭২
রেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া।
াগর ভুলাতে চায় দিয়ে হাত নাড়া ॥ ৭৩
রিল পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী।
টীতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলি ॥ ৭৪
পর যে পদ-ভূষা পাতা গোটা মল।
রব গমনে কত পুরুষ পাগল ॥ ৭৫
রাইল লাস বেশ মদনে ব্যাকুলি।
সিয়া ভক্ষণ করে কর্পূর তাম্বুলি ॥ ৭৬
সর দর্পণে রামা মুখ দেখে চেয়ে।
ে হলে নাগরে মোহিব মাত্র যেয়ে ॥ ৭৭
লিতে গলিতে কুচ-যুগ যাবে দুলে।
ি ছেলের মা মাগি কাঁচুলি বান্ধে তুলে ॥ ৭৮
মুখে মাখে তৈল পড়া, নয়নে কজ্জল।
চাহিতে চক্ষের কোণে পুরুষ পাগল ॥ ৭৯
গায়ে দিল চর্চ্চিত চন্দন চারু চুয়া।
বসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া ॥ ৮০
খিড়কি দুয়ার দিয়া বাড়ি হলো বারি।
লাবণ্য দেখিয়া দারি স্মরে মনোহারি ॥ ৮১
বাহু নাড়া দিয়া চলে গমন মন্থরা।
জিতেন্দ্র ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা ॥ ৮২
যান যেন গোপিনী গোবিন্দ সম্ভাষণে।
অভিমত যায় রামা চঞ্চল চরণে ॥ ৮৩
কান্দিতে কান্দিতে শিশু পাছু পাছু ধায়।
মদনে মাতিয়া মাগী ফিরে নাহি চায় ॥ ৮৪
ধেয়ে যেয়ে কেন্দে ছেলে ধরিল কাপড়।
কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড় ॥ ৮৫
ফিরে যারে সাপেখেকো বাপের মাতা খাগা।
হেথা কি আসিস্ মোর আশে দিতে দাগা ॥ ৮৬
চড়ের চোটে ভূমে ভ্রমে লোটায়ে ধূলাতে।
ফিরে নাহি চেয়ে, গেল নাগর ভুলাতে ॥ ৮৭
পাগল পুরুষ যত রূপ হেরে বাটে।
বিকালো সবার মন যৌবনের হাটে ॥ ৮৮
সেনের নিকটে রামা উত্তরিল গিয়া।
রূপ হেরি অভাগী ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৮৯
আগে কিছু নাহি কয় করিয়া চাতুরী।
মনে করে কটাক্ষে করিব মন চুরী ॥ ৯০
অসতী মেয়ের মতি এইরূপই ছুটে।
মনে পূর্ণ অভিলাষ মুখ নাহি ফুটে ॥ ৯১
বিচলিত করে বায়ে কুচের বসন।
লাস বেশ লাবণ্যে হরিতে চায় মন ॥ ৯২
নাভিদেশ দেখায় উদর বস্ত্র ঝাড়ে।
মহাশয় তথাপি না চান চক্ষু আড়ে ॥ ৯৩
কহিছে কুলটা কামে কাতর হইয়া।
সূর্পণখা রাক্ষসী শ্রীরাম সম্ভাষিয়া ॥ ৯৪
বচনে মিশাল মধু মন্দ মন্দ বলে।
কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে ॥ ৯৫
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে ॥ ৯৬
আপনি করিব সেবা শোয়াইয়া খাটে।
রাখিব রভস রসে যৌবনের হাটে ॥ ৯৭

শুনি রাম শব্দে সেন কাণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার সখা রঘুনাথ ॥ ৯৮
নয়ানী কহিল কেন কাণে হাত দিলে।
লাউসেন বলে রামা তুমি কি কহিলে ॥ ৯৯
কুলবতী হয়ে কেন কুলটার কথা।
ঘরে যেয়ে পুজ পতি পরম দেবতা ॥ ১০০
নয়ানী বলিছে নাথ কি আর কহিতে।
তোমারে মজিল মন আন্ নাহি চিতে ॥ ১০১
কুলবতী বটি কিন্তু শীল স্বতন্তরা।
না করি নিয়ম প্রাণ পীরিতিতে মরা ॥ ১০২
রায় বলে ত্যজ তানা তনু মোর ক্ষীণ।
কাম কোপ লোভ মোহ হিংসা দম্ভ হীন ॥ ১০৩
মোরে মন ত্যজহ ভজিবে কোন্ গুণে।
ভাল যেয়ে ভজ ভব্য পুরুষ তরুণে ॥ ১০৪
পরনারী সহিত আলাপ নাহি করি।
আপনার ঘরে যাও পরম-সুন্দরি ॥ ১০৫
নয়ানী বলিছে তুমি বিজ্ঞ বট রায়।
যুবতী যাচিঞা হলে দোষ নাহি তায় ॥ ১০৬
নিদারুণ নয়ো নাথ নিকেতনে চল।
মোর মাথা খাও যদি আর কিছু বল ॥ ১০৭
তবে যদি নাহি যাও আমার বাসর।
আজি হতে আমি হে ছাড়িনু বাড়ি ঘর ॥ ১০৮
আজ্ঞা কর এখনি তোমার সঙ্গে যাই।
ঘর দ্বার ভাতার পুতের মুখে ছাই ॥ ১০৯
একথা শুনিয়া সেন বলে রাম রাম।
না জানি কি গতি তোর হবে পরিণাম ॥ ১১০
পরের পুরুষ আশে নিন্দ নিজ পতি।
যা শুনি ত্যজিল প্রাণ শিব-জায়া সতী ॥ ১১১
যে কারণে দক্ষ-যজ্ঞ হইল বিনাশ।
নয়ানী বলিছে সব জানি ইতিহাস ॥ ১১২
স্বামী যে না দিল সুখ, সে মৈলে কি দুখ।
তুমি মাত্র প্রাণনাথ না হয়ো বিমুখ ॥ ১১৩
হেঁট মাথা কর কেন মোর মাথা খেয়ে।
খানিক খোঁপার রূপ দেখনা হে চেয়ে ॥ ১১৪
ছেলে পিলের মা বলে না হয়ো অসন্তোষ।
বয়স বিস্তর নয় বৎসর ষোড়শ ॥ ১১৫
প্রেম কর পরশ পরম-প্রীতি পাবে।
অৰ্দ্ধ দণ্ডে এখনি অক্ষয় স্বর্গ যাবে ॥ ১১৬
ব্যভিচারিণী মেয়ের কথায় কত ছলা।
কহিতে কহিতে করে কত গণ্ডা কলা ॥ ১১৭
লাউসেন বলে শুন অবলা অবোধ।
আমি কি তোমায় দিব এ কথার শোধ ॥ ১১৮
প্রবোধ বচন বলি শুন যায় ভাল।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম বৃথা কেন টাল ॥ ১১৯
স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।
ঘরে যেয়ে ভক্তি ভাবে ভজ নিজ পতি ॥ ১২০
পতিব্রতা সম ধর্ম্ম কহা নাহি যায়।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায় ॥ ১২১
ঘরে বসে পায় সেই চতুর্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল ॥ ১২২
অপরঞ্চ শুন সতী সাবিত্রীর কথা।
যম তারে আপনি আসিয়া বর-দাতা ॥ ১২৩
নিকট দেখিয়া তার পতির মরণ।
প্রথমে প্রখর দূতে পাঠালে শমন ॥ ১২৪
নিকট না হয় দূত সাবিত্রীর ডরে।
যমরাজ আপনি আইল তার পরে ॥ ১২৫
তথাপি না পারে নিতে সাবিত্রীর পতি।
তুষ্ট হয়ে দিল বর শত-পুত্রবতী ॥ ১২৬
অতেব স্ত্রীলোক সবে করে আশীর্ব্বাদ।
পুত্রবতী ভব সতী সাবিত্রী-সমান ॥ ১২৭
অপর ভারত কথা কর অবগতি।
বকভস্ম নামেতে ভিক্ষায় এক যতি ॥ ১২৮
উপনীত হ'ল পতিব্রতার বাসরে!
হেন কালে তার প্রাণপতি এলো ঘরে ॥ ১২৯
পতির সেবায় হ'ল সতীর বিলম্ব।
যতির হইল ক্রোধ অভিমান দম্ভ ॥ ১৩০
শেষে আসি সেবিতে যতির হ'ল কোপ।
সতীরে শম্পাত দিতে নিজ ধর্ম্ম লোপ ॥ ১৩১
ধর্ম্ম-ব্যাধ নিকটে পশ্চাৎ পেলে জ্ঞান।
হেন পতিব্রতা ধর্ম্ম কেন কর আন ॥ ১৩২
যার আশীর্ব্বাদে হয় পৃথিবীর ভূপ।
অভিশাপে আপনি ঈশ্বর শিলারূপ ॥ ১৩৩
তোমার সহিত কথা কহা অনুচিত।
তবু আমি অনেক বুঝানু ধর্ম্মনীত ॥ ১৩৪
কুলবধূ কুলটা চরিত্র ত্যাগ করি।
সংসার সাগর তর স্বামী সেবা করি ॥ ১৩৫

রিগুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৩৬
ত শুনি নয়ানী হাসিয়া বলে হায়।
ই রসে সংসারে মজিয়া গেছ রায়॥ ১৩৭
কালে বিস্তর বটে পুরাণ প্রসঙ্গ;
ঝে দেখ তার কাছে আছে কত রঙ্গ॥ ১৩৮
ন্তী সম সংসারে সুন্দরী কেবা সতী।
বিবাহ কালে কেন হ'ল গর্ভবতী॥ ১৩৯
বিধুমুখী বধূ তার ভজে পাঁচ পতি।
ঝে দেখ মন্দোদরী কিবা তার গতি॥ ১৪০
কি কর্ম্ম করিল নাথ অজামিল মুনি।
ময়ে হয়ে কহিনু পণ্ডিত-মুখে শুনি॥ ১৪১
ংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা।
বিশেষ আমার প্রাণ পীরিতিতে মরা॥ ১৪২
বা হয়ে কেন বল বুড়ার বচন।
বতী-যৌবন লুঠ, উঠ প্রাণধন॥ ১৪৩
নে দিনে যৌবন-বিলাস যায় বয়ে।
ঞ্জহ সংসার-সুখ কত কাল রয়ে॥ ১৪৪
দ্ধ হ'লে বনে বসে জপ হরি হরি।
তামার পায়ের কিরা যদি মানা করি॥ ১৪৫
তি রঙ্গ অনঙ্গ আবেশে রবে সুখে।
াপনি সাজিয়া পান তুলে দিব মুখে॥ ১৪৬
ামিনী-কোমল কথা শ্রবণ মধুর।
ন্তর কঠিন বড় খরশান খর॥ ১৪৭
ান বলে দূর কর ও সব সরস।
নমে যুবতী আমি না করি পরশ॥ ১৪৮
নুচিত এখনো থাকিতে এক তিল।
ামি নই তেমন পুরুষ ভ্রষ্টশীল॥ ১৪৯
ান্ যতেক তায় পাষাণ দরবে।
রুষ-পাগলী তবু মতি দিস্ পাপে॥ ১৫০
রের পুরুষ পিতা পুত্র সম মানি।
পরক্ত পরজায়া যেমন জননী॥ ১৫১
রনারী পরের পুরুষে যার মতি।
ন নর-নারী করে নরকে বসতি॥ ১৫২
আর ও সব ভাব তুমি মোর মা।
জ নাই ও সব কথায় খর ধা॥ ১৫৩
শ্বাস ছাড়িয়া ধেয়ে যেয়ে ঐ রূপে।
ত্র এনে পাপিনী ডুবায়ে মেলে কূপে॥ ১৫৪
কন্দা করি কুলটা কান্দিছে উভরায়।
শুনিয়া নগর-লোক উভ-মুখে ধায়॥ ১৫৫
ভয় পেয়ে কর্পূর পলায়ে রয় বনে।
প্রমাদ পড়িল বড় রঞ্জার নন্দনে॥ ১৫৬
নির্ম্মমতা মাগী মিছে শোকে কেঁপে কয়।
হেদে ও শালার বেটা বধিলে তনয়॥ ১৫৭
একা পোয়ে পেয়ে পথে বল করে ও।
ডাক দিতে কূপেতে ডুবালে মোর পো॥ ১৫৮
রায় বলে ঐ মেরে, মিছা করে রোল।
নগরে নাবড় লোক না বুঝিল বোল॥ ১৫৯
কূপ হতে তোলে মৃত নয়ানীর সুত।
সহসা সেনেরে বান্ধে যেন যমদূত॥ ১৬০
নাথা নোথা কিল গুঁতা লঘুতা করিয়া।
রাজার নিকটে সেনে লইল ধরিয়া॥ ১৬১
অবিচারে নরপতি দিলা কারাগার।
ভাল মন্দ কিছু নাহি করিল বিচার॥ ১৬২
কন্দা করি কান্দে মাগী কোলে মরা পো।
রাজ আজ্ঞা হলো লয়ে কারাগারে থো॥ ১৬৩
আপনি বিচার কালি বুঝিব সকালে।
সেনেরে বন্ধন দিয়া রাখিল কোটালে॥ ১৬৪
হাতে পায়ে বন্ধন নিগড় গলে তোক।
ধর্ম্ম-ধ্যান করি লাউসেন করে শোক॥ ১৬৫
তখন নয়ানী নারী বলে আঁখি ঠারি।
কথা রাখ এখনো ছাড়ায়ে দিতে পারি॥ ১৬৬
বেটা মলো তোমার বালাই লয়ে গেল।
বঁধুহে ছাড়াই, যদি নিকেতনে চল॥ ১৬৭
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ॥ ১৬৮

হরি হরি এই ছিল আমার ললাটে।

মিছা অপবাদে প্রাণ, কত সহে অপমান,
বিষম বন্ধনে বুক ফাটে॥ ১৬৯

মায়ের নিষেধ বাণী, বেদ আজ্ঞা নাহি মানি,
বিদেশে বিধাতা দিল দুঃখ।

এই তাপে পোড়ে হিয়ে, পুনরপি দেশে যেয়ে,
না দেখিব মা বাপের মুখ॥ ১৭০

শালে হয়ে খানি খানি, তপস্যাতে ত্যজি প্রাণী,
আমা পুত্র কোলে পেলে মা।

আমি অভাগিয়া তার, কিছু না শোধিনু ধার,
দরিয়ায় ডুবানু ভরা না॥ ১৭১
কাতর হইয়া কত, কর্পূর কালের মত,
জামতির যত ব্যবহার।
কহিয়া করিল মানা, না শুনি সে সব তানা,
কঠিন বন্ধন কারাগার॥ ১৭২
অর্জ্জুন সারথি হরি, সেইরূপ মায়াধারী,
কর্পূর প্রাণের মোর সাথী।
সঙ্গের দোসর মোর, ভয়ে ভায়া করে ডর,
কোথাবা রহিল এত রাতি॥ ১৭৩
কান্দে সেন রঞ্জার কুমার।
দারুণ বন্ধনে পড়ে, প্রাণ মোর যায় ছেড়ে,
ওহে প্রভু করহ উদ্ধার॥ ১৭৪
তুমি হে অনাদি ধর্ম্ম, পরাৎপর পরম ব্রহ্ম,
অভাগা জানিবে কোন্ বলে।
দীন হীন ক্ষীণমতি, তাহাতে মানব জাতি,
বিশেষ জনম কলি কালে॥ ১৭৫
চারি বেদে অনুপাম, পতিত পাবন নাম,
শুনিয়া ভরসা আছে মনে।
পতিত আমার সম, কেবা আছে নরাধম,
কেন না উদ্ধার নাম গুণে॥ ১৭৬
প্রহারে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসীর পুত্র, মিছা বাদে মলো মাত্র,
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে॥ ১৭৭
করিতে এতেক স্তুতি, জানিয়া অখিল পতি,
জামতির যত বিবরণ।
হনুমান মহাবীরে, পাঠাইল জামতিরে,
রক্ষা হেতু রঞ্জার নন্দন॥ ১৭৮
প্রভু এত আদেশিতে, অবিলম্বে অবনীতে,
মহাবীর করিল পয়ান।
প্রবেশিতে কারাগার, খসিল বন্ধন ভার,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ১৭৯
বন্ধন খসিতে প্রেমে পুলকিত তনু।
ধ্যান-বলে বুঝিলা আইল বীর হনু॥ ১৮০
তনু লোটাইয়া রায় করে দণ্ডবত।
কৃপা করি কোলে বীর করিল ভকত॥ ১৮১
বীরবরে বিবরে বলিছে পুনঃপুনঃ॥
হনু বলে ভয় নাই বলি কিছু শুন॥ ১৮২
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ॥ ১৮৩
হেন প্রভু তোমার লাগিয়া ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে বাপু আমি উপস্থিত॥ ১৮৪
যার দর্পে কম্পমান রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ তুচ্ছ শত্রু তার রায় গদাধর॥ ১৮৫
আগে আমি রাজাকে স্বপন-কথা কয়ে।
না হয় যে হয় হবে কালি দেখ রয়ে॥ ২৮৬
এত বলি উপনীত ভূপতির আগে।
শিয়রে স্বপন কন কাল-নিশা ভাগে॥ ১৮৭
অবিচারে কারাগারে ধর্ম্মের কিঙ্কর।
অপরাধ বিনা বান্ধ বুকে নাই ডর॥ ১৮৮
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে চাঁদে।
ভক্তে বান্ধ ভ্রষ্টা নারী বচনের ফাঁদে॥ ১৮৯
ছেড়ে দেহ তৎকাল বিলম্বে নাই ফল।
স্বপন শুনিতে তনু তরাসে তরল॥ ১৯০
এত বলি বীর হনু হলো তিরোধান।
ভূপতি পোহাল নিশা হাতে করে প্রাণ॥ ১৯১
বার দিল প্রভাতে করিয়া রাজ-ঘটা।
বিপ্রগণ সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য-ছটা॥ ১৯২
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু বসেছে বেষ্টিত।
ভূপতি পুরাণ শুনে প্রকাশে পণ্ডিত॥ ১৯৩
বাণকন্যা সঙ্গে রঙ্গে কামের নন্দন।
অনিরুদ্ধ উষায় হইল আলিঙ্গন॥ ১৯৪
স্বপ্নে হলো সম্ভোগ তৎপর নিদ্রা ভঙ্গ।
শুনিলা সবাই এই পুরাণ প্রসঙ্গ॥ ১৯৫
উষার বিষাদ, পরে পেলে প্রাণনাথে।
বাণ পরাজয় যুদ্ধ অনিরুদ্ধ হাতে॥ ১৯৬
নাগ পাশে শেষে বদ্ধ হ'ল অনিরুদ্ধ।
এই হেতু হরি হরে হইল মহাযুদ্ধ॥ ১৯৭
স্বপ্নে উষাহরণ যে কিছু বিবরণ।
শুনিতে স্বপন কথা হইল স্মরণ॥ ১৯৮
পড়ি এই প্রসঙ্গ পণ্ডিত পুঁথি রাখে।
রাজা বলে বন্দী কে হাজির কর তাকে॥ ১
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিয়া দিল আগে।
শুভ বাক্যে তারে রাজা পরিচয় মাগে॥ ২০

লাউসেন কন আমি নষ্ট ভ্রষ্ট জন।
মোর পরিচয়ে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ২০১
বিচার করিয়া আগে দোষ বুঝ মোর।
পিছে পাবে পরিচয় কিবা সাধু চোর ॥ ২০২
এত শুনি কোটালে কহেন ত্বরামান।
শিবদত্ত বারুই বধূর সনে আন ॥ ২০৩
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিল সেইরূপ।
সভা সম্বোধিয়া বলে জামতির ভূপ ॥ ২০৪
প্রবাসী পুরুষ এই পতি-যুক্ত মেয়ে।
বুঝহ বিচার সবে ধর্ম্মপানে চেয়ে ॥ ২০৫
সবে বলে জ্ঞান-গম্য করিব বিচার।
আগে দত্ত শিবায়ে শুধান সমাচার ॥ ২০৬
দত্ত বলে কোন তত্ত্ব আমি নাহি জানি।
শ্বশুর করিয়া পাছু এগুলা নয়ানী ॥ ২০৭

লাউসেনের ধর্ম্মসাক্ষ্য।

লাজ খেয়ে বলে মাগী পথে পেয়ে একা।
দেরে শালার বেটা জেতে দিল ডাকা ॥ ২০৮
কাঁপে তরাসে তবে ডাকি তোমার দূতে।
য়ায় ডুবায়ে মেলে মোর সোণার পুতে ॥ ২০৯
ছা বলি ও কথা লুকাইতে নাই পথ।
য়ানে নিশান এই চেয়ে দেখ যত ॥ ২১০
ত বলি মৃত শিশু ফেলায়ে সভায়।
াছাড় খাইয়া মাগী কান্দে উভরায় ॥ ২১১
ানীরে প্রবোধ করিয়া সভাজন।
উসেনে শুধান বিশেষ বিবরণ ॥ ২১২
ারে কহেন সেন সব কথা মিছা।
াপনি মারিয়া ছেলে দোষে মোর পিছা ॥ ২১৩
হ পাসরিয়া মাগে আলিঙ্গন দান।
শা-ভঙ্গ হেতু এত করে অপমান ॥ ২১৪
নে প্রত্যয় নয় বলে সভাজন।
ন বলে তবে সাক্ষী দেব নিরঞ্জন ॥ ২১৫
বলে ধর্ম্ম সাক্ষী কিরূপেতে রটে।
বল্লে বলাইব বালকের ঘটে ॥ ২১৬
দিয়া তার মুখে প্রমাণ বলাই।
া বলে শত্রুমুখে তবে পড়ে ছাই। ২১৭
ন্ন ইচ্ছায় তার কাট নাক কাণ।
ই বিস্ময় ভাবে মরা পাবে প্রাণ ২১৮

গান দ্বিজ ঘনরাম অনাদি-মঙ্গল।
চিন্তি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের কুশল ॥ ২১৯
কূপতটে কাপড়ে কাণ্ডার করি রায়।
বারুয়ের মৃত-শিশু শোয়াইল তায়। ২২০
স্নান পূজা করি রায় হয়ে শুদ্ধমতি।
ধ্যানে সমর্পিয়া ধর্ম্ম-পদে করে স্তুতি। ২২১
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু আগম পুরাণে।
নাম শুনে প্রতিজ্ঞা করেছি রাজধানে। ২২২
কয়েছি সভার আগে দেব ধর্ম্মরাজ।
বালকে বলাব সাক্ষী প্রভু রাখ লাজ। ২২৩
প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা বচন রক্ষা করি।
দেখা দিল ফটিকে নৃসিংহ রূপ ধরি। ২২৪
সংগ্রামে করিল পণ সুধন্বা অর্জ্জুন।
দোঁহাকার প্রতিজ্ঞা রাখিলে নিদারুণ। ২২৫
রেখেছ ধ্রুবের পণ আপনি গোঁসাই।
দিয়াছ ঐশ্বর্য্য হেন যার পর নাই। ২২৬
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিত পাবন। ২২৭
করিয়া এতেক স্তুতি মৃত শিশু শিরে।
অর্ঘ্যদান দিতে প্রাণ আইল শরীরে। ২২৮
গায়ে হস্ত বুলাইতে তপস্যার বলে।
উঠে শিশু লোটায় সেনের পদতলে। ২২৯
রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়।
হরিধ্বনি উঠে বাদ্য বাজিছে বিজয়। ২৩০
শুনিয়া কপূ'র রায় আইল নিকটে।
লাউসেন বলে ধর্ম্ম রাখিল সঙ্কটে। ২৩১
কান্দিয়া কপূ'র সেনে করেন জিজ্ঞাসা।
কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কি বা দশা। ২৩২
কপূ'র বলেন যবে বন্দি হ'লে ভাই।
রাতারাতি গৌড় গিয়া ছিনু ধাওয়া ধাই। ২৩৩
রাজারে আশ্বাস করি জামতি লুঠিতে।
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে। ২৩৪
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই। ২৩৫
যেমন সাহসে মেলে কাম্নদল বাঘে।
সেইরূপ গৌড় গিয়া ছিলা নিশাভাগে। ২৩৬
কিছু হক্ মুখ দেখে দুঃখ গেল নাশ।
এত শুনি উপজে মধুর মন্দ হাস। ২৩৭

সেনের চরিত্র দেখে চিন্তিত সবাই।
এখনি আছিল এক, হলো দুই ভাই। ২৩৮
সাধু সাধু বলে সবে করে দিব্যজ্ঞান।
শিশু দেখে শুখাইল নয়ানীর প্রাণ। ২৩৯
বালকে বলাতে সাক্ষী বৈসে ঘটা করি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি। ২৪০
সূর্য্যমুখে রয় শিশু সভায় বেষ্টিত।
বালকে বুঝান ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ২৪১
সাবধানে শুন শিশু এই ধর্ম্ম-সভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা। ২৪২
গোবিন্দ গণ্ডকী শিলা গব্য গঙ্গাজল।
সম্মুখে তুলসী তলা তাম্র তীর্থ-স্থল। ২৪৩
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ এই দেখ বিষ্ণু-অংশ।
সভা মাঝে বল মিথ্যা হবে কুল ধ্বংস। ২৪৪
যুধিষ্ঠির মহারাজা কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায়। ২৪৫
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে শেষে।
ধর্ম্ম-পুত্র তথাপি ঠেকিল কার্য্য-দোষে। ২৪৬
সপ্ত পিতৃ তোর ভয়ে আছে ভাব্য-মতি।
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ, কিম্বা অধোগতি। ২৪৭
সুপুত্র হইলে হয় গোত্রের উদ্ধার।
সূর্য্যবংশ ভগীরথ প্রমাণ ইহার। ২৪৮
মা বলে যে মিথ্যা বল মনস্তাপ পাবে।
সত্য কথা কহিলে সংসারে তরে যাবে। ২৪৯
বল বাপু কে তোরে ডুবায়ে মেলে কূপে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি শিশু কহেন স্বরূপে। ২৫০
বুঝান সবার ঘটে বসি মায়াধর।
সরস্বতী শিশুর বদনে করে ভর। ২৫১
বারুই-বালক বলে শুন সত্য ভাষা।
জননী জগতে মোর জাতি-কুল-নাশা। ২৫২
বিদেশী কেবল ধর্ম্ম পুরুষ প্রধান।
কুলটা মায়ের কথা কব কোন্ খান। ২৫৩
লাসবেশ লাবণ্যে মাগিল আলিঙ্গন।
না চান নয়ন কোণে দুই তপোধন। ২৫৪
বুঝান বিশেষ যত জ্ঞান ধর্ম্মবাণী।
শুনিয়া না শুনে কাণে পুরুষ-ডাকিনী। ২৫৫
পুণ্যবান পুরুষ না ভুলে কোনরূপে।
তবে মাগী আমারে ডুবায়ে মেলে কূপে॥ ২৫৬
হাঁপানে হারামু প্রাণ দণ্ড দুই বই।
ধর্ম্মময় মহাশয়, ভ্রষ্টা মাগী অই॥ ২৫৭
এত শুনি হরিধ্বনি জয় জয় রোল।
আনন্দে বিভোল সবে বাজে জয় ঢোল॥ ২৫
বিচার করিতে নৈল বিদেশীর দোষ।
ঘনরাম ভণে যার গুরুপদ কোষ॥ ২৫৯
সাধু সাধু বলি সবে লাউসেনে কয়।
কেহ কয় কুমার মনুষ্য মেনে নয়॥ ২৬০
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত পুরুষ যে প্রাণী।
সাপেখেকো মিছা কয় কহিছে নয়ানী॥ ২৬১
পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় হলো বাদী।
গদাধর বলে ভাল থাকুলো হারামজাদী॥ ২৬২
মাগী বলে মিছামিছা মজায়ে মোর জাতি।
তাপে তবে কপূ'র কুপিয়া ধরে কাতি॥ ২৬৩
রাবণ ভগিনী যেন শ্রীরামের পাশে।
রূপসী রাক্ষসী এলো সম্ভোগের আশে॥ ২৬৪
নাক কাণ কাটে তার লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সেইরূপ করে তারে করে দিল দূর॥ ২৬৫
রায় গদাধর বলে ঐ বটে মোর বাপ।
মনের মত হলো শাস্তি ঘুচলো মনের তাপ॥২৬
সে সব রঙ্গের মেয়ে শুনি নিদারুণ।
ভয়েতে হইল যেন জোঁকের মুখে চূণ॥ ২৬৭
নাছে বাটে ঘরে ঘাটে স্ত্রীলোকের তান।
আই আই হরের মায়ের একি অপমান॥ ২৬
কেহ বলে ভাল হলো মনের গেল দুখ।
ছেলে মেরে পথিক বান্ধে মাগীর এত বুক॥ ২
সব দিন ছিল মাগীর ঐ মতিটা আস্ত।
পর পুরুষে পীরিত-রসে পর কিতাটা খাস্ত॥ ২
গর্ব্বিণী সে গরব খাকি তিন ছেলের মা।
পরের পুরুষ দেখে ধরিতে নারে গা॥ ২৭১
তেমন সুজন, স্বামী ছোঁড়া, লাজে না বেরো
যত ছেলে ডাকে তাকে খেন্দীর ভাতার যায়।
আই আই অভাগী মাগী কি করিল কাজ।
এক মেয়ের লাজ হলে সকল মেয়ের লাজ॥২
এইরূপ নারীগণ কতখান কয়।
হেথা লাউসেনে নৃপতি শুধান পরিচয়॥ ২৭৪
কোন্ দেশে নিবাস কহিবে তপোধন।
কি নাম তনয় কার কোথায় গমন॥ ২৭৫

ন বলে পরিচয় শুন নরাধিপ।
না নগর বাড়ী সাগর সমীপ ॥ ২৭৬
তা মহাশয় মোর কর্ণসেন রায়।
াবতী জননী মোর ধর্ম্মের কৃপায় ॥ ২৭৭
। মোর লাউসেন কর্পূর অনুজ।
র্জ্জুন-সারথি যেন দেব চতুর্ভুজ ॥ ২৭৮
তামহ বেনু রায় নিবাস রমতি।
মা মোর মহাপাত্র, মেসো গৌড়পতি ॥ ২৭৯
প্রতি গৌড়েতে যাব রাজার সাক্ষাৎ।
নিয়া ভূপতি কন করি যোড় হাত ॥ ২৮০
নেছি সংসারে তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
ক্ষাতে দেখিনু, জন্ম সকল আমার ॥ ২৮১
দরজ পরশে পবিত্র হলো পুর।
নি সবিনয়ে কন লাউসেন কর্পূর ॥ ২৮২
মি ধন্য ধার্ম্মিক ধরণীপতি রাজা।
ার নিবেদন দেশে কর ধর্ম্ম পূজা ॥ ২৮৩
ী শুদ্ধ ধরালে ধর্ম্মের আরাধনা।
গেল পাপ তাপ জঞ্জাল যন্ত্রণা ॥ ২৮৪
। ঘরে বাড়িল ধর্ম্মের প্রতি ভাব।
া-নষ্ট নাবড় লোকের হল দাব ॥ ২৮৫
াতে জাগিল যশ জিনিয়া জামতি।
গতি যান দোঁহে ভেটিতে ভূপতি ॥ ২৮৬
ন বামে পিছে রাখে যত গ্রাম বাট।
পোম সুঠাম সম্মুখে গোলাহাট ॥ ২৮৭
দেখিয়া কর্পূরে সুধান গুণধাম।
ন্তী নগর সম আগে কোন্ গ্রাম ॥ ২৮৮
রি সারি নারিকেল রাম রম্ভা গুয়া।
জ বোলে ডাকে পিক, পড়ে শারিশুয়া ॥ ২৮৯
ধময় সকলি সহর ময় যুড়া।
উলে ধবল ধ্বজা কলধৌত চূড়া ॥ ২৯০
ারু চত্তর কুলি পরিসর বাট ॥
র্পূর কহেন দাদা ঐ গোলাহাট ॥ ২৯১
ড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।
ী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে ॥ ২৯২
ী গুণগ্রাম জানে, জানে নানা যোগ।
গীতে লক্ষের বিলাস করে ভোগ ॥ ২৯৩
রূপে কামনা করেছে সিদ্ধপীঠে।
ার মোহিতে পারে চেয়ে দিঠে দিঠে ॥ ২৯৪

তার চেড়ী সুরিক্ষা মুনির মন মজা।
গুয়াপান-পড়ায় পুরুষে করে অজা ॥ ২৯৫
কোন জনে করে অধি রবি যতক্ষণ।
প্রকাশে যামিনী যোগে যেমন মদন ॥ ২৯৬ ॥
কল্যাণ কুশল কৃষ্ণ কেশব কিঙ্কর।
ক্ষেমানন্দ নগেন্দ্র ঘোষাল খগেশ্বর ॥ ২৯৭
গঙ্গাধর গোবিন্দ গণেশ গঙ্গারাম।
ঘরবাস ঘোষাল ঘসীরাম ঘনশ্যাম ॥ ২৯৮
চাস চতুর্ভুজ চণ্ডীচরণ চম্পতি।
চন্দ্রচূড় চৈতন্য চরণ চূড়া ভাতি ॥ ২৯৯
ছকুরাম ছকুড়ি ছাওয়াল সিংহ ছয়।
জয় হরি জীবন জানকী রাম জয় ॥ ৩০০
ঝাড়া বীর ঝাপড় ঝাকড়া বিমোচন।
ঈশ্বর ঈশ্বরীদাস ইন্দ্র নারায়ণ ॥ ৩০১
অকিঞ্চন অনন্ত অচ্যুত অভিরাম।
দৈবকী নন্দন দুর্গাদাস শুভারাম ॥ ৩০২
তুলসী তিলক তুলা রামশব্দ অন্ত।
অর্জ্জুন অযোধ্যা রাম অদিতি অনন্ত ॥ ৩০৩
চৈতন্য চরণ চতুর্ভুজ চক্রপাণি।
ভবভীতি ভীম রায় ভরত ভাবিনী ॥ ৩০৪
মুরারি মাধব মধু মদন মুকুন্দ।
ঔষধের গুণে দিবা কেহ রাত্রে অন্ধ ॥ ৩০৫
কত কব ছকুড়ি নাগর একে একে।
পশুপতি পার্ব্বতী প্রভৃতি রয় ঠেকে ॥ ৩০৬
নাগর সবার দাদা কি কব আদর।
মাহিনা বিহনে নিত্য নটীর নফর ॥ ৩০৭
ছড়া ঝাঁটি দেয় কেহ, কেহ জল বয়।
অজা অজী রাখে কেহ, কেহ রাখে হয় ॥ ৩০৮
পাগল হইয়া কেহ রয় কাছে কাছে।
তাল মান গানেতে নাচায় কেহ নাচে ॥ ৩০৯
তাম্বুল জোগায় কেহ কেহ চাপে পা।
কেহ কেহ চামরে করিছে মন্দ বা ॥ ৩১০
পরম সুন্দর পেলে নানা দ্রব্য ঠাটে।
আপনি সুরিক্ষা সেবে সুবর্ণের খাটে ॥ ৩১১
পরম সুন্দর তুমি এই বেলা বুলি।
সে পাছে কমল হয়, তুমি হও অলি ॥ ৩১২
ফিরে চল ফের পথে রাখিয়া মর্য্যাদা।
দারীর দরবার গিয়া কাজ নাই দাদা ॥ ৩১৩

সেন বলে দারীর দর্শনে মহাফল।
দেখে যাব দারীর কেমন দল বল ॥ ৩১৪
চিত্তেতে চিন্তিলে ধর্ম্ম কোন চিন্তা নাই।
শুন তার পুরাণে প্রমাণ কত ঠাঁই ॥ ৩১৫
তার সাক্ষী নরনারায়ণ মহা ঋষি।
যার উরুদেশ হ'তে জন্মিল উর্ব্বশী ॥ ৩১৬
উগ্রতপ দেখে যার ইন্দ্র পাইল ভয়।
পাছে আসি ইঙ্গিতে অমরাতী লয় ॥ ৩১৭
তপ-ভঙ্গ হেতু ইন্দ্র পাঠা'ল অপ্সরা।
নাটে গানে লাবণ্যে মুনির মনোহরা ॥ ৩১৮
যোগবলে যত তত্ত্ব জানি মহা ঋষি।
সৃজিল অপ্সরা কত প্রধানা উর্ব্বশী ॥ ৩১৯
বার করে দিল ঋষি উরুদেশ চিরে।
ইন্দ্রের অপ্সরা যত লাজে গেল ফিরে ॥ ৩২০
উর্ব্বশী পাঠা'ল ঋষি ইন্দ্র আগে ভেট।
দেখিয়া মোহিত সবে মাথা করে হেঁট ॥ ৩২১
পাপাধীন স্বধর্ম্ম বিহীন যত লোক।
লঘু গুরু না মেনে না হয় পুণ্যশ্লোক ॥ ৩২২
সে সব জনার কাছে বেশ্যার বড়াই।
স্বধর্ম্মে রাখিলে মতি গতি সর্ব্ব ঠাঁই ॥ ৩২৩
কর্পূর বলেন দাদা যে বল সে সত্য।
বুঝা নাহি যায় কিছু এ দেশের তথ্য ॥ ৩২৪
হেদে মাগী হয়ে গৃহস্থের বউ ঝি।
নয়ানী তেমন করে আনে কব কি ॥ ৩২৫
ও জানি কালান্ত বটে লাজ ভয় খেয়ে।
কিরূপে গড়েছে বিধি এদেশের মেয়ে ॥ ৩২৬
সেন বলে কি করিল তার সে নাপান।
ধর্ম্মবলে জিনে এলে কেটে নাক কাণ ॥ ৩২৭
কতবার এ পথে আসিতে যেতে চাই।
ঘুচাব পথের কাঁটা সঙ্গে এস ভাই ॥ ৩২৮
কর্পূর বলেন ভাল চল মহাশয়।
আমার ভরসা আছে, পালাব না হয় ॥ ৩২৯
সভয় সরস ভাষ শুনি সেন হাসে।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ৩৩০

জামতি নগরের পালা সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

গোলাহাট পালা।

অবনী লোটায়ে অঙ্গ অখিল উজ্জ্বল।
বন্দিব চৈতন্যচন্দ্র চরণ-কমল ॥ ১
জগতে জন্মিয়া যত জীবের উদ্ধারে।
করিলা করুণা-সিন্ধু গোর-অবতারে ॥ ২
কাল-কলুষ-কালকূট কলিকাল সর্প।
হরিনাম মন্ত্রেতে হরিলা তার দর্প ॥ ৩
তপ যপ যাগ যজ্ঞ যত কিছু কৈল।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় হরিনামে মতি হৈল ॥ ৪
ইহা জানি আপনি অধম উদ্ধারিতে।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু এলেন অবনীতে ॥ ৫
ভব-ব্যাধি খণ্ডাইতে ঔষধ হরিনামে।
ভক্তরূপী ভিক্ষা ছলে ভ্রমেন আশ্রমে ॥ ৬
বিষম সংসারে সন্তাপ সিন্ধু ঘোর।
হরিনাম তরণী কাণ্ডারী প্রভু মোর ॥ ৭
আপনি অখিল গুরু অকিঞ্চন বেশে।
জীব লাগি জগন্নাথ ভ্রমে দেশে দেশে ॥ ৮
অধিক আনন্দ মনে নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভক্তি-রস-সুধাসিন্ধু-প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৯
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ-গানে গদ গদ হয়ে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যজ্য, ভক্তিবিন্দু লয়ে ॥ ১০
হরি বলি বাহু তুলি আনন্দে বিভোল।
নাচিয়া নাচিয়া জীবে যেচে দেন কোল ॥ ১১
যে নাম জপিয়া যোগী দেব পঞ্চানন।
শুকদেব সনক সনন্দ সনাতন ॥ ১২
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ঐ হরিনাম ধন।
প্রকাশিলা মহাপাপ নিস্তার কারণ ॥ ১৩
খণ্ডাতে জগতে যত জীবের যন্ত্রণা।
গোবিন্দ কীর্ত্তন নাম রচিল রসনা ॥ ১৪
সর্ব্বজীবে সম ভাব ভেদ বুদ্ধি নাই।
দীন-দয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোসাই। ১৫
ভারতে মনুষ্য জন্ম করহ সফল।
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র চরণ কমল ॥ ১৬
ধন জন যৌবন জনক পুত্র জায়া।
যেন জোয়ারের জল সব মিছা মায়া ॥ ১৭

সচী ঠাকুরাণী বন্দি মিশ্র পুরন্দর।
কেশব ভারতী বন্দি অভেদ ঈশ্বর॥ ১৮
অদ্বৈত গোঁসাই বন্দি আচার্য্য ঠাকুর।
যাহার প্রসাদে পুণ্য, পাপ যায় দূর॥ ১৯
দ্বাদশ গোপাল বন্দি চৌষট্টি মোহন্ত।
প্রভু সঙ্গে যেই সব ভ্রমে অবিশ্রান্ত॥ ২০
সদানন্দে বন্দি শত সনাতন রূপ।
ভাগবত বন্দি আর ভক্ত-রস-কূপ॥ ২১
বিপ্রবন্ধু বৈষ্ণব জগতে যত জন।
অবনী লোটায়ে বন্দি সবার চরণ॥ ২২
কৃপা কর প্রভু হে চৈতন্য চন্দ্র হরি।
দ্বিজ ঘনরাম মাগে চরণ-মাধুরী॥ ২৩
প্রবেশ করিলা সেন মধ্য-গোলাহাটে।
প্রথমে মালিনী সঙ্গে দেখা রাজবাটে॥ ২৪
সুরিক্ষা ভেটিতে যায় লয়ে মালা ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥ ২৫
অস্ত যেতে আদিত্য আছিল দণ্ড তিন।
হেন কালে পথে দেখা হইল মালিন॥ ২৬
পরাশি অসীম দেখিয়া দুই জনে।
তখান অনুমান মালিনীর মনে॥ ২৭
ন্ম জন্মে ভক্তি ভাবে ভক্তি মায়া-ধরে।
কান্ পুণ্যবতী পুত্র ধরেছে উদরে॥ ২৮
মাহ করে মালিনী মলিন দেখি মুখ।
রিচয় মাগে সেনে হইয়া সম্মুখ॥ ২৯
লিনী বুঝিয়া সেন অতি ধর্ম্মশীলা।
দয় হৃদয়ে নিজ পরিচয় দিলা॥ ৩০
রিচয় পেয়ে শেষে বলে প্রিয়ভাষী।
এসো বাপ লাউসেন আমি তোর মাসী॥ ৩১
তদাসী আমার ভগিনী রঞ্জাবতী।
খী ভাব ছিলো যবে নিবাস রমতি॥ ৩২
নেতে বুঝিল রায় মালী শুদ্ধ জাতি।
ত্রভাব ছিল তায় ধর্ম্মের সেবাতি॥ ৩৩
থুরা গমনে যবে কৃষ্ণ বলরাম।
দখিতে চলিল মালী নবঘন শ্যাম॥ ৩৪
াজি শুদ্ধ দিল যত ছিল মালা ফুল।
সেই হেতু মালাকারে কৃষ্ণ অনুকূল॥ ৩৫
ত ভাবি দোঁহে গেলা মালাকার পুরে।
লিনীর মনের মালিন্য গেল দূরে॥ ৩৬

আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল।
মালী বলে এত কালে জনম সফল॥ ৩৭
পরিবার সহিত সেবক রূপে সেবে।
জ্ঞানবান্ গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥ ৩৮
পরিপাটী ভোজন করালে ছয় রসে।
দুই চারি বচন বলেন ভক্তি বশে॥ ৩৯
কপালে চন্দন দিল চাঁদমালা গলে।
দূর হতে ভজেন বুড়ী দেখে আন্ ছলে॥ ৪০
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
দেখিয়া বুড়ীর প্রাণ করে লকপক॥ ৪১
মনে করে সাজিতে সামাল যদি পাই।
এখনি ইঙ্গিতে চেয়ে নাগরে ভুলাই॥ ৪২
মায়া করি মালিনী এনেছে ভুলাইয়া।
কেমনে আনিব ভার চক্ষে ধুলা দিয়া॥ ৪৩
কুলে ভুলাইতে পারি যদি দেখে শোভা।
ভজিতে ভাজন বুড়ী ভাবে হ'ল ধুবা॥ ৪৪
লাস বেশ নাপান করিতে চায় মন।
কামানলে দহে তনু হাতে নাই ধন॥ ৪৫
হেন কালে এলো তথা মালাকার নারী।
বুড়ী বলে এসো এসো ব'স মা ঝিয়ারী॥ ৪৬
কোথা পেলে এমন নাগর অনুপাম।
মালিনী বলিছে আই বল রাম রাম॥ ৪৭
বেনু রায়ের নাতি দুটি রঞ্জা দিদির পো।
গ্রামের সম্বন্ধে মোর হয় বহিন্‌পো॥ ৪৮
বুড়ী বলে ঝিয়ারি যুড়ানু তোর বোলে।
অষ্ট আভরণ তবে গড়ে দেহ শোলে॥ ৪৯
তবে আমি নাতিরে যাইয়া মাত্র ভেটি
বিশেষ ব্যাকুল চিত্ত ব্যাজ নাই বেটি॥ ৫০
শুনিয়া মালিনী এত হাসে মনে মনে।
এ ছার মাগীকে কেন পাসরে শমনে॥ ৫১
আজ কাল মধ্যে বুড়ী যাবে যম-ঘরে।
এখন এমন সাধ নাগরের তরে॥ ৫২
বিশেষ বুঝিনা কেন করি আশা ভঙ্গ।
দেখি না এ বুড়ী মাগী করে কত রঙ্গ॥ ৫৩
মালিনী বলেন যদি মোরে দিলে ভার।
দশ বুড়ি পেলে করি দিব অলঙ্কার॥ ৫৪
বুড়ী বলে বাড়া বেটী দিল বুক দাপ।
মা বাপের পুণ্যে কিছু কড়ি কর মাপ॥ ৫৫

ভুলায়ে রাখিতে যদি পারি যুবরাজে।
আখেরে আসিবে তোর বৌঝিয়ের কাজে॥ ৫৬
মোর ভাড়া ভাঙ্গা পাথর, জল খাই ভাঁড়ে।
বিশাশয় বৎসর বয়স গেল রাঁড়ে॥ ৫৭
বান্ধা দিয়া আনি কড়ি চরকা খাউই।
মালি বলে পাঁচ গণ্ডা ছাড়িনু মাউই॥ ৫৮
ভাল বলি চরকা খাউই ভাড়া পুঁজি।
মজাইতে চলিল ভাজন বুড়ী কুঁজি॥ ৫৯
এত দিনে বুড়ীরে বিধাতা হইল বাম।
মিছা মরে ভাজন বুড়ী ভণে ঘনরাম॥ ৬০
নিরখিয়া নাগরে পাগল হলো বুড়ী।
সূতা কাঁথা বেচে পেলে তের বুড়ি কড়ি॥ ৬১
চরকা খাউই বান্ধা কেহ নাহি লয়।
প্রতিবাসী বণিকের যুবতীরে কয়॥ ৬২
দুই দিব্য রেখে কড়ি দাও তিন পণ।
তবে রাখি ভুলাইয়া নাগর দুই জন॥ ৬৩
জনেক তোমারে দিব ভুলে যদি যায়।
কড়ি দিব বলিয়া ধরিল বুড়ীর পায়॥ ৬৪
এসো এসো মোর দশা সব জান তুমি।
জীয়ন্ত ভাতারে বাড়ী যেন শবভূমি॥ ৬৫
নিরখিয়া নাগরে পাগল এ যে বুড়ী।
সাঁখা কাঁথা বেচে পেলে কড়ি চৌদ্দ বুড়ি॥ ৬৬
নবুড়ি বুড়ির কড়ি মজিল শোলায়।
দেড় বুড়ি দিয়ে ধরে ধুবিনীর পায়॥ ৬৭
নিজ বিবরণ কয়ে নিল মুড়া সাড়ী।
তৈল চুয়া চন্দনে ফুরাল সব কড়ি॥ ৬৮
ফুরাল সকল হাট বসে করে বেশ।
হাতে নিল চিরুণি, মাথায় নাই কেশ॥ ৬৯
নাপানে রচিল কেশ কালি মেখে শোনে।
সাজিল পিশাচী যেন ছিল কেয়া-বনে॥ ৭০
পরিল শোলার শঙ্খ অষ্ট আভরণ।
তুলিয়া তোবড়া গাল রচিল দশন॥ ৭১
সিন্দুর অভাবে পরে পাটকেল গুঁড়ী।
দুই চক্ষু কোটরে কাজল দিল বুড়ী॥ ৭৩
কালি চূণ দিয়া মযু আঁতটা পূরায়।
কুঁজের ভরে উজন চলে প্রাণ বেগে ধায়॥ ৭৩
মালিনী বলেন সাজ হয়ে গেল আছা।
উলুবন হতে যেন বার হ'ল পেঁচা॥ ৭৪

মালিবাড়ী নিকটে বকুল-বৃক্ষ-তলে।
বাতাসে বসিয়া রায়, বুড়ী হেন কালে॥ ৭৫
নাগর নিকটে গেলা মনে অভিলাষী।
কর্পূর বলেন দাদা শ্মশান-পিশাচী॥ ৭৬
ঐ দেখ চেয়ে দাদা চল যাই উঠে।
তখন সকল কথা বুড়ী কয় ফুটে॥ ৭৭
আইস বলে ইঙ্গিত করিলে বটে নাতি।
সমাচার তোমার শুনিনু এত রাতি॥ ৭৮
তুমি যদি রঞ্জাবতী ঝিয়ারীর বেটা।
তবে কেন মোরে ছেড়ে অঙ্ক স্বরে লেঠা॥ ৭৯
না জেনে যা হবার হ'ল এখন এস নাতি।
শিখে যাবে রতি রস রয়ে এক রাতি॥ ৮০
এত শুনি লাউসেন হাসে মনে মনে।
এছার মাগীকে কেন পাসরে শমনে॥ ৮১
আজ কাল মধ্যে বুড়ীর মাথা ভাঙ্গে যমে।
বুড়ী বলে কেন দুখ বাড়াও মরমে॥ ৮২
বয়স বলিয়া বাড়া ঠেলো না হে রায়।
কত নব যুবতী নিছান মোর পায়। ৮৩
সেন বলে ত্যজ বুড়ি পাপে অভিলাষ।
সময় উচিত বলি কর গঙ্গা-বাস। ৮৪
যাহাতে সগরবংশ তরে ব্রহ্ম-শাপে।
হেন গঙ্গা পরশে পবিত্র হবে পাপে। ৮৫
তুলসী কাষ্ঠের মালা গেঁথে পর গলে।
গোবিন্দ-গরিমা-গুণ গাও গঙ্গাজলে। ৮৬
অসার সংসার মিছা তায় শেষ দশা।
সকল ছাড়িয়া কর গোবিন্দ ভরসা। ৮৭
বুড়ী বলে ধরম করমে নাহি মন।
অক্ষয় যে স্বর্গ হয় দিলে আলিঙ্গন। ৮৮
এস নাতি এক রাতি রতি রসে থাকি।
সেন বলে দূর বুড়ী অধম নারকী। ৮৯
হেসে হেসে ধরে তবু সেনের কাপড়।
কুপিয়া কর্পূর তার গালে মারে চড়। ৯০
চড়ের চোটে রক্ত উঠে দশন গেল দূর।
খসে পড়ে শোলার শাঁখা ভেঙ্গে গেল ভুর। ৯১
কান্দিয়া চলিল বুড়ী সুরিক্ষা সাক্ষাত।
বিনয় বচনে বলে বুকে যোড় হাত। ৯২
প্রবাসী পথিক দুই স্বরূপ দেখিয়া।
ভুলিয়ে ভোলাতে গেনু আপনা খাইয়া। ৯৩

অকালের ভাড়া পুঁজি মজাইলাম হায়।
ভুলাইতে নারিলাম, ভুলায়ে সেই যায়। ৯৪
মনে ছিল তোমায় নাগর দিব ডালি।
মনের সাধ মনে রৈল মুখে হৈল কালী। ৯৫
সু-নাগর সংবাদ শুনিয়া শশিমুখী।
দাসীরে পাঠায়ে দিল পরম কৌতুকী। ৯৬
চলিল গুরিক্ষা চেড়ী সুরিক্ষা আদেশে।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে। ৯৭
লাস বেশ পান ফুলে সাজায়ে পাসরা।
সহচরী সঙ্গে বসে ভিতর বাজরা। ৯৮
কৃষ্ণ আশে কুঞ্জ যেন শোভে গোপিকার।
সেইরূপ সারি সারি দারীর পসার। ৯৯
বিদায় মাগিল সেন মালাকার বাসে।
বিদায় বলিতে মালী সবিনয়ে ভাষে। ১০০
ঘর দ্বার পরিবার সকল তোমার।
নিজ পুণ্যে অবশ্য আমার লাগে ভার। ১০১
যাতায়াতে অবশ্য অতিথি হবে রায়।
লাউসেন বলে মাসী নহে অন্যথায়। ১০২
এত বলি বিদায় হইল করপুটে।
গুরুগতি উত্তরিল গুরিক্ষা নিকটে।।১০৩
কপালে চন্দন শোভে গলে চাঁদমালা।
অঙ্গের আভায় দশ দিক করে আলা। ১০৪
কটাক্ষ করিয়া মাগী ডাকিছে সম্ভ্রমে।
এস এস মহাশয় বৈস পথশ্রমে। ১০৫
মুক্তা সম বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ইন্দু-মুখে।
দেখে দয়া লাগে রায় বৈস এস সুখে। ১০৬
সুবাসিত কর্পূর তাম্বূল বসে খাও।
তরুণ তপন তাপে খানিক যুড়াও। ১০৭
কহিতে কহিতে কলা করে কত তানে।
ধর্ম্মের সেবক সেন কি করে নাপানে। ১০৮
সেন বলে শরীর ধরিলে সব সয়।
কার্য্য-বশে যাই রামা কিবা রৌদ্র-ভয়। ১০৯
বিশ্রাম বাসনা হ'লে বৃক্ষতলা আছে।
বসিতে উচিত নয় যুবতীর কাছে। ১১০
গুরিক্ষা বলেন রায় দোঁহে যদি রাজী।
কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী।।১১১
কর্পূর বল্লেন দাদা শুন ঐ তানা।
তবে এ পথে যেতে করেছিনু মানা। ১১২
এখন এমন হল আর কত আছে।
ধর্ম্ম বিনা মনে নাই চিন্তা কর পাছে। ১১৩
গুরিক্ষা বলেন শুন নাগর রসিক।
তোমারে মজেছে মন কি কব অধিক। ১১৪
নিকেতনে চল নাথ নিবেদন করি।
সুরিক্ষা হইবে দাসী দেশের ঈশ্বরী। ১১৫
আজি হতে অতিথি প্রভাতে যেও যথা।
সেন বলে ছাড় নটী পরিপাটী কথা। ১১৬
জগতে না দেখি জম্মে যুবতীর মুখ।
কি কাজ ও সব কথা আমার সম্মুখ। ১১৭
পথ ছাড় পাপের প্রসঙ্গ কর দূর।
লাউসেন এত যদি কহিল নিঠুর। ১১৮
গুরিক্ষা বলেন কেন সাধিব বিশেষ।
পড়া-পান পরশে আপনি হবে মেষ। ১১৯
মনোহর মালা পর মলয়জ মাখ।
মনকথা নাহি রায় মোর কথা রাখ। ১২০
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ। ১২১
থাক বা না থাক বসে খাও গুয়া পান।
নারীর বচন বলে না করো হেয়জ্ঞান। ১২২
মেয়ে মুক্তি জগত-জননী যারে লিখ।
বিজ্ঞ বট ও কথা আপনি বুঝে দেখ। ১২৩
লাউসেন রামাকে করিল নিবেদন।
কি কাজ ও সব কথা ছেড়ে দেও গণ। ১২৪
গুরিক্ষা বলেন রায় কথা মিথ্যা নয়।
এ পথে পথিক এলে পসারীর ব্যয়। ১২৫
কোন দ্রব্য নাহি নিলে নিন্দা হয় দেশ।
অন্য মত করিলে পথে পাবে বড় ক্লেশ। ১২৬
এত বলি হাসি হাসি ঘেঁসে বসে কাছে।
সেন ভাবে পাপিনী পরশ করে পাছে। ১২৭
পায়ে ভর করিতে আগলে বেড়া বেড়ী।
চারি চক্ষু চাপিয়ে চঞ্চল চায় চেড়ী। ১২৮
বুঝিয়া দারীর মতি মহাযতি রায়।
বাজারে বালক ডাকি পসরা লুটায়। ১২৯
দোহাই দাবড়ি দারী দেয় দুড় দড়।
রাজপথ আগুলি প্রমাদ পাড়ে বড়। ১৩০
দেখরে সকল লোক বিদেশীর ভান।
সহস্র কাহন ধন লুটালো দোকান। ১৩১

বেশ্যার বচন বুক মুখ নম্র খাট।
সেন বলে কেমন ভাড়ায়ে যাই ঝাট। ১৩২
দড় দড় বিবাদ বাধালো যদি চেড়ী।
রায় বলে পথ ছাড় বুঝে দিব কড়ি। ১৩৩
লুট গেল তোমার যতেক পান ফুল।
গণে দিব দ্বিগুণ উচিত বল মূল। ১৩৪
এত শুনি পঞ্চাশ কাহন চায় দারী।
দারীরে ভুলান সেন করিয়া চাতুরী। ১৩৫
কড়া পাঁচ কাণা কড়ি করিয়া কল্পনা।
ধর্ম্মবলে করিলা কেবল কাঁচা সোণা। ১৩৬
গুরিক্ষার হাতে দিল পসরার মূল।
দেখিতে ভুলিল দারী ধর্ম্ম অনুকূল। ১৩৭
ধরিতে যুগল হাতে যোড় লাগে তায়।
কত গুণ-গ্রাম করে ছাড়া নাহি যায়। ১৩৮
বিনয় বচনে নটী পরাজয় মাগে।
সেন বলে ছেড়ে যাবে সুরিক্ষার আগে। ১৩৯
শুনিয়া গুরিক্ষা গেল সুরিক্ষা সাক্ষাত।
বিনয় বচনে বলে বুকে যোড় হাত। ১৪০
এত দিনে এদেশের আদর গেল দূর।
দেশ ভাঁড়ি যায় দুই নাগর চতুর। ১৪১
পূর্ব্বাপর পরের পুরুষ প্রাণ-প্রভু।
এ হেন নাগর বর নাহি দেখি কভু। ১৪২
আগে করে ভাজন বুড়ীর অপমান।
তোমার আজ্ঞায় গেনু লুটাল দোকান। ১৪৩
দড় দড় তোমার দোহাই দিতে দৌড়ে।
কাঞ্চনের কড়া কড়ি করে দিল মোরে। ১৪৪
দুহাত পাতিয়ে নিতে হাত হলো যড়।
সুরিক্ষা বলেন বঁধু গুণবান্ বড়। ১৪৫
কামাখ্যার পদ সেবি ছাড়াইতে কর।
খসে পড়ে কাণা কড়ি দেখিল ফাঁফর। ১৪৬
বাড়া বাড়া গুণ বুঝি বাড়িল বিস্ময়।
মনে করে কেমনে নাগর ভুলে রয়। ১৪৭
দেখে যদি না থাকে ত জন্মাবচ্ছিন্ন।
কাজে কাজে পরিচয় পুরুষার্থ চিহ্ন। ১৪৮
ফিরায়ে রাখিতে বুড়ু বাড়িল বাসনা।
নাগর সাজিল সঙ্গে বিশাশয় জনা। ১৪৯
খনক খঞ্জনী বীণা পিনাকের তানে।
লাস বেশ নাপান সুগান তান মানে। ১৫০

অবিলম্বে আপনি নাগর সঙ্গে চলে।
অর্দ্ধ পথে আগলিয়া প্রথমে চলে ছলে। ১৫১
অভিনব মদনমোহন মূর্ত্তি দেখি।
অচল চঞ্চল-চিত্ত চেয়ে চাঁদমুখী। ১৫২
অতি দীর্ঘ নহে অঙ্গ নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব। ১৫৩
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানবমূরতি লয়ে মহীতলে ফিরে॥ ১৫৪
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ॥ ১৫৫
রসময় রসিক নাগরবর দুই।
ভবানী ভুলান যদি হিয়া মাঝে থুই॥ ১৫৬
কহিলে কোমল কথা পাছে করে হেলা।
এত ভাবি বচন বলিছে কাঠ চেলা॥ ১৫৭
হেদেরে লুটাতি তোর কোন্ দেশে ঘর।
বিদেশে বিক্রম এত বুকে নাই ডর॥ ১৫৮
পসরা লুটায়ে কর জুয়াচুরি পনা।
যুবতীর হাত যোড়, কড়ি কর সোণা॥ ১৫৯
কোথা গুরু সেবে এত হ'লে গুণবান্।
ভাল এস দুজনে বুঝিব গুণজ্ঞান॥ ১৬০
জগতে জাগিবে যশ জিনে যাও যদি।
পরাজয়ে পাবে পীড়া পরাণ অবধি॥ ১৬১
গোলাহাট দিয়া বাট না চলে দেবতা।
বলে ছলে জিনে যাবে বড় না যোগ্যতা॥ ১৬২
তবে যদি যাবে রায় মোর কথা রাখ।
না কর নিবাস যদি দিন দশ থাক॥ ১৬৩
নতুবা পসরা লুটে পীড়া পাবে বাড়া।
লাউসেন বলে রামা ছাড় হাত নাড়া॥ ১৬৪
বচনের দোষে লুটে গেল পান ফুল।
তবু দিনু হিসাবে হাজার গুণ মূল॥ ১৬৫
তথাপি আমারে তুমি দোষ দাও কি।
সোণার নিয়ম বলি শুন নটীর ঝি॥ ১৬৬
দশ বাণ সোণা সেই সতী হস্তে থুলে।
কাণা কড়ি রূপ হয় ভ্রষ্টা নারী ছুঁলে॥ ১৬৭
শুনিয়া সুরিক্ষা বলে ধরে লয়ে চল।
শুনি সেনে বেড়ে যত নাগর সকল॥ ১৬৮
কপূ'র বলেন দাদা হলো কোন্ কর্ম্ম।
[illegible]ল চিন্তা নাই আছেন শ্রীধর্ম্ম॥ ১৬৯

বৃথা কেন বিবাদ বাড়াব মধ্যবাটে।
প্রভু পার করিবে প্রমাদে গোলাহাটে॥ ১৭০
এত বলি সুরিক্ষা সহিত দুই রায়।
নাগরে বেষ্টিত নটী নিকেতনে যায়॥ ১৭১
মনে আশা করে বাসা দিব অন্তঃপুরে।
সেনের সরস হৈল উত্তরিব দূরে॥ ১৭২
বাহির বৃহন্দে বাসা দিল এত শুনি।
আদরে আসন জল যোগায় আপনি॥ ১৭৩
ফল নাই জলে কিছু বলে লাউসেন।
গুরুগতি গৌড় যাব গৌণ এতক্ষণ॥ ১৭৪
বুঝে লও আপন বিষয় বেলা যায়।
সুরিক্ষা বলেন বসে সব পেনু রায়॥ ১৭৫
দরশন দিয়া দিলে দশ লক্ষ টাকা।
ভস্মে যাক দেখে যেবা মুখ করে বাঁকা॥ ১৭৬
করপুটে বিশেষ বিনয় বাণী বলে।
কবিরত্ন ভণে মহারাজার কুশলে॥ ১৭৭
সুরিক্ষা বলেন রায় করি নিবেদন।
পাঁকে পোত যত কিছু চাতুরী বচন॥ ১৭৮
শুনেছিনু যত গুণ জানা গেল এবে।
মোরে জেনে থাক ভাল, না জান জানিবে॥১৭৯
অল্প লোক সহিত আলাপ নাহি করি।
দারী হয়ে দেবতা সমান দর্প ধরি॥ ১৮০
কাজে কাজে বিশেষ বিষয় বুঝা যায়।
নিবেদন নিকটে নিদান করি রায়॥ ১৮১
যদি তুমি আমার মন্দিরে কর বাস।
আমি দাসী, ছকুড়ি নাগর তব দাস॥ ১৮২
গুণবতী গুরিক্ষা তোমার ভেয়ের যোগ।
কিবা কাজে গৌড় যাবে, বসে কর ভোগ॥ ১৮৩
সাদরে সেবিব সদা শোবে স্বর্ণখাটে।
নানা সুখ সম্পদে থাকিবে গোলাহাটে॥ ১৮৪
তবে যবে যাবে রায় থোব বৈ করে।
না করিলে নিবাস রাখিতে নারি ধরে॥ ১৮৫
লাউসেন বলে ত্যজ ওসব প্রলাপ।
নারীর দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে মহাপাপ॥ ১৮৬
শ্মশান-কুসুম সম বর্জ্জনীয়া বেশ্যে।
নটী বলে এখনো চাতুরী আমা ঘেঁসে॥ ১৮৭
উর্ব্বশীকে অর্জ্জুন ঐ রূপ কথা কয়ে।
বৎসরেক বঞ্চেছিল নপুংসক হয়ে॥ ১৮৮
আর দেখ অজামিল মুনির নন্দন।
বেশ্যা ভোগ করি অন্তে পেলে নারায়ণ॥ ১৮৯
রেণুকা বেশ্যার সহ পঞ্চাশ বৎসর।
বিশ্বামিত্র তপস্যা ত্যজিয়া কৈল ঘর॥ ১৯০
মনে কর এ ছার অধম জাতি মেয়ে।
গগনে গণিতে তারা শক্তি আছে চেয়ে॥ ১৯১
এ সব সংবাদে সেন সায় নাহি দিলা।
ঠেকিল নুড়ির হাতে গণ্ডকীর শীলা॥ ১৯২
কাণে কাণে সেনেরে কর্পূর কিছু বলে।
সাবধানে সব কথা কবে বাক্ ছলে॥ ১৯৩
তোমারে ভেবেছে বড় বলিয়া চতুর।
চাতুরী করিতে যাও, যে করে ঠাকুর॥ ১৯৪
শঠে শাঠ্য করিতে অধর্ম্ম নাই তায়।
জরাসন্ধ বধে তার সাক্ষী পাওয়া যায়॥ ১৯৫
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ভীম ব্রাহ্মণের বেশে।
রাজাকে মাগিল ভিক্ষা চাতুরী বিশেষে॥ ১৯৬
অঙ্গীকার করিতে মাগিল মহাযুদ্ধ।
অঙ্গীকার অপালনে স্বর্গ হয় রুদ্ধ॥ ১৯৭
এই হেতু ভীমের সহিত কৈল রণ।
কৃষ্ণের মন্ত্রণা বশে হয়েছে নিধন॥ ১৯৮
সুচাতুরী সুমন্ত্রণা উপায়ে শত্রু জিনি।
প্রমাণ কীচক বধে দ্রুপদ-নন্দিনী॥ ১৯৯
কুচাতুরি কুমন্ত্রণা আপন অকার্য্য।
কেকয়ী করালে যেন ভরতের রাজ্য॥ ২০০
কৈকেয়ীর বুদ্ধিবশে কৈল সর্ব্বনাশী।
বলিতে বিদরে বুক রাম বনবাসী॥ ২০১
সঙ্কটে সারথি নাই সুমন্ত্রণা বিনে।
বলে যারে নারে, তারে মন্ত্রণাতে জিনে॥ ২০২
মন্ত্রণায় অর্জ্জুন জিনিল কুরু সৈন্য।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি থাক্ অন্য॥ ২০৩
লাউসেন বলে ভায়া এই যুক্তি বটে।
দেখ কত চাতুরী সঙ্করে মোর ঘটে॥ ২০৪
সেন বলে সুরিক্ষা শুনহ সত্য কথা।
ভোজন করাতে পার, ভজিব সর্ব্বথা॥ ২০৫
যে হয় সে হবে, আজি অন্ন পেলে খাই।
হর্ষ হয়ে বলে নটী রন্ধনেতে যাই॥ ২০৬
সেন বলে রন্ধনেতে নিয়ম দড় দড়।
নটী বলে আমার অসাধ্য নয় বড়॥ ২০৭

আজ্ঞা কর যে কিছু করিব উপস্থিত।
সুরিক্ষা-সাহস দেখি সেন সচিন্তিত॥ ২০৮
চাতুরী কহেন ধর্ম্ম-পদ-ভাবি ভেলা।
রন্ধনে ইন্ধন চাই জলের শেয়ালা॥ ২০৯
শুখান বালির চুলা নূতন নির্ম্মাণ।
উদূখল এরণ্ডে ভানিবে উড়ি ধান॥ ২১০
কাঁচা কুম্ভ কেবল কুমার চাকে লবে।
তারা দিঘী গমনে দাড়ুকা পায়ে দেবে॥ ২১১
সাতখানি পরে কানি ঝাট আন জল।
পার কি না পার, মোর বসে নাই ফল॥ ২১২
রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।
রাত্রি মধ্যে রান্ধিলে অতিথি তোর বাড়ী॥ ২১৩
এ সব নিয়মে অন্ন পাইব নিশায়।
সেন বলে প্রভাত হইলে নাহি দায়॥ ২১৪
সুরিক্ষা বলেন সব অসম্ভব রায়।
সেন বলে সব তবে বাসাকে বিদায়॥ ২১৫
তুমি বল দেবতা সমান দর্প ধরি।
তবে কোন্ ছার ভার এই কর্ম্ম হরি॥ ২১৬
দৈববল হইতে কোন্ কার্য্যের অসাধ্য।
এই মুখে আমাকে করিতে চাও বাধ্য॥ ২১৭
বাজিল বচন-বাণ সুরিক্ষার বুকে।
দেবী-পদ-কোকনদ ভাবে হেঁট মুখে॥ ২১৮
ভয় গেল ভাবিতে ভরসা বাড়ে মনে।
পূরিল সকল সাধ সেনের চরণে॥ ২১৯
এই সে নিয়মে অন্ন যোগাব নিশায়।
সেন বলে প্রভাত হইলে নাহি দায়॥ ২২০
ভাল বলি ভবানী পূজিতে রামা যায়।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ২২১

লয়ে শত কোকনদ, প্রেমে অঙ্গ গদগদ,
সুরিক্ষা কামাখ্যা-পদ পূজে।
মনে হয়ে মহোৎসবা, চন্দনাক্ত রক্ত জবা,
ভক্তিযুক্ত দেন পদাম্বুজে॥ ২২২
কুমুদ কমল-কলি, চারু চুয়া চন্দ্রমালি,
মল্লিকা মালতী যাতি যুতি।
চন্দনে চর্চ্চিত চাঁদ, মালা মনোহর ফাঁদ,
দিয়ে প্রেমে পূজিল পার্ব্বতী। ২২৩
নানাবিধ উপচার, অপূর্ব্ব আমান্ন আর,
উপহার মনোহর ফল।
খাসা মধু ক্ষীর খণ্ডা, ঘি মধু অমৃত মণ্ডা,
চাঁপা কলা চিনি গঙ্গাজল। ২২৪
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া, কর্পূর তাম্বুল গুয়া,
ধূপ দীপ ধূনা ধৌত বাসে।
পূজা করি কুতূহলী, দিলেক দ্বাদশ বলি,
জয় হুলা হুলীর উল্লাসে। ২২৫
শেষে জপি মহামন্ত্রে, সমর্পিতে হেম যন্ত্রে,
উপলক্ষে উরিলা ঈশ্বরী।
লাউসেন-লাভ-কামা, অবনী লোটায়ে রামা,
স্তুতি করে সুরিক্ষা সুন্দরী। ২২৬
গোপিনী রুক্মিণী রমা, তোমা সেবি সত্যভামা,
স্বামী কৃষ্ণ পাইল পুণ্যফলে।
পদরেণু করি ভূষা, অনিরুদ্ধে পেলে উষা,
মৃত পতি রতি পেলে কোলে। ২২৭
জন্ম'লে বেশ্যার বাসে, পরের পুরুষ আশে,
বহু যত্নে পেয়েছি নাগরে।
যায় অপমান করে, বলে ছলে থুনু ঘরে,
ভোজন করালে ভজি তারে। ২২৮
ভক্ষণ-সম্বল যত, সব অসম্ভব মত,
নাগরের ছল যত বাক্।
ভেরণ্ডা ছেয়ায় উড়ি, ধান্য ভানি আমা হাঁড়ি,
বালির তিহঁড়ি তায় পাক। ২২৯
পায়ে বেড়ি পরে কানি, আনিব দিঘীর পানি,
কাঁচা কুম্ভ কাঁকে করে মা।
অন্ন এই রাত্রি কালে, জলের শিয়ালা জ্বালে,
অতেব স্মরণ রাঙ্গা পা। ২৩০
শুনি কিঙ্করীর কথা, হাসিয়া কহেন মাতা,
ভয় ভাব কোন্ ছার ভারে।
অশেষ আপদ খণ্ডি, হাতে হাতে সঁপি চণ্ডী,
দুই নায়িকারে দিলা তারে। ২৩১
যখন যে কিছু চাই, নায়িকা যোগাবে তাই,
আমি যাই নাথ নাই বাসে।
এত বলি গেলা দেবী, ভাবি গুরুপদ ছবি,
কবিরত্ন গায় অভিলাষে। ২৩২

উপলক্ষ সুরিক্ষা-নায়িকা সব আনে।
বৈশাখে ভেরাণ্ডা ছেয়া উড়ি দিল ভেণে। ২৩৩
সাতখানি পরে কানি চরণে নিগড়।
কাঁকে কাঁচা কলসী গমনে বহে ঝড়। ২৩৪

ত্বরাত্বরি উপনীত তারা দীঘি ঘাটে।
সেন বড় সচিন্তিত ঠেকিয়া সঙ্কটে। ২৩৫
জগতে জানেন ধর্ম্ম সবাকার মূল।
সঙ্কটে সকল দেব তার অনুকূল। ২৩৬
ধর্ম্মের সেবক সেনে দেখিয়া চিন্তিত।
বরুণ বাড়ালে বাদ বেশ্যার সহিত। ২৩৭
ঠেকাইল কচ্ছপ কুম্ভে কুম্ভীর হেঁড়োল।
তা দেখি দেবীর দাসী আশু হইল টাল। ২৩৮
তথাপি তরঙ্গ বাড়ে ভাঙ্গিতে কলসী।
গর্জ্জিয়া বলিছে কিছু অহিকার দাসী। ২৩৯
মনে নাহি পড়ে কি হে মহিষাসুর বধে।
নিজ পাশ দিয়া যার পড়েছিলে পদে। ২৪০
তার দাসী সাধি আমি সুরিক্ষার কাজ।
এত বলি নিল জল দিয়া মহা লাজ। ২৪১
পবনের পুত্র হনু তার শিষ্য দুটি।
মাঝপথে পেয়ে তারে দুখ দিল লুটি। ২৪২
পথ মাঝে পবন প্রলয় করে ঝড়।
উড়াতে আশয় করে অঙ্গের কাপড়। ২৪৩
ধূলা বালি অবনী আকাশ একাকার।
নিবারে নায়িকা সব দাসী চণ্ডিকার। ২৪৪
হাসিতে হাসিতে আসি উপনীত নিশা।
এগুল দেবীর দাসী পথ করে দিশা। ২৪৫
সেনের নিকট দিয়া প্রবেশিল পুরী।
কপূ‘র কহেন দাদা ভাঙ্গিল চাতুরী। ২৪৬
অতি অসম্ভব সব হলো প্রায় সারা।
গোলা হাটে জাতি কুল মজাইনু পারা। ২৪৭
সেন বলে চিন্তা নাই ধর্ম্ম বড় ধন।
বিপত্তি সাগরে নৌকা আছে সেই জন। ২৪৮
যম ইন্দ্র রবি চন্দ্র বরুণ বিধাতা।
যার আজ্ঞা বশে বিশ্ব যতেক দেবতা। ২৪৯
সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম্ম সত্য হয়।
উপস্থিত হলে অন্ন তবু হবে লয়। ২৫০
এত বলি বৈসে রায় ভাবি নিরঞ্জন।
সুরিক্ষা নায়িকা সাধি কৈল আয়োজন। ২৫১
নির্ম্মাণ বালির চুলা চাপাইল হাঁড়ি।
দেবীর দোহাই দিয়া জ্বালিল তিহড়ী। ২৫২
মনে ছিল ব্রহ্মার করিব সব ধ্বংস।
নায়িকা বলিল কাছে ঈশ্বরের অংশ। ২৫৩
শুনিলে করিবে ক্রোধ ভকত বৎসলা।
অতেব জ্বলিছে কাঁচা জলের শিয়ালা। ২৫৪
নায়িকা যোগান নটী করিছে রন্ধন।
কবিরত্ন ভণে সীতা সতীর নন্দন। ২৫৫
রন্ধনে বসিল মনে ভবানী ভাবনা।
প্রথমে রান্ধিল শাক সূপ মুগ চণা। ২৫৬
জলের শিয়ালা জ্বালে জলে দুর দুর।
ব্যঞ্জন রন্ধনে জীরা-মরিচ কপূ‘র। ২৫৭
সুরসাল দিয়া ঝাল হেম থালে ঢালে।
তবে রান্ধে বেসারু ব্যঞ্জন ঝোল ঝালে। ২৫৮
মন্দ মন্দ জ্বাল ঝালে বসে ভাজে ভাজা।
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা। ২৫৯
কুটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে।
নির্জ্জল করিয়া রামা তপ্তঘৃতে ঢালে। ২৬০
কল কল সম্বরে ঘৃতের শুনি সাড়া।
নীরস করিয়া ভাজে দিয়া নাড়া ঝাড়া। ২৬১
মানকচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব।
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জব জব। ২৬২
ভাজিল বেগুন শিম নিম দিয়া ফোড়।
মূল আদা বটিকা করলা গর্ভ থোড়। ২৬৩
নারিকেল অপক্ক পনস পানিফল।
বিশেষে যতির ভক্ষ হবিষ্য নির্ম্মল। ২৬৪
ফুল মূল অপর অনেক ভেজে তোলে।
তিক্ত রসে সুক্তা রামা রান্ধে ঝালে ঝোলে ২৬৫
বার তিন তিক্ত হাঁড়ী ধুয়ে সিমন্তিনী।
আমের অম্বল রান্ধে দিয়া দধি চিনি। ২৬৬
সঝাল বক্কাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া। ২৬৭
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা। ২৬৮
ঘৃতপক্ক লুচি পুরি নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে। ২৬৯
পরিপাটী পাঁচ রস করিয়া রন্ধন।
স্নান করি সেনে আসি করে নিবেদন। ২৭০
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
বিরচিল শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত রসসিন্ধু। ২৭১
এসো রায় ক্ষুধায় অনেক পেলে দুখ।
মরি মরি মলিন হয়েছে চাঁদ মুখ। ২৭২

উঠে এস অপর বিলম্বে নাই ফল।
শুনি কর্পূরের হত হৈল বুদ্ধি বল। ২৭৩
কিছু নাহি কন সেন বড়ই লজ্জিত।
হেন কালে মন্ত্রণা হইল উপস্থিত। ২৭৪
সেন বলে শুন রামা তেঁতুলের পাত।
সিঞাইয়া সকল দিবস খাই ভাত। ২৭৫
প্রবাসে বিশেষ পালি এ সব নিয়ম।
দারী বলে আমারে দ্বিগুণ দিলে শ্রম। ২৭৬
তখনি করিলে আজ্ঞা হৈত সেই কালে।
হওয়া ভাতে দণ্ড দুই মিছা দুঃখ পেলে। ২৭৭
এত বলি গেল রামা নায়িকার আগে।
নিবেদন করিতে যোগা'ল নিশাভাগে। ২৭৮
সূক্ষ্মতর তৎপর আনিয়া খড়িকা।
হাতাহাতি পত্র সিঞে সুরিক্ষা নায়িকা। ২৭৯
হেন কালে মহা ঝড় করিল পবন।
উড়াইতে পত্রপাত উপর গগন। ২৮০
আনিয়া অপর পত্র স্তম্ভ করি বাত।
দর্পেতে দেবীর দাসী বসে সিঞে পাত। ২৮১
দেখে শুনে ভয়যুক্ত লাউসেন রায়।
অন্ধকারে অর্দ্ধ নিশা দিশা নাহি পায়। ২৮২
তারা দেখে তখন তরাসে দুই জনে।
এখন দু'পর রাতি গোঁয়াব কেমনে। ২৮৩
কর্পূর কহেন দ্রৌপদীর লাজ ধর্ম্ম।
যে জন করিল রক্ষা ভাব সেই ব্রহ্ম। ২৮৪
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রাখিয়াছে যে।
তিন লোকে তারিতে অপর আছে কে। ২৮৫
এত শুনি ভেয়ে সেন সাধুবাদ দিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া। ২৮৬
মনোহর মহাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি ধর্ম্ম-পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরে। ২৮৭
স্তুতি করে, নমো নিরাকার নিরঞ্জন।
প্রভু পরাৎপর পুণ্য পতিত পাবন। ২৮৮
জ্যোতির্ম্ময় জগত প্রধান জগৎপতে।
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিদান নমোস্তুতে। ২৮৯
করিয়া প্রণতি স্তুতি নিবেদন রটে।
অনাথ অখিল বন্ধু উদ্ধার সঙ্কটে। ২৯০
পতিতপাবন নাম করিয়া প্রকাশ।
রাখহ নটীর হাতে, হয় সর্ব্বনাশ। ২৯১

রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী। ২৯২
সঙ্কটে শুনিয়া দেব সেবকের স্তব।
হনুমানে কন কিছু অনাথ বান্ধব। ২৯৩
গৌড় যেতে রঞ্জার নন্দনে মধ্যবাটে।
বল করে সুরিক্ষা গণিকা গোলাহাটে। ২৯৪
ভেঁড়ে যেতে যতেক মন্ত্রণা করে রায়।
সুরিক্ষা কাটিল সব দেবীর কৃপায়। ২৯৫
চাতুরী অশেষ রামা করিয়া বিশ্বাস।
রন্ধন করিয়া দিল, লাউসেনে ত্রাস। ২৯৬
মোর ভক্ত জনে কি বেশ্যার অন্ন রুচে।
রজনী প্রভাত হলে সব দুঃখ ঘুচে। ২৯৭
অতেব আপনি বাপু অবিলম্বে চল।
সূর্য্যদেবে এখনি উদয় দিতে বল। ২৯৮
তোমা বই বিপদে বান্ধব নাই আন।
রাম অবতারে তার পেয়েছি প্রমাণ। ২৯৯
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।
স্বর্ণপুরী লঙ্কারে করিলে ছার খার। ৩০০
সিন্ধু বন্ধ করি ধন্ধ দশস্কন্ধে দিলে।
লক্ষণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে॥ ৩০১
বীর বলে বনের বানর বৈত নই।
আমার ভরসা সব পাদপদ্ম ঐ॥ ৩০২
যত কিছু পরাক্রম প্রভু তার মূল।
এত বলি বন্দে চলে চরণ রাতুল॥ ৩০৩
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে যেয়ে হয়ে কৃতাঞ্জলি।
বিনয় বচনে সূর্য্যে বলিল সকলি॥ ৩০৪
রাত্রিমধ্যে ভারতে উদয় দেহ পাটে।
ধর্ম্মের সেবক রক্ষা পায় গোলাহাটে॥ ৩০৫
সূর্য্য বলে অকালে উদয় দিতে নারি।
বীর বলে তবে পূর্ব্ব পরাক্রম ধরি। ৩০৬
যখন আমার দশা ছিল অতি ছেলে।
প্রভাতে তোমাকে পাকা তেলাকুচা বলে। ৩০৭
ধ'রে খেতে যেতে পথে ইন্দ্র হ'ল হতা।
তুমি কোন্ না জান সে সব পূর্ব্ব কথা ৩০৮
পড়ে কি না পড়ে মনে রাবণের রণে।
শক্তিশেলে যখন লক্ষণ অচেতনে। ৩০৯
ঔষধ আনিতে যেতে পথে মোর সঙ্গ।
মনে বুঝে দেখ দেখি হৈল কোন রঙ্গ। ৩১০

সেই হনুমান আমি এখন বাঁচাই।
সূর্য্য বলে কার্য্য নাই চল বাপু যাই। ৩১১
এত বলি সূর্য্যদেব বিমান ফিরায়।
সুরিক্ষা নটীর পত্র সিঞা হলো সায়। ৩১২
পরিসর পাত্রের রচিল দুই থাল।
খুরি বাটী ব্যঞ্জন যোগাতে ঝোল ঝাল। ৩১৩
নানা চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ পরিপাটী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজে শতাবধি বাটী। ৩১৪
অন্নে মাখে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র।
পরপুরুষে ভ্রষ্টা নারী করিছে কুতন্ত্র। ৩১৫
বেষ্টিত ব্যঞ্জন বাটী পাতে ঢালে ভাত।
তারাগণ বেড়ে যেন শোভে নিশানাথ। ৩১৬
আসন ঈষৎ আগে ডানি ভাগে ঝারি।
রচিত তেঁতুল পত্রে পরিপূর্ণ বারি। ৩১৭
সাধিয়া সকল কর্ম্ম মনে অভিলাষী।
বিদায় হইয়া গেল চণ্ডিকার দাসী। ৩১৮
প্রণতি করিয়া তারে করিয়া বিদায়।
সেনে সবিনয়ে বলে উঠে এসো রায়। ৩১৯
কত কষ্টে সিঞা গেল তেঁতুলের পাতা।
আর কেন কর ব্যাজ খেয়ে মোর মাথা। ৩২০
উপস্থিত অন্নে কেন মিছা দুঃখ পাও।
আর কিছু ভেব নাহে মোর মাথা খাও। ৩২১
পাখালিতে পদযুগে যোগাইল জল।
লাউসেন ভাবে ইষ্ট দেবতার বল। ৩২২
হন কালে অরুণ উদয় অনুকূল।
ন্য ধর্ম্ম সেবায় সকল সুপ্রতুল। ৩২৩
দখি প্রেমে পুলকিত সেনের শরীর।
চিল চঞ্চল চিত্ত মন হৈল স্থির। ৩২৪
ত্য সত্য সংসারে কেবল করতার।
ত ভাবি উঠে সেন ব্যাজ নাহি আর। ৩২৫
ল রামা ভোজন করিব দুই জনে।
থলে আনন্দ অতি সুরিক্ষার মনে। ৩২৬
চালে দিল জল ঝারি পাখালিতে পা।
র্ন কালে কপোত কোকিল করে রা। ৩২৭
উসেন কহে নিশা হইল প্রভাত।
রিক্ষা কহেন কিছু করি যোড় হাত। ৩২৮
কোকিল কপট কাল পেচকের জাতি।
তি নিতি থুয়ে রয়ে ডাকে সারা রাতি। ৩২৯

বিশেষ বসন্ত কালে কোকিলের সাড়া।
ভোজন করহ রায় রাত নয় বাড়া। ৩৩০
নিবড়িয়া সাতষটি বৈসে মাত্র আটে।
ভোজন করিয়া সুখে শোও স্বর্ণ খাটে। ৩৩১
সাজিয়া যোগাই পান বসিয়া শিয়রে।
দাসী হয়ে সেবা করি দুই সহোদরে। ৩৩২
সেন বলে খাব অন্ন রাত্রি যদি থাকে।
কহিতে কহিতে কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। ৩৩৩
তথাপি তখন বলে রাত্রি আছে রায়।
আড়ি উড়ি দিয়া নটী পূর্ব্ব দিকে চায়। ৩৩৪
আচ্ছাদিত অরুণ কিরণ অতি রাঙ্গা।
অনুমানি তরুণী কপাল ভাবে ভাঙ্গা। ৩৩৫
বলিতে বলিতে রবি উঠে রথ ভরে।
দেখিয়া সুরিক্ষা নটী হেঁট মাথা করে। ৩৩৬
রেঙ্কে বেড়ে যত দুঃখ হলো অসার্থক।
সেন বলে তবে আর কিসের আটক। ৩৩৭
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান। ৩৩৮

সুরিক্ষা বলেন রায় ভেড়ে গেলে বটে।
কিন্তু নিবেদন এক তোমার নিকটে। ৩৩৯
তুমি বড় নাগর চতুর শিরোমণি।
বলি কিছু হেঁয়ালি সমস্যা বল শুনি। ৩৪০
জিনে যেতে পার ত মাগিব পরাজয়।
নয় যে পশ্চাৎ হবে পাবে পরিচয়। ৩৪১
লাউসেন বলে রামা বচনের ফাঁদে।
কে কোথা রেখেছে ধরে আকাশের চাঁদে। ৩৪২
বৈস বেনে বিফল বিলম্ব নাহি সয়।
সুরিক্ষা বলেন ওহে সে হবার নয়। ৩৪৩
কর্পূর কহেন কহ আছে যত শিক্ষা।
ভবানী ভাবিয়া বলে গণিক সুরিক্ষা। ৩৪৪
কটীতে ঘাঘর ঘন রুণু ঝুণু বাজে।
কান্দে চাপি শীকার সন্ধানে নিত্য সাজে। ৩৪৫
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা। ৩৪৬
বন বেড়ে পড়ে বেগে শীকার সন্ধানে।
অনেক পুরুষ তাঁর জটে ধরে টানে। ৩৪৭
সুরিক্ষা কহেন, কহ হেঁয়ালির সন্ধি।
বিরল-বাটে বন পালা'ল জলজন্তু বন্দি। ৩৪৮

কপূ'র কহেন এই ধীবরের জাল।
ভাঙ্গিল নটীর ভ্রম বুকে বাজে শাল। ৩৪৯
অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ। ৩৫০
গৃহস্থ জনার মৃত্যু গৃহ সাঙ্গ হলে।
তসর গুটীর কৃমি লাউসেন বলে। ৩৫১
কমলে কমল-রিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে। ৩৫২
সেন বলে সিন্ধুভব সেই অর্দ্ধচাঁদ।
কাটিল নটীর বজ্র বচনের ফাঁদ। ৩৫৩
যার গর্ভে জন্ম লয়, নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া। ৩৫৪
বাসি না সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ। ৩৫৫
সবার সে হিত করে নয় দুষ্ট ঠক।
কপূ'র কহেন এই জ্বলন্ত পাবক। ৩৫৬
সুরিক্ষা কহেন শুন পুনঃ ওহে রায়।
জীবজন্তু নহে কিন্তু তপ্ত তপ্ত খায়। ৩৫৭
না পাইলে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে।
খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ডাকে ৩৫৮
পেটের ভরে বমন করে গুঁজে নাকে মুখে।
নারী গুলা গলায় গেলায় বসে বুকে। ৩৫৯
যদি তায় নাহি খায় করয়ে প্রহার।
কপূ'র কহেন অবীরার কণ্ঠহার। ৩৬০
নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।
নাস্তিতু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা। ৩৬১
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত। ৩৬২
কপূ'র কহেন রামা এই চিন্তানল।
বারে বারে হারি নটী বলে বাক্ছল। ৩৬৩
খায় সে সহস্র মুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায়। ৩৬৪
তায় প্রহারের দায় পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে। ৩৬৫
তাঁতির তাঁতের সাণা লাউসেন বলে।
হেঁট মাথা করে নটী হারি বাক্ছলে। ৩৬৬
ভাঙ্গিয়া বেশ্যার ভ্রম ছেড়ে যান সেন।
সুরিক্ষা তথাপি বলে রবে এক ক্ষণ। ৩৬৭

কপূ'র কহেন রামা এখনও চাতুরি।
বাকি কিছু থাকে বল প্রাণপণ করি। ৩৬৮
বিষম বচন বাণে জর জর হিয়া।
সমস্যা বলিছে রামা ভবানী ভাবিয়া। ৩৬৯
বল দেখি আদিরস অঙ্গনার অঙ্গে।
কোন্ খানে বৈসে ধাতু সুরতি প্রসঙ্গে। ৩৭০
সর্ব্বকাল থাকে কোথা ধরে কোন্ গুণ।
শুনি সুচিন্তিত সেন বচন দারুণ। ৩৭১
রতিকলা নাহি জানে লাউসেন রায়।
কপূ'র সহিত যুক্তি ভেবে নাহি পায়। ৩৭২
মন দেখি অপর মলিন মুখ চাঁদে।
মনে করে গণিকা পেড়েছে মায়া ফাঁদে। ৩৭৩
দর্প করে কহে নটী ওহে নাগর-চাঁদা।
বলিতে বিলম্ব কেন, বুঝি রবে বাঁধা। ৩৭৪
সেন বলে দর কর বচনের ছলা।
অনেক বলেছি এক নাহি গেল বলা। ৩৭৫
নটী বলে এই কথা সকলের সার।
বল ভাল নতুবা বন্ধন কারাগার। ৩৭৬
কপালে ঘটালে তোরে হেমন্তের ঝি।
কপূ'র কহেন দাদা তবে হবে কি। ৩৭৭
নটী বলে শুন কথা সব পুঁতি পাঁকে।
যদি কেহ এখন আমার কথা রাখে। ৩৭৮
ঠাকুরালী করিয়া থাকহ দিন দশ।
রতি রঙ্গ সন্ধান শিখাব পাঁচ রস। ৩৭৯
তবে সে যখন যাবে, গোব রৈ করে।
না করিলে নিবাস রাখিতে নারি ধরে। ৩৮০
বুঝিতে সেনের মতি কহেন কপূ'র।
সঙ্কট দেখিলে দোষ, না লবে ঠাকুর। ৩৮১
যে বাগে পড়য়ে জল সেই বাগে ছাতা।
ধরিয়া সুবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা। ৩৮২
বিদেশে বন্ধন পীড়া বুঝ মহারাজ।
সেন বলে চিন্তা নাই চিন্ত ধর্ম্মরাজ। ৩৮৩
বিষম বন্ধন ভয়ে, বিষ চাও খেতে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি কুল শীল মজাইতে। ৩৮৪
কপূ'র কহেন দাদা তুমি ধর্ম্মময়।
জগত জননী যার পেলে পরিচয়। ৩৮৫
মায়ের নিষেধ বেদ আজ্ঞা নাহি মানি।
বিদেশে বেশ্যার হাতে হারাই পরাণি। ৩৮৬

আপনি অভয় দিলে গৌড় আগমনে।
প্রথমে রাখিলে ব্যাঘ্র কুম্ভীর বদনে। ৩৮৭
গ্রামতিতে রাখিয়াছ মিছা অপবাদে।
গোলাহাটে বুক ফাটে প্রভু হে প্রমাদে। ৩৮৮
অপরাধ বিনা এই বেশ্যা হাতে বন্দি।
বলিতে না পারি ধাতু বিবরণ সন্ধি॥ ৩৮৯
ভকত বৎসল তুমি শুনেছি সংসারে।
পেয়েছি প্রমাণ তার প্রহ্লাদ উদ্ধারে। ৩৯০
বিষ বহ্নি জলে শৈলে রক্ষা কৈলে যার।
তার লাগি প্রভু হে নৃসিংহ অবতার। ৩৯১
সময়ে সাজিতে শীঘ্র সুধন্বার ব্যাজে।
পিতা হৈয়া ফেলে পুত্র তপ্ত তৈল মাঝে।৩৯২
বেদবহ্নি জলে কুণ্ড অধিক উথলে।
জুড়াইতে প্রভু হে আপনি নিলে কোলে।৩৯৩
জৌঘরে পাণ্ডবে পঞ্চ কুন্তীর সহিত।
তুমি প্রভু প্রাণদাতা পুরাণে বিদিত। ৩৯৪
সে সব তোমার ভক্ত তুমি হে তাহার।
ভজন পূজন লেশ নাহি অধিকার। ৩৯৫
মন্দমতি মানব দারুণ দীন দশা।
পতিত পাবন নাম, কেবল ভরসা। ৩৯৬
বিদেশে বন্ধন ভয়ে না করি বিষাদ।
পতিত পাবন নামে পাছে পড়ে বাদ॥ ৩৯৭
অতেব কাতরে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু।
মুজারি দুঃখহারি দেব দীনবন্ধু॥ ৩৯৮
…ক স্মরণে প্রভু হইলা অস্থির।
…াম ভণে যার নাথ রঘুবীর। ৩৯৯

* * *

…ট-সরসে ভাসে বুঝিনু সাহস।
… বলে ভাল থাক বুঝিব পৌরুষ। ৪০২
…তত্ত্ব কয়ে যা প্রবাসী ভণ্ড তুই।
…বা বন্ধন দিয়া কারাগারে থুই॥ ৪০৩
… বলে কে জানে ধাতুর বিবরণ।
… ছলে উঠে নাহি উপায়-লক্ষণ। ৪০৪
…ড়ি নাগরে নটী কহে আঁখি ঠারে।
…া করিয়া বেন্ধে রাখ কারাগারে। ৪০৫
…শুনি ছকুড়ি নাগর হয়ে যড়।
…ায়ে দারুণ বন্ধন দিল দড়। ৪০৬

ঘোর অন্ধকার ঘরে থুল নিয়া বান্ধে।
কারাগারে কর্পূর কাতর বড় কান্দে। ৪০৭
লাউসেন বলে ভায়া নাহি কান্দ আর।
এখনি অনাথ বন্ধু করিতে উদ্ধার। ৪০৮
আগম পুরাণ বেদে বুঝে দেখ চিতে।
তিন লোকে কেবা আছে অধীতে তরাতে ৪০৯
বিপত্তে সাহস বিনা বিষাদ বিফল।
একান্ত চিন্তেন চিত্তে ভকত বৎসল। ৪১০
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ। ৪১১
সঙ্কটে শুনিয়া কিছু সেবকের স্তব।
হনুমানে কন তবে অনাথ বান্ধব। ৪১২
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন সেন মনে মান-ভঙ্গ। ৪১৩
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাহি সুখ।
কেবা কোথা সেবক শঙ্কটে পায় দুখ। ৪১৪
যোগবলে পদতলে বলে হনুমান।
লাউসেনে সুরিক্ষা করিছে অপমান॥ ৪১৫
ভানুরে পাঠায়ে মান ভেঙ্গেছে তাহার।
ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসি বন্ধেছে পুনর্ব্বার॥ ৪১৬
ঠাকুর কহেন থাক্ সেবকের দায়।
আমি নাহি জানি ইহা কি হবে উপায়॥ ৪১৭
ধাতুতত্ত্ব আপনি অমর সভামাঝে।
সুধান সকল দেবে সেবকের কাজে॥ ৪১৮
দেবতা সকল কহে শুন ওহে প্রভু।
জানিতে বিলম্ব আছে, শুনি নাই কভু॥ ৪১৯
তখন নারদ ফুটে কয় হনুমানে।
একথা ঈশ্বরী বিনে অন্যে নাহি জানে॥ ৪২০
প্রভু কন তবে তত্ত্ব কেবা যেয়ে জানে।
নারদ দেখান ঠারে শঙ্করের পানে॥ ৪২১
ঠাকুর কহেন শুন দেব সর্ব্বেশ্বর।
ধাতুতত্ত্ব জানিতে আপনি যাও ঘর॥ ৪২২
জিজ্ঞাসি জগৎ-মায়ে আসিবে ত্বরায়।
ভক্ত রক্ষা পায় যেন, তোমার কৃপায়॥ ৪২৩
শিব কন তোমার আজ্ঞায় যাই ধেয়ে।
ভরসা না দিতে পারি, খল জাতি মেয়ে॥ ৪২৪
এত বলি উপনীত আপন ভবনে।
হর-হৈমবতী হর্ষে বৈসে একাসনে॥ ৪২৫

কত যোগ আগম নিগম তত্ত্ব কয়ে।
অপর সরস রস কত গেল বয়ে॥ ৪২৬
সবশেষে শঙ্কর সুধান পার্ব্বতীরে।
কোন্ খানে বৈসে ধাতু নারীর শরীরে॥ ৪২৭
এ কথা আমারে আজি অবশ্য কহিবে।
শুনিয়া ইঙ্গিতে দেবী আরম্ভিল শিবে॥ ৪২৮
কার শক্তি এখানে একথা কওয়া যায়।
এই তত্ত্ব জানিতে যাও কুচনী-পাড়ায়॥ ৪২৯
বুড়া ছেড়ে যুবা হও, পেলে যার সঙ্গ।
সেই খানে এই কথা উচিত প্রসঙ্গ॥ ৪৩০
হর বলে এই হেতু হইনু বৈরাগী।
কখন কথায় সুখ নাহি দিল মাগী॥ ৪৩১
এ সব ইঙ্গিতে খোঁটা সকল কথায়।
এ ঘর করিতে চিতে মোরে না জুয়ায়॥ ৪৩২
বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী।
অবলা প্রবলা হৈলে নষ্ট হয় গারি॥ ৪৩৩
দেবের দেবতা বলি বেদে মোরে কয়।
ঘরের মেয়ের কাছে কথা নাহি রয়॥ ৪৩৪
ঈশ্বরী, কাঁপেন শিব অভিমান ক্রোধে।
অমর অর্চ্চিত পদ ধরিয়া প্রবোধে॥ ৪৩৫
ক্ষমহ দাসীর দোষ ধাতুতত্ত্ব কই।
শঙ্কর কহেন তবে আরো দুটা সই॥ ৪৩৬
ত্রিলোক-তারিণী তারা তুমি সে চণ্ডিকা।
লিখেছে আগমে বেদ পুরাণের টীকা॥ ৪৩৭
কি আর অধিক কব তোমার সাক্ষাত।
দেবী কন অসাধ্য কি তুমি যার নাথ॥ ৪৩৮
শুন নাথ বৈসে ধাতু নারীর নয়নে।
পুরুষে পাগল করে কটাক্ষ সন্ধানে॥ ৪৩৯
রতি কালে পতির সহিত হয় মেলা।
শুনিয়া সত্বর শিব দেবসভা গেলা॥ ৪৪০
কহিলা সকল তত্ত্ব ধর্ম্মের গোচরে।
ঠাকুর কহিলা হনুমান বীরবরে॥ ৪৪১
আজ্ঞা দিল অবিলম্বে চল মোর বাপ।
ভক্ত মুক্ত হৈলে মোর ঘুচে মনস্তাপ॥ ৪৪২
প্রভু পাদপদ্ম বন্দি বীর হনু হাটে।
উপনীত ইঙ্গিতে অবনী গোলাহাটে॥ ৪৪৩
অন্ধকার কারাগার প্রবেশিতে হনু।
খসিল বন্ধন প্রেমে পুলকিত তনু॥ ৪৪৪

ধ্যানযোগে জানিলা আইলা হনুমান।
এস প্রভু বলি পদ নিকটে লোটান॥ ৪৪৫
করপুটে প্রণতি করিতে পুনঃপুনঃ।
বীর বলে ভয় নাই বলি কিছু শুন॥ ৪৪৬
শিব শুক সনকাদি স্বয়ম্ভূ নারদ।
ভক্তি ভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ॥ ৪৪৭
হেন প্রভু তোমার লাগিয়া ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে বাপু আমি উপস্থিত॥ ৪৪৮
জেনেছি কারণ তার এনেছি সন্ধান।
ধাতুর নিবাস নিত্য নারীর নয়ান॥ ৪৪৯
রতি কালে কত গতি প্রাণপতি সঙ্গ।
এই কথা কয়ে তার কর মান ভঙ্গ॥ ৪৫০
আমি আছি তাবৎ লুকায়ে নিজবাসে।
অপমান মাগীর দেখিয়া যাব শেষে॥ ৪৫১
পরম মঙ্গল প্রভু লাউসেন বলে।
পোহাইল রজনী, কোমর বেন্ধে চলে॥ ৪৫২
হনুপদে পরার্দ্ধ প্রণতি করে রায়।
প্রবেশে দারীর সভা ঘনরাম গায়॥ ৪৫৩
দ্বারদেশে দারীর বাজালে জয় ঘণ্টা।
শুনিয়া বেশ্যার বড় বুকে বাজে জাঠা॥ ৪৫৪
দূতগণে দেবে বলে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।
দুই বন্দী বিদেশী বিটলে দিলি ছেড়ে॥ ৪৫৫
কহিতে কহিতে কোপে আইলা বাহিরে।
কর্পূর চাতুরী কিছু কন ধীরে ধীরে॥ ৪৫৬
পিতৃ-পুণ্যে ছেড়ে দেহ শুন নিবেদন।
দারী বলে দিব পুনঃ দ্বিগুণ বন্ধন॥ ৪৫৭
সেন বলে যার যে কপালে থাকে হবে।
কহিলে ধাতুর তত্ত্ব বুঝে কেবা লবে॥ ৪৫৮
আমি যত জিনিনু, সকল হৈল নাস্তি।
এক কথা না কয়ে এতেক পেনু শাস্তি॥ ৪৫৯
অন্য কথা কহিতে উচিত নহে আর।
প্রতিজ্ঞা করহ আগে সাক্ষাৎ সভার॥ ৪৬০
পরাজয়ী হই যদি দ্বিগুণ বন্ধন।
জয়ী হই কেটে ল'ব নাসিকা লোচন॥ ৪৬১
সুরিক্ষা কহেন সত্য প্রতিজ্ঞা সর্ব্বথা।
সভা মাঝে সেন কন ধাতুতত্ত্ব কথা॥ ৪৬২
নারীর বদন-বিধু মদন আলয়।
তথা নিত্য নয়ন-যুগলে ধাতু রয়॥ ৪৬৩

রতি-কালে পতি সনে পতি যায় কত।
শুনে করে হেঁট মাথা মান হৈল হত॥ ৪৬৪
প্রাণ লয়ে পলাতে পদ্ধতি খুঁজে বুলে।
তাপে তবে ত্বরিত কপূর ধরে চুলে॥ ৪৬৫
কাটিল লোচন নাক ঘষাড়িল ভূঞে।
দয়ার ঠাকুর সেন জল দিল মুঞে॥ ৪৬৬
সূর্পণখা সমান মলিন হয়ে রয়।
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়॥ ৪৬৭
হর্ষ হৈল হনুমান অপমান দেখে।
যশ কীর্ত্তি জগতে সেনের গেল লিখে॥ ৪৬৮
শ্রীধর্ম্মে কহিল গিয়া আনন্দে বাধাই।
গোলাহাট ভাঁড়ায়ে চলিল দুই ভাই॥ ৪৬৯
বন্দিগণে মুক্ত করে দিলেন অভয়।
রাজ-আজ্ঞা ফিরে বাদ্য বাজিছে বিজয়॥ ৪৭০
নটীর লোচন নাক বান্ধিয়া ফলায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটিবা হেতু যায়॥ ৪৭১
প্রবেশে ভৈরবী গঙ্গা কতদূর যেয়ে।
বিনা করে সমাদরে পার করে নেয়ে॥ ৪৭২
কপূর কহেন দাদা চল এক দৌড়।
আগে ঐ রমতি নগর ঐ গৌড়॥ ৪৭৩
দেখ ঐ সারি সারি গুয়া নারীকেল।
কদম্ব কুসুম চাঁপা বকুল শ্রীফল॥ ৪৭৪
আম জাম পলাস পিপুল তরুবরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে॥ ৪৭৫
পক্ষিগণ বদনে সঘনে সুধারব।
নিজ ভাষ ত্যজে করে কৃষ্ণ মহোৎসব॥ ৪৭৬
হস্তিনা নগর হেন হয় অনুমান।
পরিসর পাষাণে রচিত পুরীখান॥ ৪৭৭
মঠ কোটা মন্দির সহর সৌধময়।
কত ঠাঁই দেউল দোহারা দেবালয়॥ ৪৭৮
কত কাঁচা-কাঞ্চন-কলস শোভে তায়।
ঐ দেখ পতাকা উড়িছে মন্দ বায়॥ ৪৭৯
মাতুল-মন্দির যেতে ডানি ভাগে পথ।
সেন কন কি কাজ উদ্দেশে দণ্ডবত॥ ৪৮০
যে মামা মায়ের মোর দিল বন্ধ্যা বাদ।
হেন মামা-মন্দিরে গমনে নাহি সাধ॥ ৪৮১
দেখা পাই ঈষৎ মেসোর বাটী আগে।
পাও কিনা পাও দেখ, চাও ডানি ভাগে। ৪৮২

বলিতে বলিতে বেলা হইল অবশেষ।
রমতি নগর এসে করিল প্রবেশ॥ ৪৮৩
দৈবগতি লাউ দত্ত কর্ম্মকার সনে।
প্রবেশ করিতে পুরী দেখা হইল গণে॥ ৪৮৪
অতি অনুপম মূর্ত্তি দেখে দোহাকার।
কত খান অনুমান করে কর্ম্মকার॥ ৪৮৫
পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িয়া নিজদেশ।
বঞ্চিলা বিরাট বাসে লুকাইয়া বেশ॥ ৪৮৬
সেইরূপ এই দুই দেবতা তনয়।
ভূতলে ভ্রমেন দোঁহে ভাবি দৈত্য ভয়॥ ৪৮৭
বিশেষ বিশাই ফলা অভয়ার অসি।
তা দেখি বুঝিল মনে স্বর্গপুরবাসী॥ ৪৮৮
যদিবা মনুষ্য দুই রাজার কুমার।
কোন্ দেব দয়া করি দিয়াছে হেতার॥ ৪৮৯
কৃপা করে এ হেন অতিথি পুণ্যফলে।
সেবি চতুর্ব্বর্গ ফল পাই করতলে॥ ৪৯০
অপর অধিক নিত্য করি কর্ম্ম শিক্ষা।
এই খড়্গ ফলা মোর হৈল গুরুদীক্ষা॥ ৪৯১
জিজ্ঞাসিল পরিচয় বিনয় বচনে।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভণে॥ ৪৯২
গোলাহাট প্রসঙ্গ সম্প্রতি হৈল সায়।
হরি হরি বল সবে শ্রীধর্ম্ম সভায়॥ ৪৯৩

গোলাহাট পালা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

হস্তিবধ পালা।

সুশীল সজ্জন সত্য বুঝি কর্ম্মকারে।
পরম পীরিতে পরিচয় দিল তারে॥ ১
ময়না নগর বাটী সাগর সমীপ।
পিতা মহাশয় মোর যার নরাধিপ॥ ২
পিতামহ ঠাকুর কণক সেন রায়।
যার যশ কীর্ত্তি হে জগত যুড়ে গায় ৩
ধন্য পিতা কর্ণসেন রায় নৃপমণি।
মহা সাধ্বী মাতা মোর ধর্ম্ম-তপস্বিনী॥ ৪
সন্ন্যাসে শরীর ত্যজেছিল শালভরে।
মোর জন্ম সেই রঞ্জা-জননী জঠরে॥ ৫

ধর্ম্মের কিঙ্কর আমি লাউসেন নাম।
এই মোর অনুজ অবনী-অনুপাম ॥ ৬
গৌড়পতি মেসো মোর যাব তার ঘর।
শুনি কর্ম্মকার কহে করি যোড় কর ॥ ৭
আমি পরিচয় করি শুন সুমহত্ত্ব।
কর্ম্মকার কুলে জন্ম নাম লাউদত্ত ॥ ৮
এত শুনি মিতা বলি রায় দিল কোল।
নত হয়ে কহে দত্ত আনন্দে বিভোল ॥ ৯
শুনেছি সংসারে তুমি পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥ ১০
কৃপাকরি আমারে করিলা তুমি মিতা।
গুহক চণ্ডালে যেন অখিলের পিতা ॥ ১১
পুরুষে পুরুষে পুণ্য করিয়াছি কত।
সে ভাগ্যে পেলাম দেখা কহেন প্রণত ॥ ১২
যোড়হাতে কহে কালি যেয়ো রাজপুরে।
কৃপা করি আজি এস আমার মন্দিরে ॥ ১৩
সংসার সফল হোক তরি ভবসিন্ধু।
সেন বলে তুমি মিতা মোর মহাবন্ধু ॥ ১৪
অতিথির ভাবে সেন গেলা তার বাস।
স্বগোষ্ঠী সহিত বলে পূর্ণ অভিলাষ ॥ ১৫
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান্ গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে ॥ ১৬
পরিপাটী ভোজন করায়ে পাঁচ রসে।
দুই চারি বচন সুধান ভক্তিবশে ॥ ১৭
দক্ষিণ দলুজে দিব্য আসন উপরে।
বার দিল বেষ্টি দুই ভেয়ে যত নরে ॥ ১৮
যেন কৃষ্ণ বলরাম দর্শন আশায়।
মথুরার লোক যত উর্দ্ধমুখে ধায় ॥ ১৯
অপর অন্ধক চলে গোবিন্দ দেখিতে।
সেই রূপে ধায় সবে সেনের সাক্ষাতে ॥ ২০
রাজসভা হতে পাত্র যায় নিজধামে।
সহর বাজার পাড়া রয় ডানি বামে ॥ ২১
শুনে চলে চঞ্চল চাহিয়া চারি ভিতে।
কর্ম্মকার পুরে দৃষ্ট হৈল আচম্বিতে ॥ ২২
দিব্যদেহ দুই ভাই দলুজে দেখি বসি।
দেবদত্ত সম্মুখে বিচিত্র ফলা অসি ॥ ২৩
কুহোর তামসী যায় পূর্ণিমার ভ্রম।
ফলা চিত্রে দেব কর্ম্মার রয়েছে বিক্রম ॥ ২৪

কত কাঁচা কাঞ্চন করিয়া কুচি কুচি।
করেছে কতেক চিত্র মনোহর রুচি ॥ ২৫
লিখেছে ভারতবর্ষ হর্ষ হয়ে মনে।
যাহাতে থাকিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে ॥ ২৬
বলক্ষ লোহিত পীত সিত বর্ণ ভেদে।
দশ অবতার লেখা অনুমানি বেদে ॥ ২৭
বাল্মীকি গোস্বামী গ্রন্থ অনুভব দেখা।
রামলীলা ফলার উপরে গেছে লেখা ॥ ২৮
মিথিলায় বিভা করি রাম এলো দেশে।
রাজা হব হরিষে বিষাদ লেখে শেষে ॥ ২৯
কান্দিতে কান্দিতে বুঝি করেছে প্রকাশ।
সীতা রাম লক্ষ্মণ সহিত বনবাস ॥ ৩০
লিখিতে না পারে বুঝে যত দুঃখ তার।
লিখেছে রাবণ-বধ সীতার উদ্ধার ॥ ৩১
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
বলিতে বিদরে বুক ব্যাকুল পরাণ ॥ ৩২
জানকী-হরণ দুঃখ লিখিতে নারিয়া।
সীতার উদ্ধার লেখে রাবণ বধিয়া ॥ ৩৩
লিখিয়া রাজাধিরাজ রত্ন-সিংহাসনে।
উঠেছে আনন্দ কত বিশ্বয়ের মনে ॥ ৩৪
এইরূপে কৃষ্ণলীলা লিখিল কতেক।
একদৃষ্টে একে একে দেখে পরতেক ॥ ৩৫
চন্দ্র সূর্য্যবংশ যত রাজা ছিল কালে।
পুরাণে শুনেছে যত, দেখে চিত্র ঢালে ॥ ৩৬
যুধিষ্ঠির আদি দেখি পাণ্ডব বিজয়।
কুরুবংশ ধ্বংস আর যদুবংশ ক্ষয় ॥ ৩৭
গুণিগণ ফলা দেখে করে গুণশিক্ষা।
কত কত কর্ম্মার হইল গুরুদীক্ষা ॥ ৩৮
কবিগণ দেখে করে কাব্যের সন্ধান।
দেখি পণ্ডিতের বাড়ে পুরাণের জ্ঞান ॥ ৩৯
ফলা দেখে ভাবুক সকল করে ভাব।
অধর্ম্মতা কেবল পাত্রের হইল লাভ ॥ ৪০
পুণ্যের উদয় যায়, পাপ তাপ হরে।
এত চিত্র নাই ধরে পাত্রের অন্তরে ॥ ৪১
বিশেষ বিষয়-মদে মত্ত যেই হয়।
কোন কালে নাহি তার ভক্তির উদয় ॥ ৪২
একে একে দেখি সব অবনী মণ্ডল।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ গৌড় উৎকল ॥ ৪৩

গৌড়-মহীমণ্ডলে দেখিল গৌড়পতি।
বৃদ্ধ পিতা বেণুরায় নিবাস রমতি॥ ৪৪
ময়না-নিবাসী কর্ণসেন মহামুনি।
ধন্য সতী রঞ্জাবতী ধর্ম্ম-তপস্বিনী॥ ৪৫
শালে ভর দিয়া তনু ত্যাগ করে রামা।
ঈশ্বরে আনায়ে কাছে, হলো সিদ্ধকামা॥ ৪৬
কোলে পেলে দুই পুত্র লাউসেন কর্পূর।
কি কর্ম্ম অসাধ্য যারে প্রসন্ন ঠাকুর॥ ৪৭
রমতি গৌড়েতে যত নানা বন্ধু-জনা।
দেখিল সকল লোকে, না দেখে আপনা॥ ৪৮
অবশেষে কেলো ডোম, ডোমনীকে লেখে।
পাত্রকে লিখেছে তার পদতলে দেখে॥ ৪৯
মুড়ান মস্তকে তার প্যাঁচ গোটা দশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস্॥ ৫০
গাঁথিয়া জুতার মালা দিয়াছে গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখেছে ফলায়॥ ৫১
এক গালে কালি তার আর গালে চূণ।
দেখি কোপে জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুন॥ ৫২
দ্বিগুণ উথলে কোপ দেখিয়া ভাগিনা।
কলেবর কান্তি কত কলধৌত সোণা॥ ৫৩
কি কাজে মাহিনা খায় ইন্দে মেটে চোর।
এ দু ছোঁড়া অবশ্য ভাগিনা বটে মোর॥ ৫৪
চোর অপবাদে আজি বধিব পরাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥ ৫৫
নিজ অপমানে পাত্র, হাতা হ'তে দেখি মাত্র,
কোপে তাপে কাঁপে গাত্র তার।
দোহে দেখি বাড়ে আড়ি, সঘনে মোচড়ে দাড়ী,
ভাবে যুক্তি করিতে সংহার॥ ৫৬
জান্মতে রঞ্জার বংশ, চোর পাঠাইয়া ধ্বংস,
করিতে নির্ব্বংশ কর্ণসেন।
সে দুষ্ট কিরূপে কালে, বেঁচে, মেলে মত্তকালে,
পুনশ্চ এখানে আইসে কেন॥ ৫৭
ভাঁড়ায়ে যেমন কংসে, দৈবকী দেবীর বংশে,
বসুদেব করেছিল বই।
সেই ভগ্নীবংশে কংস, দৈত্যরাজ হ'ল ধ্বংস,
আমি পাছে সেইরূপী হই॥ ৫৮
ভয়ে ভাবি এত উক্তি, অসতে অসৎ যুক্তি,
এসে উপস্থিত অকস্মাৎ।
চোর নহে যে যাব ভেড়ে, ফলার অরিষ্ট ফেড়ে,
দু ছোঁড়ারে বধিব সাক্ষাৎ॥ ৫৯
এত বলি ক্রূরগতি, হটে হাঁকাইয়া হাতী,
বলে ছলে চলে মহামদ।
দেখে সবে বলে পাপ, কারে দিবে মনস্তাপ,
ফিরে আইল দেশের আপদ॥ ৬০
রাজার সম্মুখে দুখে, যুড়ি যোড়হাত বুকে,
কহে পাত্র পাপ অভিলাষী।
শুন নিবেদন মোর, সাধুরূপে দুই চোর,
সহরে সান্ধায়ে আছে আসি॥ ৬১
লঙ্কা প্রবেশিতে সীতা, পাঠালে ত্রিলোক-পিতা,
রাক্ষসের মায়াবলে ছলে।
রাবণের পুত্র পঞ্চ, মহী অহি অপরঞ্চ,
বালি রাজা মৈল কি দুর্ব্বলে॥ ৬২
সেইরূপে চুপে চুপে, সবে মৈল এইরূপে,
পাছে ভুপে কোন বিঘ্ন ধরে।
বিদায় হইয়া বেয়ে, শত্রুর সন্ধান পেয়ে,
না কয়ে কেমনে যাই ঘরে॥ ৬৩
সাবধানে বিনাশ নাই, কুন্তী সঙ্গে পঞ্চ ভাই,
পাণ্ডুরা যৌঘরে খণ্ডে ভয়।
রাজা বলে শুন তত্ত্ব, শত্রু যদি হয় সত্য,
দেখ পাত্র অধর্ম্ম না হয়॥ ৬৪
রাজ আজ্ঞা উপলক্ষ, কহিছে কুকর্ম্ম-দক্ষ,
সহর কোটালে হাত নেড়ে।
প্রবাসী পুরুষ যার, ঘরে পাবে, সৃষ্টিতার,
মজাবে, না হয় দেও তেড়ে॥ ৬৫
কাণে কাণে কয় তার, দুই দুষ্ট দুরাচার,
কামার মন্দিরে মোর অরি।
তাড়া খেয়ে তরুতলে, থাকে যদি বলে ছলে,
শিয়রে বান্ধিবে তার করী॥ ৬৬
হাতি-চোর বলে এঁটে, বুক যেন যায় ফেটে,
বান্ধ কসে তারে কারাগারে।
ও যবে সূতিকা ঘরে, বধিতে নারিলি তারে,
কালি পাঠাইব যমদ্বারে॥ ৬৭
খে'তালে না মারে হাতী, যোগাইবি এক রাতি,
কালি ছাতি ভাঙ্গিব নাথিতে।
এ কর্ম্ম সাধিলে মোর, সম্মান বাড়াব তোর,
আজ্ঞা করি চলিল হাতীতে॥ ৬৮

পাত্র গেল নিজ ধাম, ভণে দ্বিজ ঘনরাম,
রামচন্দ্র চরণ কমলে।
ধার্ম্মিক ধরণী মাঝে, কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজে,
রঘুবীর রাখিবে কুশলে॥ ৬৯
কোটাল বিশাল কাল ইন্দ্রজাল মেটে।
সহর বাজারে কয়, হাঁক ডাকে এঁটে॥ ৭০
নাগরা বিশাল বাদ্য বাজায় সহরে।
প্রবাসী পুরুষ আজি পাব যার ঘরে॥ ৭১
না দেখি নিস্তার তার রাজার হুকুম।
এত বলি নাগরা নিনাদে দুম দুম॥ ৭২
যবনে যজাব জাতি ধন নিব লুটে।
বারে বারে এখন নাচায়ে বলি ফুটে॥ ৭৩
যদি থাকে তাড়ায়ে সীমানা করি পার।
সঘনে সিঙ্গার শব্দ হুসার হুসার॥ ৭৪
বেড়িয়া কামার পাড়া বাড়া বাড়া হাঁকে।
শুনি লাউসেন ডেকে, কহেন মিতাকে॥ ৭৫
কাড়া সোরে কি কথা কোটাল কয় ফুটে।
তুমি কেন যাবে লুটে, আমি যাই উঠে॥ ৭৬
ঘর দ্বার তোমার মজাতে নারি মিছা।
পাত্তর পড়েছে বড় প্রবাসীর পিছা॥ ৭৭
অতিথে আশ্রয় দিলে এ দেশের টুট।
পাছে রাজা থাকিতে কোটালে করে লুট॥ ৭৮
অবিচার পুরিতে রহিতে নারি ভাই।
ঐ শুন সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই॥ ৭৯
যুড়ি দুই হাত বুকে কহে কর্ম্মকার।
পাত্র লুটে লয় ল'ক্ জাতি কুল আমার॥ ৮০
তথাপি তোমাকে আমি দিতে নারি ছেড়ে।
চরণ আশ্রিত জনে না ফেলিহ ঝেড়ে॥ ৮১
গৃহস্থ জনার ধর্ম্ম অতিথির সেবা।
যত ধর্ম্ম ইহাতে কহিতে পারে কেবা॥ ৮২
অতিথি সেবায় খণ্ডে অশেষ পাতক।
অনাদরে অতিশয় সঞ্চরে নরক॥ ৮৩
যথাকালে অতিথি বিমুখ যায় যার।
নিজ পাপ দিয়া পুণ্য হরে লয় তার॥ ৮৪
তোমার এমন আজ্ঞা আমা অভাগায়।
পাপের পাথারে পড়ে পরকাল যায়॥ ৮৫
তোমার সাক্ষাতে কি কহিতে মোর শক্তি।
সেন বলে ঘাটি কি তোমার সেবা ভক্তি॥ ৮৬
রেখেছ স্বধর্ম্ম কেন মিছা যাবে লুটা।
শুনি কর্ম্মকার কাঁদে দাতে করি কুটা॥ ৮৭
জীউ যায়, জাতি যদি যজায় যবনে।
আমি না ছাড়িব, তুমি ঠেলো না চরণে॥ ৮৮
অশেষ বিশেষ ভাব বুঝিয়া আশয়।
কপূ'র কহেন দাদা ভুলিবার নয়॥ ৮৯
দু ভাই চাতুরী চিন্তি চক্ষে চক্ষে চেয়ে।
কপূ'র কহেন দত্ত! দাদা গেল রয়ে॥ ৯০
তুমি যেয়ে যথা সুখে করহ শয়ন।
বিধুমুখী বধূ আছে চাহিয়া বদন॥ ৯১
দত্ত বলে ও তত্ত্ব তোমার বটে ভার।
ঈষৎ হাসিয়া কন রঞ্জার কুমার॥ ৯২
তোমার শ্রদ্ধায় বদ্ধ হয়ে রয়ে যাই।
পরিণামে প্রভু যা করেন হবে তাই॥ ৯৩
অমৃত বচন-বশে গেল কর্ম্মকার।
সেন বলে অতঃপর কি করি বিচার॥ ৯৪
কপূ'র বলেন লাউদত্তে দিলে টেলে।
এই কালে চল পাছে আসে বা কোটালে॥ ৯৫
অনিবার অন্ধকার ঘন ঘোর নিশা।
বার হতে ঘরের প্রবেশে লাগে দিশা॥ ৯৬
শরচ্চন্দ্র দীপ্তমান দিব্য অসি ফলা।
আগে আগে কপূ'র দেখায়ে চলে আলা॥ ৯৭
রমতি রাখিয়া গোড়ে প্রবেশিলা রায়।
সত্বরে উত্তরে যেয়ে অশ্বত্থ তলায়॥ ৯৮
বৃক্ষমধ্যে অশ্বত্থ ঈশ্বররূপী শুনি।
পুরাণে কৃষ্ণের আজ্ঞা লিখে মহামুনি॥ ৯৯
এমন উত্তম স্থলে বসে যাও রজে।
না যাব অন্যের বাড়ী গেলে পাছে মজে॥ ১০০
সাধুর শরীর শুদ্ধ সত্যের উদয়।
পর পাছে পায় পীড়া, এই বড় ভয়॥ ১০১
ভূতলে বিছায়ে বস্ত্র করিল শয়ন।
নানা পুষ্প সুগন্ধি সঞ্চরে সমীরণ॥ ১০২
নিদ্রা এলো মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায়॥ ১০৩
যদি দোঁহে শয়ন করিল তরুতলে।
ইন্দ্রজাল কোটাল মাহুতে ডেকে বলে॥ ১০৪
শুন ওহে মাহুত মালিকরাজ হাতী।
প্রবাসী-শিয়রে বান্ধ রাজার আরতি॥ ১০৫

়াতী যেন পদচোটে, চোট নাহি মারে।
়খ দিব চোর-বাদে বান্ধি কারাগারে॥ ১০৬
়নি গদা মাহুত মালিক পাট হাতী।
়বাসী শিয়রে বান্ধে নিশাভাগ রাতি॥ ১০৭
় ভেয়ে দেখিয়া হাতী পরম পুরুষ।
়িয়র ছাড়িয়া চলে না মানে অঙ্কুশ॥ ১০৮
়াউসেন কর্পূরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
়াটু পাতি প্রণতি করিয়া বার তিন॥ ১০৯
সনের শিয়র ছাড়ি রহে পদতলে।
়াহুত রাখিয়া হাতী কহিল কোটালে॥ ১১০
়নি সব কোটাল সহরে মারে হাঁক।
়িঙ্গা কাড়া শব্দে সহরে পড়ে ডাক॥ ১১১
়াগ্রে নগর-লোক নিশাভাগ রাতি।
়াজার মহলে হারা হৈল পাট-হাতী॥ ১১২
চার আসি প্রবেশিল গৌড়ের সহর।
়াঁও ধাঁও শব্দে সঘনে ধর্ ধর্॥ ১১৩
়াক ডাকি কোটাল এতেক যদি কয়।
়িদ্রা ভঙ্গ হৈল সেনে, শুনে করে ভয়॥ ১১৪
়ঠে দেখে মহামত্ত সম্মুখে কুঞ্জর।
়য়ে কাঁপে কর্পূর কুমার থর থর॥ ১১৫
়াউসেন কন পদ্ম অনলের ডরে।
়ন ছাড়ি আশ্রয় করিনু সরোবরে॥ ১১৬
়ইমরূপী সেই বহ্নি পোড়ায় কমলে।
়সইরূপ ফলিল আমার কর্ম্মফলে॥ ১১৭
়াড়িনু মিতার ঘর মনে ভাবি ভয়।
়াইনু অম্বল-ডরে তেঁতুল আশ্রয়॥ ১১৮
়হন কালে বেড়িল কোটাল পঞ্চ ভাই।
়র্ ধর্ বলিতে কর্পূর দিল ধাই॥ ১১৯
়্রাণ লয়ে পলাইল মদক ভবনে।
়ুকাতে আশ্রয় খুঁজে অন্ধকার কোণে॥ ১২০
়মসক ভিতরে রহে শশকের পারা।
়হুড় হুড় সাড়া শুনে তাড়া দিল তারা॥ ১২১
়তখন তরাসে বলে, আমি নই চোর।
়শরণ লয়েছি ভাই! প্রাণ রাখ মোর॥ ১২২
়দারুণ দৈবের গতি দুর্দ্দশা আমার।
়প্রভু যে করেন কালি পাবে সমাচার॥ ১২৩
়কাতর উত্তর শুনি সবাকার মনে।
়দেখিল উদয় চাঁদ আন্ধার ভবনে॥ ১২৪

রূপ হেরি দৈব বুদ্ধে রাখিল যতনে।
প্রমাদ পড়িল বড় রঞ্জার নন্দনে॥ ১২৫
হাতী-চোর বলে হেথা কোটালের যূথ।
সহসা সেনেরে বান্ধে যেন যমদূত॥ ১২৬
সহর কোটাল ইন্দে দিলেক হুকুম।
সেনের উপরে কিল পড়ে দুম দুম॥ ১২৭
নাথি নোথা কিল গুঁতা ঠেঙ্গা নড়ি হুড়া।
অন্য কার হলে হাড়, হয়ে যেতো গুঁড়া॥ ১২৮
কোটালে কাতরে রায় করে নিবেদন।
প্রহারে পরাণ যায় রাখহ জীবন॥ ১২৯
শুন ওহে ইন্দ্রজাল আমি নহি চোর।
মনে জান, মিছা কেন প্রাণ বধ মোর॥ ১৩০
পিতা মাতা দোসর সাক্ষাত বন্ধু ভাই।
অভাগার নাহি কেহ, কব কার ঠাঁই॥ ১৩১
ভরসা কেবল ধর্ম্মদেব চূড়ামনি।
তার সাক্ষী পাবে কালি প্রভাত রজনী॥ ১৩২
ইন্দ্রমেটে বলে হায় অপরূপ বাণী।
শোন্ রে চোরের মুখে, ধরম কাহিনী॥ ১৩৩
ইঙ্গিত করিয়া যত হাতে গলে বান্ধে।
সিংহিকা-তনয় যেন গরাসিল চান্দে॥ ১৩৪
যমদ্বার সম ঘোর অন্ধকার ঘরে।
নির্দ্দয় কোটাল লয়ে সেনে বন্দী করে॥ ১৩৫
দুপাশে করাত শেল শিলা দিল বুকে।
চুলে বেন্ধে চালে টাঙ্গে বিশ দিয়া মুখে॥ ১৩৬
ধর্ম্মের সেবক বন্দি এইরূপে রহে।
ভক্তজন পীড়া পায় প্রভু-অঙ্গ দহে॥ ১৩৭
কাতর হইয়া কান্দে লাউসেন রায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায়॥ ১৩৮

হরি হরি এই ছিল আমার কপালে!
নাহি কোন অপরাধ, মিছা চোর অপবাধ
অপমান করিছে কোটালে॥ ১৩৯

নাথা নুথা গুঁতা কিলে, প্রহারে পরাণ নিলে,
বেন্ধে থুলে শমনের বাটে।
নাড়িতে না পারি পাশ, ফুটে শেল কাটে মাস,
বিষম বন্ধনে বুক ফাটে॥ ১৪০

তরিয়া বিপদ-নদী, জননী জনক পদ,
দেশে যেয়ে না দেখিব আর।

প্রাণের পুত্তলি ভাঙ্গা, বিপক্তে পলান ধেয়া,
হরি হরি কি হ'ল আমার ॥ ১৪১
মোর কেহ নাহি বন্ধু, পার করে শোকসিন্ধু,
দীনবন্ধু ভরসা কেবল।
পড়িয়া সঙ্কট কূপে, জন্ম যায় এইরূপে,
রাখ প্রভু ভকত-বৎসল ॥ ১৪২
চারি বেদে অনুপাম, পতিত পাবন নাম,
শুনি সদা সাধুর বদনে।
পতিত আমার সম, কেবা আছে নরাধম,
কেন না উদ্ধার নাম-গুণে ॥ ১৪৩
প্রহারে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস, চোর-বাদে হলে নাশ,
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে ॥ ১৪৪
অতেব অনাথে আসি, দয়া কর দুখ নাশি,
ওহে ধর্ম্ম অখিল-আধান।
করিতে এতেক স্তুতি, ব্যাকুল বৈকুণ্ঠপতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ ১৪৫
সেবকের সঙ্কটে সন্তাপ পেয়ে মনে।
ঠাকুর কহেন কিছু বীর হনুমানে ॥ ১৪৬
দশনে অধর কাঁপে, কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি মনে মান-ভঙ্গ ॥ ১৪৭
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৪৮
করপুটে বীর হনু ক'ন ধ্যান বলে।
রঞ্জার নন্দন গৌড়ে বন্দি হলো ছলে ॥ ১৪৯
কুমন্ত্রী পাত্রের বোলে হাতি-চোর বলে।
প্রহার করিয়া সেনে, বেন্ধেছে কোটালে ॥ ১৫০
ঠাকুর কহেন তবে ঝাট আন রথ।
আপনি অবনী যাব রাখিতে ভকত ॥ ১৫১
অপরাধ বিনা যদি সেনে করে বল।
বৃথা নাম ধরি তবে ভকত-বৎসল ॥ ১৫২
সুধন্বা রেখেছি তৈল, প্রহ্লাদে সাগরে।
সেইরূপ সেজে যাব সেনের উদ্ধারে ॥ ১৫৩
বীরহনু কন কিছু করিয়া প্রণাম।
তিন লোক তরে হে তোমার লয়ে নাম ॥ ১৫৪
সমুদ্র লঙ্ঘিনু আমি যে নামের তেজে।
বড় বড় পর্ব্বত বেন্ধেছি এই সেজে ॥ ১৫৫
নামগুণে সাগরে ভাসিল গুরু-শিল।
যে নামে তরিল পাপী দ্বিজ-অজামিল ॥ ১৫৬
প্রহ্লাদে রাখিলে যবে ছলি এলে বলি।
বরঞ্চ সেকাল ভাল, এবে হৈল কলি ॥ ১৫৭
আজ্ঞা দেহ, আপনি লাজিবে কোন্ কাজে।
ঠাকুর কহেন তবে ফল নাই ব্যাজে ॥ ১৫৮
অবিলম্বে আপনি অবনী যাও বাপ।
ভক্ত মুক্ত হলে মোর ঘুচে মনস্তাপ ॥ ১৫৯
আজ্ঞা বন্দি বীরহনু করিল প্রণতি।
গৌড়-মহীমণ্ডলে প্রবেশে বায়ুগতি ॥ ১৬০
অন্ধকার কারাগারে করিতে প্রবেশ।
সেনের বন্ধন ঘুচে, দূরে গেল ক্লেশ ॥ ১৬১
ধ্যান-বলে জানিলা আইলা হনুমান।
এস প্রভু বলি পদ নিকটে লোটান ॥ ১৬২
সীতা-শোক-হন্তা যে লক্ষ্মণ প্রাণদাতা।
কোলে লয়ে কন কিছু নাহি মনো-কথা ॥ ১৬
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তি ভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ ॥ ১৬৪
হেন প্রভু পাঠাইলা তোমার কারণে।
অতেব এসেছি আমি চিন্তা, ত্যজ মনে ॥ ১৬
আগে দেখি রাজাকে স্বপন কথা কয়ে।
না হয় যে হয় হবে কালি দেখ রয়ে ॥ ১৬৬
এত বলি উপনীত ভূপতির আগে।
শিয়রে স্বপন কন কাল-নিশাভাগে ॥ ১৬৭
অবিচারে কারাগারে ধর্ম্মের কিঙ্কর।
অপরাধ বিনা বান্ধ, বুকে নাই ডর ॥ ১৬৮
সাধ করে সাক্ষাৎ করিতে এলো তোর।
রঞ্জার নন্দন তুই, নয় হাতি-চোর ॥ ১৬৯
ভাল চাও ছাড়ি দেও, ভক্ত লাউসেনে।
নতুবা ইহার ফল দিব এইক্ষণে ॥ ১৭০
মহোদধি মহী অহি অক্ষয় কুমার।
ধারণ তখন তেজ জেনেছে আমার ॥ ১৭১
বলে যাই বিশেষ আমার নাম হনু।
স্বপন শুনিতে কাঁপে ভূপতির তনু ॥ ১৭২
নিদ্রাভঙ্গ হতে বীর হইল তিরোধান।
ভূপতি পোহা'ল নিশা হাতে ক'রে প্রাণ ॥ ১
স্নান পূজা করিয়া প্রভাতে দিল ঘর।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি করতার ॥ ১৭৪

র দিয়া ভূপতি বসেছে ভাব্য মনে।
না রত্ন বিরাজিত বিচিত্র আসনে॥ ১৭৫
তুল রাতুল ভোট, ভালে দিব্য ফোঁটা।
মুখে সাক্ষাত সূর্য্য বসে বিপ্র-ঘটা॥ ১৭৬
ঘাল পাত্র বৈসে বামে বুদ্ধে বিশারদ।
পতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ॥ ১৭৭
য়রেঞা বারভূঞা বৈসে সারি সারি।
কালে করি কাগজ যতেক কর্ম্মচারী॥ ১৭৮
র মিঞা মোগল পাঠান খোরাসান।
হির মহলে বৈসে বিছায়ে সাহান॥ ১৭৯
ণদক্ষ ক্ষত্রিয় চোহান রাজপুত।
াজসভা বেড়ে বৈসে যেন যমদূত॥ ১৮০
টিনি করিয়া বৈসে হাটুপাতি ভূঞে।
শরে সরবন্দ টেড়ি, চাপদাড়ি মুঞে॥ ১৮১
গর কাছে তারগুলি কামান বন্দুক।
ম করে ধরে ঢাল আচ্ছাদিয়া বুক॥ ১৮২
নক বলয় করে, গরদ গা-দোলা।
াকপট্য-জরদ সাহান মোম ঢালা॥ ১৮৩
াজসভা বসন ভূষণে ঝলমল।
াদ্য যামে হংস যেন অংশুতে উজ্জ্বল॥ ১৮৪
ইরূপে বসে বন্ধু বান্ধব বেষ্টিত।
পতি ভারত কথা শ্রবণে মোহিত॥ ১৮৫
প্রসেনে বধিয়া মণি হরে নিল হরি।
াম্বুবান নিল বলে ধরিয়া কেশরী॥ ১৮৬
রঙ্গ সরাণ-মুখে পাতাল প্রবেশে।
ণিচোর মিথ্যাবাদ হৈল হৃষীকেশে॥ ১৮৭
গর তাপে ত্রিলোক তারক ত্রিবিক্রম।
বেশিয়া পাতালে প্রচুর পেলে শ্রম॥ ১৮৮
ক্ত বড় ভল্লুক ভজনে রঘুবীর।
ণরক্তে সিক্ত করে কৃষ্ণের শরীর॥ ১৮৯
রণে যাঁহার নাম ত্রিলোকের জয়।
হন প্রভু ভক্তের বিক্রমে পাইল ভয়॥ ১৯০
াম-ভক্ত জাম্বুবান বুঝি পরিণাম।
রিলা শ্রীরামমূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ ১৯১
প্রণাম করিতে হস্ত হানেন মস্তকে।
প্রভু অঙ্গে আঘাত করিল বজ্র নখে॥ ১৯২
াকুর কহেন কিছু না ভাবিহ ভয়।
আমি সে ভক্তের হাতে মাগি পরাজয়॥ ১৯৩

শুনি স্যমন্তক মণি কন্যা জাম্বুবতী।
কৃষ্ণে সমর্পণ করি, করিলা প্রণতি॥ ১৯৪
মণি লয়ে মুকুন্দ সভায় দিল ডালি।
তবু মিথ্যা কৃষ্ণের কলঙ্ক রৈল কালী॥ ১৯৫
মণি-চোর মিছা-বাদ পুরাণে প্রসঙ্গ।
শুনিতে স্মরণ হইল স্বপন তরঙ্গ॥ ১৯৬
এ অধ্যায় পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
ভূপতি সভার মাঝে কন আচম্বিত॥ ১৯৭
গত রাত্রে কেবা হাতী হরে নিল মোর।
কেবা বন্দি বিদেশী হাজির কর চোর॥ ১৯৮
যোড় ক'র কয় ইন্দে নোয়াইয়া শির।
যে আজ্ঞা আনিয়া তারে করিব হাজির॥ ১৯৯
আঁখি ঠারে দুরাচার পাত্র হেন কালে।
সঙ্কেত নাবুড়ি কিছু বলিছে কোটালে॥ ২০০
ফলা অসি বসন ভূষণ ধন লুটি।
বর্ণচোরা করে চোরে ধরে আন্ ঝাটি॥ ২০১
আঁখি-ঠারে-হুকুম বন্দিয়া আঁখি-ঠারে।
শীঘ্রগতি সেনে যেয়ে ধরে কারাগারে॥ ২০২
কেড়ে নিল বসন ভূষণ ফলা অসি।
মিশায়ে মসিনা তৈল মাখাইল মসী। ২০৩
মলিন করিয়া নিল রাজার সমাজ।
হাতি-চোর হুজুরে হাজির মহারাজ। ২০৪
চোর শুনি ভূপতি চঞ্চল দিঠে চায়।
দ্বিজ-নৃপ-সভা বন্দি দাঁড়াইল রায়। ২০৫
সভাসদ সব কহে সেম-মুখ দেখে।
এ নহে কদাচ চোর সাধু গেছে ঠেকে। ২০৬
রবির কিরণে ঘামে কাঁচা সোণা গায়।
গলিছে কালার ডোরা কত শোভা পায়। ২০৭
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
নিরীক্ষণ করে রাজা আপাদ মস্তক। ২০৮
অজানুলম্বিত বাহু সুললিত অঙ্গ।
উপনীত অবনীতে আকার অনঙ্গ। ২০৯
পরিসর কপালে বিরাজে রাজ-দণ্ড।
নয়ন কমল দল, প্রভাতে প্রচণ্ড। ২১০
ধর্ম্মের স্মরণ-চিহ্ন শিরে শোভে অতি।
তখন স্বপন সত্য বুঝিলা ভূপতি। ২১১
চোরের চরিত্র চিহ্ন চঞ্চল চাহনি।
কোন দোষ না দেখি, সদয় নৃপমণি। ২১২

তুষ্ট ভূপতি মাগেন পরিচয়।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় গুরুপদাশ্রয়। ২১৩
লাউসেনে নৃপতি সুধান সবিশেষে।
কি নাম তনয় কার, বাড়ি কোন দেশ। ২১৪
এবেশ বয়সে এই এদেশে আসিয়ে।
কি সাহসে পাট-হাতী নিলে চোর হয়ে। ২১৫
ঈষৎ হাসিয়া সেন কন করপুটে।
হাতী চোর না হলে কি এত দুঃখ ঘটে। ২১৬
পাটে রাজা থাকিতে কোটাল লয় লুটে।
মুখে বৈসে সরস্বতী দুঃখ কয় ফুটে। ২১৭
কলিকালে তুমি কর্ণ কুন্তীর কুমার।
অসাক্ষাতে কে জানে এতেক অবিচার। ২১৮
পাত্র বলে বড়না আঁটুনি করে চোরা।
মরণ নিকটে বুঝি বাড়ে এত তোরা। ২১৯
সেন বলে শুন পাত্র সব জানা যাবে।
কিবা সাধু চোর পিছে পরিচয় পাবে। ২২০
চোরা মোরা তোরা করি, করিতে পারি।
ধর্ম্ম কিন্তু আছেন অখিল অধিকারী। ২২১
যে হ'বার সে হলো এবে রাজার সাক্ষাত।
আর কার যোগ্যতা আমারে তুলে হাত। ২২২
পাত্র বলে পাপিষ্ঠ চোরের বড় বুক।
সেন বলে সব সত্য তোমার সম্মুখ। ২২৩
হাতীটা করিয়া চুরি বান্ধিলা সিথালে।
সহরে ঘুমায় চোর সান্ধায়ে সকালে। ২২৪
চোরের উচিত বটে এইরূপ কাজ।
পাত্র বড় পণ্ডিত পেয়েছ মহারাজ। ২২৫
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা রাজ্যের ঈশ্বর।
তোমার মন্ত্রণা যোগ্য নহে নৃপবর। ২২৬
ইঙ্গিত শুনিয়া এত পাত্র করে ক্রোধ।
স্বপ্ন ভাবি রাজা তারে করেন প্রবোধ। ২২৭
কুমারে কহেন কও. কত গেছে লুটা।
সেন বলে কি কাজ কথায় বাড়া টুটা। ২২৮
সঙ্গি চোর সহরে আনিয়া দেখ সাজ।
সেই সব বসন ভূষণ মহারাজ। ২২৯
অনুপমা অপর আনাও ফলা অসি।
কিরণে পূর্ণিমা ভ্রম কুহর তামসী। ২৩০
সরবন্দ শিখরে সোণার মুখচিরা।
তাহে বান্ধা আছে অপর পঞ্চ হীরা। ২৩১
অপর যে কিছু পাওয়া না যায় জনাবে।
ভূপতি বলেন বসে সব ধন পাবে। ২৩২
কোটালে কহেন পূর্ণ প্রবল প্রতাপে।
এনে দেরে যে কিছু, পাত্তর চক্ষু চাপে। ২৩৩
দেখি কোপে তাপে রাজা কন ইন্দ্রজালে।
কালে কালে বিশেষ বুঝিনু এত কালে। ২৩৪
মফস্বলে আমার এইরূপ তজবিজ।
ভাল বলি এসব আমার লোক নিজ। ২৩৫
স্বপ্ন শুনি শঙ্কায় শরীর কাঁপে মোর।
বিশেষ না বুঝি বান্ধ কেবা সাধু চোর। ২৩৬
ভয় পেয়ে ভূপতি চরণে হয়ে নত।
এনে দিল ইন্দেমেটে লয়ে ছিল যত। ২৩৭
রাজা বলে কুমার সকল দেখে লও।
সেন বলে সব পেনু সঙ্গি-চোর দেও। ২৩৮
ভাল বলি ভূপতি কোটাল পানে চান।
সঙ্কেতে কোটাল যুথ ধায় বেগবান। ২৩৯
সহরে অভয় ঢোল বাজাইয়া হাঁকে।
প্রবাসী কুমার কোথা এস বলি ডাকে। ২৪০
নৃপতি করেছে ভূষা তার ভব্য ভয়ে।
এত শুনি কর্পূর এগুয়ে এলো ধেয়ে। ২৪১
কোটাল করিল লয়ে রাজার হুজুর।
দ্বিজ-নৃপ-সভা বন্দি দাড়াল কর্পূর। ২৪২
রাজার আজ্ঞায় পরি বসন ভূষণ।
দাঁড়াল যেমন দুই মাদ্রির নন্দন। ২৪৩
পুনঃপুনঃ পাবকে পুরট পায় দ্যুতি।
ততোধিক তনু-রুচি কাণে দোলে মতি। ২৪৪
দেখিয়া ভূপতি অতি আনন্দে মোহিত।
ফলা অসি দেখি মজে সবাকার চিত। ২৪৫
দুইজনে পরিচয় মাগে মহীনাথ।
কহিতে লাগিলা সেন যোড় করি হাত। ২৪৬
অবনী অনল অংশে উদধি সমীপ।
নিবসতি ময়না নগর নরাধিপ॥ ২৪৭
রায় কর্ণসেন, যায় স্থাপিত তোমার।
এই অভাগিয়া দুই তনয় তাহার॥ ২৪৮
মুখ্য হাতি-চোর নাম লাউসেন মোর।
ছোট ভাই কর্পূর আমার সঙ্গি-চোর॥ ২৪৯
শালে যে শরীর ত্যজি পূজিল শ্রীধর্ম্ম।
সেই রঞ্জা-জননী জঠরে মোর জন্ম॥ ২৫০

মেসো মহারাজ সঙ্গে সাধ ছিল দেখা।
সিদ্ধ হইল, দুঃখ কিন্তু কপালের লেখা ॥ ২৫১
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
মোহে মহারাজার নয়নে বহে জল ॥ ২৫২
চিত্তের পুত্তলি যেন সভাজন রহে।
নফরে মোছায় মুখ নৃপতির মোহে ॥ ২৫৩
দু ভায়ে বসাইয়ে কাছে করিল সম্মান।
রাজা বলে কহ বাপু বাড়ীর কল্যাণ ॥ ২৫৪
পিতা মাতা দেশের মঙ্গল সব বল।
সেন বলে তোমার আশীষে সব ভাল ॥ ২৫৫
দু ভেয়ে ভূপতি অতি করিল আদর।
তা দেখি পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥ ২৫৬
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
ভণে কবিরত্ন মহারাজের কল্যাণ ॥ ২৫৭
মূঢ়মতি মহামদ মনে মনে করে।
এ দু ছোড়া কেমনে যাইবে যমঘরে ॥ ২৫৮
অধোমুখ করি এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি এল আচম্বিতে ॥ ২৫৯
কথার প্রবন্ধ ছলে করে থোব খাট।
না হয় যুঝায়ে হাতী প্রাণ নিব ঝাট ॥ ২৬০
কুচক্র ভাবিয়া এত কোপে যায় উঠে।
অভিমানে অনেক ইঙ্গিত কয় ফুটে ॥ ২৬১
মহারাজ বিদায় বাসায় দেখি কার্য্য।
এবে আপ্ত অনেক আনন্দে কর রাজ্য। ২৬২
দড় দড় যখন পড়িল পরমাদ।
রক্ষা পে'ত তখন আমার যুক্তিবাদ ॥ ২৬৩
যেখানে পাত্রের কথা রক্ষা নাহি পায়।
ধিক্ থাকু তাকে সেই রাজার সভায় ॥ ২৬৪
পাত্র যত আক্ষেপ করিয়া বান ভূপে।
আপনি বসান রাজা উপরোধ-রূপে ॥ ২৬৫
অন্য যে পাত্তর হতো পে'ত খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব ॥ ২৬৬
ভূপতি কহেন পাত্র মিছা কর ক্রোধ।
পাত্র বলে মহারাজ মনে দেহ বোধ ॥ ২৬৭
আমার ভাগিনা হ'লে আমি নাহি চিনি।
সভাটা ভুলালে চোরা জানে কি মোহিনী ॥ ২৬৮
রঞ্জাসুত সত্য যদি কহ রে ত্বরিতে।
কোন্ পথে এলি গৌড়ে ময়না হইতে ॥ ২৬৯
সেন বলে আসি ব্যস্ত হস্তিনার পথে।
একে একে বিস্তার করিয়া কব কতে ॥ ২৭০
বিরাট-তনয়-মুখে আরোহিয়া হয়ে।
অবিলম্বে বর্দ্ধমান পেনু দিন ছয়ে ॥ ২৭১
তারাদীঘি জালন্দা জামতি গোলাহাট।
ত্বরা আসি সঙ্কট এ সব দুর্গ-বাট ॥ ২৭২
পাত্র বলে ওকথা নিশ্চয় হতো চোরা।
জলন্দার বাঘ যে তোমার হতো জোরা ॥ ২৭৩
নব লক্ষ দলে যারে নাহি গেল আঁটা।
বৃথা বাক্য, পাগল-বুকের বড় পাটা ॥ ২৭৪
কুলটা যুবতী যত জামতি নগরে।
তারা কেন ছেড়ে দিবে এমন নাগরে ॥ ২৭৫
সুরিক্ষা ছাড়িবে কেন এ দুই সুন্দরে।
জুয়াচুরী কথায় ভুলালো নৃপবরে ॥ ২৭৬
এত শুনি ভূপতি সেনের পানে চান।
কপূ'র যোগান আনি পথের নিশান ॥ ২৭৭
সেন বলে শ্রীধর্ম্ম প্রভুর কৃপাবলে।
দেশে মারি মত্তমাল্লে, পথে কামদলে ॥ ২৭৮
এত বলি মল্ল-ডোর দিল বিদ্যমান।
অপরঞ্চ নখ লেজ শার্দ্দূলের কাণ ॥ ২৭৯
জামতির বারতা বিবরে বলি রায়।
মৃত শিশু প্রাণ পেলে ধর্ম্মের কৃপায় ॥ ২৮০
গোলাহাটে যত দুঃখ করি নিবেদন।
দেন নাক লোটন নটীর নিদর্শন ॥ ২৮১
গড়ের নিশান কি দেখাব সভা মাঝে।
রাজা বলে বাপু আর কত ফেল লাজে ॥ ২৮২
সারি সারি জয় চিহ্ন যত দিল ভেট।
সবে হরষিত দেখে, পাত্র হয় হেঁট ॥ ২৮৩
ধন্য ধন্য বলে রাজা পরম সন্তোষে।
পাত্র মহামদ বলে, চোরা চণ্ড পোষে ॥ ২৮৪
মন্ত্রবশে চণ্ডেতে যোগায় এসে সাজি।
কত শত এমন ভোজের আছে বাজী ॥ ২৮৫
তবে যে নিশ্চয় হয় রঞ্জার নন্দন।
হাতাহাতি হাতীর সহিত দেহ রণ ॥ ২৮৬
সেন বলে হস্তী-নরে রণ অসম্ভব।
পাত্র বলে চোরের চরিত্র শুন সব ॥ ২৮৭
কৃষ্ণহাতে মৈল কেন কংসের কুঞ্জর।
সেন বলে এই বটে উচিত উত্তর ॥ ২৮৮

আপনি ঈশ্বর তাহে অখিলের নাথ।
কোন্ ছার কুবলয় কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥ ২৮৯
মাতঙ্গ-মানবে যুদ্ধ বচন বিচিত্র।
পাত্র বলে পেলে রাজা চোরের চরিত্র॥ ২৯০
দুর্জ্জয় দেবীর দাস, বাপ কামদল।
তাকে চেয়ে হাতীটা কতেক ধরে বল॥ ২৯১
এখনি বলিল বটে, মেলে মত্ত-মাল।
জোয়াচোর বেটার সকল কথা গাল॥ ২৯২
তবু তুমি কি বুঝে চোরের কথা ধর।
ইহার উচিত শাস্তি এই খানে কর॥ ২৯৩
ভূলিঙ্গ ভূপতি ভব্য, অভব্য বচনে।
আপনি বলেন রাজা যুঝ হাতি-সনে॥ ২৯৪
তবে চিত্ত প্রবোধে, পরম প্রীতি পাই।
ধর্ম্ম ভাবি কন সেন ভাল চল যাই। ২৯৫
তবে পাত্র যেয়ে কন মাহুতের কাণে।
মদমত্ত করি, হাতী নিবি সাবধানে। ২৯৬
বধিয়া পাপিষ্ঠ দুই দূর কর তাপ।
দ্বিগুণ মাহিনা দিব, জান মোর বাপ। ২৯৭
যো হুকুম বলিয়া জোহার করে যোড়া।
খাওয়াইল বারণে বারুণী বার ঘড়া। ২৯৮
জ্ঞান-হত হলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুসার হুসার পিঠে মাহুত ফুকারে। ২৯৯
সট্ সট্ সঘনে শুড়ের শুনি সাড়া।
দুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খায় তাড়া। ৩০০
একে মত্ত মাতঙ্গ মদিরা-মুখে মাতে।
বশ করি দশ দশ অঙ্কুশ আঘাতে। ৩০১
দুর্ দুর্ দুপাশে দেয়াল পাড়ে দাঁতে।
পরিসর স্থান নিল সেনেরে যুঝিতে। ৩০২
ঘুঁশ ঘুঁশ নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড়।
বড় বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গে শুনি মড় মড়। ৩০৩
দেখিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ দলে।
আগে আগে ধর্ম্মের সেবক দুই চলে। ৩০৪
হাহাকার করে সবে দেখি যুবরাজ।
কেহ বলে পড়ুক পাত্রের মুণ্ডে বাজ। ৩০৫
এ হেন কুমারে মারে টোয়াইয়া করী।
কেহ কহে কুঞ্জরে কুমার হবে হরি। ৩০৬
চারিদিকে কাঠগড়া মত্ত হাতী মাঝে।
তার মাঝে গেলা সেন ভাবি ধর্ম্মরাজে। ৩০৭
বাহিরে বেষ্টিত রহে নবলক্ষ দল।
ভণে দ্বিজ কবিরত্ন শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল। ৩০৮
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি লাউসেন রায়।
প্রবেশে হাতীর রণে রাজার আজ্ঞায়। ৩০৯
মদমত্ত মাতঙ্গ মামার মতি জেনে।
ক্রোধে ধায় কোমর কসনি করে টেনে। ৩১১
উরু কর চরণে মাখিয়া বীরমাটী।
একে একে করিল প্রণাম পরিপাটী। ৩১১
প্রথমে বন্দিলা ধর্ম্ম বাঞ্ছাকল্পতরু।
তবে বন্দে হনুমান মল্ল-মহাগুরু। ৩১২
দ্রোণ কর্ণ অর্জ্জুনাদি মহাবীরবরে।
প্রণতি করিয়া বন্দে নৃপতি পাত্তরে। ৩১৩
সম্ভাষি রাজার সভা, জপি রাম নাম।
মালসাট উলটি মালকে ছুটে ঘাম। ২১৪
অন্ধ হৈল মহাপাত্র দম্ভ দেখে দড়।
ভয় পেয়ে বলে পাত্র একে একে লড়। ৩১৫
কলিযুগে জিনিতে অন্যায় যুদ্ধে যুঝে।
দুই মল্ল যেখানে কি করে এক গজে। ৩১৬
আগে যুঝ আপনি রাখিয়া সঙ্গী ভাই।
কর্পূর বলেন মোরে রাখিল গোঁসাই। ৩১৭
বিনা যুদ্ধে বাঁচে ভ্রম যদি জিনে ভেয়ে।
তবে দাদা হারে ত পলা'ব পাছু ধেয়ে। ৩১৮
পাত্রের বচন শুনি রাজা দিল সায়।
আপনি বলেন শুন লাউসেন রায়। ৩১৯
ন্যায় যুদ্ধে জিনিলে জগতে জাগে যশ।
জরাসন্ধ বধে যেন ভীমের পৌরুষ। ৩২০
লাউসেন বলে ভাল এ কোন্ প্রমাদ।
কর্পূরে রাখিয়া রণে ছাড়ে সিংহনাদ। ৩২১
হেন কালে মাহুতে হুকুম দিল পাত্র।
জোহার করিয়া হাতী ঠেকাইবে মাত্র। ৩২২
চলিয়া চঞ্চল শুঁড় ধাইল কুঞ্জর।
স্ববল সাধিয়া সেন শূন্যে করে ভর। ৩২৩
দুই বীরে বেড়াবেড়ি বার তিন যায়।
জ্ঞানহত হয়ে হাতী ছুটে পড়ে গায়। ৩২৪
অমনি এড়ায় রায় উভ উভ লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে। ৩২৫
ধরিয়া হাতীর শুঁড়ে দিল মাথা-ঠেলা।
হটে হাতী, মাহুত হাঁকালে হেন বেলা। ৩২৬

বীরে বাড়িল বড় দড় দড় যুদ্ধ।
-ধূলি অবনী আকাশ কৈল রুদ্ধ। ৩২৭
ুঁড়ে করি সাপটী সেনের ধরে পায়।
র-বলে ঝেড়ে ফেলে লাউসেন রায়। ৩২৮
ীল কুণি কুঞ্জরে কুপিয়া মারে সেন।
কাপে গর গর করী মুখে ভাঙ্গে ফেন। ৩২৯
াযুবেগে ধায় তবু বিদারিতে আঁত।
াহসে সম্মুখে সেন ধরে দুটা দাঁত। ৩৩০
ুঁড়ে দিয়া মাথা ঠেশ মেলে বজ্র লাথি।
াড়িয়া চীৎকার শব্দ পাছু হটে হাতী। ৩৩১
াহুত ফিরায়ে রাখে অঙ্কুশের ঘায়।
ণে রুষে তেড়ে পুনঃ প্রবেশিল রায়। ৩৩২
ুই বীরে বিবাদ বাড়িল দড় দড়।
াতঙ্গ মাতিয়া মদে বলে হৈল বড়। ৩৩৩
াড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে রঞ্জার নন্দনে।
াহাকার করে লোক শোক পেয়ে মনে। ৩৩৪
াছাড় মারিতে ভূমে করে অনুবন্ধ।
দেখি বাড়িল বড় পাত্রের আনন্দ॥ ৩৩৫
হন কালে রঞ্জার নন্দন মহাবীর।
রণে চাপিয়া গলা ধরিল হাতীর। ৩৩৬
খন কাতর হয়ে লাউসেনে ছাড়ে।
কাপে পুনঃ ঝাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে তাড়ে। ৩৩৭
ৃথিবীতে ফেলে, পেটে প্রবেশিতে দন্ত।
হন কালে স্মরণে সদয় হনমন্ত। ৩৩৮
ার দাপে কাঁপে মহী, অহি, লঙ্কাপতি।
য জন খণ্ডালে প্রভু রামের দুর্গতি। ৩৩৯
হন হন ভর করে ভকতের ভুজে।
ীরদাপে ঝেড়ে ফেলে মদমত্ত গজে। ৩৪০
কাপে পুনঃ মত্ত করী অরি-মুখে ধায়।
জ্র চড় চাপড়ে চাপট করে রায়। ৩৪১
াতঙ্গ লজ্জিয়া পড়ে মারিয়া ফলঙ্গ।
তাসেতে হুটারে মাহুত দিল ভঙ্গ। ৩৪২
ড় দড় বিবাদ বাড়িল দুই দলে।
াযুদ্ধ মাতঙ্গ মানব মহীতলে। ৩৪৩
দবতা দানবে যেন দারুণ মহিম।
গর কীচক মাঝে লাউসেন ভীম। ৩৪৪
াহসে সাপুটে সেন টিপে ধরে টুটী।
করি-কুম্ভে কুপিয়া মারিল বজ্র মুটি। ৩৪৫

ভুক ভুক উঠে রক্ত ভেদি কুম্ভ স্থল।
হতপ্রায় হলো হাতী হয়ে ক্ষীণবল। ৩৪৬
ছট ফট করে হৈল ভূতলে নিপাত।
দূর ক'রে দর্পেতে দন্তীর দুটা দাঁত। ৩৪৭
পর্ব্বতপ্রমাণ হাতী রণে হৈল ক্ষয়।
কৃষ্ণ হাতে যেমন কংসের কুবলয়। ৩৪৮
স্কন্ধে দন্ত হাতীর রুধির সর্ব্ব গায়।
কৃষ্ণ বলরাম যেন নাচিয়া বেড়ায়। ৩৪৯
সেইরূপই সেবক আনন্দে অনুকূল।
তণ্রুচি রুধিরে যেমন জবাফুল। ৩৫০
হরিষ বিষাদে রাজা ভাল ভাল বলে।
করীর উদ্বেগে অগ্নি অন্তরে উথলে। ৩৫১
ধন্য ধন্য বলে যত রাজসভাজন।
ঘনরাম ভণে সীতা সতীর নন্দন। ৩৫২
পাট হস্তী হৈল যদি সমরে সংহার।
সেনের গুণের মামা চিন্তে আর বার। ৩৫৩
জিয়াতে বলিব হাতী অতি অসম্ভব।
এ কথায় অবশ্য হইবে পরাভব। ৩৫৪
এই বার বধিব বলে আপদ দু ছোঁড়া।
মন্ত্রণা করিয়া বলে করী কর যোড়া। ৩৫৫
পাত্র বলে মহারাজ নিবেদন এক।
এত কালে তোমার দারুণ দেখি ঠেক। ৩৫৬
পূর্ব্বাপর প্রমাণ প্রবীণ লোকে গায়।
পাট হস্তী পড়িলে প্রবল পীড়া পায়। ৩৫৭
কি করিলে কি হৈল মরিল মাতঙ্গ।
হত হতে হাতীটা কংসের ছত্রভঙ্গ। ৩৫৮
অশ্বত্থামা হাতী ম'ল ভারতের রণে।
কোথা গেল কুরুবংশ বুঝে দেখ মনে। ৩৫৯
সেইরূপই ঘটিল অশেষ অমঙ্গল।
শুনিয়া ভূপতি ভয়ে ভাবিয়া তরল। ৩৬০
রাজা বলে কেমনে বিপত্তে তবে তরি।
পাত্র বলে শুন ত মন্ত্রণা দিতে পারি। ৩৬১
জামতিতে শিবদত্ত বারুয়ের নাতি।
যেমন জীয়ালে মরা, জীয়াইবে হাতী। ৩৬২
গজ জীলে যায় যত জঞ্জাল যন্ত্রণা।
রাজা বলে ধন্য পাত্র তোমার মন্ত্রণা। ৩৬৩
সেনে পুনঃ বলে রাজা তোমার এই কর্ম্ম।
লাউসেন কন ভাল আছেন শ্রীধর্ম্ম। ৩৬৪

যে ভাবি মন্ত্রণা দিলা মামা মহাশয়।
অপরাধী বিনা মেসো সে হবার নয়। ৩৬৫
ভাল হাতী জীয়াইব ধর্ম্ম-কৃপাবলে।
এত বলি স্নান পূজা করি গঙ্গা-জলে। ৩৬৬
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি ধূলায় লোটান।
উদ্ধারহ দীনবন্ধু অখিল-আধান। ৩৬৭
প্রহ্লাদে রেখেছ জলে অনলেতে শৈলে।
রাজপুত্র সুধন্বা রেখেছ তপ্ত তৈলে। ৩৬৮
যৌঘরে আগুণে পাণ্ডবে প্রাণ দিলে।
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে। ৩৬৯
না করি তুলনা তার তোমার সেজন।
আমার ভরসা নাম পতিত পাবন। ৩৭০
অনাথবান্ধব আর বাঞ্ছাকল্পতরু।
এই দুই নামের ভরসা করি গুরু। ৩৭১
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেব ধর্ম্মরাজ।
হস্তীর জীবন দিব প্রভু রাখ লাজ। ৩৭২
রাজধানে অপমানে নাহি করি ভয়।
কলিকালে ধর্ম্ম মিথ্যা লোকে পাছে কয়। ৩৭৩
করিয়া এতেক স্তুতি মৃত হাতী শিরে।
অর্ঘ্য দান দিতে প্রাণ আইল শরীরে। ৩৭৪
উঠ উঠ বলি হস্ত বুলাইতে গায়।
উঠিয়া সেনের পায় কুঞ্জর লোটায়। ৩৭৫
রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়।
হাতী পেলে পরাণ সেনের হল জয়। ৩৭৬
বাজিল বিজয় বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি।
কুমার করিল কোলে ভূপতি আপনি। ৩৭৭
সবে বলে রঞ্জার নন্দন ধর্ম্মরূপ।
স্বপ্ন কথা তখন বিবরে কন ভূপ। ৩৭৮
শুনে সব সহস্র সেনের গান গুণ।
পাত্র রহে লাজে যেন যোঁকের মুখে চূণ। ৩৭৯
চড়নের ঘোড়া যোড়া রাজ-আভরণে।
ভূপতি করিল ভূষা রঞ্জার নন্দনে। ৩৮০
তা দেখি পাত্রের প্রাণ করে ধড় ফড়।
কেড়ে নিতে যুক্তি ভাবে গৌড়ের নাবড়। ৩৮১
মনে করে রণ্ডীর-পাথর খেপা ঘোড়া।
বিচিত্র দেখিয়া তায় যদি লয় গুঁড়া। ৩৮২
তবে বা বিপাকে পড়ি হারাবে পরাণ।
কুচক্র ভাবিয়া ভূপে প্রকারে বুঝান। ৩৮৩

আগু পাছু না ভাবি হয়েছ উগ্রদাতা।
আমার কি যাবে ইথে আমি হ'ব হতা। ৩৮৪
ভাগের সম্মান হলে আমার পৌরুষ।
জানি কিন্তু না কহিলে সকলি হয় ভুষ। ৩৮৫
মহেন্দ্রের কল্যাণে সবাই বাঁচে আছে।
পাট হাতী ঘোড়া দিলে রাজ-লক্ষ্মী ছাড়ে। ৩৮৬
অঙ্গ, শঙ্খ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, নিজাঙ্গনা।
কদাচ ইহার পাত্র নহে অন্য জনা। ৩৮৭
ভাগিনা আপনি বেছে লউন অন্য হয়।
সায় দিতে উপস্থিত রঞ্জার তনয়। ৩৮৮
রাজার আশয় বুঝি কহেন উত্তম।
আজ্ঞা দিলে বেছে লই অশ্ব মনোরম। ৩৮৯
ভূপতি বলেন বাপু যদি হলে রাজী।
ভাল দেখে বেছে লও মনোহর বাজী। ৩৯০
আজ্ঞা বন্দি দুই ভাই চলে বাজিশাল।
কবিরত্ন বিরচিল সঙ্গীত রসাল। ৩৯১
গুরুপদ ধ্যান করি যান বাজিশালে।
অনুকূল বীর হনু হলো হেন কালে। ৩৯২
সেবকে সদয় হয়ে দিল উপদেশ।
রণ্ডীর-পাথর আছে লুকাইয়া বেশ। ৩৯৩
স্বর্গের সৈন্ধব সেই ছিল সূর্য্য-রথে।
তোমার কারণে বাজী জন্মিল ভারতে। ৩৯৪
সাত যে সিন্ধুজ শালে শেষে দেখ রায়।
অনাদরে অবাসি ঈশান মুখে খায়। ৩৯৫
তোমারে দেখিয়া বাজী জানাবে হেষানি।
এত বলি অন্তর্ধান হইলা আপনি। ৩৯৬
হর্ষ পেয়ে হনুর আজ্ঞায় ধায় রায়।
একে একে বাজিশালা দৃষ্টি করি চায়। ৩৯৭
দেখে কত তাজাতাজী তুরগী তুরঙ্গ।
কোথা বা টাঙ্গন টাটু ইরাণী সুরঙ্গ। ৩৯৮
কেহ পীত পিঙ্গলবরণ কার নীলা।
কাল ধল কত মত কুমুদ দেখিলা। ৩৯৯
কোন হয় সেনের না হয় মনোহর।
প্রবেশে যেখানে বাজী রণ্ডীর-পাথর। ৪০০
হেষাণি জানায় ঘোড়া সেন মুখ তাকি।
সেন বলে জীয় জীয় বাবারে এরাকি। ৪০১
অনুপম ঘোড়ার বরণ গঙ্গাজল।
চরণ চপল চারি ঈষৎ পিঙ্গল। ৪০২

ধলাপেট পিট নীলা লেজটী সুরঙ্গ।
কর্পূর বলেন দাদা এই যে তুরঙ্গ। ৪০৩
যেরূপ বীরের আজ্ঞা পাই এই চিন।
ঘোড়ারে বান্ধিল কত হয়ে প্রদক্ষিণ। ৪০৪
তুমি যদি কর কৃপা লয়ে যাই দেশে।
প্রসন্ন বদনে বাজী বলিছে বিশেষে। ৪০৫
ঘোড়া বলে সেন তুমি কশ্যপ-তনয়।
পেয়েছ বীরের বাক্যে মোর পরিচয়। ৪০৬
আমি জাতিস্মর হই সূর্য্য রথ বয়ে।
এখানে রয়েছি আমি ক্ষেপা ঘোড়া হয়ে। ৪০৭
সুমেরু বেড়িয়া নিত্য ছিল যাতায়াত।
তোমা হেতু জগতে জন্মাল জগন্নাথ। ৪০৮
তথাপি চলিতে ভূমে নাহি ঠেকে খুর:
এখন করিলে মনে স্বর্গ কত দূর। ৪০৯
কি আর বলিব আমি থাকি যার ঘর।
সিন্ধুজা সারদা সদা, সুখী সেই নর। ৪১১
অনেক দিবস আছি মুখ চেয়ে তোর।
চল যাব বলিতে কর্পূর ধরে ডোর। ৪১১
আগাড়ি পাছাড়ি দড়ি ছাড়াইয়া রায়।
গা খানি মাজিয়া নিল রাজার সভায়। ৪১২
হয় দেখে কয় সবে এই ক্ষেপা ঘোড়া।
যার গুণে সর্দ্দার সিফাই সব খোঁড়া। ৪১৩
প্রবল পাপিষ্ঠ পাত্র প্রীত পেলে তায়।
মনে করে ভাগ্নে আজি যম-ঘরে যায়। ৪১৪
রাজা বলে বাপু তবে আন অন্য হয়।
সেন বলে মহারাজ উপযুক্ত নয়। ৪১৫
আপনি করিতে খণ্ড আপনার কর্ম্ম।
কদাচ উচিত নহে সজ্জনের ধর্ম্ম। ৪১৬
আপনার কাজে লাজে রাজা বলে বটে।
পাত্র বলে ভাগিনার ধরেছে যম জটে। ৪১৭
রাজা বলে সাজ তবে অই অশ্ব-দিন।
আজ্ঞাবন্দী নফর বাজীর বান্ধে জিন। ৪১৮
মলিয়া ঘোড়ার অঙ্গ মলা করে দূর।
বিনালে ঘোড়ার ঘাড়ে বিচিত্র চিকুর। ৪১৯
সপুরট পাট থোপা খুব তিন তায়।
রতন রঞ্জিত জীন পীঠে শোভা পায়। ৪২০
মরকত রজত্ত হিরণ্য হীড়া চুণি।
বিচিত্র বাজীর জীনে জ্বলে কত মণি। ৪২১
ঘোর ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙ্গুর মনোরম।
গাঁথিল, গমনে যেন বাজে ঝম্ ঝম্। ৪২২
কপালে কনক চান্দা বিচিত্র করালি।
সজোর উজোর ডোর মুখে মুখ নালি। ৪২৩
লম্বিত বাজীর গায় রূপার রিকিব।
অনুপম লাগাম বদনে বান্ধা জিব। ৪২৪
হেমযুক্ত বসনে ঢাকিয়া সবয়া অঙ্গ।
বাড়াল যোগাল এনে সাজায়ে তুরঙ্গ। ৪২৫
গাত্র চিত্র বসন গজকা বান্ধা শিরে।
বাগ্‌ডোর খেঁচিতে খঞ্জন যেন ফিরে। ৪২৬
মামা মনে করে ভাগ্নে বধি অনায়াসে।
অন্তরে গরল পাত্র মুখে মধু ভাষে। ৪২৭
ঘোড়া চড়ি ভাগিনা বেড়ান পুরিখান।
জয়যুক্ত দেখি চেয়ে জুড়াবে পরাণ। ৪২৮
শুনিয়া পাত্রের কথা রাজা দিল সায়।
ভাল ভাল বলি উঠে লাউসেন রায়। ৪২৯
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান। ৪৩০
দেবগুরু চরণ বন্দি বন্দিল ঘোড়ায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সত্বর হইল রায়। ৪৩১
নাচয়ে চরণ চারু চেরাক ফান্দনী।
এগুল চরণ উভ জুড়িল হেষাণি। ৪৩২
চরণে ইড়িক দিতে চলে ইসারাতে।
অবনী এড়ায়ে উঠে আকাশের পথে॥ ৪৩৩
অন্ধকার অবনী আকাশে ধূলা উড়ে।
ভ্রমণ করিল গৌড় ষোলক্রোশ যুড়ে। ৪৩৪
ঘোড়ার গমন যেন প্রলয় অনিল।
দড় বড়ি দুই দণ্ডে দরবার দাখিল। ৪৩৫
দেখিয়া ভূপতি সভা হইল বিস্ময়।
কেহ কহে কুমার মনুষ্য মেনে নয়। ৪৩৬
কেহ কয় এই দুই পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ার মানুষ। ৪৩৭
রাজা বলে ধন্য ধন্য রঞ্জার তনয়।
বাজপড়া বৃক্ষ হেন পাত্র যেন রয়। ৪৩৮
সদাশয় নরপতি সদয় হইয়া।
দু'ভেয়ে রাণীর কাছে দিল পাঠাইয়া। ৪৩৯
পরিচয় দিয়া দোঁহে মাসীর চরণ।
বন্দিতে, বলেন মাসী এস বাপ ধন। ৪৪০

কল্যাণ কুশলে থাক কুলের কমল।
ভাগ্যবতী রঞ্জার ভরসা বুদ্ধিবল। ৪৪১
শুনেছিনু লাউসেন কপূ'র দু ভাই।
দেখে দূরে গেল দুঃখ চক্ষের বালাই। ৪৪২
কবে এলে কহ বাপু বাড়ীর কুশল।
বিবরে বলেন রায় বারতা সকল। ৪৪৩
রাণী ভাষে আনন্দে পথের শুনি কথা।
গৌড়েতে ভেয়ের গুণ শুনি পায় ব্যথা। ৪৪৪
মরুক মামার মতি মোহ নাই মনে।
কংসের বিবাদ যেন দৈবকীর সনে। ৪৪৫
এইরূপই অভাগা রঞ্জার নামে জ্বলে।
সেন বলে মাসীগো অধর্ম্ম হৈলে ফলে। ৪৪৬
রাজভোগ সম্মানে পরম প্রীত বোলে।
দিন দশ দুই ভাই গোঁয়াল হালাহোলে॥ ৪৪৭
অতঃপর রাজা আগে মাগেন বিদায়।
রাজা কন এবার উচিত বটে রায়। ৪৪৮
এসেছ অনেক দিন যাবে বটে ঘরে।
মুখ না হেরিলে তোমার মা পাছে মরে। ৪৪৯
এত বলি কত ভূষা বস্ত্র অলঙ্কার।
দু ভেয়ে ভূপতি কত কৈল পুরস্কার॥ ৪৫০
হেন কালে ভাবে পাত্র রাখা'ব চাকর।
সঙ্কটে পাঠাব যেন যায় যমঘর। ৪৫১
মাহিনা করিয়া কিছু করে থোব বশ।
পাত্র বলে কর রাজা ভাগ্যের পৌরুষ। ৪৫২
সেনে কর সেনাপতি সদর সর্দ্দার।
রাজা বলে সকলি বাপার বটে ভার। ৪৫৩
শুন বাপু সদাই সম্পদে সুখে রবে।
বিপত্তে বারতা পেলে মোর তত্ত্ব লবে। ৪৫৪
এত বলি নিজ হস্তে লিখিয়া পরয়াণা।
জায়গিরি করি দিল দক্ষিণ ময়না। ৪৫৫
পুরট জড়িত জোড়া জরি পট্টশাল।
সেনে দিয়া সম্মান বাড়াল ঠাকুরাল। ৪৫৬
রাজার সম্মান ভূষা লিখন পরয়াণা।
বিদাই হইল শিরে করিয়া বন্দনা। ৪৫৭
দ্বিজ নৃপ পাত্রের পায়ের লয় ধূলি।
কোন জনার সহিত কৈল কোলাকুলি। ৪৫৮
প্রণাম জানায় কেহ জোহার জানায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সত্বর হইল রায়। ৪৫৯

পেরুল সহর গৌড় প্রবেশে রমতি।
পথে দেখা হইল কালু ডোমের সংহতি। ৪৬০
যমের কিঙ্কর যেন ডোমের নন্দন।
কালা মোটা লোম গোঁপ ঘোর দরশন। ৪৬১
বীরবর বাঁটুলে বৃক্ষের পাড়ে ডাল।
সাক্ষাতে দেখিল রায় বিক্রম বিশাল। ৪৬২
কালু ডোমে ডাকিয়া সুধান পরিচয়।
জোহার করিয়া কালু যোড়হাতে কয়। ৪৬৩
রমতি আশ্রিত মোরা আছি ঘর তের।
বৃত্তি বেচে খাই হে চাকর নই কার। ৪৬৪
পাত্রের দুর্নীতি দেখে ভাল আছি আলু।
ডোমের নন্দন আমি নাম মোর কালু। ৪৬৫
রায় কন যাও যদি আমার সংহতি।
রাখিব চাকর দূর করিব দুর্গতি। ৪৬৬
যো হুকুম যাইব রাজার আজ্ঞা পাই।
অনুগত হলে নাম জগতে জাগাই। ৪৬৭
যমদূত দোসর দলুই তের ডোম।
শাখা সুখা দুটি বেটা বলে নহে কম॥ ৪৬৮
গৃহিণী সনকা লখে সমর-সিংহিনী।
যে হই সে হই এই হুজুরে আপনি। ৪৬৯
আজি হইতে সকলি সঁপিনু এই পায়।
বিপত্তে তোমার লাগি মাথা দিব রায়। ৪৭০
শুনিয়া সানন্দে সেন আশ্বাসিত বাণী।
সবে সাজে সত্বরে রাজার আজ্ঞা আনি। ৪৭১
এত বলি গেলা রায় রাজ সন্নিধান।
কও কেন এলে পুনঃ ভূপতি সুধান। ৪৭২
সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোক জন চাই যদি রাখিতে চাকর। ৪৭৩
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপি দান।
বিদাই হইল পুনঃ হয়ে নতমান। ৪৭৪
হাসিয়া কালুর কাছে হল উপনীত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত। ৪৭৫
আসিয়া কালুকে দিল লিখন পরয়াণা।
সাজিল সকল ডোম দক্ষিণ ময়না। ৪৭৬
কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেরা ছাতা ছাতি॥ ৪৭৭
পাত বেত বোঝা বান্ধি হাঁকাইল বন্না।
কুকুট পায়রা হাঁসে সাজিল বাজনা। ৪৭৮

বাইস হেতার বান্দে কান্দে বয় ভার।
পরিবার সঙ্গে আসি করিল জোহার। ৪৭৯
রায় বলে কালু হে কিসের বোঝা ভার।
বীর বলে জাতি-বৃত্তি ভূষণ আমার। ৪৮০
হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইলাম মাহিনা দিব বাড়াব বিভব। ৪৮১
বান্ধাব পুরট-পাগ পরো পট্ট ধুতি।
দলুই সবার কাণে দোলাইব মতি। ৪৮২
ময়না পশ্চিম পাশে তুলে দিব বাড়ী।
নারীগণে তোমার পরা'ব পাটসাড়ী। ৪৮৩
কাটা কড়ি কঙ্কন কনক কণ্ঠহার।
পরিবে থাকিবে সুখে ত্যজ দুঃখ ভার। ৪৮৪
শুনে বলে বাঁচালে কুক্কুট হংস বরা।
সেনের সঙ্কেতে চলে লয়ে পুত্রদারা। ৪৮৫
আক্ষেটীর হাটে পথে পরম যতনে।
শারী শুক পক্ষী নিল কড়ি বার পোণে। ৪৮৬
লঘুগতি নৃপতি রমতি রাখে দূর।
পার হোল পদ্মাবতী পেলে শীতলপুর। ৪৮৭
এড়াল অলকানন্দা স্নান পূজা করি।
বালিঘাট গোলাহাট রাখে ত্বরাত্বরি। ৪৮৮
জামতি জলন্দা রাখি যান অবিশ্রাম।
দিনেক মঙ্গল কোটে করিলা বিশ্রাম। ৪৮৯
প্রভাতে সাজিয়া সেন আইসে ত্বরায়।
কালুতক কর্জ্জনা পশ্চাৎ করি যায়। ৪৯০
বর্দ্ধমান সহর বাজার ডানি বামে।
দামুদর দাখিল দিবস দুই যামে। ৪৯১
স্নান পূজা করিয়া প্রসাদ যবচূর্ণ।
দধিসিক্ত সিতা কলা খেয়ে চলে তূর্ণ। ৪৯২
উড়ের গড় এড়াল আমিলা উচালন।
রাঙ্গামেটে রাখি ধরে ময়না রঙ্গন। ৪৯৩
মান্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।
প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে॥ ৪৯৪
সে দিন সেখানে রন থাকে বান্ধা ঘোড়া।
পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীযোড়া। ৪৯৫
কুতবপুর রাখি দূর পরম সন্তোষ।
পদ্মমার বিল রাখে উভ যোল ক্রোশ। ৪৯৬
পেরিয়া কালিন্দী গঙ্গা প্রবেশে ময়না।
আনন্দ বাধাই শুনে ধায় সর্ব্বজনা। ৪৯৭

সবে বলে শুভদিনে লাউসেন এলো
শোকে অন্ধ রাজরাণী চক্ষুদান পেলো। ৪৯৮
প্রভু রাম এলো যেন লঙ্কা করি জয়।
অযোধ্যায় আনন্দ উথলে অতিশয়। ৪৯৯
দুপাশে কদলী রোপে বেড়া বনমালা।
পরিপূর্ণ কুম্ভ কত সুলক্ষণ ডালা। ৫০০
বাজিয়া মঙ্গল বাদ্য মধুর বাজনা।
রত্নমালা পতাকাদি গুরু গোরচনা। ৫০১
সর্ব্বজনা ধায় সেনে আগুয়ে আনিতে।
দূর হইতে লাউসেন পাইল দেখিতে। ৫০২
আগে দেখে বন্ধুঘটা ধর্ম্মের সেবক।
চরণে চরণে চলে রাখিয়া ঘোটক। ৫০৩
রাম রাম প্রণাম আশীশ নমস্কার।
যথাযোগ্য যে জনে করিল ব্যবহার। ৫০৪
দলুজে দলুই দিগে বাসা দিল রায়।
মহলে মায়ের পদ-যুগলে লোটায়। ৫০৫
আশীর্ব্বাদ করি রাণী দুই পুত্র তোলে।
চক্ষে বহে প্রেমধারা আনন্দ উথলে। ৫০৬
চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া শত শত।
হীরা মণি হিরণ্য নিছনি দোলে কত। ৫০৭
তবে যেয়ে সভায় পিতার পদ বন্দে।
এস এস বলে রাজা পরম আনন্দে। ৫০৮
অশেষ আশীষ করি উঠে দিল কোল।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দে বিভোল। ৫০৯
সভামাঝে সুধাইল কল্যাণ কুশল।
সেন বলে তোমার আশীষে সুমঙ্গল। ৫১০
পথেতে সঙ্কট যত গৌড়েতে ও তথা।
বিবরে বলিল যত পাত্রের দুষ্টতা। ৫১১
সবে আনন্দিত শুনে সেনের বিক্রম।
পাত্রের চরিত্রে তারে বলে নরাধম। ৫১২
রাজার সম্মান পান দেখি পরায়ণা।
শুনে হর্ষ হলো সবে জায়গীর ময়না। ৫১৩
জয়পতি মণ্ডলাদি যত প্রজাগণ।
লাউসেনে ভেট আসি দিল নানা ধন। ৫১৪
ধর্ম্মের নির্ম্মাল্য মালা মনোহর লয়ে।
দ্বিজগণ দিল, রায় নিল নত হয়ে। ৫১৫
গীত বাদ্য তাণ্ডব আনন্দ মহোৎসব।
ঘুচালে দেশের দুঃখ বাড়ালে বিভব। ৫১৬

ডোমগণে জনে জনে দিল পুরস্কার।
পরিধান বসন ভূষণ কণ্ঠহার। ৫১৭
পট্টকা কোমরবন্ধ সরবন্দ শিরে।
কনকের কাটা কড়ি সকল নারীরে। ৫১৮
বাউলি বেসর টার কাঁটি পুঁথি হার।
মাদুলি পাশুলি শঙ্খ কঙ্কন সবার। ৫১৯
পরে দিল পরিধান চিত্র পাট সাড়ি।
পুরীর পশ্চিম দিকে তুলে দিল বাড়ী। ৫২০
খেম খেতি ইনাম মাহিনা কত লয়ে।
আনন্দে রহিল সবে অনুগত হয়ে। ৫২১
সহর কোটাল হইল কালু মহাবল।
চারিদিকে চৌকি থাকে দলুই সকল। ৫২২
যশকীর্ত্তি জগতে জাগালে পুণ্যবান্।
দেশে দেশে প্রজা এসে শুনিয়া আসন॥ ৫২৩
লাউসেনে কর্ণসেন দিল রাজ্য ভার।
কপূর হইল পাত্র অনুগত তার॥ ৫২৪
নিত্য নাট চিত্তের আনন্দ দিনে দিনে।
গড় বাড়ী প্রকাশ করেন ভাগ্যাধীনে॥ ৫২৫
চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল॥ ৫২৬
এত দূরে সম্প্রতি হইল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায়॥ ৫২৭

হস্তিবধ পালা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

কাঙুর যাত্রা পালা।

অবিচারে ভাঙ্গে রাজা গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ॥ ১
কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয়।
অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্ম ভয়॥ ২
কেবা আছে অখিলে এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি॥ ৩
অসতে আদর নিত্য সতের কণ্টক।
সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইযা ঠক॥ ৪
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত॥ ৫
রাজকর লোকের তে-সনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হলো দেশ ছাড়া॥ ৬
সেনের আসানে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা॥ ৭
কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।
প্রজারা পীড়িত এত নাহি জানে ভূপ॥ ৮
পাত্রের প্রতাপে কেহ রাজাকে নাহি বলে।
দৈবগতি অধর্ম্ম অধিক হ'লে ফলে॥ ৯
এক দিন আইল রাজা করিতে শীকার।
সম্মুখে সোণার পুরী দেখে ছার খার॥ ১০
বাইশ বাজার আর বিশাশয় পাড়া।
বিশেষ সজ্জন লোক দেখে পুরী ছাড়া॥ ১১
দেশের দুর্গতি দেখে দুঃখ ভাবে ভূপ।
পাত্রকে ডাকায়ে কিছু সুধান স্বরূপ॥ ১২
দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘ্ন প্রতি আনা।
কোন্ জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা॥ ১৩
দেখিয়া রাজার কোপ কাঁপে মহামদ।
এত কালে এসে মোরে ঘটিল আপদ। ১৪
তথাপি নাবড়ি করে লাউসেন লাগি।
পাত্র বলে ভাগিনা সহর গেল ভাঙ্গি। ১৫
আসান করিয়া কত ভুলায়ে প্রজায়।
নিজ দেশে লয়ে গেল লাউসেন রায়। ১৬
অপর নাবড় বেটা বিশেষ বিটল।
মাগিতে রাজার কর করে গণ্ডগোল। ১৭
বকেয়া বিস্তর বাকী বেবাক না পাই।
চাহিতে উচিত কর উঠে দিল ধাই। ১৮
ঝিনুকে আঁচড়ে অঙ্গ খেতে খায় ঘি।
লোক বড় নাবড় আমার দোষ কি। ১৯
সুখবাসী সকল সদাই করে মজা।
বেগারী বেতন পায় তবে আনে বোঝা। ২০
কাহাকে না কই কিছু তবু কষ্ট ভাবে।
কি কহিব মহারাজ তবু যদি যাবে। ২১
রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর যুড়ি। ২২
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রিবর।
তিন সন ইস্তাফা দিয়াছি রাজকর। ২৩
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে। ২৪

কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার। ২৫
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন। ২৬
পাত্র বলে বেটারা সকল ঠক ঠেঁটা।
মুখে মুখে সম্মুখে চুকলি খায় বেটা। ২৭
বিশেষ প্রজার জাতি বুক পেলে মাতে।
পাত্র কোপে কি করে রাজার রস যাতে। ২৮
রাজা বলে সহর ভেঙ্গেছে এই পাপে।
এত শুনি সঙ্কটে পাত্রের প্রাণ কাঁপে। ২৯
কিছু নাহি কহে পাত্র ভয়ে ভাব্যমান।
তখন ভূপতি করে প্রজার সম্মান। ৩০
সহরে সকল প্রজা সুখে কর ঘর।
তিন সন অপর না লব রাজকর। ৩১
এত শুনি সহরে সঘনে পড়ে ঢেড়ি।
রাজা দিল প্রমাদে পাত্রের পায়ে বেড়ি। ৩২
তিন সন কাগজ বুঝহ কালে কালে।
পাত্র হলো ইন্দ্রজাল কোটাল হাওলে। ৩৩
সঙ্কটে পড়িল পাত্র না জানে কাগজ।
ভরসা ভাবিল ভীমা-চরণ-পঙ্কজ। ৩৪
প্রমাদে পার্ব্বতী পদ পূজা প্রাণপণে।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে। ৩৫
পুত্রে রাখি তুল্য নন্দি পাত্র মহামদ।
পূজিছে প্রমাদে পড়ি পার্ব্বতীর পদ। ৩৬
উপহারে অনেক ষোড়শ উপচার।
কনক কিঙ্কিণী হেম হীরা মণি হার। ৩৭
জাতি যুতি যোড় জবা চাঁপা চন্দ্রমালি।
চন্দনাক্ত রক্ত ওড়ে পূজে ভদ্রকালী। ৩৮
পদ্মফুল প্রচুর পূজার পরিপাটী।
ঘৃত দধি মধুপূর্ণ পুরটের বাটী। ৩৯
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীর খণ্ড কলা।
ধূপে ধূনা প্রদীপ পুরট পদ্ম-মালা। ৪০
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাশয়।
বলি দিয়া বলিছে বাসুলি জয় জয়। ৪১
জপ করি মহামন্ত্র সারারাতি জাগে।
হেম ঘটে ঈশ্বরী উরিলা নিশাভাগে। ৪২
আনন্দে বিভোল পাত্র লোটান ধরণী।
পূজা সমর্পিয়া বলে রক্ষ মা ভবানী। ৪৩

নমো নারায়ণী জয়া যশোদা-নন্দিনী।
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভবের ভবানী। ৪৪
ভগবতী ভকত-বৎসলা জয়-যুতে।
রক্ষ মাতা জগত-জননী নমোস্তুতে। ৪৫
পার কর পতিত-পাবনী পাপিজনে।
জননী বলেন এত স্তুতি কি কারণে। ৪৬
পাত্র বলে প্রমাদে পালালো যত প্রজা।
কালে কালে কতেক কাগজ চায় রাজা। ৪৭
এতদূর নাহি পড়ি কে জানে কাগজ।
অতেব স্মরণ রাঙ্গা চরণ-পঙ্কজ। ৩৮
বাসুলি বলেন তুমি বুদ্ধে বিশারদ।
কোন্ ছার ভয়ে তুচ্ছ ভাবিছ বিপদ। ৪৯
অন্য পর প্রসঙ্গে প্রসবে বুদ্ধি বল।
আপন বিপদে বুদ্ধি গেল রসাতল। ৫০
পাত্র এত বলিতে বাসুলি ব্যস্ত কন।
কামরূপে পরয়াণা পাঠাও বাপধন। ৫১
গৌড়পতি সংশয় বসিয়া যম-বাটে।
আমি অনুগত আছি আসি ব'স পাটে। ৫২
সমাচার শুনিলে সে সাজিবে ত্বরিত।
শিয়রে সবল শত্রু শুনি সশঙ্কিত। ৫৩
ভাবিত ভূপতি ভয়ে করিবে সম্মান।
এত বলি ঈশ্বরী আপনি তিরোধান। ৫৪
ঈশ্বরী আদেশ পাত্র করিয়া বন্দনা।
শীঘ্র লিখে কামরূপ পাঠায় পরয়াণা। ৫৫
প্রথমেতে প্রবল প্রতাপ পৃথ্বীপতি।
পরে লিখে পরম পূজিত মহামতি। ৫৬
কাঙুর-অবনী-পতি রাতুল চরণে।
মহামদ পাত্রের প্রণতি নিবেদনে। ৫৭
অবধান করি, শীঘ্র এসে ব'স পাটে।
গৌড়পতি শংসয় বসিয়া যম-বাটে। ৫৮
ললাটে তোমার রাজ্য ঘটালে গোঁসাই।
এখানে আপনি আছি অন্যমত নাই। ৫৯
বিশেষ সাক্ষাতে কব শুনিবে স্বরূপ।
তারিখ লিখিয়া তায় করিল কুলুপ। ৬০
বিশেষ বিশ্বাস বড় ভাট গঙ্গাধরে।
ভাটে পাতি দিয়া পাত্র পাঠান সত্বরে। ৬১
কাঙুরে উত্তর যেয়ে মোকামে মোকামে।
করিল রাজার দেখা দিবসার্দ্ধ যামে। ৬২

হাতে দিয়া পরয়াণা করিল জয়-গান।
পাতি পড়ে ভূপতি সাজেন ত্বরাবান্। ৬৩
সাজ সাজ সঘনে হুকুম হাঁক উঠে।
লঘুগতি বলে ছলে গৌড় নিব লুটে। ৬৪
সিঙ্গা কাড়া দগড় দামামা ঘোর রব।
শুনিয়া সত্বর সৈন্য সেজে এলো সব। ৬৫
গৌড়বাসী প্রবাসী কাঙুরে ছিল যত।
শুনে শীঘ্র এলো দেশে জ্ঞান হৈল হত। ৬৬
সমাচার শুনিতে সহর হুলস্থুল।
পরস্পর প্রবেশে রাজার কর্ণমূল। ৬৭
ভয় পেয়ে ভূপতি ডাকালে মন্ত্রিগণে।
সুযুক্তি কহিতে শক্তি নাহি কোন জনে। ৬৮
তবে মহামদ পাত্রে গৌড়ের ঠাকুর।
আনি করে, সম্মান, বন্ধন করি দূর। ৬৯
রাজা বলে ত্যজ পাত্র যত অভিমান।
তোমা বিনা বিপত্তে বান্ধব নাই আন। ৭০
দূর যা'ক কাগজ, মন্ত্রণা চিন্ত ভাই।
সম্প্রতিক শত্রু হাতে জাতি রক্ষা পাই। ৭১
এত শুনি মহাপাত্র ভাবিয়া নাবড়ি।
মনে করে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি। ৭২
পাঠাব কাঙুর-রণে তার শুয়া বেটা।
ভাগিনা যেন ভবানী-খর্পরে যায় কাটা। ৭৩
অন্তরে আনন্দ পাত্র, মুখে নাই ভাষ।
চাতুরী করিয়া কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস। ৭৪
পাত্র বলে ও যুক্তি ভেবেছি সারাদিনে।
না দেখি উপায় তার লাউসেন বিনে। ৭৫
কাঙুর মহিমে তারে দেও পাঠাইয়া।
মহাবল কপূ'র-ধলে আনিবে বান্ধিয়া। ৭৬
ভয় গেছে ভারতে ভাগিনার গুণ দেখে।
রাজা বলে পরয়াণা পাঠাও তবে লিখে। ৭৭
শ্রীরাম-কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ। ৭৮
পাত্র লিখে পরয়াণা পরম প্রতিষ্ঠিত।
প্রথমে লিখিল স্তুতি সর্ব্ব গুণান্বিত। ৭৯
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশীরাশি বিজ্ঞাপন পত্রে। ৮০
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এখানে আনন্দ জয়, পরন্তু সম্প্রতি। ৮১
কামরূপ ভূপ বেটা দেয় মনস্তাপ।
আপনি উদ্বেগ আসি খণ্ডাইবে বাপ। ৮২
পরন্তু পৌঁছিবে পাতি পড়িতে পড়িতে।
সেনা সব সঙ্গে বাপু আসিবে ত্বরিতে। ৮৩
অপর নিকটে সব কহিব শুনিব।
তোমার ভরসা বাপু যত কাল জীব। ৮৪
ত্বরায় অবশ্যাবশ্য কিমধিকমিতি।
তুলাতে ত্বরায় তত্ত্ব তের দিন স্থিতি। ৮৫
এত দূরে সমাপন রাজার লিখন।
আপনি হেকাতে লিখে বিরূপ বচন। ৮৬
এই পত্রে আমার আশীষ লবে রায়।
এখানে তোমার লাগি মোরে লাগে দায়। ৮৭
লক্ষের বিলাত লুটে বসে থাক ঘরে।
ভাল মন্দ দরবারে জবাব কেবা করে। ৮৮
গৌণ কর গমনে গঞ্জনা গুলা খাবে।
গোবিন্দ প্রমাণ যত অপমান পাবে। ৮৯
নতুবা কাঙুর গড়ে এসহ সত্বরে।
বাসুলি বিদায় দেন ফিরে এস ঘরে। ৯০
লিখিল তারিখ তবে সহি দিল ভূপ।
ভাট গঙ্গাধরে দিল করিয়া কুলুপ॥ ৯১
সেনেরে পাঠায়ে পাতি পাত্র পুনর্ব্বার।
কামরূপে পাঠান সঙ্কেত সমাচার॥ ৯২
লাউসেন সেজে যান তোমার উপর।
সংগ্রামে সংহারি তারে আসিবে সত্বর। ৯৩
আমার ভাগিনা বলি না করো অপেক্ষা।
বলিদান দিয়া তারে পূজিবে কামাখ্যা। ৯৪
রহে কামরূপ-পতি এত বার্ত্তা পেয়ে।
ময়না নগরে হেথা ভট যান ধেয়ে। ৯৫
পার হয়ে পদ্মাবতী পিছে রাখি গৌড়ে।
কোমরে জড়ায়ে যোড়া জোরে যায় দৌড়ে। ৯৬
নদ নদী খাল বিল যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম। ৯৭
স্নান পূজা ভক্ষণে কেবল মাত্র ব্যাজ।
দাখিল অনিল-গতি-ময়না সমাজ॥ ৯৮
নগরের ঠাট দেখি ভাট আনন্দিত।
মহারাজ ঈশ্বর আপনি সুবেষ্টিত॥ ৯৯
সভা করি বসি সেন শুনেন পুরাণ।
সম্মুখে পণ্ডিত কবি সবিতা সমান॥ ১০০

ম-ভাগে কর্পূরে দক্ষিণে বৃদ্ধ পিতা।
ইষ্টবন্ধু বান্ধব বেষ্টিত চারিভিতা॥ ১০১
ভা করি সত্ত্বগুণে মজাইয়া মন।
রিষে শুনেন রায় হরি-সংকীর্ত্তন॥ ১০২
তি হাতে পণ্ডিত বুঝান সবাকারে।
রদ লাগালে ভেদ কংস দুরাচারে॥ ১০৩
এই কালে এনে কৃষ্ণে বধে কর দূর।
শুনিয়া গোকুলে কংস পাঠান অক্রূর॥ ১০৪
অক্রূরের আনন্দ গোবিন্দ-দরশনে।
এই অধ্যা ভারত শুনেন একমনে॥ ১০৫
পণ্ডিত পুস্তক বান্ধি হইল অবসর।
হেন কালে দেখা দিল ভাট গঙ্গাধর॥ ১০৬
হাতে দিয়া পরয়াণা সেনের গুণগান।
শিরে বন্দি ভূপতি ভাটের করে মান॥ ১০৭
প্রতি বর্ণে পত্র পড়ি বুঝিলা বিশেষ।
কাঙুর মহিম মোর মেসোর আদেশ॥ ১০৮
কামরূপে রণ শুনি কাঁপে রাজরাণী।
লাউসেন বলে কিছু পরিতোষ বাণী॥ ১০৯
দশা দোষে দেব বড় দুঃখ দেন ঘরে।
শুভ দিন হলে জয় সংশয়-সমরে॥ ১১০
আশীর্ব্বাদ করি বসি পূজ নিরঞ্জন।
রণে বনে সঙ্কটে রাখিবে সেই জন॥ ১১১
কর্পূর কহেন পুণ্য প্রতাপে তোমার।
অর্জ্জুন-সারথী হরি করিবে উদ্ধার॥ ১১২
রাজরাণী শুনিয়া প্রবোধ পেলে তায়।
কালুডোমে সাজিতে হুকুম দিল রায়॥ ১১৩
যমদূত দোসর দলই তের জনে।
সমরের সিংহ কালু সেজে এলো রণে॥ ১১৪
দেবতা ব্রাহ্মণ পিতা মাতার চরণে।
প্রণতি করিয়া যাত্রা করে শুভক্ষণে॥ ১১৫
বান্ধিয়া বাজীর সাজ বারাণ যোগায়।
জয়ধর্ম্ম বলিয়া সওয়ারি হইল রায়॥ ১১৬
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥ ১১৭
সাজিয়া চলিল সেন গৌড়ের সহর।
বীর কালু তের ডোম যমের দোসর॥ ১১৮
দর নিশান শিঙ্গা বাজে যোড়া যোড়া।
চকল চরণ-চালে ফাঁদে চলে ঘোঁড়া॥ ১১৯
কর্পূর কুমার আর যত প্রজা লোকে।
ছল ছল নয়ান পশ্চাতে চলে শোকে॥ ১২০
প্রবোধ বচনে রাজা তুষিলা সবারে।
করে ধরি কন কিছু কর্পূর কুমারে॥ ১২১
প্রভুর পূজন আর পালন প্রজায়।
অতিথি কুটুম্ব পিতা মাতার সেবায়॥ ১২২
সাবধানে সতত থাকিবে মোর ভাই।
কুশলে আসিব আমি কোন চিন্তা নাই। ১২৩
নত হয়ে যত আজ্ঞা অঙ্গীকার করি।
কর্পূর বিদায় হলো চলে অধিকারী॥ ১২৪
পেরুলো কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া।
ধূলাডাঙ্গা পদমা রাখিল কাশীযোড়া॥ ১২৫
বামে মান্দারণ গড় রাখে মহারাজ।
দারিকেশ্বর পার হলো দক্ষিণে জানাবাজ॥ ১২৬
শ্রীধর্ম্ম স্মরণে সেন উত্তরে চলিলা।
রাঙ্গামেটে উচালন এড়ালো আমিলা॥ ১২৭
বারবক পুরখান রাখিল দক্ষিণে।
দামুদর দাখিল দিবস দণ্ড তিনে॥ ১২৮
স্নান পূজা করিয়া কোমর চলে বেন্ধে।
পার হ'ল ত্বরিত তুরগ চলে ফেন্দে॥ ১২৯
বর্দ্ধমান কজ্জলা কানুর ওক দিয়া।
প্রদোষে মঙ্গলকোটে উত্তরিল গিয়া॥ ১৩০
বিরাম করিয়া নিশা চলিল প্রভাতে।
মোকামে মোকামে গৌড় এলো দিন সাতে॥ ১৩
ভাব্য-মনে ভূপতি বসেছে সভা করি।
সদাই সন্তাপ মনে করে আসে অরি॥ ১৩২
সবিতা সমান শত সম্মুখে ব্রাহ্মণ।
বামে মন্ত্রী দক্ষিণে বসেছে বন্ধুগণ॥ ১৩৩
হাত বুকে বেষ্টিত বসেছে বরাভূঞা।
রায়রাঞা মোগল পাঠান মীরমিঞা॥ ১৩৪
চৌদিক চাপিয়া চৌকি চতুরঙ্গ দল।
কাণাকাণি কেবল কি করে কর্পূরধল॥ ১৩৫
রাজ-সভা সহজে সদাই এই যুক্তি।
দূরে গেছে গোবিন্দ ভাবনা ভাব ভক্তি॥ ১৩৬
সবে সার সুযুক্তি পণ্ডিত সব কয়।
তুমি মনে মহারাজ না ভাবিহ ভয়॥ ১৩৭
কে কোথা পেয়েছে পীড়া অপরাধ বিনে।
তবে সে অন্যায় যুদ্ধে মজে অল্প দিনে॥ ১৩৮

শুন রাজা পুরাণে প্রমাণ তার কই।
ধর্ম্মবলে অর্জ্জুন ভারতে হ'ল জই॥ ১৩৯
কোথা গেল দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার।
বাড়িয়া অধর্ম্ম বলে কিবা হলো তার॥ ১৪০
পুণ্য বল থাকিলে প্রসন্ন হৃষীকেশ।
পাঠ পড়ি এই অধ্যা বুঝান বিশেষ॥ ১৪১
অর্জ্জুন সারথী হরি অখিল-ঈশ্বর।
তোমার একান্ত সেন ধর্ম্মের কিঙ্কর॥ ১৪২
কহিতে কহিতে এত উপস্থিত রায়।
পরম মঙ্গল ধ্বনি উঠিল সভায়॥ ১৪৩
দ্বিজ নৃপ পাত্ররে প্রণতি করি রায়।
সম্ভাষি রাজার সভা সম্ভ্রমে দাঁড়ায়॥ ১৪৪
জোহার করিল কালু নোয়াইয়া শির।
সেন কন পশ্চাৎ, বাহিরে গেল বীর॥ ১৪৫
এস এস বলি রাজা উঠে দিল কোল।
আসনে বসায়ে অতি আনন্দে বিভোল॥ ১৪৬
দেখি এত আদর, অধম পাত্র বলে।
মনে করি সঙ্কটে পাঠাই কোন্ ছলে॥ ১৪৭
পাত্র বলে শুন হে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
উপযুক্ত অন্য কালে অপেক্ষা আদর॥ ১৪৮
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যাক সক।
না বুঝি না'বড় লোক মোরে বলে ঠক॥ ১৪৯
বল দেখি কি কাজে আনালে লাউসেনে।
শিয়রে সবল শক্র বসে তবে কেনে॥ ১৫০
ভাগ্না পাছে ভাবে মনে মনস্তাপ এই।
মেসো করে মমতা, মামাই দুঃখ দেয়॥ ১৫১
প্রাণতুল্য ভাগিনা আমার হিয়া মাঝে।
সেন বলে বটে মামা বুঝি কাজে কাজে॥ ১৫২
রাজা বলে শুন বাপু বিফল বিলম্ব।
কপূরধল ভূঞা—বেটা করে দড় দম্ভ॥ ১৫৩
অবিলম্বে যাও বাপু বেন্দে আন তায়।
রাজ আজ্ঞা বন্দি রায় হইল বিদায়॥ ১৫৪
প্রণাম সেলাম করে রাম নাম দিয়া।
যাত্রা করি যথাযোগ্য চলে সম্ভাষিয়া॥ ১৫৫
সবে দিল শুভাশী সমরে হও জয়।
মনে মনে করে পাত্র রণে হউক ক্ষয়॥ ১৫৬
ধর্ম্মে ধ্যান করি অশ্বে আরোহিলা রায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ১৫৭

বীরগণে বেষ্টিত, বাজীর পিঠে রায়।
আগে আগে বীর কালু বেগবন্ত ধায়॥ ১৫৮
বাজে যোড়া কাড়া সিঙ্গা সদর নিশান।
লঘুগতি পশ্চাৎ রাখিল গৌড়থান॥ ১৫৯
বামে রাখে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ি।
মহানদ পেরুতে বিলম্ব হ'ল বড়ি॥ ১৬০
দক্ষিণে রাখিলা বারকান্দ্যা বীরবাট।
ঐ ভাগে রাজা রাখে, আগে ঘোড়াঘাট॥ ১৬১
নায়ে পার হ'ল নদী করতার নীর।
যাহা হইতে ফিরিলা পাণ্ডব যুধিষ্ঠির॥ ১৬২
শুভাঘাট দক্ষিণে বাহিরবন্দর বামে।
সিনকোনা রাখিল দিবস দুই যামে॥ ১৬৩
কোঁচের মুলুক যত থাকে ডানি ভাগে।
সিংহমারী সরাই সম্মুখে এল আগে॥ ১৬৪
ধুবড়ী রাখিল নেতা ধুবিনীর পাট।
একে একে রাখিয়া চলিল সব বাট॥ ১৬৫
মোকামেতে মোকামেতে ময়না মহীভূপ।
ব্রহ্মপুত্র পেলে যার পারে কামরূপ॥ ১৬৬
কালু কয় কোমর কসিয়া কড়াকড়।
ব্রহ্মপুত্র পেরুয়ে প্রতাপে নিব গড়॥ ১৬৭
এত যদি ব্যাপক বচন বলে বীর।
বিপক্ষ বিক্রমে বড় নদে বাড়ে নীর॥ ১৬৮
কুল কুল কুরব কমল কাণেকাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥ ১৬৯
ঘোর রবে ঘুরুণি ঘুরিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পেড়েছে পুরে প্রলয় পবন॥ ১৭০
দুড় দুড়ু দুড়ুম দুদিকে নদীর ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল॥ ১৭১
বাণে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হরি।
তিন তাল তরঙ্গ-তরাসে তল তরি॥ ১৭২
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেণ।
দেখে সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন॥ ১৭৩
ভূপতি কহেন অতি দেখি অমঙ্গল।
কালু বলে মহারাজ জুয়ারের জল॥ ১৭৪
বেড়েছে বাণের জল অতঃপর টুটা।
ফেলে দিতে বেগেতে দুখানা হয় কুটা॥ ১৭৫
চিন্তা নাই চেয়ে দেখ চরে দিয়া চিনা।
দেখিতে দেখিতে দেখ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥ ১৭৬

তীরে কর বিশ্রাম দিবস দুই তিন।
না হয় যে হয় হবে, কে কার অধীন॥ ১৭৭
শতেক যোজন সিন্ধু বান্ধা গেল কিসে।
দুর্জ্জয় রাবণ বধে সীতার উদ্দেশে॥ ১৭৮
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।
এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর॥ ১৭৯
ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁপালে হব পার।
কর্পূরধলে বেন্ধে দিব হজুরে তোমার॥ ১৮০
কালুর আশ্বাসে অতি আনন্দ হৃদয়।
বীরগণে বেষ্টিত বসিলা মহাশয়॥ ১৮১
বিমল বরণ বাড়ী বিনোদ মন্দির।
পড়িল রাজার তাম্বু বেড়ে যত বীর॥ ১৮২
বাঁ দিকে বান্ধিয়া বাজী বারণ যোগায়।
এইরূপে মোকামে দিবস দশ যায়॥ ১৮৩
তবু অতি বেগবন্ত নদ নহে ক্ষীণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে লঙ্ঘে সংকেতের চিন॥ ১৮৪
দিনে দিনে দ্বিগুণ দরিয়া ভাঙ্গে আড়া।
কালু বলে দেখি রায় অমঙ্গল বাড়া॥ ১৮৫
সেন বলে শুন সব ঈশ্বরের মায়া।
ইথে কিছু কারণ অবশ্য আছে ভায়া॥ ১৮৬
বীর বলে বিপত্তে বান্ধব বিশ্বপতি।
সেবয় সন্তাপ-সিন্ধু তরহে নৃপতি॥ ১৮৭
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৮৮

প্রেমে অঙ্গ গদ গদ, প্রমাদে প্রভুর পদ,
পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোণার কায়, ধ্যান করি ধর্ম্ম রায়,
ধরাতলে ধূলায় ধূসর॥ ১৮৯
প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম, অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম,
বিশ্ববীজ অখিল আধান।
শূন্যশূন্য সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥ ১৯০
তোমার মহিমা শেষ, ভববিধি হৃষীকেশ,
সনক সনন্দ সনাতন।
না পেলে নিয়ম ভেদ, আগম পুরাণ বেদ,
তপ জপে যোগে যোগিগণ॥ ১৯১
আমি নিন্দ্য মন্দমতি, কি জানি ভকতি স্তুতি,
কিবা মোর ভকতির দশা।
চারিবেদে অনুপাম, পতিত পাবন নাম,
শুনে সবে হয়েছি ভরসা॥ ১৯২
করিতে এতেক স্তুতি, ব্যাকুল বৈকুণ্ঠপতি,
বীরবরে বলেন বিশেষ।
কেন বা আসন টলে, কেবা বা অন্যায় বলে,
আমার সেবকে দেয় ক্লেশ॥ ১৯৩
কহে বীর যোগপতি, মহিমে ময়না-পতি,
কামরূপে করেছে সাজন।
ব্রহ্মপুত্র করে বল, তরঙ্গে তরণী তল,
কান্দিয়া কাতর একারণ॥ ১৯৪
প্রভু কন হনমান, স্থির কর মোর প্রাণ,
সেনে যেয়ে কহ উপদেশ।
যেরূপে টুটিবে জল, বাসুলী দেবীর বল,
বীরবলে বলিলা বিশেষ॥ ১৯৫
শুনি ধর্ম্ম-পদরেণু, বন্দি বেগে বীর হনু,
বিপ্রবেশে সেনের সাক্ষাৎ।
দ্বিজ ঘনরাম ভণে, ভূপতি ভকতি মনে,
দ্বিজে দেখি হইল প্রণিপাত॥ ১৯৬

দ্বিজ দেখি আদরে আসন জল দিয়ে।
কহেন কাতর কথা করপুট হয়ে॥ ১৯৭
কি কাজ গোঁসাই কোথা করেছ গমন।
মায়াধারী বলে বাপু শুনহ রাজন॥ ১৯৮
কি কব জগত যুড়ে কত কাজ আছে।
যে ডাকে কাতর হয়ে যাই তার কাছে॥ ১৯৯
দুই চারি সুযুক্তি সঙ্কটে দিতে পারি।
সেন বলে প্রভু তবে নিবেদন করি॥ ২০০
অবোধ পাত্রের বোলে গৌড়ের ভূপ।
মেসো মোরে মহিমে পাঠালে কামরূপ॥ ২০১
এলে যদি মোর ভাগ্যে খণ্ডাতে বিপদ।
আজ্ঞা কর কিরূপে তরিব এই নদ॥ ২০২
মনে করে মায়াধারী নিজ কার্য্য অই।
শুন যদি সুধালে সংক্ষেপে সব কই॥ ২০৩
এদেশে আছয়ে নিত্য গতায়াত যার।
তরণী সরণী সুখে তারা হয় পার॥ ২০৪
শত্রুরূপে সাজিলে সংশয় সর্ব্বকাল।
নদে বাড়ে বিষম তরঙ্গ তিন তাল॥ ২০৫
সেন বলে গোঁসাই ইহার হেতু কি।
দ্বিজ বলে যত কিছু হেমন্তের ঝি॥ ২০৬

মহাসিদ্ধ পীঠ এই কাঙুর ভুবন।
সিদ্ধপীঠ হলো কেন শুন হে রাজন্॥ ২০৭
যে কালে করিলা যজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি।
নিমন্ত্রণ বিনা এলো শিবজায়া সতী॥ ২০৮
সেই যজ্ঞে পূজ্যমান যতেক দেবতা।
না দেখি শিবের অংশ কোপে জগন্মাতা॥ ২০৯
শুনিয়া স্বামীর নিন্দা দারুণ বচন।
জগত জননী-যোগে ত্যজিলা জীবন॥ ২১০
সেই মত সতীর শরীর লয়ে হর।
ভ্রমিলা সকল তীর্থ স্নেহে করি ভর॥ ২১১
বিভোল দেখিয়া হরে প্রভু ভগবান।
সুদর্শনে শরীর করিলা খান খান॥ ২১২
সেই অঙ্গ খসিয়া পড়িল যে যে স্থানে।
মহাসিদ্ধ পীঠ বলে লিখিলা পুরাণে॥ ২১৩
জ্বালামুখে মুখ ধায়, ক্ষীরগ্রামে স্তন।
কামরূপে যোনি, যায় সিদ্ধ যোগিজন॥ ২১৪
যোগে বসি নিশি দিশি ঋষিগণ যায়।
ভূপতি দুর্জ্জয় হইল দেবীর কৃপায়॥ ২১৫
পূর্ব্ব পিতামহ যার পার্ব্বতীর দাস।
যার পুরে পার্ব্বতী পূরেণ অভিলাষ॥ ২১৬
করেছ দেবীর সেবা কায়মন চিত্ত।
জপ তপ যাগ যজ্ঞ জাগরণ নিত্য॥ ২১৭
কনক কুসুমাঞ্জলি মহাবলি লক্ষ।
দান দিতে দেবী হলো ভূপতির পক্ষ॥ ২১৮
তুষ্ট হয়ে অভয়া যাচেন তাঁরে বর।
নত হয়ে কহে রাজা করি যোড় কর॥ ২১৯
কোন কালে তুমি না ছাড়িবে কামরূপ।
এদেশে আসিতে যেন নারে অন্য ভূপ॥ ২২০
তবে যে সবল শত্রু আসে দুরাসদ।
তার প্রতি অলঙ্ঘ্য হইল এই নদ॥ ২২১
তরঙ্গ ত্রাসে যেন ভঙ্গ দিয়া যায়।
এই বর মাগে রাজা বাসুলীর পায়॥ ২২২
কৃপাময়ী কন বাছা দূর কর শঙ্কা।
ব্রহ্মপুত্র হলো সিন্ধু, কামরূপ লঙ্কা॥ ২২৩
অরি এলে ঐরূপ, অপরে আসে সুখে।
অকস্মাৎ এই আজ্ঞা বাসুলির মুখে॥ ২২৪
বুকে যুড়ি যোড় হস্ত লাউসেন রায়।
গোঁসায়ে সুধান পুনঃ ঘনরাম গায়॥ ২২৫

পুনরপি পুটপাণি হয়ে কৃতাঞ্জলি।
তবে যে পেরুবে নদ তার যুক্তি বলি॥ ২২৬
যেরূপে দেউল ভাঙ্গে দেবী দিবে দৌড়।
শুন তার সুযুক্তি, আপনি যাও গৌড়॥ ২২৭
ধর্ম্মপাল রাজার রমণী ধর্ম্মশীলা।
সমুদ্র-কাটারি, ব্রহ্ম-কর-জাপ্যমালা॥ ২২৮
বল্লভা রাণীর স্থানে গত মাত্র পাবে।
কাটারী পরশে জল স্থল হয়ে যাবে॥ ২২৯
তবে বল মহিমে নফর হবে জয়।
রাজার জামাতা হয়ে যাও নিজালয়॥ ২৩০
কামাখ্যা কৈলাসে যাবে কর-জাপ্য দেখা।
না হয় প্রতীতি বল দিয়া যাই লেখা॥ ২৩১
সেন বলে গোঁসাই শুনিনু সব কথা।
এসেছ আমার ভাগ্যে আপনি দেবতা॥ ২৩২
এক কথা অপর কহিতে করি আশ।
ঠাকুর বলেন, বল যত অভিলাষ॥ ২৩৩
সেন বলে প্রভু তবে কবে কৃপা করি।
এ দুই দেবের দ্রব্য বল্লভা সুন্দরী॥ ২৩৪
কোন্ তপে কিরূপে পাইল সীমন্তিনী।
মায়াধারী বলে শুন অপূর্ব্ব কাহিনী॥ ২৩৫
দ্বিজ বলে শুনে রাজা করি যোড় হাত।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুনাথ॥ ২৩৬
পুনরপি পুটপাণি, বলেন বিনয় বাণী,
দ্বিজে ধরি রাজা লাউসেন।
কি হবে ইহার সূত্র, কেবা অই ব্রহ্মপুত্র,
কে আনিল, কোথা বা ছিলেন॥ ২৩৭
সগর রাজার কীর্ত্তি, ভগীরথ হয়ে প্রার্থী,
আনে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হতে।
অভিলাষ করে দাস, ব্রহ্মপুত্র ইতিহাস,
কহিব শুনহ এক চিতে॥ ২৩৮
শুনে সেন শত শত, সাধুবাদ দিল কত,
নদতত্ত্ব করে অচিরাৎ।
মনোহরা এক ধন্যা, দেখি রূপবতী কন্যা,
ব্রহ্মার হইল বীর্য্যপাত॥ ২৩৯
তেজবন্ত ব্রহ্মবীর্য্য, অবনীতে অবতীর্য্য,
তীর্থরাজ কূপরূপী ছিলা।
ব্রহ্মহত্যা মহা পাপ, মাতৃ হত্যা পাপ তাপ,
যার জল পরশে খণ্ডিলা॥ ২৪০

শুন তার পূর্ব্ব কথা, কাটিয়া মায়ের মাথা,
পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞা পালি।
পাপে পূর্ণ কৃষ্ণ কায়, টাঙ্গি নাহি ছাড়া যায়,
তবে তীর্থ ভ্রমিলা সকলি॥ ২৪১
তবু মুক্ত নহে পাপে, হেঁট মাথা মনস্তাপে,
এক বিপ্র গোশালা নিকটে।
থাকিয়া শুনিয়া উক্তি, গাই বংশ মাগে যুক্তি,
কালি বিপ্র বধিব সঙ্কটে॥ ২৪২
অতি উচাটন কালে, রহিতে না পারি বলে,
প্রহারে পরাণ পীড়া মোর।
গাই বলে ত্যজ তাপ, ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ,
ইহাতে নিস্তার নাই তোর॥ ২৪৩
বৃষ বলে, ব্রহ্মকুণ্ডে, কত ব্রহ্মহত্যা খণ্ডে,
পরশ করিবা মাত্র জল।
তা শুনি পরশুরাম, বুঝিয়া সুসিদ্ধকাম,
সেখানে রহিলা মহাবল॥ ২৪৪
প্রভাতে বান্ধিয়া রিস, ছলে বিপ্র বধি বৃষ,
বেগবন্ত ব্রহ্মপুত্র যান।
পাপে পূর্ণ কলেবর, তা দেখিয়া ব্যস্ততর,
দ্বিজবর পিছে পিছে ধান॥ ২৪৫
ব্রহ্মকুণ্ডে দিতে ঝাঁপ, খণ্ডিল বৃষের পাপ,
দেখি করে পরশুরাম স্নান।
খসে টাঙ্গি হাত হতে, মাতৃহত্যা জন্য, যাতে
মহাপাপে পাইল পরিত্রাণ॥ ২৪৬
দোঁহে হৈল নিরাপদ, সেই হ'তে এই নদ,
ভক্তি যুক্ত শক্তিতে অব্যাজে।
বৃষশৃঙ্গে খুঁড়ে মাটি, দ্বিজ টাঙ্গি চোটে কাটি
পৃথ্বী প্রকাশিল তীর্থ রাজে॥ ২৪৭
অশোক অষ্টমী জন্য, স্নানদানে মহা পুণ্য,
প্রসঙ্গে প্রবল পাপ নাশ।
সংক্ষেপে সকল সার, কহিতে শকতি কার,
এই ব্রহ্মপুত্র ইতিহাস॥ ২৪৮
শ্রবণে কীর্ত্তনে মনে, স্মরণে শমন-জনে,
স্বপ্নে দরশনে নাই দায়।
রণে বনে রাজধানে, শত্রু নাশি সুসম্মানে,
পূর্ণমনে কল্যাণে কুলায়॥ ২৪৯
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ২৫০
ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয় পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥ ২৫১
অপুত্রক মহারাজা অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস॥ ২৫২
পূর্ব্বাপর পাটে রাজা ঐ গৌড়পুরী॥
ধর্ম্মশীলা রাণী যার বল্লভা সুন্দরী॥ ২৫৩
বনবাসে আছিল যখন সেই সতী।
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ কৈল রতি॥ ২৫৪
গৌড়পতি তোমার জনম দিলা যায়।
মহারাজ দুই দিব্য দান পেলে তায়॥ ২৫৫
সেন বলে তবে কি বিজন্মা গৌড়পতি।
কিবা দোষে বনবাস বল্লভা যুবতী॥ ২৫৬
দ্বিজ বলে রাণী সতী রাজা সদাশয়।
যার কীর্ত্তি-প্রসঙ্গে প্রবেশে পুণ্যচয়॥ ২৫৭
তবে তার বনবাস দৈবের কারণে।
ত্রিলোকের মাতা সীতা কেন গেল বনে॥ ২৫৮
দেবতা সম্ভোগে কি নারীর পাপ রয়।
ও কথা থাকুক রায়, শুন কাজ যায়॥ ২৫৯
এক দিন গেল রাজা করিতে শীকার।
বল্লভারে ব্রাহ্মণ সেবায় দিয়া ভার॥ ২৬০
আগে অন্ন অযুৎ ব্রাহ্মণে দিবে দান।
কৃষ্ণ পূজি পশ্চাৎ করিবে জলপান॥ ২৬১
অঙ্গীকার করি রাণী পাশা খেলে ভ্রমে।
দেখা দিল দ্বিজ আসি দিবা দুই যামে॥ ২৬২
পাশায় নেশায় চিত্ত নেত্র হইল হারা।
দৈবদোষে ঠেকে গেল ভূপতির দারা॥ ২৬৩
উদর ভরিলে যার অখিল জুড়ায়।
হেন সব ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় পীড়া পায়॥ ২৬৪
যোড় করে দই কলা খই ক্ষীর খণ্ড।
কেহ বলে ভূপতি এমন কেন ভণ্ড॥ ২৬৫
তিন যামে তপন তখন তত্ত্ব নাই।
তাপিত হইল যত ব্রাহ্মণ গোঁসাই॥ ২৬৬
ভূপতি ভবনে এল্যো বেলা অবসানে।
আপন অভাগ্য রাজা দেখিল নয়ানে॥ ২৬৭
অমনি অবনীতলে অবনত হয়।
কাতর হইয়া কিছু করপুটে কয়॥ ২৬৮

অপযশ অশেষ অধর্ম্ম অভাগার।
ক্ষমা কর প্রভু সব মাগি পরিহার ॥ ২৬৯
দয়াশীল ব্রাহ্মণ কুটিল কভু নয়।
সভয় দেখিয়া ভূপে দিলেন অভয় ॥ ২৭০
আপনি সেবিল দ্বিজ হয়ে নিজ দাস।
এই দোষে বল্লভারে দিল বনবাস ॥ ২৭১
কাননে পত্রের কুঁড়ে, এড়ে এল তায়।
কান্দিয়া কাতর রাণী কপাল ধেয়ায় ॥ ২৭২
বনবাসে বিধুমুখী তবু পুণ্য ফলে।
নিতি নিতি যতি সতী অতিথি সকলে ॥ ২৭৩
সেবা করে মহারাণী লয়ে ফল মূল।
পূর্ব্বকথা ভাবিতে নয়ানে বহে জল ॥ ২৭৪
এইরূপে অরণ্যে আছয়ে কত কাল।
দৈবগতি আপনি আইল ধর্ম্মপাল ॥ ২৭৫
এত শুনি ঈষৎ হাসিয়া সেন কয়।
এ বড় অপূর্ব্ব কথা কবে মহাশয় ॥ ২৭৬
ঠাকুর বলেন বলি বসে শুন রায়।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৭৭
এক দিন মৃগয়া করিতে রাজা আসি।
বনে বনে ভ্রমণে মলিন মুখ-শশী ॥ ২৭৮
কুঁড়ের নিকটে এলো তৃষাযুক্ত হয়ে।
মহারাণী বার হলো আসন জল লয়ে ॥ ২৭৯
বিধুমুখী বন্দিল বদনে মধুবাক্।
রাজা বলে যুবতী জীবন মোর রাখ ॥ ২৮০
অন্য অভ্যাগত বলি জেনেছিল রাণী।
সুধাসিক্ত শরীর স্বামীর শব্দ শুনি ॥ ২৮১
আপনি আদরে রাজার পাখালিল পা।
সুগন্ধি চন্দন শ্বেত চামরের বা ॥ ২৮২
জাহ্নবী জীবন-দিল সীতা সদ্য দধি।
স্বামীরে করিতে বশ চিন্তেন ঔষধি ॥ ২৮৩
স্বামীরে শীতল করি করায়ে শয়ন।
বন-বধূগণে কৈল যত বিবরণ ॥ ২৮৪
শুন সবে সুন্দরী স্বামীর সঙ্গ সুখে।
মদনে মাতিলে মধু পিয়ে মুখে মুখে ॥ ২৮৫
নাগরী নাগরে যত নিবড় ন্যপান।
হাতে দিয়া ঔষধি কহিল কত খান ॥ ২৮৬
এই গুঁড়ি অন্নে মাখি দিবে মাসা ছয়।
ভোজনে ভূপতি ভব্য ভুলে যেন রয় ॥ ২৮৭
পড়ে দিয়া কজ্জল নয়ানে দিয়া চাবে।
তার সাক্ষী সহসা তখনি পাওয়া যাবে ॥ ২৮৮
পানের সহিত গুঁড়ি তুলি দিবে মুখে।
রাজা যেন সোহাগে সদাই রাখে বুকে ॥ ২৮৯
এক ছিটা ফেলে দিহ কাপড়ে কিঞ্চিৎ।
নাথ না ছাড়িবে সঙ্গ বাড়িবে পীরিত ॥ ২৯০
এত শুনি ঔষধ লইয়া চলে বাসে।
পরিপাটী রন্ধন করিলা ছয় রসে ॥ ২৯১
ঔষধ মাখিয়া অন্ন হেম-থালে ঢালে।
বাটি বাটি ব্যঞ্জন বেষ্টিত ঝোল ঝালে ॥ ২৯২
অলসে অবশ রাজা সুখে নিদ্রা যায়।
উঠিতে অধর্ম্ম ভাবি প্রকারে চিয়ায় ॥ ২৯৩
চাপিতে চরণযুগ চেয়ে তোলে গা।
রাণী বলে বিনয়ে পাখল প্রভু পা ॥ ২৯৪
পথশ্রমে ভ্রমে আগে না জানে রাজন।
নিজ সীমন্তিনী বুদ্ধি হইল তখন ॥ ২৯৫
প্রবোধ বচন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কালি রামা খণ্ডিব তোমার বনবাস ॥ ২৯৬
তুমি সতী পতিব্রতা আমি ভাল জানি।
তথাপি সহসা অন্ন খেতে নারি রাণী ॥ ২৯৭
চিরদিন তোমারে দিয়াছি বনবাস।
না বুঝি নাবড় লোক গাবে অপভাষ ॥ ২৯৮
ত্রিলোকের জননী জানকী যবে বনে।
সহসা শ্রীরাম তারে না নিলা ভবনে ॥ ২৯৯
মহাপাপী তরি যার নাম করে দীক্ষা।
হেন সীতা নিলা প্রভু করিয়া পরীক্ষা ॥ ৩০০
কালি তোরে অবশ্য লইব নিকেতনে।
এত বলি গেল রাজা বাজী আরোহণে ॥ ৩০১
কান্দিয়া ঔষধ অন্ন ভাসালে গঙ্গায়।
তরঙ্গেতে সাগর সঙ্গম যেয়ে পায় ॥ ৩০২
দেখে অতি অপূর্ব্ব সমুদ্র সমাদরে।
অন্ন খেয়ে ব্যস্ত হৈল বল্লভার তরে ॥ ৩০৩
মনোলোভা বল্লভা বলিয়া শীঘ্র ধায়।
রা[illegible] অঙ্গ উজ্জ্বলে অরণ্য যেয়ে পায় ॥ ৩০৪
মনে করে পতি বিনে নাহি জানে সতী।
এত বলি ধরে ধর্ম্মপালের মূরতি ॥ ৩০৫
বল্লভারে মাগে কোল পাসরিয়া বাহু।
দেখিতে দেখিতে চাঁদে গরাসিল রাহু ॥ ৩০৬

সমাপন সঙ্গমে, সুন্দরী পাইল ভেদ।
প্রাণপতি নয়, কে কাননে দিল খেদ॥ ৩০৭
স্বামীর সংসর্গ-সুখ সম্ভোগ বিফল।
হারা নাই নারীকে সে সব বুদ্ধি বল॥ ৩০৮
মনস্তাপে মহারাণী দিতে চাহে শাপ।
কোমর ধরিয়া কহে কে তুই রে পাপ॥ ৩০৯
পরিচয় না দিলে করিব ভস্মরাশি।
এত শুনি সঙ্কটে শুধা'ল মুখশশী॥ ৩১০
সতীর শাপেতে সত্যে লীলারূপ হরি।
এত ভাবি কহে সিন্ধু নিবেদন করি॥ ৩১১
নিজ পরিচয় বলি, শাপ ত্যজ তুমি।
সূর্য্যবংশে সগর রাজার কীর্ত্তি আমি॥ ৩১২
সমুদ্র আমার নাম দেব-অংশে জন্ম।
আমার পরশে নাই তোমার অধর্ম্ম॥ ৩১৩
কর্ম্মফলে পেলে ধর্ম্মপালের মুরতি।
বড় ভাগ্য তোমার আমার সনে রতি॥ ৩১৪
যুধিষ্ঠির আদি দেখ পাঁচ সহোদরে।
দেবতা জন্মা'ল সতী কুন্তীর উদরে॥ ৩১৫
কেন বা সংসারে তারে করে ধন্য ধন্য।
বড় ভাগ্যবতী তুমি নাহি ভাব অন্য॥ ৩১৬
এত শুনি সুন্দরী লোটান ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিয়া কিছু বলে॥ ৩১৭
অপরাধ অশেষ করিবে মোরে ক্ষমা।
সিন্ধু বলে দিনু বর হইবে সিদ্ধকামা॥ ৩১৮
তোর গর্ভে জন্ম নিল গৌড়ের ঠাকুর।
স্বামীর সৌভাগ্য হবে, দুঃখ যাবে দূর॥ ৩১৯
দুই দিব্য অপর তোমারে দিনু দান।
ব্রহ্মকরজাপ্য মালা নিজ খড়্গ খান॥ ৩২০
কাটারী পরশে টুটে প্রলয়ের জল।
পার্ব্বতী পূজায় লাজে মালার এ ফল॥ ৩২১
এত বলি তিরোধান হইল সাগর।
রাণীকে আনিল রাজা করি সমাদর॥ ৩২২
এত দূরে এ সব প্রসঙ্গ হইল সায়।
গুরুপদ ভাবি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ৩২৩
অতঃপর ঈষৎ আপনি কর শ্রম।
উপায়ে যে হয় তায়, কি কাজ বিক্রম॥ ৩২৪
আপনি অখিল-পতি সিন্ধু বন্ধ করি।
পার হয়ে সবংশে সংহার কৈল অরি॥ ৩২৫
কিছু কিন্তু মনে পড়ে সে সকল কথা।
যোগ-বলে জানি যত যুগের বারতা॥ ৩২৬
শুনে শুনে সেনের শিহরে সব তনু।
ধ্যান বলে জানিলা ব্রাহ্মণ বীরহনু॥ ৩২৭
মায়াধারী মল্লগুরু মহাশয় মোর।
প্রভু বট বলি, অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ ৩২৮
হনু বলে হ'তে পারি রামের কিঙ্কর।
উঠ বাপু লাউসেন রঞ্জার কুমার॥ ৩২৯
আকুল তোমার লাগি অখিলের নাথ॥
এত বলি অঙ্গেতে বুলান বজ্র হাত॥ ৩৩০
কয়ে গেছি এককালে মনে কিছু আছে।
ডাকিলে কাতর হয়ে দেখা পাবে কাছে॥ ৩৩১
কোন কালে আমার বচন নাহি নড়ে।
চিন্তা নাই অনায়াসে পার হইবে অড়ে॥ ৩৩২
এত শুনি পদতলে ভূপতি লোটান।
আশীর্ব্বাদ করি বীর হলো তিরোধান॥ ৩৩৩
ডোমগণে বিশেষ কহিলা সব রায়।
কালুকে কহিলা মোর গৌড় বিদায়॥ ৩৩৪
সায় দিলা বীর কালু কর করি যোড়া।
ধর্ম্মপদ স্মরি রাজা আরোহিল ঘোঁড়া॥ ৩৩৫
চঞ্চল চরণ চারি চতুর চলনি।
হ্রেষণি জানায়ে ঘোঁড়া যুড়িল ফান্দনি॥ ৩৩৬
চরণ ইড়ুকি দিতে চলে ইসারাতে।
অবনী এড়িয়া উঠে আকাশের পথে॥ ৩৩৭
ঘোঁড়া বলে রায় হে রিকাবে রাখ পা।
পার হব নদ নদী নাহি চাব না॥ ৩৩৮
সেন বলে অবেত দিগুণ দিব দানা।
বেলা অবসানে পাইল গৌড়ের থানা॥ ৩৩৯
রজনীযোগেতে রায় প্রবেশে রমতি।
রাজাকে না দেখা দিব ভাবিল যুকতি॥ ৩৪০
রাজা সম্ভাষিতে পাত্র না জানি কি বলে।
এত ভাবি উপনীত মাসীর মহলে॥ ৩৪১
আনন্দে বন্দিলা আসি মাসীর চরণ।
আশীর্ব্বাদ করি মাসী জিজ্ঞাসে কারণ॥ ৩৪২
কামরূপে সাজে সেনা শুনে পাই ভয়।
সেন বলে মাসী গো কহিতে নাহি ভয়॥ ৩৪৩
তোমার শাশুড়ি বুড়ি কৃপাদৃষ্টে চায়।
ব্রহ্মপুত্র নদ তবে অড়ে পার যায়॥ ৩৪৪

বারে বারে বিবরে বলিতে লাজ বাসি।
চল চল সেইখানে সব কব মাসী॥ ৩৪৫
এত শুনি গেলা রামা শাশুড়ি সদনে।
মাসী-পোয়ে প'ড়ে দোঁহে বল্লভা চরণে॥ ৩৪৬
আশীষ করিয়া রাণী এসো এসো বলে।
মা বাপ তোমার বাপু আছেন কুশলে॥ ৩৪৭
সেন বলে আপনি ঠেকেছি দৈববন্ধে।
তোমার আশীষে তাঁরা আছেন আনন্দে॥ ৩৪৮
রাণী বলে কি কারণে কও কি বিশেষ।
সেন বলে মেসো দিলা মহিমে আদেশ॥ ৩৪৯
থাকুক কাঙুর গড় জিনিবার দায়।
বেগবন্ত ব্রহ্মপুত্র পেরান না যায়॥ ৩৫০
ব্রহ্মকরজাপ্যমালা সমুদ্র-কাটারী।
তুমি দিনে সঙ্কট-সাগরে তবে তরি॥ ৩৫১
রাণী বলে এ তত্ত্ব আপনি পেলে কোথা।
সেন বলে উপদেশ দিলেন দেবতা॥ ৩৫২
শুনিয়া আদরে রাণী দুই দিব্য দিলা।
হাতে লয়ে লাউসেন আনন্দে বন্দিলা॥ ৩৫৩
বিদায় হইল বন্দি ভল্লভার পা।
রাণী ভানুমতী বলে রক্ষা কৈলে মা॥ ৩৫৪
মাসীর মন্দিরে রাত্রি রহে তিনপর।
বন্দিয়া বন্দিত-জনে বান্ধিল কোমর॥ ৩৫৫
জয় ধর্ম্ম বলিয়া সওয়ারি হইল রায়।
দেখিতে দেখিতে বাজী বেগবন্ত ধায়॥ ৩৫৬
আসিতে আসিতে আসে ব্রহ্মপুত্র তীর।
ডোমগণ বিস্ময় বিশেষ কালুবীর॥ ৩৫৭
সেনে করে আদর আনন্দে নাহি ওর।
কাড়া পাড়া মৃদঙ্গ মাদল শব্দ জোর॥ ৩৫৮
কাটারি পরশে হইল জানু মাত্র জল।
লাউসেন বলে ধন্য দেবতার বল॥ ৩৫৯
ব্রহ্মপুত্র পেরুয়ে প্রভাতে দিল থানা।
ব'সে যুক্তি কিরূপে কাঙুরে দিব হানা॥ ৩৬০
বেড়ে বৈসে ডোমগণ চড়া দিয়া চাপে।
আপনি বসিলা রাজা মহাবীর দাপে॥ ৩৬১
সম্মুখে বান্ধিয়া বাজী ধরাণ জোগায়।
পালা সাঙ্গ সঙ্গীত সম্প্রতি হৈল সায়॥ ৩৬২
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি ভগবান্।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥৩৬৩

পঞ্চদশ সর্গ।

কামরূপ যুদ্ধ।

লাউসেন মহামতি সমরে সুধীর।
কামরূপ মহীমে মোকাম কৈল বীর॥ ১
কালু সঙ্গে সুযুক্তি জিনিব যেয়ে যায়।
বীর বলে বিনয় বচন শুন রায়॥ ২
সেজে যেতে সহরে সহসা করি মানা।
বসে কর বিরাজ, শাখাকে সঁপে থানা॥ ৩
আজ্ঞাকর আগে আমি আসি একবার।
জ্ঞাত হয়ে গলি গালি গড়ের দুয়ার॥ ৪
মনে করি মায়াধারী ব্রহ্মচারী হই।
মালার মহিমা-বল আগে বুঝে লই॥ ৫
অন্য রূপে যেতে নারি ঘাটে ঘাটে থানা।
রাজার হুকুম নাই যতি যেতে মানা॥ ৬
মায়া-বলে বীর হনু ব্রহ্মচারী বেশে।
লঙ্কায় অশোক-বনে ভুলালে রাক্ষসে॥ ৭
প্রতাপে পশ্চাৎ পুরী কৈল লণ্ড ভণ্ড।
স্বর্ণপুরী পোড়ালে কাঁপালে দশ মুণ্ড॥ ৮
মায়াধারী শ্রীহরি অর্জ্জুন আর ভীম।
জয় কৈল জরাসন্ধ রাজার মহীম॥ ৯
পার হয়ে সাগর প্রথমে পরাৎপর।
প্রভু কেন অঙ্গদে পাঠায়ে দিল চর॥১০
রাজারে বিহিত নীত ক'ব দুই চারি।
কি কাজ কোমর বেন্ধে, যদি মাগে হারি॥ ১১
না শুনে বচন যদি বাড়ায় বিবাদ॥
কেবল কালুকে সেই কত পরমাদ॥ ১২
দেবীকে করিব স্তুতি লোটায়ে অচলা।
কৃপা না করিলে পিছে আছে এই মালা॥ ১৩
দেখিলে দেউল ছেড়ে দেবী দিবে ধাই।
তবে সে বসিব গড়ে রণ-সাজে যাই॥ ১৪
কপূ'রধলে বেন্ধে আনি তোমার সমাজ।
সেন বলে বীর তবে অনুচিত ব্যাজ॥ ১৫
শুনি সেনে শত শত করিয়া প্রণাম।
মায়াধারী ব্রহ্মচারী হলো অনুপাম॥ ১৬
কুশাসন কোশা কুশি কুশ কমণ্ডলু।
বাবছাল নখকেশ বেশধারী কালু॥ ১৭

করে ব্রহ্মকরজাপ্য তনু মরকত।
দেখে সভাসদ সবে করে দণ্ডবত ॥ ১৮
গড়ে গড়ে থানায় রক্ষক যত জন।
প্রণাম করিয়া ছাড়ে পরিসর গণ ॥ ১৯
প্রবেশ করিয়া পুরী চেয়ে দেখে ঠাট।
সুচারু চত্তর কুলি পরিসর বাট ॥ ২০
ঘরবাড়ী ঘটনা সকল সৌধময়।
কত ঠাঁই দালান দেউল দেবালয় ॥ ২১
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোটা মন্দিরে সহর শোভা পায় ॥ ২২
রাজদূত মাহুত রাহুত যূথে যূথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত ॥ ২৩
কত ঠাঁই হাতী ঘোড়া উট গাড়ি থানা।
কালু বলে কিরূপে কাঙুরে দিব হানা ॥ ২৪
আপনি একক তায় হেতের বিহীনে।
বুঝি বড় বিধাতা বিমুখ এত দিনে ॥ ২৫
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সবাকার পাশে।
সেনের সাক্ষাতে মোর শক্রে পাছে হাসে ॥ ২৬
লঙ্কার সমান দেখি দুর্জ্জয় কাঙুর।
ঈষৎ কালুর বুক করে দূর দূর ॥ ২৭
মাঙ্গার মহিমা বুঝে মনে ত্যজি ভয়।
কামাখ্যা কৈলাস গেলে কা হতে কি হয় ॥ ২৮
যে হয় সে হয় আজি সংগ্রামে একক।
পরাণ হারাই কিম্বা রেখে যাই সক ॥ ২৯
এত ভাবি চলে কালু অনুপম গতি।
কেহ কেহ ধার্ম্মিক সাধক এই যতি ॥ ৩০
কেহ কেহ কহে এই পরম পুরুষ।
মহী-মাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥ ৩১
জিজ্ঞাসিল দেবীর দেউল কতদূর।
সবে বলে আগে দেখ, ঐ যাও ঠাকুর ॥ ৩২
ভ্রমিয়া সহর গড় শেষে আসি বীর।
ব্রহ্মপুত্র ধারে পাইল দেবীর মন্দির ॥ ৩৩
রঘুবীর চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৪
আসিয়া ঈশ্বরী-আগে ধরণী লোটায়।
প্রণাম করিয়া কহে পার্ব্বতীর পায় ॥ ৩৫
তুমি জয়া জগত জননী জয়চণ্ডী।
উদ্ধারিলে অমরে অসুর-দর্প খণ্ডি ॥ ৩৬
যদুনাথে যখন যমুনা কৈলে পার।
লঙ্কায় করেছ প্রভু-রামের উদ্ধার ॥ ৩৭
হনুমানের হাতে হাতে পুরী স্বর্ণময়।
সঁপে গেলে কৈলাসে রামের হইল জয় ॥ ৩৮
ধর্ম্মের সেবক শুদ্ধ লাউসেন রায়।
কামরূপে সেজে এলো রাজার আজ্ঞায় ॥ ৩৯
অনুকূল ঈশ্বরী আপনি হবে মা।
জয় হলে সংগ্রামে সেবিব রাঙ্গা পা ॥ ৪০
দিবসেক পুরী যদি ছাড় ভগবতী।
কলিকালে থাকে ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি ॥ ৪১
এত শুনি ক্রোধ কৈল ভকত-বৎসলা।
তবে বীর বারি করে বিধাতার মালা ॥ ৪২
দেউল দুয়ার দেশে দেবীর সম্মুখ।
করজাপ্য দেখাইতে ঈশ্বরী হেঁটমুখ ॥ ৪৩
দুয়ার চাপিয়া বসে দ্বীপিচর্ম্ম পেড়ে।
মালা দেখি দেউল ভেঙ্গে দেবী গেল ছেড়ে ॥ ৪৪
ভাঙ্গিয়া পড়িতে চূড়া চমৎকার পড়ে।
প্রমাদ পড়িল বড় কাঙুরের গড়ে ॥ ৪৫
শব্দ শুনি সকল সহর হুলস্থুল।
ভূপতি ভাবিল ভয়, ভাঙ্গিতে দেউল ॥ ৪৬
নির্ঘাত শবদে কেহ বজ্রাঘাত কয়।
হুতাশে হুট্টরে কেহ দিশাহারা হয় ॥ ৪৭
ভয় পেয়ে ভাবে সবে ভবানীর পা।
রাজা বলে বুঝি বা বিমুখ হলো মা ॥ ৪৮
দূতে আজ্ঞা দিল আগে ঈশ্বরীর স্থান।
সহরে সত্বরে সত্য সমাচার আন্ ॥ ৪৯
শুনি সবে সর্ব্বাণী সদনে শীঘ্র ধায়।
অদ্ভুত আকার বেশ বীর দেখা পায় ॥ ৫০
মালার মহিমা বুঝি মত্ত মহাবীর।
আনন্দে নাচিছে বেড়ে দেবীর মন্দির ॥ ৫১
হেন কালে এল যত কোটালের ঠাট।
দেখিয়া কুপিল কালু, নিবারিল নাট ॥ ৫২
দেখিল দেউল ভাঙ্গা দেবী নাই ঘরে।
দাঁড়ায়ে কোটাল সব অনুমান করে ॥ ৫৩
ভেকধারী ভূতলে, ভূতকে এই ভণ্ড।
প্রমাদ পেড়েছে পুরী কৈল লণ্ডভণ্ড ॥ ৫৪
আগে কয় কেমন গোসাই তুমি কে।
বীর বলে আগু এসে পরিচয় নে ॥ ৫৫

কপূ'র ধল রাজার কেবল আমি কাল।
এত শুনি কোপে কিছু কহিছে কোটাল ॥ ৫৬
বেশ দেখি বিমল বিশেষ এত সই।
বীর বলে তেমন ভিক্ষুক আমি নই ॥ ৫৭
জানিবে যেমন হন প্রবেশিয়া লঙ্কা।
জন্মা'ল রামের দূত, রাবণের শঙ্কা ॥ ৫৮
তার শিষ্য সংসারে বিজয়ী লাউসেন।
কাঙুর জিনিতে আইল করি শুভক্ষেণ ॥ ৫৯
মোকাম করিল রাজা ব্রহ্মপুত্র ধারে।
কপূ'রধলে বেন্ধে নিতে পাঠাইলে মোরে ॥ ৬০
সেনের নফর আমি নাম মোর কালু।
কাজে পাবি পরিচয়, কথাগুলা আলু ॥ ৬১
মায়াধারী ব্রহ্মচারী বেশ যে কারণে।
বুঝিবে দেউল ভাঙ্গা দেবীর গমনে ॥ ৬২
এখন রাজাকে তোর বুঝাগে বিশেষ।
কর দিয়া রাজায় রাখুক নিজ বেশ ॥ ৬৩
নতুবা লঘুতা হবে লয়ে যাব বেন্ধে।
শুনি কোপে কুটিল কোটাল কয় ফেন্দে ॥ ৬৪
মাথার উপরে কেবা ধরে দুটা মাথা।
এদেশে অপর আসি ধরাইবে ছাতা ॥ ৬৫
লোম বিনে নাপিত বেড়ায় কুলি কুলি।
অভার কান্ধে সবা মলো মাথার কান্ধে ঝুলি ॥ ৬৬
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
লম্পট ভূতলে বেটা করে দেখ তোরা ॥ ৬৭
পালারে পারাণ নয়ে পাপী উদাসীন।
বীর বলে তোতোকে তালাক তিন তিন ॥ ৬৮
পরাণ থাকিতে তুই ক্ষমা যদি দিস্।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস্ ॥ ৬৯
কহিতে কহিতে কালু দিলেন দাদাল।
ঘনরাম ভণে ধর্ম্ম সঙ্গীত-রসাল ॥ ৭০

বেশ ছাড়ি বীর দাপে কোপে তাপে তেড়ে।
ঝাঁটীনাড়া দিয়া নিল ঢাল খাঁড়া কেড়ে ॥ ৭১
চমৎকার পড়িল চৌদিকে ধাওয়া ধাই।
বাজে ঘোড়া কাড়া সিঙ্গা টমক টেমাই ॥ ৭২
সাড়া শুনি শীঘ্র সবে সমরে তৈনাত।
মজুত অযুত যূথ জুঝে হাতে হাত ॥ ৭৩
এক চাপে রোষে যত কোটালের ঠাট।
দামালে দুহাতে কালু জুড়ে এল কাট ॥ ৭৪
আপনা পাসরে রণে কোটালের সেনা।
সাহসে কালুর সনে রণে দিল হানা ॥ ৭৫
ঝুপ ঝাপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলি শর।
ঢাল খাঁড়া বীর কালু বায়ে করে ভর ॥ ৭৬
চৌদিকে চাপিয়া গুলি গাজে দুমাদুম্।
সামালি সমরে সেনা হানে দামদুম্ ॥ ৭৭
মণ্ডুক-মণ্ডলী মাঝে মত্ত যেন সর্প।
কুঞ্জর-নিকরে যেন কেশরীর দর্প ॥ ৭৮
সেইরূপে সেনা মাঝে বীর বান্দে রিষ।
হাঁফালে হুঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ ॥ ৭৯
ঝন্ ঝান ঝাঁকে খাঁড়া টন্ টান্ টাঙ্গি।
ঠন্ ঠান্ পড়ে মাথা পাগ বান্ধা রাঙ্গি ॥ ৮০
শন্ শান্ শুনি শুধু শরের শবদ।
একা কালু এক লক্ষ রণে বিশারদ ॥ ৮১
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায় ॥ ৮২
কাটা যেতে তখনি ত্রিভাগ হয় তনু।
যেবা ছিল অর্দ্ধেক মরিল তার অনু ॥ ৮৩
হাত পা কেটেছে কারো অর্দ্ধ শির কাণ।
আঁতটা বেরুল কারু, কেহ খাবি খান ॥ ৮৪
বীরের বিক্রমে কেহ নাহি বান্ধে বুক।
কেহ বলে এতকালে ভবানী-বিমুখ ॥ ৮৫
তরাসে তরল কারু গায়ে এল তাপ।
হুতাশে হুঁট্‌রে কেহ বলে বাপ বাপ ॥ ৮৬
সবে খেলে বিরাড় বীরের খেয়ে তাড়া।
প্রমাদে পালালো সবে ফেলে ঢাল খাঁড়া ॥ ৮৭
কেহ বা কাতর হয়ে দাঁতে করে কুটা।
কেহ কেন্দে ছেন্দে ধরে বীরের পা দুটা ॥ ৮৮
কোটালে কাতর দেখে কালু কৃপাবান্।
পশ্চাতে পালালো সবে হাতে করে প্রাণ ॥ ৮৯
রাজার হুজুরে হয়ে শিরে হানে ঘা।
বিবরণ বলিতে বদনে বাধে রা ॥ ৯০
রাজা বলে ভয় হেতু হয়েছে হুতাশ।
দেহ চুয়া চন্দনাদি চামর বাতাস ॥ ৯১
আজ্ঞা মত সেবিতে হইল সচেতন।
ভূপতি সুধান তারে যতেক কারণ ॥ ৯২
যোড় হাতে কোটাল কহিছে সবিনয়।
মজুত অযুত-সেনা রণে হলো ক্ষয় ॥ ৯৩

এক বেটা ব্রহ্মচারী মায়াধারী ভোজ।
মিছা খায় ক্ষীর খণ্ড খই কলা রোজ ॥ ৯৪
বাড়া বাড়া বিরূপ বচন বেটা বলে।
কামরূপ মহীম জিনিব বলে ছলে ॥ ৯৫
কেবা জানে লাউসেন ময়নাতে ঘর।
সেন কি সাধিতে চায় কাঙুরের কর ॥ ৯৬
ভেকধারী ভুতুলে বেটা তার নিজ দাস।
সমরে সকল সেনা করিল বিনাশ ॥ ৯৭
যেরূপ বিরূপ বলে বলা নাহি যায়।
রাজা বলে বিধাতা বিমুখ বুঝি তায় ॥ ৯৮
কোপে তাপে কর্পূরধবল কালিকার সুত।
যুগান্তের যম যেন দেখিতে অদ্ভুত ॥ ৯৯
সঘনে কম্পিত অঙ্গ, পাসরে আপনা।
শত শত নয়নে নিকলে অগ্নিকণা ॥ ১০০
সেনের সহিত সদ্য শমন সদনে।
পাঠায়ে পার্ব্বতী-পদে পূজা দিব রণে ॥ ১০১
তখন কোটাল কহে সমাচার মূল।
দেবীর দর্শন নাই, ভেঙ্গেছে দেউল ॥ ১০২
হুলস্থূল সহর শুনিয়া সেই শব্দ।
এত অমঙ্গল শুনি রাজা হইল স্তব্ধ ॥ ১০৩
অর্জ্জুন ভারত-ভূমে ছিলা মহাশূর।
গোবিন্দ গোলক যেতে গর্ব্ব গেল দূর ॥ ১০৪
সুরাসুর ত্রিলোক জিনিল রক্ষপতি।
যাবত লঙ্কায় তার ছিল ভগবতী ॥ ১০৫
ভবানী ছাড়িতে পুরী হইল লণ্ডভণ্ড।
কেবা নিল সম্পদ সে সব ছত্রদণ্ড ॥ ১০৬
ভাবিতে ভাবিতে ভয় শরীরে সান্ধায়।
দেবী-পদ ভাবি কান্দে কর্পূরধবল রায় ॥ ১০৭
কাতর কিঙ্করে ছেড়ে কোথা গেলে মা।
কি পাপে না পাই দেখা পরিসর পা ॥ ১০৮
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে বহে লোহ।
প্রবোধে পণ্ডিত সব পরিহর মোহ ॥ ১০৯
কোন কালে কামাখ্যা না ছাড়িবে কাঙুর।
পুরাণে পেয়েছি তার প্রমাণ প্রচুর ॥ ১১০
বুক-বান্ধ বিপদে বিবাদ বৃথা কেনে।
মনে লয় শুভ সাক্ষী শীঘ্র সাজ রণে ॥ ১১১
এত শুনি সাহসে সত্বর কোপবান্।
কর্পূরধবল রাজা সাজে কবিরত্ন গান ॥ ১১২

ললিত ছন্দ।

সাজিতে সেনাপতি, আদেশে নরপতি,
কোপে তাপে তা দেয় গোঁফে।
ঝিকি ঝিকি ঝিক্কই, ফিকি ফিকি ফিক্কেই,
অসিটা উভু উভু লোফে ॥ ১১৩
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
রিপুগণ কম্পিত ডরে।
অরাতি পুরী মাঝ, সঘনে সাজ সাজ,
নিশানে নকীব ফুকারে ॥ ১১৪
বাজে রণ-দুন্দুভি, কম্পয়ে সুর-ভুবি,
দুড় দুড় দুড়ুম্, গোলা গাজে,
শুনি রণ ডিগ ডিগ, চমকে দশদিগ,
বিবিধ বসনে বীর সাজে ॥ ১১৫
কোমর কড়াকড়ি, কসিয়া তড়বড়ি,
তুরঙ্গী তুরগ তৈনাতে।
বারণে বীরবর, যমদূত দোসর,
চমকিত চাপি চলে তাতে ॥ ১১৬
জোড়া কাড়া খঞ্জর, জাঠি ঝকড়া শর,
সাঙ্গি শেল পরিমল চাপ।
ধাওয়াধাই ধরাতলে, অনুচর দল-বলে,
ধাইল ছাড়ি বীর দাপ ॥ ১১৭
দামামা দড়মসা, ধাঙসা ধাঙ ধাঙসা,
ভাঙ ভাঙ রণসিঙ্গা বাজে।
বেষ্টিত গজ বাজী, অষ্ট অযুত তাজী,
ভূপতি চলিল গজরাজে ॥ ১১৮
তড়বড়ি গমনে, খুর-ধূলি গগনে,
ভুবনে একাকার ময়।
আচ্ছাদে রবি-পথ, দিশায় না চলে পথ,
রপটে রিপু ভাবে ভয় ॥ ১১৯
ভূপতি গজরাজে, গভীর গভীর গাজে,
করিবর আগে আগে যায়।
ঢালি চঞ্চল চলে, ঢালি পা'ক ফরিকালে,
ধর্ ধর্ বলি বেগে ধায় ॥ ১২০
বড় গোলা বন্দুক, দুড় দুড় দশ মুখ,
চকিতে চমকিত শেষ।
অবনী টল টল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥ ১২১

মার মার কাট কাট, বলিয়া যত ঠাট,
কালুবীরে ধরিতে ধায়।
কালু রণ-সিংহজ, দরপ দিগ্‌গজ,
দৃক্‌পাত নাহি করে তায়॥ ১২২
আসিয়া চৌবেড়ে, জাঠি ঝগড়া এড়ে,
কোপে কালু করে বীর দর্প।
যথা গিরি-শিখরে, হরি-করি-নিকরে,
শালুর সম্মুখে যেন সর্প॥ ১২৩
বারণ ঘনঘটা, তরল তড়িত ছটা,
ধারাসম বরিষে গুলি তীর।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ, সঙ্গীত বিরচন,
যার জীবন রঘুবীর॥ ১২৪
মার্ মার্ কাট্ কাট্, চৌদিগে চোট পাট,
চালিয়া চঞ্চল ঢাল।
বীর বান্ধি রিষ, দশ বিশ ত্রিশ,
হানিছে মারিয়া হাঁফাল॥ ১২৫
শর শেলগুলি, আথালি পাথালি,
সামালে সমরে কালু।
সেনাগণে হানে, যেমন কৃষাণে,
কাটে কলা ওল আলু॥ ১২৬
মাহুতের মুড়, মাতঙ্গের শুঁড়,
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া, জড়াইয়া ঘোড়া,
ঘোড়া সনে রণে লোটে॥ ১২৭
তবু অকাতর, নৃপতি লস্কর,
দুষ্কর সাহস করে।
অতি আঁটা আঁটী, করে কাটা কাটী,
কালুর সঙ্গে সমরে॥ ১২৮
একাকার ধূম, দুড়ুম্ দুড়ুম্,
শব্দে ছোটে বড় গোলা।
রাজা বলে মার্, কামানে বেটার,
হাড় মাস কর্ রতি তেলা॥ ১২৯
হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে, শার্ঙ্গী শেল রাখে,
ঝপ ঝাপ রাখিছে শর।
তীর গুলি আদি, ঢালেতে সমাধি,
বীর বায়ে করে ভর॥ ১৩০
সেনা সব সাথে, দাদালি দু হাতে,
কালু করে কাটাকাটী।
বীর দম্ভে লম্ফে, নৃপতির অম্ফে,
কম্পে কাঙুরের মাটী॥ ১৩১
শরের নিশান, শুনি শন্ শান্,
ঝন্ ঝান্ ঝাঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টুন টান্, হানিছে ঠন্ ঠান্,
সেনাগণে দিয়া তাড়া॥ ১৩২
রাহুত মাহুত, হানিছে যুথে যুথ,
শ্রীযুক্ত কালু খণ্ডাতি।
ছাড়ে সিংহনাদ, শুনি পরমাদ,
হুতাসে হুটারে হাতী॥ ১৩৩
বীর যমরাড়, বুঝিয়া বিরাড়,
বিপদে না বান্ধে বুক।
সবে দিল; ভঙ্গ, যেমন ভুজঙ্গ,
বিনতা-সুত সম্মুখ॥ ১৩৪
পিছে ফেলি ঢাল, পালাতে ভূপাল,
হাঁফাল মারিয়া বীর।
একই রপটে, ভূপতির জটে.
ধেয়ে ধরে কালু বীর॥ ১৩৫
বিরাটের দ্রোহে, দক্ষিণ গোগৃহে,
নৃপতি সুশর্ম্মা বীরে।
জিনিয়া মহিম, হাতে গলে ভীম,
বেন্ধে দিল যুধিষ্ঠিরে॥ ১৩৬
সেইরূপ বলে, রাজা কর্পূরধলে,
হাতে গলে নিল বেন্ধে।
ধনুকের হুলে, কান্ধে লয়ে চলে,
সব শোকাকুল কেন্দে॥ ১৩৭
সেনে আসি বীর, নোয়াইল শির,
কহে লহ কর্পূরধলে।
শুনিতে আনন্দ সেন শরবন্দ,
বীরে দিয়ে ধন্য বলে॥ ১৩৮
জ্ঞান গম্যচিত, শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত,
দ্বিজ ঘনরাম ভাষে।
গানে নিরমল, বাঞ্ছা সিদ্ধ ফল,
স্মরণে পাতক নাশে। ১৩৯
অধোমুখে ভূমে পড়ে রাজা কর্পূরধল।
উপজে সেনের দয়া শরীর কোমল॥ ১৪০
কালু কহে মহারাজা দিবে নাহিঁ ছেড়ে।
বড় দুঃখ দারুণ দিয়াছে ভেড়ের ভেড়ে। ১

এত শুনি সবিনয়ে সেনের সম্মুখ।
কাতর হইয়া কহে কাঙুরের ভূপ ॥ ১৪২
যা ছিল ফলিল দুঃখ আমার ললাটে।
রাখ রায় বিষম বন্ধনে বুক ফাটে ॥ ১৪৩
যে কিছু করিবে আজ্ঞা নবে অন্য মত।
বীর কালু বলে আগে নাকে দাও খত ॥ ১৪৪
দয়াশীল সেন কহে না বলো নিঠুর।
বীর কালু রাজার বন্ধন করে দূর ॥ ১৪৫
ঘুচাইয়া বন্ধন সম্ভাষে দুই জন।
লাউসেন বলে শুন শুন হে রাজন্ ॥ ১৪৬
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে।
ইন্দ্র কেন বন্দী হলো রাবণের ঘরে ॥ ১৪৭
দুর্য্যোধন সম কে সংসারে ধরে গর্ব্ব।
তবে কেন তারে বেন্ধে লইল গন্ধর্ব্ব ॥ ১৪৮
দৈবগতি দশাদোষ নিদারুণ দুঃখ।
জরাসন্ধ কারাগারে কতেক ভূভুখ ॥ ১৪৯
থাকুক সে সব শুন শেষ সমাচার।
এই ভূমে ভোগ ছিল কতেক রাজার ॥ ১৫০
কত কত যুগে যুগে যত মহাতেজা।
সম্প্রতিক এই কালে কত হলো রাজা ॥ ১৫১
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ কুরু মহাবল।
উগ্রসেন আদি ধন্য পরিক্ষীত নল ॥ ১৫২
স্বর্গে গেল সবাই পালিয়া বসুমতী।
অবনী-মণ্ডলে এবে রাজা গৌড়পতি ॥ ১৫৩
প্রতাপে যতেক দেশ জয় করি ভূপ।
আজ্ঞা দিল আমারে জিনিতে কামরূপ ॥ ১৫৪
কাগজে বুঝিয়া আন কাঙুরের কর।
লিখে দেহ জয়পত্র ফিরে যাই ঘর ॥ ১৫৫
এত শুনি কন কিছু রাজা কপূ্রধল।
বুঝেছি বিশেষ যত ভূপতির বল ॥ ১৫৬
বাহু বলে অর্জ্জুন বিজয়ী দেশে দেশে।
এ দেশে আসিয়া কেন ফিরে গেল শেষে ॥ ১৫৭
কাঙুর কেবল জান কৈলাস বিশেষ।
তুমি ভক্তজন তেঁই করেছ প্রবেশ ॥ ১৫৮
অথবা আমার ভাগ্য আছিল অধিক।
পুরট পঙ্কজ-হারে গাঁথিব মানিক ॥ ১৫৯
কি কব করের কথা জয়পত্র লিখে।
সঁপিনু সকল হৃষ্ট সদাশয় দেখে ॥ ১৬০

কলিঙ্গ কুমারী কন্যা কুল-কমলিনী।
গুণবতী সুলক্ষণা ভুবনমোহিনী ॥ ১৬১
কাঁচাসোণা শরীর শরৎ শশিমুখী।
তুমি হইলে জামাতা সংসারে হই সুখী ॥ ১৬২
আজ্ঞা পেলে দান করি গুণবতী বালা।
বীর কালু বলে তবে দেহ বরমালা ॥ ১৬৩
সেনের স্মরণ হলো হনর ভারতী।
সবার সরস বুঝি দিল অনুমতি ॥ ১৬৪
তবে রাজা মালা দিলা আনন্দে বিভোল।
নত হয়ে জামাতা শ্বশুরে দিলা কোল ॥ ১৬৫
ডোমগণ তখন নোয়াল আসি শির।
মোর দোষ মাপ কর বলে কালু বীর ॥ ১৬৬
রাজা বলে ধরণী ধরেছে তোমা ধন্য।
বিপদে বান্ধব তুমি বীর অগ্রগণ্য ॥ ১৬৭
করেছ লুনের কর্ম্ম প্রভু আজ্ঞা পালি।
শুনি বুকে বীর কালু করে কৃতাঞ্জলি ॥ ১৬৮
তবে সবে বসিল পরম প্রীতি পেয়ে।
সেন কৈল সঙ্কেত কালুর পানে চেয়ে। ১৬৯
চাহিতে বুঝিল কালু সুচতুর-রাজ।
নৃপে কহে শুভ কর্ম্মে আর কেন ব্যাজ ॥ ১৭০
শুভক্ষণ করি রাজা দান কর ঝি।
কপূরধল বলে তাহে অন্য মত কি ॥ ১৭১
আগে কিন্তু বারেক বাড়িতে হৈতে আসি।
অনুচিত এখানে সহসা শেষ ভাষি। ১৭২
সঙ্কেত কহেন কালু আমি যাই সঙ্গে।
সেন বলে অনুচিত এত মান ভঙ্গ। ১৭৩
চতুরে চতুরে কথা চক্ষে চক্ষে চেয়ে।
ভূপতি বিদায় হলো মহা প্রীতি পেয়ে। ১৭৪
প্রবেশ করিতে পুরি উঠে জয় ধ্বনি।
আনন্দে বিভোল সবে হলো দেখি শুনি। ১৭৫
যেখানে বসিয়া রাণী কলিঙ্গা সহিত।
সেইখানে মহারাজ হৈল উপনীত। ১৭৬
আনন্দে বিভোলা রাণী নিরখিয়া ভূপে।
রাজা বলে শুন প্রিয়া এসেছি যেরূপে। ১৭৭
শুনগো কলিঙ্গা বাছা বিবরিয়া বলি।
আজ্ঞা কর, বলে বালা, হয়ে কৃতাঞ্জলি। ১৭৮
মায়ে ঝিয়ে বসে শুনে বলে নরপতি।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর ভারতী। ১৭৯

রাজা বলেন বীর কালু লয়ে গেল বেন্ধে।
কলিঙ্গা বলে বাপা শুনে মরি কেন্দে। ১৮০
কহ বাপা কিরূপে তরিলে তার পর।
রাজা বলি ছেড়ে দিল দয়ার সাগর। ১৮১
লাউসেন মহামতি ময়নার ভূপ।
যার এক নফরে জিনিল কামরূপ। ১৮২
রূপে গুণে অনুপাম কুলে কলানিধি।
সেই পাত্রে তোমা কন্যা নিয়োজিল বিধি। ১৮৩
অঙ্গীকার করেছি আপনি দেহ সায়।
তবে ধন ধরণী ধরম রক্ষা পায়। ১৮৪
না কয় কলিঙ্গা কিছু লাজে অধোমুখী।
অন্তরে আনন্দ উঠে অতিশয় সুখী। ১৮৫
রাণী বলে কুলের পদ্মিনী অই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা। ১৮৬
এ বড় অবনী-যুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিল মহারাজ। ১৮৭
কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।
বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরি হই। ১৮৮
কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হয়ে জলে ফেলে আনে কব কি॥ ১৮৯
রাজা বলে হেদেরে অবোধ মাগী শুন।
কেবা ধরে সংসারে এমন রূপ গুণ॥ ১৯০
দক্ষিণ ধরণীপতি ধর্ম্মশীল বড়।
মহারাজা কর্ণসেন কুলে শীলে দড়॥ ১৯১
তার পুত্র লাউসেন ধর্ম্মের সেবক।
হেন বরে কন্যা দিলে রয়ে যায় সক॥ ১৯২
দনুজারি তনুজ জিনিয়া রূপবান্।
গুণে মহাগুণী ধনী কুবের সমান॥ ১৯৩
জাম্বুবান পরাজয়ী যদুপতি রণে।
জাম্বুবতী দিয়া কেন পড়িল চরণে॥ ১৯৪
কেবা না সংসারে ঘোষে তার পুণ্যবল।
পাত্র বুঝে কন্যা দিলে কুলের উজ্জ্বল॥ ১৯৫
কলিঙ্গা বলেন তুমি কন্যাকর্ত্তা বট।
ঘটী কর সম্বন্ধ সভায় হবে খাট॥ ১৯৬
কিন্তু বাপা আপত্তি করিলে যার নাম।
সত্য যদি সে হয় সুসিদ্ধ মনস্কাম॥ ১৯৭
মায়েরে কহেন ত্যজ মনের বৈরাগ্য।
সে জন জামাতা কত পুরুষের ভাগ্য॥ ১৯৮
শালে যে শরীর ত্যজি পূজিল শ্রীধর্ম্ম।
সেই সাধ্বী জননী-জঠরে যার জন্ম॥ ১৯৯
যার লাগি পূজি নিত্য ভবানী-শঙ্কর।
কহিনু মনের কথা সেই প্রাণেশ্বর॥ ২০০
ময়না মণ্ডপ পতি কিবা অন্য জনা।
বিশেষ বুঝহ বাপা করিয়া মন্ত্রণা॥ ২০১
ব্যাপক ঘটক করি কুলপুরোহিত।
প্রধান পণ্ডিত সহ বুঝাইতে নীত॥ ২০২
নিরানন্দ হৈল দ্বন্দ্বে মনোবন্ধু সব।
বিবাহ মঙ্গল কার্য্য মহামহোৎসব॥ ২০৩
অশৌচান্তে পৌষমাসে পরে শুক্রবৃদ্ধি।
অতিচারে বৃহস্পতি পরে কালাশুদ্ধি॥ ২০৪
শ্রীহরি-শয়নে বিভা অনুচিত প্রায়।
বৎসরেক বিবাহ বিলম্ব কর রায়॥ ২০৫
নতুবা ইহার কিছু কর প্রতিকার।
শুনেছি সংসারে তুমি ধর্ম্ম অবতার॥ ২০৬
শুনিলে জিয়াবে সেনা যদি হয় সেন।
সে না হলে এখানে না রবে একক্ষেণ। ২০৭
এ সব লক্ষণ পেলে এনো সমাদরে।
রাণী বলে এত তেজ কন্যা কেবা ধরে। ২০৮
আপনি অখিলপতি গোকুলে গোপাল।
বিষ-জলে মরে ছিল জিয়াল রাখাল। ২০৯
অপরঞ্চ রামলীলা রাক্ষসের রণে।
মরে মাত্র প্রাণ পেলে মৃত পশুগণে। ২১০
তারা সব দেবতা বর্জ্জিত বাল্য জরা।
কে কোথা মানুষ হয়ে জিয়াইছে মরা। ২১১
কলিঙ্গা কহেন নয় সামান্য মানুষ।
ধর্ম্মের সেবক শুদ্ধ পরম পুরুষ। ২১২
মতি যার ঈশ্বরে অসাধ্য তার কি।
রাণী বলে এত তত্ত্ব কোথা পেলে ঝি॥ ২১৩
কলিঙ্গা কহেন মাতা জানি সর্ব্বভাবে॥
সংক্ষেপে কহিনু সার সাক্ষীতার পাবে॥ ২১৪
এত শুনি রাজ রাণী আনন্দে উথলে।
ঘটাকরি ভূপতি চলিলা হালাহোলে॥ ২১৫
আসিয়া সেনের কাছে হলো উপনীত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥ ২১৬
সেনে সম্বোধিয়া কত, কন রাজা সভাসদ,
প্রধান পণ্ডিত পুরোহিত।

দেশের পরম শ্লাঘ্য, ধন্য ভূপতির ভাগ্য,
এখানে আপনি উপনীত ॥ ২১৭
শ্রবণে তোমার নাম, লাউসেন অনুপাম,
গুণধাম ধর্ম্মের সেবক।
ধর্ম্ম-পূজা প্রকাশিতে, এলে ধন্য ধরণীতে,
স্বর্গত্যজি কশ্যপ বালক ॥ ২১৮
চক্ষু কর্ণে বিসম্বাদ, ঘুচিল সে সব সাধ,
সাক্ষাতে দেখিনু রূপসীমা।
অনন্য ধর্ম্মের ভক্ত, তুমি সে জীবনমুক্ত,
কেবা শক্ত কহিতে মহিমা ॥ ২১৯
প্রসঙ্গে পাতক ক্ষয়, সাধু সাধু সদাশয়,
পরম পুরুষ পরায়ণ।
শালে ভর দিয়া রাণী, রঞ্জাবতী তপস্বিনী,
কোলে তোমা পেলে সুনন্দন ॥ ২২০
এই কর্পূরধবল রাজা, করিবে তোমার পূজা,
কলিঙ্গা অঙ্গজা দিয়া দান।
বিবাহ মঙ্গলময়, তাহে মহা দুঃখোদয়,
মহাশয় কি করি বিধান ॥ ২২১
জ্ঞাতি বন্ধু রণে নাশ, অশৌচান্তে পৌষমাস,
অদ্য অতিচারি বৃহস্পতি।
শুক্র অস্ত বাল্যবৃদ্ধি, গুর্ব্বাদিত্য কালাশুদ্ধি,
পরে মলমাস কাল গণি ॥ ২২২
বৎসর বিশ্রাম কর, নহে নিবেদন ধর,
কর কিছু ইহার উপায়।
প্রভু যার ধর্ম্মরাজ, কি তার অসাধ্য কাজ,
যুবরাজ রাখ এই দায় ॥ ২২৩
মৃতসেনা প্রাণ পায়, তবে সে সুসিদ্ধ রায়,
বিবাহে মঙ্গল মম কর্ম্ম।
শুনিয়া বিনয় বাণী, সেন বলে পুটপাণি,
ভাল প্রভু আছেন শ্রীধর্ম্ম ॥ ২২৪
অজ্ঞ অকিঞ্চন অতি, দীনহীন ক্ষীণ মতি,
আমি কি করিব এই কাজ।
তোমা সবাকার পুণ্যে, জিয়াব সকল সৈন্যে,
আপনি ঠাকুর ধর্ম্মরাজ ॥ ২২৫
শুনিয়া সেনের কথা, সবে ভাবে এ দেবতা,
মরা যদি প্রাণ দান পায়।
সবে হরি ধ্বনি করি, বিদায় হইল পুরি
প্রবেশিলা ঘনরাম গায় ॥ ২২৬

প্রাণ পাবে যত সেনা রণে হলো ক্ষয়।
শুনিয়া সকল লোক ভাবিল বিস্ময় ॥ ২২৭
অতিশয় আনন্দে কলিঙ্গা হর্ষমনা।
রাজা লাউসেন হেথা করেন ভাবনা ॥ ২২৮
সেন বলে সভা মাঝে কহিনু বিষম।
কহ দেখি কালুহে কিরূপে রহে ভ্রম ॥ ২২৯
বিনয়ে বলেন বীর বুকে যোড় হাত।
কি তার অসাধ্য কর্ম্ম, ধর্ম্ম যার নাথ ॥ ২৩০
বিপদেতে দ্রুপদ কন্যার লাজধর্ম্ম।
যে জন করিল রক্ষা ভাব সেই ব্রহ্ম ॥ ২৩১
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রক্ষা কৈল যে।
তিন লোকে তা বিনে তরাতে আছে কে ॥২৩২
ভক্তের বিবাহ শুনি আনন্দিত মন।
ঠাকুর বলেন তবে পবন নন্দন ॥ ২৩৩
অবিলম্বে আপনি অমরাবতী চল।
অভিলাষ আমার ইন্দ্রকে যেয়ে বল ॥ ২৩৪
কামরূপে কেবল করিয়া কৃপাদৃষ্টি।
ক্ষণমাত্র রণভূমে কর সুধা বৃষ্টি ॥ ২৩৫
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবন নন্দন।
ইন্দ্রকে যাইয়া কহে সব বিবরণ ॥ ২৩৬
আজ্ঞা পেয়ে সুরপতি সাজিয়া সত্বরে।
করিল অমৃত বৃষ্টি অবনী কাঙুরে। ২৩৭
মার্ মার্ করে উঠে যত রাজসৈন্য।
সবে বলে সাধু সাধু সেন ধন্য ধন্য। ২৩৮
ভূপতি পাইল সাক্ষী কলিঙ্গার কথা।
মনে করে কন্যা মোর কুলের দেবতা। ২৩৯
দোঁহে বুঝি দেবলোকে আছিল আলাপে।
এবে এই অবনী এসেছে অভিশাপে। ২৪০
এত ভাবি রাজ-রাণী আনন্দে বিভোল।
লাউসেনে আনালে করিয়া চতুর্দ্দোল। ২৪১
বাসা দিল বিচিত্র বরণ বাড়ি ঘর।
নানা ধনে লাউসেনে করিল আদর। ২৪২
উথলে আনন্দ অতি কলিঙ্গার মনে।
রাজরাণী বিভোল বিবাহ আয়োজনে। ২৪৩
মনের সন্তাপ তবু নাহি যায় দূরে।
দেবের দেবতা দুর্গা দেবী নাহি পুরে। ২৪৪
অভিষেক কতেক কঠোর তপে মাতা।
কৃপাময়ী ঈশ্বরে কাঙুরে অধিষ্ঠিতা। ২৪৫

মহা পূজা দিল রাজা বিবিধ বিধানে।
দেবী হইল প্রসন্না কলিঙ্গা সম্প্রদানে। ২৪৬
নানা পদ্যে বাদ্য বাজে মুরজাদ্য করে।
মঙ্গল মাদল ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরে। ২৪৭
দামামাদি দগড়ী দগড় জগঝম্প।
সানি সিঙ্গা করতাল কাঁসি বড়দম্ফ। ২৪৮
থমক খঞ্জরি বিনা পিনাকের তানে।
গুণিগণ গদগদ গোবিন্দ গুণগানে॥ ২৪৯
কোনখানে তালমানে নাচিছে নর্ত্তকী।
মনোহরা অপ্সরা সমান শশিমুখী॥ ২৫০
কলিঙ্গার বিবাহে বিভোল সর্ব্বজনা।
রাজপুরে হুলাহুলি মঙ্গল বাজনা॥ ২৫১
সখীগণ আনন্দে হরিদ্রা দেয় গায়।
সমাদরে কন্যাবরে ক্ষীরখণ্ড খায়॥ ২৫২
শুভক্ষণে ভূপতি বসিলা অধিবাসে।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে॥ ২৫৩
বিচিত্র চন্দ্রাতপ, টাঙ্গাইয়া ফেলে সপ,
প্রশস্ত পরম যতনে।
কুটুম্ব বন্ধুগণে, আনায়ে নিমন্ত্রণে,
বসাল বিচিত্র আসনে॥ ২৫৪
সুপদ্য বাজে বাদ্য, মৃদঙ্গ মুরজাদ্য,
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি নিকেতনে, যতেক সখীগণে
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলি॥ ২৫৫
কলিঙ্গার বিবাহ উল্লাসে।
সবিতা সমঝটা, সম্মুখে দ্বিজঘটা,
রাজা বৈসে অধিবাসে॥ ২৫৬
আরোপি হেমঘটে, প্রথমে পানিপুটে,
পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি হরিহর হৈমবতী,
প্রজাপত্যাদি গৃহযষ্টি॥ ২৫৭
ব্রাহ্মণে বেদ রটে, গন্ধাদি হেম ঘটে,
পরশ করি শেষ কালে।
শুভাধিবাসোস্তু, বুলিয়া যত বস্তু,
ছোঁয়াল কন্যার কপালে॥ ২৫৮
মঙ্গল মহী আদি, প্রশস্ত পাত্রবিধি,
সুশীলা ধান্য দূর্ব্বা ফল।
কুঙ্কুম ঘৃত দধি, স্বস্তিক যথাবিধি,
সিন্দুর সিন্ধুজ যে কজ্জল॥ ২৫৯
সিদ্ধার্থ গোরচনা, তাম্রাদি রূপা সোনা,
হরিদ্রাদি অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে, চামর ধূপ দীপে,
করিলা মঙ্গলাধিবাস॥ ২৬০
মঙ্গল দ্রব্য যত, বেদের বিধিমত,
ছোঁওায়ে থু'ল হেম থালে।
করে মঙ্গল সূত্র, বন্ধন কৈল মাত্র,
অপরক্ত ঝারা ভালে॥ ২৬১
মঙ্গলা নারীগণে, লইল নিকেতনে,
কন্যা সে কনক চন্দ্রিকা।
ভূরি সঙ্কল্প নৃপ, পূজিয়া গণাধিপ,
গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা॥ ২৬২
বসুধারাদি সুখে, করিয়া নান্দীমুখে,
ব্রাহ্মণে দান কৈল পূজা।
সেনের এই বিধি, যে কিছু মঙ্গলাদি,
করিল লাউসেন রাজা॥ ২৬৩
বুঝিয়া শুভ লগ্ন, আনন্দে হয়ে মগ্ন,
জামাতা আনি পুরস্কার।
বসন নানা রত্নে, বরণ করি যত্নে,
করিতে নিল স্ত্রী-আচার॥ ২৬৪
শ্রীগুরু পদারবিন্দ, বন্দিয়া সদানন্দ,
ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান।
সবার বাঞ্ছা পূর্ণ, করিবে প্রভু তূর্ণ,
নায়কে হবে কৃপাবান্॥ ২৬৫
উল্লাস বাজনা চিত্র আসন উপরে।
শশিমুখী সকল বরিতে আইল বরে॥ ২৬৬
কৌতুকে কামিনী কন্যা কলিঙ্গার সই।
কপালে চন্দন দিয়া পায়ে ঢালে দই॥ ২৬৭
করভঙ্গি করিয়া ধরিছে কত তানে।
বরের বদন বিধু ব'রে ঢাকে পানে॥ ২৬৮
মুখে দিয়া তাম্বূল সেনের সেকে গাল।
সাতবার বরিল ঘুরায়ে হেমথাল॥ ২৬৯
সাজায়ে সাতাস কাটী সর্ব্ব সখী লয়ে।
মঙ্গল আচারে বরে প্রদক্ষিণ হয়ে॥ ২৭০
যতনে আনিল কন্যা রতনে রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা॥ ২৭১

দুহাতে ঘুরায় পান লাজে অধোমুখী।
বসনে বরের মুখ ঢাকে যত সখী ॥ ২৭২
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত।
দুজনে বদলে মালা পাসরিরা হাত ॥ ২৭৩
নিছিয়া ফেলিল পান উভ হাত তুলি।
বরে ফেলাইয়া মারে সগুড় চাউলি ॥ ২৭৪
চারি চক্ষে চঞ্চল চাহিল কন্যা বরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে ॥ ২৭৫
নারীর নাপান তান সদাই নূতন।
বিশেষে বিবাহ বাদ্যে বাড়ে দশগুণ ॥ ২৭৬
সোহাগে যোগাল এনে ঔষধের ডালা।
না করে আবেশ তায় ভূপতির বালা ॥ ২৭৭
মনে করে স্বামীর সেবায় সিদ্ধশালী।
কি কাজ ঔষধ আশা কলঙ্কের ডালি। ২৭৮
সেবা ভক্তি সাধনে প্রবল পুণ্য যশ।
ঔষধে কি গোবিন্দে গোপিকা কৈল বশ। ২৭৯
ভুলাতে নারিল যারে হেমন্তের ঝি।
হেন জানে ও সব ঔষধে করে কি। ২৮০
এত ভাবি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনির বেলা। ২৮১
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুলাহুলিময়। ২৮২
শুভক্ষণে কন্যাবরে করিল ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর শব্দ উঠে জয়ধ্বনি ॥ ২৮৩
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়া জল বারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী আচার সারা ॥ ২৮৪
বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমর্পিয়া ॥ ২৮৫
যৌতুক দক্ষিণ্যা দান দিলা নানা ধন।
রাজা হলো অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ ॥ ২৮৬
সায় হলো সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সিমন্তিনীর সিমন্তে সিন্দূর ॥ ২৮৭
মাথায় বসন দিলা রতন মৌড়ালা।
বেদের বিধান সিদ্ধ বান্ধে গাঁটছলা ॥ ২৮৮
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
সয়ম্ভু সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর ॥ ২৮৯
বেদগানে বিপ্রগণে বলে উচ্চস্বরে।
তেমতি কলিঙ্গা কন্যা লাউসেন বরে ॥ ২৯০
লাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতি ॥ ২৯১
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥ ২৯২
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতমান রায়।
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল বিভা হৈল সায় ॥ ২৯৩
পতিপুত্রবতী কন্যা ভূপতির দারা।
বর কন্যা নিল ঘরে দিয়া জল ধারা ॥ ২৯৪
ক্ষীর খণ্ডে ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে ॥ ২৯৫
আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।
সেন বলে ঠাকুর বিদায় হব বাড়ি ॥ ২৯৬
অপর আপনি আইস, রাজার সাক্ষাতে।
হালাহোলে করিয়া আসিবে অচিরাতে ॥ ২৯৭
নরপতি হরিষ বিষাদে দিল সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৯৮
নানা ধনে বিদায় করিল জামাতার।
বসন ভূষণ হেম হীরা মণিহার ॥ ২৯৯
যতনে রতন পেড়ি ভূপতির নারী।
সাজি দিল শ্বশুর শাশুড়ী নমস্কারি ॥ ৩০০
ভূপতি জরদ জোড় জরিপট্ট শাল।
নানা ধনে ডোমগণে করিল নেহাল ॥ ৩০১
ব্রাহ্মণ নৃপতি রাণী আরাধ্যা অপরে।
সবাকার চরণ বন্দিল কন্যাবরে ॥ ৩০২
হেমহীরা রত্নমালা কেহ দিল দান।
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল শীরে দূর্ব্বাধান ॥ ৩০৩
বর কন্যা বিদায়ে বিভোল সর্ব্বলোক।
জননী পাসরে কোলে মৃত পুত্র-শোক ॥ ৩০৪
পথ নাহি দেখে রাণী নয়ানের লোহে।
সকল সংসার কান্দে কলিঙ্গার মোহে ॥ ৩০৫
মুখ হেরি কান্দে যত খেলাবার সখী।
ছল ছল করে দুটী কলিঙ্গার আঁখি ॥ ৩০৬
কান্দিয়া কহেন আমি কোথা যাই মা।
মায়ায় মোহিত রাণী মুখে নাই রা ॥ ৩০৭
প্রাণের পুতুলি গৌরী পাঠায়ে কৈলাসে।
মেনকা কান্দেন যেন শূন্য দেখি বাসে ॥ ৩০৮
সেইরূপ রাজার রমণী করে শোক।
মায়ে ঝিয়ে প্রবোধে প্রবীণ যত লোক ॥ ৩০৯

সুপুত্র হইলে বৈসে সভার ভিতর।
সেই কন্যা ধন্যা যে স্বামীর করে স্বর ॥ ৩১০
প্রবোধ করেন সবে তবে নৃপবর।
রাজ ভেট দিল আর কাঙুরের কর ॥ ৩১১
যাত্রা করে দেবী পদ করিয়া ভাবনা।
কুঞ্জর উপর উঠে দুর্‌দুর্ বাজনা ॥ ৩১২
দাস দাসী বেষ্টিত চৌদোলে কন্যা বর।
চতুরঙ্গবলে রাজা মাতঙ্গ উপর ॥ ৩১৩
পার হলো ব্রহ্মপুত্র রাখে থানা ঘাট।
যে পথে এসেছে কালু ধরে সেই বাট ॥ ৩১৪
প্রবেশ করিল গৌড় মোকামে মোকামে।
পড়িল কানাত তাম্বু রাজগড় বামে ॥ ৩১৫
রতন ভাণ্ডার তাহে বিনোদ মন্দির।
বাড়ী বেড়ে রহিল যতেক মহাবীর ॥ ৩১৬
কলিঙ্গা রহিল তায় কিঙ্করী বেষ্টিত।
ভূপতি ভেটিতে গেলা শ্বশুর সহিত ॥ ৩১৭
বাজে পদ্য কত বাদ্য বিজয় বিশাল।
চমকিত চঞ্চল সহর মহীপাল ॥ ৩১৮
কোমর বান্ধিয়া রহে নব লক্ষ দল।
হেন কালে এলো বার্ত্তা পরম মঙ্গল ॥ ৩১৯
জয় করি লাউসেন আইল কামরূপ।
শুনিয়া সন্তাপ গেল বার দিল ভূপ ॥ ৩২০
শচীপতি শোভে যেন দেবতার মাঝ।
বারভূঞে বেষ্টিত বিরাজে মহারাজ ॥ ৩২১
সেন হেন সময়ে আসিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম ছেলাম হুড়াহুড়ি ॥ ৩২২
বাহিরে বাহন রাখি গেল পদগতি।
ভূপতি চরণে আসি করিল প্রণতি ॥ ৩২৩
ধলনরপতি অতি হলো নতমান।
গলায় লম্বিত বাস সম্ভ্রমে দাঁড়ান ॥ ৩২৪
সম্মান করিয়া রাজা রঞ্জার নন্দনে।
এসো এসো বলি কাছে চসালে আসনে ॥ ৩২৫
রাজা বলে কও বাপু-কাঙুর বিষয়।
সেন বলে তোমার প্রসাদে হ'ল জয় ॥ ৩২৬
সভয় সম্মুখে তব বুকে জোড় হাত।
এই কর্পূরধল রাজা কাঙুরের নাথ ॥ ৩২৭
এত শুনি আপাদ মস্তক রাজা চায়।
ইহার প্রতাপ এত শুনা যেতো রায় ॥ ৩২৮
ইহার উচিত আজি ঘোর বন্দীখানা।
লাউসেন বিনয় বচনে করে মানা ॥ ৩২৯
ধার্ম্মিক সরল রাজা শীল নহে বক্র।
যে কিছু শুনেছ কোন্ কুচক্রীর চক্র ॥ ৩৩০
তবে যে করিল যুদ্ধ রাজ-ব্যবহার।
তবু জয় হলো পুণ্য প্রতাপে তোমার ॥ ৩৩১
সম্প্রতিক ভূপতি তোমার বৈবাহিক।
যে হয় উচিত কর কি কব অধিক ॥ ৩৩২
এত বলি সম্মুখে রাখিল রাজভেট।
পাত্র মহামদ দেখি মাথা করে হেট ॥ ৩৩৩
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৩৪
পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত মনে।
এসো বন্ধু বলি রাজা বসালে আসনে ॥ ৩৩৫
গৌড়পতি লাউসেন রাজা কর্পূরধল।
হাতাহাতি হালাহোলে চলিল মহল ॥ ৩৩৬
বাসাকে বিদায় হলো বারভূঞাগণ।
সেন আসি সম্ভাষিল মাসীর চরণ ॥ ৩৩৭
আশীষ করিয়া রাণী এসো এসো বলে।
সব সুমঙ্গল শুনি আনন্দে উথলে ॥ ৩৩৮
মহারাণী বিধুমুখী কলিঙ্গা বধূরে।
আনন্দে বিভোল অতি আনে অন্তঃপুরে ॥ ৩৩৯
নমস্কারি বহু মূল্য ধন দিলা বধূ।
নানা রত্ন ধন দিয়া দেখে মুখবিধু ॥ ৩৪০
বৈবাহিকে বিশেষ বাড়ালে বড় ভাব।
ভূপতি আনন্দে ভাসে পেয়ে বন্ধুলাভ ॥ ৩৪১
নানা ভোগ সম্মানে দিবস দুই যায়।
তৃতীয়ে কাঙুরপতি মাগিল বিদায়। ৩৪২
পরিহাসে ভাষে রাজা বৈবাহিক সনে।
যুবতী-জায়ার প্রেম পড়ে গেল মনে। ৩৪৩
ধলরাজ বলে তুমি বৃদ্ধ মহারাজ।
পরস্পর পরিহাসে সেন পেলে লাজ। ৩৪৪
নিকটে আসিয়া করে নৃপে নিবেদন।
সেনে কন্যা দিয়া নিলাম তোমার স্মরণ। ৩৪৫
গৌড়পতি কন ভাই স্মরণ সবার।
তুমি বৈবাহিক বন্ধু কুটুম্ব আমার। ৩৪৬
কালে কালে কিছু কিছু কর করি দিবে।
বিপত্তে বারতা পেলে তত্ত্ব মোর নিবে। ৩৪৭

শুনি অঙ্গীকার করে কাঙুরের ভূপ।
তবে রাজা সম্মান করিল কত রূপ। ৩৪৮
ভুবন ভরিয়া ভাসে ভূপতির যশ।
ধলরাজ হৈল তবে গৌড়রাজ বশ। ৩৪৯
লাউসেনে নৃপতি দিলেন পুরস্কার।
বিধুমুখী বধূরে বিবিধ অলঙ্কার। ৩৫০
সবারে বিদায় করি পরিতোষ মনে।
দম্পতি বন্দিল রাজা রাণীর চরণে। ৩৫১
প্রণাম আশীষে আর নমস্কার বোলে।
যথাযোগ্য জনে সনে করি হালাহোলে। ৩৫২
মোকাম মন্দিরে আসি রহিল প্রদোষে।
পর দিন প্রভাতে পরম পরিতোষে। ৩৫৩
দেশে গেল ধলরাজা মোকামে মোকামে।
সন্তোষে আসেন সেন আপনার ধামে। ৩৫৪
রাম-শব্দ পূর্ব্বরাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে আনন্দ॥ ৩৫৫
সদা চিন্তা করি মহারাজার কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৩৫৬
চৌদোলে চাপিল রায় দম্পতি সহিত।
দাস দাসী বীরগণে চৌদিগে বেষ্টিত॥ ৩৫৭
লঘুগতি ভূপতি পেরুল পদ্মাবতী।
শুনিলা মঙ্গলকোটে রাজা গজপতি॥ ৩৫৮
বিভা করি দেশে যায় লাউসেনরায়।
অমলা অঙ্গজা আমি সমর্পিব তায়॥ ৩৫৯
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
হেন পাত্রে কন্যা দিলে রয়ে যায় সক॥ ৩৬০
এত ভাব করিল অনেক আয়োজন।
অবিলম্বে আসে হেথা রঞ্জার নন্দন॥ ৩৬১
আসিতে মঙ্গলকোট দিনেকের বাট।
আনিতে পাঠালে পাত্রে পুরোহিত ভাট॥ ৩৬২
ভট্ট আসি করিল সেনের গুণগান।
প্রণতি করিতে দ্বিজ দিল আশীর্ব্বাদ॥ ৩৬৩
বিনয় বচনে সেনে বলিল বারতা।
তুমি হবে গজপতি রাজার জামাতা॥ ৩৬৪
দুহিতা অমলা তার দ্বিতীয় উর্ব্বশী।
রূপরাশি অসীম বদন পূর্ণশশী॥ ৩৬৫
শুনি রাজা কলিঙ্গার মুখ পানে চায়।
শ্লেষ বুঝি সুন্দরী স্বামীরে দিল সায়॥ ৩৬৬
তবে রায় সায় দিয়া চলে রাজধানে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট বেলা অবসানে॥ ৩৬৭
আপনি আদরে রাজা অগ্র হয়ে নিল।
হালাহোলে করিয়া বিরলে বাসা দিল॥ ৩৬৮
বেদের বিধান মত অতি শুভক্ষণে।
অর্চিয়া অমলা কন্যা দিল লাউসেনে॥ ৩৬৯
দক্ষিণা যৌতুক দান কতেক সম্মান।
নানাধন ভূপতি ব্রাহ্মণে দিল দান॥ ৩৭০
অষ্ট দিনে মঙ্গল আচরে কন্যা বরে।
বিদায় হইল রায় নবম বাসরে॥ ৩৭১
বহুরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
কলিঙ্গা রাণীর করে কত পুরস্কার॥ ৩৭২
হাতে হাতে সমর্পিলা অমলা রূপসী।
বিনয় বচনে কহে রাজার মহিষী॥ ৩৭৩
সতিনী বলিয়া বাছা পাছে ছাড় দয়া।
রাণী বলে প্রাণতুল্য তোমার তনয়া॥ ৩৭৪
এত বলি দু সতীনে করিলা প্রণতি।
যথাযোগ্য জনে ধনে তুষিলা ভূপতি॥ ৩৭৫
দেব গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা রাণী।
সবারে বন্দিয়া চলে সেন মহাজ্ঞানী॥ ৩৭৬
দাস দাসী বেষ্টিত হরিষ হালাহোলে।
বর কন্যা চাপিয়া চলিল চতুর্দ্দোলে॥ ৩৭৭
পরম সন্তোষে সেন আসেন নিবাস।
বর্দ্ধমানে শুনিল ভূপতি কালিদাস॥ ৩৭৮
বন্ধুগণে বেষ্টিত আসিয়া নৃপবর।
লাউসেনে আনাইল করিয়া আদর॥ ৩৭৯
দেখিয়া সেনের মুখ রাজা পড়ে ভুলে।
বরমাল্য সহসা সেনের দিব গলে॥ ৩৮০
বলিল বিমলা কন্যা সমর্পিব রায়।
শ্বশুর সম্ভাষ করি সেন দিল সায়॥ ৩৮১
তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে॥ ৩৮২
ক্ষীর খণ্ড ভোজনে শয়নে সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে॥ ৩৮৩
প্রভাতে বিদায় হলো রঞ্জার কুমার।
জনে জনে ভূপতি করিল নমস্কার॥ ৩৮৪
কলিঙ্গা অমলা হাতে বিমলা সঁপিয়া।
রাজার রমণী দিল বিনয় করিয়া॥ ৩৮৫

দম্পতি সহিত সেন যথাযোগ্য জনে।
সন্তাষি চৌদোলে চাপি চলে চারি জনে॥ ৩৮৬
আগে আগে ধায় বাজী আণ্ডীর পাথর।
হালাহোল করিয়া পেরুল দামোদর॥ ৩৮৭
সৈয়াদ মোকামে রাখি বাবুবকপুর।
আমিলা মগলমারি উচালন দূর॥ ৩৮৮
জানাবাজে বিষ্ণুপুর দূরে রাখে রায়।
মোকামে মোকামে কত সরাই এড়ায়॥ ৩৮৯
কত দিনে এলো সেন আপনার দেশে।
শুভ সমাচার পুরে পাঠাল বিশেষে॥ ৩৯০
আনন্দ-সাগরে ভাসে রঞ্জাবতী রাণী।
কর্ণসেন বিভোল বারতা শুভ শুনি॥ ৩৯১
বিভা করি শ্রীরাম যেমত অযোধ্যায়।
শুনিয়া সকল লোক উভ মুখে ধায়॥ ৩৯২
সেইরূপ ধায় যত পুরুষ রমণী।
আনন্দে অবধি নাই ময়না অবনী॥ ৩৯৩
সন্তোষে কর্পূর করে নানা আয়োজন।
দেখিতে দেখিতে রায় আইল নিকেতন॥ ৩৯৪
নানা পদ্য বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল।
বর কন্যা বরিতে সাজা'ল হেমথাল॥ ৩৯৫
পুত্রবধূ আনন্দে উথলে রঞ্জারাণী।
ব্রাহ্মণ সকলে করে শুভ বেদধ্বনি। ৩৯৬
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুলাহুলি ময়। ৩৯৭
তাণ্ডবী তাণ্ডবে করে, তাল মান গান।
বরণ করিয়া রাণী নিছে ফেলে পান। ৩৯৮
পুত্রবধূ মুকুট মণ্ডিত রত্নমালা।
প্রধান মন্দিরে নিলা দিয়া জলঝারা। ৩৯৯
বধূর বদন হেরি পুলকিতা প্রেমে।
নিছনি করিল কত হীরামণি হেমে। ৪০০
কনক-অঞ্জলি কত মরকত মণি।
মহারাজা কর্ণসেন করিল নিছনি। ৪০১
পুত্রবধূ প্রণতি করিল পদতলে।
রাজরাণী অশীষ করিল কুতূহলে। ৪০২
নমস্কারি নৌকা যৌতুক যত ধন।
দাসীগণ রাণীকে করিল সমর্পণ। ৪০৩
পাত্র মিত্র প্রজাগণ পরম কৌতুকে।
যথা যোগ্য ব্যবহারে তুষিল যৌতুকে। ৪০৪
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল নীরে দূর্ব্বা ধান।
দম্পতি সহিত সেন হলো নতমান। ৪০৫
শেষে আসি কর্পূর লোটায়ে পড়ে পায়।
উঠে আলিঙ্গন করে লাউসেন রায়। ৪০৬
নিরঞ্জন চরণ-সরোজ আরাধনে।
সুখাবেশে ভূপতি রহিলা নিকেতনে। ৪০৭
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ভণে ঘনরাম দ্বিজ।
প্রভুপদ পঙ্কজে রাখিবে চিত্ত নিজ। ৪০৮
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায়। ৪০৯

কাঙ্র-যুদ্ধ যাত্রা সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

কানড়ার স্বয়ম্বর।

ধর্ম্মবলে লাউসেন জিনে কামরূপ।
নিজদেশে সুখাবেশে ময়নার ভূপ। ১
হনূমানে ঠাকুর বলেন সম্বোধনে।
পূজা প্রকাশিতে গেল কশ্যপ নন্দনে। ২
এবে সে হইল মত্ত মায়া-মোহপাশে।
ধন জন ধরণী রমণী রঙ্গ রসে। ৩
বিশেষ বিভব ভাব্য ময়নার পতি।
কলিযুগে পুণ্য পারা, না হলো বাম্যতি। ৪
হনূ বলে পদতলে নিবেদন করি।
গৌড়েতে পাঠাও বেশ্যা স্বর্গবিদ্যাধরী। ৫
তাণ্ডবে তুষিবে বৃদ্ধ ভূপতির চিত।
অনঙ্গ আবেশে রাজা হইবে মোহিত। ৬
জরাকালে যুবক জনার মনোফল।
বিবাহ কারণ রাজা হইবে পাগল। ৭
দুর্বুদ্ধি-বাধিত পাত্র দিবে অনুমতি।
হরিপাল তনয়া আছেন রূপবতী। ৮
কানড়া কুমারী নিত্য পূজে ভগবতী।
কেবল কামনা করি লাউসেন পতি। ৯
এই হেতু যতেক হইবে দূরাদূর।
সমাধিবে লাউসেনে শুনহ ঠাকুর। ১০
সেনে যত শঙ্কটে পাঠাবে মূঢ়মতি।
উদ্ধারিয়া প্রচারিবে পূজার পদ্ধতি। ১১

। যদি বীরের বদনে বাক্য রটে।
র বলেন সার উপযুক্ত বটে। ১২
। বলি আদেশিল অখিল রমণী।
ক প্রতিমা পুরে প্রবেশে কামিনী। ১৩
র কহেন শুন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
জকার তাণ্ডবে অবনী অবতরি। ১৪
শা হইয়া শীঘ্র সাজ গৌড়পুরে।
হিত রাজার মতি রতিপতি শরে। ১৫
ন রঞ্জনে রামা কর সাজ কাজ।
া নয় যুবক বয়সে নাই গাছ। ১৬
লিত গায়ের মাংস নাই দন্ত কেশ।
মাত্র ভরসা তোমার নাম বেশ। ১৭
জ্ঞায় অপূর্ব্ব বেশ ধরে বারাঙ্গনা।
ন গঞ্জন চারু চঞ্চল লোচনা। ১৮
াক্ষ কামের বাণ কামধনু ভুরু।
াজ জিনি মাঝ রামরম্ভা উরু। ১৯
মনোমোহিনী মদন মনোরমা।
ন তরুণী তনু তুল্য তিলোত্তমা। ২০
ী হাতে দর্পণ দেখিছে মুখচেয়ে।
ন করে মহীন্দ্র মোহিম মাত্র যেয়ে। ২১
নিতম্বিনী সঙ্গে গমন মন্থরা।
রে ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা। ২২
ক খঞ্জরি বিনা পিনাকের তানে।
স বেশ নাপানে সুগানে তান মানে। ২৩
জন্দ্র গামিনী ধনী পাইল রাজধান।
ধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান। ২৪
রভুজে বেষ্টিত বসেছে নরপতি।
ুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য ধরামর যতি। ২৫
ত্র মিত্র সগোত্র অপর বন্ধুগণ।
াতি ভারত-কথা করেন শ্রবণ। ২৬
্র মন্থনে যেন উথলিল সুধা।
ুর অমর চায় নিবারিতে ক্ষুধা। ২৭
বতা দানবে দ্বন্দ্ব দেখি দনুজারি।
ত্যমর্ন মোহিলা মোহিনী মূর্ত্তি ধরী। ২৮
ঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্য কটাক্ষ চাহনি।
ত্যসাক্ষাতে সুধা বাঁটেন আপনি। ২৯
মে অচেতন চিত্ত দৈত্য দেখে চেয়ে।
রগণে সুধা সব সমাপিল খেয়ে। ৩০

এ কথা শুনিয়া শেষে শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
দেখিতে মোহিনী মূর্ত্তি এলো ভোলানাথ। ৩১
কোন্ মূর্ত্তি মোহিনী মোহিল দৈত্যকুল।
ঠাকুর বলেন প্যাছে দেখে তুমি ভুল। ৩২
তবে ত বাড়াবে লাজ ত্রিভুবন বই।
শিব বলে আমিত তোমার মত নই। ৩৩
আমা হইতে হতকাম জগত বিরাজে।
ঠাকুর বলেন ভাল বুঝা যাবে কাজে। ৩৪
এত বলি হলো প্রভু ত্রিলোক-মোহিনী।
দেখিয়া মোহিত হৈল দেব-শূলপাণি। ৩৫
বিভোল হইল শিব ভূমে লোটে জটা।
খসে পড়ে বাঘছাল ধাইল লেঙ্গট। ৩৬
ধর ধর বলিতে মোহিনী দিল ধাই।
খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই। ৩৭
এই অধ্যা ভারত শুনেন মহারাজ।
হেন কালে আইল রামা রাজার সমাজ। ৩৮
নানা নৃত্য আরম্ভিল স্বর্গবিদ্যাধরী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে খমক খঞ্জরি। ৩৯
নাট পাটে হাঁকে পাকে ফিরে দেশ বই।
সখীগণ ধরে তাল তাথেই তাথেই। ৪০
সুতানে নাপানে গানে তালে মানে মেলি।
তাতা নাতা থেই থেই দেয় করতালি। ৪১
আধ-আধ চরণে চঞ্চল-গতি যায়।
করভঙ্গ করি অঙ্গ অঙ্গুলি কাঁপায়। ৪২
বিপুল নিতম্ব ভরে হেলে মধ্য দেশ।
বাতাসে বসন উড়ে বিবসন বেশ। ৪৩
নিবিড় লাবণ্য জন্য কটাক্ষ চাতুরি।
অঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্যে মন করে চুরি। ৪৪
কামে বিমোহিত রাজা দেখিতে না পান।
মোহ দিয়া মোহিনী ঐখানে তিরোধান। ৪৫
রাজা চায় চঞ্চল, মোহিত হয়ে কামে।
সাধিবারে স্মর ছিল সুরতি সংগ্রামে। ৪৬
না দেখিয়া কামিনী যামিনী দেখে দিনে।
ভূপতি সুমতি ছাড়ে কুমতি-অধীনে। ৪৭
সভাজনে সম্বোধি সরম খেয়ে কয়।
বিশেষ কামুক হলে ত্যজে লাজ ভয়। ৪৮
ত্রিভুবনমোহিনী না জানি গেল কোথা।
যে জন মিলায় তায় যে চায় সর্ব্বথা। ৪৯

আদরে ইলাম পাবে রবে মোর মনে।
মহাপাত্র বলে কিছু প্রবোধ বচনে। ৫০
তোমার প্রবল পুণ্যে পৃথিবী-প্রকাশ।
এমন বয়েসে কেন পাপে অভিলাষ। ৫১
দারীর দর্শনে পুণ্য স্পর্শে মহাপাপ।
দূর কর মহারাজ ওসব প্রলাপ। ৫২
তাকে চেয়ে বিভা দিব সুন্দরী অঙ্গনা।
রাজা বলে হেন কন্যা কে করে ঘটনা। ৫৩
পদ্মমুখী পদ্মিনী বরণ কাঁচাসোণা।
পাত্র বলে কুলকন্যা করেছি ঘটনা। ৫৪
শ্রীগুরু পদারবিন্দ সদা করি ধ্যান।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ মধুররস গান। ৫৫
হরিপাল ভূপাল কন্যা সিমুলা নিবাসী।
শশীমুখী সুন্দরী কি অপ্সরা উর্ব্বশী। ৫৬
এত শুনি হর্ষ হয়ে রাজা দিল সায়।
ভাট পুরোহিতে পাত্র সিমুলা পাঠায়। ৫৭
উপহার দিল ভার বিশাসয় বই।
লাড়ু কলা চিনি ফেণি ক্ষীর খণ্ড দই। ৫৮
মজা মত্তমান মিছরি খাসা ক্ষীর খণ্ডা।
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত মণ্ডা। ৫৯
পনস উত্তম আম নারিকেল গুয়া।
আমলকী সুগন্ধি চন্দন চারুচুয়া। ৬০
কন্যার কারণে কত দিল অলঙ্কার।
হীরা মনি মুকুতা মণ্ডিত হেম হার। ৬১
কনক কিঙ্কিণী কত কনক কেয়ূর।
সচিত্র সুন্দর ধব, সুরঙ্গ সিন্দূর। ৬২
সারি সারি বহে ভারি ভার থরে থর।
ভাটে ডাকি আপনি কহেন নৃপবর। ৬৩
সাবধানে শুনো ওহে গঙ্গাধর রায়।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়। ৬৪
বাড়াব সম্মান খুব সিদ্ধ হলে কাজ।
জোড় হাতে বলে ভট্য ভাল মহারাজ। ৬৫
এত শুনি রাজা পাত্রে দিয়া হাত নাড়া।
বিদায় হইল ভট্ট আরোহিয়া ঘোড়া। ৬৬
সুখদ-শিবিকা চাপি রাজপুরোহিত।
চলিল চৌদিগে ভারি নফরে বেষ্টিত। ৬৭
পার হলো ভৈরবী ভবানীপুর ধামে।
সিমুলা সমীপে এলো মোকামে মোকামে। ৬৮

পেরুল পুণ্যদা নদী গড় হইল পার।
সম্ভ্রমে সিমুলাপতি শুনি সমাচার। ৬৯
সমাদরে সবারে বাসরে নিল রায়।
উপহার ভার যত ভাণ্ডারে যোগায়। ৭০
সম্মান করিয়া শেষে সুধান বারতা।
শ্লেষরূপে ব্রাহ্মণ কহিল সব কথা। ৭১
ঘটক ব্যাপক বড় ভট্ট জাতি তায়।
হাত নে'ড় কয় কিছু রাজার সভায়। ৭২
সিমুলা অবনীনাথ কর অবগতি।
সদাশয় সাক্ষাতে পাঠালে গৌড়পতি। ৭৩
সম্প্রতি বিবাহ ইচ্ছা হয়েছে তাঁহার।
কন্যা দিতে কত রাজা করে অঙ্গীকার। ৭৪
সে সকল সম্বন্ধে রাজার নাই সায়।
অতেব আপনি হেথা উপস্থিত রায়। ৭৫
তুমি মহা মহীম মহেন্দ্র মহামতি।
নৃপকুল-কমলে প্রকাশে দিনপতি। ৭৬
বসুমতী বেষ্টিত তোমার কীর্ত্তিলতা।
গুণবতী সুলক্ষণা তোমার দুহিতা। ৭৭
ধার্ম্মিক ধরণী-পতি ধর্ম্মপাল রাজা।
কলিকালে কল্পতরু কুলে শীলে তাজা। ৭৮
তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে।
প্রবল প্রতাপ পুণ্যে সংসারে প্রশংসে। ৭৯
কুমদ-বান্ধব বন্ধু সিন্ধু পিতা যার।
স্বধর্ম্ম ধরণী ধন কি কহিব তার। ৮০
রূপে গুণে অনুপাব কুলপদ্মে পুষা।
বারভুঞে বেষ্টিত ভূপতি যার ভূষা। ৮১
হেন জনে কন্যাদানে পরম পৌরুষ।
জয়যুক্ত জগতে জাগিয়া যায় যশ। ৮২
শুনিয়া সিমুলাপতি ভাবে সাত পাঁচ।
চিন্তামণি নিকরে মিশায় যেন কাঁচ। ৮৩
বরের বয়েস বেশ আকার মুরতি।
না দেখিয়া কেমনে করিব অনুমতি। ৮৪
বিরস বচন বলা উপযুক্ত নয়।
রাজা বড় হটিল, বেদিল পাছে হয়। ৮৫
এত বলি ভূপতি জায়ারে যেয়ে কয়।
কবিরত্ন চিত্তে সদা নায়েকের জয়। ৮৬
জায়ারে যাইয়া যত, বিবরিয়া বিধিমত,
বলিল সম্বন্ধ বিবরণ।

শুনিয়া স্বামীর পদে, রাজার রমণী বদে,
প্রাণনাথ শুন নিবেদন। ৮৭
হসা কলঙ্ক ডালি, না লয়ো মাথায় তুলি,
কানড়া কুমারী ইচ্ছাবতী।
জিজ্ঞাসা করহ ধন্যা, কুলকমলিনী কন্যা,
কামনা করেছ কোন্ পতি। ৮৮
ত শুনি নরপতি, যাইয়া কন্যার প্রতি,
কন বাছা শুনগো বিহিত।
তোমার সম্বন্ধ মনে, গৌড়পতি নানা ধনে,
পাঠাইল ভাট পুরোহিত। ৮৯
লে শীলে রূপে গুণে, ধার্ম্মিক ধরণী ধনে,
প্রবল প্রতাপ পুণ্য যশে।
ৎকল কোশল অঙ্গে, কলিঙ্গ মগধ বঙ্গে,
বারভূঞে বসে যার বশে। ৯০
সৎ সম্বন্ধ অতি, যদি দেহ অনুমতি,
বসুমতী বাস করতলে।
নিয়া পিতার বাণী, অধোমুখে পুট-পাণি,
কানড়া কহেন কিছু ছলে। ৯১
তি নিতি রতি মতি; প্রণতি ভকতি স্তুতি,
সতত পার্ব্বতী পদে মোর।
ার আজ্ঞা আছে অতি, নির্ণয় করিয়া পতি,
আপনি বিবাহ দিব তোর। ৯২
দব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, বুঝিয়া করহ কার্য্য,
আজি ধৈর্য্য হবে মহাশয়।
াল ভাল বলি রায়, নিজ নিকেতন পায়,
প্রভবে ভাবনা কত ভয়। ৯৩
ানবতী সতী সাধ্বী, কন্যা নহে কার বাধ্যি,
কানড়া কুমারী জাতিস্মরা।
ধাতা নির্ব্বন্ধ পতি, মনে আছে প্রাণপতি,
লাউসেনে হব স্বয়ম্বরা। ৯৪
থাপি গৌড়ের পতি, অভব্য হইবে অতি,
ভাটের হইবে অপমান।
বোধ পাইয়া মনে, আনা'লে বেগারিগণে,
ঘনরাম কবিরত্ন গান। ৯৫
ানড়া কহেন দাসী শুন শশিমুখী।
রি মরি বেগারী সকল জন্ম দুঃখী। ৯৬
ার বয়ে ক্ষীণতনু মুখে নাই রা।
দহ তৈল হরিদ্রা প্রসন্ন হক্ গা। ৯৭

এত শুনি আনন্দে অনেকে পরিপাটী।
দুর্ম্মুখা ধূমসী দাসী দিল বাটী বাটী। ৯৮
দলুজ দক্ষিণে দীঘি দেখি দিব্য জল।
স্নান করি ভারিগণ গায়ে পেলে বল। ৯৯
কন্যার মন্দিরে পুনঃ করিতে প্রবেশ।
খেতে দিল ক্ষীর খণ্ড মুড়কি সন্দেশ। ১০০
মর্য্যাদা করিল মালা চন্দনে ভূষিত।
ভয় পেয়ে ভারিগণ ভাবে বিপরীত। ১০১
মনে করে বলি দিবে বাসুলি খর্পরে।
অতেব সবার এত সমাদর ক'রে। ১০২
দেখিয়া চঞ্চল মতি সম্মুখে ভদ্রকালী।
লহ লহ রসনা ভূষণ মুণ্ডমালী। ১০৩
তা দেখে তরাসে তারা হলো তুল্য মড়া।
তখন অভয় বাণী বলেন কানড়া। ১০৪
সাবধানে শুন সবে কোন চিন্তা নাই।
এক কথা জিজ্ঞাসি যথার্থ কবে ভাই। ১০৫
রাজার বয়স বেশ আকার মূরতি।
সত্য কবে সাক্ষাৎ প্রমাণ ভগবতী। ১০৬
এই যে দেউলে দেবী দনুজ দলনী।
মিথ্যাবাদী জনের ঘাড় ভাঙ্গেন আপনি। ১০৭
এত শুনি বিনয়ে বেগারিগণ কয়।
মিছা বাণী সেঁচা পানি কতক্ষণ রয়। ১০৮
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শীলা শূন্যেতে ফেলিলে। ১০৯
বিশাসয় হইবে প্রায় বরের বয়েস।
লোলিত গায়ের মাংস নাই দন্ত লেশ ॥ ১১০
ধবল সকল কেশ বেশ বিপরীত।
বদনে তোবড়া গাল কপাল লোলিত। ১১১
গতিহীন ঘোড়ায়, দোলায় হেলে গা।
বলিনু বিবাহযোগ্য বর নহে মা। ১১২
সত্যবাণী শুনি ধনী হয়ে হর্ষমনা।
ভারিগণে জনে জনে কানে দিল সোণা। ১১৩
সব শিরে বান্ধাইল বিনোদ বালাবন্ধ।
বেগারি বিদায় দেখি ভাটের আনন্দ। ১১৪
মনে করে আমি পাব খুব ঘোড়াযোড়া।
হেন কালে দাসী দিয়া ডাকালে কানড়া। ১১৫
প্রসন্ন বদনে বদনে ভট্ চলে দিব্য ঠাটে।
বিধাতা বিমুখ বড় দুঃখ দিল ভাটে। ১১৬

সম্মান করিয়া ভাটে বুঝিবারে জ্ঞান।
যথার্থ জিজ্ঞাসে, দ্বিজ ঘনরাম গান। ১১৭
কাপড় কাণ্ডার আড়ে কানড়া রূপসী।
বরের বারতা পুছে দুর্ম্মুখা ধূমসী। ১১৮
বরণ বয়েস বল বরটী কেমন।
রূপে গুণে অভিলাষে প্রকাশে যেমন। ১১৯
কানড়া কনক কান্তি কলেবর শোভা।
মুনি মনোমোহিনী মদন মনোলোভা। ১২০
বরমালা দিব যদি শুনি সত্য ভাষা।
এত শুনি বলে ভট্ট ধর্ম্মভয়নাশা। ১২১
ভট্টজাতি শঠ বড় সভাতে ব্যাপক।
না করে মিথ্যারে ভয় বিশেসে ঘটক। ১২২
হাত নাড়া দিয়া বলে বচন চপল।
অভিনব কিশোর ভূপতি মহাবল॥ ১২৩
রূপে গুণে কুলশীলে ধরা ধর্ম্মধনে।
রাজার তুলনা নাই ভারত-ভুবনে॥ ১২৪
নূতন যৌবন শোভা শরীর সুঠাম।
কলেবর কান্তি কিবা কলধৌত দাম॥ ১২৫
এ বরে বিবাহ যার ভাগ্য নয় কাটা।
কানড়া বলেন ভাল থাক্ ভট্ট বেটা। ১২৬
আঁখি ঠার দিতে দাসী দিলে ঘাড় কাতা।
ভিজায়ে ঘুঁড়ীর মূতে মুড়াইল মাথা॥ ১২৭
পাঁচ চুলে করে দিল পেঁচ গোটাদশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টশ্ টশ্॥ ১২৮
গলায় গুড়ের মালা মুখে চূণ কালি।
দেখিয়া পালা'ল দ্বিজ পরাণ ব্যাকুলি॥ ১২৯
ধূমসী যাইয়া বলে দ্বিজবর কৈ।
পৈতা লুকায়ে বলে আমি বামুন নৈ॥ ১৩০
ঢেলা মারি তাড়ায়ে সহর করে পার।
শুনিয়া সিমুলাপতি ভাবে চমৎকার॥ ১৩১
অপমানে ধায় ভট্ট শীরে হানে ঘা।
ডগমগী রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা॥ ১৩২
যেতে যেতে পথে কত ভাবে গঙ্গাধর।
ধিক্ থাকুক পরাধীন পরের চাকর॥ ১৩৩
আজন্ম জঞ্জালে যায় জীব কতদিন।
ঈশ্বর করিল মোরে পরের অধীন॥ ১৩৪
ভাবিতে ভাবিতে এত পেলে রাজধান।
ঘটা করি রাজা হেথা শুনেন পুরাণ॥ ১৩৫

ব্রহ্মলোক হতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
কৈলাস পর্ব্বতে আসি হারাইল পথ॥ ১৩৬
ঐরাবত উদ্দেশে অনেক করে স্তব।
বরদায় হয়ে হাতী বলে অসম্ভব॥ ১৩৭
বিদীর্ণ করিয়া গুহা করে দিব গন।
গঙ্গা যদি আমারে করেন আলিঙ্গন॥ ১৩৮
কুবচন শুনি কান্দে রাজার কুমার।
আর না হইল মোর বংশের উদ্ধার॥ ১৩৯
বেগবতী ভাগীরথী কহেন তখন।
সহিতে পারিলে তেজ দিব আলিঙ্গন॥ ১৪০
শুনিয়া আনন্দে হাতী বিদারি পর্ব্বতে।
বেগবতী ধান দেবী পৃথিবীর পথে॥ ১৪১
এক ঢেয়ে শতেক যোজনে পড়ে করী।
উঠু ডুবু করে হাতী বলে মরি মরি॥ ১৪২
গঙ্গার তরঙ্গে তার স্থির নহে পা।
হাতী বলে পতিত-পাবনী রাখ মা॥ ১৪৩
এই অধ্যা শ্রবণে সবাই বিমোহিত।
হেন কালে ভট্ট আসি হৈল উপনীত॥ ১৪৪
চমকিত চায় সবে অনিমিখ আঁখি।
পুঁথি কোলে পণ্ডিত অমনি রাখে ঢাকি॥ ১৪৫
ভাট অপমান দেখি ভূপতি চঞ্চল।
পাত্তর জিজ্ঞাসেন ভাই সমাচার বল। ১৪৬
কপালে হানিয়া হাত ভট্ট বলে কৈ।
বিফল সকল কাজ লাজ দেশ বই। ১৪৭
এ শুভ সম্বন্ধ শুনি সিমুলার রায়।
হর্ষচিত্ত হয়ে প্রায় দিয়াছিল সায়॥ ১৪৮
কেবল কানড়া কন্যা করে এত খান।
আমার এমন দশা, ভারির সম্মান॥ ১৪৯
দাসী দিয়া জিজ্ঞাসিল বরের বারতা।
রূপ গুণ যৌবনে কহিনু হার গাঁথা॥ ১৫০
সে কোথা শুনিয়াছিল বর বড় বুড়া।
লঘুতা করিল মোর মাথা গেল মুড়া॥ ১৫১
অপরঞ্চ যে কিছু সভায় কব কিবা।
রাজা বলে ওহে পাত্র দিলে ভাল বিভা॥ ১৫২
কুচক্র ভাবিয়া পুনঃ কহে মহামদ।
বিরচিল কবিরত্ন ভাবি ব্রহ্মপদ॥ ১৫৩
পাত্র বলে মহারাজা করেছে সরস।
নতুবা এতেক কেন ভারির পৌরুষ॥ ১৫৪

; বিঘ্ন বুঝি বা, কি বাক্য দোষ পেয়ে।
বে সত্তর দ্বিজ দেখ এল ধেয়ে ॥ ১৫৫
নি সিমুলা পতি কহেছে সর্ব্বথা।
খানে গণি তবে কানড়ার কথা ॥ ১৫৬
বা না করে রাজা, কন্যা নহে রাজি।
ছলে বিভা দিব সেবা কোন্ পাজী ॥ ১৫৭
দরশন বিনা কেন বাহি মানে।
গা শাম্বের বিভা শুনেছ পুরাণে ॥ ১৫৮
বলে ছিল তায় কন্যার সরস।
ড়ার কাজ কথা কেবল কর্কশ ॥ ১৫৯
ত না করে যদি স্বয়ম্বরা ঝি।
তার বাপের বচনে করে কি ॥ ১৬০
নী-বিবাহে যেন বারিল জঞ্জাল।
হাতে অভব্য হইল শিশুপাল ॥ ১৬১
ষ্ণে মজিয়াছিল রুক্মিণীর মন।
থা রৈল ভাব জ্যেষ্ঠ ভেয়ের বচন ॥ ১৬২
ন বটে পুরাণে শুনেছি এই কথা।
রূপী হয় পাছে আমার অন্যথা ॥ ১৬৩
কর্ম্ম ন'বে তবে হবে নিদারুণ।
তে বলিতে বড় বাড়ে তমোগুণ ॥ ১৬৪
ট করে প্রবোধ মোচড়ে পাকা দাড়ি।
ড়া করিতে বিভা বেড়ে গেল আড়ি ॥ ১৬৫
পে রক্ত লোচন বচন বীরদাপে।
অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে ॥ ১৬৬
ন ছার হরিপাল ভূপাল মাঝে লেখা।
ত হাতে লুটে নিব যদি পাই দেখা ॥ ১৬৭
তির কোপে কাঁপে সবার অন্তর।
রে হুকুম হৈল সাজিতে লস্কর ॥ ১৬৮
আজ্ঞা পেয়ে পাত্র দিল হাত নাড়া।
সাজ সত্বরে সিঙ্গায় শুধু সাড়া ॥ ১৬৯
ড়া পাড়া ঠমক খমক করনাল।
ঝম্প বাজে ডম্ফ মাদল বিশাল ॥ ১৭০
ভেরী মুহরি বিজয় ঢাক ঢোল।
সিঙ্গা কাঁসর সঘনে শুনি রোল ॥ ১৭১
রণ দামামা দগড়ে পড়ে কাটী।
ল পাড় করে শব্দে সহরের মাটী ॥ ১৭২
ধাড় ধাওসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
দিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি ॥ ১৭৩

কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে।
রাজার হুকুম দড় সেজে আইল ধেয়ে ॥ ১৭৪
রায়রেঞা বারভুঞে মীরমিঞাগণে।
তুরঙ্গী তুরগে কেহ এরাণী বারণে ॥ ১৭৫
হাতি ঘোড়া উঠ গাড়ি সেফাই ফকির।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥ ১৭৬
নব ঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজি ॥ ১৭৭
তিন লক্ষ তাজা তাজী তুরগী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ ॥ ১৭৮
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি ফরিকার।
সমুদয়ে নবলক্ষ যম অবতার ॥ ১৭৯
রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥ ১৮০
সাজিয়া সুমার হলো নব লক্ষ সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দুর্ দুর্ বাজনা ॥ ১৮১
না বুঝি অবোধ পাত্র ভাবি সর্ব্বনাশ।
হেন কালে করা'ল রাজার অধিবাস ॥ ১৮২
বর হয়ে চলে রাজা সুতা বান্ধে হাতে।
বারভুঞে বেষ্টিত পাত্তর সাথে সাথে ॥ ১৮৩
অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্মচীল।
শকুনী গৃধিনী আগে করে কিল্ কিল্ ॥ ১৮৪
চিকি চিকি কালপেচা ডেকে উঠে কাছে।
কোণেতে কচ্ছপ দেখে, কপি দেখে গাছে ॥১৮৫
বামে কাল ভুজঙ্গ, দক্ষিণে দেখে শিবা।
কেহ বলে না জানি কপালে আছে কি বা ॥১৮৬
সিমুলা করিল যাত্রা বিবাহের আশে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ১৮৭
নব লক্ষ দলে বলে চলে গৌড়পতি।
গতিধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী ॥ ১৮৮
ঘন বাজে রণ-ঘোর দামামা দগড়।
হাতীর হেষণি শুনি ঘোড়ার দাবড় ॥ ১৮৯
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দুড়দুম্।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম ॥ ১৯০
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ হাঁকে হান্ হান্।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান ॥ ১৯১
মেলাপাড়া মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ১৯২

উভলাফে উঠে কেহ হাত দশ বিশ।
দেখিয়া ভূপতি পাত্র মনে হরষিত॥ ১৯৩
চলিতে চলিতে চলে উলট পালটী।
লাফে লাফে কাঁপাইছে কুড়ি হাত মাটী॥ ১৯৪
একাযুত বেগারি বেল্‌দার আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়॥ ১৯৫
খাল খানা নির্ঝর ঝঙ্কার ঝোপঝাপ।
কেটে সেটে সমান সরণি করে সাফ॥ ১৯৬
তবে তাম্বু কানাত তৈনাত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পিঠে নিশান নাগরা॥ ১৯৭
হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত যূথে যূথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত॥ ১৯৮
নরযানে ভূপতি বেষ্টিত বারভুঞা।
চৌহান রাজপুত কত নামজাদা মিঞা॥ ১৯৯
সবার গমন বেগে আগে আসোয়ার।
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে কত ঢালি ফরিকার॥ ২০০
পিছে হাতী পদাতি পসারি পায় পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী আগে যায়॥ ২০১
পেরুল গৌড়ের গড় বেগবন্তগতি।
ডানি বামে কত গ্রামে বহে মহামতি॥ ২০২
বামেতে রাখিয়া চলে ভৈরবীর ধার।
বিষম সঙ্কটে হলো বুড়িগঙ্গা পার॥ ২০৩
দিবস রজনী চলে নাহি রহে স্থির।
সিমুলা সমীপে গেলা বিমলার তীর॥ ২০৪
পার হলো বিমলা নদী ভূপতির ঠাট।
তৈনাত হইল সেনা বার ক্রোশ বাট॥ ২০৫
হেন কালে বলে পাত্র শুন মহারাজ।
সহসা সহরে শুন সেজে নাই কাজ॥ ২০৬
মলয় অনিল বহে সমীপ সরিৎ।
এখানে মোকাম কর আগে বুঝি নীত॥ ২০৭
না হয় যে হয় হবে আছে পরিণাম।
এত শুনি কহে রাজা করিতে মোকাম॥ ২০৮
থাক্ থাক্ শব্দে কাটী পড়িছে কাড়ায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ঠাঁয় ঠাঁয়॥ ২০৯
আগে গাড়ে নিশান ধবল নীল লাল।
নানা চিত্র বসন উপরে ঘোমটাল॥ ২১০
কানাত পড়িল কত সিফায়ের ডেরা।
পরিসর আড়ে দীর্ঘে বার ক্রোশ ধরা॥ ২১১

রাজার কানাত তামু আগে করে শোভা।
নীল পীত পিঙ্গল ধবল রক্ত আভা॥ ২১২
নানা চিত্র চামর চৌদিগে সভা পায়।
কলধৌত কলসে পতাকা উড়ে বায়॥ ২১৩
মকেদ মহলে চৌকি থাকে রায় রামু।
তার বামে পড়ে গেল পাত্তরের তামু॥ ২১৪
বারভুঞা মোকাম করিল চারিপানে।
হাতী ঘোড়া থানায় রাখিল কাণে কাণে॥ ২১৫
আগে আগে বেলদার বান্ধিল আড়কাতী।
চারিদিগে কাটগড়া কোলে তার হাতী। ২১৬
কত ভাতি মোকাম করিল রাজসেনা।
ঘন বাজে রণভেরী দুর্ দুর্ বাজনা॥ ২১৭
রয়ে রয়ে দুড় দুড়ুম্ শব্দে গোলা ধায়।
হরিপাল ভূপতি ভয়ে কপাল থেয়ায়॥ ২১৮
হায় বিধি কি হলো কানড়া হলো কাল।
মুড়ায়ে ভাটের মাথা বাড়ালে জঞ্জাল॥ ২১৯
কহিতে লাগিল যেয়ে কন্যার নিকটে।
মুড়ালে ভাটের মাথা ঠেকিনু সঙ্কটে॥ ২২০
নবলক্ষ সেজেছে বিপক্ষ দলবল।
তুমি বাছা আপনি আগুনে দেহ জল॥ ২২১
স্বয়ম্বরে সায় দিলে সংসার জুড়ায়।
বর নহে বিরূপ বিশেষ বলি তায়॥ ২২২
হরি-গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২২৩
রাজা বলে গৌড়পতি ভুবনে বিদিত।
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত॥ ২২৪
কলিকালে কর্ণ যেন দানে কল্পতরু।
নিত্যদান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু॥ ২২৫
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি উৎকল কোশল।
এ সব দেশের রাজা খাটে তার তল॥ ২২৬
প্রজার পালনে রাম সুজন রসিক।
তোমা সম ভাগ্যবতী কে আছে অধিক॥ ২২৭
অনুমতি কর বাছা, দেহ বরমালা।
তোমা কন্যা হতে মোর কুল হবে আলা॥ ২২৮
কন্যা হতে হয় কত ধন ধর্ম্মধরা।
যশ কীর্ত্তি জগতে বিপত্য যায় ত্বরা॥ ২২৯
এতেক বিশেষ যদি বুঝান ভূপতি।
কানড়া কহেন কিছু করিয়া প্রণতি॥ ২৩০

মি পিতা পরম তোমার পর নাই।
ঝ যদি বেচিতে বিকাতেম সেই ঠাঁই ॥ ২৩১
চিত বলিতে বাবা লাজ ভয় কি।
ান্ বুদ্ধে বুড়া ঘরে বিলাইবে ঝি ॥ ২৩২
ন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাঁচে।
ড় ভাগ্য ছমাস বৎসর বুড়া বাঁচে ॥ ২৩৩
াতুর ভূপতি উঠিতে কাঁপে গা।
ম হলো বিধাতা বিমুখ বাপ মা ॥ ২৩৪
জা বলে ভুল না লোকের ভাঙ্গা মালি।
কলঙ্ক কুলে লোক কত দেয় কালী ॥ ২৩৫
ক্ক অন্যের কথা গৌরীর বিভায়।
া বলে কারো মন নাহি ছিল তায় ॥ ২৩৬
হ বলে ভূতুলে ভাঙ্গড় মাল বেদে।
হ বলে নারদ এসেছে বাদ সেধে ॥ ২৩৭
ষা ভস্ম ভাঙ্গড় ভিক্ষুক তায় বুড়া।
াগ জটাধর যোগী চন্দ্রচূড় বুড়া ॥ ২৩৮
দানে সে সব কীর্ত্তি তিন লোকে আলো।
াল হলে কপাল, সকল ঠাঁই ভাল ॥ ২৩৯
বে কদাচিৎ যদি নহে অনুমতি।
লে ছলে লুটে লবে ঘটিবে দুর্গতি ॥ ২৪০
। হয় সম্প্রতি চল পলাইয়া যাই।
ণ্যা বলে যাও তুমি বিলায়ে বালাই ॥ ২৪১
াপে কিছু কহিতে ঈষৎ ওষ্ঠ কাঁপে।
ান্ খানে গণি ইন্দ্র চড়া দিতে চাপে ॥ ২৪২
ারম বান্ধিলে কেবা বিধাতা বরুণ।
নজে গেলে সংহারিব সহস্র অর্জ্জুন ॥ ২৪৩
নের হরিষে আজি পুজিব বাসুলি।
বলক্ষ বিপক্ষ সম্মুখে দিব বলি ॥ ২৪৪
তক্ষণে মনের মরম কহি তাত।
য়না-মণ্ডল পতি মোর প্রাণনাথ ॥ ২৪৫
শষ কথা শুনে রুটে উঠিল ভূপাল।
নে করে কানড়া আমার হলো কাল ॥ ২৪৬
াজত কাঞ্চন হীরা রাজদণ্ড ছাতি।
াজল নয়নে কত রহে ঘোড়া হাতী ॥ ২৪৭
রিবার সঙ্গে রাজা নৌকা আসি চড়ে।
প্রাণ লয়ে পলাইল বাসডিঙ্গা গড়ে ॥ ২৪৮
হরের লোক হল সব হুল থুল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল ॥ ২৪৯

ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে মাটী খুঁড়ে।
সভয় সকল লোক ষোল ক্রোশ জুড়ে ॥ ২৫০
মেষ গরু অজা অধি কেহ করে বৈ।
কেহ কহে দুষ্কর লস্কর এলো ঐ ॥ ২৫১
যত শুনি তত নয় কেহ কেহ কয়।
কেহ কহে রাজাকে প্রজার নাহি ভয় ॥ ২৫২
কেহ কহে ও সব উদ্বেগ ভাব মিছা।
কেহ কহে করে রাজা কানড়ার পিছা ॥ ২৫৩
কেহ কহে কি জানি কপালে আছে কি।
কেহ কহে কাল হৈল হরিপালের ঝি ॥ ২৫৪
সন্তাপে সিমুলা ভাসে সোতের সিঁউলি।
কানড়া কুমারী কান্দে ভাবিয়া বাসুলি ॥ ২৫৫
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ২৫৬
পড়িয়া প্রমাদ ভারে, ষোলবিধ উপচারে,
রত্নময় ঘটের উপর।
পূজিয়া পার্ব্বতীপদ, প্রেমে অঙ্গ গদ গদ,
ধরাতলে ধূলায় ধূষর ॥ ২৫৭
বিপদনাশিনী কোথা, ভাই বন্ধু পিতা মাতা,
পলাইল ফেলিয়া প্রমাদে।
দনুজ দলনী চণ্ডী, অশেষ আপদ খণ্ডি,
রক্ষ রক্ষ বিপক্ষ বিবাদে ॥ ২৫৮
গোপিনী রুক্মিণী রামা, তোমা সেবি সত্যভামা,
স্বামী কৃষ্ণ পাইল পুণ্যফলে।
পদরেণু করি ভূষা, অনিরুদ্ধে পেলে উষা,
মৃত পতি রতি পেলে কোলে ॥ ২৫৯
সে সব তোমার ভক্ত, আমি অতি পাপযুক্ত,
তুমি কিন্তু পতিতপাবনী।
পাপিনী আমার পারা, কে আছে তারিণী তারা,
তবে কেন না তার তারিণী ॥ ২৬০
পিতামহ সমবেশ, নাহি দন্ত কেশ লেশ,
বয়েস বসেছে যম বাটে।
গৌড়পতি বুড়াবাদে, এসেছে বিবাহ সাধে,
এই ছিল আমার ললাটে ॥ ২৬১
চতুরঙ্গ দলেবলে, হাতে সুতো বেন্ধে ছলে,
পাগল বেড়িল আসি পুরী।
বিপত্ত্য সাগরে ভাসি, অভয়া আপনি আসি,
দাসীরে উদ্ধার কৃপা করি ॥ ২৬২

কিঙ্করী কাতর উক্তি নতিস্তুতি দৃঢ়ভক্তি,
বুঝি যুক্তি পদ্মার সহিত।
দাসীর দুর্গতি খণ্ডা কৈলাসে লোহার গণ্ডা,
ছিল পুরে বিশাই নির্ম্মিত॥ ২৬৩
হেন গণ্ডা লয়ে সাথে, ভর করি পুষ্পরথে,
পদ্মাসঙ্গে উরিলা পার্ব্বতী।
কানড়া লোটায়ে ক্ষিতি, পরিতুষ্টা ভগবতী
দূর কৈল দাসীর দুর্গতি॥ ২৬৪
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূল, আপনি বান্ধেন চুল,
কোলে করি মুছায়ে বয়ান।
অভয়া বলেন দেবী শ্রীগুরু চরণ সেবি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ২৬৫
কানড়া করিয়া কোলে কহেন সদয়।
জগতে আমার জনে যম-পরাজয়॥ ২৬৬
একান্ত তোমার আমি তুমি মোর ঝি।
কেন বাছা কানড়া তোমার চিন্তা কি॥ ২৬৭
কান্দিয়া কহেন কিছু অভয়া চরণে।
তরিব সন্তাপ সিন্ধু তোমা দরশনে॥২৬৮
সর্ব্বকাল কামনা প্রমাণ ঐ পা।
তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা॥ ২৬৯
বাশুলি বলেন বাছা শুন প্রাণ জুড়া।
কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া॥ ২৭০
হেঁটমুখী কানড়া, হাসেন হৈমবতী।
সংসার বিজয়ী বাছা তোমা প্রাণপতি॥ ২৭১
ধরণী-মণ্ডলে ধন্য ধর্ম্মের সেবক।
মহারাজা লাউসেন রসিক যুবক॥ ২৭২
বলিনু বিশেষ বর বিধাতার লেখা।
চিন্তা নাই সঙ্কটে নিকটে পাবে দেখা॥ ২৭৩
পাছে ভাব দূরাদূর কে করে অবধি।
কোন্ কর্ম্ম অসাধ্য আমার কৃপা যদি॥ ২৭৪
কৃষ্ণের-নন্দন কোথা, কোথা ছিল রতি।
কোথা বা আপনি কৃষ্ণ কোথা জাম্বুবতী॥ ২৭৫
কোথা শত্রাজিতা-সুতা কোথা ছিল কান।
কোথা ছিল রুক্মিণী ভেটিল ভগবান॥ ২৭৬
কোথা অনিরুদ্ধ আর কোথা ছিল উষা।
আমার চরণরেণু কাঁর নয় ভূষা॥ ২৭৭
গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পাইল কোলে।
যত কিছু দেখ বাছা মোর কৃপা-বলে॥ ২৭৮
আমারে ভজিয়া যদি দুঃখ পাবে ঝি।
তবে মোর ভকতবৎসলা নাম কি॥ ২৭৯
নবলক্ষ সেনা যেন জলবিম্ব ভঙ্গ।
উপায় অভব্য করি বসে দেখ রঙ্গ॥ ২৮০
প্রবোধ পাইয়া পায়ে পড়িল কিঙ্করী।
দুর্ম্মুখা দাসীরে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বরী॥ ২৮১
লইয়া লোহার গণ্ডা চলে যাও ঝাট।
কহিতে বলিতে কিছু মুখে নও খাট॥ ২৮২
কিছু বা কোমল কবে কিছু বা দপটে।
রাজাকে কহিবে গণ্ডা হান এক চোটে॥ ২৮৩
তবে দিব বরমালা কানড়ার আজ্ঞা।
শিশুকাল হতে বালা করেছে প্রতিজ্ঞা॥ ২৮৪
কহিলে কি কয় তবে বুঝে সুঝে কয়ো।
আমার আশীষে তুমি বজ্রকায় হয়ো॥ ২৮৫
বাড়া বাড়া বলে কিবা বিবাদ বাড়ায়।
বুকে না টুটিবে তুমি আমি আছি তায়॥ ২৮৬
কুটিল কটাক্ষপাতে কিবা নব লক্ষ।
রক্তবীজ হতে রাজা রণে কত দক্ষ॥ ২৮৭
কি কৈল নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
কেশীকংশ কুরুবংশ কোথায় রাবণ॥ ২৮৮
আপনি বধেছি কারে, কারে কার হাতে।
কুমতি সুমতি যত আমার মায়াতে॥ ২৮৯
গায়ে হস্ত বুলাইয়া কহেন গণ্ডায়।
বিপক্ষ রাজার দলে হবে বজ্রকায়॥ ২৯০
কাটা যাবি লাউসেন রাজার খড়্গা ঠেকে।
ঈশ্বরী আদেশ দিল আগমের টীকে॥ ২৯১
এত শুনি কানড়ার উথলে আনন্দ।
হেমথালে দিল মালা মলয়জ গন্ধ॥ ২৯২
চণ্ডীকা-চরণ বন্দি বান্ধিয়া কোমর।
শকটে লোহার গণ্ডা নিকটে লস্কর॥ ২৯৩
দুষ্কর সাহসে আমি দাসী দিল দেখা।
রাজার লস্কর দেখি হলো চিত্র লেখা॥ ২৯৪
হাতী ঘোড়া চেয়ে দেখে সিহরিয়া কাণ।
নিয়ম না জানে কেহ করে অনুমান॥ ২৯৫
হস্তী সম শকটে দপটে হাটে হেট।
পাত্র বলে কানাড়া পাঠায়ে দিল ভেট॥ ২৯৬
দুষ্কর সাহসে দাসী লস্কর নিকটে।
প্রণতি করিয়া কিছু কন করপুটে॥ ২৯৭

বড় ভাগ্য ভূপতি এসেছে বড় হয়ে।
ভাগ্যবতী কানড়া পাঠালে কিছু কয়ে॥ ২৯৮
সর্ব্বকাল দেবী পূজে ভূপতির বালা।
দরাতে না পারে কারে দিব বর মালা॥ ২৯৯
কৈলাস হইতে দেবী দিল এই গণ্ডা।
এক চোটে যে জন করিবে দুই খণ্ডা॥ ৩০০
সে হবে কানড়াপতি ঈশ্বরী আদেশে।
কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষে॥ ৩০১
এত বলি গণ্ডার গায়ের খুলি পট।
সম্মুখে বসিল দাসী করিয়া দপট॥ ৩০২
অনুপাম গণ্ডার সংসারে নাহি দেখি।
বারভূঞে চেয়ে দেখে অনিমিখ আঁখি॥ ৩০৩
দৈবের ঘটনা সবে করে অনুমান।
দেখে শুনে শুখাইল রাজার পরাণ॥ ৩০৪
আসোর সহিত প্রভু হবে বরদায়।
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥ ৩০৫
গান দ্বিজ ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী।
রামচন্দ্রপদদ্বন্দ্ব বন্দ্য অভিলাষী॥ ৩০৬

কানড়ার স্বয়ম্বর পালা সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

কানড়ার বিবাহ।

দাসী বলে মহারাজ শুভক্ষণ বেলা।
এক চোটে হানি গণ্ডা লহ বরমালা॥ ১
শুভ কর্ম্ম বিবাহ, বিলম্বে নাই ফল।
শুনিয়া রাজার মুখে শুখাইল জল॥ ২
হেনকালে পাত্র কিছু বলে হাত নাড়ি।
দূর কর গণ্ডা হানা, অনুচিত আড়ি॥ ৩
শুন বলি বিশেষে বুঝাও যেয়ে তায়।
বড় ভাগ্য হেন বর বিধাতা ঘটায়॥ ৪
বুড়া বলে, বল যে লোহার গণ্ডা কাট।
বাসুরে বুঝিবে বুড়া বলে নয় খাট॥ ৫
দাসী বলে বচন বলিলে বাড়া বাড়া।
বলিলে বিরূপ হবে, ছাড় হাত নাড়া॥ ৬
বল বুদ্ধি বিক্রম বয়েস বেশ বুঝি।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি॥ ৭
কিবা রাজা কিবা পাত্র কিবা অন্য পর।
একচোটে হানে সেই কানড়ার বর॥ ৮
পাত্র বলে এমন কখন শুনি নাই।
এত কেন বাড়া বাড়া মেয়ের বড়াই॥ ৯
বর হয়ে কেবা এলো সে বা কার ঝি।
এদেশে পণ্ডিত নাই বুঝাইব কি॥ ১০
হানিতে লোহার গণ্ডা কত বড় কাজ।
প্রতিজ্ঞা-পূরণ বিভা দেশ যুড়ে লাজ॥ ১১
দাসী বলে যত কই সকলি খণ্ডিত।
এদেশে সকলি মূর্খ তুমি সে পণ্ডিত॥ ১২
অতেব এমন কালে বিবাহের সাজ।
হানিতে লোহার গণ্ডা কত পাবে লাজ॥ ১৩
কখনো শুনেছ মহাভারতের কথা।
কিরূপ প্রতিজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীর পিতা॥ ১৪
বল বুদ্ধি বিক্রম বুঝিতে দৈবাধীন।
আরোপিলা রাধাচক্রে আড়ে তার মীন॥ ১৫
চক্র ভেদি যে জন বিন্ধিবে এক শরে।
ভুবনমোহিনী কন্যা দিব সেই বরে॥ ১৬
পূরিতে নারিল কেহ প্রতিজ্ঞা দারুণ।
এক শরে রাধাচক্র বিন্ধিল অর্জ্জুন॥ ১৭
না জানি কলঙ্ক কত, কত হলো লাজ।
অপরঞ্চ শুন সবে শ্রীরামের কাজ॥ ১৮
ধনুর্ভঙ্গ পণ কৈল জানকীর পিতা।
ধনুর্ভঙ্গ করি রাম বিভা কৈল সীতা॥ ১৯
ত্রিলোকের গুরু তিনি, তাঁর এই কাজ।
তুমি মাত্র হেনে গণ্ডা পাবে মহা লাজ॥ ২০
তবে যে করেছ মনে সে হ'বার নয়।
রাজা বলে দাসীর স্বভাবে সব কয়॥ ২১
এ কথার ইঙ্গিতে এখনি দিতাম শোধ।
অবলা অবোধ জাতি অনুচিত ক্রোধ॥ ২২
দূর কর হেন ছার বিবাহ প্রসঙ্গ।
পাত্র বলে বিনা যুদ্ধে কেন দিবে ভঙ্গ॥ ২৩
হাতে সূতা বান্ধা যদি ফির মহারাজ।
এ বড় অবনী-জুড়ে অতিশয় লাজ॥ ২৪
কোমর বান্ধিয়া গণ্ডা কর দুই খান।
না পার আপনি আছি হানিব নিদান॥ ২৫
তবে যে না গেল হানা বয়ে গেল কি।
বলে ছলে বিভা দিব হরিপালের ঝি॥ ২৬

কিবা বা বড়াই করে কুমারী কানড়া।
এত বলি রাজাকে ধরা'লে খর খাঁড়া ॥ ২৭
পাঁচজনে ধরে তোলে বান্ধিয়া কোমর।
ভূপতি গণ্ডায় হানে সভার ভিতর ॥ ২৮
লস্কর সকল দেখে দুষ্কর সাহস।
কেবা বলে কদাচিৎ বুড়া করে যশ ॥ ২৯
অবনী আঁচিতে অসি উরু কর কাঁপে।
পাত্র হাঁকে হুঙ্কার হানিবে বীর দাপে ॥ ৩০
তাপে চোট হানিতে হুট্‌রে পড়ে ভূঞে।
দেখে দাসী হাসী তো রাখিতে নারি মুঞে ॥৩১
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩২
না লাগে খাঁড়ার দাগ গণ্ডারের গায়।
বুড়া রাজা মুর্চ্ছা হলো উঠে হায় হায় ॥ ৩৩
চেয়ে চমৎকার ভাবে ভূপতির ঠাট।
নিঃশব্দ হইল যত গীত বাদ্য নাট ॥ ৩৪
মুখে জল দেয় কেহ মরীচের গুঁড়া।
দাসী বলে বড় পুণ্যে প্রাণ পাইল বুড়া ॥ ৩৫
কেহ বলে হায় হায় কি হলো কি হলো।
কাণে কাণে কয় কেহ রাজা পারা মলো ॥ ৩৬
কেহ বলে পাত্র-বশে পাগল হলো ভূপ।
কি কাজ ওসব কথা কেহ বলে চুপ ॥ ৩৭
মনে মগ্ন মহামদ মুখে বলে ভাল।
কেহ বলে রাজার বয়ান হলো কালো ॥ ৩৮
কেহ বলে চিন্তা নাই চিত্র বসে কই।
চেতন পাইল রাজা দণ্ড দুই বই ॥ ৩৯
শীতল চন্দন চুয়া চামরের বায়।
সবল হইয়া কহে গৌড়েশ্বর রায় ॥ ৪০
প্রাণ লয়ে চল পাত্র আপনার দেশে।
এখনি এমন হলো আর আছে শেষে ॥ ৪১
শুভক্ষণে মোর হাতে বান্ধাইলে সুতা।
মরণ অধিক লাজ মেয়ের লঘুতা ॥ ৪২
পাত্র বলে এত কেন হও অভিমানী।
পবনে পতন প্রায় পদ্মপত্রে পানি ॥ ৪৩
একচোটে আপনি হানিব গণ্ডাবর।
আজি তোমা কাঁনড়া করিব একত্তর ॥ ৪৪
অহঙ্কার করি পাত্র হাতে নিল খাঁড়া।
খর্ব্ব-বপু মহামদ গর্ব্ব করে বাড়া ॥ ৪৫
উভ হাতে নাহি পাই গণ্ডারের ঝোঁট।
মঞ্চের উপরে উঠে উভ হানে চোট ॥ ৪৬
চোটের সহিত হানে বিপরীত হুঁ'।
অমনি হুট্‌রে পড়ে মুচুড়িয়া মু ॥ ৪৭
না টুটে গণ্ডার লোম প্রাণপণে চোটে।
খড়্গ ভেঙ্গে পাত্রের ললাটে যেয়ে উঠে ॥ ৪৮
চমৎকার ভাবি সবে শিরে হানে জল।
দাসী মাগী দুষ্ট বড় হাসে খল খল ॥ ৪৯
ছট্ ফট্ করে পাত্র দৈব প্রতিকূল।
তনুরুচি জামা জোড়া যেন জবা ফুল ॥ ৫০
দণ্ড ছয় ছিল পাত্র জ্ঞান হয়ে হত।
মনে মনে নাবড়ি ভাবিয়া উঠে কত ॥ ৫১
পাত্রের বয়ান চেয়ে রাজা বলে ভাই।
ফুরাল বিবাহ-সাধ চল ঘরে যাই ॥ ৫২
পাত্র বলে মহারাজ মন-কথা কি।
এখনি আনিয়া দিব হরিপালের ঝি ॥ ৫৩
দাসী দিয়া এই গণ্ডা পাঠালে কানড়া।
নফর হানুক গণ্ডা পেয়ে যাক্ সাড়া ॥ ৫৪
সায় দিতে ভূপতি পাত্তর কয় এঁটে।
নব লক্ষ দল আছ গণ্ডা দেহ কেটে ॥ ৫৫
শুনিয়া সকল লোক করে হেঁট মাথা।
রাজা বলে ফুরাইল বিবাহের কথা ॥ ৫৬
ঘর চল ঘোর দুঃখ ঘুচালে গোঁসাই।
তবু পাত্র বলে রাজা মন-কথা নাই ॥ ৫৭
না বুঝি করেছে পণ অবলা-অবোধ।
বলিতে বলিতে বড় বেড়ে গেল ক্রোধ ॥ ৫৮
প্রাণ লয়ে পিতা তার পলাইল ধেয়ে।
এখন বড়াই করে সে কেমন মেয়ে ॥ ৫৯
ইচ্ছায় না হলো যদি ভূপতির দারা।
এখনি করিব তারে দ্রৌপদীর পারা ॥ ৬০
চুলে ধরে সভায় আনিল দুঃশাসন।
অপমান করিল বলিল কুবচন ॥ ৬১
বিবসন করিতে সরম রাখে হরি।
না করি তেমন যদি বৃথা নাম ধরি ॥ ৬২
বলে ছলে বিভা দিব কার বাপে রাখি।
তখন কহিছে দাসী ধর্ম্ম করি সাক্ষী ॥ ৬৩
বারে বারে বাঁচাই বচন মোর ধরো।
ওসব বড়াই তুমি ঘরে যেয়ে করো ॥ ৬৪

াড়া বাড়া কয়েছ, সয়েছি বার তিন।
এবার কহিলে যাবে হয়ে উদাসীন ॥ ৬৫
াণ্ডার হানিতে যদি না হলো যোগ্যতা।
ালে ছলে বিভা করে কার দুটা মাথা ॥ ৬৬
কেবল দেখাও তুমি নবলক্ষ দল।
মার আগে দণ্ড দুই ভেটের ছাগল ॥ ৬৭
পাগল তুজুক এত কত বীর তুঁ।
লে যে ধরিবি, তার কোথা দেখি মু ॥ ৬৮
আমি কানড়ার দাসী, ধুমসী ধরি নাম।
ঝোব বিশেষ যদি বাধাস্ সংগ্রাম ॥ ৬৯
হনে দিলে গণ্ডার দাসীর হব দাসী।
মিছা অহঙ্কারী জনে ঘাস হেন বাসি ॥ ৭০
ায়রেএগ বারভুএগ মীরমিয়া দল।
শুনিয়া সবার মুখে শুখাইল জল ॥ ৭১
কোপে পাত্র কহিছে ভূপতি বলে চুপ।
া জানি বিধাতা আজি করে কোন্ রূপ ॥ ৭২
দেব বল আছে কিছু ইহার সম্মুখ।
তুণা সভার মাঝে এতেক তুজুক ॥ ৭৩
হেন কালে বলে পাত্র মনে নাহি বায়।
দেব বলে বড় দড় লাউসেন রায় ॥ ৭৪
রাজা বলে সার যুক্তি পাঠাও পরা'না।
শুনিয়া কানাড়া দাসী হৈল হর্ষমনা ॥ ৭৫
এত শুনি সত্বর পাত্তর লিখে পাতি।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর ভারতী ॥ ৭৬
প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণ-প্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত ॥ ৭৭
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশীর্ব্বাশি বিজ্ঞাপন পত্রে ॥ ৭৮
সদাই চিন্তিয়া সদাশয়ের কুশল।
এখানে আপনি এলে পরম মঙ্গল ॥ ৭৯
পত্র পড়ি সত্বর সিমুলা এসো রায়।
এখানে সকলি কবো শুনিবে সভায় ॥ ৮০
অপর নাবড়ি কিছু লেখেন হেকাত।
নাম লিখাইয়া মোট লক্ষের বিলাত ॥ ৮১
দিগ্যাং গমনে সিমুলা কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ ॥ ৮২
ময়না সাধিব কর ঘোড়া লব কেড়ে।
কর্ম্ম ইঙ্গিতে না করে কোন্ ভেড়ে ॥ ৮৩

তবে লিখে তারিখ রাজার সহি তায়।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল উভমুখে ধায় ॥ ৮৪
সরিৎ সরাই কত খাল বিল গ্রাম।
ডানি বামে পিছে রাখে কত লব নাম ॥ ৮৫
কিবা দিবা রজনী বিশ্রাম নাহি করে।
দাখিল অনিল গতি ময়না নগরে ॥ ৮৬
পণ্ডিত-মণ্ডিত সভা বান্ধবে বেষ্টিত।
ভূপতি ভারত কথা শ্রবণে মোহিত ॥ ৮৭
রুক্মিণীর বিবাহে মোহিত সর্ব্বজনা।
ভীষ্মক সদনে বাজে উল্লাস বাজনা ॥ ৮৮
এসেছে অনেক রাজা রাজ-নিমন্ত্রণে।
রুক্মিণীর বিবাহ সাধ সবাকার মনে ॥ ৮৯
সুতা হাতে শিশুপাল হলো উপনীত।
গোবিন্দে মজেছে যেন রুক্মিণীর চিত ॥ ৯০
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেনকালে ইন্দ্রজাল হলো উপনীত ॥ ৯১
হাতে দিয়া পরা'না প্রণতি করে রায়।
পাতি পড়ে সিমুলা মহিম বুঝে পায় ॥ ৯২
মুখ-বার্ত্তা অপর কহিল ইন্দ্রজাল।
বিভা হেতু বুড়া রাজা বাড়ালে জঞ্জাল ॥ ৯৩
হানিলে লোহার গণ্ডা হলো বিপরীত।
তেকারণে তোমা প্রতি তলব ত্বরিত ॥ ৯৪
হাসিয়া সবারে রায় শুনাইল পাতি।
কালুকে হুকুম হলো সাজ হাতাহাতি ॥ ৯৫
জননী জনক জায়া প্রজা বন্ধু ভাই।
বিদায় হইল রাজা সবাকার ঠাঁই ॥ ৯৬
যমদূত দোসর দলুই যত ছিল।
কালুবীর সঙ্গে শীঘ্র সাজিল সিমুল ॥ ৯৭
সম্মুখে সাজায়ে বাজী বারণ জোগায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সওয়ারি হৈল রায় ॥ ৯৮
আগে ধায় বীর কালু বাজে সিঙ্গা কাড়া।
পেরুল কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া ॥ ৯৯
কাশীজোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামুদর সম্মুখে দাখিল হৈল রায় ॥ ১০০
একে একে পথের কতেকু লব নাম।
সিমুলা সমীপে এলো রাজার মোকাম ॥ ১০১
প্রবেশ করিতে সভা উঠে জয়ধ্বনি।
রাজা বলে এস বাছা পোহাল রজনী ॥ ১০২

অমনি রাজার পায় নত হয়ে রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়॥ ১০৩
হাতে ধরে কন রাজা বসায়ে নিকটে।
সম্প্রতি লোহার গণ্ডা হান একচোটে॥ ১০৪
তবে বিভা করি হরিপালের দুহিতা।
তোমার পাগল মামা বান্ধায়েছে সুতা॥ ১০৫
সেন বলে উপলক্ষ আমি শিশুমতি।
আপনি হানিবে গণ্ডা পাণ্ডব সারথি॥ ১০৬
শুনিয়া সেনের কথা রাজা বলে ধন্য।
বিপত্যে বান্ধব তুমি বীর অগ্রগণ্য॥ ১০৭
তুমি বাপু ভূপতি-বংশের অবতংস।
অবনী-মণ্ডলে তুমি অবতার অংশ॥ ১০৮
এত বলি করিল সেনের সমাদর।
শুনিয়া কহিছে কিছু কুপিত পাত্তর॥ ১০৯
আগে হক্ বিবাহ গণ্ডার যাক্ হানা।
কান্ধে করে নেচো তবে কে করেছে মানা॥১১০
নফর চাকরে যদি এত বড় স্তুতি।
কেমনে রাজত্ব তবে করিবে ভূপতি॥ ১১১
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যায় সক।
না বুঝে নাবড় লোক মোরে বলে ঠক॥ ১১২
মহাশয় সেনের শরীর সত্ত্বগুণে।
পাত্রের কুটিল কথা শুনে নাহি শুনে॥ ১১৩
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১১৪
রাজার আদেশে নিল অভয়ার অসি।
সভা মাঝে হানে গণ্ডা ধর্ম্মের তপস্বী॥ ১১৫
ধূমসী কানড়া ভাবে ভবানীর পা।
আপনি আসিয়া খড়্গে ভর কৈল মা॥ ১১৬
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
গণ্ডারে হানিতে চোট হইল দু খান॥ ১১৭
হরিষে আগুয়া দাসী হাতে হেম থালা।
বসন ভূষণ কত মলয়জ মালা॥ ১১৮
বরমালা দিয়া সেনে বলিছে মিনতি।
আজি হ'তে হ'লে তুমি কানড়ার পতি॥ ১১৯
শ্রীকৃষ্ণে মজিল যেন রুক্মিণীর মন।
পশুপতি পতি প্রতি পার্ব্বতী যেমন॥ ১২০
শ্রীরামে যেমন মন মজাইল সীতা।
কামের নন্দনে যেন বাণের দুহিতা॥ ১২১
কামদেবে যেমন কামনা কৈল রতি।
তেমতি তোমার প্রতি কানড়ার মতি॥ ১২২
হেমবতী যেই হেতু পাঠালে গণ্ডার।
সিদ্ধ হলো রায় হে কানড়া বিভা কর॥ ১২৩
সঙ্কেত সরস কিছু কথার লাবণ্য।
দাসী বলে রাজা হে কপাল তোর ধন্য॥ ১২৪
সর্ব্বকাল শুক্ল ফুলে পুজেছ গোঁসাই।
কানড়ার পতি হলো ঠাকুর জামাই॥ ১২৫
গুণবতী কানড়ার রূপে নাই সীমা।
কলেবর কান্তি কিবা কনক-প্রতিমা॥ ১২৬
বড় সুখ সংসার করিবে সমাদরে।
সর্ব্বকাল দাসী আমি সেবিব বাসরে॥ ১২৭
শুনিয়া দাসীর কথা সেন পাইল লাজ।
পাত্র বলে বুঝ রাজা ভাগিনার কাজ॥ ১২৮
না বুঝি সকল লোক বলে ধন্য ধন্য।
হেনেছ গণ্ডার বটে, শুন তার জন্য॥ ১২৯
দাসী সনে ছিল কিছু সঙ্কেত সরস।
সন্ধ জানি হানি চোট বাড়ালে পৌরুষ॥ ১৩০
তবে জানি প্রমাণ চৌখান যদি হয়।
লাউসেন বসে শুন মামা মহাশয়॥ ১৩১
গণ্ডার উপরে গণ্ডা বসাইয়া দাও।
তোমার সাক্ষাতে হানি চারিখণ্ড লেও॥ ১৩২
শুনিয়া পাগল পাত্র ধরিল গণ্ডায়।
মড় মড় কাঁকালি করে নাড়া নাহি যায়॥ ১৩৩
ঠেকে পড়ে পাত্তর ঠাকুর অনুকূলে।
আপনি ধরিল সেন ধনুকের হুলে॥ ১৩৪
এক চোটে অমনি হেলায় দিল কেটে।
শিশু যেন সাধে কাটে ওল আলু এঁটে॥ ১৩৫
প্রণাম করিয়া কালু লাউসেন বীরে।
চারিখণ্ড একত্র বিন্ধিল এক তীরে॥ ১৩৬
দেখে চমৎকার লাগে ভূপতির দলে।
কাটা গণ্ডা লয়ে দাসী চলিল মহলে॥ ১৩৭
দেখিতে দেখিতে পেলে ভিতর মহল।
কানড়া বলেন বুন সমাচর বল॥ ১৩৮
পরিহাসে কন কিছু কানড়ার চেড়ি।
সকল কুশল বটে কিছুমাত্র ডেড়ি॥ ১৩৯
অবনীমণ্ডলে যত নৃপতির চূড়া।
এই গণ্ডা হেনে দিল গৌড়পতি বুড়া॥ ১৪০

ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা।
তব ভালে ছিল বুড়া ভাতারের সেবা॥ ১৪১
আছিল তোমার আজ্ঞা দিনু বরমালা।
শুনিয়া সংশয় ভাবে ভূপতির বালা॥ ১৪২
ভকতবৎসলা কোথা কি করিলে মা!
কি হলো কপালে বলি শিরে হানে ঘা॥ ১৪৩
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ কানড়া রূপসী।
মোর মাথা খাস অবা হেদেলো ধুমসী॥ ১৪৪
সত্য বল গণ্ডা কে করিল খণ্ড খণ্ড।
দাসী বলে লাউসেন প্রতাপে প্রচণ্ড॥ ১৪৫
এই গণ্ডা হানিয়া অবনী কৈল আলা।
রূপ গুণ যশ কীর্ত্তি জগত মোহিলা॥ ১৪৬
হেন জন সংসারে তোমার হৈল পতি।
কি কব কানড়া তুমি বড় ভাগ্যবতী॥ ১৪৭
শুভ দিনে সেবেছিলে ভবানী শঙ্কর।
মহামায়া মিলাইল মনোমত বর॥ ১৪৮
তথাপি প্রবোধ নাহি, পাপ প্রাণনাথ।
মাথায় দেয়ালে ধরে ধুমসীর হাত॥ ১৪৯
তবে পেলে প্রবোধ প্রসন্ন হৈল চিত।
মহাপাত্র বলে কিছু শুন বিপরীত॥ ১৫০
পাত্র বলে মহারাজ, বুঝিলে ভাগিনা কাজ,
লাজ নাই হাতে বান্ধে সুতা।
কলিকালে ধন্য বল, মাথার মুকুট হলো,
অপরূপ চরণের জুতা॥ ১৫১
চন্দ্র সূর্য্য গেল অস্ত, খদ্যোত হইল ব্যস্ত,
তিমির পতন অভিলাষে।
হেন বুঝি হয় মনে, সংসার আপনা বিনে,
অন্য জনে মনে না প্রকাশে॥ ১৫২
না বুঝি কালের মত, নফর চাকরে এত,
আপনি বাড়ায়ে দিলে বুক।
কি কহিব মহারাজ, এছার বেটার কাজ,
সভা মাঝে এতেক তুজুক॥ ১৫৩
লক্ষের বিলাত লুটে, আপন গরজে ছুটে,
কত সব চাকরের জ্বালা।
শুন দেখি ওরে গুণ্ডা, যদি বা হানিলি গণ্ডা,
কোন লাজে নিলি বরমালা॥ ১৫৪
তুমি সভী অগ্রগণ্য, লোকে বলে ধন্য ধন্য,
দেহে 'ভণ্ড ধর্ম্মের তপস্বী।
আমার ভাগিনা তায়, হেন না বুঝিল হায়,
সম্বন্ধে কানড়া হয় মাসী॥ ১৫৫
চাকর কুকুর দূর, বোলে যার ভাঙ্গে ভূর,
তার কেন এত আশা বলে।
বলিতে বাড়িল জ্বালা, কেড়ে নিল বরমালা,
পরাইল ভূপতির গলে॥ ১৫৬
পাপিষ্ঠ পাত্তর যত, করিল সম্মান হত,
লাউসেন না দিলা উত্তর।
সত্ত্বগুণে সদাশয়, শরীরে সকল সয়,
কোপে কালু করে গর্ গর্॥ ১৫৭
সহিতে না পারি বীর, ধরিল ধনুক তীর।
কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।
বুঝি সময়ের গতি, আপনি ময়নাপতি,
বারণ করিল কালুবীরে॥ ১৫৮
দেখি সবে করে চুপ, প্রমাদ ভাবেন ভূপ,
কিরূপ করেন নারায়ণ।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত রস গান॥ ১৫৯
রাজা বলে চলহে বিবাহে কার্য্য নাই।
কি হ'তে কি হ'ল দেখ, কি করে গোঁসাই॥ ১৬০
কোন চিন্তা নাই বলে মামুদা পাগল।
তরল না হও, যুক্তি শুনহে বিরল॥ ১৬১
ছায়ের কারণে পক্ষ আনিল আহার।
ভাগিনা আহার করে ছায়ের সংহার॥ ১৬২
ফল নাই এখানে রাখিয়া লাউসেনে।
বাসড়িয়া উহারে পাঠাও একক্ষণে॥ ১৬৩
হাতাহাতি হেতা সবে হানা দিব গড়ে।
ভয়ে যেন কানড়া আসিয়া পায়ে পড়ে॥ ১৬৪
শুনিয়া ভূপতি কিছু নাহি দিল সায়।
আপনি পাত্তর বলে শুন ওহে রায়॥ ১৬৫
বাসুড়িয়া গড়ে যেয়ে শীঘ্র দেও থানা।
হরিপাল-রাজা পাছে রাত্রে দেয় হানা॥ ১৬৬
যদি জান রাজার চাকর লুন খাই।
সাজ শীঘ্র না হয় বাড়ীকে দেহ ধাই॥ ১৬৭
রাজার সাক্ষাতে এত লাউসেনে কয়।
কালু বলে একি কথা গায়ে মোর সয়॥ ১৬৮
যার যত জ্ঞান বল জানে দেশ জুড়ি।
কালুকে নিবারি সেন সাজে তড়বড়ি॥ ১৬৯

ঘন পড়ে সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।
বীরগণ চৌদিকে ধাইল ধাওয়া ধাই॥ ১৭০
কালচিতা কেলেসোণা কুড়া ব্রহ্মকাল।
চোড়মুড়া চান্দ চুড়া চয়ে চাঁপাড়াল॥ ১৭১
শাকা শুখা দুর্ম্মুখা দুর্জ্জয় কালু ডোম।
যমদূত-দোসর সোসর কেহ যম॥ ১৭২
তড়বড়ি গমনে গগনে উঠে ধূলি।
রাজসেনা চায় যেন চিত্রের পুতুলি॥ ১৭৩
বিষম সঙ্কটে গড় ডানি ভাগে দূরে।
তরিল তরণী-গতি হাতে প্রাণ করে॥ ১৭৪
বামে বন পর্ব্বত পশ্চাতে দূরে পুর।
অনুমানি বাসড়িয়া দেখে কত দূর॥ ১৭৫
প্রবেশ করিল আসি পথ ষোল ক্রোশ।
মোকাম করিতে বেলা হইল প্রদোষ॥ ১৭৬
বেড়ুবাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা।
দ্বার বান্ধা পাষাণে সম্মুখে দিল হানা॥ ১৭৭
হানা দিতে হলো হেতা পাত্রের হুকুম।
হাতী পিঠে নাগরা নিনাদে দম্ দম্॥ ১৭৮
ঘন রণ দামামা দগড়ে পড়ে ঘা।
সিমুলাতে পড়ে গেল প্রলয়ের রা॥ ১৭৯
একাকার সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।
যমদূত সম সব সাজিল সিফাই॥ ১৮০
বারভূঞে রায়রাঞা মীর মিয়াগণে।
তুরগী তুরঙ্গে কেহ এরাকী বারণে॥ ১৮১
গজরাজে নরপতি ঘোড়ায় পাত্তর।
মার্ মার্ শব্দে সঘনে ধর ধর॥ ১৮২
ঢালি পাইক ধনুকি ধাইছে তড়বড়ি।
হাতীর হেসনি শুধু-ঘোড়ার দাবড়ি॥ ১৮৩
কুঞ্জর নিকর যেন ঘনপুঞ্জ ঘটা।
সাঙ্গি শেল তরবার তড়িতের ছটা॥ ১৮৪
ধাঙ ধাঙ ধাঙসা ধ্বনিতে ধরা কাঁপে।
হাতে হাতে সিমুলা বেড়িল বীরদাপে॥ ১৮৫
চারিদিগে গর্জ্জে গোলা দুড় দুড় দুড়ুম্।
অন্ধকার সম হ'ল একাকার ধূম॥ ১৮৬
বেগারি বেল্দারদল কাটিল নির্ম্মূল।
গড় ভেঙ্গে খুলে থানা করে সমতুল॥ ১৮৭
হাতী হাঁকরিয়া পাড়ে গড়ের পাষাণ।
কানড়া ভবানী-পদ ভাবিল নিদান। ১৮৮

হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৮৯

চিন্তি চণ্ডী-চরণ রাতুল।
পড়িয়া প্রমাদ ফান্দে, কিঙ্করী কানড়া কান্দে
শোকাকুলি নাহি বান্ধে চুল॥ ১৯০
পিতা মাতা ভাই বন্ধু, পালা'ল প্রমাদ সিন্ধু,
পাথারে ফেলিয়া মোর মা।
কেবল ভরসা মোর, তরিতে তারিণী তোর,
অমর অর্চ্চিত অই পা॥ ১৯১
আপনি সদয় হয়ে, কোন চিন্তা নাই ক'য়ে,
প্রবোধিলা পতিত-পাবনি।
কোথা মা করুণাময়ি, রক্ষ রক্ষ রণজয়ি,
জগন্ময়ি জগত-জননি॥ ১৯২
কুটিল কটাক্ষপাতে, নব লক্ষ সেনা সাথে
হাতে হাতে নিতে এল ধরি।
বিপত্ত্য-সাগরে ভাসি, অভয়া উদ্ধার আসি,
বিষপানে প্রাণ লহ হরি॥ ১৯৩
কান্দে বালা এত ভাবি, ভকতবৎসলা দেবী,
আসি শত করেন সান্ত্বনা।
বাছা,ভয় ত্যজ দেখ রঙ্গ, ডাকিনী যোগিনী সঙ্গ,
এখনি আপনি দিব হানা॥ ১৯৪
দেখিয়া আমার দন্ত, প্রচণ্ড নিশুম্ভ শুম্ভ,
জম্ভসুত হারালে পরাণ।
সমরে সাজিলে কেবা, যক্ষ রক্ষ সুর দেবা,
কুটিল কটাক্ষে কম্পবান্॥ ১৯৫
আমি যে তোমার পক্ষ, কিবা তুচ্ছ নব লক্ষ,
বিপক্ষ মানব মূঢ়মতি।
এত বলি নিজ সেনা, চৌষট্টী যোগিনী দানা,
হটে হাঁকারিল হৈমবতী॥ ১৯৬
বসন-বিহীন কটী, কেহ পরে বীরধটী,
হাতে জাঠি বিকট বদনা।
সাজিল শ্মশানবাসী, ডাকিনী ডাগর-ভাষী,
মুক্তকেশী দীর্ঘল দশনা॥ ১৯৭
উলটী পালটী হাঁটী, বীরদাপে কাঁপে মাটী,
ঝটপটী ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
উরিল ডাকিনী দানা, দেখে দেবী হর্ষমনা,
কানড়া দাঁড়ালে যোড় হাতে॥ ১৯৮

চণ্ডিকা-চরণে নত, জিজ্ঞাসে যোগিনী যত,
কিবা আজ্ঞা ভকতবৎসলা।
দনুজ-দলনী ভণে, মরতে মানব রণে,
আজি সবে পর মুণ্ডমালা॥ ১৯৯
এত বলি দিল পান, দানাগণ নতমান,
ভবানী ভাবেন পুনর্ব্বার।
কোন উপলক্ষ বিনে, কেমনে মানব রণে,
আপনি পাতিব অবতার॥ ২০০
ধূমসীরে দড় দড়, কোমর কসালে বড়,
বেছে বেছে বাইস হেতার।
ধনু টাঙ্গি শূল শাল, খরতর খাঁড়া ঢাল,
কালমুখী হীরা-বান্ধা ধার॥ ২০১
তরকচে তীরগুলি, কোমরে কাটারি তুলি,
বান্ধিয়া চলিল আগুদলে।
নিজ সেনা লয়ে সঙ্গে, ঈশ্বরী সমর রঙ্গে
আকাশে রহিলা আন ছলে॥ ২০২
মার মার ডাকে দাসী, সম্মুখ সমরে আসি,
রাজসেনা ভাবে চমকিত।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥ ২০৩
হান হান বলিয়া ধূমসী দিল হানা।
চমৎকার ভাবে যত ভূপতির সেনা॥ ২০৪
ডাকাডাকি উঠিল চৌদিগে-ধাওয়া ধাই।
বাজে যোড়া শিঙ্গা কাড়া, টমক টেমাই॥ ২০৫
সম্মুখ সমরে দাসী সিংহনাদ ছাড়ে।
হুঙ্কার হুতাশে হাতী হুটরিয়া পড়ে॥ ২০৬
দুষ্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষ বান্ধি রুষি বলে হাঁকে মার মার॥ ২০৭
বায়ে ভর করে দাসী লস্কর ভিতরে।
গুঞ্জরে সিংহিনী যেন কুঞ্জর নিকরে॥ ২০৮
হান হান হাঁকারে হাতীর হানে শুঁড়।
হানিছে ঘোড়ার জাজিম মানুষের মুণ্ড॥ ২০৯
ডাক ছাড়ে মামুদা সঘনে মার মার।
চিন্তা নাই আমি আছি সাহেব সর্দ্দার॥ ২১০
চৌদিগে চাপিয়া যুঝে ভূপতির ঠাট।
দাঁদালে দুহাতে দাসী যুড়ে এল কাট॥ ২১১
কুঠার করিয়া কাটে কুঞ্জরের স্কন্ধ।
সর্দ্দার সিফাই পড়ে শিরে শরবন্দ॥ ২১২

দুষ্কর সাহসে তবু রায় রণ ভীম।
হাতাহাতি দড় বড় বাড়ালে মহিম॥ ২১৩
গজরাজে যুঝে কেহ কেহ বা ঘোড়ায়।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী যুঝে পায় পায়॥ ২১৪
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে তীর সাঙ্গি শেলগুলি।
না লাগে দাসীর গায় রাখেন বাসুলি॥ ২১৫
ঢাল চালি সামালি হাঁকালে হানে ঠায়।
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়॥ ২১৬
অবনীতে হাঁটু পাতি ধানুকী বন্দুকী।
আঁটনি করিয়া বিন্ধে ঢালে হয়ে লুকী॥ ২১৭
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারিদিকে বাজে গোলা দড়ুম্ দড়ুম্॥ ২১৮
থুম থুম ধূমসী দুহাতে হাতী হানে।
কোদালে কদলী যেন হানিছে কৃষাণে॥ ২১৯
ঢাল চালি চঞ্চল চৌদিকে বেগে ধায়।
দুহাতে দাদালে হানে যার লাগি পায়॥ ২২০
শন্ শন্ শুনি শুদ্ধ শরের শবদ।
হান্ হান হুকুম হানিছে মহামদ॥ ২২১
প্রাণপণে রোষে রণে যত রাজসেনা।
রণরঙ্গ রণরায় রণে দিল হানা॥ ২২২
মীরমিঞা মোগল পাঠান খানসামা।
মান্ধাতার নাতি আর ভূপতির মামা॥ ২২৩
রাজা পাত্র বারভুঞে হাতে হাতে বেড়ে।
রক্ষ মা বাসুলি বলি দাসী ডাক ছাড়ে॥ ২২৪
রঙ্গিণী উরিলা রণে রুধির-লোচনা।
চারিদিগে চঞ্চল চাপিয়া চলে দানা॥ ২২৫
হটিল জটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট দশন রক্তজবা যেন ফুটে॥ ২২৬
মূলা পারা দশন বসনহীন কটী।
কেহ বা কাঁচুলি পরে কেহ বীর-ধটী॥ ২২৭
ঝটপটি ঝাপটি ঝাঁপিল ঝাপ ঝুপ।
চমকিত রাজসেনা ভয় পাবে ভূপ॥ ২২৮
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত গান সুধা রসসিন্ধু॥ ২২৯

মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ,
দুদলে করে হানাহানি॥ ২৩০

রঙ্গিনী রণজই, দুন্দুভি বাজই,
ঘনঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজপুত, যৈছন যমদূত,
সমমুখ যুঝে খানসামা॥ ২৩১
দাদালিয়া দল-বল, মহী মাঝে মাতল,
মানব মহিমে দানা দর্পে।
ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ২৩২
তবু অবান্তর, নৃপতি লস্কর,
দুষ্কর সমর মাঝে।
ঝট পট চোট পাট, বলিছে হান কাট,
মামুদা মারহ গাজে॥ ২৩৩
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ, ঝিকিছে লুপ লুপ,
লাফে লাফে লুপিছে দানা।
প্রেত ভূত পিচাশী ধাওয়া ধাই ধূমসী,
খুমসী রণে দিল হানা॥ ২৩৪
ঝাকে ঝাকে হবিষে, শরগুলি বরিষে,
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে,
গোলা গাজে দুড়ুম্ দড়ুম্॥ ২৩৫
ঝাকড়া ঝাকে ঝাকে, ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে,
লাখে লাখে বরিষে তীর।
সামালিয়া হানিতে, গজবাজী সহিতে,
সমরে শিপাইয়ের শির॥ ২৩৬
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সমরে সেনাগণ, সংহারে যৈছন,
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে॥ ২৩৭
দাদালিয়া দাবড়ে, চাটী চড় চাপড়ে,
কামড়ে পাড়ে হাতী ঘোড়া।
ঝটপটী ছটফটী, রণশির লটপটী,
ভূতলে জড়ায়ে জামাজোড়া॥ ২৩৮
টন্ টান ঠন ঠান্, সঘনে সন্ সান্,
ঝান্ ঝান্ ঘনরণ নাদ।
শুনিয়া বিপরীত, ভূপতি চমকিত,
মামুদা ভাবে পরমাদ॥ ২৩৯
ঘড় গোলা বন্দুক, দড় দড় দশমুখ,
চাহিতে চমকিত শেষ।
অবনী টল টল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ॥ ২৪০
ধূমসী পরদল, হানিছে দল বল,
হাঁকিছে বিপরীত রা।
বীরগতি চলিছে, বাহু তুলি বলিছে,
বলি লও বাসুলি গো মা॥ ২৪১
ডাক ডাকি ডাখিনী রণে যুঝে যোগিনী,
রঙ্গিনী দেখি রণরঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ, যেন দেখি মণ্ডুক,
সমরে সবে দিল ভঙ্গ॥ ২৪২
রঙ্গিনী জিনি রণে, ডাকিনী যোগিনী সনে,
সমরে করিল সুধা পান।
গুরু পদে যত্ন, দ্বিজ কবিরত্ন,
সঙ্গীত মধুরস গান॥ ২৪৩
প্রাণ লয়ে ভূপতি পালালো মহানিশি!
পাত্তর পলাতে ধেয়ে ধরিল ধূমসী॥ ২৪৪
খুমসী উপাড়ি দাড়ি ছেড়ে দিল তায়।
প্রাণ লয়ে পাপমতি পাত্তর পলায়॥ ২৪৫
তরাসে তরল কেহ ধায় ঊর্দ্ধ মুখে।
দেখে কেহ হুতাসে হুটরে পড়ে ভূপে॥ ২৪৬
ফিরে নাহি চায় কেহ ধায় তড়বড়ি।
পথে পড়ে ঢাল খাঁড়া মাথার পাগড়ি॥ ২৪৭
ঘালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায়।
ঝোড়ে ঝাড়ে আড়ে কেহ তরাসে লুকায়॥ ২৪৮
ভেয়ে বাবু মিঞা কত সর্দ্দার সিপাই।
সমরে কাটায়ে ঘোড়া সবে দিল ধাই॥ ২৪৯
চেয়ে চারি চঞ্চল চরণে হাতী ধায়।
অবনী আকাশে ধূম ধরণী ধূলায়॥ ২৫০
কত দূরে যেয়ে শিরে বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিল বাসুলি বৈদ্যনাথ॥ ২৫১
কেহ বলে মুস্কিলে আসান কৈল পীর।
পরাণ হারায়েছিনু পেটের খাতির॥ ২৫২
গলাগলি কাঁদে কেহ করে কোলাকুলি।
কেহ কারো লুটায়ে পায়ের লয় ধূলি॥ ২৫৩
কেহ বলে খুড়া মলো, কেহ বলে জেঠা।
কেহ গাঁয় গুণের জামাই গেল কাটা॥ ২৫৪
ভাই ভাই বলে কেহ ফুকারিয়া কাঁদে।
ধূলায় লুটায় কেহ বুক নাহি বাঁধে॥ ২৫৫

হাসিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা ॥ ২৫৬
ডগমগি রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা।
ফাঁফর হয়েছে কারো মুখে নাই রা ॥ ২৫৭
মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকুরি ॥ ২৫৮
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখ ভার।
পাট করি পরের পালিব পরিবার ॥ ২৫৯
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত ॥ ২৬০
কুখান ভাবে সবে, হেথা হেন বেলা।
রণভূমে রঙ্গিনী করেন রণ-খেলা ॥ ২৬১
পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী।
নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি ॥ ২৬২
কড়া কড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী।
কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি ॥ ২৬৩
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ ধরে তুল।
কেহ চাকে কেহ ভকে কেহ করে মূল ॥ ২৬৪
রচিবা নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা।
বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা ॥ ২৬৫
মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি।
যাচিয়া যোগায় কত যোগিনীর ঝি ॥ ২৬৬
খর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা।
চুমুকে রুধির পীয়ে সম তার সুধা ॥ ২৬৭
কাঁচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে।
মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে ॥ ২৬৮
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়।
মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড় ॥ ২৬৯
হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে।
লাফ দিয়া লুফে কেহ অমনি গরাসে ॥ ২৭০
পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট।
মড়া মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট ॥ ২৭১
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ডদানা।
হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা ॥ ২৭২
হেন হাটে হাকিম হইল হৈমবতী।
করপুটে সম্মুখে ধূমসী করে স্তুতি ॥ ২৭৩
সমর তরঙ্গ খেলা পরিহর মা।
কানড়ার কামনা কেবল ওই পা ॥ ২৭৪

এত শুনি সমাপিয়া সমরের খেলা।
দাসীকে কহেন কিছু ভকতবৎসলা ॥ ২৭৫
কানড়ারে কও কিছু চিন্তা করে পাছে।
স্মরণ করিলে মোর দেখা পাবে কাছে ॥ ২৭৬
কৈলাস হইতে আসি, দাসী যাও ঘর।
পাষাণে লিখন তার লাউসেন বর ॥ ২৭৭
এত বলি ঈশ্বরী হইল তিরোধান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৭৮
জয় হৈল সংগ্রাম, সঙ্কট হইল কাট।
ধূমসী মহলে চলে, মারি মালসাট ॥ ২৭৯
রণচিহ্ন লইল হাতীর দন্ত শুঁড়।
ধনুকে বান্ধিয়া নিল মানুষের মুড় ॥ ২৮০
রণ-ধূলি রুধির ভূষিত সর্ব্ব গা।
টস্ টস্ পড়ে রক্ত পসারিতে পা ॥ ২৮১
হাতে আছে অমনি লাগাম ঢাল খাঁড়া।
জোহার জানান যেয়ে যেখানে কানড়া ॥ ২৮২
জয় হলো মহিম যুগল হাতে কয়।
কানাড়া কহেন কিছু ভাবিয়া সংশয় ॥ ২৮৩
সমর বারতা বল সমর বারতা।
যে হেতু এতেক হৈল, হেন নাথ কোথা ॥ ২৮৪
দাসী বলে উপলক্ষ কেবল আপনি।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে যুঝিলা ভবানী ॥ ২৮৫
কিছু মাত্র দেখেছি পলাতে ভগ্নসেনা।
সমরে সকল প্রায় সংহারিল দানা ॥ ২৮৬
বিবরে বলিতে নারি এ সব বারতা।
কানড়া বলেন তবে খেলি মোর মাথা ॥ ২৮৭
সে জন পরাণ লয়ে পলাবার নয়।
সঙ্কট সমরে বুঝি নাথ হলো ক্ষয় ॥ ২৮৮
শোকাকুল কান্দিয়া কঙ্কণ হানে শিরে।
কি বোল বলিলি অবা বল দেখি ফিরে ॥ ২৮৯
মনের বাসনা যত যদি হলো দূর।
কি কাজ কঙ্কণ শঙ্খ হার কর্ণপূর ॥ ২৯০
দূরে তেজি অপর অনেক আভরণ।
এলাইল কবরী কেশ গায়ের বসন ॥ ২৯১
অভিমানে কান্দে বালা লোটায়ে অচলা।
কৈলাসে জানিল মাতা ভকতবৎসলা ॥ ২৯২
বাছুর হারায়ে বনে ব্যগ্র যেন গাই।
যথায় কানড়া আছে এলো ধাওয়াধাই ॥ ২৯৩

নেতের আঁচলে দেবী মোছায়ে বয়ান।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা আপনি বুঝান ॥ ২৯৪
কেন গো কানড়া তুমি কি কারণে কান্দ।
চঞ্চল চরিত্র কেন চুল নাহি বান্ধ ॥ ২৯৫
কেন বা কনককান্তি কলেবর কালি।
নয়নে গলিছে ধারা গায়ে ধূলা বালি ॥ ২৯৬
কেন শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কণ্ঠমালা।
ফেলায়ে পাগলি কেন পাতাইলি কলা ॥ ২৯৭
কালি বিভা দিব তোর কিছু নাহি ঠেক।
যুগে যুগে মোর কথা পাষাণের রেখ ॥ ২৯৮
কেটে গেছে সঙ্কট কিসের দুঃখ মনে।
অভিমানে কয় বালা অভয়া চরণে ॥ ২৯৯
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে আপনি সাজিয়া।
সমরে সকলে যদি এলে সংহারিয়া ॥ ৩০০
তবে আর প্রাণনাথ কেমনে বাঁচিল।
কি আর ও সব কথা কপালে যে ছিল ॥ ৩০১
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবের দেবতা।
দনুজদলনী শুনি সুখমোক্ষদাতা ॥ ৩০২
এহেন ঈশ্বরী যার তার হেন খেদ।
মিছা তবে আগম পুরাণ স্মৃতি বেদ ॥ ৩০৩
সহমৃতা হবো মাতা জ্বালাইয়া কুণ্ড।
এই ভিক্ষা আপনি আনিয়া দেহ মুণ্ড ॥ ৩০৪
ঈশ্বরী বলেন শুন সাধু সদাশয়।
যার শক্তি মায়ে তারে যম করে ভয় ॥ ৩০৫
বিশেষ বৈষ্ণব বাছা মোর প্রিয় অতি।
মহামতি রায় তায় ভাবি তোর পতি ॥ ৩০৬
অভিমানে কান্দে তবু ফুকরি ফুকরি।
বড় না অবোধ বেটী বলেন ঈশ্বরী ॥ ৩০৭
সেই পতি বিনা তোর মতি নাই আন।
এত যে বুঝানু বেটী কোথা ছিল কাণ ॥ ৩০৮
আমার বচন বেদ পুরাণ আগম।
যে জন বুঝিতে নারে করে মনভ্রম ॥ ৩০৯
বিবাহ না দিয়া তোর যদি যাই ফিরা।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরা ॥ ৩১০
যদি রাজা লাউসেন মরেছে সর্ব্বথা।
আনাব যমের ঘরে কত বড় কথা ॥ ৩১১
ধূমসী পদ্মারে পুনঃ বলেন বসিয়া।
রণ-ভূমে খুঁজে দেখি বুঝে এস গিয়া ॥ ৩১২
মরা চিহ্ন দেখ যদি রাজা লাউসেনে।
প্রাণ দিয়া বিবাহ করাব এইক্ষণে ॥ ৩১৩
কেন্দে কেন্দে কানড়া আছাড়ে সর্ব্বগা।
বিবাহ না দিয়া যেতে সরে এক পা ॥ ৩১৪
হরি গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩১৫

দেবীর আদেশে দোঁহে বিরস বদনে।
শ্মশানে মড়ার মাঝে মহামতি সেনে ॥ ৩১৬
একে একে একান্ত খুঁজিয়া নাহি পায়।
থানায় চিন্তিত হেথা লাউসেন রায় ॥ ৩১৭
সেন বলে শুন কালু মন কেন ছোটে।
মেসো বা মামার বুঝে ঠেকিল সঙ্কটে ॥ ৩১৮
শুনেছি বিষম শব্দ বড় গোলানাদ।
মহিমে ধূমসী পারা পেড়েছে প্রমাদ ॥ ৩১৯
কালু বলে মনে নিল চল মহারাজ।
সেখানে বিপত্তি যদি এখানে কি কাজ ॥ ৩২০
এত বলি সত্বর সওয়ারি হইল রায়।
আগে আগে বীর কালু বেগবন্ত ধায় ॥ ৩২১
রাজার বিপত্তে নাই চিত্তের সন্তোষ।
দিগদণ্ডে দাখিল সরণি ষোল কোশ ॥ ৩২২
না পেয়ে সেনের তত্ত্ব চলে গেল দাসী।
এমন সময়ে সবে উত্তরিল আসি ॥ ৩২৩
রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যাকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড়পার ॥ ৩২৪
হাহাকার করি ধায় ধর্ম্মের তপসী।
হাতী ঘোড়া মানুষ পড়েছে রাশি রাশি ॥ ৩২৫
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী চর্ম্ম চীল।
মুড়ায়ে মড়ার মাঝে করে কিল কিল ॥ ৩২৬
চুমুকে রুধির পিয়ে চক্ষু খায় খুলে।
ঠোটে ঠোকরিয়া কেহ উভ উভ তোলে ॥ ৩২৭
মানুষের মাথা কেহ গাছে খায় তুলে।
লাফে লাফে নাড়ীগুলা লুফে লয় চীলে ॥ ৩২৮
কৌতুক করিয়া কেহ কার মুখে সঁপে।
উড়ে যেতে আকাশে অমনি কেহ লুফে ॥ ৩২৯
শৃগাল কুকুরে কত করে কলরব।
মড়া গন্ধ মিশালে মাছির মহোৎসব ॥ ৩৩০
দেখে কত বিস্ময় বাড়িল বীর-ভাগে।
সেন বলে বিপত্তে বিধাতা যারে লাগে ॥ ৩৩১

যেমন শুনেছি মহাভারতের রণ।
যুধিষ্ঠির সমরে সাজিল দুর্য্যোধন ॥ ৩৩২
কুরু-সৈন্য সাজিল এগার অক্ষৌহিণী।
পাণ্ডবের পক্ষ প্রভু গোবিন্দ আপনি ॥ ৩৩৩
কুরুসৈন্য তথাপি সমরে হলো পাত।
জয় হলো যার সখা ত্রিলোকের নাথ ॥ ৩৩৪
সেইরূপই গড়ে কেহ ধরে দৈব বল।
হেনেছে হটিল হয়ে নবলক্ষ দল ॥ ৩৩৫
বল কালু উপায় কি করি ওরে ভাই।
এই শোক-সাগরে কেমনে রক্ষা পাই ॥ ৩৩৬
বলিতে বলিতে মোহে চক্ষে বহে নীর।
কালু বলে মহারাজ মন কর স্থির ॥ ৩৩৭
ঠাকুর করেন যদি কাণ্ডরের পারা।
বিবাহ করিবে তুমি জীবে যত মরা ॥ ৩৩৮
বসিয়া বাজীর পিঠে থাক দণ্ড চারি।
বুঝে আসি, কে দেখি সমরে হয় বারি ॥ ৩৩৯
কে ধরে এমন বল এত সেনা হানে।
সেন বলে এসো শীঘ্র যেও সাবধানে ॥ ৩৪০
জোহার করিয়া সেনে গোঁফে দেয় তার।
কোপে তাপে ধায় বেগে হাঁকে মার মার ॥ ৩৪১
ধর্ ধর্ বলে ধায় ধরিয়া ধনুক।
কে হেনেছে রাজ-সেনা কার এত বুক ॥ ৩৪২
বীর-বলে উলটী পালটী লাফে লাফে।
বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ৩৪৩
শুনিয়া ধূমসী ধায় ধরে খাঁড়া ঢাল।
কালুকে দেখিয়া দাসী পরম খোষাল ॥ ৩৪৪
বুঝি সময়ের গতি দ্বারেতে চঞ্চলা।
লোহার কপাট দিল তামার তসলা ॥ ৩৪৫
ধেয়ে যেয়ে অমনি কহিল মহামায়।
বীর কালু এলো গড়ে কি করি উপায় ॥ ৩৪৬
ঈশ্বরী বলেন তবে পরম মঙ্গল।
কালুর কল্যাণে সদা সেনের কুশল ॥ ৩৪৭
বলে ছলে প্রকারে কালুকে যেয়ে বাঁধ।
এখানে উদয় হবে ময়নার চাঁদ ॥ ৩৪৮
দাসী বলে জননী দেখিলে কাঁপে গা।
কালান্তক কালুবীরে কে বান্ধিবে মা ॥ ৩৪৯
কানড়া বলেন তবে বুদ্ধি হবে কি।
বাহুলি বলেন রঙ্গ বসে দেখ ঝি ॥ ৩৫০
ভাজাভুজা গাঁজা পোস্ত ঘোঁটা সিদ্ধি সুরা।
সেজে লও সরস কলসী পাঁচ পুরা ॥ ৩৫১
ভিতর গড়ের দ্বারে রাখ বসাইয়া।
বাড়ায়ে বীরের আশ এসো পাছু হৈয়া ॥ ৩৫২
ভুলিয়া ভোজন করি হরিবেক জ্ঞান।
তবে যে বান্ধিবে তায় হবে সাবধান ॥ ৩৫৩
এখানে বসিয়া তবে লও লাউসেনে।
শুভ বিভা গোধূলি সময় শুভক্ষণে ॥ ৩৫৪
অভয়া আদেশে দাসী নানা আয়োজনে।
দুয়ারে রাখিয়া ভেট সেজে গেল রণে ॥ ৩৫৫
কপাট ঘুচায়ে গড়ে দেখে আড়ি উড়ি।
দাসী দেখে বীর দড় দিলেক দাবড়ি ॥ ৩৫৬
তড়বড়ি ত্বরায় পাথর গড় পায়।
মার্ মার্ বলি বীর তাড়াইয়া যায় ॥ ৩৫৭
বিপরীত গর্জ্জনে গমনে বয় ঝড়।
প্রাণ লয়ে ধূমসী লোহার পায় গড় ॥ ৩৫৮
সমর দুরন্ত কালু যায় তাড়াতাড়ি।
ধূমসী তামার গড়ে ধায় তড়বড়ি ॥ ৩৫৯
পাঁচ গড় পেরুল তথাপি দেয় তাড়া।
ধূমসী খুমসী ফিরে ধরে ঢাল খাঁড়া ॥ ৩৬০
দুন্দুরি দেখিয়ে বীরে আড়ি উড়ি রয়।
দলুজ দোয়ারে কালু দেখে সুধাময় ॥ ৩৬১
ঘটি ঘটি ঘোঁটা সিদ্ধি পীয়ে পোস্তমদ।
ভাজাভুজা পেয়ে বলে পেনু ইন্দ্রপদ ॥ ৩৬২
মুয়া মুড়ি মুড়কি মধুর মত্তমান।
পরিপাটি পাঁচ ভুজা করে জলপান ॥ ৩৬৩
খেতে খেতে অজ্ঞান গরল গলে গালে।
তখন বান্ধিয়া দাসী থুইল বন্দিশালে ॥ ৩৬৪
চাতুরি প্রবন্ধে যদি বীর গেল বান্ধা।
ধাইল ময়নাপতি মনে ভাবি ধান্ধা ॥ ৩৬৫
শিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই দাপে চাপে।
পাঁচ গড় পার হলো প্রবল প্রতাপে ॥ ৩৬৬
সেইখানে সব বীর থাকিল থানায়।
মহল দুয়ারে আসি ডেকে কন রায় ॥ ৩৬৭
বধিয়া রাজার সেনা বসে আছ ঘরে।
কে ধরে এতেক বল বুঝিব সমরে ॥ ৩৬৮
বিলম্বে নাহিক কাজ বা'র হবে আসি।
রণ মাগে লাউসেন ময়নানিবাসী ॥ ৩৬৯

এত বলি বিজয় ঘণ্টায় দিল সাড়া।
ঈশ্বরী বলেন অই শুন গো কানড়া॥ ৩৭০
ময়নামণ্ডলপতি মহাযতি রায়।
লাউসেন আইল তোর ব্রত হলো সায়॥ ৩৭১
কত আছে কামিনী, এমন পায় কে।
সেবেছে সাধের স্বামী ঘরে বসে নে॥ ৩৭২
এতশুনি কানড়া লোটায় পদতলে।
হেনকালে ভবানি বলেন কিছু ছলে॥ ৩৭৩
ভেট যেয়ে নাগরে পূরিবে মনসাধা।
মুচকি হাসিয়া মুখ ঢাকা দিলে আধা॥ ৩৭৪
নয়নে নয়নে কত ঐখানে সরন।
নব নব নাপানে নাগরে কর বশ॥ ৩৭৫
কানড়া বলেন যদি ভুলে গো তাপসী।
আখড়ায় কেন তবে দিয়ে এলে অসি॥ ৩৭৬
হাসিয়া বলেন সত্য ভকতবৎসলা।
মহাজ্ঞানবতী তুমি ভূপতির বালা॥ ৩৭৭
এত বলি মহামায়া অশেষ বিশেষ।
আপনি রচিল বসে কানড়ার বেশ॥ ৩৭৮
বিশেষ বুঝান, বাছা বুঝে সুঝে কয়ো।
সকল দিনের স্বামী সাবধান হয়ো॥ ৩৭৯
নত হয়ে যত কিছু মনের সরম।
যোড় হাতে কয়ো তুমি না করো শরম॥ ৩৮০
ঈশ্বরী আদেশ বালা বন্দি কর যুড়ি।
ধারাণে হুকুম দিল সাজাইতে ঘুঁড়ী॥ ৩৮১
হরি গুরু চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৩৮২

রণঘুঁড়ি সাজাতে ধারাণ আজ্ঞা পায়।
অগুড়ি পাছুড়ি দড়ি ঘুঁড়ার এলায়॥ ৩৮৩
যতনে গাখানি মাজি করিল নির্ম্মল।
বিনা'লো বিচিত্র ঘাড়ে ঘুঁড়ীর কুন্তল॥ ৩৮৪
তাহে পাট পুরট থোপনা থর তিন।
নানা চিত্র বিরাজিত পিঠে বান্ধা জীন॥ ৩৮৫
কলধৌত কমল কলিকা শোভে যায়।
হীরা মণি হিরণ্য মণ্ডিত কত তায়॥ ৩৮৬
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
বিরচিল শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসসিন্ধু॥ ৩৮৭
লম্বিত বাজির পাশে রূপার রিকিব।
অনুপম লাগাম বদনে বান্ধা জিব॥ ৩৮৮
মুখানি মণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি।
মরকত রজত রাজিত তায় ভাতি॥ ৩৮৯
কপালে কাঞ্চন চন্দ্র কনক কড়ালি।
সজোর উজোর জোর মুখে মুখ-নালি॥ ৩৯০
গায়ে ঢালা পাখড়া গজকা বান্ধা শিরে।
বাক্‌-ডোর খেঁচিতে খঞ্জন যেন ফিরে॥ ৩৯১
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিল বাজীর পিঠে মূর্ত্তিমান কাল॥ ৩৯২
ঘনঘটা ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘন ঘোর।
কানড়ার কাছে নিল খেঁচি বাক্ ডোর॥ ৩৯৩
হেষণি ফান্দনি গতি কালিনি পাখরী।
দেখে জিয় জিয় কয় কানড়া সুন্দরী॥ ৩৯৪
ধারাণ খোষাল হলো শাল পেলে সাজে।
ঈশ্বরী বলেন বাছা কাজ নাই ব্যাজে॥ ৩৯৫
প্রাণনাথে দেখ যেয়ে নয়ন ভরিয়া।
দণুজ দুয়ারে রাজা আছে দাঁড়াইয়া॥ ৩৯৬
হাসি হাসি মায়ের পায়ের লয় ধূলা।
চড়িল ঘুঁড়ীর পিঠে শুভক্ষণ বেলা॥ ৩৯৭
আনন্দসাগরে ভাসি শশীমুখী ধায়।
মহল দুয়ারে দেখে ময়নার রায়॥ ৩৯৮
কালঘোড়া কানড়া কান্তিম কলেবর।
ভূষিত তড়িত-যুত যথা জলধর॥ ৩৯৯
সেনের সোণার কান্তি শরীর শোভিত।
রূপ হেরি দুজনারি মন বিমোহিত। ৪০০
লাউসেন ঘোড়ায় কানড়া ঘুঁড়ী পিঠে।
শুভক্ষণ সাক্ষাৎ মিলিল দিঠে দিঠে॥ ৪০১
লজ্জায় লম্বিত-মুখী তাড়াইল বামে।
শশিমুখী রাধিকা সঙ্কেত যেন শ্যামে॥ ৪০২
দোঁহারূপ হেরি দোঁহে হইল মোহিত।
বিশেষ মজিল সেনে কানড়ার চিত॥ ৪০৩
ঘুঁড়ী দেখি মদনে মাতাল হলো হয়।
ঘোঁড়ারে প্রবোধ করি ঘুঁড়ী কিছু কয়॥ ৪০৪
লাউসেন কানড়া বিভা দৈবের অধীন।
জ্ঞানহত না হয়ো প্রসন্ন হবে দিন॥ ৪০৫
কিরূপে বিবাহ হয় চেয়ে দেখ রঙ্গ।
রাত্রি দিন দুজনে থাকিব এক সঙ্গ॥ ৪০৬
প্রবোধ পাইয়া ঘোড়া স্থির করে মতি।
কানড়া দেখিয়া মনে বুঝিলা ভূপতি॥ ৪০৭

সুধামুখী সুবেশে সংসার করে আলা।
এই বুঝি কানড়া ইহারি বরমালা ॥ ৪০৮
বরণে বনিতা বুদ্ধি বিশেষ সুধান।
কি হেতু এখানে কেন কিবা সাধ মান ॥ ৪০৯
এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
ঘুঁড়ী পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত ॥ ৪১০
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ ॥ ৪১১
বলিতে লাগিল বালা বিনম্র বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন ॥ ৪১২
হরিপাল-দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া ॥ ৪১৩
কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা ॥ ৪১৪
তোমার বনিতা আমি, তুমি প্রাণনাথ।
এতশুনি সেন কন কর্ণে দিয়া হাত ॥ ৪১৫
মহারাজ মেসো তায় হাতে বান্ধা সুতা।
বিবাহ করিতে এল করেছে লঘুতা ॥ ৪১৬
অধিবাস করিলে অর্দ্ধেক বিভা হয়।
স্মৃতি বেদ বিদিত বিদ্বান্ সব কয় ॥ ৪১৭
তোমারে করিতে বিভা মোরে না জুয়ায়।
অপযশ অধিক অধর্ম্ম ভয় তায় ॥ ৪১৮
রাজাকে বিবাহ কৈলে তুমি হতে মাসী।
এতশুনি কন কিছু কানড়া রূপসী ॥ ৪১৯
গৌড়েশ্বরে কেবা বা হয়েছে বাক্‌দাতা।
এসেছিল ভাট বটে মুড়াইছি মাথা। ৪২০
তায় অধিবাস সিদ্ধ যদি হয় রায়।
মনে মনে কে না তবে ইন্দ্র হতে চায় ॥ ৪২১
আমার প্রতিজ্ঞা নাথ ঈশ্বরী সাক্ষাৎ।
যে জন হানিবে গণ্ডা, সেই প্রাণনাথ ॥ ৪২২
যদিস্যাৎ আপনি করেছ এই কর্ম্ম।
বিবাহ করহ রায় রক্ষা পাক ধর্ম্ম ॥ ৪২৩
সেন বলে কদাচ আমার নয় কাজ ॥
অধর্ম্ম নাহোক তবু দেশ জুড়ে লাজ ॥ ৪২৪
গৌড়েশ্বরে বিভা কর ভুলনা সুন্দরী।
রাজার মহিষী হবে, রাজ্যের ঈশ্বরী ॥ ৪২৫
বল যদি মহারাজে এখানে আনাই।
দেও'বা না দেও সাথ লয়ে যেতে চাই ॥ ৪২৬

কানড়া কহেন নাথ না কয়ো নিষ্ঠুর।
গৌড়পতি পিতৃতুল্য পর্য্যায় শ্বশুর ॥ ৪২৭
যদি দরাদর থাকে মনের বাসনা।
চেয়ে দেখ কি গতি পেয়েছে রাজসেনা ॥ ৪২৮
সেন বলে কানড়া আমারও ঐ পণ।
বধেছ কেমন সেনা বুঝে ল'ব রণ ॥ ৪২৯
বলে ধরে তোমারে পাঠা'ব রাজধানে।
হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে ॥ ৪৩০
ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বিধু-বদন ঈষৎ হলো কালো ॥ ৪৩১
বলে ধরে নিতে পারে কার এত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক ॥ ৪৩২
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে ॥ ৪৩৩
মরি যে তোমার হাতে, মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির, সহমৃতা হব ॥ ৪৩৪
এত বলি দুই জনে হইল হানাহানি।
সঙ্কট বুঝিয়া মাতা উরিলা ভবানী ॥ ৪৩৫
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৪৩৬
দুহাতে ধরিয়া ঘোড়া ঘুঁড়ীর লাগাম।
বলিতে লাগিল মাতা নিবারি সংগ্রাম ॥ ৪৩৭
জনম অবধি রায় যে যারে ধেয়ায়।
তারে কি এমন কর্ম্ম করিতে জুয়ায় ॥ ৪৩৮
কানড়া তোমার, তুমি কানড়ার প্রাণ।
রণস্থলে আপনি করিব সম্প্রদান ॥ ৪৩৯
উদ্দেশে যে জন সেবে চরণ আমার।
চতুর্ব্বর্গ ফল পায় করতলে তার ॥ ৪৪০
জবাফুলে মোর পদ পূজেছে সাক্ষাতে।
তায় যে তোমায় পাবে এত তানা তাতে ॥ ৪৪১
আপনি সকলি জান শুনহে রাজন।
তোমার প্রতিজ্ঞা রাখি কানড়ার পণ ॥ ৪৪২
আসুরিক রণ ত্যজ হের আন হাত।
হাতাহাতি বল বুঝি আমার সাক্ষাৎ ॥ ৪৪৩
শুনিয়া প্রণতি করি সেন দিল সায়।
ভয় ভাবি কানড়া ভবানী-মুখ চায় ॥ ৪৪৪
আঁখি ঠারে দেবী তার বাড়াইল বুক।
শঙ্করে আনিল মাতা দেখিতে কৌতুক ॥ ৪৪৫

সঙ্কেত করিল মাতা শঙ্করের প্রতি।
সেনে করি আশ্রয় বসিলা পশুপতি ॥ ৪৪৬
ভবানী করিলা ভর কানড়া উপরে।
বলবতী বাউতি রায়ের ধ'রে করে ॥ ৪৪৭
পরশে পরম সুখ যুবতীর হাত।
ছাড়ায়ে কন্যার কর ধরে মহীনাথ ॥ ৪৪৮
কলে বলে টানিতে হেলায় গেল ছাড়া।
পুনশ্চ রাজার হাত ধরিল কানড়া ॥ ৪৪৯
আপনি ভবানী মাতা ভর দিলা তায়।
কানাড়া হইল গিরি গোবর্দ্ধন প্রায় ॥ ৪৫০
ছাড়াতে নারিল রাজা কানড়ার হাত।
হরষিত হাসেন ভবানী ভূতনাথ ॥ ৪৫১
কলে বলে কানড়া রায়ের টানে কর।
ঘোড়া হতে লাউসেনে তুলিলা শঙ্কর ॥ ৪৫২
ধাতার নির্ব্বন্ধ নাহি ঘুচে কারো বোলে।
লাউসেন পড়ে আসি কানড়ার কোলে ॥ ৪৫৩
উথলে আনন্দ কত নাই পরিমিত।
হেন কালে নারদ গোঁসাই উপস্থিত ॥ ৪৫৪
হরষিত হৈমবতী হর হরিদাস।
রণস্থলে কন্যার করিল অধিবাস ॥ ৪৫৫
মহামুনি নারদ হৈল পুরোহিত।
ঈশ্বরী দিলেন বিভা বেদের বিহিত ॥ ৪৫৬
যথোচিত লৌকতা যৌতুক নানা দান।
লাউসেনে দিয়া দেবী করিল সম্মান ॥ ৪৫৭
কানড়া সেনের হাতে করি সমর্পণ।
জগত-জননী কিছু কহেন তখন ॥ ৪৫৮
গুণবতী কানড়া আমার প্রিয় ঝি।
তুমি হলে জামাতা ইহার পর কি ॥ ৪৫৯
পায়ে পারে হয় কত যুবতীর দোষ।
সকলি করিবে ক্ষমা পাছে কর রোষ ॥ ৪৬০
তুমি যোগ্য জামাতা সজ্জন যুবরাজ।
কি কহিব সকলি তোমার লাজ কাজ ॥ ৪৬১
অনেক সাধের মোর কিঙ্করী কানড়া।
তুমি হলে গণেশ কার্ত্তিক হ'তে বাড়া ॥ ৪৬২
এত যে বিশেষ বাক্য বলিলা ভবানী।
দম্পতী পড়িল পদে লোটায়ে ধরণী ॥ ৪৬৩
ভোলানাথ ভবানী মুনির পদ বন্দে।
আশীষ করিল সবে পরম আনন্দে ॥ ৪৬৪
নারদে দক্ষিণা দেবী দিলেন কৌতুকে।
মহামুনি দিলা তবে সেনকে যৌতুকে ॥ ৪৬৫
কৃপাময়ী কন কিছু কানড়ার তরে।
আমি যাই কৈলাসে আপনি যাও ঘরে ॥ ৪৬৬
কখন প্রমাদে পুন চিন্তা কর পাছে।
স্মরণ করিলে মোরে দেখা পাবে কাছে ॥ ৪৬৭
কান্দিয়া কানড়া ধরে ভবানীর পা।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কোথায় রৈল মা ॥ ৪৬৮
ভগবতী ঠেকিয়া ভক্তের মায়াজালে।
পরিবার সহিত আনালে হরিপালে ॥ ৪৬৯
উঠে সুখ সাগরে লহরী কত খান।
হর-গৌরী মহামুনি হৈল তিরোধান ॥ ৪৭০
সেনে কত সম্মান করিল মহীপাল।
জননী জুড়ালো দেখে কানড়া কপাল ॥ ৪৭১
হরিষ বিষাদে বড় হলো হালাহোল।
বাজিছে বিজয়-বাদ্য জয় জয় রোল ॥ ৪৭২
মনে মগ্ন মহারাজ আনন্দে বিভোল।
লাউসেনে ফিরাইল করি চতুর্দোল ॥ ৪৭৩
বাসা দিল বিচিত্র বরণে বাড়ী ঘর।
নানা ধনে লাউসেনে করিল আদর ॥ ৪৭৪
ক্ষীরখণ্ড ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিলা কন্যা বরে ॥ ৪৭৫
বিদায় হইল রাজা ময়না নগর।
হেনকালে মনে হলো রাজার লস্কর ॥ ৪৭৬
একান্ত ধর্ম্মের পদ করিতে ভাবনা।
হইল অমৃত বৃষ্টি জীল যত সেনা ॥ ৪৭৭
সেনে কত সম্মান করিল মহাভূপ।
জননী জুড়াল দেখে কানাড়ার রূপ ॥ ৪৭৮
সবাই বিদায় হলো আপনার দেশ।
হেনকালে করে রাজা কালুর উদ্দেশ ॥ ৪৭৯
বীরে বরে বক্সিস আনা'ল মহীপাল।
পুরট পাগড়ি জোড় জরি পট্টশাল ॥ ৪৮০
খোষাল করিল যত বাজে বীরগণে।
বর কন্যা চলে দিব্য দোলা আরোহণে ॥ ৪৮১
কতদিনে নিজ ঘরে প্রবেশিলা রায়।
সেনাগণ কহে আসি গৌড়ের রাজায় ॥ ৪৮২
বিভা করি সেন গেলা আপন বসতি।
পাত্র বলে বুঝ রাজা ভাগিনা-দুর্ম্মতি ॥ ৪৮৩

ভূপতি বলেন পাত্র সব কর্ম্মফল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ॥ ৪৮৪

কানড়ার বিবাহ পালা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

মায়ামুণ্ড পালা।

নিজবাসে লাউসেন পরম আনন্দে।
কুবুদ্ধি চড়িল হেথা পাত্তরের স্কন্ধে ॥ ১
বাজধানে বসে মনে ভাবিছে নাবুড়ি।
কত দিনে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ী ॥ ২
চারি ছুঁড়ী বধূর আয়াত ঘুচে করে।
ভালে ঘুচে ভাবন, ভাগিনা যদি মরে ॥ ৩
কংসরাজে ধ্বংস কৈল ভগ্নীবংশ হয়ে।
রোগ ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় রয়ে ॥ ৪
অধোমুখ হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসং যুক্তি এলো আচম্বিতে ॥ ৫
কর্ণসেন আঁটকুড়া হয়েছে যেই পুরে।
ভাগিনায় পাঠাব সেই অজয় টেঁকুরে ॥ ৬
ভাবিয়া ভূপতি পদে বলে মহামদ।
তোমার প্রতাপে রাজ্য হইল নিরাপদ ॥ ৭
কেবল টেঁকুরে মাত্র অধিকার নাই।
ইছাই গোয়ালা বেটা বাড়ালে বড়াই ॥ ৮
সর্ব্বদিন অধীন গোয়ালা সোমঘোষ।
আপনি বাড়ালে রাজা কিবা তার দোষ ॥ ৯
গোঠে ছিল বসত, অসং বড় ঠেঁটা।
বাজারে বেচিত্ত বসে ওল আলু এঁটা ॥ ১০
কি বুঝি করিলে তারে টেঁকুরের সানা।
পড়ে কিনা পড়ে মনে করেছিনু মানা ॥ ১১
কতকাল আজ্ঞায় আসিত্ত যেত সে।
বেটা তার ইছাই ইন্দ্রকে বলে কে ॥ ১২
দেবী পদ সেবিয়া দুর্জ্জয় হলো গোপ।
কবে এসে করিবে তোমার সৃষ্টি লোপ ॥ ১৩
শিয়রে সবল শত্রু সাবধান চাই।
ভয়ে ভাষে ভূপতি উপায় চিন্ত ভাই ॥ ১৪
পাত্র বলে যেয়ে যে টেঁকুর গড় জিনে।
না দেখি এমন লোক, লাউসেন বিনে ॥ ১৫
এত শুনি কন রাজা সভয় শরীর।
ওই গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির ॥ ১৬
শালে ভর দিয়া রঞ্জা পাইল যেই ধনে।
কেমনে পাঠাব তারে টেঁকুরের রণে ॥ ১৭
রাজা এত বলিতে পাত্তর বলে হায়।
ভাগিনা জিনিবে রণে কত বড় দায় ॥ ১৮
ব্রহ্মপুত্র লজ্জিয়া যে জিনিল কাণ্ডুর।
তারে কি দুর্জ্জয় বড় অজয় টেঁকুর ॥ ১৯
স্ত্রীর বশ পুরুষ পাত্রের বশ ভূপ।
রাজা কহে লিখ পাতি করিয়া কুলুপ ॥ ২০
মনে মনে চিন্তি তবে সেনের আপদ।
হর্ষ হয়ে পত্র লিখে পাত্র মহামদ ॥ ২১
প্রথমে লিখিল স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত ॥ ২২
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে ॥ ২৩
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এক্ষণে আনন্দে যায় পরন্তু সংপ্রতি ॥ ২৪
পত্রপাঠ সত্বর সাক্ষাৎ আইস রায়।
এখানে সকল কব শুনিবে সভায় ॥ ২৫
অপর নাবড়ি কিছু লিখিল হেকাত।
নাম লেখাইয়া লোট লক্ষের বিলাত ॥ ২৬
যদিস্যাৎ গৌড় গমনে কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ ॥ ২৭
ইহাতে অনেক আছে কি কব অধিক।
লিখন-তারিখ দিল তেরই কার্ত্তিক ॥ ২৮
সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল যাবি দিবারাতি ॥ ২৯
ত্বরায় আসিবি যাবি পাবি খুব চিরা।
শিরে বন্দি যায় ইন্দ্রা নাহি চায় ফিরা ॥ ৩০
তরণী সরণি শীঘ্র সেবি শশিচূড়।
পার হৈল পদ্মাবতী পশ্চাৎ রহে গৌড় ॥ ৩১
বেগবন্ত ধায় ইন্দ্রা দিবস রজনী।
শীতলপুরে সত্বর পেরুল সুরধুনী ॥ ৩২
কত কব যত গ্রাম রাখে ডানি বামে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥ ৩৩
উড়ে-গড় এড়াল আমিলা উচালন।
মন্দারণ রেখে ধরে ময়নার গন ॥ ৩৪

কত নদী খাল বিল সরাই সহর।
একে একে রেখে গেল ময়না নগর ॥ ৩৫
ইন্দ্রার আনন্দ অতি প্রবেশি সহরে।
গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে ॥ ৩৬
উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি রাজার কল্যাণ।
শ্রবণ জুড়া'ল শুনে নিরখি নয়ান ॥ ৩৭
সহরের শোভা দেখি স্বর্গ মনে লয়।
মহাজ্ঞান ইন্দ্রার আনন্দ অতিশয় ॥ ৩৮
মহী নয় ময়না, মানুষ নয় সেন।
সাধু সঙ্গে সাক্ষাৎ সকল শুভক্ষেণ ॥ ৩৯
ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি প্রসবে প্রচুর।
গোবিন্দ আনিতে যেন আদরে অক্রূর ॥ ৪০
বার দিয়া বসেছে ময়না-তপোধন।
প্রজা বন্ধু বান্ধব বেষ্টিত বিপ্রগণ ॥ ৪১
জোড় হাতে বীর কালু হুজুরে হাজির।
হেন কালে দূত আসি নোয়াইল শির ॥ ৪২
হাতে দিয়া পরয়ানা প্রণতি করে পায়।
এস এস বলি তারে পরিতোষে রায় ॥ ৪৩
পত্র পড়ি না পান বিশেষ বিবরণ।
ইন্দ্রজালে জিজ্ঞাসা করিল তপোধন ॥ ৪৪
ইন্দ্রজাল বলে শুন ময়না-ঠাকুর।
বলিতে সঙ্কোচবাসি, বচন নিঠুর ॥ ৪৫
ঢেঁকুর মহিমে তোমা পাঠাইবে ভূপ।
এত শুনি সঙ্কটে সবাই করে চুপ ॥ ৪৬
দরবার ভাঙ্গি রাজা প্রবেশে মহল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ॥ ৪৭
ঢেঁকুর মহিম কথা শুনি রাজরাণী।
নয়ানে গলিত ধারা গদগদ বাণী ॥ ৪৮
কি শুনি আমার বাছা বচন নিঠুর।
তোমারে ভূপতি নাকি পাঠাবে ঢেঁকুর ॥ ৪৯
এত শুনি ধরে রাণী পোয়ের গলায়।
কান্দিয়া কহেন কিছু কর্ণসেন রায় ॥ ৫০
পূর্ব্বাপর ছিল মোর ঢেঁকুর নিবাস।
গোঁয়ার গোয়ালা হৈতে হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ৫১
ঐ গড়ে মরেছে তোমার ছয় ভাই।
দুর্জ্জয় দেবীর দাস গোয়ালা ইছাই ॥ ৫২
সে সকল সন্তাপ সদাই মনে পড়ে।
না যেও নিঠুর পুরে ঢেঁকুরের গড়ে ॥ ৫৩
রাণী বলে তুমি মোর কৃপণের কড়ি।
আন্ধার মাণিক তুমি অন্ধকের নড়ি ॥ ৫৪
না দেখিলে তিলে তিলে তোমা হই হারা।
পরাণ পুত্তলি তুমি নয়নের তারা ॥ ৫৫
তুমি বিনা সংসার সকলি শূন্যাকার।
জীবন বিফল বাছা পুত্র নাহি যার ॥ ৫৬
এক জন্ম সবে আমি তোমা পুত্র পেয়ে।
পাসরি সে সব দুখ চাঁদমুখ চেয়ে ॥ ৫৭
প্রণতি করিয়া কিছু লাউসেন কয়।
তুমি কর আশীষ, ঢেঁকুর হব জয় ॥ ৫৮
কর্ণসেন বলে বাপু শুনে বুক ফাটে।
দেবতা দানব যার দাবে নাহি আঁটে ॥ ৫৯
মহারাজ দশরথে ঘোষে তিনলোকে।
শ্রীরামে পাঠায়ে বাছা মলো পুত্রশোকে ॥ ৬০
খদ্যোৎ পতঙ্গ বাছা তুলনা না করি।
তোমা না দেখিয়া বাছা সেইরূপে মরি ॥ ৬১
আমার বচন শুন না হয়ো অবুঝা।
সমরে সাক্ষাৎ তার দেবী দশভূজা ॥ ৬২
কত কষ্টে নামটী ঘুচেছে আঁটকুড়া।
একালে উচিত বাছা ছেড়ে যেতে বুড়া ॥ ৬৩
নিতান্ত না যেয়ো বাপু রাজার সাক্ষাৎ।
লাউসেন কন কিছু করি যোড় হাত ॥ ৬৪
রাজা রুষ্ট হয় বাপু নিবে রাজপুরী।
কাজ নাই পরাধীন পরের চাকুরি ॥ ৬৫
তোমার কল্যাণে কোন ধনে নই মরা।
যায় যাক্ ধরণী, আপনি যাই ধরা ॥ ৬৬
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিলে নরকে নাই ঠাঁই।
চিরকাল চাকর রাজার লুন খাই ॥ ৬৭
কুরু পাণ্ডবের রণে স্মরিয়া না ল'ন।
কি করিল কৃপাচার্য্য ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ ॥ ৬৮
সমরে না যাই যদি প্রাণভয়ে অতি।
তবুত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি ॥ ৬৯
আজি মরি কিবা বা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে ॥ ৭০
অসার সংসার সার ধর্ম্ম যেই পথ।
অদ্যাবধি ঘোষে লোকে সুধন্বা সুরথ ॥ ৭১
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ অনুমতি।
রাজার আদেশে ধরি তোমার আরতি ॥ ৭২

তুমি যার জননী জনক যার রায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায়॥ ৭৩
তবে বল ইছায়ে ঈশ্বরী অনুকুল।
বুঝে দেখ সেই দেবী সবাকার মূল॥ ৭৪
স্বধর্ম্মে থাকিলে জয় অধর্ম্মে সংহার।
তার সাক্ষী বিভীষণ রাবণ লঙ্কার॥ ৭৫
আপনি ঈশ্বরী যার আছিলা দুয়ারী।
তবে কেন সবংশে মজিল লঙ্কাপুরী॥ ৭৬
তোমার কৃপায় আমি জিনিব ঢেঁকুর।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর॥ ৭৭
প্রবোধ পাইয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখী।
আজি কর বিশ্রাম নয়ন ভরে দেখি। ৭৮
কালি অতি শুভদিন গৌড় তুমি যাবে।
অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে॥ ৭৯
শিরোধার্য্য করে রাজা মায়ের আরতি।
কলিঙ্গা সহিত তবে রাণী রঞ্জাবতী॥ ৮০
স্নান পূজা করি রাণী করিল রন্ধন।
শাক সূপ সঝোল সুকুতা সুখাসন॥ ৮১
বেসারে বেস্বর ঘণ্টে সুরসাল ঝালে।
পরিপাটী পাঁচ ভাজা পুরটের থালে॥ ৮২
আলু ওল পটল পনস পানফল।
কদলী করলা কিছু কুষ্মাণ্ড কমল॥ ৮৩
মজাকলা ভাজা তৈলে ঘৃতে টস্‌টস্।
ক্ষীর খণ্ড পায়স পিষ্টক পাঁচ রস॥ ৮৪
কালিনী মায়ের প্রাণে যত ছিল মনে।
রন্ধন করিল রাণী পুত্র যাবে রণে॥ ৮৫
চিন্তিয়া পরম পদ করি বহু যত্ন।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান দ্বিজ কবিরত্ন॥ ৮৬

স্নান করি দাসী আসি আসন যোগায়।
দুদিকে দুই পুত্র বৈসে মধ্যে বৃদ্ধ রায়॥ ৮৭
উত্তম আতপ অন্ন সুবর্ণ ভাজনে।
পরিপাটী বাটী বাটী পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে॥ ৮৮
আগে দিল প্রাণনাথে পিছে দুই পুত্র।
হরিষ বিষাদে আঁখি ছল ছল নেত্র॥ ৮৯
বেদবিধি ভোজন করিয়া বহু সুখে।
মুখ শুদ্ধি করি রাজা বসিল কৌতুকে॥ ৯০
হেন কালে রঞ্জাবতী মনে মনে করে।
বাছা মোর কেমনে ভুলিয়া থাকে ঘরে॥ ৯১
বধূগণে বিরলে ডাকিল রঞ্জাবতী।
চারি রাণী আসি করে চরণে প্রণতি॥ ৯২
জোড় হাতে জিজ্ঞাসিল আজ্ঞা কর কি।
বচনে বুঝান বড় মানুষের ঝি। ৯৩
অমলা বিমলা শুন কলিঙ্গা কানড়া।
তো সবার প্রাণনাথ অভাগীর ভাড়া। ৯৪
ইছাই সমরে যায় সাজিয়া ঢেঁকুর।
যার রণে মৈল ছয় তোমার ভাশুর। ৯৫
দেবতা অসুর যার রণে দেয় ভঙ্গ।
আমার দুর্জ্জয় ভাই করে এত রঙ্গ। ৯৬
রূপ দেখাইয়া রাখ লাগাইয়া লেঠা।
প্রাণ গেল সদাই ভাবিতে বেটা বেটা। ৯৭
যতনে রতনে সাজ নূতন যৌবন।
বয়সে তরল বটে পুরুষের মন। ৯৮
ভুবন-মোহিনী বট মদন মঞ্জরি।
মৃদুহাস্যে কটাক্ষে করিবে মন চুরি। ৯৯
তবে থাকে আয়ৎ, মাথার রয় ছাতা।
তিন রাণী হেসে হৈল লাজে হেঁট মাথা। ১০০
আইমা কি লাজ! ঠাকুরাণী ক'ন কি।
প্রবোধে কলিঙ্গা রাণী কর্পূরধলের ঝি। ১০১
বড় তাপে দুঃখের সাগরে কন ভাসি।
হেসোনা বিপত্তে বুন, হাসি সর্ব্বনাশী। ১০২
বর মাগ বিধাতা বঞ্চিতে দিল সুখ।
হাসিব খেলিব কত করিব কৌতুক। ১০৩
প্রবন্ধ করিয়া আগে রাখ প্রাণনাথ।
পতি বিনা যুবতী-জনম ওঁঠোপাত। ১০৪
শুন বলি কানড়া আপনি কর যশ।
নব নব নাপানে নাগরে কর বশ। ১০৫
লাস বেশ বাসর বঞ্চিতে যাও হাসি।
কানড়া বলেন দিদি বড় ভয় বাসি। ১০৬
কিবা জানি কালি বিভা হয়েছে নিকট।
প্রথম স্বামীর সেবা নারীর সঙ্কট॥ ১০৭
মাতিবে মদন তায় বয়সের গা।
পায়ে পড়ি দিদিগো আপনি তুই যা॥ ১০৮
রাণী বলে যাও তবে অমলা বিমলা।
নানাকার করিল রাজার দুই বালা॥ ১০৯
কলিকা-কুসুম কোলে কি করিবে অলি
বিকসিত কমলে ভ্রমর করে কেলি॥ ১১০

কানড়া কহেন পুনঃ এই যুক্তি সার।
বড় দিদি বিশেষ প্রভুর কণ্ঠহার॥ ১১১
রাণী বলে বুঝিনু সবার বুদ্ধি বল।
তরুণী হইয়া কেন তরুণে তরল॥ ১১২
রাণী মন্দোদরী আদি প্রথম-যৌবনে।
কেমনে বঞ্চিল রতি রাক্ষসের সনে॥ ১১৩
এত বলি আপনি করিল লাস বেশ।
দাসী শয্যা রচিল কথার পেয়ে শ্লেষ॥ ১১৪
মনোহর মন্দিরে মাণিক করে আলা।
মেজে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা॥ ১১৫
বিচিত্র বন্ধনি কত রতন মিশাল।
যতনে ছাওনি চারি চামরের চাল॥ ১১৬
চারি ভিতে বিরাজে বিনোদ বন-মালা।
পুরট পালঙ্ক মাঝে পাতিল প্রবলা॥ ১১৭
বিছাল বিচিত্র পাটী গুজরাটী ভোট।
লেপ তুলি পাটের পাছাড়া তায় জোট॥ ১১৮
নানা চিত্র শোভে তায় মণিময় ঝুরি।
চারিদিগে লম্বমান দোলনা দোথরি॥ ১১৯
রচিল সুখদ-শয্যা যেন পয়ঃফেন।
পরিমল খাসা তায় আচ্ছাদন দেন॥ ১২০
বসিল প্রসন্ন মনে ময়নার পতি।
যতনে জ্বলিছে কত রতনের বাতি॥ ১২১
কানড়া করিছে হেথা কলিঙ্গার বেশ।
দ্বিজ ঘনরাম গান প্রভুর আদেশ॥ ১২২
কনক চিরুণি করে কানড়া আপনি।
বিরচিল চাঁচর চিকুরে চিত্র বেণী। ১২৩
ফণী বলি গিলে পাছে গো-গজ-বাহন।
ঝাট করি বান্ধে খোঁপা ভুবন-মোহন। ১২৪
রচিত কুন্তলে দিল কুঙ্কুমের রেখ।
মেঘমালা তড়িৎ জড়িত পরতেক। ১২৫
কবরী মণ্ডিত মালা মল্লিকা বকুল।
মকরন্দ লোভে যেন মত্ত অলিকুল॥ ১২৬
পিঠেতে পাটের থোপ তায় হেম ঝাঁপা।
অনুগত তায় কত গন্ধরাজ চাঁপা॥ ১২৭
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি।
চন্দন-চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের ছবি॥ ১২৮
সুবেষ্টিত গোরচনা চন্দনের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥ ১২৯
কুচযুগ কঠিনে কনক লতাবলী।
সঙ্কেত প্রবন্ধে বান্ধে বিচিত্র কাঁচলি॥ ১৩০
হীরাবলী শোভে তায় মনোহর কাঁদ।
কেবা ধরে ধৈরয হেরিয়া মুখ চাঁদ॥ ১৩১
অঙ্গে পরে বিচিত্র অনেক অলঙ্কার।
হিরণ্য-জড়িত হীরা হেম-কণ্ঠ-হার॥ ১৩২
দোনতি শোভিছে গলে গজমতি মাল।
কেয়াপাতা গলায় গরব করে ভাল॥ ১৩৩
কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
বউলি বেশর নাকে বেশ হইল বড়ি॥ ১৩৪
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটী মাঝে।
রতন নূপুর পায়ে রুণুঝুনু বাজে॥ ১৩৫
চরণ-ভূষণ পরে পাতা গোটামল।
গমন গরবে কত পুরুষ পাগল॥ ১৩৬
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর।
যেখানে যে শোভা করে পরিল অপর॥ ১৩৭
বিচিত্র বসন পরে কমলা-বিলাস।
সুন্দরী সহজ রূপে তিমির-প্রকাশ॥ ১৩৮
রসের দর্পণে রামা চেয়ে দেখে মুখ।
কানড়া কতেক তায় করিল কৌতুক॥ ১৩৯
যাও দিদি বিধি আজি হবে অনুকূল।
মুখ হেরি প্রাণনাথ হইবে আকুল॥ ১৪০
অশেষ বিশেষ রামা লাস বেশ করি।
কাটা গুয়া সাঁটা পান নিল বাটা ভরি॥ ১৪১
দাসী হস্তে জল ঝারি মন্দ মন্দ গতি।
সচী যেন সাজিল সেবিতে সুরপতি॥ ১৪২
সুবেশে শয়ন-শালা প্রবেশে রূপসী।
মোহিত হইল রাজা দেখি মুখশশী॥ ১৪৩
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা আধ মুখ ঢাকে॥ ১৪৪
হাসি হাসি শশিমুখী তোষে প্রাণনাথে।
বামে বসে তাম্বূল যোগায় হাতে হাতে॥ ১৪৫
কত নব লাবণ্য বহিয়া গেল তায়।
রসবতী যুবতী রসিক তাহে রায়॥ ১৪৬
চাতুরি সরস কিছু রাজা কন শ্লেষ।
বড় না সুন্দরী আজি দেখি লাস বেশ॥ ১৪
আজি নাই শয়নে সে সব রঙ্গরস।
ঢেঁকুর করেছি যাত্রা না করো পরশ॥ ১৪৮

রাণী বলে এতেক ব্যাকুলি কেন রায়।
লুটি কেবা লুটায়ে পড়িতে গেছে পায়॥ ১৪৯
কি কহিব বিধাতা বিমুখ বড় সে।
নহে হেন সময়ে এমন করে কে॥ ১৫০
জায়া-পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গ।
বেদ বলে বিশেষ বনিতা অর্দ্ধ অঙ্গ॥ ১৫১
পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসে যদি।
তথাপি সতত সঙ্গে আছিলা দ্রৌপদী॥ ১৫২
বনবাসে কেন রাম সঙ্গে নিল সীতা।
যদি বল বনে যাব না ছোঁব বনিতা॥ ১৫৩
সুধন্বা সাজিল যবে অর্জ্জুনের রণে।
এক রাতি ভুঞ্জে রতি প্রভাবতী সনে॥ ১৫৪
পিতা তার না বুঝে ফেলিল তৈল কুণ্ডে।
কোলে করি শ্রীহরি রাখিল সেই দণ্ডে॥ ১৫৫
নিজ নারী পরশে পাতক হৈলে রায়।
তবে কেন সুধন্বা সঙ্কটে রক্ষা পায়॥ ১৫৬
শুন নাথ সাক্ষাতে সরম খেয়ে কই।
ঋতুবতী আছি রাতি হৈল তিন বই॥ ১৫৭
না কৈলে অধর্ম্ম নাথ তুমি ধর্ম্মচারী।
শয়নে স্বামীর সঙ্গে হতে হয় দারী॥ ১৫৮
কহিতে কহিতে করে কতখান ছলা।
বিশেষ পুরুষ কোলে কামিনীর কলা॥ ১৫৯
বদনে বরিষে সুধা বচনে বচনে।
আলিঙ্গন মাগে রাজা মাতিয়া মদনে॥ ১৬০
রাণী বলে আজ না, খানিক নয় থাক।
সেন বলে সুন্দরী জীবন মোর রাখ॥ ১৬১
একালো পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কতখান নাপান করিতে তায় খাটে॥ ১৬২
রায় বলে আয় মেনে আলিঙ্গন দে।
রাণী বলে শয্যা-সুখে নিদ্রা যাও হে॥ ১৬৩
পরশ না কর নাথ যাত্রা হবে ভঙ্গ।
বলিতে বলিতে বড় বাড়িল অনঙ্গ॥ ১৬৪
আলিঙ্গন মাগে রাজা পসারিয়া পানি।
নাক্কার করিয়া পেছুর পাটরাণী॥ ১৬৫
অমনি ধরিয়া রাজা বান্ধে ভুজ-পাশে।
চল রঙ্গের সাগরে দোঁহে ভাসে॥ ১৬৬
নকাঙ্গে চাপেতে চঞ্চল চাঁদমুখী।
রতি সংগ্রাম মাঝে মদন ধানুকী॥ ১৬৭
কটীতে কিঙ্কিণী-ধ্বনি রতি জয় নাদ।
ছুটিল মদন বাণ ঘুচিল উন্মাদ॥ ১৬৮
সমাদরে সম্ভোগ সময় শুভক্ষণে।
শুভ জন্ম নিল তায় রাজা চিত্রসেনে॥ ১৬৯
স্নান করি শয়ন করিল মহাশয়।
পায়ে ধরি কলিঙ্গা তখন কিছু কয়॥ ১৭০
টেঁকুর না যেও নাথ অনাথা করিয়া।
যাক্ ধন ধরণী ধরিব তায় হিয়া॥ ১৭১
না হয় টেঁকুর কর ঘরে বসে দিলে।
কত নিধি পাব নাথ পরাণ থাকিলে॥ ১৭২
সেন বলে সুন্দরী সমরে কিবা ভয়।
বিধাতার লিখন বিশ্বের বশ নয়॥ ১৭৩
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিলে যমের হব বশ।
যায় যা'ক্ জীবন জগতে র'ক্ যশ॥ ১৭৪
ধর্ম্ম যার ঠাকুর সহায় কালুবীর।
চিন্তা কি টেঁকুরে তার মন কর স্থির॥ ১৭৫
তুমিত ত্রিবিধ তার পেয়েছ প্রমাণ।
কাওরে তোমারে কেন রাজা দিল দান॥ ১৭৬
রাণী বলে প্রাণনাথ এই সত্য বটে।
অবোধ মেয়ের মনে কতখান উঠে॥ ১৭৭
কহিতে শুনিতে নিশা হইল প্রভাত।
ঘনরাম ভণে যার সখা রঘুনাথ॥ ১৭৮
প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্মরি গুরু ব্রহ্ম।
গৌড়েতে করিল যাত্রা ধ্যান করি ধর্ম্ম॥ ১৭৯
সম্মুখে আনিয়া বাজী বারাণ যোগায়।
মনোহর হয় দেখি হর্ষ হলো রায়॥ ১৮০
নানা রত্ন বিরাজিত পৃষ্ঠে তার জীন।
লম্বমান বিচিত্র থোবনা থর তিন॥ ১৮১
ঘন ঘোর ঘাঁঘর ঘুঙ্গুর মনোরম।
ঝম্ ঝম্ ঝমকে বাজিছে ঝম্ ঝম্॥ ১৮২
চঞ্চল চরণ চারি চলনে চতুর।
চলে যেতে পৃথিবীতে নাহি ঠেকে খুর॥ ১৮৩
ফিরে ফিরে ফান্দনি হেষণি কত গতি।
দেখে জিয় জিয় বলে ময়নার পতি॥ ১৮৪
বারাণে খোযাল করি সাজেন বিশেষে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে॥ ১৮৫
গায়ে পরে পটজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণের কাদম্বিনী তড়িত-জড়িত॥ ১৮৬

কোমর কষণি করে বসন বিমলে
পরিসর পুরট পট্টুকা তার কোলে। ১৮৭
দুপাশে সুরঙ্গ পট্ট পরিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা॥ ১৮৮
শিরে বান্ধে সবরন্দ স্বর্ণময় চৌরা।
ইন্দুবিন্দু বাম হাতে মাঝে পঞ্চহীরা॥ ১৮৯
একে একে হেতার বান্ধিল কষাকষি।
বিশাই নির্ম্মিত ফলা অভয়ার অসি। ১৯০
জননী জনক জায়া প্রজা বন্ধু ভাই।
বিদায় হইল রাজা সবাকার ঠাঁই॥ ১৯১
যমদূত দোসর দলুই সব সনে।
সমরের সিংহ কালু সেজে আইল রণে॥ ১৯২
বীর ধটী সাপটী সবার কটী আঁটা।
উরু চারু চলনে চলিতে বাজে ঘাটা॥ ১৯৩
মাথায় পাগড়ি টেড়ি টৈয়া বান্ধা তায়।
বীরধূলি রাঙ্গা মাটী সবাকার গায়॥ ১৯৪
জোড়া খাঁড়া খঞ্জর যুগল যমধার।
কাঁকালে যুগল টাঙ্গি পৃষ্ঠে ধনুঃশর॥ ১৯৫
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥ ১৯৬
সেনের সাক্ষাতে আসি নোয়াইল শির।
শ্রীধর্ম্ম বলিয়া উঠে লাউসেন বীর॥ ১৯৭
শুভক্ষণে ভূপতি ঘোড়ায় আসি চড়ে।
আণ্ডীর পাখর বাজীর স্বর্গ মনে পড়ে॥ ১৯৮
উড়ে যেতে উঠে পদ আকাশের পথে।
চরণে ইড়িকি দিতে চলে ইসারাতে॥ ১৯৯
ঘন বাজে শঙ্খ কাড়া টমক টেমাই।
ডোমগণ চৌদিকে চলিল ধাওয়াধাই॥ ২০০
রাওয়ারাই রোদন উঠিল পুরীময়।
টেঁকুর সমর শুনি সবাকার ভয়॥ ২০১
নগর-নিবাসী কিবা যুবা বৃদ্ধ জরা।
উর্দ্ধমুখে ধায় সবে চক্ষে বহে ধারা॥ ২০২
গোবিন্দ চলিল যেন ছাড়িয়া গোকুল।
গোপিনী সকলে যেন দেখিয়া আকুল॥ ২০৩
সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
চিত্রলেখা সমান সেনের মুখ চেয়ে॥ ২০৪
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী নাহি দেখে পথ॥ ২০৫
সেইরূপে কান্দে রাজা কর্ণসেন রায়।
কর্পূর মধুর বোলে প্রবোধে সবায়॥ ২০৬
রায় হেথা সরিৎ সম্বোধে আঁধযোড়া।
পেরুল কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া॥ ২০৭
কাশীযোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামোদর দাখিল দিবস-মুখে রায়॥ ২০৮
স্নান পূজা করিয়া কোমর চলে বেন্ধে।
পার হয়ে ত্বরিতে তুরগ চলে ফেন্দে॥ ২০৯
সরিৎ সরাই কত খাল বিল গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম॥ ২১০
মোকামে মোকামে আসি প্রবেশিল গৌড়।
গৌড়ের ভূপতি হেথা সেবি শশিচূড়॥ ২১১
বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে বার দিয়া।
হেনকালে লাউসেন উত্তরিল গিয়া॥ ২১২
বাজী রাখি পদব্রজে প্রবেশিতে রায়।
উথলে আনন্দ কত রাজার সভায়॥ ২১৩
প্রণাম করিল আগে যত দ্বিজোত্তমে।
রাজারে প্রণাম করি দাড়াল সম্ভ্রমে॥ ২১৪
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়।
হাতে ধরি নরপতি নিকটে বসায়॥ ২১৫
তাহাতে তাপিত হয়ে কহিছে পাত্তর।
উপযুক্ত অন্তকালে অপেক্ষা আদর॥ ২১৬
বল দেখি কি বুঝে আনিলে লাউসেনে।
সম্মুখে শমন শত্রু বসি ব্যাজ কেনে॥ ২১৭
এত শুনি ভূপতি সেনেরে কিছু কয়।
বাপু তব প্রতাপে পৃথিবী হৈল জয়। ২১৮
কেবল টেঁকুর গড়ে গোয়ালা ইছাই।
চাকর বেটার বড় বেড়েছে বড়াই। ২১৯
মহাবীর বিক্রমে এবার মোর বাপ।
জয় কর টেঁকুর, ঘুচুক মনস্তাপ। ২২০
সেন বলে মেসো মোর আছেন গোঁসাই।
পাত্র বলে বিদায়ে বিলম্বে কার্য্য নাই। ২২১
এবার সিমুলা গড়ে বিভা করা নয়।
বীরপণা বুঝিব টেঁকুর হৈলে জয়। ২২২
বসে খাও মাহিনা মহিম এইবার।
কালু বলে ওকথা সহিতে নারি আর। ২২৩
কোপে ওষ্ঠ কম্পিত প্রবোধ করে রায়।
টেঁকুর মহিমে সেন হইল বিদায়। ২২৪

হরিগুরু চরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত। ২২৫
বিদায় হইল রাজা ঢেঁকুর ভুবন।
ঢমক টেমাই কাড়া বাজে ঘন ঘন। ২২৬
ডোমগণ মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে। ২২৭
কালচিতা কেলেসোণা কুড়া ব্রহ্মকাঙ্গ।
চোর মুড়া চন্দ্রচুড়া চৈয়ে চাঁপড়াল। ২২৮
শাখা সুখা দুর্ম্মুখা দুর্জ্জয় কালুডোম।
যমদত দোসর সমরে কেহ যম। ২২৯
ইছাই-সমরে চলে হয়ে নিদারুণ।
ধ্বজা সমরে যেন সাজিল অর্জ্জুন। ২৩০
আখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।
বড় গঙ্গা পেরুল সম্মুখে সন্ধিপুর। ২৩১
ডাহিনে সিমুলা থাকে রামবাটী বামে।
প্রবেশে অজয় তটে দিবা দুই যামে। ২৩২
নিবেদন করে কালু প্রধান দলুই।
এই নদী অজয় দুর্জ্জয় গড় অই। ২৩৩
বিষম ঢেঁকুর যাহে ইছায়ের পাট।
দেবতা দানব যার নামে ছাড়ে বাট। ২৩৪
ইছায়ে বাড়ালো যেবা হয়ে অনুকূল।
ঐ দেখ শ্যামরূপা দেবীর দেউল। ২৩৫
দণ্ডে শুনে আনন্দিত সেন সদাশয়।
ডোমগণে আজ্ঞা দিল পেরুতে অজয়। ২৩৬
প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে। ২৩৭
লে কুল কুরব কমল কাণেকাণ।
দখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ। ২৩৮
ঘার রবে ঘুরুলি উঠিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পাড়িল পূরে প্রলয় পবন। ২৩৯
দুড় দুড় দুড়ুম্ দুদিকে ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারি সমূল। ২৪০
প্রাণে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হরি।
তিনতাল তরঙ্গ তরাসে তল তরী। ২৪১
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
দেখি সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন। ২৪২
তরিতে তরণি নাই তরঙ্গে তরল।
কালু বলে মহারাজা জুয়ারের জল। ২৪৩
বেড়েছে বেড়ের সীমা অতঃপর টুটা।
ফেলে দিলে বেগেতে দুখানা হয় কুটা। ২৪৪
চিন্তা নাই চেয়ে দেখ চরে দিয়ে চিনা।
দেখিতে দেখিতে দেখ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা। ২৪৫
তীরে কর মোকাম দিবস দুই তিন।
যে হয় সে হয় হবে কে কার অধীন। ২৪৬
শতেক যোজন সিন্ধু বাঁধা গেল কিসে।
দুর্জ্জয় রাবণ বধ সীতার উদ্দেশে। ২৪৭
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।
এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর। ২৪৮
ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁফালে হব পার।
শুনিয়া বিশ্রাম আজ্ঞা হইল রাজার। ২৪৯
হুকুমে কানাত তাম্বু তখনি তৈনাত।
মোকাম করিল তীরে ময়নার নাথ। ২৫০
ডোমগণ উত্তরিল যমের দোসর।
যতনে যোগাল' বাজী আতীর পাথর॥ ২৫১
ক্ষণে ক্ষণে ভূপতি নদীর পানে চান।
বীর কালু কন কিছু হয়ে নতমান॥ ২৫২
বার-মেসে কদলী কাঁঠাল আম্র ফল।
টাবা নেবু নারেঙ্গা গুবাক নারিকেল॥ ২৫৩
ইছার আরাম অই অজয়ের তটে।
আজ্ঞা দিলে দপটে দলুই সব লুটে॥ ২৫৪
অজয়ে মারিয়া মৎস্য গাছে বান্ধি ভেলা
দেখিনা এ সব করি, কি করে গোয়ালা॥ ২৫৫
হুকুম করিল রাজা পান দিয়া হাতে।
লুট শুনে সহজে চোয়াড় সব মাতে॥ ১৫৬
হাতাহাতি বাগান নিপাতে ডোমগণ।
কদলী কাঁটাল লোটে কাটে গুয়াবন॥ ২৫৭
অজয়ে ভাসায়ে গাছ লণ্ড ভণ্ড করি।
বীরদাপ করে শাখা সমর-কেশরী॥ ২৫৮
কাটিয়া সরল গাছ সাজাইয়া মঞ্চে।
তাহে বসে দলুই বড়সী বায় সঞ্চে। ২৫৯
শাখা সুখা শীকারে শূকর করে লোপ।
পোড়ায়ে বঁড়সী মুখে যোগাইল টোপ। ২৬০
মঞ্চে বসে মৎস্য মারে কালু মহাবল।
রোহিত মৃগাল বাটা ফলুই চিতল। ২৬১
অমঙ্গল অশেষ ঢেঁকুরে গিয়া ঘটে।
দিবসে দুঃস্বপ্ন দেখে ইছাই ঘোষ উঠে। ২৬২

স্বপনে আপন তনু দেখে অমঙ্গলে।
স্নান করে রুধিরে ওড়ের মালা গলে। ২৬৩
মৃগে আরোহণ করি, পরি রক্তবাস।
গড় ছেড়ে শ্যামরূপা গেছেন কৈলাস॥ ২৬৪
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে লোহাটা বজ্জরে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া মোর প্রাণ কেমন করে। ২৬৫
সাবধানে চৌদিকে চর্চ্চিয়া আইস ভাই।
শত্রু কে এসেছে গড়ে মনে সাক্ষী পাই। ২৬৬
শুনিয়া কোমর বান্ধে লোহাটার যূথ।
বিশাসয় সাক্ষাতে যেমন যমদূত। ২৬৭
লোহাটা বিদায় হইল যম অবতার।
পুরী গড় দেখি পাইল অজয়ের ধার। ২৬৮
একাকার বাণ দেখে না দেখে আরাম।
ওপারে দেখিতে পেলে সেনের মোকাম। ২৬৯
যমদূত দোসর দলুই মারে মাছ।
জলে ভাসে রামকলা কাটা গুয়া গাছ। ২৭০
তড়বড়ি কুপিয়া সাজিল পাঁচ ডিঙ্গা।
ঘন বাজে টমক টেমাই কাড়া সিঙ্গা। ২৭১
দর্প করে বলে ওরে মাছ মারে কে।
কালু বলে আগে এসে পরিচয় নে॥ ২৭২
পূর্ব্বাপর টেঁকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
নিপাত করিতে এলো গোয়ালার সৃষ্টি। ২৭৩
মহারাজা লাউসেন ময়নার ভূপ।
অই দেখ মোকামে সাক্ষাৎ রামরূপ। ২৭৪
ইছাই রাক্ষসরূপী তোরা যার চর।
বীরকালু নাম মোর সেনের চাকর। ২৭৫
ইছায়ে বুঝাগে তোরা থাকিবি কুশলে।
কেন্দে এসে কুঠারি বন্ধন করি গলে। ২৭৬
দোষ মেনে নিব আমি ভূপতির পায়।
লোহাটা কহিছে আর সহা নাহি যায়। ২৭৭
তায়ে জানি তোরে জানি অরে বেটা থাক্।
লাউসেনে লয়ে তুঁ পলায়ে প্রাণ রাখ্। ২৭৮
মহারাজা থা'ক্ মোর গোয়ালা ইছাই।
এই হাতে বধেছি রে সেনের ছ ভাই। ২৭৯
এবে হৈল লাউসেন বংশে দিতে বাতি।
কত বার হেরে গেছে গৌড়ের ভূপতি। ২৮০
সংসার-বিখ্যাত আমি লোহাটা বজ্জর।
যদি আইল লাউসেন যাবে যমঘর॥ ২৮১
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
কতো তেজ ওরে কালু তোর এত তোরা। ২৮২
যে না জানে বনেদ তোর তারে ক'স্ তুঁ।
কালু বলে চোরা ভেড়ে চেপে থাক মু। ২৮৩
আমারে সবাই জানে হেদেরে চণ্ডাল।
তোর পারা নহি চোর ডাকাত সিন্দাল। ২৮৪
কোপে কহে কোটাল বঁড়সী নে রে কেড়ে।
বীর বলে তো তোকে তালাক ভেড়ের ভেড়ে॥
পরাণ থাকিতে রণে ক্ষমা যদি দিস্।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস্। ২৮৬
দড় ডোম চণ্ডালে বাধিল গণ্ডগোল।
টমক টেমাই কাড়া বাজে জয় ঢোল॥ ২৮৭
মহারোল শুনে ধায় যত ডোমগণে।
কালু দিল কট্ দিবা যাস্ যদি রণে॥ ২৮৮
একা দেখ এখনি ইহার মাথা কাটি।
কবিরত্ন ভণে রণে হইল আঁটাআঁটি॥ ২৮৯
লোহাটা বজ্জর কোপে, ঘন তা দেয় গোঁফে,
লোফে বীর চাপে দিয়া গুণ।
বিপরীত বিসম্বাদ, কালু ছাড়ে সিংহনাদ,
পরমাদ ভাবিল বরুণ॥ ২৯০
আগে দেখি মারে তীর, সামালি সংগ্রামে শি[illegible]
স্থির হয়ে বলে বীরবর।
লোহাটা নিষ্ঠুর হাঁকে, শরগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
রাখে বীর কালুর উপর॥ ২৯১
সামালিয়া খায় তালি, কালুসিংহ মহা ঢালি,
সামলি চঞ্চল চালি ঢাল।
হাতে লয়ে গুলতাই, ডেকে বলে ভাই ভাই,
বুঝি বীর বারেক সামাল॥ ২৯২
মার্ মার্ বলে ঠেটে, বাঁটুল মারিল এঁটে,
ফেটে গেল কোটালের লা।
অপর ডিঙ্গায় চড়ে, লোহাটা বাজর লড়ে,
মঙ্কে কালু নাহি নাড়ে গা॥ ২৯৩
সকল কোটাল মেলি, দুড়ু দুড়ু শব্দে গুলি,
একচাপে রাখে শার্গীশূল।
দৈব বলে বজ্রকায়, না বাজে বীরের গায়,
কালু পুনঃ ধরিল বাঁটুল॥ ২৯৪
যুগল বাঁটুল ধরে, মার্ বলে ফার্ ফরে,
আর যত কোটালের ডিঙ্গা।

নবে কোটালিয়া পড়ে, হুতাসে পরাণ ছাড়ে,
কালুবীর ছাড়ে জোড়া সিঙ্গা ॥ ২৯৫
বিষম তরঙ্গ নদী, তরণী ডুবিল যদি,
মরিল যতেক অনুচর।
টুবু-ডুবু চুবু খেয়ে, পলায় পরাণ লয়ে।
পার হলো লোহাটা বজ্জর ॥ ২৯৬
প্রাণভয়ে ধায় তটে, ধেয়ে কালু ধরে জটে,
টাঙ্গি চোটে কাটে তার শির।
মাথা আনি শুভক্ষণে ভেট দিল লাউসেনে
পুরস্কার পাইল মহাবীর ॥ ২৯৭
সেন বলে কালু বীর, এই লোহাটার শির,
সতত শুনিতাম যার কথা।
এই সে ইছাই তল, যত কিছু বলাবল,
এ রাখিত ঢেঁকুরের ছাতা ॥ ২৯৮
তাহার বদনে ছাই, ক্ষণেক বিলম্ব নাই,
গৌড়কে পাঠায়ে দেও মুড়।
জয়পত্র কাটামাথা, আজ্ঞা পেয়ে কালচিতা,
বেগে ধায় সেবি শশিচূড় ॥ ২৯৯
একে একে রাখি পথ, গৌড়ে আসি উপনীত,
লয়ে কাটা কোটালের শির।
রাজস্থানে উপনীত, ঘনরাম বিরচিত,
নিজনাথ যার রঘুবীর ॥ ৩০০
আরভূমে বেড়ে বৈসে গৌড়ের ঠাকুর।
কৃষ্ণ কথা শুনে রাজা কলিদর্প-চূর ॥ ৩০১
কংসাসুর সংসারে হইল দুরাচার।
কৃষ্ণের প্রভাব হেতু টুটে অহঙ্কার ॥ ৩০২
ধেনুক অসুর তার অনুচরগণ।
কংসের আদেশে নিত্য রাখে তালবন ॥ ৩০৩
একদিন রামসঙ্গে মদনগোপাল।
শ্রীদাম সুদাম আদি যত ব্রজবাল ॥ ৩০৪
বসিয়া ভাণ্ডীর তলে করে নানা খেলা।
বালকে প্রকাশে নিত্য বলায়ের লীলা ॥ ৩০৫
দেখিয়া রসাল তাল ছাওয়াল সকল।
বলরামে নিবেদিল দেহ এই ফল ॥ ৩০৬
কিন্তু তায় দুরন্ত রাক্ষসগণ আছে।
তাল ফল আন যে সবার মন রুচে ॥ ৩০৭
রাখিতে সখার প্রীত শ্রীদাম আদি সঙ্গে।
তাল বন প্রবেশ করিল নানা রঙ্গে ॥ ৩০৮

এক গাছে নাড়া দিতে নড়ে সব বন।
তাল ফল হরিষে কুড়ায় শিশুগণ ॥ ৩০৯
পাড়িতে কুড়াতে কত বাড়িল কৌতুক।
কংস-অনুচর কোপে ধাইল ধেনুক ॥ ৩১০
সমূলে বধিল তারে দেব সঙ্কর্ষণ।
লণ্ড ভণ্ড করিয়া ভাঙ্গিল তালবন ॥ ৩১১
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেন কালে কালচিতা হৈল উপনীত ॥ ৩১২
জোহার করিয়া কহে করি যোড় কর।
পড়িল প্রথম রণে লোহাটা বজ্জর ॥ ৩১৩
পাগে ছিল জয়পত্র দিল কালচিতা।
হুজুর করিল কাটা কোটালের মাথা ॥ ৩১৪
জয়পত্র শুনিয়া ভূপতি সদানন্দ।
দূতেরে বকসীস দিল যোড়া শরবন্দ ॥ ৩১৫
দেখিয়া দুর্জ্জয় কাটা কোটালের শির।
সবে বলে ধন্য ধন্য লাউসেন বীর ॥ ৩১৬
কেহ বলে দেবরূপী দেখিয়া প্রতাপ।
কেবল মামুদা পাত্র পেলে মনস্তাপ ॥ ৩১৭
মাথা দিয়া কালচিতা গেল নিজ থানা।
সেনে পীড়া দিতে পাত্র ভাবয়ে মন্ত্রণা ॥ ৩১৮
সেনের আকার করি লোহাটার মুড়া।
ময়না পাঠাব যেন শোকে মরে বুড়া ॥ ৩১৯
শ্রীরামের শোকে যেন দশরথ মৈল।
এতদিনে কর্ণসেনে সেই দশা হৈল ॥ ৩২০
অগ্নি খেয়ে মরে যেন বৌ চারি যুবতী।
নাচে বাটে ঘাটে যেন কান্দে রঞ্জাবতী ॥ ৩২১
এত ভাবি ভূপতি চরণে কিছু কয়।
ঢেঁকুরে লোহাটা বীর বড়ই দুর্জ্জয় ॥ ৩২২
কর্ণসেনে ফকির করেছে এই বেটা।
ইহা হতে তোমার লস্কর গেছে কাটা ॥ ৩২৩
মাথাটা হুকুম কর হেন ঠাঁই স্থাপি।
যেখানে নীচের নিত্য লাথি খায় পাপী ॥ ৩২৪
না বুঝি হুকুম দিল রাজা গৌড়েশ্বর।
সঙ্গেতে লইয়া মাথা চলিল পাত্তর ॥ ৩২৫
রাজার প্রধান কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মা দাস।
আপনি কহিল তারে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৩২৬
আশ্বাস করিল খুব করিব নেহাল।
অগিলঙ্গে এখনি এইখানে পাত শাল ॥ ৩২৭

ভাগিনা সেনের মাথা এই শিরে রচ।
দোকান পাতিল কর্ম্মী কর্ম্মে বড় সচ ॥ ৩২৮
পাখালি মুছিয়া মাথা তাতা মোম ঢালে।
চিয়াড়ে চৌদিক মাঠে চৌরস কপালে ॥ ৩২৯
রাজদণ্ড রাখে পুনঃ প্রণামের চিহ্ন।
ভরিল বর্ণক ভেদ সেনের অভিন্ন ॥ ৩৩০
চাঁচর চিকুর চারু রচিল চামরে।
সাক্ষাৎ সেনের মাথা সঁপিল পাত্তরে ॥ ৩৩১
রচনা দেখিয়া মুণ্ড পরম আনন্দ।
কর্ম্মিবরে করিল বকৃসিস শরবন্দ ॥ ৩৩২
তবে পাত্র আপনি ডাকিল ইন্দ্রজালে।
মায়া-মুণ্ড সঁপি কিছু কন কুতুহলে ॥ ৩৩৩
ময়না নগরে তুমি চল হে ত্বরিত।
রঘুনাথে যেমন ভাণ্ডিল ইন্দ্রজিত ॥ ৩৩৪
মাথা দিয়া কর্ণসেনে সমাচার বলো।
শ্যামরূপা সমরে তোমার বেটা মলো ॥ ৩৩৫
গৌড়পতি আপনি পাঠালে এই মাথা।
কি জানি রাণীরা যদি হয় সহমৃতা ॥ ৩৩৬
অগ্নি খেয়ে মরে যদি সমাচার শুনি।
যে থাকে কপালে তার জানিব তখনি। ৩৩৭
এখনি সম্প্রতি নেবে পথে হয়ে খাড়া।
এত বলি খসায়ে গায়ের দিল যোড়া ॥ ৩৩৮
জোহার করিয়া ইন্দ্রা হাত দিয়া বুকে।
সত্বর বিদায় হলো পাত্রের সম্মুখে ॥ ৩৩৯
তরণি সরণি-মুখে সেবি শশিচূড়।
পার হলো পদ্মাবতী পশ্চাতে গৌড় ॥ ৩৪০
শীঘ্রগতি ধায় ইন্দ্রা দিবস রজনী।
শীতল পুরে সত্বরে পেরুল সুরধুনী ॥ ৩৪১
কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥ ৩৪২
এড়াল উড়ের গড় আমিলা উচালন।
মান্দারণ রেখে চলে ময়নার পথ ॥ ৩৪৩
কাশীযোড়া পার হইল পদ্মা পাছু রয়।
ময়না প্রবেশে আসি বেলা দণ্ড ছয় ॥ ৩৪৪
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৪৫
প্রজাবন্ধু বেড়ে বৈসে বৃদ্ধ নরপতি।
বধূগণে বেষ্টিত বিরলে রঞ্জাবতী ॥ ৩৪৬

বাল্মীকি গোঁসাই গ্রন্থ বেদ রামায়ণ।
সাদরে শুনেন সবে মজাইয়া মন ॥ ৩৪৭
পুঁথি হাতে পণ্ডিত প্রকাশে লঙ্কাকাণ্ড।
যবে রাজা রাবণ রচিল মায়ামুণ্ড ॥ ৩৪৮
সীতারে দেখালে রাম লক্ষ্মণের মাথা।
কান্দে শোকে ধূলায় লোটায় দেবী সীতা ॥ ৩৪৯
দারুণ বচন তায় বলিছে রাবণা।
কি কাজ জানকী আর রাখি সতীপণা ॥ ৩৫০
পুঁথি হাতে পণ্ডিত প্রসঙ্গ পড়ি কান্দে।
শুনিয়া সবাই শোকে বুক নাহি বান্ধে ॥ ৩৫১
তবে দেখি জানকী জানিলা পরিণাম।
ভাই সঙ্গে কুশলে আছেন প্রভু রাম ॥ ৩৫২
মিথ্যা মায়া-মুণ্ড এই রাক্ষসের রঙ্গ।
শুনি আনন্দিত সবে এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৩৫৩
সে দিন সেখানে পাঠ রাখিল পণ্ডিত।
হেনকালে ইন্দে মেটে হইল উপনীত ॥ ৩৫৪
সজল নয়ন ইন্দে নোয়াইল শির।
টেঁকুর মোকামে মৈল লাউসেন বীর ॥ ৩৫৫
মাথা রাখি বলিল বিষম সমাচার।
হারা হৈল মানিক উঠিল হাহাকার ॥ ৩৫৬
কান্দে রাজা কর্ণসেন উথলিয়া তাপ।
কোথারে আমার বাছা কি হলোরে বাপ ॥ ৩৫৭
বাছা বলে বার হৈল খোনা দাই মা।
মাথা দেখি অমনি আছাড়ে পড়ে গা ॥ ৩৫৮
বাছা কোথা আমার, আমার দুলালিয়া।
মরা মাথা লয়ে কান্দে মুখে চুম্ব দিয়া ॥ ৩৫৯
শুনিয়া চঞ্চল হৈল চারি রাজার ঝি।
কলিঙ্গা বলেন বুন বসে কর কি ॥ ৩৬০
অকালে দুরাল হাট কপাল ঘেরাও।
কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও ॥ ৩৬১
হীরা মণি মাণিক মুকুতা হেম যায়।
কে কোথা রহিল পড়ে ফিরে নাহি চায়। ৩৬২
রাম নারায়ণ হরি স্মরিয়ে গোপাল।
সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল ॥ ৩৬৩
বিশাল বাজনা বাজে রসাল মৃদঙ্গ।
কাংস্য করতাল বাঁশী শশিমুখী শঙ্খ ॥ ৩৬৪
তেজিল সংসার ভ্রম মাথার বসন।
আম্র শাখা আনন্দে ফিরায় ঘনেরন ॥ ৩৬৫

াদা হাস্য বদন-বচনে সুধাধার।
রিগুণে নাচে গায় জন্ম নাহি আর ॥ ৩৬৬
নিরবধি অন্তরে জাগিছে প্রাণনাথ।
াথা দেখি প্রণতি করিল বার সাত ॥ ৩৬৭
ণ্ড দেখি চৌদিকে রহিল সব সতী।
হা দেখি দ্বিগুণ ফুকরে রঞ্জাবতী ॥ ৩৬৮
াধের সাধনী সব কোথা যাও মা।
াছা কোথা গেল বলি আছাড়িছে গা ॥ ৩৬৯
ক পাপে পামর বিধি নিধি নিল হরে।
াছা মলো অভাগিনী আছি প্রাণ ধরে ॥ ৩৭০
াসাতে পাতিনু হাট কে হলোরে হাতা।
ও বাপ্‌ কর্পূর মোর লাউসেন কোথা ॥ ৩৭১
এক জন্ম ম'রে পেনু ভর দিয়া শালে।
হন বাপ্‌ কোথা গেলি কি হলো কপালে ৩৭২
র্পূর প্রবোধ করে ধরি দুটি পা।
ক বান্ধ পাষাণে কি কাজে কান্দ মা ॥ ৩৭৩
ষ্ণ যার মাতুল অর্জ্জুন যার পিতা।
হন মহারথী দেখ অভিমন্যু কোথা ॥ ৩৭৪
কমনে ধরিল প্রাণ সুভদ্রা জননী।
কমনে কর্ণের শোকে কুন্তী ঠাকুরাণী ॥ ৩৭৫
াণ্ডব সমান কে সংসারে মহাবলা।
সুশীলা জায়া যার আপনি পাঞ্চালী ॥ ৩৭৬
াখনে দ্রৌপদী ছিল কোলে পাঁচ পো।
গুরুর নন্দন হয়ে ত্যজে মায়া মো ॥ ৩৭৭
একালে পাঁচ পুত্র করিল নিপাত।
তেব ও সব কথা ঈশ্বরের হাত ॥ ৩৭৮
ধেন্বা পড়িল যবে অর্জ্জুনের রণে।
াহার জননী বুক বান্ধিল কেমনে ॥ ৩৭৯
ক করিল মন্দোদরী মৈলে ইন্দ্রজিত।
ভুপদ ধেয়াও প্রবোধ কর চিত ॥ ৩৮০
কন্দে যে বাঁচাতে পার তবে ভাব ব্যথা।
তিনি যে সমরে মৈল মোরা আছি কোথা ॥৩৮১
াবাকার সেই গতি তবে আগু পাছু।
তুমি বুঝ সকলি বুঝাতে নাই কিছু ॥ ৩৮২
াদার মরণ মনে স্বপ্ন হেন মানি।
খণ্ডা নাহি যায় কিছু বিধাতার বাণী ॥ ৩৮৩
কলিঙ্গা বলেন বৃথা কর মায়া যোগ।
খে দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব কর্ম্মভোগ ॥ ৩৮৪

সংসার অসার সব সার সেই পা।
গোবিন্দ-গরিমা-গুণ গাও গাও মা ॥ ৩৮৫
ত্যজিল বিষাদ রাণী স্মরিয়া শ্রীহরি।
শ্রীমধুসূদন রাম মুকুন্দ মুরারি ॥ ৩৮৬
গঙ্গা নারায়ণ হরি, স্মরয়ে মাধব।
মুণ্ড বেড়ি তাণ্ডব করেন সতী সব ॥ ৩৮৭
নগর-নিবাসী যত যুবা বাল্য জরা।
উভ মুখে ধায় সবে চক্ষে বহে ধারা ॥ ৩৮৮
শিরে ঘা হানিয়া কেহ বলে হায় হায়।
কেহ বলে কোথা গেল লাউসেন রায় ॥ ৩৮৯
সতী মুখ হেরি সবে সমাকুল শোকে।
মহারাণী আপনি প্রবোধে সব লোকে ॥ ৩৯০
বাণিজ্যে ভারত-ভূমে এসেছি সবাই।
ফুরাল বাজার হাট নিজ ঘরে যাই ॥ ৩৯১
সবাই সম্পদ সুখে করহ সংসার।
বৃদ্ধ রাজা রাণীর সবার লাগে ভার ॥ ৩৯২
কর্পূরে নাথের সম দেখিবে সবাই।
সবে কর আশীষ প্রভুরে যেন পাই ॥ ৩৯৩
কর্পূরে কহেন কিছু প্রসন্ন বদন।
পুরুষ পরেশ তুমি পাল প্রজাগণ ॥ ৩৯৪
করপুটে কর্পূর করিল অঙ্গীকার।
কলিঙ্গা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর ॥ ৩৯৫
দরিদ্র ব্রাহ্মণে কত বিলাইল ধন।
মুণ্ড কোলে চৌদোলে চলিল চারিজন ॥ ৩৯৬
বিপত্তি বিষম বিনা বিধাতার ছলা।
নানা রত্ন মিশাইয়া ছড়া'ল খই কলা ॥ ৩৯৭
গঙ্গা নারায়ণ গুরু গোবিন্দ গোপাল।
বিভোল সকল সতী ডাকিছে রসাল ॥ ৩৯৮
বেড়ে চলে প্রজাবন্ধু বান্ধব সকল।
কাছে যায় কর্পূর নয়নে বহে জল ॥ ৩৯৯
সঘনে বলিছে সবে হরি হরি বোল।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে রাখে চতুর্দ্দোল ॥ ৪০০
বৃদ্ধ রাজা রাণীরে রাখিল দাসীগণে।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৪০১
বিভোল হইয়া ভাবে সতী চারিজন ॥
গুণিগণ গান করে গোবিন্দ-কীর্ত্তন ॥ ৪০২
গোপীগণে কুঞ্জবনে কৃষ্ণহারা হয়ে।
কাননে কাননে ফিরে কানুর লাগিয়ে ॥ ৪০৩

না পেয়ে কান্দেন যত আহিরী অবলা।
কোথা গেল কি হৈল নীলমণি কালা ॥ ৪০৪
জগতে থাকিতে আর কার মুখ চাব।
হা নাথ! হা নাথ! নাথ! কোথা গেলে পাব ॥
গোপিকা-বিষাদ যত গায় গুণিজন।
শুনি প্রেমে গদগদ সতী চারিজন ॥ ৪০৬
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গেয়ে।
কন কিছু কলিঙ্গা কর্পূর পানে চেয়ে ॥ ৪০৭
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি প্রভুর অনুজ।
দ্রৌপদী দেবীর যেন দেব চতুর্ভুজ ॥ ৪০৮
অভাগী উদ্ধার হেতু আপনি তৎকাল।
চিতা কর নির্ম্মাণ বুচুক মায়াজাল ॥ ৪০৯
অ-সকাল হয় পাছে পেতে চাই নাথ।
কর্পূর বলেন আজ্ঞা করি যোড় হাত ॥ ৪১০
বেদের বিধান কুণ্ড করিল রচনা।
পাতিল চন্দন কাষ্ঠ পরিপাটী ধূনা ॥ ৪১১
কলসে কলসে তায় ঢেলে দিল ঘি।
কর-শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি ॥ ৪১২
স্নান পূজা করি দিল সূর্য্য-অর্ঘ্য দান।
ধরণী-মণ্ডলে ধনী সূর্য্যকে ধেয়ান ॥ ৪১৩
ওহে প্রভু পতিত-পাবন পরাৎপর।
পাপ পুণ্য নহে কিছু তোমা অগোচর ॥ ৪১৪
মহিমেতে নাথ যদি মরেছে সর্ব্বথা।
অভাগী উদ্ধার কর, হব সহমৃতা ॥ ৪১৫
এত বলি করিলা প্রণতি প্রদক্ষিণ।
অন্তরে জানিলা ধর্ম্ম ভক্ত পরাধীন ॥ ৪১৬
গোলোক ছাড়িয়া প্রভু ভক্তের কারণ।
ব্রহ্মচারী হন হরি ব্রহ্মসনাতন ॥ ৪১৭
অনল ভেজায়ে কুণ্ডে বেড়ে চারি সতী।
হেন কালে উপনীত অখিলের পতি ॥ ৪১৮
প্রণত হইল সবে দেখি ব্রহ্মচারী।
আশীর্ব্বাদ করিল ঠাকুর মায়াধারী ॥ ৪১৯
পুত্রবতী হও সতী সাবিত্রী সমান।
জন্ম যাক আয়তে স্বামীর বাড়ুক মান ॥ ৪২০
শুনিয়া বিনয় বোলে বলে পাটরাণী।
গোঁসাই হইয়া কেন অসম্ভব বাণী ॥ ৪২১
রণে মৈল প্রাণনাথ কোলে সেই মাথা।
জঞ্জাল সংসার সুখ, হব সহমৃতা ॥ ৪২২

একালে বেটার বর কেমনে বাচাও।
গোঁসাই যেমন জাতি জানা গেল যাও ॥ ৪২
হাসিয়া কহেন প্রভু দিয়া হাত নাড়া।
স্বামী সঙ্গে তোমার, আমার ভাব বাড়া ॥ ৪
অতেব আসিয়া বলি ফিরা যাও ঘরে।
কদাচ সুন্দরী তোর স্বামী নাহি মরে ॥ ৪২৫
কার বোলে ঘুচাইলি হাতের আয়ত।
কুশলে আছেন বসে তোর প্রাণনাথ ॥ ৪২৬
প্রবোধ না যায় কেহ, কেহ উপহাসে।
সাক্ষাতে স্বামীর শির তিমির বিনাশে ॥ ৪২৭
তুমি বল প্রাণনাথ আছেন কুশলে।
পাছে ভণ্ড তপস্বী তোমায় লোকে বলে ॥ ৪২
কানড়া বলেন দিদি জানিগো সর্ব্বথা।
কোন কালে সত্য নহে ভিখারীর কথা ॥ ৪২৯
অধিক ইন্ধন অগ্নি উথলিছে কুণ্ড।
চল দিদি ঝাঁপ দিব গলে বেন্ধে মুণ্ড ॥ ৪৩০
হরি হরি স্মরি পুনঃ করেন তাণ্ডব।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উঠে কলরব ॥ ৪৩১
প্রণতি করেন সবে সতীর চরণে।
আম্রডাল বুলায়ে আশীষে জনে জনে ॥ ৪৩২
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে মুণ্ড লয়ে সতা।
সুমুখে প্রবোধে পুনঃ পাণ্ডবসারথি ॥ ৪৩৩
শুন গো অবোধ সতী পতি তোর আছে।
তিন দিন আপনি আছিনু তার কাছে ॥ ৪৩৪
কলিঙ্গা কহেন তবে করি যোড় হাত।
তোমার নিবাস কোথা, কোথা প্রাণনাথ ॥ ৪৩৫
নিবাস নিয়ম নাই বলেন ঠাকুর।
কত দিন আশ্রয় করেছি যাজপুর ॥ ৪৩৬
গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকী গিরি কাশী।
সম্প্রতি সেনের সাক্ষাৎ হইতে আসি ॥ ৪৩৭
মোকাম অজয় তীরে আছে মহাবীর।
প্রথমে কাটিল কালু লোহাটার শির ॥ ৪৩৮
গৌড়েতে পাঠাল মুণ্ড সমর সংবাদ।
সেই মুণ্ড লয়ে পাত্র পেড়েছে প্রমাদ ॥ ৪৩৯
মায়ামুণ্ড পাঠাইল করিয়া রচনা।
কাননে সীতারে যেন কান্দালে রাবণা ॥ ৪৪০
হরিগুরু চরণ শরণ ভাব্য চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর সঙ্গীত ॥ ৪৪১

শুনিয়া চঞ্চলচিত্ত চান চারি নারী।
কেহ বলে কেমন কি কন ব্রহ্মচারী॥ ৪৪২
কেহ বলে ও কথা বালির যেন বাঁধ।
তারা মাঝে আর কি উদয় হবে চাঁদ॥ ৪৪৩
মায়া ফাঁদ ত্যজি সবে মজ সত্ত্বগুণে।
চল দিদি ঝাঁপ দিয়া পড়িগে আগুনে॥ ৪৪৪
এত যদি বলিল কলিঙ্গা পাটরাণী।
কানাড়া বলেন দিদি ঐ সত্য বাণী॥ ৪৪৫
হরি হরি স্মরি পুন করেন তাণ্ডব।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উঠে কলরব॥ ৪৪৬
ঠাকুরে বিদায় কিছু কাঞ্চন প্রচুর।
ভিক্ষা লয়ে যাও ভণ্ড তপস্বী ঠাকুর॥ ৪৪৭
যতি বলে শুনগো অবোধ সব সতি।
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বিশেষ আমি যতি॥ ৪৪৮
আমার বচনে যদি না হলো প্রত্যয়।
কোথায় রহিল তোর সত্ত্বের উদয়॥ ৪৪৯
নিদয় বচন বলি ঘরে যা সুন্দরী।
হাত পাতি লহ আসি স্বামীর অঙ্গুরী॥ ৪৫০
লাহাটা মারিতে রাজা বিলাইল ধন।
মাণিক অঙ্গুরী দিয়া পূজিল চরণ॥ ৪৫১
কুশলে আছয়ে রাজা অজয়ের কূলে।
তার বোলে কাঞ্চন চিরুণী দিলি চুলে॥ ৪৫২
অঙ্গুরি বান্ধিল রাণী হয়ে আনন্দিতা।
রামের অঙ্গুরী যেন পাইল দেবী সীতা॥ ৪৫৩
পুনশ্চ প্রবোধ বাক্য বলেন ঠাকুর।
অনলে তাতাও মুণ্ড মায়া যাক্ দূর॥ ৪৫৪
লোহাটার মাথা হবে আপনি প্রকাশ।
কর্পূর শুনিয়া কথা করিল বিশ্বাস॥ ৪৫৫
প্রবোধ পাইয়া মাথা তাতায় অনলে।
অগ্নিকুণ্ড নিবাইল কালিন্দীর জলে॥ ৪৫৬
পদতলে তখন লোটায় সব সতী।
পরিচয় দেহ প্রভু কেবা তুমি যতি॥ ৪৫৭
আমার পরিচয়ে গো তোমার কাজ কি।
সতী লয়ে ঘরে যা গো ধল রাজার ঝি॥ ৪৫৮
কলিঙ্গা বলেন তবে ত্যজিব জীবন।
এত শুনি সদয় হইল নিরঞ্জন॥ ৪৫৯
আমারে অখিল-বন্ধু বলে দেবগণ।
সৃজন পালন আমি প্রলয় কারণ॥ ৪৬০
সংক্ষেপে কহিনু সার ঘরে যাগো রাণী।
কলিঙ্গা কহেন পুন যোড় করি পাণি॥ ৪৬১
অবোধ অবলা জাতি বোল নাহি বুঝে।
জগন্নায় জানি যদি দেখি চতুর্ভুজে॥ ৪৬২
তবে সে জানিব তুমি ত্রিলোকের গুরু।
এড়াতে নারিল দায় বাঞ্ছাকল্পতরু॥ ৪৬৩
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী। ৪৬৪
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ শ্রবণে কুণ্ডল।
গলায় কৌস্তুভ মণি ভকতবৎসল॥ ৪৬৫
নবঘন শ্যাম অঙ্গ গরুড় বাহনে।
কর্পূর দেখিল আর সতী চারি জনে॥ ৪৬৬
ধরণী লোটায়ে সবে প্রেমে গদগদ।
অসার সংসার দেখে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥ ৪৬৭
চরণ কমলে করে মনোহর স্তব।
অনাদি অনন্ত ওহে অনাথ বান্ধব॥ ৪৬৮
যোগী তোমা যোগবলে জপে নিরবধি।
পঞ্চমুখে পশুপতি বেদ মুখে বিধি॥ ৪৬৯
অনন্ত সহস্র মুখে না পাইল সীমা।
মানবী মানব মুখে কি জানি মহিমা॥ ৪৭০
এত যদি কর্পূর সহিত কৈল স্তুতি।
পরিতুষ্ট আপনি বলেন বিশ্বপতি॥ ৪৭১
ঘর যাও কর্পূর লইয়া রামাগণে।
জননী জনক শোকে আছে অচেতনে॥ ৪৭২
এত বলি ঠাকুর হইল অন্তর্দ্ধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৪৭৩
উথলে আনন্দ অতি, কুশলে আছেন পতি,
সতী সব গেল নিকেতনে।
বৃদ্ধ রাজা রঞ্জারাণী, আনন্দ বাধাই বাণী
শুনি উঠে ছিল অচেতনে॥ ৪৭৪
বধূর বদন-ইন্দু, নিরখি আনন্দসিন্ধু,
দীনবন্ধু দয়ায় উথলে।
কর্পূর অপর কত, নগর নিবাসী যত,
সমাগত ভাসে প্রেম জলে॥ ৪৭৫
মৃদঙ্গ মুরজ আদ্য, বাজিছে সুপদ্য বাদ্য,
স্বর্ণদানে পূজে দ্বিজগণে।
হায়রে হিরণ্য হীরা, কৃপণ পাইল ফিরা,
হেন রূপ হরষিত মনে॥ ৪৭৬

ঘুচিল বিপত্তি মোর, সুখের নাহিক ওর,
সবার হইল শান্তমতি।
পুত্রের কল্যাণ মানি, দিবানিশি রঞ্জারাণী,
ধর্ম্ম পুজে হয়ে শুদ্ধমতি॥ ৪৭৭
সেনের যাত্রার পূর্ব্বে, কলিঙ্গা রাণীর গর্ভে,
শুভ জন্ম লয়েছে কুমার।
রাণীগণে কাণাকাণি, হতে হতে জানা জানি,
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভভার॥ ৪৭৮
কুলাচার যথারীত, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত,
রঞ্জাবতী দিল কুতূহলে।
এখানে অজয় তটে, বীর কালু করপুটে,
সেনে কিছু নিবেদন বলে॥ ৪৭৯
চিরদিন বাড়ে নদী, তড় না পাইল যদি,
অবধি রহিবে কতকাল।
ঘোঁড়া যায় তোমা লয়ে, যেতে পার পার হয়ে,
মোরা তরি মারিয়া হাঁফাল॥ ৪৮০
শুনিয়া কালুর উক্তি, মনেতে ভাবিয়া যুক্তি,
ঘোঁড়ারে সুধান নৃপবর।
গম্ভীর তরঙ্গ নদী, পার হৈতে পার যদি,
বল বাজী আণ্ডীর পাখর॥ ৪৮১
এবা নদী কোন্ তুচ্ছ, লক্ষেক যোজন উচ্চ,
সূর্য্যের রহিত রথ যায়।
অভিমানে বলে বাজী, অবনী আসিয়া আজি,
এত অভাজন হনু রায়॥ ৪৮২
মথুরা প্রয়াগ কাশী, যামেকে ভ্রমিয়া আসি,
তুমি মাত্র পিঠে হয়ো স্থির।
জীয় জীয় বলে রায়, কবিরত্ন রস গায়,
যাহার জীবন রঘুবীর॥ ৪৮৩
বাজী যত বচন বলিল তমোগুণে।
আবেশে অজয় নদী কাণ পেতে শুনে॥ ৪৮৪
অহঙ্কার শুনি কোপে করিছে গর্গর্।
মনে করি থাক ভাল আণ্ডীর পাখর॥ ৪৮৫
এখনি ইঙ্গিতে তোরে ওপারে যাওয়াব।
কুম্ভীর-মকরে তোর শরীর খাওয়াব। ৪৮৬
তবে নাম সার্থক অজয় আমি ধরি।
কুম্ভীর মকর আদি আনিল হাঁকারি॥ ৪৮৭
নদী বলে যদি বট কদমী আমার।
ওপার প্রবাহ অতি পরিসর ধার॥ ৪৮৮
খনন কারণ শীঘ্র স্মরণ সবায়।
অহঙ্কারে অশ্বটা লঙ্ঘিতে মোরে চায়॥ ৪৮৯
পেরুতে আড়ুলি ভাঙ্গি পড়ে যেন জলে।
তবে তার রাহুতে বান্ধিব বলে ছলে॥ ৪৯০
ডোমগণ পেরিয়া উঠুক আগে তটে।
দপটে উঠিতে ঘোঁড়া ঠেকিবে শঙ্কটে॥ ৪৯১
আজ্ঞা বন্দি আড়ুলি খুলিতে সবে যায়।
কালুকে পেরুতে হেতা আদেশিল রায়॥ ৪৯২
গুবাক সরল গাছ নারিকেল কলা।
ডোমগণ চড়িল সাজায়ে তাহে ভেলা॥ ৪৯৩
তুলিল কানাত তাম্বু হেতের অম্বর।
কালু বলে মহারাজা তুমি কর ভর॥ ৪৯৪
হাতাহাতি ঘোঁড়ারে করিব সবে পার।
বাজী বলে বয়ে যাবে আপনার ভার॥ ৪৯৫
কোন ছার অজয় পেরুব এক লাফে।
জলচর শুনিয়া অধিক কোপে কাঁপে॥ ৪৯৬
সেন বলে বীর কালু ছেড়ে দেও ভেলা।
পেরুল সকল ডোম করে অবহেলা॥ ৪৯৭
তীরে তাম্বু কানাত তৈনাত করে বীর।
ভূপতি না হলে পার মন নহে স্থির॥ ৪৯৮
বাচায়ে ভূপতি হেথা আরোহিল হয়।
আণ্ডীর পাখর বাজী অভিমানে কয়॥ ৪৯৯
পুনঃ পুনঃ এত কেন আমারে ইঙ্গিত।
পার হতে নারি যদি অজয় সরিৎ॥ ৫০০
সহস্র জনম তোমার ঘোঁড়া হয়ে রই।
শুন রায় অপর প্রতিজ্ঞা কিছু কই॥ ৫০১
তবে আজি অজয়ে করিব তনুত্যাগ।
রাজা বলে দূর কর এত অনুরাগ॥ ৫০২
মহাভাগ্যবান্ তুমি বুঝেছি বিশেষ।
পবন নন্দন যায় দিল উপদেশ॥ ৫০৩
পার কর অজয় ওপারে এই থানা।
অরি হলে দলন দ্বিগুণ দিব দানা॥ ৫০৪
এত শুনি হেষণি ফান্দনি ফিরি ফিরি।
উড়িল গরুড় যেন পিঠে লয়ে হরি॥ ৫০৫
এক লাফে অবনী উড়িয়া উঠে রায়।
রাজা বলে বাজী বা বিরাগে স্বর্গে যায়॥ ৫০৬
পার হয়ে অজয়, অমনি খেঁচে ডোর।
দপটে ওতটে উঠে পায়ে বড় জোর॥ ৫০৭

ধার বিপ্র দরায় আড়ুলি পড়ে ভাঙ্গি।
লেজ সাটে মকর ঘোড়ার হানে জাঙ্গি ॥ ৫০৮
উথলে জীবন যেয়ে রাজার জোড়ায়।
চমকিত হয়ে রাজা চারি পানে চায় ॥ ৫০৯
ঘোড়া বলে অজয়ে আমার মৃত্যু ঘটে।
চিন্তা নহে তবু তোমা তুলি দিব তটে ॥ ৫১০
এত বলি লেজ সাটে কেটে যায় জল।
দারুণ কুম্ভীর আসি করে বড় বল ॥ ৫১১
লেজ কাটে কুম্ভীর কচ্ছপে কাটে কাণ।
রাজা বলে অকালে অজয়ে ত্যজি প্রাণ ॥ ৫১২
কি কব পণ্ডিত ঘোঁড়া মোর দশাকাল।
অহঙ্কার অরাতি কখন নহে ভাল ॥ ৫১৩
তথাপি বলিছে ঘোঁড়া হাঁফালে ত্বরিব।
তোমারে অজয় আজি পার করে দিব ॥ ৫১৪
কুপিয়া অজয় বেগে ভাসাইল সোঁতে।
সেনে দেয় ভরসা আপনি ঘোঁড়া হোঁতে ॥ ৫১৫
রাজা বলে বাজী তুমি চিন্ত পরকাল।
মুখ ভরি গাও গঙ্গা গোবিন্দ গোপাল ॥ ৫১৬
অকাল মরণ মোর কপালে লিখন।
বাজী বলে মহারাজ মোর নিবেদন ॥ ৫১৭
মরণ সন্ধান মোর কেহ নাহি জানে।
মন-কথা নাই শুন কই কাণে কাণে ॥ ৫১৮
আট তোলা বিষে যে বাসুকী বলধর।
দংশিলে অবশ্য মৃত্যু নতুবা অমর ॥ ৫১৯
শুনিল অজয় তত্ত্ব সেনেরে কহিতে।
পাতালে বাসুকী নাগে আনিল ত্বরিতে ॥ ৫২০
বিষপুঞ্জ সর্পরাজ দংশিল ঘোঁড়ায়।
পরাণ তেজিয়া বাজী সোঁতে ভেসে যায় ॥ ৫২১
কনক কমল যেন কমলে উদয়।
পাতাল লইয়া সেনে বান্ধিল অজয় ॥ ৫২২
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥ ৫২৩
প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান ॥ ৫২৪
পাতালে বান্ধিল যদি ময়নার চাঁদে।
একুলে আকুল হয়ে ডোমগণ কাঁদে ॥ ৫২৫
কালীদহে কৃষ্ণ যেন ডুবিল মায়ায়।
আভীর বালক যত কান্দে উভরায় ॥ ৫২৬

কেহ বলে হায় হায় কি হলো কি হলো।
রাখালের সখা কৃষ্ণ কোথা ছেড়ে গেল ॥ ৫২৭
কাঁদিয়া কাতর শিশু মুখে বাক্য নাই।
হাম্বারবে গাভীগণ কাঁদে ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৫২৮
হাহারব শুনিয়া যশোদা এলো ধেয়ে।
না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে ॥ ৫২৯
কোথারে পরান ধন ডাকে খোনা দাই।
শ্রীদাম সুদাম আদি ডাকেরে বলাই ॥ ৫৩০
সেইরূপী কূলে সবে করে হাহাকার।
সেন হেথা কান্দেন ভাবিয়া করতার ॥ ৫৩১
কি হলো কি হলো হায় কি করিলে হরি।
বিষম বন্ধনে প্রভু বুক ফেটে মরি ॥ ৫৩২
কোথা হে অনন্ত বন্ধু ডাকে অকিঞ্চন।
অজয়ে অভাগা বন্দী অকাল-মরণ ॥ ৫৩৩
তোমারে ভজিলে হে অকাল মৃত্যু নাই।
পুরাণে পণ্ডিত মুখে শুনি সব ঠাঁই ॥ ৫৩৪
তার সাক্ষী সুধন্বা রাখিলে তপ্ত তৈলে।
প্রাণ দিলে প্রহ্লাদে অনলে জলে শৈলে ॥৫৩৫
যবে অগ্নি জৌঘরে ঘরে ভেজাল দুর্য্যোধন।
কুন্তী সঙ্গে রেখেছ পাণ্ডব পঞ্চজন ॥ ৫৩৬
গজেন্দ্র-মোক্ষণ শুনি মহা মহোৎসব।
দুষ্টের অন্তক তুমি ভকত বান্ধব ॥ ৫৩৭
তার সাক্ষী বিভীষণ ধরে দণ্ড ছাতা।
লঙ্কাপতি রাবণ দুর্জ্জয় গেল কোথা ॥ ৫৩৮
কি গতি না পেলে প্রভু ধ্রুব মহাশয়।
তোমারে যে সেবে তার তিন লোকে জয় ॥ ৫৩৯
না ভজিয়া অভাগা মজেছে মায়া-কূপে।
মিছা জন্ম গোঁসাই গোঁয়ানু এইরূপে ॥ ৫৪০
কি গুণে কহিব প্রভু কর হে উদ্ধার।
সবে এক ভরসা ভেবেছি সারোদ্ধার ॥ ৫৪১
দীননাথ পতিতপাবন নাম ধর।
নিজ নামে আদরে অধমে পার কর ॥ ৫৪২
কোথা রৈল জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম জায় জগতে যমের ঘর যাই ॥ ৫৪৩
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে বহে জল।
অন্তরে জানিলা প্রভু ভকতবৎসল ॥ ৫৪৪
ঠাকুর বলেন শুন মহাবীর হনূ।
সেবক সঙ্কটে মোর স্থির নহে তনু ॥ ৫৪৫

পাতালে হয়েছে বন্দী লাউসেন রায়।
তুমি যেয়ে কর মুক্ত ভক্ত রক্ষা পায়॥ ৫৪৬
পার হতে বলে ছলে বেন্ধেছে অজয়।
যাও শীঘ্র বিফল বিলম্ব নাহি সয়॥ ৫৪৭
এত শুনি প্রভুপদে হয়ে নতমান।
প্রবেশে অজয়তটে বীর হনুমান॥ ৫৪৮
আগে আসি অজয়ে অনেক কন ডেকে।
কোন্ সাধ সেধেছ সাধুরে বন্দি রেখে॥ ৫৪৯
যার লাগি ঠাকুর আপনি ব্যস্ত চিত।
অতেব এখানে এসে আমি উপনীত॥ ৫৫০
ত্বরিতে আনিয়া দেও রাজা লাউসেনে।
অহঙ্কারে আছে নদী শুনিয়া না শুনে॥ ৫৫১
তবে বীর বচন বলিছে নিদারুণ।
বড় না অজয় আজি দেখি তমোগুণ॥ ৫৫২
পবননন্দন ডাকে শুনে নাহি শুন।
তবে বলে অজয় কি কও পুনঃপুনঃ॥ ৫৫৩
শুন বলি সঙ্কটে সেনের নাহি ত্রাণ।
অহঙ্কারে অশ্বটা হয়েছে খানখান॥ ৫৫৪
অপমান করে মোর লঙ্ঘে যায় জল।
বীর বলে তুমি ত দিয়াছ প্রতিফল॥ ৫৫৫
অহঙ্কার করিলে অবশ্য বটে ফলে।
তবে আমি দুই দণ্ড দাঁড়ায়ে ডাকি কূলে॥ ৫৫৬
ভক্তের কারণে আর ধর্ম্মের আরতি।
শুনিয়া না শুন কাণে এ সব ভারতী॥ ৫৫৭
সেবকে সদয় থাকুক ডেকে কও তাতে।
এই অহঙ্কারে রে ফলাব হাতে হাতে॥ ৫৫৮
কোন্ মুখে বলিলি সেনের নাই ত্রাণ।
তবে মিছা নাম ধরি বীর হনুমান্॥ ৫৫৯
যাও যাও জানিনু জঞ্জালে নাই কাজ।
আন্ যেয়ে আদরে ময়নার যুবরাজ॥ ৫৬০
অজয় বলেন, বীর সে হবার নয়।
তবে পুনঃ প্রতাপে পবনপুত্র কয়॥ ৫৬১
তুমি কি জানিবে মোরে জেনেছে সমুদ্র।
যার কাছে তোমার গণনা অতি ক্ষুদ্র॥ ৫৬২
মোরে দেখ মুণ্ডে মণ্ডা মুরতি মর্কট।
কে রাখে আমার হাতে তোমার সঙ্কট॥ ৫৬৩
এখন বাঁচায়ে বলি ছেড়ে দে রে রায়।
বলিতে বলিতে বীর হলো মহাকায়॥ ৫৬৪

অজয় অধিক হয়ে বাড়ালে তরঙ্গ।
বীর বলে দেবতা সকলে দেখ রঙ্গ॥ ৫৬৫
লাফ দিয়া গগন মণ্ডলে উঠে বীর।
দেখিতে দেখিতে হলো প্রলয় শরীর॥ ৫৬৬
কোপে রক্ত লোচন দশন কড়মড়।
ঝপ করি ঝাঁপ দিয়া অজয়ে পাতে কড়॥ ৫
অঙ্গ হেলাইয়া বীর পাতে কর্ণ-বিল।
তরঙ্গ সহিত কর্ণে ভরিল সলিল॥ ৫৬৮
এঁটেল মৃত্তিকা তায় তুলে দিল তালি।
নদী লঙ্ঘি যায় শ্বন্ শশক শৃগালি॥ ৫৬৯
জলজন্তু সকল করিছে ছট্‌ফট্।
অর্দ্ধদণ্ডে অলঙ্ঘ্য অজয় হৈল তট॥ ৫৭০
সঙ্কটে ঠেকিয়া তবে অজয় সরিৎ।
হটিল হনর হাতে হৈল বিপরীত॥ ৫৭১
আদরে আনিয়া তবে ময়নার নাথে।
বীরে দিয়া বিনয় বলিছে যোড় হাতে॥ ৫৭২
অতুল বিক্রম তব, ধর মহাবল।
কোন্ কর্ম্ম কাণে ভরা অজয়ের জল॥ ৫৭৩
হেলায় লঙ্ঘেছ শতযোজন সাগর।
তোমা হইতে সবংশে মজিল লঙ্কেশ্বর॥ ৫৭৪
আপনি মহিমা গান অখিলের পিতা।
লক্ষ্মণে জীবন দিলে উদ্ধারিয়া সীতা॥ ৫৭৫
না জানি করেছি দোষ দিলা প্রতিফল।
উলঙ্গ হয়েছি বীর, ছাড়ি দেহ জল॥ ৫৭৬
এত শুনি বচন বলেন বীর হনু।
আগুীর পাথর বাজী আগে পা'ক তনু॥ ৫৭৭
সিন্ধুজ সহিত সেনে পার করে দাও।
সেন হলো সওয়ারি সলিল তুমি লও॥ ৫৭৮
এত শুনি অজয় আনিল নিজগণে।
আনাল ঘোড়ার অঙ্গ যে ছিল যেখানে॥ ৫৭৯
লেজ কাণ চরণ জঘন আদি যোড়ে।
সম্মুখে বাসুকী বিষ তুলিল কামড়ে॥ ৫৮০
ঘোড়া পেলে পরাণ সাজিয়া দিল সেনে।
কহিল দৈবাৎ দুঃখ ক্ষমা দিবে মনে॥ ৫৮১
হনরে বলিল শুন, শুন রামসখা।
লাউসেন কারণে তোমার পেনু দেখা॥ ৫৮২
ঘুচিল হনর হঠ হলো হালাহোল।
প্রণতি করিল রাজা, বীর দিলা কোল॥ ৫৮৩

সওয়ারি হইয়া রাজা পেরুল অজয়।
জল ছেড়ে দিল বীর পবন তনয়॥ ৫৮৪
নিজ স্থানে যেয়ে হনু কহিল ঠাকুরে।
প্রতাপে মোকাম রাজা করিল ঢেঁকুরে॥ ৫৮৫
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায়॥ ৫৮৬
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজ্যোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রসগান॥ ৫৮৭

মায়ামুণ্ড পালা সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

ইছাই-বধ পালা।

পার হইল অজয়, ঢেঁকুরে দিলা থানা।
অরিরূপে ইছাই উপরে দিলা হানা॥ ১
বীরবালা বান্ধে যত দলুই প্রতাপে।
ঘন ছাড়ে হুঙ্কার টঙ্কার দিয়া চাপে॥ ২
ঘোড়া শিঙ্গা ফোঁকে কালু বলে মার্ মার্।
শুনিযা ইছাই ঘোষে লাগে চমৎকার॥ ৩
শ্রীরামের শঙ্কায় শঙ্কিত লঙ্কাপতি।
তেমতি ইছাই ঘোষে ঘটিল দুর্গতি॥ ৪
হুতাশে সকল লোক হৈল হুলস্থুল্।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল॥ ৫
সবারে প্রবোধ করে গোয়ালা-নন্দন।
পার্ব্বতী পদারবিন্দে পুজে প্রাণপণ॥ ৬
কনক-কমল-কলি কুমকুম কস্তুরী।
অগুরু চন্দন গন্ধে আচ্ছলা ঈশ্বরী॥ ৭
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা॥ ৮
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত রক্তজবা-বৃত।
পার্ব্বতী-পদারবিন্দে পুজে গোপসুত॥ ৯
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাসয়।
বলি দিয়া বলিছে ভবানী জয় জয়॥ ১০
বাজিছে বিজয়-বাদ্য জয় জয় রোল।
শিঙ্গা কাঁড়া কাঁসর দগড় ঢাক ঢোল॥ ১১
কাঁসি করতাল বাঁশী মৃদঙ্গ-মাধুরী।
মুরজ মাদল দম্ফ জগঝম্প ভেরী॥ ১২
গমক খমক ডম্ফ শঙ্খ সপ্তসুরা।
মোহন মন্দিরা বাজে ডিম্ ডিম্ ঝাঝরা॥ ১৩
সুপদ্য দুন্দুভি বাদ্য দেব-বাদ্য যত।
বেণু বীণা বিশাল বিবিধ বাদ্য কত॥ ১৪
ঘোর ঘণ্টা করতাল সু-রসাল সানি।
ডম্বুরের শব্দ শুনি শঙ্কর ভবানী॥ ১৫
আঁখি মুদি মহামন্ত্র জপিছে গোয়ালা।
কৈলাসে জানিলা মাতা ভকতবৎসলা॥ ১৬
বাছুর হারাইয়া যেন বনে ফেরে গাই।
দয়ায় দেউলে দেবী এলো ধাওয়াধাই॥ ১৭
অবনী লোটায়ে অঙ্গ আনন্দে বিভোর।
স্তব করে গোয়ালা ভাগ্যের নাহি ওর॥ ১৮
নিশুম্ভ-নাশিনী নমো নগেন্দ্র-নন্দিনী।
নরসিংহ নিস্তাবকারিণী নারায়ণী॥ ১৯
শিবানী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বরূপা ভূতে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী নমোস্তুতে॥ ২০
কাতরে কিঙ্কর ডাকে কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার হলো পুজি তুয়া পা॥ ২১
অকালে আপনি বিধি করিল বোধন।
তোমা পুজে রাম রণে বধিল রাবণ॥ ২২
আগম পুরাণ বেদে শুনি সব ঠাঁই।
তোমা বিনে তাপিত তরাতে কেহ নাই॥ ২৩
ভক্তিযুক্ত কহে অঙ্গ লোটায়ে অবনী।
বিপক্ষ-বিবাদে পক্ষ রক্ষ দাক্ষায়ণী॥ ২৪
স্তুতি শুনি কন কিছু হেমন্তের ঝি।
এত পরিপাটী পুজা প্রয়োজন কি॥ ২৫
মুখানি মলিন দেখি মনে মগ্ন পাই।
শুনি দেবী পদতলে বলিছে ইছাই॥ ২৬
তুয়া পদ-পঙ্কজ প্রতাপে পূর্ব্বাপর।
দেবতা দানবে কভু নাহি করি ডর॥ ২৭
কাতর হয়েছি এবে মানুষের হটে।
কর্ণসেনের বেটা এসে ঠেকাল সঙ্কটে॥ ২৮
প্রথমে লোহাটা বীরে মেলে কালু ডোম।
সেই হৈতে সেনেরে সাক্ষাৎ দেখি যম॥ ২৯
বিষমে পড়িনু বড় কি করিব মা।
সেই হেতু স্মরণ তোমার রাঙ্গা পা॥ ৩০

সেনের ভারতী শুনি ভকতবৎসল।
টেঁকুর হয়েছে যেন পদ্মপাতে জল॥ ৩১
ভবানী ভরসা দিল ভয় নাই বাপ্।
মোর আগে কত বড় লাউসেন রিপু॥ ৩২
যার দম্ভে কম্পবান্ যতেক দেবতা।
হেন শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য গেল কোথা॥ ৩৩
সাজ শীঘ্র সাহসে সমরে দেও দেখা।
চিন্তা নাই ইছাই আপনি হব সখা॥ ৩৪
দৈব-বলে রণে যদি রাজা হয় দক্ষ।
আপনি যুঝিব রণে তুমি উপলক্ষ। ৩৫
যুগে যুগে জেনেছি যতেক যার বল।
যখন দৈত্যের হাতে দেবতা তরল। ৩৬
থাকুক সেনের কাজ কি কহিব আনে।
বামদেব বিধাতা বিমুখ মোর বাণে। ৩৭
আপনি ধরিব ধনু যদি আইসে ধর্ম্ম।
কহিতে কহিতে কোপে মুখে ছোটে ঘর্ম্ম। ৩৮
নিজ তূণ হইতে তুলিল তিন বাণ।
হাতে হাতে ঈশ্বরী ইছায়ে দিল দান। ৩৯
এই বাণে বীর কালু, এই বাণে হয়।
এই বাণ মেলে মরে রঞ্জার তনয়। ৪০
এত বলি ভবানী হইল অনুকূল।
ইছাই লোটায়ে বন্দে চরণ রাতুল। ৪১
অতুল প্রতাপ করি সেজে চলে রণে।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভণে। ৪২
বীরধটী আঁটি কটী উলটী পালটী।
লম্ফ মারি মহামল্ল মাখে বীরমাটী। ৪৩
ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারি মালসাট।
সাজে শত্রু-সমরে সাক্ষাৎ যমরাট। ৪৪
বিরাট-সমরে যেন সুশর্ম্মার রণ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ। ৪৫
সেইরূপে সাজন করিছে তড়বড়ি।
দড় দড় কোমর কষিচে কড়াকড়ি। ৪৬
পেটি আঁটি বান্ধিল বত্রিশ বেড়, পাগে।
কষিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে। ৪৭
ডানভাগে বান্ধিল যুগল যমধর।
খরতর যোড়া খাঁড়া নামে দুই থর। ৪৮
বামদিকে যুগল টাঙ্গী যম অবতার।
চকো ছুরি কাটারি কুটিল হীরাধার। ৪৯
ক'ষে বাঁধে কাঁকালে কালিকা করি জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ দপ। ৫০
তার কাছে তূণে বান্ধে তের শত তীর।
চক চক চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির। ৫১
শিরেতে সোণার টোপ টয়ে বান্ধা তায়।
রাতুল বরণরুচি বীরমাটী গায়। ৫২
তড়িত জড়িত যেন জলধর-জ্যোতি।
হীরামণি-হার গলে কাণে গজমতি। ৫৩
ধনুক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিত ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্ত্তিমান কাল। ৫৪
রণশিঙ্গা কাড়া পড়া টমক টেমাই।
শ্যামারূপা পদ ভাবি চলিল ইছাই। ৫৫
ঘাগর ঘুঙ্গুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কাণে কত রব শুনি। ৫৬
ঢাল মুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে। ৫৭
প্রতাপে পেরিয়া পুরী টেঁকুরের ভূপ।
সেনে দেখে মোকামে সাক্ষাৎ রামরূপ। ৫৮
একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তে আপাদ মস্তক।
ধন্য ধন্য সাধু সাধু ধর্ম্মের সেবক॥ ৫৯
শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া সন্তরে ভক্তিভাব।
সাধু সঙ্গে সাক্ষাতে সকলি সিদ্ধিলাভ॥ ৬০
মনে হইল মরণ মহৎ হাতে মোর।
রাখিতে নারিবে কেহ কাটি কর্ম্ম-ডোর॥ ৬১
সাধু সঙ্গে সঙ্কটে সংগ্রামে বহু ভাগ্য।
অর্জ্জুন সমরে যেন সুধন্বার শ্লাঘ্য॥ ৬২
যেখানে অর্জ্জুন রথী সারথি গোবিন্দ।
নয়নে দেখিব কৃষ্ণ-চরণারবিন্দ॥ ৬৩
মরিব গোবিন্দ দেখি মহৎ সংগ্রামে।
সেইরূপে ইছাই গণিল পরিণামে॥ ৬৪
সঙ্কটে পড়িলে সেন সখা হবে ধর্ম্ম।
অতঃপর কি আর অধিক আছে কর্ম্ম॥ ৬৫
ধর্ম্ম আগে মোর মৃত্যু মনের অভীষ্ট।
হেনকালে ইছাই সেনের হইল দৃষ্ট॥ ৬৬
শমন সমান সাজ সমরে সাহস।
দেখি মহারাজা বড় বাড়াল পৌরুষ॥ ৬৭
শ্যামরূপা সেবি গোপ দ্বিতীয় রাবণ।
রামরূপ ধরি প্রভু করহ নিধন॥ ৬৮

আপনি গোপের রণে রাজা যান সাজি।
কালু বলে গোঁসাই গোয়ালা কোন্ পাজি ॥ ৬৯
নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যদি কি কাজ কুঠার ॥ ৭০
নফরে সহায় করি রঘুবংশ-নাথ।
সবংশে রাবণ-রাজে করিল নিপাত ॥ ৭১
আজ্ঞা দিতে প্রভু রাম আঁখির নিমেষে।
শতেক যোজন সিন্ধু বান্ধা গেল কীশে ॥ ৭২
রামের প্রতিজ্ঞা ছিল রাবণ নিধনে।
অতেব লঙ্কায় হনূ না মারে রাবণে ॥ ৭৩
তেমতি ইছাই-বধে সাধ থাকে রায়।
আমিহ না মারি বল বান্ধি আনি তায় ॥ ৭৪
মহাশয় হাসেন কালুর শুনি কথা।
সাজ শীঘ্র রণে দেখি জানাও যোগ্যতা ॥ ৭৫
গোয়ালা সম্মুখে কালু সাবধান হবি।
সমরে সহায় তার শ্যামরূপা দেবী ॥ ৭৬
শুনিয়া সেনের পায়ে লোটাইল শির।
প্রবেশে প্রথম রণে কালু মহাবীর ॥ ৭৭
কালান্তক সমান সাজিল পরমাদ।
রাবণ নন্দন যেন এল মেঘনাদ ॥ ৭৮
দু বীরে হইল দেখা দিবা অর্দ্ধ যাম।
কালু বলে ইছাই আমার রাম রাম ॥ ৭৯
বীর কালু নাম মোর ময়নাতে ঘর।
চিরকাল মহামতি সেনের চাকর ॥ ৮০
পূর্ব্বাপর ঢেঁকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
সে জন নাশিতে এলো গোয়ালার সৃষ্টি ॥ ৮১
শুন বলি বচন বিলাস কর সুখে।
কর লয়ে এস মহারাজার সম্মুখে ॥ ৮২
কোন দুঃখে কখন ঠেকিবি নাহি ভাই।
বড় না বড়াই বেটা বলিছে ইছাই ॥ ৮৩
ছ বেটা কাটায়ে যার বাপ হৈল দূর।
সে জন এসেছে সেজে যাবে যমপুর ॥ ৮৪
ভঙ্গ দিল গৌড়পতি মোরে ভাবি জোরা।
কত তেজ ওরে কেলো তোর এত তোরা ॥ ৮৫
তমোগুণে কোপযুক্ত রক্ত দুই আঁখি।
কোথারে রঞ্জার বেটা ডেকে আন দেখি ॥ ৮৬
কালু বলে আমি যে কাটিব তোর মাথা।
মহাশয় তোমারে সাক্ষাৎ হবে কোথা ॥ ৮৭

গোঁয়ার তোমার বাপ গরু রাখে গোঠে।
তার বেটা হয়ে কেন এত মুখ ছোটে ॥ ৮৮
হঠে হবি পাটে রাজা মনে কর সাধ।
শৃগাল হইয়া কেন সিংহ সনে বাদ ॥ ৮৯
বহুকাল বিলাস করিলি বটে বেটা।
বিধাতা বিমুখ আজি মোর সনে লেটা ॥ ৯০
এখন অভয় পাবি অবনত হয়ে।
সেনের শরণ নেগা রাজকর দিয়ে ॥ ৯১
নতুবা বিধাতা তোরে আজি হবে বাম।
তু হবি রাবণরূপী-লাউসেন রাম ॥ ৯২
কুপিল ইছাই বীর প্রতাপে পতঙ্গ।
মার মার বলি উঠে মারিয়া ফলঙ্গ ॥ ৯৩
ভঙ্গ নাহি দেয় কালু প্রবেশে সংগ্রাম।
মালসাট উলটী পালটী ছোটে ঘাম ॥ ৯৪
আগে বাণ হান বলে গোয়ালা-নন্দন।
বুক পসারিতে কালু ছাড়িল পাটন ॥ ৯৫
সরল সাধিয়া শূন্যে মুড়াইল ঢাল।
বাণ সামালিয়া বলে মোর বা সামাল ॥ ৯৬
কালমুখী বাণ গোটা গরলমিশাল।
মাব্ বলে ছাড়িতে দলুই ওড়ে ঢাল ॥ ৯৭
ফলা সাটে ফিরিয়া ফলঙ্গ মারে বীর।
ইছাই উপরে এড়ে হীরা-ধার তীর ॥ ৯৮
শরে শরে শরীর হইল জর জর।
তথাপি গোয়ালা রণে যুঝে অকাতর ॥ ৯৯
এবার অনেক ভাগ্যে হবে সাবধান।
ধরিনু সংহাররূপী ঈশ্বরীর বাণ ॥ ১০০
লুফিতে বাণের মুখে নিকলে আগুন।
ডেকে বলে গোয়ালা হেদেরে কালু শুন ॥ ১০১
এ বাণে পরাণ যাবে পলাইয়া যা।
কালু বলে নড়ি যদি লখে মোর মা ॥ ১০২
প্রাণশক্তি হান বাণ ক্ষেমা যদি দিস।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস্ ॥ ১০৩
কালু বীর বলিছে হাঁকিয়া হান হান।
বিপরীত গগনে গর্জ্জিয়া চলে বাণ ॥ ১০৪
তোর বৃথা গেল বাণ মোর বাণ ধর।
ধনুকে যুড়িল বীর ঈশ্বরীর শর ॥ ১০৫
প্রাণ হাতে নিল যত দানব দারুণ।
চমকিত যম ইন্দ্র বিধাতা বরুণ ॥ ১০৬

দারুণ দেবীর বাণ দলুয়ের বুকে।
ফার্ করে ফিরে চলে শর্ব্বাণী-সম্মুখে॥ ১০৭
তথাপি সাহসে কালু বলে মার মার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার॥ ১০৮
ধেয়ে আসি কন রাজা গোয়ালা-নন্দনে।
আজি যাও বাড়িকে বিজয়ী হলে রণে॥ ১০৯
রণ জিনে ঘর গেল গোয়ালা নন্দন।
লক্ষ্মণে বধিয়া যেন রাজা দশানন॥ ১১০
পূজা দিল রাজাকে হাজার বলিদান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১১১

কাতর হইয়া পড়ি, কালুবীর গড়াগড়ি,
ধরফড়ি ধূলায় লোটায়।
শোকে ভাসে আঁখি জলে,
শাকা শুকা করি কোলে,
কান্দে বীর লাউসেন রায়॥ ১১২

এই ছিল আমার ললাটে।
বাণে বিদারিয়া বুক, উঠে রক্ত ভুক ভুক,
মুখ হেরি বুক মোর ফাটে॥ ১১৩

প্রথমে অজয় নদী, প্রবেশ করিনু যদি,
দুখের অবধি নাই তায়।
তাহে প্রভু করতার, যদি বা করিলা পার,
আর দুখ বিধাতা ঘটায়॥ ১১৪
রাবণের শেল খেয়ে, পড়িল লক্ষ্মণ ভেয়ে,
শোকে যেন কান্দেন শ্রীরাম।
সেইরূপী তুমি সখা, আর না হইবে দেখা,
বিদেশে বিধাতা হ'ল বাম॥ ১১৫
কান্দে শাকা করি অনুতাপ।
দুটী ভেয়ে ছোড় হয়ে, ঘরে যাব কি বলিয়ে,
বিদেশে ছাড়িয়া গেল বাপ॥ ১১৬
তেরটি দলুই তারা, শোকেতে হইয়া জরা,
কান্দে সবে আছাড়িয়া গা।
সবার বদন চেয়ে, কালু কর্ম্ম ধেয়াইয়ে,
কর তুলি শিরে হানে ঘা॥ ১১৭
মুখে না নিঃসরে রা, ধরিয়া সেনের পা,
সঙ্কটে সঁপিল দুটি পোয়ে।
শাকাশুকা যত লোক, উথলে সবার শোক,
মহারাজ ছল ছল লোয়ে॥ ১১৮

গঙ্গা নারায়ণ গুরু, গোপাল গোবিন্দ চারু,
নাম ডাকে যত বীরগণে।
সম্মুখ সমরে স্থির, পরাণ তেজিল বীর,
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে॥ ১১৯
সেন বলে শাকাশুকা শোক তেজ বাপু।
দলুই পরাণ পাবে সংহারিব রিপু॥ ১২০
সেন বলে শাকাশুকা শোক অকারণ।
ধৈর্য্য হয়ে ধ্যান কর ধর্ম্মের চরণ॥ ১২১
যম ইন্দ্র রবি চন্দ্র বরুণ বিধাতা।
যার আজ্ঞা-বলে বিশ্ব যতেক দেবতা॥ ১২২
যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি প্রলয় পালন।
আগম পুরাণ বেদে অভেদ লিখন॥ ১২৩
সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম্ম সত্য হয়।
দলুই পরাণ পাবে রিপু হবে ক্ষয়॥ ১২৪
এত বলি ডোমগণে প্রবোধ করিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া॥ ১২৫
মনোহর মহাপূজা মানসিক করি।
স্তুতি করে ভূপতি নয়নে বহে বারি॥ ১২৬
উদ্ধার হে দীনবন্ধু শুন ধর্ম্মরাজ।
রেখেছো দুর্ব্বাসা হাতে দ্রৌপদীর লাজ॥ ১২৭
রাজপুত্র সুধন্বা রাখিলে তপ্ত তৈলে।
প্রাণ দিলে প্রহ্লাদে অনলে জলে শৈলে॥ ১২৮
যবে অগ্নি জৌঘরে ভেজালে দুর্য্যোধন।
কুন্তী সহ রেখেছ পাণ্ডব পঞ্চজন॥ ১২৯
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ত্রৈলোক্য-গোসাই।
ধ্রুবেরে দিয়াছ পদ যারপর নাই॥ ১৩০
না করি তুলনা নাম তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাথ পতিত পাবন॥ ১৩১
অনাথ-বান্ধব নাথ প্রকাশ করিয়া।
ঢেঁকুরে ঠাকুর মোরে দেহ উদ্ধারিয়া॥ ১৩২
গোয়ালা দুর্জ্জয় বড় ভবানী-ভজনে।
বিপত্তিসাগরে ভাসি কালু মৈল রণে॥ ১৩৩
একান্ত হইয়া এত স্তুতি করে রায়।
ধর্ম্মের আসন টলে দেবতা সভায়॥ ১৩৪
বীর হনুমানে প্রভু সুধান বচন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ॥ ১৩৫
কেন বা বসিতে শুতে খেতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুঃখ॥ ১৩৬

।শনে রসনা চাপে কাঁপে বাম তনু।
।্যান বলে পদতলে বলে বীর হনু॥ ১৩৭
।হিমে ময়নাপতি এসেছে টেঁকুর।
।মর সঙ্কটে সেন ঠেকেছে ঠাকুর॥ ১৩৮
।্রধান দলুই কালু পড়েছে প্রথমে।
তামারে ধেয়ায় রায় লোটাইয়া ভূমে॥ ১৩৯
।লে ছলে ইছাই টেঁকুরে হৈল রাজা।
।মরে সাক্ষাৎ তার দেবী দশভূজা॥ ১৪০
পূজা করি ইছাই যখন হয় বার।
দেবতা দানব দেখে দূরে মানে হার॥ ১৪১
পরাজয়ে ইছাই, ঈশ্বরী হন ঢাল।
কি করিবে প্রজাপতি পুরন্দর কাল॥ ১৪২
দেবতা সকলে বলে জয়ী সত্য বটে।
ঠাকুর চিন্তিত হইল চণ্ডিকার হটে॥ ১৪৩
করপুটে কন পুন পবন-নন্দন।
পাতালে দুর্জ্জয় মহি লঙ্কায় রাবণ॥ ১৪৪
সে হেন দুর্জ্জয় মৈল অন্যে আছে কি।
পরিণামে বাম তারে হেমন্তের ঝি॥ ১৪৫
পাপ পূর্ণ হৈলে প্রভু তার রক্ষা নাই।
বিধাতা বলেন তবে চলহ গোঁসাই॥ ১৪৬
সঙ্গেতে সকলে যাব সাজিয়া টেঁকুর।
পরম মঙ্গল বলি চলিলা ঠাকুর। ১৪৭
রতন-রঞ্জিত রথে সবে অনুগামী।
টেঁকুর নিকটে এল ত্রিলোকের স্বামী। ১৪৮
স্তুতি করি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
হেনকালে ঠাকুর উড়িল রথ-ভরে। ১৪৯
মায়ায় মোহিত থাকে যত ডোমগণ।
কেবল দেখিল মাত্র রঞ্জার নন্দন। ১৫০
জীবন সফল মানি করে দণ্ডবৎ।
করপুটে কন প্রভু কি জানি মহৎ। ১৫১
তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সংসারে শূন্য সগুণ নির্গুণ। ১৫২
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি পরম-ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি নিরাকার ধর্ম্ম। ১৫৩
কর্ম্মফলে পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে।
বিপত্তি-সাগরে ভাসি কালু মৈল রণে। ১৫৪
এত বলি পুন কান্দে লোটায়ে অবনী।
বাঞ্ছাকল্পতরু তায় তুলিলা আপনি। ১৫৫
প্রবোধিয়া আপনি অঙ্গের ঝাড়ে ধূল।
যতেক দেবতা বাপু তোরে অনুকূল। ১৫৬
জেনেছি কারণ কিছু কয়ে নাই ফল।
এত বলি কালুর বদনে দিল জল। ১৫৭
পরাণ পাইল কালু ডোমের নন্দন।
মায়ারূপ ধরে থাকে যত দেবগণ। ১৫৮
পরে রাম পূর্ব্বে রাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে সানন্দ। ১৫৯
আরামে অজয়-তটে দেবতা সকল।
ইছাই বধের যুক্তি চিন্তেন বিরল। ১৬০
কেহ বলে ইছাই কিরূপে যায় হানা।
দেবগণে বধিতে বিধাতা করে মানা। ১৬১
কেহ বলে শ্যামরূপা সমরে বিবাদী।
কেহ বলে দেউলে দেবীকে যেয়ে সাধি। ১৬২
ঠাকুর বলেন কেন এত চিন্তা কি।
দেখি কত অনুকূল হেমন্তের ঝি। ১৬৩
না হয় পাঠা। পাছু পবন-নন্দনে।
কেহ বলে লাউসেন সম্প্রতি যান রণে। ১৬৪
শুনিয়া বলেন প্রভু এই যুক্তি সার।
করপুটে কন কিছু পবন-কুমার। ১৬৫
নিবেদন করি শুন অখিল-আধান।
ইছায়ের স্থানে আছে ঈশ্বরীর বাণ। ১৬৬
লাউসেন নাশিতে দিল হেমন্তের ঝি।
ঠাকুর বলেন তবে তার যুক্তি কি। ১৬৭
ইন্দ্র বলে ইঙ্গিতে করিতে পার সব।
প্রলয় পালন সৃষ্টি বৈরাগ্য বিভব। ১৬৮
মায়ায় মোহিত যার দেবতা আপনি।
মূঢ়মতি মরতে মানবে কিবা গণি। ১৬৯
মারিলে সে দেবী-বাণ লাউসেন মরে।
মায়ায় ভুলায়ে রাখ গোয়ালা-কুমারে। ১৭০
সমরে সংহর বাণ হারি হউক তার।
শুনিয়া কহেন প্রভু এই যুক্তি সার॥ ১৭১
ঈশ্বর ভাবিয়া তবে সাজেন নৃপতি।
দড়বড়ি কোমর বান্ধিছে হাতাহাতি॥ ১৭২
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি ধনুকে দিল গুণ।
সুধন্বা-সমরে যেন সাজিল অর্জ্জুন॥ ১৭৩
ধরিল বিশাল ফলা অভয়ার খাঁড়া।
ঘন বাজে টমক টেমাই যোড়া কাড়া॥ ১৭৪

যোড়া শিঙ্গা সারে কালু বলে মার মার।
গোয়ালা সাজিয়া আইল বুঝি সমাচার ॥ ১৭৫
দু বীরে হইল দেখা দিবা দুই যামে।
গোয়ালা কহিছে সেনে দিয়া রাম রামে ॥ ১৭৬
পরিণাম নাবুঝি সমরে আইলে ভাই।
বাম হইল বিধাতা বিমুখে তোরে কই ॥ ১৭৭
ছ-ভাই তোমার মৈল আমার সমরে।
বাঁচিতে বাসনা থাকে, ফিরে যাও ঘরে ॥ ১৭৮
তোমারে বধিতে বড় দয়া লাগে রায়।
শালে ভর দিয়া রঞ্জা পেয়েছে তোমায় ॥ ১৭৯
আমারে উত্তমরূপে জানে তোর বাপ।
সেন বলে দূর কর কথার প্রতাপ ॥ ১৮০
কার্য্য কথা কহি কিছু কাণ পাতি শুন।
সংসারে জন্মিয়া কত মরিল দারুণ ॥ ১৮১
দশ দিন দস্যুর দলন বই নয়।
কেশী কংস কুরুবংশ কেন হল ক্ষয় ॥ ১৮২
আজি আমি ইছাই তোমার হৈনু যম।
জীবন বাসনা থাকে ত্যজ মন-ভ্রম ॥ ১৮৩
রাজকর গৌরব গৌরবে এনে দে।
ইছাই বলিছে দিব, কর নিবে কে ॥ ১৮৪
প্রাণ লয়ে পলাইল গৌড়ের ভুভুক।
এত তেজে এত বড় কে ধরে ওজুক ॥ ১৮৫
সম্মুখ সংগ্রামে সদ্য সংহারিব তায়।
কুপিল গোপের বোলে লাউসেন রায় ॥ ১৮৬
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৮৭
বধি রণে বলে বীর বায়ে করি ভর।
ঢাল মুড়ে উড়ে পড়ে গোয়ালা কোঙর ॥ ১৮৮
চমকিত দেখি সবে অতি নিদারুণ।
ছুটিল ইছার বাণ উগারে আগুন ॥ ১৮৯
চাপে দিল টঙ্কার হুঙ্কার বিপরীতে।
ঠাকুর লক্ষ্মণে যেন রোষে ইন্দ্রজিতে ॥ ১৯০
নিবারিতে লাফায়ে নৃপতি এড়ে বাণ।
মধ্যখানে বাণে বাণে হানে ঠন্‌ঠান ॥ ১৯১
শন্ শন্ শবদে সেনের বাণ ছোটে।
ফলাসাটে নিবারি লাফায়ে গোপ উঠে ॥ ১৯২
দপটে আঁটুনি করি বিন্ধে হাঁটু পেড়ে।
মার মার গোয়ালা হাঁকিছে বাণ ছেড়ে ॥ ১৯৩

নিদান নিঠুর বাণ তারা যেন ধায়।
কিছু বা সামালে রায়, কিছু ফুটে গায় ॥ ১৯৪
তথাপি দু বীরে দ্বন্দ্ব বহে নিদারুণ।
ফুরাল সকল শর শূন্য হৈল তূণ ॥ ১৯৫
গোপ হ'ল দৈবাৎ দেবীর বাণ হারা।
কর্ম্মফলে ধর্ম্মভক্ত হাতে যাবে মারা ॥ ১৯৬
মার মার বলিয়া ধরিল ঢাল খাঁড়া।
হান্ হান্ শব্দে সঘনে মেলা পাড়া ॥ ১৯৭
ঝন্ ঝন্ শবদে ফলার টন্‌টান।
দু বীরে তুমুল যুদ্ধ সমান সমান ॥ ১৯৮
উভু উভু উড়ে ফলা অধঃ অধঃ অসি।
পাশে পাশে ফিরাফিরি রণ কসাকসি ॥ ১৯৯
হাতাহাতি হানাহানি হাঁকিছে হাঁফালে।
লাউসেন চোটাতে ইছাই ওড়ে ঢালে ॥ ২০০
দাদালে এমনি ফিরে চোট হানে গোপ।
ঢাল চালি সামালি সেনের বাড়ে কোপ ॥ ২০১
মার্ মার্ বলি বীর মারিল ফলঙ্গ।
অষ্টকুলাচল কাঁপে পাতালে ভুজঙ্গ ॥ ২০২
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে যেন কালান্তক।
সমরে যেমন ভীমে রুষিল কীচক ॥ ২০৩
তেমতি ইছাই হইল সেনের অরাতি।
দড় দড় বিবাদ বাধিল হাতাহাতি ॥ ২০৪
ঝটাপট শবদে সঘনে কাট কাট।
বীরগতি চলিছে চৌদিকে চোটপাট। ২০৫
ফিরি ফিরি ফিরিয়ে ফলঙ্গ দিতে ভেজে।
লাফায়ে নৃপতি তবে চোট হানে ভুজে ॥ ২০৬
যুঝে অকাতর তবু উভ মারে লম্ফ।
লম্ফ দেখি দারুণ যেমন ভূমিকম্প ॥ ২০৭
শেল্‌টা ফিরিয়া শূন্যে ফিরে হানে চোট।
পড়িল ইছার মুণ্ড ভূমে যায় লোট ॥ ২০৮
কাটা-মুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ব্রহ্ম রা।
কোথা মাতা শ্যামরূপা রণে রক্ষ মা ॥ ২০৯
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২১০
দেবি! পরিত্রাহি! ডাকি পড়িল ইছাই
দেউলে শুনিয়া দেবী আইল ধাওয়াধাই ॥ ২১১
গোয়ালা তেজেছে তনু বার করে জি।
দেখিয়া আকুল শোকে হেমন্তের ঝি ॥ ২১২

ঠাঁই মুণ্ড পড়ে আর ঠাঁই কায়া।
মরা মনেতে মোহিত মহামায়া ॥ ২১৩
ছল নয়ানে বয়ানে হায় হায়।
দুঃখ দিয়াছে দুষ্ট লাউসেন রায় ॥ ২১৪
স্তা সোণার খাটে নিদ্রা যায় সুখে।
বাছা ধূলায় কাটা জাঠা মোর বুকে ॥ ২১৫
উঠ বলি মাতা অনুগ্রহ বোলে।
ক্তবৎসলা মাতা তুলে নিল কোলে ॥ ২১৬
ধে মুণ্ড জননী জুড়িল মন্ত্রযুত।
নে জীবন দিতে প্রবেশে পঞ্চভূত ॥ ২১৭
য় হস্ত বুলাইতে উঠিল গোয়ালা।
ভয়া-চরণে বক্ষে লোটায়ে অচলা ॥ ২১৮
শুম্ভ-নাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
সিংহ নিস্তারকারিণী নারায়ণী ॥ ২১৯
মা জয়া যশোদানন্দিনী জয়যুতে।
মাতা জগত-জননী নমোস্তুতে ॥ ২২০
নিয়া প্রণতি স্তুতি পরিতুষ্টা মতি।
মাগে বাঞ্ছিত বলেন পার্ব্বতী ॥ ২২১
ম বাপু বিশেষ বেন্ধেছ ভক্তিবলে।
মার লাগিয়া আমি পশিব পাতালে ॥ ২২২
মাগ বাছারে মনেতে আছে যা।
াপ বলে অন্য বরে কাজ নাই মা ॥ ২২৩
ন যদি পড়ে মাথা পৃথিবী-উপর।
ন্ধে যেন যোড়া লাগে মাগি এই বর ॥ ২২৪
রে অমর প্রায় কাটা গেলে মাথা।
ানী বলেন বর দিলাম সর্ব্বথা ॥ ২২৫
জি ঘর যাও বাছা উচাটন বেলা।
রে করি বিদায় দেউলে দেবী গেলা ॥ ২২৬
ড় গেল গোয়ালা ছাড়িয়া সিংহনাদ।
বতা সকলে হেথা গণিল প্রমাদ ॥ ২২৭
ছারে বাঁচায়ে যদি দেবী দিলা বর।
ড় হইল গোয়ালা দ্বিতীয় লঙ্কেশ্বর ॥ ২২৮
রন্দর প্রভৃতি সভয় সুরপতি।
তামাঝে সুযুক্তি করেন যুগপতি ॥ ২২৯
বী যদি সমরে সদাই তার সখা।
ষম-ইছাই বধ, লাউসেনে রাখা ॥ ২৩০
রে কে আঁটিবে রণে ইছায়ের আগে।
ধাতা বলেন যদি বলি মনে লাগে ॥ ২৩১

ভূমেতে পড়িলে মাথা যোড়া লাগে বরে।
হানা যেতে হনু যদি অন্তরীক্ষে ধরে ॥ ২৩২
অমনি পাতাল-পুরে ফেলাইবে মাথা।
এত দিনে ফুরাইল ইছায়ের কথা ॥ ২৩৩
কিন্তু মাতা ভবানী অন্তরে পাবে দুঃখ।
আগে যান হনুমান দেবীর সম্মুখ ॥ ২৩৪
প্রণতি করিয়া কয় প্রকাশিয়া ভক্তি।
তবে যদি বিমুখ হন শেষে এই যুক্তি ॥ ২৩৫
শুনি সার সুযুক্তি সন্তোষ সবাকার।
আপনি কহেন শুন পবন-কুমার ॥ ২৩৬
উপকার কালে কালে করেছ যতেক।
রাম অবতারে যত পাষাণের রেখ ॥ ২৩৭
উদ্ধার করিলে সীতা সংহারিয়া অহি।
তোমা হতে মৈল পাতালে দুর্জ্জয় মহি ॥ ২৩৮
সিন্ধুবন্ধ করি দ্বন্দ্ব দশস্কন্ধে মেলে।
লক্ষ্মণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে ॥ ২৩৯
সব ঠাঁই জয়যুক্ত যেখানে পাঠাই।
লাউসেনে রাখ অদ্য বধিয়া ইছাই ॥ ২৪০
বীর কন যত কিছু প্রতাপের মূল।
কেবল ভরসা মাত্র চরণ রাতুল। ২৪১
এত বলি প্রভু পদে হয়ে প্রণিপাত।
প্রবেশে পবন-পুত্র পার্ব্বতী-সাক্ষাত ॥ ২৪২
প্রণতি করিয়া হাত কন পুট-পাণি।
শুন জয়া জগন্ময়ী জগত-জননী ॥ ২৪৩
দনুজ-দলনী দেবী দেবের দেবতা।
কেন বাছা এত স্তুতি কন জগন্মাতা ॥ ২৪৪
বীর বলে বার্ম্মতি ধর্ম্মের পুণ্য পূজা।
প্রকাশ করিতে আইল লাউসেন রাজা ॥ ২৪৫
নররূপ লাউসেন কশ্যপ কুমার।
গোয়ালা ইছাই ঘোষ বধ্য বটে তার ॥ ২৪৬
তোমার কিঙ্কর কিন্তু করেছে কুকর্ম্ম।
হয়েছে বিশ্বাসঘাতী বড়ই অধর্ম্ম ॥ ২৪৭
কর্ম্মফলে হ'ল যত দেবতার দণ্ডী।
অতেব ইছাই বধে ক্ষমা দিবে চণ্ডী ॥ ২৪৮
এত শুনি কোপে জ্বলে হেমন্তের ঝি।
কোন্ যুক্তে কেমনে বদনে কৈলি কি ॥ ২৪৯
ভাল বলি পুরুষ-প্রধান ধর্ম্মরাজে।
সবাই বিকল বটে আপনার কাজে ॥ ২৫০

বাড়াবে আপন পূজা বধি মোর জনে।
এমন উদার কেবা আছে ত্রিভুবনে॥ ২৫১
প্রিয় পুত্র ইছাই কার্ত্তিক হৈতে বাড়া।
ধর্ম্ম আইসে আপনি ধরিব ঢাল খাঁড়া॥ ২৫২
বীর বলে অই কথা উচিত নয় মা।
দেবী বলে গৌরবে বানরা বেটা যা॥ ২৫৩
কেবা বা এমন আছে বধে মোর জনে।
কোপে কহে কপিরাজ দেবীর চরণে॥ ২৫৪
তবে কেন সগণে রাবণে দিলে ছেড়ে।
সবংশে তোমারে পুজে রণে ছিল বেড়ে॥ ২৫৫
পাতালে দুর্জ্জয় মহী অহি তার পো।
বধেছি তোমার আগে তাহে নাহি মো॥ ২৫৬
এখনি ইছায়ে সেন করিবে সংহার।
শুনি কোপে শ্যামরূপা হাঁকে মার মার॥ ২৫৭
সমাচার শুনি গোপ রণে আইল সাজি।
ঘন ছাড়ে সিংহনাদ দেবী-পদ পুজি॥ ২৫৮
যুঝিতে পুজিয়া ধর্ম্ম সেজে আইল রায়।
মায়া-বলে বীর হনু রহিল তথায়॥ ২৫৯
দেখাদেখি দুই বীরে দারুণ বহে রণ।
ঘনরাম ভণে সতী সীতার নন্দন॥ ২৬০

দুবীরে দারুণ, করে মহারণ,
দ্বন্দ্ব বহে ঘোরতর
দোঁহে দড় দম্ভে, ধরাধর কম্পে,
লম্ফে বায়ে করে ভর॥ ২৬১
মার মার কাট কাট, চৌদিগে চোটপাট,
ঝটপটি বহিতেছে রণ।
উরবী টলমল, বাসুকি চঞ্চল,
ত্রাসে তরল ত্রিভুবন॥ ২৬২
টন্‌টান ঠেঠান, দোলে টন্‌টান,
ঝান ঝান ঘনরণনাদ।
কীচক মহিমে, রোষে যেন ভীমে,
কিবা বালি সুগ্রীবের বাদ॥ ২৬৩
হান হান হানিতে, হানে হেন দেখিতে,
অমনি ভর করে বায়।
ঢাল মুড়ি মাল্লকে, ইছাই গোপে লাফে,
হানে বীর লাউসেন রায়॥ ২৬৪
হানিতে প্রবন্ধ, ভূমে পড়ে স্কন্ধ,
পুনরপি যোড় লাগে মুণ্ড।
শ্রীরামের যুদ্ধে, যদি বট বধ্যে,
তথাপি যেন দশমুণ্ড॥ ২৬৫
কাটিতে কতবার, তবু নহে সংহার,
বারে বারে যোড়া লাগে শির।
দেখি শোকে কম্পে, হনুমান দম্ভে,
হানিতে মাথা লোফে বীর॥ ২৬৬
তনু লোটে ভূতলে, মাথা লয়ে পাতালে,
বেগে ফেলে বীর হনূমান্।
নরশির পাইয়া, নাগগণ আসিয়া
ভুঞ্জে রতি পরিমাণ॥ ২৬৭
জয় করি মহিমে, রাজা এল মোকামে
আরামে রহে মহাবীর।
যদি মৈল দুর্জ্জয়, মঙ্গল ধ্বনি ময়,
সুরগণ নিনাদে গভীর॥ ২৬৮
ইছায়ের মরণে, উচাটিত পরাণে,
ভবানী রণভূমে ধায়।
গুরুপদ যতনে, দ্বিজ কবি রতনে,
সঙ্গীত মধুরস গায়॥ ২৬৯
মনে অমঙ্গল সাখি, ঘন নাচে ডান আঁখি,
ভবানী আইল ধাওয়াধাই।
দেখি মাতা দৈবাধীন, কাটা স্কন্ধ মাথা হীন,
ভূমে পড়ে গোয়ালা ইছাই॥ ২৭০
তা দেখিয়া শোকাকুলি, কাটা স্কন্ধ কোলে তুলি,
ধূলা ঝাড়ে নেতের আঁচলে।
কান্দিয়া কহেন কত, কুচক্রে দেবতা যত,
অন্তরীক্ষে মাথা নিল ছলে॥ ২৭১
কার্ত্তিক গণেশ শেষ, ইন্দ্র আদি ত্রিদিবেশ,
অশেষ আমার যদি আছে।
ত্যজিয়া সকল কাজ, মরতে মানব মাঝ,
স্মরণে আইসি যার কাছে॥ ২৭২
সে বাছা ধূলায় কাটা, অন্তরে মারিল জাঠা,
এত বা বুকের পাটা কার।
কন মাতা অনুরাগে বাছারে বাঁচাই আগে,
আজি তারে করিব সংহার॥ ২৭৩
কত করি পরিবন্ধ, পদ্মারে সঁপিয়া স্কন্ধ,
মাথা খুঁজি ভ্রমেণ ভূতলে।
এ ঘোর ঝঙ্কার দুর্গে, গহন কানন স্বর্গে,
না পাইয়া প্রবেশে পাতালে॥ ২৭৪

বাসুকিরে যত কথা, বিশেষ কহেন মাতা,
দেবতা সকল হইল বাদী।
মোর ভক্ত করি খণ্ড, পাতালে ফেলেছে মুণ্ড,
দান দিয়া. তার দুঃখ-নদী ॥ ২৭৫
শুনিয়া দেবীর বাণী, বাসুকি যুগলপাণি,
আনি যত নাগেরে তথায়।
সুধান সবার প্রতি, সবে বলে রতি রতি,
পেয়ে মুণ্ড খেয়েছে সবায় ॥ ২৭৬
নাগলোকে করি দণ্ড, রতি রতি রচি মুণ্ড,
বাসুকি দেবীরে দিল দান।
নাগলোকে পেয়ে পূজা, তুষ্ট হয়ে দশভুজা,
আসিয়া ইছায়ে দিল প্রাণ ॥ ২৭৭
শ্রীগুরু পদারবিন্দ, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দ,
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীতরসে, স্মরণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম ॥ ২৭৮
মহাবীর ইছাই উঠিল প্রাণ পেয়ে।
অভয়া-চরণ বন্দে অবনী লোটায়ে ॥ ২৭৯
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক বলেন ভবানী।
কালপূর্ণ কহে গোপ বিপরীত বাণী ॥ ২৮০
কেন মা কেমন কেমন করে চিত।
তব ব্রহ্ম বাক্যে আর না হয় প্রতীত ॥ ২৮১
উচিত বলিতে পাছু কোপ কর মাতা।
তোমা পূজি রাবণ সবংশে গেল কোথা ॥ ২৮২
মহীরাজা যতনে তোমার নাম জপি।
খণ্ডাতে নারিল কেন বিধাতার লিপি ॥ ২৮৩
অবশেষে আপনি হইলে তারে বাম।
মো বুঝি রাবণরূপী লাউসেন রাম ॥ ২৮৪
পরিণামে মুক্তি পদ মনে অভিলাষ।
এত শুনি শ্যামরূপা ছাড়িল নিঃশ্বাস ॥ ২৮৫
মোরে অবিশ্বাস কর অমঙ্গল অতি।
বুঝিবা বিনাশ-কালে বিপরীত মতি ॥ ২৮৬
বাছারে বাঁচাতে বুঝি নারিলাম আর।
দেবী কন কেন বাপু গণিলে অসার ॥ ২৮৭
মনে ত্যজ মহী অহি রাবণের কথা।
আমি কি কয়েছি তারে হরে নিতে সীতা ॥ ২৮৮
প্রভু যোগী আপনি যোগিনী যার নামে।
বলিদান দিতে তুষ্ট আনে হেন রামে ॥ ২৮৯
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়।
বিধাতার লিখন বিশ্বের বশ নয় ॥ ২৯০
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর।
কা হতে কি হয় আমি থাকিতে টেঁকুর ॥ ২৯১
তোমাকে বাঁচানু বাছা প্রবেশি পাতাল।
আজি রণে আপনি ধরিব খাঁড়া ঢাল ॥ ২৯২
সেনে নাহি বধে যদি রণে আসি ফিরে।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরে ॥ ২৯৩
দেখিনা কেমন ধর্ম্ম রাখে নিজ ভক্ত।
খর্পর পূরিয়া পিব লাউসেন-রক্ত ॥ ২৯৪
কহিতে কহিতে কোপে কাঁপে কলেবর।
রুধির লোচন হইল বচন প্রখর ॥ ২৯৫
বিকট দশন দেবী বলে কাট্ কাট্।
দেখিয়া সকলে ভয়ে হারাইল বাট ॥ ২৯৬
নাট বাদ্য নিবৃত্ত হইল বেদবাণী।
প্রমাদে পৃথিবী হইল পদ্মপাতে পানি ॥ ২৯৭
কাণাকাণি করে যুক্তি যত দেবগণে।
এ কোপে কেমনে রক্ষ, কশ্যপ-নন্দনে ॥ ২৯৮
বিধাতা বরুণ বসু বসিয়া বাসব।
একে একে যুক্তি সবে করে অনুভব ॥ ২৯৯
লাউসেন বধিতে দেবী করিল প্রতিজ্ঞা।
ইছাই বধিতে হেথা ঈশ্বরের আজ্ঞা ॥ ৩০০
দুই রক্ষা কেমনে এমন চাহি যুক্তি।
সুধন্বা অর্জ্জুনে যেন নিদারুণ উক্তি ॥ ৩০১
পার্থ বলে সুধন্বাকে না বধিয়া বাণে।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ ৩০২
সুধন্বা বলেন যদি না কাটি এই বাণ।
কৃষ্ণেতে বিমুখ হয়ে হারাই পরাণ ॥ ৩০৩
আপনি রাখিল কৃষ্ণ দুজনারি পণ।
সেইরূপে সুযুক্তি করেন দেবগণ ॥ ৩০৪
স্তুতি-ভাষে ঠাকুরে আপনি কন বিধি।
তুমি কর্ত্তা কারণ, করণ কৃপানিধি ॥ ৩০৫
তিনলোক মোহিত তোমার মায়া-বলে।
কশ্যপ-কুমারে যদি রাখিবে কুশলে ॥ ৩০৬
দেবীর দারুণ কথা পাষাণের রেখ।
সেনের সমান মূর্ত্তি সৃজহ অনেক ॥ ৩০৭
সেই মূর্ত্তি কাটি যেন দেবী রক্ত পিয়ে।
তবে সে ইছাই মরে, লাউসেন জীয়ে ॥ ৩০৮

বিশেষ বিষয়-বুদ্ধি সবাকার ভুল।
মায়া-মূর্ত্তি সৃজিলে সকল সুপ্রতুল ॥ ৩০৯
তার সাক্ষী সন্ধ্যা নামে সূর্য্যের যে নারী।
বিষম স্বামীর তেজ সহিতে না পারি ॥ ৩১০
পিতার মন্দিরে গেল রাখি নিজ ছায়া।
বিহার করেন সূর্য্য বলি নিজ জায়া ॥ ৩১১
যার গর্ভে জন্ম নিল মহাগ্রহ শনি।
থাকুক অন্যের কথা ভুলিলে আপনি ॥ ৩১২
যবে দুষ্ট রাবণ হানিল মায়া-সীতা।
আপনি আকুল হৈল অখিলের পিতা ॥ ৩১৩
ঠাকুর কহেন ভাল এই যুক্তি বটে।
মায়া-মূর্ত্তি দেও লয়ে দেবীর নিকটে ॥ ৩১৪
হটে যে রহিলা গড়ে হেমন্তের ঝি।
বারেক বাঁচালে জানি তার পর কি ॥ ৩১৫
গিরিজা থাকিতে গড়ে গণ্ডগোল পণ।
মহামুনি নারদ তখন কিছু কন ॥ ৩১৬
সেই মূর্ত্তি বধি যবে দেবী রক্ত খাবে।
কাছে কয়ে কুকথা কৈলাসে লয়ে যাবে ॥ ৩১৭
ইছাই বধিয়া হেথা দিবে মুক্তিপদ।
প্রভু কন সার যুক্তি কহিলে নারদ ॥ ৩১৮
নারদে প্রশংসা করি প্রকাশিলা তনু।
সেনের আকার বেশ সবিশেষ অনু ॥ ৩১৯
দেখি হরষিত হলো যত দেবগণে।
প্রভু আজ্ঞা দিল তারে ইছায়ের রণে ॥ ৩২০
সেনেরে লুকায়ে থুল দেবতা সমাজে।
দ্বিজ ঘনরাম কন ভাবি ধর্ম্মরাজে ॥ ৩২১

মার মার ডাকি রণে মায়া-মূর্ত্তি রায়।
ঢাল মুড়ে মালকে ইছাই ঘোষ ধায় ॥ ৩২২
বায়ে ভর করি দোঁহে উলটী পালটী।
লাফায়ে কাঁপাল কোপে কুড়ি হাত মাটী ॥ ৩২৩
ঝটপটী অমনি যুঝিতে বীরবলে।
ফণিরাজ ফণাতে অবনীখান টলে ॥ ৩২৪
দু জনে দারুণ যুদ্ধে ছাড়ে সিংহনাদ।
সুগ্রীব বালিতে যেন বিষম বিবাদ ॥ ৩২৫
প্রমাদ ভাবিল যত অসুর দেবতা।
কাট কাট করে কোপে ধায় জগন্মাতা ॥ ৩২৬
অতি দৃষ্টে সেনে সে সাহসে দিল তাড়া।
হান্ হান্ হাঁকে দেবী হাতে ঢাল খাঁড়া ॥ ৩২৭
মার্ মার্ ডাকে রণে মায়ারূপী রায়।
ঢাল মুড়ে উড়ে পড়ে গোয়ালার কায় ॥ ৩২৮
উভ অসি চোটাতে ভবানী ওড়ে ঢালে।
মালক মারিয়া চোট মারিছে হাঁফালে ॥ ৩২৯
গোপের রক্ষায় পুন শ্যামরূপা ছোটে।
তাড়ায়ে সেনের মাথা হানে এক চোটে ॥ ৩৩০
হটে হৈমবতী যবে হানিল তার শির।
খর্পরে ইছাই ধেয়ে ধরিল রুধির ॥ ৩৩১
ভূতলে শরীর তার করে ছটফট।
জ্ঞান করে গোপ গড়ে ঘুচিল সঙ্কট ॥ ৩৩২
মায়ে দেয় রুধির মিশায়ে চিনি কলা।
নারদ বলেন মোর আর কোন্ বেলা ॥ ৩৩৩
অন্তরে ভাবনা করি ভবানীর পদ।
কুকথা কহিতে মুখে চলিল নারদ ॥ ৩৩৪
সম্ভ্রম করিল মাতা মুনি পানে চেয়ে।
মুনি বলে কি কর লাজের মাথা খেয়ে ॥ ৩৩৫
মামী হৈতে মামার মজিল জাত কুল।
ও মাগি ডাকিনী তারে করিলি বাতুল ॥ ৩৩৬
বেদে বলে সদাশিব দেবের দেবতা।
তুমিতো ত্রিপুরা-তন্ত্রে ত্রিলোকের মাতা ॥ ৩৩৭
পরম বৈষ্ণবী নাম পুরাণে বলাও।
আড়ে ওড়ে বৈষ্ণবের ঘাড় ভেঙ্গে খাও ॥ ৩৩৮
ক্ষীণতনু লাউসেন তপস্যার যোগে।
কাছে আছে ইছাই বেড়েছে রাজভোগে ॥ ৩৩৯
কেটে খাও উহাকে পিরীত পাবে বড়ি।
দেবী বলে দূর বেটা কোন্দল ধুকুড়ি ॥ ৩৪০
কড়মড়ি দশন কুপিয়া ধরে খাঁড়া।
কাট্ কাট্ শব্দে নারদে দিল তাড়া ॥ ৩৪১
প্রাণ লয়ে মহামুনি যায় রড়ারড়ি।
পিছে পিছে শ্যামরূপা যান তাড়াতাড়ি ॥ ৩৪২
মুখে কত ছোটে ঘাম ঘন বহে শ্বাস।
শিব সন্নিধানে মুনি পাইল কৈলাস ॥ ৩৪৩
যোগ বলে যত তত্ত্ব জানিয়া শঙ্কর।
নারদে লুকায়ে থুইল হেথা তার পর ॥ ৩৪৪
ক্রোধ-বশে ঈশ্বরী কৈলাসে উপনীত।
শঙ্কর নিকটে যেতে হইল লজ্জিত ॥ ৩৪৫
হেঁট মুখে দেখি হর হাতে ধরি তাঁর।
বাম উরে বসায়ে সুধান সমাচার ॥ ৩৪৬

মোরে ছেড়ে কোথা ছিলে গণেশের মা।
কথার কৌশলে কত পুলকিত গা ॥ ৩৪৭
বুড়া বলে ছাড়িতে উচিত নহে তোর।
দেবীকে বান্ধিল বড় দিয়া প্রেমডোর ॥ ৩৪৮
নাথের সরস ভাষে মহামায়া ভাসে।
হর হৈমবতী হর্ষে রহিলা কৈলাসে॥ ৩৪৯
ইছাই বধিতে হেথা প্রভু আজ্ঞা দেন।
মার মার শব্দে চলিল লাউসেন ॥ ৩৫০
ধেয়ে আইল ইছাই ধরিয়া খাঁড়া ঢাল।
কাছে ডাকে কাল পেঁচা কোলে দেখে কাল ॥
প্রমাদ ভাবিল গোপ গড়ে নাই মা।
অমঙ্গল অশেষ এলিয়ে পড়ে গা ॥ ৩৫২
রাবণে সঙ্কট যেন ছাড়িতে ভবানী।
তেমনি ঘটিল তবু করে হানাহানি ॥ ৩৫৩
মার মার শব্দে সঘনে কাট কাট।
ঢাল চালে চঞ্চল চৌদিগে চোটপাট। ৩৫৪
হাতাহাতি হানাহানি বাড়িল মহিম।
ইছাই কীচক রণে লাউসেন ভীম ॥ ৩৫৫
গোয়ালা হানিছে চোট সামালিয়ে বীর।
অমনি উলটি হানে ইছায়ের শির ॥ ৩৫৬
অন্তরীক্ষে মাথা লয়ে বীর হনুমান।
ফেলাতে প্রভুর পদে পাইল নির্ব্বাণ ॥ ৩৫৭
নির্ভয় হইল পুরী জয় হইল রণ।
পরম পিরীত পাইল প্রভু নিরঞ্জন ॥ ৩৫৮
ভক্তের মরণে উচাটিতচিত্ত হয়ে।
ধেয়ে আইল শ্যামরূপা কৈলাস ছাড়িয়ে ॥ ৩৫৯
গোপের নিধন দেখি হাহাকার করি।
কাটা স্কন্ধ কোলে করি কান্দেন ঈশ্বরী ॥ ৩৬০
ইছাইরে মোর বাছা কি হলো কি হলো।
বিপাক-বন্ধনে বেড়ে বাছা মোর মলো ॥ ৩৬১
মনোহর মহাপূজা মহীমাঝে আর।
সুরপুর ত্যজিয়া সংসারে লব কার। ৩৬২
আর না শুনিব স্তুতি সে চাঁদবদনে।
কান্দেন করুণাময়ী অঝোর নয়নে ॥ ৩৬৩
আর নাহি বাছা রে বসিবি রাজপাটে।
মা হেরি বদন-বিধু বুক মোর ফাটে ॥ ৩৬৪
নারদ বিবাদী মোর প্রমাদ করিল।
হাতে নিধি দিয়া বিধি হরে মোর নিল ॥ ৩৬৫
আপনি বুঝিনু যার হয়ে অনুকূল।
সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে দিয়া ধূল ॥ ৩৬৬
মনেতে কুমতি পদ বাড়িল যখন।
তখন জানিনু বাছার নিকট মরণ ॥ ৩৬৭
পাতালে পশিনু আমি যাহার লাগিয়া।
সে বাছাকে নিল মোর হিয়া বিদারিয়া ॥ ৩৬৮
প্রবোধেন পদ্মাবতী মুছায়ে নয়ান।
কেন্দনা জননী, গোপ বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৬৯
নির্ব্বাণ পেয়েছে গোপ তুয়া পদ সেবি।
প্রিয় পদ্মা প্রবোধে প্রবোধ পাইলা দেবী ॥ ৩৭০
শ্রীগুরু পদারবিন্দে বন্দ অভিলাষী।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম কৃষ্ণপুর বাসী ॥ ৩৭১
প্রিয় ভক্ত গোয়ালা ভজেছে ভক্তিবলে।
আপনি ইছার অঙ্গ জ্বালালে অনলে ॥ ৩৭২
পদ্মা সনে অজয় নিকটে উপনীতা।
চন্দন ইন্ধন চারি বিরচিলা চিতা ॥ ৩৭৩
পাতিয়ে চামর তায় হেমন্তের ঝি।
শুয়ায়ে ইছার অঙ্গ ঢেলে দিল ঘি ॥ ৩৭৪
দাহন করেন মাতা বেদের নিয়মে।
অস্থি পাঠাইল গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে। ৩৭৫
দশপিণ্ড পূরক পার্ব্বতী দিল দান।
ইছার মন্দিরে আইল অঝোর-নয়ান। ৩৭৬
হীরা মণি মাণিক মুকুতা কত ঠাঁই।
সকলি রয়েছে পড়ে, বাছা সবে নাই ॥ ৩৭৭
এখানে করিত স্নান, এখানে ভোজন।
এই স্বর্ণখাটে বাছা করিত শয়ন। ৩৭৮
এই রাজপাটে বাছা করিত দরবার।
এই রত্নসিংহাসনে পূজিত আমার। ৩৭৯
পদ্মা প্রবোধয়ে পুন পড়িয়া চরণে।
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা পাসরি কেমনে। ৩৮০
একদিন আমি গো কৈলাস হৈতে আসি।
এইখানে খেলে পাশা পাঠশালে বসি। ৩৮১
মুখে বলে দশ দশ মনে মোর জপ।
মহাসিদ্ধ বাছা মোর বয়স অলপ। ৩৮২
কি করি পাসরি বল সদা মনে পড়ে।
পাসরিতে নারি পদ্মা পরাণ আঁচড়ে। ৩৮৩
দাসী বলে শোকে গো সদাই দিলে মন।
জন্মিলে মরণ কেন করেছে সৃজন। ৩৮৪

মহারথি অভিমন্যু দ্রোণ কর্ণদাতা।
সম্মুখ সমরে মা সুধন্বা গেল কোথা। ৩৮৫
মহী মাঝে মানব ইচ্ছাই ঘোষ কেবা।
ইন্দ্র আদি অমর সেবকে লও সেবা। ৩৮৬
অনেক যতনে পদ্মা রাখিল প্রবোধ।
শোক ত্যজি মহামায়া ভর কৈল ক্রোধ। ৩৮৭
এখন কে রাখে দেখি লাউসেনে মেলে।
মায়ামূর্ত্তি দিয়া জানি বারেক বাঁচালে। ৩৮৮
নাশিব সকল আজি মোর কথা নড়ে।
এত শুনি পদ্মাবতী পায়ে ধরে পড়ে। ৩৮৯
আগম পুরাণ বেদে তোমার বচন।
নিধন হয়েছে গোপ বিধির লিখন। ৩৯০
দেবী কন বিধি কি আমার নহে বাধ্য।
বিধি বশে কি করে সকল কর্ম্ম সাধ্য॥ ৩৯১
নির্মুক্ত হয়েছে গোপ জন্ম নাহি আর।
কিহেতু করিবে তবে সেনের সংহার। ৩৯২
তোমার সেবার পাত্র সে বা কোন্ নয়।
হাথের হেতার যারে দিয়াছ অভয়। ৩৯৩
কানড়া বিবাহ দিয়া করেছ স্থাপিত।
এত নিদারুণ তারে হওয়া অনুচিত। ৩৯৪
শান্ত হয়ে কন দেবী প্রবোধ বচনে।
ভাল কৈলা পদ্মাবতী এত কার মনে। ৩৯৫
রাজা সঙ্গে মিছা মাত্র গণ্ডগোল সারা।
পাছে পদ্মাবতি গো দুকুল হই হারা। ৩৯৬
না গেলে রহিতে নারি কানড়ার কাছে।
ঝিয়ে মোর এ কথা গঞ্জনা দেয় পাছে। ৩৯৭
দাসী সনে দেউলে দেবীর এত ভাষ।
শুনিয়া দেবতাগণে ঘুচিল তরাস। ৩৯৮
ঠাকুরে কহেন শুন দেবতা সকল।
দেবী যে শরণ হল পরম মঙ্গল। ৩৯৯
এখন উচিত তবে লাউসেন লয়ে।
সবে চাও বিনয়ে বিদায় এস হয়ে। ৪০০
এত শুনি গেলা সবে দেবীর সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস যোড় হাত বুকে। ৪০১
প্রণতি করিয়া কয় বিনয় প্রচুর।
এই লও লাউসেন পাঠা'ল ঠাকুর। ৪০২
তোমার কৃপার পাত্র কর যে উচিত।
মুখ হেরি হৈমবতী হইলা লজ্জিত। ৪০

কৃতাঞ্জলি করি রাজা করিছে প্রণতি।
অজ্ঞান বালকে দোষ ক্ষম ভগবতি। ৪০৪
দোষ গুণ সকলি প্রমাণ ঐ পা।
ক্ষমা না করিবে যদি প্রাণে বধ মা। ৪০৫
এই অস্ত্র আপনি দিয়াছ হস্ত তুলি।
এই লহ এখানি এইখানে দেহ বলি। ৪০৬
এত শুনি কন দেবী কাণে দিয়া হাত।
প্রিয় ঝি কানড়া মোর, তুমি তার নাথ। ৪০৭
দৈবাৎ যে কিছু হৈল ক্ষমা দিবে মনে।
এত শুনি লাউসেন পড়িল চরণে। ৪০৮
দেউলে দেবীর পূজা দিল দেবগণ।
সান্ত্বনা করিয়া পুন করিল স্থাপন। ৪০৯
হর্ষ হয়ে হৈমবতী করিলা বিদায়।
প্রভুপদে আসি রাজা ধরণী লোটায়। ৪১০
দেবতা সকলে পুন করিল স্থাপনা।
সাধুবাদে সেনে সবে করিল সান্ত্বনা। ৪১১
আনন্দে অবধি নাই টেঁকুর ভুবনে।
নিজ স্থানে গেল সবে যত দেবগণে। ৪১২
ইছাই পড়িল রণে পড়িল ঘোষণা।
পিতা মাতা আদি যত আছে বন্ধুজনা। ৪১৩
সান্ত্বনা করিয়া রায় করিল আসান।
গড়ে গাড়ে গৌড়পতি রাজার নিশান॥ ৪১৪
বাজিল বিজয় বাদ্য ফিরিল দোহাই।
সোমঘোষে ডোমগণ ধরে ধাওয়াধাই। ৪১৫
পরিত্রাহি বলিয়া সেনের ধরে পায়।
অনাথে অশেষ দোষ ক্ষমা দিবা রায়। ৪১৬
প্রসন্ন হইলা ঘোষে সেন দয়াশীল।
সঙ্গে লয়ে সাত দিনে গৌড়েতে দাখিল। ৪১৭
প্রবেশ করিতে সভা উঠে জয়ধ্বনি।
রাজা বলে আইস বাপু পোহাল রজনী। ৪১৮
অমনি রাজার পায় নত হলো রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সভায়। ৪১৯
ঘোষে দেখি রোষে রাজা দিতে চায় শূলি।
মহাশয় সেন কন করি কৃতাঞ্জলি। ৪২০
ইছাই পড়িল রণে আছিল কুটিল।
তোমা ভক্ত সোম ঘোষ বুড়াটি সুশীল। ৪২১
শুনি রাজা শান্ত হইল সেনের বচনে।
রায়ে বলে সম্ভ্রমে বসায়ে একাসনে। ৪২২

নবলক্ষ দলে যারে নাই গেল আঁটা।
কহ বাপ সে বেটা কেমনে গেল কাটা। ৪২৩
বিনয়ে কহেন বীর বুকে যোড় হাত।
উপলক্ষ অনুকূল অখিলের নাথ। ৪২৪
নিপাত করিল তারে প্রভু করতার।
শ্যামরূপা-সেবায় সে জিনিল সংসার। ৪২৫
প্রবল প্রতাপ তার বিক্রমে বিশাল।
পরাজয়ে পার্ব্বতী ধরেন খাঁড়া ঢাল। ৪২৬
মাথা কেটে ভূমেতে ফেলানু কতবার।
স্কন্ধে যোড় লাগে গিয়ে, যুঝে পুনর্ব্বার। ৪২৭
অন্তরীক্ষে কাটা মাথা ধরি হনমান।
পাতালে ফেলিতে পুন দেবী দিল প্রাণ। ৪২৮
নির্ব্বাণ হইল পুন প্রভু-পদতলে।
হেন জনে কি করিবে নব লক্ষ দলে। ৪২৯
শুনি প্রেমে পুলকিত কন ধন্য ধন্য।
দেবতা তনয়-তুমি বীর অগ্রগণ্য। ৪৩০
তুমি বাপু ভূপতি বংশের অবতংস।
অবনী মণ্ডলে তুমি অবতার অংশ। ৪৩১
কেহ কেহ কহে এই পরম পুরুষ।
মহী মাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ। ৪৩২
প্রসন্ন সংসার মাত্র পাত্র পীড়া পায়।
অতঃপর লাউসেন মাগিল বিদায়। ৪৩৩
রাজা বলে গমনে উচিত বটে ত্বরা।
পিতা মাতা ঘরে তব জীয়ন্তেতে মরা। ৪৩৪
ঐ গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির।
সন্তাপে শরীর তার সদাই অস্থির। ৪৩৫
এত বলি বহুমূল্য বসন ভূষণে।
বিদায় করিল রাজা হরষিত মনে। ৪৩৬
সেনের আশ্বাসে রাজা ছেড়ে দিলে ঘোষে।
বিদায় হইয়া গেল পরম সন্তোষে। ৪৩৭
হরিষে প্রবেশে দেশে রাজা লাউসেন।
প্রবেশ করিলা পুরী দিন শুভক্ষণ। ৪৩৮
সবে বলে লাউসেন শুভক্ষণে আইল।
শোকে অন্ধ রাজা রাণী শুনি চক্ষু পাইল। ৪৩৯
পাদপদ্মে আসি রায় করিল প্রণাম।
পূর্ণ হইল সবার প্রসন্ন মনস্কাম। ৪৪০
ব্রাহ্মণে প্রণাম করি পাইল আশীর্ব্বাদ।
দেবগণে মাল্য মলয়জ দূর্ব্বা ধান। ৪৪১
প্রণাম হইল পিতা মাতার চরণে।
হর্ষ হয়ে আশীষ করিল দুই জনে। ৪৪২
প্রেম আলিঙ্গন দিল প্রাণের কর্পূরে।
আনন্দে অবধি নাই নিরানন্দপুরে। ৪৪৩
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ সদা সুখ।
হর্ষ হইল প্রজাগণ হেরি চাঁদমুখ। ৪৪৪
আনন্দে আনন্দ বৃদ্ধি সিদ্ধি শুভাদৃষ্ট।
পুত্র চিত্রসেন তাঁর হইল ভূমিষ্ঠ। ৪৪৫
শুভগ্রহ সুদৃষ্টে অরিষ্ট গেল নাশ।
নানা পদ্য বাদ্য বাজে মঙ্গল উল্লাস। ৪৪৬
পুত্রের কল্যাণে রাজা বিলাইল ধন।
সুশস্য ধরণী ধান্য গোধন কাঞ্চন। ৪৪৭
সদানন্দে নৃপতি রহিলা সেই পুরে।
পালা সাঙ্গ সম্প্রতি সঙ্গীত এত দূরে। ৪৪৮
শ্রীগুরু পদারবিন্দ বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী। ৪৪৯

ইছাই-বধ পালা সমাপ্ত।

বিংশতি সর্গ।

বাদল পালা।

হর্ষচিত্ত হয়ে হরি বল বন্ধু জনা।
এড়াবে যতেক জীব যমের যন্ত্রণা। ১
দুর্লভ মানব দেহ ইহা নহে নিত্য।
অনিত্য সংসার ঘোরে অখণ্ডিত চিত্ত। ২
সুখবিত্ত বিনা চিত্ত নিত্য নাহি যায়।
ভজ হরি ভবসিন্ধু তরিতে উপায়। ৩
নিজ দেশে লাউসেন ভজে করতার।
প্রমাদ গণিছে গুরু গৌড়ের গোঁয়ার। ৪
কংসরাজে ধ্বংস কৈল ভগ্নী বংশ হয়ে।
রোগ ঋণ রিপুশেষ দুঃখ দেয় রয়ে॥ ৫
ভাগিনা দুরন্ত রিপু দেখে দর্প টুটে।
কেমনে বধিব মনে কত খান উঠে। ৬
সঙ্কটে পাঠানু তারে ঢেঁকুরের গড়ে।
শ্যামরূপা সর্ব্বাণী আপনি যায় লড়ে। ৭
জয় করে যেন এল দুর্জ্জয় ঢেঁকুর।
ধর্ম্মপূজা-প্রতাপে প্রভাব এত দূর। ৮

অতোধিক হতে পারি যদি পূজি ধর্ম্ম।
তমোগুণে চিন্তে পাত্র সাত্ত্বিকের কর্ম্ম। ৯
পূজিলে অমর বর হাতে হাতে নিব।
অভিশাপে প্রতাপে বা ভাগিনা বধিব। ১০
রঞ্জাবতী হা পুতি হইল এত কালে।
কার লেগে মলো মিছে ভর দিয়ে শালে॥ ১১
আপনি কেবল যদি করি ধর্ম্মপূজা।
শুনে অভিমান পাছে করে মহারাজা॥ ১২
এত ভাবি রাজারে বুঝায়ে কিছু কয়।
করপুটে বিরলে বিশেষ সবিনয়। ১৩
ধর্ম্মপূজা কর রাজা ধরণী মণ্ডলে।
আদরে অমর বর পাবে করতলে॥ ১৪
ইন্দ্র হন সুরপতি করি ধর্ম্ম-পূজা।
পেয়েছে দ্বিতীয় স্বর্গ হরিশ্চন্দ্র রাজা॥ ১৫
পুত্র কাটি পূজা দিল তেজি মায়া মো।
ধর্ম্মের গাজনে পুন পৈলে সেই পো॥ ১৬
বিপত্তি-সাগরে তরি লভেছে সম্পদ।
মহারাজা যুধিষ্ঠির পূজি ধর্ম্ম-পদ॥ ১৭
শ্রীযুক্ত মরুত্ত আদি দিল ঘর ভরা।
এখন প্রমাণ তার পুরাণ দেহারা॥ ১৮
থাকুক অন্যের কথা চাকর তোমার।
লাউসেন ভাগিনা মানব কোন ছার॥ ১৯
তার এত প্রতাপ পৃথিবী করে জয়।
ধর্ম্ম পূজা বিনা কিছু অন্য তেজ নয়॥ ২০
যদি মনে করে তবে গৌড়ে হবে রাজা।
রাজা পাত্র অতেব ধর্ম্মের করি পূজা॥ ২১
রাজা বলে আগে তো আনই লাউসেনে।
সুধায়ে বিধান বুঝি পূজি শুভক্ষণে॥ ২২
পাত্র বলে পূজা-বিধি মোরে নাই হারা।
আগেতে ত্বরিতে তুলি ধর্ম্মের দেহারা॥ ২৩
রাজা বলে লহ তবে ভাণ্ডারের ধন।
পাত্র বলে কোন্ কর্ম্ম কিবা প্রয়োজন॥ ২৪
এত আলি হুকুম উচিত আজি নয়।
বুঝে দেখ কত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়॥ ২৫
তোমার দারুণ দান দিনে দশ ধেনু।
দিগ্ বাণসুবর্ণ দক্ষিণা তার অনু॥ ২৬
হাতি ঘোড়া চাকরে খরচ লক্ষ সাত।
একা লাউসেন লুটে লক্ষের বিলাত॥ ২৭
ভরণ-ভূষণভারে খরচ অযুত।
কোথা হইতে এত ধন করিব মজুত॥ ২৮
কত আছে দান ধর্ম্ম অপরঞ্চ দায়।
ভাণ্ডার করিলে শূন্য ভাল নহে রায়॥ ২৯
হুকুমে দেহারা তুলি মিছা কেন ব্যয়।
রাজা বলে কর যে তোমার মনে লয়॥ ৩০
তবে পাত্র কোটালে হুকুম দিল দড়।
বেগারি কোদাল ঝুড়ি এনে কর জড়॥ ৩১
পাত্রের হুকুম পালে বন্দি ইন্দ্রজাল।
বেগারি বিশয়ে বড় বাড়াল জঞ্জাল॥ ৩২
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥ ৩৩

দ্বাদশ কোটাল সঙ্গে ইন্দ্রজাল ধায়।
সহরে বেগার ধরে লাগি যার পায়॥ ৩৪
তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকার।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কান্দু কামার কুমার॥ ৩৫
বাইতি বেগারি বেগে বিশেষ বারুই।
কলসী কোদাল কান্ধে বেগারি বিজই॥ ৩৬
কেহ বা পলাতে পথে দূতে ধরে তেড়ে।
হুড়া মারি হাতাহাতি রাখিয়াছে সাজুড়ে॥ ৩৭
আড়ে ওড়ে কেহ ঝোড়ে তাড়া খেয়ে বনে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন ভয়ে লুকাইল কোণে॥ ৩৮
ব্রহ্মচারী ভিখারী ককিরে করে মজা।
বাটে ধরি বেগারি বাঁটিয়ে দেয় বোজা॥ ৩৯
সুচারু চত্তর বান্ধে তোলাইয়া মাটী।
তায় তোলে দেয়াল তেত্রিশ বড় পাটী॥ ৪০
কত কাষ্ঠ কাটে তক্ষ বেগারি কামিলা।
করাতে কাটিয়া কাষ্ঠ বরগা তুলিলা॥ ৪১
আরোপিলা স্তম্ভ কত চিত্রপাটি সাঙ্গা।
বিবিধ ইন্ধন যত মূর্ত্তিমান রাঙ্গা॥ ৪২
সুরঙ্গ সরল সলা আচ্ছাদিয়া কাট।
বিচিত্র বেতের তায় বিরাজিত সাট॥ ৪৩
গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভা করে ভাল॥ ৪৪
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচ-ঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে॥ ৪৫
পাষাণে রচিত পীড়া, দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মণির চান্দা চিত্ত বান্ধা রয়॥ ৪৬

অতি মনোহর হইল ধর্ম্মের দেহারা।
সম্মুখে টাঙ্গাল চান্দা মণিময় ঝারা ॥ ৪৭
পণ্ডিত আনায়ে তবে জিজ্ঞাসিল ভূপ।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপূজা-বিধান কিরূপ ॥ ৪৮
প্রধান পুরুষে কবে সমর্পিব ঘর।
কবে শুভ গাজন আরম্ভ তার পর ॥ ৪৯
গোঁসাই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়া।
চারি চিত্র চামর চন্দন চাই চুয়া ॥ ৫০
আসন-অঙ্গুরী মাল্য মলয়জ বাসে।
সবারে বরণ চাই মন-অভিলাষে ॥ ৫১
প্রধান পণ্ডিত চারি অপরঞ্চ কত।
বার জন মুখ্য আর বালা ভক্ত যত ॥ ৫২
ষোল উপচার দিব্য লহ নৃপবর।
ধূপ ধূনা ধৌত ধান্য ধবল চামর ॥ ৫৩
কিসের অভাব রাজা তুমি পুণ্যবান।
যখন যে চাই লব পদ্ধতি প্রমাণ ॥ ৫৪
বাড়ি বাড়ি চাল হাঁড়ি দেহ নিমন্ত্রণ।
সহর সহিত সেব ব্রহ্মসনাতন ॥ ৫৫
গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল।
হরি হর দেখুক আসি আদ্যের ধুমুল ॥ ৫৬
পাত্র বলে পার্থিব পূজনে কিবা তত্ত্ব।
কারে চাল হাঁড়ি দিবে কে এত মহত্ত্ব ॥ ৫৭
গৌড়ের যতেক প্রজা আছে বন্দিশালে।
সবারে কোটাল যেয়ে কবে এক কালে ॥ ৫৮
সকলে আসিয়া যেন লয় ধর্ম্মটীকা।
রাজা বলে এ কথা আমারে লাগে ফিকা ॥ ৫৯
পণ্ডিতের আজ্ঞা ব্রহ্ম ধর্ম্ম-পূজাচার্য্য।
তোমার বিধান রাখি যবে রাজকার্য্য ॥ ৬০
ভাল ভাল বলে পাত্র শুনি এত বোল।
তবে রাজা সহরে ফিরাল জয় ঢোল ॥ ৬১
বিধিমত নিমন্ত্রণে আনি নানা পূজা।
শ্রীধর্ম্মের বার্ম্মতি আরম্ভ করে রাজা ॥ ৬২
পুরট অঙ্গুরী পট্ট বসন ভূষণে।
পণ্ডিতে বরণ করি বরে জনে জনে ॥ ৬৩
বল্লভক্ত বারাশা আমিনি বিশাশয়।
ধর্ম্মের গাজনে ধ্বনি উঠে জয় জয় ॥ ৬৪
ধর্ম্মরাজে দিল আগে সমর্পিয়া ঘর।
রাজ্যের সহিত রাজা পূজে পরাৎপর ॥ ৬৫

ঠাকুর পরমানন্দ পৌষয়ান বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসারে প্রশংসে ॥ ৬৬
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরু পদাশ্রান্ত ॥ ৬৭
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥ ৬৮
ধর্ম্ম পূজে গৌড়পতি শুদ্ধমতি হয়ে।
ভক্তি-যুক্ত মুক্তি আশে ভক্তগণ লয়ে ॥ ৬৯
প্রমাণ প্রয়োগে পূজা পণ্ডিত প্রকাশে।
আচান্ত আসন শুদ্ধি বাহ্য-বুদ্ধিন্যাসে ॥ ৭০
মাস পক্ষ তিথি গোত্র উচ্চারিলা নাম।
প্রভুর পরমপদ প্রাপ্তি মনস্কাম ॥ ৭১
ভাগ্নের মরণ মাত্র পাত্রের কামনা।
মনে মনে মহামদ করিল রচনা ॥ ৭২
ষোল উপচারে পূজে পরম উল্লাসে।
ধূপ ধূনা ধবল আসন ধৌত বাসে ॥ ৭৩
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা ॥ ৭৪
কনক কুসুমাঞ্জলি প্রভু-পদাম্বুজে।
সমর্পিয়া সাত্ত্বিক ভাবেতে রাজা পূজে ॥ ৭৫
তিন সন্ধ্যা গীত বাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত।
ধর্ম্ম পূজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥ ৭৬
উপরে যুগল পদে অধ লোটে শির।
ধূলা অগ্নি করে করে বদনে রুধির ॥ ৭৭
বেত হাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম্ম জয়।
ঊর্দ্ধবাহু করে কেহ এক পায় রয় ॥ ৭৮
ন দিনে নিবড়ে পূজা দিয়ে নানা নিধি।
দশমে গামার কাটে পণ্ডিতের বিধি ॥ ৭৯
একাদশ দিবসে বিশেষ অনাহার।
জপ তপ যাগ যজ্ঞে পূজে করতার ॥ ৮০
কাটারি শয্যায় কেহ করেছে শয়ন।
উরসি উজ্জ্বল কার জ্বালে হুতাশন ॥ ৮১
কেহ বিন্ধে কপালে উজ্জ্বল জ্বলে দীপ।
একান্ত হইয়া চিত্তে পূজে নরাধিপ ॥ ৮২
মন্দমতি মহামদা পূজে তামসিক।
ধর্ম্ম-পাটা ধরি ধূর্ত্ত বলায় ধার্ম্মিক ॥ ৮৩
অনাদি অনন্ত প্রভু জানিয়া অন্তরে।
গৌড়পতি একান্ত আমার পূজা করে ॥ ৮৪

ওরে বাপু হনুমান শুনহ কৌতুক।
মূর্খ পাত্র পূজে মোরে ভক্তে দিতে দুঃখ॥ ৮৫
মনে করি রাজারে হইব বরদায়।
প্রকট পূজক পাত্র কেমনে পলায়॥ ৮৬
হেন জনে হিংসে যে আমার প্রিয় তন।
এত শুনি পদতলে বলে বীর হনু॥ ৮৭
আজ্ঞা কর আপনি আনাই ইন্দ্রদেবে।
চারি দণ্ড প্রলয়ে সবারে ঘরে লবে॥ ৮৮
তবে যদি থাকে রাজা হবে সাবধান।
পূরিবে মনের আশা হয়ে কৃপাবান্॥ ৮৯
সার যুক্তি শুনিয়া আনায় মঘবানে।
ঠাকুর কহেন ইন্দ্র শুন সাবধানে॥ ৯০
গোকুলে আকুল যেমন করেছিলে গোপে।
গৌড়ে যেয়ে প্রমাদ পাড়িবে সেইরূপে॥ ৯১
সত্ত্বগুণে পূজে মোরে গৌড়ের ঠাকুর।
তামসিক ত্রিপণ্ডে তাড়ায়ে কর দূর॥ ৯২
হবি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৯৩
আজ্ঞা বন্দি সগণে গগনে গৌড়বেড়ে।
সঘনে ঈশান কোণে চিকুর আছাড়ে॥ ৯৪
দড় দড় শব্দ ঘোর ঘন উল্কাপাত।
বিপরীত বিদ্যুৎ বিষম বজ্রাঘাত॥ ৯৫
নির্ঘাত শবদ শুদ্ধ শিলা বরিষণ।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন। ৯৬
মড় মড় শব্দে ঝড়ে পড়ে কত গাছ।
কত পীঁড়া উঠানে আছাড় খায় মাছ। ৯৭
হুড় হুড় দুড় দুড় কুল কুল রব।
শুনিয়া চঞ্চল চিত্ত চমকিত সব। ৯৮
দারুণ ঝন্ঝনা শব্দ শঙ্কায় অমনি।
শব্দ শুনি স্মরে কেহ জৈমিনি জৈমিনি। ৯৯
কেহ কৃষ্ণ কংসারি কেশব কৃপাসিন্ধু।
ঘোর বিঘ্ন ঘটেছে ঘুচাও দীনবন্ধু। ১০০
বিপত্তি বিষম বুঝি ডাকে কোন নর।
শ্রীমধুসূদন হরি রক্ষ গিরিধর। ১০১
হুতাশে হুঁটুরে পড়ে পুরে যত প্রজা।
গোকুলে আকুল যেন ছাড়ি ইন্দ্রপূজা। ১০২
মানভঙ্গ দেখি মঘবান্ কোপদৃষ্টি।
ঘোর বৃষ্টি শিলাজলে বিনাশিল সৃষ্টি। ১০৩

গোকুল আকুল যেন গোপ গোপীগণ।
গোবিন্দ বদন হেরি ব্যাকুল গোধন। ১০৪
গোপগণ কন নন্দনন্দন কানাই।
কোথা গোবর্দ্ধন হে গোকুলে রক্ষা নাই। ১০৫
গোপাল ছাওয়াল বুদ্ধে মজালে সকল।
কৃপাদৃষ্টি করি কৃষ্ণ ভকতবৎসল। ১০৬
হেলায় ধরিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন।
রক্ষা পেল গোপ গোপী গোকুলে গোধন। ১০৭
পাপী পাত্র প্রয়োজনে এখানে প্রমাদ।
পুণ্যবন্ত বিনা না ঘুচিবে অবসাদ। ১০৮
ঘন ঘোর অন্ধকার বিষম বৃষ্টি ধারা।
হারা হলো দিবানিশি রবি শশী তারা। ১০৯
ধ্যান চিত্তে আছে রাজা না জানে সঙ্কট।
প্রমাদে পাত্রের প্রাণ করে ছটফট। ১১০
ভাঙ্গিল সবার ধ্যান কাটি দিয়া ঢাকে।
রাজা বলে পুন পাত্র পরিত্রাহি ডাকে। ১১১
তথাপি না মেলে আঁখি তবে চাপে অঙ্গ।
পাপী পাত্র পরশে হইল ধ্যাল ভঙ্গ। ১১২
পাত্র বলে আর মিছা পূজায় কি কার্য্য।
বর থাকুক বিপদে বেড়িল সর্ব্ব রাজ্য ১১৩
কুবুদ্ধি পাত্রের বোলে সবে পূজা হেলে।
পুঁথিটা পণ্ডিত কোপে আছাড়িয়া ফেলে। ১১৪
পূজা তেজে প্রমাদে পালাল সবে ঘর।
সবে মাত্র রহিল বাইতি হরিহর। ১১৫
নিাত নিতি বাড়ে বড় অঘোর বাদল।
খাল খানা বাট ঘাটা একাকার জল। ১১৬
দড় দড় শব্দে কত ভাঙ্গিছে দেয়াল।
বিষম বাণের বলে জলে ভাসে চাল। ১১৭
ভূপাল কপাল হানে না বুঝি বিশেষ।
গৌড়ে মাত্র বাদল প্রসন্ন সর্ব্বদেশ। ১১৮
কিবা অপরাধ হলো প্রভুর পূজায়।
ভক্ত লাউসেন বিনা না দেখি উপায়। ১১৯
পাত্র বলে কি ভাব, আনি লাউসেনে।
পাতি লিখে কোটালে সঁপিল সেই খানে। ১২০
আজ্ঞা দিল শীঘ্রগতি যাবি রে আসিবি।
বুঝে সুঝে সেখানে খরচ খুব নিবি। ১২১
পদব্রজে আনিবি রাখিয়া অশ্বরাজ।
যেমত্তি লিখিছি পাতি না করিবি ব্যাজ। ১২২

।শরে বন্দি পাতি ইন্দে পাগে লয়ে বান্ধে।
যাত্রা করে যোগিনী পশ্চাৎ আদ্য চাঁদে। ১২৩
তরণী সরণি মুখে সেবি শশিচূড়।
পার হল পদ্মাবতী পশ্চাতে গৌড়। ১২৪
দিবারাতি অতি বেগে গতি অতি শ্রমে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে। ১২৫
পার হয়ে পীরের পায় প্রণতি প্রচুর।
এড়াল উড়ের গড় বাবরকপুর। ১২৬
আমিলা মগলমারি উচালন রাখি।
অবিলম্বে ধ য় দূত যেন বাজ পাখি। ১২৭
স্নান পূজা ভক্ষণে কেবল ব্যাজ করে।
দাখিল অনিলগতি ময়না নগরে। ১২৮
রাজ্যের সহিত রাজা মজি সত্ত্বগুণে।
গোবর্দ্ধন ধারণ গোবিন্দ গুণ শুনে। ১২৯
লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রের পূজা ব্রজের নন্দন।
পূজালো গোয়ালা গণে গিরি গোবর্দ্ধন। ১৩০
গোকুল নাশিতে ইন্দ্র কৈল কোপদৃষ্টি।
গিরিধরি গোবিন্দ রাখিল সব সৃষ্টি॥ ১৩১
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেন কালে দূত আসি হ'ল উপনীত॥ ১৩২
হাতে দিয়ে পরয়ানা প্রণতি করে পায়।
এস এস বলি তারে পরিতোষে রায়॥ ১৩৩
পাঁতি পড়ে মৃদু স্বরে শুনাল সবারে।
অকাল বাদল গৌড়ে তলব আমারে॥ ১৩৪
এত শুনি সবার হুতাশ ঘুচে মনে।
কর্পূর বলিল দাদা যাব তোর সনে॥ ১৩৫
ভূপতি বলেন ভাল, চল নাহে ভাই।
নাই যুদ্ধ বিসম্বাদ বিপদ বালাই॥ ১৩৬
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ১৩৭
ধর্ম্মপূজে সাজে রাজা রজনী প্রভাতে।
অনুগত কর্পূর চলিল সাথে সাথে॥ ১৩৮
হাতে হাতে সমর্পিল রাণী রঞ্জাবতী।
মা বাপে প্রণতি করে চলিল ভূপতি॥ ১৩৯
সঙ্গে সব নফর অপর দুই ভাই।
আগে আগে ইন্দা মেটে চলে ধাওয়াধাই। ১৪০
পার হল কালিন্দী পদ্মমা পাছুয়ান।
মহামতি যতি রাজা অতি বেগে যান॥ ১৪১
সহর সরাই নদী খাল বিল যত।
একে একে রাখে গ্রাম নাম লব কত॥ ১৪২
আসি গৌড় নিকটে প্রবেশে মহাশয়।
গৌড়বেড়ে দেখে ঘোর অন্ধকারময়॥ ১৪৩
নির্ঘাত ঝনঝনা শব্দ শিলা বরিষণে।
গভীর গর্জ্জনে গুরু ভয় পাইল মনে॥ ১৪৪
সঘনে গগনে রাজা চারি পানে চান।
ঐরাবতে সেন তবে দেখিল মঘবান॥ ১৪৫
বুঝিয়া ভাবনা যুক্ত ভক্ত লাউসেনে।
ঘোর বৃষ্টি বাদল ঘুচাল সেইক্ষণে॥ ১৪৬
দশ দণ্ড আকাশে সূর্য্যের বীর্য্য আভা।
ঘুচিল প্রমাদ দেশে বসে রাজসভা॥ ১৪৭
গড়পার হয়ে রাজা দেখে বিদ্যমানে।
সহর বাজার কুলি একাকার বানে॥ ১৪৮
খানা নদী খাল বিল ডহর কি ডাঙ্গা।
যোল ক্রোশে কত সেতু স্রোতে গেছে ভাঙ্গা।
কুল কুল শব্দে বান কত দিকে ছুটে।
তরল তরঙ্গ তায় কত রঙ্গ উঠে॥ ১৫০
মার্জ্জার মূষিক শিবা শশক শার্দ্দূল।
গলাগলি ভাসে বানে বিপত্তে ব্যাকুল॥ ১৫১
ফণীর ফণায় চেপে চলিছে মণ্ডূক।
বিপাকে কাকের হাসি দেখিতে কৌতুক। ১৫২
কর্পূর কহেন দাদা দেখ অসম্ভব।
সেন বলে শুন হে সময়ে করে সব। ১৫৩
এত বলি চলি গেলা সঙ্কেত সরণি।
প্রবেশে রাজার সভা উঠে জয়ধ্বনি। ১৫৪
অমনি রাজার পায় নত হৈল রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়। ১৫৫
সমাদরে ভূপতি আপনি নিজ কাছে।
তোমা বিনা বিপত্তে বান্ধব কেবা আছে। ১৫৬
আগমনে গেল গুরু গড়ের দুর্গতি।
শুনি কোপে কয় কিছু পাত্র মূঢ়মতি। ১৫৭
নিয়ম অষ্টম দিনে ঘুচিল বাদল।
এত মিছে বড়াই বাড়ায়ে কোন্ ফল ১৫৮
মাঝে মাঝে গত তার কত আট দিনে।
বুঝিতে না পারে কেহ ধর্ম্মমায়াধীনে ১৫৯
পাত্র বলে দুই দণ্ডে খণ্ডে যদি বান।
তবে সে তোমার কথা বুঝিব প্রমাণ। ১৬০

রায়ের বদন রাজা চান এত শুনি।
ঈশ্বর আছেন ভাল কন সত্ত্বগুণী। ১৬১
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
দেখিতে দেখিতে দূর হৈল দেব-বাণ। ১৬২
সাধু সাধু বলে সেনে সকল সংসার।
মনে মাত্র পায় পীড়া পাত্র দুরাচার। ১৬৩
মনে করে এবার বধিব মন্ত্রণাতে।
যমের দোসর কালু ডোম নাই সাতে। ১৬৪
আণ্ডীর পাথর নাই পালাবার পথ।
বুঝিব কেমন বেটা ধর্ম্মের ভকত। ১৬৫
মনে মনে ভাবনা করিল মন্ত্রিবর।
অপূর্ব্ব ধর্ম্মের মায়া বিশ্ব অগোচর। ১৬৬
পশ্চিম উদয় পূজা বার্ম্মতির চূড়া।
যার পাত্র আপনি হইবে আঁটকুড়া। ১৬৭
এত যুক্তি ঠাকুর ঘটা'ল তার ঘটে।
পূজা প্রকাশিব ভক্ত ঠেকায়ে সঙ্কটে। ১৬৮
করপুটে কহে পাত্র রাজার সম্মুখ।
ভাল চিন্তা করিতে ভাগিনা ভাবে দুখ। ১৬৯
আরম্ভিলা মহাপূজা না হইল সাঙ্গ।
অশেষ পাতকী হলে, ব্রত হলো ভঙ্গ। ১৭০
সেই হতে কি হলো হয়েছে দশা হীন।
অমঙ্গল অশেষ প্রসবে প্রতি দিন। ১৭১
মহামারি, মহার্ঘ, মড়ক মহীমাঝে।
ভাগিনা রক্ষা করুন মানায়ে ধর্ম্মরাজে। ১৭২
শুনিয়া মলিন হইল রাজা পুণ্যবন্ত।
পাত্র বলে আছে রাজা প্রলয়ের অন্ত। ১৭৩
এক যোগে রবি শশী বসে যে নিশায়।
পশ্চিমে দ্বাদশ দণ্ড সূর্য্যোদয় তায়। ১৭৪
দরশনে পলায় এই পাতক দুর্গতি।
লাউসেন বলে সব অসম্ভব অতি। ১৭৫
শুনি রাজা আপনি সেনের ধরে করে।
প্রবেশিলা গাজন ধর্ম্মের পূজা ঘরে। ১৭৬
এই দেখ বাপুরে পূজার আয়োজন।
না জানি কি পাপে বাম হলো নিরঞ্জন। ১৭৭
অরে বাপু লাউসেন এই বার বার।
ব্রতভঙ্গ বিপত্তি সাগরে কর পার। ১৭৮
সূর্য্য বংশ ধ্বংস হলো ব্রাহ্মণের শাপে।
উদ্ধারিল ভগীরথ হেন মহাপাপে॥ ১৭৯

পশ্চিম উদয় তুমি দিবে মোর বাপ।
তবে খণ্ডে আমার অশেষ পাপ তাপ॥ ১৮০
পাত্র বলে উচিত কহিতে আমি ঠক।
কোপেতে যুগল আঁখি জ্বলন্ত পাবক॥ ১৮১
হাতে ধরে হাকিম হুকুম কাটে কে।
ঘরে বসে লঙ্কার বিলাত লোটে যে॥ ১৮২
জিনেছে সকল রাজ্য এই আছে বাকি।
গৌড়ে রাজা হতে বুঝি আরম্ভিল ঠকি॥ ১৮[illegible]
পশ্চিমে উদয় দিয়া কিবা গুরুশ্রম।
বন্দি শালে বান্ধয়ে আপনি ভাঙ্গ ভ্রম॥ ১৮[illegible]
সেন বলে মার কাট বান্ধ মহাশয়।
সহসা বলিতে নারি পশ্চিম-উদয়॥ ১৮৫
আজ্ঞা কর একান্ত ধর্ম্মের করি সেবা।
পাত্র বলে বচনে প্রতীতি করে কেবা॥ ১৮[illegible]
মা বাপ আনিয়ে আগে বন্দিশালে থুবি।
তবে পাবি খালাসি, উদয় দিতে যাবি॥ ১৮[illegible]
রাজা বলে এই কর্ম্ম না করিলে নয়।
শেষ বুঝি সেনে বন্দি করিল নির্দ্দয়॥ ১৮৮
দুপাশে করাতে শেল শিলা দিল বুকে।
চুলে ধরে টানে টাঙ্গে বিষ দিয়া মুখে॥ ১৮[illegible]
ধর্ম্মের সেবক বন্দি এই রূপী রায়।
ভক্তগণ পীড়ায় প্রভুর অঙ্গদায়॥ ১৯০
হাতে গলে বন্ধন নিগড় পায়ে তোক।
মুখ হেরি কর্পূর কুমার করে শোক॥ ১৯১
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৯২
লাউসেন বলে ভাই এ গতি আমার।
দুখিনী মায়েরে গিয়া কহ সমাচার॥ ১৯৩
যার লাগি মলে তুমি ভর দিয়া শালে।
সে জনে যমের ঘর ঘটিল কপালে॥ ১৯৪
শুনিয়া কর্পূর বুক না পারে বান্ধিতে।
ধাইল ময়নামুখে কান্দিতে কান্দিতে॥ ১৯৫
অতিবেগে দিবা রাতি সারথি ঠাকুর।
ময়না মায়ের কাছে প্রবেশে কর্পূর॥ ১৯৬
করহানি কপালে কাতরে কয় কেন্দে।
মূঢ়মতি মামা গো দাদারে থুলো বেন্দে॥ ১৯[illegible]
ধর্ম্মপূজা গাজনে রাজার ব্রত ভঙ্গ।
পশ্চিম উদয় দিতে বলেন পতঙ্গ॥ ১৯৮

অঙ্গীকার না করে ঘটেছে কারাগার।
তোমরা দু জনে গেলে দাদার উদ্ধার ॥ ১৯৯
হাহাকার শব্দ উঠে এত কথা শুনি।
সবারে প্রবোধে তবে রঞ্জাবতী রাণী ॥ ২০০
সত্ত্বগুণী সিদ্ধ বাছা সাধিবে সে কর্ম্ম।
কত সাধ্য সদয় উদয় দিবে ধর্ম্ম। ২০১
কর্ম্মফলে চল নাথ গৌড়ে বন্দি থাকি।
পুত্র হেতু বাসুদেব যেমত দেবকী। ২০২
বীর কালু কয় কিছু নোয়াইয়া মাথা।
আজ্ঞা কর এইখানে গৌড়ের আনি ছাতা।২০৩
না হয় সেখানে রাজা হও মহারাজ।
সেন বলে ইহা অতি অনুচিত কাজ। ২০৪
লঙ্ঘিলে নরক গতি নৃপতির নোন।
কি করিল কৃপাচার্য্য ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।২০৫
প্রাণ হারাইল কেন দুর্য্যোধন লাগি।
সুখ দুখ নহে কেহ কপালের ভাগী। ২০৬
ধন জন দেশ কালু দিনু তোর হাতে।
জোগাইবে দিবারাত্র রক্ষা পায় যাতে। ২০৭
জাতি কুল ধন রঞ্জা সমর্পি লখায়।
প্রবোধ করিল পুরে সকল প্রজায়। ২০৮
বিবরিয়া বিশেষ বলিল প্রজাগণে।
চুম্বন করেন চিত্র সেনের বদনে। ২০৯
চরণে পড়িয়া কান্দে চারি রাজার ঝি।
রঞ্জা বলে উঠ বাছা মন কথা কি। ২১০
কাটিয়া সঙ্কট সব হইবে সদয়।
অবশ্য দেবেন প্রভু পশ্চিম উদয়। ২১১
সবারে প্রবোধবোলে করিলা সান্ত্বনা।
শ্রীধর্ম্ম একান্ত মনে করেন ভাবনা। ২১২
নিরঞ্জনে পূজিয়া চলিলা রাজারাণী।
কাছে কাছে দুই দাসী মানি কি কল্যাণী। ২১৩
পিছে পাঁচ নফর কর্পূর আগে দৌড়ে।
মোকামে মোকামে আসি উপনীত গৌড়ে। ২১৪
আছিল পাত্রের চর কহে গিয়া তারে।
অমনি রাজারে কয়ে বান্ধে কারাগারে। ২১৫
পোয়ের প্রহার দেখি বিষম বন্ধনে।
পৃথিবী বিদার মানে মায়ের ক্রন্দনে। ২১৬
করপুটে মা বাপে কুমার কিছু কন।
বুক বাঁধি বিপত্তে বিষাদ অকারণ। ২১৭
কি বিধানে পূজিলে প্রসন্ন হবে প্রভু।
পশ্চিমে উদয় সূর্য্য শুনি নাই কভু। ২১৮
রঞ্জাবতী বলে বাপু মোর কথা নাই।
রমাই পণ্ডিত লয়ে মানাবে গোঁসাই। ২১৯
সামুলা সুন্দরী দিদি স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
সব উপদেশ দিবে লও সঙ্গে করি। ২২০
হরিহর বাইতি সঙ্গে করি লবে।
চিন্তা নাই হাকণ্ডে পশ্চিম উদয় হবে। ২২১
কারাগারে এত কথা কহিতে শুনিতে।
রাজ আজ্ঞা এল এক লাউসেনে নিতে। ২২২
মোচন হইল রায় বিপদ-বন্ধনে।
প্রণতি করিল পিতা মাতার চরণে। ২২৩
করে ধরি কর্পূরে কহেন তপোধন।
আমি বড় অভাগিয়া অতি অভাজন। ২২৪
আপনি বন্ধন দিনু জননী জনকে।
আমার নিস্তার দেখি আর না নরকে। ২২৫
ধর্ম্ম সেবা হেতু আমি দেশান্তরে যাই।
মাতা পিতা ধর্ম্ম বন্দী বসে সেব ভাই। ২২৬
পৃথিবীতে পুত্রের পরম এই ধর্ম্ম।
পিতা মাতা সেবার সমান নাই কর্ম্ম ॥ ২২৭
যে কর্ম্ম করিলে ভাই সব ঠাঁই জয়।
তোর পুণ্যে হয় যেন পশ্চিমে উদয় ॥ ২২৮
এত শুনি কর্পূর হইল প্রণিপাত।
প্রবোধিয়া গেল রায় রাজার সাক্ষাত। ২২৯
রাজা বলে পশ্চিম উদয় যেয়ে দেও।
পাত্র বলে আগেতে প্রতিজ্ঞা পত্র লও। ২৩০
বারুই বৈশাখ নিশা বার দণ্ড কুহু।
তায় দিবে উদয় বাচাই মুহুর্মুহু। ২৩১
এইরূপ প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিয়া রায়।
হাকণ্ডে উদয় দিতে হইল বিদায়। ২৩২
সত্যবতী সামুলা বাইতি হরিহরে।
বিনয়ে বিশেষ বাণী বলে জোড় করে। ২৩৩
সঙ্গে নিল অপর পণ্ডিত মহামতি।
ময়না নগরে আসি প্রবেশে ভূপতি। ২৩৪
জয়পতি মণ্ডলাদি যত প্রজা গণে।
নিজ দুঃখ নৃপতি জানান জনে জনে। ২৩৫
বন্ধনে রহিল মাতা পিতা মহাশয়।
যাবৎ না দিবে প্রভু পশ্চিমে-উদয়। ২৩৬

শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দনাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী। ২৩৭।
প্রজাগণ কন রায় তুমি ধর্ম্মময়।
যেয়ে যে উদয় দিবে সে কথা নিশ্চয়। ২৩৮
তাবত অভাগা সব কারমুখ চাব।
বীর কালু বলে নাথ সঙ্গে আমি যাব। ২৩৯
না দেখি বদন বিধু বাঁচিব কেমনে।
সবারে তুষিল রায় মধুর বচনে। ২৪০
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য তেজ দূরে।
একান্ত সেবিবে সবে শ্রীধর্ম্ম-ঠাকুরে। ২৪১
আশিষ করিবে আজ পূজা সাঙ্গ করি।
সেই পুণ্যে বিপত্তি সাগরে যেন তরি। ২৪২
শুন ভাই বীর কালু তোর হাতে হাতে।
সঁপিনু রাজ্যের ভার রক্ষা পায় যাতে। ২৪৩
দলুই সকলি সাতে থাকিবি মুফেদ।
কোনরূপে কেহ যেন নাহি পায় ভেদ। ২৪৪
নিশার কোটাল তুমি দিনে হবে রাজা।
পরম পিরীতে পেলো পুরবাসী প্রজা। ২৪৫
পরের যুবতী জেন জননী সমান।
তোর হাতে সপিনু জাতি কুল প্রাণ। ২৪৬
যদি কোন অজ্ঞান আদরে আসে অরি।
সভয় না হবে তারে দিবে দূর করি॥ ২৪৭
এত বলি হাতে হাতে দিল পান ফুল।
মাথার পাগড়ি পাঁচ পুরটের মূল॥ ২৪৮
লখেরে দিলেন দিব্য যোড়া পেড়ে সাড়ি।
করেতে কঙ্কন সঙ্খ কাণে কাটা কড়ি॥ ২৪৯
জীবন ভূষণ ধন জাতিকুল প্রাণ।
সখার জননী গো তোমারে সম্প্রদান। ২৫০
যাবৎ না আসি দেশে দশা থাকে হীন।
তাবত করিবে রক্ষা রাজ্যে রাত্র দিন। ২৫১
শুনিয়া ডুমিনি ডোম সেনের সম্মুখে।
আজ্ঞা অঙ্গীকার করে যোড়হাত বুকে। ২৫২
শেষে যেয়ে সকল শুনালে রাণীগণে।
কলিঙ্গা কহেন কিছু লোটায়ে চরণে। ২৫৩
বেদে বলে বিশেষ বনিতা বাম অঙ্গ।
পশ্চিমে উদয় দিতে আমি যাব সঙ্গ। ২৫৪
জায়ার সহিত ধর্ম্ম সাধন সফল।
সেন বলে সুন্দরি দুর্গম অস্তাচল। ২৫৫
অনুপমা পরম সুন্দরি তুমি তায়।
নিরখিতে বদন মদন মোহ পায়। ২৫৬
থাকুক অন্যের কথা ত্রিলোকের নাথে।
ঘটেছে দারুণ দুঃখ সীতা লয়ে সাথে। ২৫৭
ঘরে বসে পূজ ধর্ম্ম পাল প্রজাগণে।
সান্ত্বনা করিবে সবে মধুর বচনে। ২৫৮
রাজা তুমি তাবত যাবর্ত্ত নাহি আসি।
অমলা বিমলা লো কানড়া তব দাসী। ২৫৯
ধুমসী দাসীকে রাখিবে নিজ করি।
ধরে সংহারিণী মূর্ত্তি সংহারিতে অরি। ২৬০
ঢাল খাঁড়া কানড়া যুবতী যদি ধরে।
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের কাঁপে ডরে। ২৬১
নরসিংহ বীর কালু লখেতো সিংহিনী।
হুকুমে রাখিবে রাজ্য দিবস রজনী। ২৬২
আপনি হাকণ্ডে যাই উদয় উদ্দেশে।
কোন চিন্তা নাই তুমি ধর্ম্ম পূজ দেশে। ২৬৩
উপদেশ অশেষ আমার এই শুন।
মা বাপের তত্ত্ব মোর লবে পুনঃ পুনঃ॥ ২৬৪
প্রতি মাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ।
বিভবে যে হন বাপা দানে বড় সচ। ২৬৫
অতিথি অথবা অন্ধ আকৃতি আতুরে।
কেহ যেন অভুক্ত না থাকে মোর পুরে। ২৬৬
যারে যে উচিত সেন বুঝান সবায়।
শুনি সব সুন্দরী লোটায়ে পড়ে পায়। ২৬৭
মুখ হেরি চিত্রসেন হাসে খল খল।
চুম্বন করিল মুখে আঁখি ছল ছল॥ ২৬৮
থাক বা বিদায় বাক্য কেহ নাই রটে।
মায়া তেজি গেল রাজা সামুলা নিকটে। ২৬৯
সামুলা বলেন বাপু ব্যাজ অনুচিত।
শুভ-কর্ম্মে বহু বিঘ্ন সাজহ ত্বরিত। ২৭০
পণ্ডিত পুরাণ দেখে দিল যত বিধি।
ধর্ম্ম পূজা হেতু রাজা নিল নানা নিধি। ২৭১
পণ্ডিত আপনি আর বার ভক্তা আনি।
বিধি মত বরণ করিল নৃপমণি। ২৭২
হরিহর বাইতি আর হাড়ি ইছা রণা।
হাকণ্ডে উদয় দিতে করিল অর্চ্চনা। ২৭৩
আরম্ভিল মহা পূজা দিয়া জয় জয়।
নারীগণ ধর্ম্মের নিয়মে সব রয়। ২৭৪

আপনি ধরিল রাজা যোগপাটা গলে।
দ্রব্যজাত সকল নৌকায় নিল তুলে। ২৭৫
আতপতণ্ডুল চিনি ক্ষীর খণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর পুরট পদ্মলালা। ২৭৬
ধূপ ধূন ধূপাচি ধবলাসন ধুতি।
চন্দন অগুরী অর্ঘ্যহেম-পুষ্পযুতি। ২৭৭
নৃপতি তুলেন লায়ে বেলা শুভক্ষণে।
ধর্ম্মের পাদুকা তুলে স্বর্ণ সিংহাসনে। ২৭৮
সবংস কপিল আর পক্ষী সারি শুক।
সংজাত সহিত লায়ে চলিলা ভূভুক। ২৭৯
নয় জন নাবিকে নৃপতি নিল লায়।
বাটুয়া কুকুর কেন্দে গড়াগড়ি যায়। ২৮০
আমি আছি নিয়মে উদয় দিতে যাব।
তব পুণ্য প্রভাবে প্রভুর দেখা পাব। ২৮১
পরিণামে আসিব অনেক উপকারে।
এত শুনি সাদরে নৃপতি কন তারে। ২৮২
রাজা বলে দারুণ দুর্গম দূর দেশ।
তপস্যা করিতে যাই পেতে মহাক্লেশ। ২৮৩
তুমি শ্বান শরীর বিশেষ বুঝি সব।
কেমনে এমন বাক্য বল অসম্ভব। ২৮৪
বেটে বলে বিশেষ বুঝিনু নৃপবর।
সবে পাপ প্রচুর কুকুর কলেবর। ২৮৫
যুড়ি যোড়পাণি, বাটুয়া বলে বাণী,
প্রণামি ধর্ম্ম-সভায়।
মোর পূর্ব্ব জন্ম, শুন কি কুকর্ম্ম
কারণে কুকুর কায়। ২৮৬
পূর্ব্বজন্মে আমি, ছিলাম ভূস্বামী,
সদা সেবি সদাশিব।
দেব ত্রিলোচন, শুন কি কারণ,
করিলা পাপিষ্ঠ জীব। ২৮৭
শিবে সমর্পিত, প্রসাদ যে ঘৃত,
নখকোণে মোর ছিল।
ভোজনের কালে, উষ্ণ অন্ন থালে,
গলিত ঘৃত ভুঞ্জিল। ২৮৮
এই দোষে ক্ষুদ্র, পেয়ে মহারুদ্র,
করাল কুকুর দেহ।
প্রতি উপকার, করিব তোমার,
সংজাত সঙ্গেতে লহ। ২৮৯
ভূত ভবিষ্যত, বর্ত্তমান যত,
রায় আমি সব জানি।
এই জাতিস্মর, তপস্যার পর,
সবে সেবি শূলপাণি। ২৯০
তায় উপকার, যে কিছু তোমার,
করিব বুঝিবে কালে।
ব্রহ্ম-সনাতন প্রভু দরশন,
আগে আছে মোর ভালে। ২৯১
তবে পরাৎপর, দেব-মায়াধর,
সঙ্গে অমর সকল।
হইয়া সদয়, দিবেন উদয়,
প্রভু ভকত-বৎসল। ২৯২
শুনি শ্বান ভাষ, করিল বিশ্বাস,
প্রকাশ করিল চিত।
ঘনরাম ভণে শ্রীধর্ম্ম চরণে,
নূতন মঙ্গল-গীত। ২৯৩

বাদল পালা সমাপ্ত।

একবিংশতি সর্গ।

পশ্চিম উদয় আরম্ভ।

তরিবারে তুলি ভরা, কর্ণধারে দিল ত্বরা,
ত্বরিতে তরণী চলে বেয়ে।
ধ্যায় ধর্ম্ম পদ দ্বন্দ্ব, মনোহর মন্দ মন্দ,
মলয়মারুত মুখে চেয়ে। ১
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি, নাবিক বাহিছে তরি
করিছে হরির গুণ গান।
দক্ষিণে ময়না দূর, রাম নারায়ণপুর,
বামে রাখি বায়ুবেগে ধান। ২
রাখিল কালিন্দীগঙ্গা, নদী কত সুতরঙ্গা,
আগে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম।
কোমল নির্ম্মল ইন্দু, সুবায়ে বহিছে সিন্ধু,
দীনবন্ধু ভাবি মনোরম॥ ৩
তবে রাজা কন মাসি, কোথা প্রবেশিনু আসি
ভাসে ডিঙ্গা স্থল নাহি পায়।
সগর-রাজার কীর্ত্তি, মনেতে হইল স্মৃতি,
সামুলা কহেন শুন রায়॥ ৪

ক্ষত্রিকুল অবতংসে, বীর্য্যবন্ত সূর্য্যবংশে,
সগরনৃপতি মহাশয়।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ ব্যাস, প্রকাশিল ইতিহাস,
তার ষাটি সহস্র তনয়॥ ৫
রাজা করে অশ্বমেধ, ইন্দ্র পেয়ে মহা খেদ,
যজ্ঞ ঘোঁড়া লইল হরিয়া।
পাতালে কপিল মুনি, যোগাসনে সত্ত্বগুণী,
তার পিছে রাখিল বান্ধিয়া॥ ৬
সগরসন্ততি যত, অশ্ব খুঁজি অবিরত,
পাতালে পদের চিহ্ন পায়।
ধরিয়া কোদালী পেলে, এ ষাটি সহস্র ছেলে,
কাটিতে সাগর হইল রায়॥ ৭
আশয়ে মুনির পাশে, অশ্ব দেখি উচ্চ ভাষে,
হেদে চোরা চালাইছে ঋষি।
বলিয়ে তপস্বী ভণ্ড, শরীরে করিতে দণ্ড
কোপানলে হল ভস্মরাশি। ৮
শেষে অংশুমান্ আসি, স্তবনে মুনিরে তুষি,
চিন্তে ধ্বংস বংশের উদ্ধার।
অশ্ব দিয়ে কন মুনি, ব্রহ্মলোকে সুরধুনী,
গঙ্গা বিনা না দেখি নিস্তার॥ ৯
এত শুনি নত হয়ে, ত্বরিতে তুরগ লয়ে,
যজ্ঞ সাঙ্গ করিল সকলি।
গঙ্গা উপাসনা ব্রতে, মরিল পুরুষ যতে,
গোত্রে দিতে নাই জলাঞ্জলি॥ ১০
দুর্ব্বাসা আশীষযোগে, দুই নারী ভগে ভগে,
রতি ভোগে জন্মিবে কুমার।
খ্যাতি ভগীরথ নামে, গঙ্গা আনি ব্রহ্মধামে,
তিন লোকে করিবে উদ্ধার। ১১
কেবল গঙ্গার জলে, বারাণসী জলে স্থলে,
মরিলে সুদ্ধতি এই ক্রম।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, সাগর সঙ্গম পক্ষে,
মোক্ষপদ লভে বিহঙ্গম। ১২
এই সিন্ধু ঐ গঙ্গা, করিবর দর্পভঙ্গা,
ত্বরিত তরঙ্গা ভাগীরথী।
সাগরসঙ্গম দেখি, জনম সফল লেখি,
সবার প্রসন্ন হয় মতি। ১৩
সাগর সঙ্গমতত্ত্ব, শুনে যেবা সুমহত্ত্ব,
প্রভুত্ব বাড়াল ভগবান।
গুরুপদ সরসিজ, ভাবি ঘনরাম দ্বিজ,
নূতন মঙ্গল রস গান। ১৪
স্নান পূজা করি গঙ্গা সাগরসঙ্গমে।
করিল কতেক দান কপিল আশ্রমে। ১৫
বিশ্রাম করিয়ে নিশি, তার যান বয়ে।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গেয়ে। ১৬
মহাবাত তরঙ্গভঙ্গা দেখি লাগে শঙ্কা।
আপনি ধর্ম্মের তরি চলে নিরাতঙ্কা। ১৭
মনে ভাবি মুকুন্দ মগরা হল পার।
দুর্গম জঙ্গল বামে জাহ্নবীর ধার। ১৮
তরণী উজান চলে তরঙ্গ সম্মুখ।
রাখিলা হুগ্‌লাপোতা ফিরিঙ্গী মুলুক। ১৯
ঘনকে কয়াল বায় মনে ভাবি ত্বরা।
বেগবতী সম্মুখে জাহ্নবী তিন ধারা। ২০
প্রবেশে নির্গম বেণী দক্ষিণ প্রয়াগ।
যার জলে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মহাভাগ। ২১
ঋষিঘাটে স্নান পূজা করি নরপতি।
বেগবতী বাণগঙ্গা বামে স্বরস্বতী। ২২
সপ্তগ্রাম রাখি বামে অম্বিকার ঘাট।
পলকে দেখিলা প্রভু শ্রীরামের পাট। ২৩
ডানি বামে কত গ্রাম জাহ্নবী সমীপ।
অনুপাম সুঠাম সম্মুখে নবদ্বীপ। ২৪
সামুলা বলেন বাছা এই মহাস্থান।
যায় সচি জঠরে জন্মিল ভগবান। ২৫
ভক্তরূপী সংসারে সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদ নাহি গণি। ২৬
কলিকালে সর্পের করিতে দর্পচূর।
জন্মিল চৈতন্যচন্দ্র দয়ার ঠাকুর। ২৭
আপনি অখিলগুরু অকিঞ্চন বেশে।
জীব লাগি জগতে ভ্রমেন দেশে দেশে। ২৮
মহাপাপতাপের তাপিত যত জীবে।
হরিনাম মহামন্ত্রে সবারে তারিবে। ২৯
গোবিন্দ গরিমাগুণ গাইয়া বিভোল।
যাচিয়ে জগতে যত জীবে দিল কোল। ৩০
শুনি প্রেমে পুলকিত লাউসেন রায়।
উদ্দেশে প্রণাম করি তরি মুখে ধায়।৷৩১
কাটোয়াতে এক নিশি করিল নিবাস।
যেখানে চৈতন্যচন্দ্র করিল সন্ন্যাস। ৩২

প্রকাশ হইল রবি বেয়ে জান না।
অনুকূল বহে মন্দ মলয়ের বা। ৩৩
পৌর্ণমাসী প্রভাতে প্রবেশে পদ্মাবতী।
যাহাতে ফিরাল ধারা দেবী ভাগিরথী। ৩৪
সেই ঘাটে ভূপতি করিলা স্নান দান।
বড়গঙ্গা তরঙ্গিণী বহিছে উজান। ৩৫
ডানি বামে কত গ্রাম নাম নিব কত।
একে একে রেখে চলে মহাস্থান যত। ৩৬
বারাণসী প্রবেশে সেবিলা শশিচূড়।
একপক্ষ বয়ে এলো পশ্চাৎ গৌড়। ৩৭
সামুলা বলেন এই মহাস্থান কাশী।
সেন কন তীর্থের মহিমা শুনি মাসী। ৩৮
ব্রত দাসী বলে বাপু ইথে মলে জীব।
আপনি আসিয়ে ব্রহ্ম নাম দেন শিব। ৩৯
দ্বিতীয় কৈলাস এই পৃথিবীর পর।
যাহাতে এসেন নিত্য ব্যাস মুনিবর। ৪০
শুনিয়া আনন্দচিত্ত হইল বিশ্বাস।
তিন দিন ভূপতি করিলা কাশী বাস। ৪১
তবে তরি বাহিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
কত দিনে প্রয়াগে প্রবেশে মহামতি। ৪২
সামুলা বলেন বাছা দেখরে উত্তম।
সূর্য্যসুতা সরস্বতী গঙ্গার সঙ্গম। ৪৩
মুণ্ডনে খণ্ডন যায় যমের যন্ত্রণা।
সঙ্গম-বেণীর ঘাটে কর দেবার্চ্চনা। ৪৪
শুনিয়া সানন্দে রাজা স্নান পূজা করি।
হাকন্দ উদ্দেশে পুন ধেয়ে চলে তরি। ৪৫
হরিদ্বার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
যেখানে করিলা লীলা শ্রীমধুসূদন। ৪৬
শ্রবণ কীর্ত্তন কত দেখিলা নায়ানে।
ভরসা ভাবিরা যান প্রভু ভগবানে। ৪৭
কত দ্বীপ পর্ব্বত রহিল ডানি বাম।
সহর সরাই কত নদ নদী গ্রাম। ৪৮
দুর্গম কানন কত এঝোড় ঝঙ্কার।
পালে পালে চলে হস্তী মহিষ গণ্ডার। ৪৯
আর যত জলজন্তু বিহরে জঙ্গম।
জলদ নিনাদে যায় সিংহের বিক্রম। ৫০
আগে ঐ অস্তগিরি সূর্য্য অস্ত যায়।
সামুলা বলেন দেখ লাউসেন রায়। ৫১

অনেক দিবসে রাজা সংঘাত সহিত।
হাকন্দে আনন্দ-স্কন্ধে হলো উপনীত। ৫২
হাকন্দ নদীর জল অতুল রাতুল।
দুকূল কানন ঘাটে চিহ্নিত দেউল। ৫৩
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হুতাশন।
সেকালে সেবিলা সবে পুণ্য সনাতন। ৫৪
নির্ম্মল হইলা যার পরশিতে জল।
ব্রহ্মপদ বিশেষ বাঞ্ছিত করতল। ৫৫
উথলে আনন্দ-সিন্ধু সবার অন্তরে।
ধর্ম্মজয় ভক্তগণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। ৫৬
সামুলা বলেন এই আদ্যের দেহারা।
কানন কাটায়ে কর গাজনের ত্বরা। ৫৭
প্রকাশ করিয়ে ঘাট বাঁধাও জগধি।
পূজিবে পশ্চিমে সূর্য্য উদয় অবধি। ৫৮
জিজ্ঞাসিতে রমাই পণ্ডিত দিল সায়।
ইছা-রাণা হাড়িকে তখন কয় রায়। ৫৯
পরিসর কানন কাটিয়ে কর স্থল।
যথাবিধি যজ্ঞকুণ্ড জগতি নির্ম্মল। ৬০
যো হুকুম বলি হাড়ি কোদাল কুঠার।
করে নিল কালমুখী হীরাবাঁধা ধার। ৬১
গহন গমনে মনে ভয় ভাবে ভরা।
শুনিয়া শার্দ্দূল সিংহ শূকরের সাড়া। ৬২
তবে ইছা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ধর্ম্মজয়।
শব্দ শুনে পশু পক্ষী স্তব্ধ হয়ে রয়। ৬৩
বন্দি বনস্পতিগণে বনে হানে চোট।
পশু পক্ষ ভূমে পড়ে ভয়ে যায় লোট। ৬৪
সিংহ সঙ্গে কুরঙ্গ মাতঙ্গ দিল ভঙ্গ।
ভক্ষ্য ভেক ভয়ে ধায় ভুজঙ্গের সঙ্গ। ৬৫
সয়চান সহিত পক্ষ লক্ষ লক্ষ উড়ে।
বাসা ডিম্ব রেখে কেহ ওত করে ঝোড়ে। ৬৬
শশক শার্দ্দূল শিবা শত শত ধায়।
বিপত্তে ব্যাকুল কেহ ফিরিয়ে না চায়। ৬৭
কেহ কারে নাহি হিংসে তরাসে তরল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ৬৮

নির্ভয় হইয়া হাড়ি, পরিসর স্থান যুড়ি,
বন কাটে ধর্ম্ম অনুকূল।
কাটিল পেয়াল কাল, পালিতা পলাশ শাল,
ক্ষুদ্র তাল তমাল তেঁতুল। ৬৯

করঞ্জা করন্দা সাঁড়া, কেঁদে কেয়া কালা কড়া
কালকাসন্দা কটকী কাঁটাকুল।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাটী, শাঁই সর সিজ কাটী,
কোদালে উপাড়ে তার মূল। ৭০
বৈঁচি বাবলা বেণা, বনবেত্র বনসোণা,
অপামার্গ আকন্দ আকল।
কাটিয়ে রাখিল লম্বা, আম জাম রাম রম্ভা,
বট বৃক্ষ বকুল শ্রীফল। ৭১
রাখে নানাপুষ্প শোভা, জাতি যূথি যোড় জবা
চাঁপা চন্দ্র-মালতী মল্লিকা।
পূজিতে পরমানন্দ, করবীর অরবিন্দ,
তুলসী বকুল টগরিকা। ৭২
তৃণ লতা আদি কাটি, কোদালে চালিয়ে মাটী
পরিপাটি প্রকাশিলা স্থল।
চঞ্চল চরণ ভরে, কোদালে কর্দ্দম করে,
কলসে কলসে ঢালে জল। ৭৩
বেদের বিধান খণ্ড, জগধি যজ্ঞের কুণ্ড,
গঠিয়ে গোময় দিল গুলে।
প্রকাশ করিয়ে ঘাট, পরিসর স্থান বাট,
হর্ষে হাড়ি নাচে হাত তুলে। ৭৪
দেখিয়ে আনন্দ মনে, ভূপতি অনেক ধনে,
পরিতোষে হাড়িপের মন।
পণ্ডিত তখন সেনে, কহেন উত্তম ক্ষণে,
স্নান পূজা কর আরম্ভণ। ৭৫
সামুলা দিলেন সায়, শুনে আনন্দিত রায়,
ঢাকে কাটি দিল হরিহরে।
ধর্ম্মের পাদুকা মাথে, নাচে সবে বেত্র হাতে,
ধর্ম্মজয় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। ৭৬
ধর্ম্মপদ করি ধ্যান, বৈদিক তান্ত্রিক স্নান,
তর্পণ তরণি অর্ঘ্যদান।
হাকন্দ নদীর জলে, নিত্য কৃত্য কুতূহলে,
সমর্পিয়ে পূজে ভগবান্। ৭৭
চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয়, তাহার তনয় দ্বয়,
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত, কাব্য-সিন্ধু শান্ত দান্ত,
তত্তনুজ ঘনরাম গান। ৭৮।
ধর্ম্মপদ-পঙ্কজ পূজিতে পূর্ব্বমুখে।
ভক্ত সব মধ্যে সেন বসিলা কৌতুকে। ৭৯

সামুলা সেনের মাসী আদ্যের আমিনী।
আয়োজন সবিশেষে বসে সীমন্তিনী। ৮০
প্রণাম প্রয়োগে পূজা পণ্ডিত প্রকাশে।
আচম্ভ আসন শুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে। ৮১
তাম্রপাত্রে সজল তুলসী নিল কুশে।
সঙ্কল্প করিয়ে স্মরে পরম পুরুষে। ৮২
ষোল উপচারে পূজে পরম উল্লাসে।
ধূপ ধূনা ধবল আসন ধৌত বাসে। ৮৩
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর পুরট পদ্মমালা। ৮৪
উপহার অপর অনেক পরিপাটী।
ঘৃত দধি মধুপূর্ণ পুরটের বাটী। ৮৫
যাতি যূথি মল্লিকা মালতী মনোহর।
করবী কাঞ্চন কুন্দ তুলসী টগর। ৮৬
এইরূপে অনেক দিবস অনাহার।
ভকত সকল পূজে দেব করতার। ৮৭
কঠোর করিয়ে কেহ জ্বালায় পাজলা।
কেহ মনে মহামন্ত্র জপে বর্ণমালা। ৮৮
দিন প্রতি তিন লক্ষ তুলসী যোগায়।
এক মনে এক মণ ধূনা পোড়ে গায়। ৮৯
উর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংযাত সহিত সবে ডাকে ধর্ম্মজয়। ৯০
ধূলায় লোটায়ে বেটো ধর্ম্মজয় ডাকে।
বায়েন বিভোল নাচে কাটি দিয়ে ঢাকে। ৯১
নিঠুর ঠাকুর তবু নহে বরদায়।
অবশেষে স্তুতি করি অবনী লোটায়। ৯২
ওহে প্রভু উদ্ধার অধম অভাগায়।
পাত্র-বশে পশ্চিমে উদয় রাজা চায়। ৯৩
পিতা মাতা দুঃখ পায় গৌড়-কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ-অবতারে। ৯৪
মায়ায় মায়ের গর্ভে জন্মিলা যখন।
তোমা লাগি দুষ্ট কংস দারুণ বন্ধন। ৯৫
বসুদেব দেবকী দেবীর দিলা পায়।
খণ্ডাইলে ইঙ্গিতে আপনি যদুরায়। ৯৬
মো বড় পাপী যে প্রভু পড়েছি পাতকে।
আপনি বন্ধন দিলা জননী জনকে। ৯৭
এই বার উদ্ধার মোরে অনাথ-বান্ধব।
সুধন্বা রাখিলে তৈলে জৌঘরে পাণ্ডব। ৯৮

প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা-বচন রক্ষা করি।
দেখা দিলে ফটিকে নৃসিংহরূপ ধরি। ৯৯
রেখেছ ধ্রুবের পণ আপনি গোঁসাই।
দিয়াছ ঐশ্বর্য্য-পদ যার পর নাই। ১০০
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিত পাবন। ১০১
যোগী তোমা যোগবলে জপে নিরবধি।
পঞ্চমুখে পশুপতি বেদমুখে বিধি। ১০২
অনন্ত সহস্র মুখে না পাইল সীমা।
আমি মূর্খ মতি-ভ্রান্ত কি জানি মহিমা। ১০৩
পতিতপাবন নাম প্রকাশ করিয়ে।
পার কর পশ্চিম-উদয় বর দিয়ে। ১০৪
নতুবা মাতুল মোর মজাইবে সৃষ্টি।
কাতর কিঙ্কর ডাকে কর কৃপাদৃষ্টি। ১০৫
এইরূপে পূজা ভক্তি স্তুতি করে রায়।
হেনকালে পড়ে বজ্র পাত্রের মাথায়। ১০৬
রাজসভা মাঝে বসে ভাবিল নাবড়ি।
কতদিনে রঞ্জাকে করিব ঝাঁটকুড়ি। ১০৭
চারি ছুঁড়ি বধূকে করিব রণ্ডিকা।
ময়না মজায়ে পিছে পূজিব চণ্ডিকা। ১০৮
ভাগিনা পাঠানু ভাল মরণের পথে।
আমি গিয়ে ময়না লুটিব ভাল মতে। ১০৯
কি করিবে অবলা অপর কালু ডোম।
নব-লক্ষ সেনা সঙ্গে সেজে যাব যম। ১১০
গণ্ডারে ভাঙ্গিল রাজ্য দক্ষিণ ময়না।
রাজারে ভুলাতে এত ভাবিল মন্ত্রণা। ১১১
পাত্র বলে মহারাজ বাড়িল জঞ্জাল।
ভাগিনা উদয় আশে গেলা চিরকাল। ১১২
গণ্ডারে ভাঙ্গিল রাজ্য ময়না সহর।
প্রজালোক পলালো ফেলিয়ে বাড়ী ঘর। ১১৩
বীর কালু আদি যত হ'ল মহীলতা।
জম্ভের তনয় দম্ভে যেমন দেবতা। ১১৪
অবলা কেবল থাকে অনুচিত তায়।
প্রাণের অধিক নাতি চিত্রসেন রায়। ১১৫
রাজা কন শীকারে সাজিয়ে তবে যাই।
সেন এলে পিছে পাছে অনুযোগ পাই। ১১৬
এত শুনে মহাপাত্র হ'ল চমকিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্ম সংগীত। ১১৭

মন্ত্রণা ভাবিয়ে পুন রাজার সাক্ষাত।
মহাপাত্র কয় কিছু করি যোড় হাত। ১১৮
দূরাদূর দুরন্ত শীকারে কাজ নাই।
এইরূপে শত্রাজিত ভূপতির ভাই। ১১৯
প্রসেন সিংহের হাতে হারল পরাণ।
কৃষ্ণের কলঙ্ক যায় পুরাণে প্রমাণ। ১২০
শান্তনু রাজার সুত সাজিয়ে শীকারে।
মরেছে যক্ষের হাতে বিদিত সংসারে। ১২১
তুমি কত শত্রুর করেছ মানভঙ্গ।
কি জানি কে কোথা এসে করে কোন রঙ্গ। ১২২
অমঙ্গল অশেষ ছাড়িলে রাজপাট।
আমারে হুকুম দেহ নবলক্ষ ঠাট। ১২৩
বিরাট রাজার শালা আছিল কীচক।
কোন কার্য্যে কোথা নাই রেখে এল সক। ১২৪
নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠার। ১২৫
বিশেষ কাঞ্চন কাচে অনেক অন্তর।
পদরজ তুল্য অর্থ নফর চাকর। ১২৬
সিংহাসনে বসিয়ে বিরাজে মহারাজ।
রাজা বলে পাত্র তবে অনুচিত ব্যাজ। ১২৭
সেনা সব সঙ্গে শীঘ্র সাজ সাবধান।
গণ্ডা বধে খড়্গাখান আনিবে নিশান। ১২৮
আসান করিবে যত ময়নার লোকে।
সেনের সন্তাপে সবে সমাকুল শোকে। ১২৯
কালুবীরে সহর সঁপিবে হাতে হাতে।
কহিবে রাজার আজ্ঞা রক্ষা পায় যাতে। ১৩০
মহলে মুকেদ যেন লখে ডোমনী থাকে।
পুরস্কার করিয়া আপনি কবে তাকে। ১৩১
বধূগণে বিবিধ বসন অলঙ্কার।
চিত্রসেনে কনক কাবাই কণ্ঠহার। ১৩২
লৌকিক করিয়ে কবে প্রবোধ বচন।
চিন্তা নাই নিকটে আসিব তপোধন। ১৩৩
অঙ্গীকার করি পাত্র নত হয়ে চলে।
যেতে যেতে নাবড়ি অমনি ফিরে বলে। ১৩৪
দেশে নাই ভাগিনা নায়ক শিশু নারী।
কালুডোম কেবল করতা কর্ম্মচারী। ১৩৫
দেখি কিছু অবিচার অধর্ম্মের ধারা।
কালু কিম্বা করে যদি ইছায়ের পারা। ১৩৬

অবে কি সহিতে পারে নবলক্ষদল।
এত বলি চঞ্চল চরণে করে বল। ১৩৭
যেয়ে যত পাপিষ্ঠ করিবে দরাদূর।
প্রকারে রাজার কাছে জন্মাল অঙ্কুর। ১৩৮
পাত্র দিল হুকুম সাজিতে সেনাগণে।
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘনে। ১৩৯
সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় সুধু সাড়া।
ডিগি ডিগি দগড়ি সঘনে পড়ে কাড়া। ১৪০
ধাঁও ধাঁও ধামাসা দামামা দামদূম।
শীকারে ময়নামহী সাজিতে হুকুম। ১৪১
নিসানে নকিব এত ফুকারে সহরে।
সাজ সাজ উঠে শব্দ সকল লস্করে॥ ১৪২
শুনিয়ে সত্বরে সবে করিছে সাজন।
রায়বেঁয়ে বার ভুঁঞে মিরমিঞাগণ॥ ১৪৩
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সিফাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক॥ ১৪৪
নবঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিতবাজি। ১৪৫
তিন লক্ষ তাজাতাজি তরকি তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণদক্ষ যুঝারু মাতঙ্গ। ১৪৬
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি ফরিকার।
সমুদায়ে নব লক্ষ যম-অবতার। ১৪৭
পাত্র আগে দাখিল হইতে তড়াতড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি। ১৪৮
সাজিয়ে সুমার হল নবলক্ষ সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দূড় দূড় বাজনা॥ ১৪৯
কাড়াপাড়া যোড়া শিঙ্গা দামামা দগড়।
হাতীর হেষণি শুদ্ধ ঘোড়ার দাবড়। ১৫০
দূড় দূড় বন্দুক গোলার হুড়াহুড়।
কামানী কামান ছাড়ে কাঁপায়ে গউড়॥ ১৫১
ঢাল মুড়া হয়ে কেহ ডাকে হান হান।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান। ১৫২
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়ে লাফে লাফে।
বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে। ১৫৩
উভলাফে উঠে কেহ হাত দশ বিশ।
পাত্র মহামদ দেখে পরম হরিষ। ১৫৪
একাকার হাতী ঘোঁড়া রাহুত মাহুত।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত। ১৫৫

আপনি সাজিয়ে শেষে চালল পাত্তর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর। ১৫৬
চতুরঙ্গ দলে বলে, চৌদিকে চাপিয়ে চলে
আগুদলে রণরঙ্গ রায়।
একাকার ঘোঁড়া হাতী, চলে মান্ধাতার না
সংগতি সংগ্রামে সিংহ ধায়। ১৫৭
রণসিংহ রমাপতি, রঞ্জয় রঞ্জিত রথী,
গজপতি ভূপতির মামা।
রণভীম মহামতি, তিন লক্ষ সেনাপতি,
গজপৃষ্ঠে বাজে যার দামা। ১৫৮
ভগবতী ভগবান্, ভুঞ্জ ভুঞে চন্দ্রবান,
চোহান প্রধান নরপতি।
চতুরঙ্গ বলে ধায়, রূপসেন রাম রায়,
গজসিংহ গজেন্দ্র নৃপতি। ১৫৯
রঙ্গদেশী রঙ্গরায়, সুরঙ্গে তুরঙ্গে ধায়,
মাতঙ্গে নিশান যার আগে।
তুরগ হাজার ত্রিশে, করীবর শত বিশে,
সেজে চলে যত বীর ভাগে। ১৬০
গোয়ালা-ভূমের ভূপ সাজিল সজ্জন গোপ,
কুঙর কুলিন রাজবংশ।
ঘোষ পাল কলে পান, সভা মাঝে যার মান
গোয়ালা কুলের অবতংস। ১৬১
চলে ভট্ট গঙ্গাধর, পুরোহিত দ্বিজবর,
কুঞ্জর উপরে করি ভর।
পর্ব্বতীয়া তাজা তাজি, আরোহি সহর-কা
মুর মাঝি সাজিল সত্বর। ১৬২
শিরে তাজ পায়ে মোজা, মাতিল মোগল খো
শীকার শুনিয়ে রণ-বুধ।
ঘন বাজে ঘোর দামা, সাজিল সেনের মামা,
খানসামা খোসাল মামুদ। ১৬৩
সেক সুজা সাকিবাকি, সৈয়দ মামুদ তাকি,
তুরগি এরাগি পৃষ্ঠে ধান।
হাসন হুসন মিঞা, অপরঞ্চ বারভুঁঞা,
মির মিঞা মোগল পাঠান। ১৬৪
রণভুঁঞা মল্লভুঁঞা, মগধ মাগধ মিয়া,
এক লক্ষ সেনা সঙ্গে ধায়।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী, রায়বেঁশে ফরিকালি,
রাহুত মাহুত সমুদায়॥ ১৬৫

...লীন কায়স্থ বৈদ্য, বাইস আঘুরি আদ্য,
বিজয় জাইগিরি যাব গাঁ।
...সম ডোম কামু, রামু চামু সামু নিমু
সাজিল বর্ণিক দামুর দাঁ॥ ১৬৬
...জে রণজয়ঢোল, ষাটিশত সাজে কোল,
বিভোল ভবানী ভেবে সাথে।
...টী পালটী হাটী, বীরদাপে কাঁপে মাটী,
তিন কোটী তীর ধনু হাতে॥ ১৬৭
...তি তেলি জেলে মালী, ষোলশত সাজে ঢালী,
বনমালী তামুলি সামিল।
...ঢ়া চাঁদা চাঁ পাড়াল, কালচিতা বেড়া কাল,
ইন্দ্রজাল কোটাল কুটিল। ১৬৮
...মুদায়ে নবলক্ষ, চলিল পাত্রের পক্ষ,
বীরদর্পে চতুরঙ্গ দল।
...গনে ভুবনে মেলি, একাকার ধূলাবালি,
ধমকে ধরণী টলমল। ১৬৯
...ামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব, বন্দিয়ে ত্রিপদী ছন্দ,
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।
...বিরত্ন রস ভাসে, শ্রবণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম। ১৭০
...লেরে পাত্র, মহামদ মাত্র
মজাতে আপনা।
...াশিতে সেনাগণ, তুষিতে দানাগণ,
ভাঙ্গিতে ভগিনার ময়না। ১৭১
...াগে ধায় ধানুকী, ঢালিগণ বন্দুকী,
করিবর এরাকি রাজে।
...াজি বাজি টাঙ্গনে, সেনাগণ বাহনে,
বারণে মহামাদ মাঝে। ১৭২
...লিল দলবল, উট গাড়ি পাঁওদল,
যুড়িয়ে ষোল কোশ বাট।
...াগারা ধাঁও ধাঁও, রণশিঙ্গা ভাঁও ভাঁও,
ভয়াকুল ভূপতির ঠাট। ১৭৩
...াগে আগে ছোলদার, বেগারি বেলদার,
সরণি সমতুল করে।
...াজনেক জুড়িয়ে, লোক জন ছাড়িয়ে,
পালাল বেগারের ডরে। ১৭৪
...ড়ায়ে দলবল, সাজে সবে সম্বল,
বেগারিগণ আগুসার।

আরোহিয়ে তরণী, তরল তরঙ্গিণী
পদ্মাবতী হল পার। ১৭৫
কিবা দিবা রজনী, বেগে ধায় সরণি,
পাত্র দেয় রহিতে বাধা।
আগে যে দলবল, তারা খায় ভাল জল
পাছুদল পায় তার কাদা। ১৭৬
সরাই শত শত, পার হল সেনা যত
কত নদী নগর গ্রাম।
ময়নার আপদ, মনেতে মহামদ,
ভাবিয়ে চলে অবিরাম। ১৭৭
স্নান পূজা ভক্ষণ কেবল বিলম্বন
নতুবা না রহে এক তিল।
গুরুতর গমনে, রজনীর বদনে
প্রবেশে পদমার বিল। ১৭৮
সম্মুখে ক্রোশ আধ ময়না মহা মদ
দেখিয়ে করিল মোকাম।
অতিশয় মনসা, গুরুপদ ভরসা
ভণয়ে দ্বিজ ঘনরাম। ১৭৯

পশ্চিম উদয় আরম্ভ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশিতি সর্গ।

জাগরণ পালা।

প্রদোষে পদ্মমা আসি প্রবেশে পাত্তর।
নকিবে হুকুম দিল রাখিতে লস্কর। ১
রহ রহ নকিব নিশানে হেঁকে কয়।
নবলক্ষ দল বল অচল হয়ে রয়। ২
থাক থাক শব্দে কাটী পড়িছে দামায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ঠায় ঠায়। ৩
হেন কালে পাত্র কিছু কহিছে প্রতাপে।
দূর করে শিঙ্গাকাড়া থাক চুপচাপে। ৪
তবে যদি কেহ করে আপন ওয়ালী।
তার রক্তে পূজিব রঙ্কি ভদ্রকালী॥ ৫
নাক কাণ দুকর কাটিয়া কর ঠুঁটা।
ঘরবাড়ী সব (ই) তার দেশে যাবে লুটা।
এত যদি পাত্রের প্রতাপে পড়ে কাড়া।
অক্ষ থাকু হাতী ঘোড়া নাই দেয় সাড়া।

মোকাম করিতে পাত্র বলে বার বার।
তবে তাঁবু কানাত পড়িল একাকার। ৮
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত মিশা।
উত্তরিল মহাপাত্র উপনীত নিশা॥ ৯
তখন মনের কথা পাত্র কয় ফুটে।
মহিমে ময়নামহী সবে লও লুটে॥ ১০
ভাগিনা দিয়াছে দুঃখ বিবিধ প্রকার।
আজি আমি ময়না করিব ছারখার॥ ১১
অন্তরের শেল মোর সবে কর দূর।
পশ্চাৎ গণ্ডার বধে পাবে নিজ পুর॥ ১২
সুযুক্তি সবাই শুন নবলক্ষ দল।
সহসাৎ সহরে সাজিয়া নাহি ফল॥ ১৩
ভেদ যেয়ে জনেক জানিয়ে এস আগে।
কে কোথা প্রহরী জাগে কাল-নিশাভাগে॥ ১৪
কোন্ পথে সান্ধায়ে সহরে দিব হানা।
বুঝে এস বীর কালু কোথা দেয় থানা॥ ১৫
এইরূপ অসুর অমর নর-ভাগে।
সেজে যেয়ে শত্রুর সন্ধান জানে আগে। ১৬
আপনি অখিল-বন্ধু রাম সিন্ধু-পারে।
প্রথমে পাঠাল চর বালির কুমারে॥ ১৭
বিবাদ বাড়ালো শেষে বুঝিয়া বিশেষ।
জেনে এলে সেইরূপে করিব প্রবেশ॥ ১৮
এত বলি সভামাঝে পাত্র এড়ে পান।
কে যাবে তৎকাল যাও, বাড়াব সম্মান॥ ১৯
ঘোড়া জোড়া হাতী ক্ষিতি করিব ইলাম।
দ্বিগুণ মাহিনে দিয়া জাগাইব নাম॥ ২০
এ কথা শুনিয়ে কারো মুখে নাই রা।
অমঙ্গল শুনে কাঁপে সবাকার গা॥ ২১
ক্ষেম ক্ষিতি মাহিনা ইলামে নাই ফল।
কত ধন পরাণ বাঁচিলে করতল॥ ২২
জন্মে যদি জগতে না ধরি কোন গুণ।
প্রকারে পালিব পেট করিয়ে ফেরুন॥ ২৩
যম দূত দোসর দলুই তের ডোম।
ধূম্মুখা ধূমসী লখে রণে নয় কম॥ ২৪
দেখিলে পরাণ নিবে নাহি দিবে ছেড়ে।
জানিলে এমন তত্ত্ব আসে কোন্ ভেড়ে॥ ২৫
না হয় এ দেশ ছেড়ে হতাম দেশান্তরি।
ধিক্ থাক পরাধীন পরের চাকরি॥ ২৬
রাজার সাক্ষাতে কথা রাখিতে সহর।
এখানে লুঠিতে চায় পাপিষ্ঠ পাত্তর॥ ২৭
এইরূপে যত সেনা করে অনুমান।
গৌণ দেখি কহিছে পাত্তর কোপবান॥ ২৮
সভামাঝে দিনু আমি কোন্ ছার ভার।
এই মুখে বড়াই শুনেছি সবাকার॥ ২৯
দেশ লুটে খেতে আছে সবার যোগ্যতা।
করিতে কড়ার কার্য্য করো হেঁট মাথা॥ ৩০
ভালরে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে।
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে॥ ৩১
এত শুনি লাজে ভয়ে সবাই চিন্তিত।
সাগর লঙ্ঘিতে যেন বানর লজ্জিত। ৩২
যে কালে করিতে দেবী সীতার উদ্দেশ।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কা করিতে প্রবেশ॥ ৩৩
বড় বড় বানরের পুঁড়া পারা পেট।
পবন-নন্দন বিনা মাথা করে হেঁট॥ ৩৪
সেইরূপে লাজে ভয়ে সবে ভাব্যমান।
হেন কালে ইন্দে মেটে উঠাইল পান॥ ৩৫
যোহুকুম বলিয়া চলিল ইন্দ্রজাল।
পাত্রবলে যাও খুব করিব নেহাল॥ ৩৬
বেড়েছে ইন্দের আশা এসে একবার।
হয়েছে নিন্দাটী দিয়া রঞ্জার কুমার॥ ৩৭
মনে করে সেইরূপি করিব প্রবেশ।
ভাবিল ভবানী-পদ ভরসা বিশেষ॥ ৩৮
উপহার অপর অনেক আয়োজনে।
পূজিতে পার্ব্বতী পদ পরম যতনে॥ ৩৯
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে হলো উপনীত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥ ৪০
অধিক আনন্দে ইন্দা উগ্রচণ্ডা দেবী
পূজিলে প্রমাদ খণ্ডে যার পদ সেবি॥ ৪১
আতপ তণ্ডুল চিনি কুঙ্কুম কস্তূরি।
অগুরু চন্দন গন্ধে অর্চ্চিলা ঈশ্বরী॥ ৪২
উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধুনা ধূপে অন্ধকার॥ ৪৩
জাতি যুথি যোড় জবা চাঁপা চন্দ্রমালী।
চন্দনাক্ত রক্ত-ওড়ে পূজে ভদ্রকালী॥ ৪৪
কাল ধল যুগল ছাগল দিল বলি।
বাহু তুলে নাচে গায় জয় জয় বাসুলী॥ ৪৫

হেনকালে কৃপায় উঠিলা কাত্যায়নী।
স্তুতি করে ইন্দেমেটে লোটায়ে অবনী ॥ ৪৬
নৃসিংহনাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গা-খর্পরধারিণী। ৪৭
করালবদনা কালী কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার হলো পূজে রাঙা পা ॥ ৪৮
অকালে আপনি বিধি করিলা বোধন।
তোমা পুজি রাম রণে বধিল রাবণ ॥ ৪৯
অমর অধিপ ইন্দ্র আরাধ্য ওপদ।
প্রলয় খন্দালো মহা ব্রহ্মার বিপদ ॥ ৫০
পুরাণে পণ্ডিত মুখে শুনি সর্ব্ব ঠাঁই।
তোমা বিনা পতিতপাবনী কেহ নাই ॥ ৫১
শুনে তুষ্ট ত্রিলোক-তারিণী যাচে বর।
ইন্দেমেটে কয় কিছু করি যোড় কর ॥ ৫২
ময়না চর্চ্চিতে মোরে মহামদ কয়।
প্রবেশে পরের পুর প্রাণে পাই ভয় ॥ ৫৩
নগরে নিদাটী দিব তুমি কর ভর।
ভবানী বলেন ভাল, দিলাম ঐ বর ॥ ৫৪
লখেকে কেবল কিন্তু হবে সাবধান।
এত বলি ত্রিলোকতারিণী তিরোধান ॥ ৫৫
তবে ইন্দা পার হয়ে প্রবেশি সহরে।
পড়িছে ইন্দুরমাটী ধরি উভ করে ॥ ৫৬
জাগ জাগ জাগ মাটী কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে এস নিদ্রা ঘোর ॥ ৫৭
আগম ডাকিনী তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটী।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ লাগ নিদাটী ॥ ৫৮
লাগ লাগ নিদাটী, নগর জুড়ে লাগ।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥ ৫৯
খাটে ভোটে ভূমে পড়ে যে জন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা ধর যেয়ে তায় ॥ ৬০
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদাটী নয়নে তার লাগে ॥ ৬১
চৌদিকে প্রহরী জাগে আগে লাগ তায়।
কাঙুরে কামাখ্যা দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥ ৬২
মাটী পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই ॥ ৬৩
যেখানে যেরূপে যেবা আছিল কথায়।
নয়নে নিদাটী লেগে পড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৬৪

হাটীলা বাজারু কান্দু কাবাড়ি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া ॥ ৬৫
সুখবাসী চাষি কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিদাটী লেগে নিদ্রায় কাতর ॥ ৬৬
জীব জন্তু আদি যত অচেতন পড়ে।
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে ॥ ৬৭
মন্দগতি সহরে সান্ধায়ে বুঝে সাড়া।
প্রবেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের পাড়া ॥ ৬৮
দেখিল সকল লোক অচেতন ঘুমে।
কেহ খাট পালঙ্ক শয্যায় কেহ ভূমে ॥ ৬৯
পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাঁদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ ॥ ৭০
ইন্দার আনন্দ অতি নিদাটীর ফলে।
পাড়া পাড়া সাড়া বুঝে সবার মহলে ॥ ৭১
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিঁড়ায়।
অনাথ-মণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায় ॥ ৭২
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ভূমে অচেতন ॥ ৭৩
বাঁ হাতে পাঁজের গোছা, ডানি হাতে কাটী।
কাটুনী পড়েছে ঢুলে লেগেছে নিদাটী ॥ ৭৪
রজনী জাগিতো যারা মদন জ্বালায়।
হেন যুবা যুবতী বিয়োগে ঘুম যায় ॥ ৭৫
এলায়ে সাধের খোঁপা চাঁপা ফুল গা।
সুনব-নাগরী কিবা ছেলে পিলের মা ॥ ৭৬
গর্ব্বিত ভরম ভয় সব গেছে দূর।
যেখানে সেখানে পড়ে নিদ্রায় আতুর ॥ ৭৭
পিঁড়া ঘরে ঝারি খুরি ঘটী বাটী থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা ॥ ৭৮
নিদ্রা যায় দোকানী, দোকান নাহি তুলে।
ঘোর ঘুমে তাঁত-পাড়ে তাঁতি পড়ে ঢুলে ॥ ৭৯
জঘনে জঘনে যুগ্ম বদনে বদন।
নাগরী নাগর কোলে নিদ্রায় মগন ॥ ৮০
রন্ধনী রন্ধনশালে নিদ্রা যায় পড়ে।
পুরীশুদ্ধ নিন্দাটী করেছে ঘুমগড়ে ॥ ৮১
বীর কালু চৌকির উপর ছিল বসে।
ঢুলে ঢুলে মাথার পাগড়ি গেল খসে ॥ ৮২
দূরে পড়ে ঢাল খাঁড়া শাঙ্গি সেল তীর।
ভূমে পড়ে কুঁকায়ে ঘুমায় মহাবীর ॥ ৮৩

কালুর কাটারি ছড়ি মস্তকের চিরা।
বিজয় নিশান লয়ে ভয়ে চায় ফিরা॥ ৮৪
যমদূত দোসর দলুই তের জন।
চারিদেগে চৌকির উপর অচেতন॥ ৮৫
সালুর শীকার-মুখে ঘুমায় ভুজঙ্গ।
শশক শার্দ্দূল শিবা শূকরের সঙ্গ। ৮৬
জলেতে ঘুমায় মৎস্য পক্ষিগণ গাছে।
যড়গুলি কুকুর ঘুমায় পড়ে নাছে॥ ৮৭
এইরূপে সহরে সবাই নিদ্রা যায়।
সবে মাত্র জাগে লখে ধর্ম্মের কৃপায়॥ ৮৮
সকল চর্চ্চিয়া শেষে ফিরে ডোম পাড়া।
লখে ডোমনী পেলে তার চরণের সাড়া॥ ৮৯
তাড়া দিল বীরের বনিতা বীরদাপে।
ত্রাসে তরল তনু ইন্দেমেটে কাঁপে॥ ৯০
না হলো বিপত্তি কোন কালীর কৃপায়।
পার হয়ে কালিন্দী পাত্রের সভা পায়॥ ৯১
দেখিয়া চঞ্চল হলো নবলক্ষ দল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ৯২

নবলক্ষ দলে পাত্র আছিল বসিয়া।
হেনকালে ইন্দেমেটে উত্তরিল গিয়া॥ ৯৩
লঙ্কাপুরী চর্চ্চি যেন বালির নন্দন।
রাবণের মাথার মুকুট নিদর্শন॥ ৯৪
মহাবীর অঙ্গদ আনিয়াছিল বলে।
সেইরূপি কালুর পাগড়ী নিল ছলে॥ ৯৫
পাত্রে আগে দিয়ে মাথা নোয়াল কোটাল।
কহিতে লাগিল গড় বেড়গে তৎকাল॥ ৯৬
নিদাটী দিয়াছি আমি কালিকা সাধনে।
মৃত্যুতুল্য সবারে রেখেছি অচেতনে॥ ৯৭
যে সব ডোমের ডরে যম যায় ফিরে।
হেন কালু বীরের মাথার লও চিরে॥ ৯৮
দেখিয়া খোসাল পাত্র দিল খাসা যোড়া।
বরাত রাখিল পিছে পাবি খুব ঘোড়া॥ ৯৯
হুকুম হাঁকারে উঠে গৌড়ের নাবড়।
গড় বেড় বেড় শব্দ উঠে তড়বড়। ১০০
আছিল কোমর বাঁধা নবলক্ষ দল।
গজবাজী চড়ে কেহ পায়ে করে বল॥ ১০১
তরবড়ি ওড়ে নদী পার হয়ে চলে।
মাড়য়ে মুড়াল মৎস্য কালিন্দীর জলে॥ ১০২
কুল কুল কালিন্দী কমল কাণেকাণ।
পাত্তর পেরুল নদী ভাবি কত খান॥ ১০৩
পার হয়ে পাত্র কয় প্রধান সেনায়।
মান্ধাতার নাতি শুন রণসিংহরায়॥ ১০৪
অপর সবারে বলি না করিবে শঙ্কা।
বানরে বেড়িল যেন স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥ ১০৫
সেইরূপে সবে যেয়ে গড় বেড় আগে।
চারিদিগে থানা দেহ যত বীর-ভাগে। ১০৬
যো হুকুম বলিয়া চলিল সব সেনা।
গড় বেড়ে চৌদিকে চঞ্চল দিল থানা। ১০৭
পূর্ব্বদিকে পীরজাদা হাসন হুসন।
সেখ সুজা সাকিবাকি মীর মিঞাগণ। ১০৮
খানসামা মীর মিঞা মোগলের খোজা।
জামা জেবে হেবা রুটী পদতলে মোজা। ১০৯
রণভীম রায় আদি সামন্ত শেখর।
থানার দক্ষিণদিকে রাখিল পাত্তর। ১১০
ভঞ্জ ভুঁ য়া ভুভুখ ভবানীচন্দ্র ভান।
পশ্চিমে পাঠান আদি যাহার পুস্তান। ১১১
পশ্চিম থানায় থাকে মান্ধাতার নাতি।
ধলমল্ল বরাহ ভূপতি যার সাথি। ১১২
যমের দোসর সঙ্গে নিজ নিজ সেনা।
মহাপাত্র উত্তরে আপনি দিল থানা। ১১৩
কালুর সোদর কামু, ভাট গঙ্গাধর।
দক্ষিণ হাজরা হবি উত্তর কুঙর। ১১৪
পাত্র বেড়ে রহিল অপর যত বীরে।
চৌদিগে চঞ্চল চোকা ইন্দামেটে ফিরে। ১১৫
ঝোপ ঝাপ কানন কাটিয়া রাখে থানা।
ওত পেলে বীর কালু পাছে দেয় হানা। ১১৬
আগে আগে বেলদার বান্ধিল আড়কাঁথি।
চারিদিকে কাঠগড়া কোলে তার হাতী। ১১৭
কাণে কাণে রাউত পশ্চাৎ ঘোড়া রাখে।
ঢালী পিছে ধানুকী বন্দুকী বাকি থাকে। ১১৮
কাঁথি-আড়ে কামানী কামান ধরে রয়।
তবু পাত্র ভাবে মনে ধূমসীর ভয়। ১১৯
পাত্র বলে সাবধানে সবে রাখ থানা।
দণ্ড দুই দেখি তবে দিব রাত্রে হানা। ১২০
এত বলি গড় বেড়ে রহিল পাত্তর।
বিপত্তি সাগরে ভাসে ময়না নগর। ১২১

রে জানিল ধর্ম্ম অখিল আধান।
ভট্ট বন্দি দ্বিজ কবিরত্ন গান। ১২২
র দুরন্ত কর্ম্ম, ভক্তের বিপত্তি ধর্ম্ম,
ব্যাকুল হইয়া বিশ্বপতি।
ত্তি সাগর সেতু, ময়না নিস্তার হেতু,
হনুমানে কহেন আরতি। ১২৩
সেন নাই ঘরে, হাকণ্ডে কামনা করে,
অনাহারে আমার সেবায়।
ড়ের নাবড় ছলে, নব লক্ষ দলে বলে,
মহামদা ময়না মজায়। ১২৪
া-পদ আরাধিয়া, নগরে নিদাটী দিয়া,
সবারে রেখেছে অচেতনে।
দেবী পূজা করি, রাখিতে বলগে পুরী,
কালু বীরে নিশির স্বপনে। ১২৫
পদে নত-শির, আজ্ঞা বন্দি মহাবীর,
বায়ুবেগে ময়না প্রবেশে।
ক্ষ নগর নাশে, শিয়রে স্বপন ভাষে,
কালু বীরে কন উপদেশে ॥ ১২৬
চিয় মহাবীর, পদ পূজি পার্ব্বতীর,
প্রমাদে রাখ রে পুরীখান।
শুনে নিদ্রাভঙ্গ, ত্রাসযুক্ত তোলে অঙ্গ,
মহাবীর হ'ল তিরোধান ॥ ১২৭
দিকে চঞ্চল চায়, কারে না দেখিতে পায়,
উঠে বীর ভাবে মনে মনে।
রতে বিপদ নদ, পূজিতে পার্ব্বতী পদ,
কেবা মোরে কহিল স্বপনে। ১২৮
মানি চলে মনে, আনিতে বান্ধবগণে,
দেখে সবে ঘুমে অচেতন।
মাত্র জাগে লখে, কালু তারে কহে ডেকে
যে কিছু স্বপন বিবরণ ॥ ১২৯
তে বাসুলী বিনে, মন্দ মতি অতি হীনে,
কেবা আছে করিতে উদ্ধার।
বিধি দিয়া বলি, পূজিব শ্রীভদ্রকালী,
তোরে লাগে ময়নার ভার ॥ ১৩০
কুসাবী অবতংসে, কুশধ্বজ রাজবংশে,
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান।
হার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা,
তার সুত ঘনরাম গান ॥ ১৩১

লখে বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আমারে সঁপিতে চাও ময়না ভুবন ॥ ১৩২
অবলা কেবল আমি কিবা বল ধরি।
কালু বলে ছাড় কলা কোলে কাল অরি ॥ ১৩৩
তোর যত বল বুদ্ধি মোরে নাই হারা।
লখে কয় নাই শক্তি সেকালের পারা ॥ ১৩৪
যে করিতাম যুবাকালে রক্ষাপেত তা।
এখন হয়েছি বহু ছেলেপিলের মা ॥ ১৩৫
প্রসবে প্রসবে টুটে অবলার বল।
পুরুষে ওসব কথা বুঝিতে বিরল ॥ ১৩৬
এখন (ও) ওসব ভার আর না কি সয়।
বীর বলে মোর দশা, তোর দোষ নয় ॥ ১৩৭
বেদে বলে বনিতা বিশেষ বাম অঙ্গ।
সত্য বটে সম্পদে, বিপদে নয় সঙ্গ ॥ ১৩৮
বলিতে বলিতে বাড়ে অভিমান ক্রোধ।
চরণে ধরিয়া লখে করিছে প্রবোধ ॥ ১৩৯
কেন নাথ কি কারণে কর মনো-ব্যথা।
পূজ যেয়ে ভদ্রকালী কুলের দেবতা ॥ ১৪০
তোমার প্রসাদে পুরী রাখিব প্রতাপে।
কোমর বান্ধিলে লখে লজ্যে কার বাপে ॥ ১৪১
শুন নাথ বলিতে বড়াই হয় বাড়া।
কেশরী ধরিতে পারি যদি দিই তাড়া ॥ ১৪২
আইবড় কালের কথা কহিব বিপাক।
হাতী ধরে বাঁহাতে ঘুরাতাম যতেক ॥ ১৪৩
শিশুকাল অবধি পেয়েছি বীরপনা।
তবুত তরণী তের, তনয়ের মা ॥ ১৪৪
এখন সংগ্রামে নাথ আমি নই বুড়া।
প্রতাপে পাড়িতে পারি পর্ব্বতের চূড়া ॥ ১৪৫
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হুতাশন।
সেজে এলে সম্মুখ সমরে দিব রণ ॥ ১৪৬
বীর বলে তোর বাক্য বুঝিতে বিরল।
বচনে ভাসালি শিলা ডুবাইলি সোল ॥ ১৪৭
কাজ বিনা কেবল কথায় কিবা করে।
ষোল-ঘাডের শিলা আছে আখড়ার ঘরে ॥ ১৪৮
এক শরে বিঁধে যদি করে দিস ফার।
তবে সে প্রবোধি চিত্ত সঁপে যাই ভার ॥ ১৪৯
পূজা জপে তপে তবে দৃঢ় থাকে মন।
সম্প্রতি বিপত্তি হলে রাখে কোন্ জন ॥ ১৫০

ডোম এত বলিতে ডোমনী পুরে সায়।
আড় লাফে আখড়া উত্তরে বীর বায়॥ ১৫১
হাতের ধনুক কালু দিল হাতে হাতে।
ডোমনী বলে ডরাই বলিতে প্রাণনাথে॥ ১৫২
বিন্ধিতে পাষাণ যদি মোরে দিলে ত্বরা।
নাথ হে তোমর ধনু মোর তূণ ফোরা॥ ১৫৩
এত বলি ঈষৎ আবেশে বাঁশ গোটা।
টানিয়া টঙ্কার দিতে পিঠে উঠে চটা॥ ১৫৪
তবে ধনী আপন ধনুক আনে ধেয়ে।
চড়া দিতে অবনী বিদরে ভর পেয়ে॥ ১৫৫
বাঁ হাতে ধনুক লুফে লখে মারে লম্ফ।
কহিতে লাগিল কিছু করে বীরদম্ভ॥ ১৫৬
পাথর ধরিয়া নাথ তুমি কর সোজা।
এক শরে বিন্ধে দিব কিবা ভার বোঝা॥ ১৫৭
কোমর বান্ধিয়া কালু ধরিল শিলায়।
মড় মড় কাকালি নড়ে নাড়া নাহি যায়॥ ১৫৮
লাজ পেয়ে বলে বীর বচনের ছলা।
আমি যে পাষাণ তুলি তোর কি মহলা॥ ১৫৯
বিন্ধিতে শকতি থাকে আগে কর সোজা।
লখে বলে নাথ হে সকলি গেল বুঝা॥ ১৬০
ধরিয়া ধনুক তুলে দারুণ পাথরে।
ঝিকে ফেলে আকাশে লুফিছে বাম করে॥ ১৬১
রাখিতে নিশান কালু দিল চূণ কৌটা।
হাঁটু পেড়ে ডুমনী টানিছে বাঁশ গোটা॥ ১৬২
সন্ধান পুরিয়া মার মার বলে ছাড়ে।
ফার করে পাষাণ সাগরে যেয়ে পড়ে॥ ১৬৩
ধনুর টঙ্কার আর শরের নিস্বন।
শুনিয়ে সঙ্কোচে পাত্রের হাতে হল প্রাণ॥ ১৬৪
কালু বলে সাবাসি তোকে সাকা শুকার মা।
শুভক্ষণে সেবেছিলে ওস্তাদের পা॥ ১৬৫
এক বাণে পাষাণে নিশানে হানে সিঁদ।
বুঝিলাম পুজিব দেবী চরণারবিন্দ॥ ১৬৬
এত বলি হাতে হাতে পুরী সমর্পিয়া।
দলুই সকল কালু নিল জাগাইয়া॥ ১৬৭
নিশিযোগে দেখিছি অনেক বিভীষিকা।
ময়না রাখিতে বলে পুজিয়া চণ্ডিকা॥ ১৬৮
খণ্ডাব পুরীর বিঘ্ন রাজা নাই পাটে।
পুজিব পার্ব্বতী-পদ সাটী দিঘীর ঘাটে॥ ১৬৯

সাজি সবে আনন্দে অনেক আয়োজনে।
সুরা হেতু গেল সবে শুঁড়ির সদনে॥ ১৭০
উঠ শিবা ভাল মদ দেরে ঝারি কুড়ি।
ঘন ডাকে ঘোর ঘুমে বারি হলো শুঁড়ি॥
জোহার করিয়া বলে ছেড়েছি ও পদ।
বাঁধা সাঁধা নাহি বীর কোথা পাব মদ॥ ১৭
যত দিন অবধি ভূপতি নাই পাটে।
ছেলে পিলে সকল সদাই খেতে খাটে। ১
কোপে কম্পবান কালু দর্প করে কয়।
কথা কাটে শুঁড়িবেটার বুকে নাই ভয়॥ ১
প্রমাদে পূজিব দেবী দেখেছি স্বপন।
মদ যোগাইবে কোন্ কায়স্থ ব্রাহ্মণ॥ ১৭৫
ধূর্ত্ত বেটা শুঁড়ির করিব অপমান।
ঘর দ্বার লুটিব কাটিব নাক কাণ॥ ১৭৬
দেশে হতে দূর কর দিয়া পেলা লাথী।
শুনিতে শুখাল শুঁড়ি নিশাভাগ রাতি॥ ১৭
মনে করে মদ্যপ মজায় বুঝি জেতে।
এত ভাবি কয় শুঁড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে॥ ১
গাড়া মদ মাটীতে পুরাণ সাত ঘড়া।
আজ্ঞা কর এনে দিব অকালের ভাড়া॥ ১৭
নিতে শীতল কালু বলে মোর ভাই।
আন মাত্র বলিতে জোগাল ধাওয়াধাই॥ ১৮
মদ দেখে বীর কালু পরম খোসাল।
শুঁড়িকে অনেক ধনে করিল নেহাল॥ ১৮১
সাজিয়া সানন্দে সবে সাটীদিঘী পায়।
স্নান করে দেবী পুজে ঘনরাম গায়॥ ১৮২
ঘটাকরি ডোমগণে, নানাবিধ আয়োজনে,
দেবী পুজে আগম বিধান।
আবাহন তন্ত্রমন্ত্রে, পুজা করি হেমযন্ত্রে,
হৈমবতী হ'ল অধিষ্ঠান॥ ১৮৩
সবে হয়ে সদানন্দ, অভয়া চরণ বন্দ,
অর্চ্চিলা চন্দন গন্ধ দিয়া।
ঘৃতের প্রদীপ পঞ্চ, ধূপ ধূনা অপরঞ্চ,
উপহার আমান্ন মিশিয়া॥ ১৮৪
যাতি যুথি জবা জোড়, চন্দনাক্ত রক্ত ওড়,
মল্লিকা চম্পক চন্দ্রমালী।
কেতকী কাঞ্চন কুন্দে, করবীর অরবিন্দে,
সদানন্দে পুজে ভদ্রকালী॥ ১৮৫

তপ তণ্ডুল চিনি,, ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননি,
পায়স পিষ্টক দধি ঘৃত।
রি সারি পরিপাটী, পুরিয়া পুরট বাটী,
মধু রাখি মদে মজে চিত। ১৮৬
সুরাগন্ধে সরে জি, কালু বলে করি কি,
এস সবে মদ খাই সুখে।
এত বলি অনুৎসর্গ, মদ খায় ডোমবর্গ,
দেখে দেবী হাত দিল নাকে। ১৮৭
ক্রোধমতি ভগবতী, কহেন পদ্মার প্রতি,
দেখ দেখ মাতালের কাজ।
মোরে আনি আবাহনে, পূজা লোটে ডোমগণে,
এ বড় অবনী যুড়ে লাজ। ১৮৮
পুরুষে পুরুষে ভজে, আজি কালু মদে মজে,
যেমত নাশিলি মোর আশ।
তেমত তৎকালে বেটা, সবান্ধবে যাবি কাটা,
আজি তোর হবে বংশ নাশ। ১৮৯
কালু কৈল মহাপাপ, জন্মাল দেবীর তাপ,
নষ্ট হেতু ময়না ভুবন।
অমৃতে গরল উঠে, কিবা নিবারিব মুঠে
যত কিছু দৈবের কারণ। ১৯০
বীরে অভিশাপ করি, গেলা মা কৈলাসগিরি,
ঘটিল অশেষ অমঙ্গল।
গুরুপদ ভাবি যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল মধুর মঙ্গল। ১৯১
মদমাংসে মজিয়া মাতিল ডোম যত।
মনে করে উঠেছি ইন্দ্রের ঐরাবত। ১৯২
ভাই ভাই বেহাই বেহাই বন্ধু বলি।
কোলাকুলি করে কেহ, লয় পদধূলি। ১৯৩
ঠেলাঠেলি মাতালি মাটীতে মাথা পড়ে।
মদগন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মুখে মাছী উড়ে। ১৯৪
অমঙ্গল অশেষ অভয়া অভিশাপে।
কালুবীরে বিশেষ ফলিল নিজ পাপে। ১৯৫
পুনরপি শুঁড়ি বাড়ি লাগাইল লেঠা।
আয়ে তারে যেয়ে বলে মদ দেরে বেটা। ১৯৬
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাই মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলে টানে। ১৯৭
হাঁহাঁ হাঁহাঁ করিতে হাঁকালে ঢোকে বাড়ি।
ভাড়া খেয়ে তরাসে পলায় সব শুঁড়ি। ১৯৮
ধেয়ে যেয়ে তাড়ায়ে শুঁড়িকে মাগে কোল।
দৌড়রে দৌড়রে দড় উঠে গণ্ডগোল। ১৯৯
রাজ্যের রক্ষক হোয়ে করে অবিচার।
বাপরে বিপত্তি বড় দোহাই রাজার। ২০০
কি কি বলে ধায় লখে ডোমনী চঞ্চল।
শুঁড়ি বলে বীর কালু জেতে করে বল। ২০১
চুপ চুপ বলিয়া ডোমে ধরিল ডোমনী।
বীর বলে ছেড়ে দেলো হেদেলো ঢেমনী। ২০২
কাঁচলী কচটে করে মুখে পিয়ে মধু।
লাজ পেয়ে পালায় শুঁড়ির বেটী বধূ॥ ২০৩
কোলে নিল প্রাণনাথে বাহ্নিভুজ-পাশে।
লঘুগতি এলো রামা আপনার বাসে॥ ২০৪
গালে গলে গরল গোঙ্গানি গায়ে তাপ।
লখে বলে কেন ওহে শাকাশুকার বাপ॥ ২০৫
মুখে নাহি উত্তর, উত্তরে পড়ে ঢুলে।
কাঁদে লখে কপালে-কঙ্কণ-হানে তুলে॥ ২০৬
উত্তরে প্রবাসে বিনা আপনার বাসে।
শুনেছি শাস্ত্রের আজ্ঞা, শুনে সর্ব্বনাশে॥ ২০৭
পূর্ব্বশিরে প্রশস্ত শ্বশুর বাসে যদা।
দক্ষিণ লক্ষণযুক্ত নিজ গৃহে সদা। ২০৮
কদাচ উচিত নহে পশ্চিমে হেলনা।
উত্তরে ঢলিল নাথ মজিল ময়না॥ ২০৯
কি ক্ষণে পূজিতে গেলে পার্ব্বতীর পা।
কোন্ অপরাধে বুঝি বাম হলো মা॥ ২১০
কালিন্দী গঙ্গার জলে করাইব স্নান।
বুঝিবা পরাণ-নাথ তবে পান জ্ঞান॥ ২১১
এত বলি প্রাণনাথে শোয়াইয়া খাটে।
কলসী লইয়া গেল কালিন্দীর ঘাটে॥ ২১২
পার হয়ে এলো যত নবলক্ষ দল।
দেখিল কেবল কাদা কালিন্দীর জল॥ ২১৩
আবাসি আখের গোড়া ঘোড়া হাতী নাদ।
জলে ভাসে দেখি লখে ভাবে পরমাদ॥ ২১৪
চঞ্চল চরিত্র চিত্ত চারি পানে চায়।
তস্কর লস্কর আলা দেখিবারে পায়॥ ২১৫
হাতী ঘোড়া দলবল দেখি কাণ্ডকাণ।
গড়ের উপরে উঠে করে অনুমান। ২১৬
পৃথিবীতে প্রতাপে সেনের শত্রু নাই।
শাসিল সংসার সব স্বধর্ম্মে গোঁসাই॥ ২১৭

তবে কেন হেন বেশে কেবা বেড়ে গড়।
অনুমানে বুঝি বেটা গৌড়ের নাবড় ॥ ২১৮
সেই সবে আঁটকুড়া আজন্ম দুঃখ দেই।
শুধিব সেনের ধার শত্রু যদি সেই ॥ ২১৯
ভয় নাই ডোমূনী ডাগর ডেকে কয়।
কেরে ও বেড়েছে গড় লয়ে হাতী হয় ॥ ২২০
কারো সনে বিবাদ বাসনা নাহি করি।
তবে কেন হেন বেশে কেবা আসে অরি ॥ ২২১
রাজা নাই দেশে বলে কে করে প্রতাপ।
একাই অযুত আছে শাকাশুখার বাপ ॥ ২২২
যমদূত দোসর দলুই যত জাগে।
থাকুক সে সব বীর একা মোর আগে ॥ ২২৩
ভয়ে কাঁপে কুবের কোমর কেবা বাঁধে।
কেবা বা বামন হয়ে হাত বাড়ায় চাঁদে ॥ ২২৪
বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম ॥ ২২৫
পরিচয় কর কেবা কোথাকার ভূপ।
নিজ বিবরণ বোল, বলিবে স্বরূপ ॥ ২২৬
পাত্র বলে শুন লখে সামন্ত ঝকড়।
তোমার বদন চেয়ে বেড়ে আছি গড় ॥ ২২৭
দ্বিতীয় ভূপতি বলে সবে মোরে কয়।
পাত্র মহামদ আমি দিনু পরিচয় ॥ ২২৮
অন্তরে কুপিল লখে শুনি সমাচার।
মুখে বলে মহাপাত্র জোহার জোহার ॥ ২২৯
কও কোন্ কি কার্য্যে এখানে আগমন।
পাত্র বলে শুন লখে বিশেষ কারণ ॥ ২৩০
বলিতে বিষম বাক্য বুকে মেলে চির।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥ ২৩১
পাত্র বলে শুন লখে শুনি অমঙ্গল।
শিশিরে শুকাল নাকি কুলের কমল ॥ ২৩২
মামা হয়ে এ কথা কেমনে কহা যায়।
অনাহারে কঠোরে হাকণ্ডে মোল রায় ॥ ২৩৩
শোকে মোল কর্ণসেন ভগিনী রঞ্জাবতী।
অতেব রাখিতে রাজ্য আসি শীঘ্রগতি ॥ ২৩৪
সহসা সংশয় ভাবে সমাচার শুনি।
পশ্চাৎ সকলি মিথ্যা বুঝিল ডোমূনী ॥ ২৩৫
এইরূপ (ই) মায়ামুণ্ড দিয়া একবার।
ময়না মজাতে ধর্ম্ম করেছে উদ্ধার ॥ ২৩৬

কোনরূপে না পেরে মজাতে এলো পুরী।
বুঝিল কুচক্রী যত পাত্রের চাতুরী ॥ ২৩৭
লখে বলে শুন পাত্র সর্ব্ব লোকে গায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায় ॥ ২৩৮
ইহার প্রমাণ পাত্র প্রহ্লাদ ঠাকুর।
পিতা যার হিরণ্যকশিপু দুষ্টাসুর ॥ ২৩৯
বিষ্ণুভক্ত দেখি পুত্রে বধে দুরাচার।
অনলে গরলে জলে কি করিল তার ॥ ২৪০
উত্তানপাদের পুত্র পঞ্চম বৎসরে।
অভিমানে অরণ্যে অনেক অনাহারে ॥ ২৪১
মহামতি ধ্রুব অতি উগ্রতপ করি।
দেখিলে অখিলবন্ধু চতুর্ভুজ হরি ॥ ২৪২
আজন্ম একান্ত যেবা ঈশ্বরের দাস।
কোন্ মূর্খ বলে সে হাকণ্ডে হলো নাশ ॥ ২৪৩
ধর্ম্ম পূজি পশ্চিমে-উদয় দিয়া রায়।
দেখ দেখ আজি কালি আসিবে ত্বরায় ॥ ২৪৪
কেবা করে চাতুরী লখের আগে আঁটে।
যত কয় পাত্তর ডোমনী সব কাটে ॥ ২৪৫
তবে পাত্র দর্প করি কহিছে বিশেষ।
কালুবীরে ডেকে আন্ দিয়ে যাই দেশ ॥ ২৪৬
প্রতিজ্ঞা করিল যেন রাম রঘুবর।
বিভীষণে লঙ্কায় করিল দণ্ডধর ॥ ২৪৭
রাজারাণী মন্দোদরী রাবণ-মহিষী।
বিভীষণ রাজার করিয়া দিব দাসী ॥ ২৪৮
সে সব সকলি সত্য কিছু মিথ্যা নয়।
অভিমত আছে মনে আমার আশয় ॥ ২৪৯
কালুকে করিব রাজা ময়না নগরে।
শত্রু যেন সন্তাপে সদাই ফেটে মরে ॥ ২৫০
পাটরাণী পাঁচের প্রধানা তুমি হবে।
চারি ছুঁড়ী চেড়ি হয়ে তলে তোর রবে ॥ ২৫১
তবে যে সতিনী বলে মনে ভাব ভয়।
হাসন হুসনে বলে লুটাই না হয় ॥ ২৫২
এত শুনি সম্ভ্রমে ডোমূনী কাটে জি।
কোপে কয় কেমনে বদনে কৈলি কি ॥ ২৫৩
ডোম হলো আপন ভাগিনা হলো পর।
এই বুদ্ধে এত কাল রাজার পাত্তর ॥ ২৫৪
ঠাকুরাণী সকলে বিরূপ বল বাড়া।
হেন বুঝি লখেকে ধরাবি ঢাল খাঁড়া ॥ ২৫৫

পাত্র বলে তোমার ভালোর লাগি বলি।
নতুবা কে কোথাকারে যাচে ঠাকুরালী ॥ ২৫৬
হের এস আগিয়ে অভয় পান লও।
কোন চিন্তা নাইগো কথায় সায় দেও ॥ ২৫৭
মনে কর এ সব আশ্বাস বুঝি মিছে।
ধিক্ থাকুক নাই যার বচনের পিছে ॥ ২৫৮
সমান কথায় কাজে আমি নই ভণ্ড।
বীরে ডাক, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড ॥ ২৫৯
তবে যবে এসে সেন আমি তাকে আছি।
লখে বলে কি বলো দুহাত তুলে নাচি ॥ ২৬০
ধিক্ থাক্ জীবনে লাজের মাথা খেয়ে।
এখনও ওসব কথা আমা পানে চেয়ে ॥ ২৬১
কুলাঙ্গার কলঙ্ক করিলি দেশ বই।
প্রাণ লয়ে পলায়ে এখনও আমি কই ॥ ২৬২
বায়স কেমনে হবে বিনতার সুত।
শৃগাল হইবে হরি এ বড় অদ্ভুত ॥ ২৬৩
খদ্যোত কেমনে হবে সবিতা সমান।
যারে যা জানিনু পাত্র তোর যত জ্ঞান ॥ ২৬৪
র্ম্মময় মহাশয় লাউসেন রায়।
মার মতি থাকে যদি ভূপতির পায় ॥ ২৬৫
জাতি কুল প্রাণধন দেশ হাতে হাতে।
সঁপিলা সকল রাজ্য রক্ষা পায় যাতে ॥ ২৬৬
ইহা না করিলে নাই নরকে নিস্তার।
নিদানে নৃপতি আগে হব গুণাগার ॥ ২৬৭
তবে পাত্র কুটিল বদনে কটু কয়।
জতের স্বভাব লখে তোর দোষ নয় ॥ ২৬৮
চেটা ঝাঁটা ঝুড়ি পেড়ি বেচা হবে সার।
লখে বলে জাতি বৃত্তি ভূষণ আমার ॥ ২৬৯
ভাগিনা-বৌকে মোগলে লুটাতি নারি মোরা।
পাত্র বলে বড় না ইঙ্গিত দেখি তোরা ॥ ২৭০
দণ্ডে লণ্ড ভণ্ড হবি ছত্রদণ্ড ছেড়ে।
লখে বলে তোতোকে তালাক ভেড়ের ভেড়ে ॥
পরাণে পারিস যত ক্ষমা যদি দিস্।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস্ ॥ ২৭২
হ্বাস হেন বাসি পাত্র, তোর পারা বাদী।
পাত্রবলে থাকলো ভালো ডোমনীহারামজাদী ॥
ডোম রাঢ় চুয়াড়, শালীর শুন ডাক।
শালীর ভাতার শালা মুখ সামলে থাক্ ॥ ২৭৪

জাতি রাঢ় আমি রে, করমে রাঢ় তু।
ভালরে সাজিয়া আসি কোথা থাকে মু ॥ ২৭৫
এত বলি চঞ্চল চরণে করি ভর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর ॥ ২৭৬
মহামদে দম্ভ করি এক লম্ফে লখে।
গড়ের ভিতরে পড়ে পুরী যায় দেখে ॥ ২৭৭
গলিবাট নগর চত্বর ফিরে চায়।
না শুনে শ্বানের সাড়া পাড়া পাড়া ধায় ॥ ২৭
সবাই আদুড় ঘরে ঘুমে হয়েছে মাটী।
লখে বলে লড্ড বেটা দিয়াছে নিদাটী ॥ ২৭৯
যদি যাই জাগায়ে জঞ্জাল যেগে যাবে।
লুঠাতি লস্কর দেখে লোক ভয় পাবে ॥ ২৮০
তাঁতি তেলি তাম্বুলি মদক মালি জেলে।
তরাসে তরল হবে হারাবে হাটালে ॥ ২৮১
সুখবাসী সকলে শুনিলে দিবে ধাই।
সহর বিগাড় হলে বাড়িবে বালাই ॥ ২৮২
যা সবারে জাগালে জাগিত যমকাল।
মদ মাসে মাতাল সে সব ডোম-ডাল ॥ ২৮৩
একাকী রাখিব পুরী রণে দিব হানা।
একা যুদ্ধে জিনে যেয়ে জাগাব ময়না ॥ ২৮৪
এত ভাবি ডোমনী জাগায় চারি দ্বার।
পতি প'ড়ে প্রমাদে প্রসঙ্গ নাই তার ॥ ২৮৫
আগে আসি উত্তরে ঈশ্বরী উগ্রচণ্ডা।
আরাধিল অভয়া অমর বিঘ্ন খণ্ডা ॥ ২৮৬
জাগ জাগ জগৎ-জননী জয়চণ্ডি।
অশেষ আপদে রক্ষ অপরাধ খণ্ডি ॥ ২৮৭
বিপক্ষে না দিবে দ্বার রণে হবে পক্ষ।
হাতী ঘোড়া নরবলি দিব এক লক্ষ ॥ ২৮৮
দ্বারদেশে দিল দড় দারুণ কপাট।
ত্বরিতে তসলা দিল শুনি কটকাট ॥ ২৮৯
পূজিতে প্রচণ্ডাপদ প্রবেশে পশ্চিমে।
পূজা জপ করে বলে রক্ষ মা মহিমে ॥ ২৯০
কুলাচল কপাটে কঠিন দিল খিল।
থাকুক অন্যের গতি অচল অনিল ॥ ২৯১
দ্বারদেশে বাসুলি দক্ষিণ দ্বারদেশে।
জাগাইয়া পূর্ব্বদ্বারে ডোমনী প্রবেশে ॥ ২৯২
যতনে যোগাধ্যা-পদ জবাফুল জলে।
পূজিয়া প্রার্থনা করে চরণ-কমলে ॥ ২৯৩

অরাতি অভাগা আজি অধোগতি যায়।
মামুদা মনের মত মনস্তাপ পায়॥ ২৯৪
লোহার কপাট দড় দুয়ারে হেলায়।
তামায় তসলা তিন তুলে দিল তায়॥ ২৯৫
চারি দ্বারে জাগায়ে পুরিল মনোরথ।
পিপীলিকা পবন প্রবেশে নাই পথ॥ ২৯৬
আঁধি সাঁধি রোধি রামা রঙ্কিণীর পা।
সার করি সমরে শাকার সাজে মা॥ ২৯৭
বীরধটী আঁটি পটী উলটী পালটী।
লম্ফ দিয়া সাজে লখে সোণা ডোমের বেটী॥
কটী পরে সাপটী পরিল পাট সাড়ী।
বিপরীত হুঙ্কার দাঁতের কড়মড়ি॥ ২৯৯
তড়বড়ি কোমর কষিল কড়াকড়।
বেড়িল বাইসে বেড় বিচিত্র কাপড়। ৩০০
উপরে কষণি করে কুরঙ্গের ছালে।
পেট আঁটি পুরট পটুকা পট্টশালে। ৩০১
বুকে বান্ধে কাঁচলি কবচ টানে গায়।
সোণার টোপর শিরে টৈয়ে বাঁধা তায়। ৩০২
একে একে হেতার হুসার থরেথর।
জোড়া খাঁড়া খঞ্জন যুগল যমধর। ৩০৩
কষে বাঁধি কাঁকালি কালিকা করে জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ্ দপ্। ৩০৪
ছোরা ছুরি কাটারি কুটিল হীরাধার।
তূরকোচে তীরগুলি তেত্রিশ হাজার। ৩০৫
বাম করে ধরে ঢাল কালমুখী ফলা।
টঙ্কারি ধনুক নিতে কাঁপিল অচলা। ৩০৬
চণ্ডিকা চলিল যেন চণ্ডমুণ্ড রণে।
ফলঙ্গে লঙ্ঘিল গড় সজোর চরণে। ৩০৭
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে। ৩০৮
সম্মুখ সমরে আসি সিংহনাদ ছাড়ে।
হুহুঙ্কারে হুতাশে হুটারে হাতী পড়ে। ৩০৯
চমৎকার চৌদিকে চঞ্চল চৌকিথানা।
ডাকাডাকি উঠিল ডোমনী দিল হানা। ৩১০
বাজে জোড়া কাড়া শিঙ্গা টমক টেমাই।
তড়বড়ি লস্করে পড়িল ধাওয়া ধাই। ৩১১
ঘন রণ দামামা নিনাদে দামদুম।
মার মার মহিমে মহামদের হুকুম। ৩১২
হাতাহাতী হাঁফালে হেতের কেড়ে নে।
সমরে শ্যালীকে ধরে দূর করে দে। ৩১৩
বলিতে বলিতে বড় বাধিল লস্কর।
তড়বড়ি সাজনি, তাজনি ধর্ ধর্। ৩১৪
হাতী হয় রাহুত মাহুত যূথে ধায়।
ঢালী পাইক পদাতি পাসারি পায় পায়। ৩১৫
ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাটে।
শত শত সেনায় সংহারে ফলা সাটে। ৩১৬
ওড়ে আড়ে ধানুকী বন্দুকী কাণে কাণ।
হুড় হুড় দুড় দুড় রণে ছুটিল কামান। ৩১৭
বীরদাপে কোপে তাপে লাফে লাফে লখে।
ঢাল চালি সম্মুখ সমরে আইল হেঁকে। ৩১৮
ডামারিয়া ডোমনী ডাগর ডাক্ ছাড়ে।
বিশ বাণে বাইস বারণ বিন্ধি পাড়ে। ৩১৯
বাণ দেখি লখের নক্ষত্র যেন ছুটে।
গুরুগিরি গরিমা গজের, গর্ব্ব টুটে। ৩২০
শরে শরে ঘোড়া হাতী জোড়া পাঁচ সাত।
সিফাই সহিত করে সমরে নিপাত। ৩২১
দুষ্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষ্ বেন্ধে রোষে রণে হাঁকে মার মার। ৩২২
আগুদলে আগুলিল উত্তরের আনি।
ভঞ্জভুঁঞা চন্দ্রবান ভুভুখ ভবানী। ৩২৩
রাম রায় রঞ্জয় রঞ্জিত রামসিঙ্গা।
দক্ষিণে দাবাল ঘোড়া ধড়ায়ের ফিঙ্গা॥ ৩২৪
প্রবল প্রতাপ পূর্ব্ব পরাণ ঘোষাল।
চন্দ্রপতি চাঁদা চুড়া চুয়া চাঁপাড়াল॥ ৩২৫
সৈএদ সাহেব সুজা মুজা শেক সাদী।
রহরহ মহিমে মৎভাগে হারামজাদী॥ ৩২৬
অপর রুষিল রণে কত কত বীর।
ডোমনী উপরে এড়ে হীরাধার তীর॥ ৩২৭
ঝুপ ঝুপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁকে শরগুলি।
সমরসিংহিনী লখে ঝিঁকে ঢাল চালি॥ ৩২৮
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
ডোনি আঁটুনি করি বিঁধে ঠায় ঠায়। ৩২৯
রক্তে লোটে গজ বাজি সিফাই জাঙ্গড়া।
খাসা ক্রোড়ে জরদ জড়ায়ে জামা যোড়া। ৩৩০
শন্ শন্ শরের শবদ শুধু শুনি।
একা রণে এক লক্ষ ডামারে ডোমনী। ৩৩১

দর্প দেখি দারুণ পাত্রের প্রাণ কাঁপে
মুখে মিথ্যা মহামদা ডাকে বীরদাপে। ৩৩২
ডাগর ডাগর ডাকে হাঁকে মার্ মার্।
চিন্তা নাই আমি আছি সিফাই সর্দ্দার। ৩৩৩
সমরে সিফাই ধর্ম্ম বলে নাহি টুটি।
আজি যুদ্ধে জগতে জাগায়ে যাব কুটী। ৩৩৪
এত শুনি প্রাণপ্রোণে রোষে যত বীর।
ডোমুনী উপর এড়ে শাঙ্গি শর তীর॥ ৩৩৫
আগুদলে আগুয়ে চঞ্চল ঢাল চালি।
লখের সমরে যুঝে যোলশত ঢালী। ৩৩৬
হাঁসন হোঁসন হাজি হান্ হান্ হাঁকে।
ডোমুনী উপরে শর রাখে ঝাঁকে ঝাঁকে। ৩৩৭
ফিরে ফিরে ফলঙ্গ ফলায় ফেলে ঝেড়ে।
ডোমুনী আঁট্নী করি বিঁধে হাঁটু পেড়ে। ৩৩৮
লখের নিঠুর বাণ বাজে যার গায়।
জ্বালায় জীবন যায় জল খেতে চায়। ৩৩৯
বিশকাঁড় বিষম বিদরে যার বুক।
ভূমে পড়ে মুখে রক্ত উঠে ভুকুভুকু। ৩৪০
ভূতলে ভবানী ভূঁঞা করে ছট ফট।
শোকে তাপে কোপে কেহ না মানে শঙ্কট। ৩৪১
শরগুলি সকল লখের গেল ঝাড়া।
সার হলো ধনুক ধরিল ঢাল খাঁড়া। ৩৪২
হরি গুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান। ৩৪৩
ধর্ম্মপদ সরসিজে কবিত্ব গায়।
পার কর প্রভু হে বিকানু রাঙ্গা পায়। ৩৪৪
দমতি মহামদা হাঁকে মার্ মার্।
হান্ হান হাঁকে লখে ছাড়ে হুহুঙ্কার। ৩৪৫
হাতাহাতি বেড়ে যত ভূপতির ঠাট।
চামারে ডোমিনী ডাকে যোড়ে এল কাট। ৩৪৬
মালক মারিয়া কত মাহুতের মুড়।
এক চোটে অমনি হাতীর হানে শুঁড়। ৩৪৭
ভূমে লোটে গজ বাজী সিফাই জাঙ্গড়া।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামা যোড়া। ৩৪৮
দুষ্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষবেঁধে রোষে রণে হাঁকে মার্ মার্। ৩৪৯
আপনা পাসরে রণে রায় রণভীম।
ডোমিনী সহিত বড় বাধাল মহিম। ৩৫০
হাঁফালে হেতের করে ডোমনির সনে।
রুষিল রাজীব রায় রিষ বাঁধি রণে। ৩৫১
মহিমে মাতিল মিঞা মগধের ভূপ।
ঝাঁকে ঝাঁকে তীরগুলি রাখে ঝুপ ঝুপ। ৩৫২
সিফায়ের শরগুলি সামালিয়া ঢালে।
এমনি হানিল চোট মারিল হাঁফালে। ৩৫৩
ঢাল চালি চঞ্চল চরণে করে বল।
ঢালী পাকী পদাতি পায়ের পড়ে তল। ৩৫৪
শালুর সমূহে যেন সামান্য সাপিণী।
কুঞ্জর নিকরে কিবা গুঞ্জরে সিংহিনী॥ ৩৫৫
তেমতি ডোমনি রামা রণে বাঁধে রিষ।
হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ। ৩৫৬
ঢাল চালি চঞ্চল চৌদিকে বেগে ছোটে।
বড় বড় হাতী ঘোড়া হানে এক চোটে। ৩৫৭
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারিদিকে গর্জ্জে গোলা দূড় দূড় দুড়ুম। ৩৫৮
ঝুম ঝুম ডোমনী দুহাতে হানে হাতী।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী সিফাই পদাতি। ৩৫৯
হাতাহাতি হত হলো হাজার তিরিশ।
তথাপি রাজীব রায় রণে বাঁধে রিষ। ৩৬০
ঢালী পিছে ধনুকী বন্দুকী পাঁচ সাত।
দড় দড় মহিম বাধাল হাতে হাতে। ৩৬১
রাম্বা কাম্বা চাম্বা ডোম সাম্বা অবসান।
দক্ষিণে হাজরা হরি হাঁকে হান্ হান্। ৩৬২
ঢাল মুড়াইয়া লড়ে গঙ্গাধর ভাট।
মার্ মার্ শবদে লখে' জুড়ে এল কাট। ৩৬৩
লাফে লাফে লপটে নাগালি পায় যার।
হাতী ঘোড়া সনে রণে হানে ঠায় ঠায়। ৩৬৪
গজরাজে যুঝে কেহ কেহ বা ঘোড়ায়।
ঢালী পাকী পদাতি পসারে পায় পায়। ৩৬৫
ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাটে।
শত শত সেনায় সংহারে এলা-সাটে। ৩৬৬
ঝনঝন ঝিঁকে খাঁড়া টনটান টাঙ্গি।
ঠনঠান পড়ে মাথা পাগ বাঁধা রাঙ্গি। ৩৬৭
চটাচট চৌদিকে চাপিয়ে হানে চোট।
ভূতলে সিফাই সব পড়ে খায় লোট। ৩৬৮
কোদালে কদলী যেন কাটিছে কৃষাণ।
তেমতি লখের রণে হাতী হতমান। ৩৬৯

সঙ্কট সমরে সবে হলো হুলস্থুল।
খাসা জরি রুধিরে যেমন জবা ফুল। ৩৭০
কত হিন্দু যবন সৈয়দ সেক জাদা।
মারা গেল মহিমে রুধিরে মহা কাদা ৩৭১
দিশা নাই পায় কেহ নিশা সাত ঘাট।
কেবা কোথা কার সঙ্গে করে কাটা কাটি ॥৩৭২
অন্ধকার দারুণ, দারুণ ধোয়া তায়।
আপনা আপনি সবে পরাণ হারায় ॥ ৩৭৩
মামুদা সামাল্ বলে মারিতে হাঁফাল।
পাত্তর পালা'ল পিছে ফেলাইয়া ঢাল ॥ ৩৭৪
বিড়ার খাইল সবে নাই বান্ধে বুক।
ভুজঙ্গ সম্মুখে যেন পলায় মণ্ডুক ॥ ৩৭৫
তরাসে তরঙ্গ কেহ তড়বড়ি ধায়।
হুতাসে হুটুরে ভূমে পড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৩৭৬
ঢাল খাঁড়া ফেলে কেহ দাঁতে করে কুটা।
কেহ কেঁদে ছেঁদে ধরে লখের পাছুটা ॥ ৩৭৭
ওড়ে আড়ে থাকে কেহ করে চুপ চুপ।
কালিন্দী গঙ্গার জলে পড়ে ঝুপ ঝুপ ॥ ৩৭৮
ঘালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায়।
পার হতে কেহ কেহ পরাণ হারায় ॥ ৩৭৯
লখের তরাসে কারো মুখে নাই রা।
কেহ বলে পাত্তর পুত্রের মাথা খা ॥ ৩৮০
হাতে প্রাণ করি কেহ পার হলো নদী।
কাটা গেল কত সেনা কে করে অবধি ॥ ৩৮১
দণ্ডেক দাঁড়ায়ে লখে চেয়ে দেখে রঙ্গ।
কবিরত্ন ভণে রণে সবে দিল ভঙ্গ ॥ ৩৮২
পার হয়ে মাথে কেহ বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিল বাসুলী বৈদ্যনাথ ॥ ৩৮৩
কেহ বলে মুস্কিলে আসান কৈল পীর।
পরাণ হারায়েছিনু পেটের খাতির ॥ ৩৮৪
গলাগলি কাঁদে কেহ, কেহ কোলাকোলি।
কেহ কারো লুটায়ে পায়ের লয় ধূলি ॥ ৩৮৫
কেহ বলে খুড়া মলো কেহ বলে জেঠা।
কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা ॥ ৩৮৬
ভাই বলে ফুকারিয়া কেহ কেহ কাঁদে।
বিধাতা বিমুখ বড় বুক নাহি বাঁধে ॥ ৩৮৭
বলিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা ॥ ৩৮৮

মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকরী ॥ ৩৮৯
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখ ভার।
পাটী করে পরের পালিব পরিবার ॥ ৩৯০
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত ॥ ৩৯১
ভরণে ভরসা ভিক্ষা ভাবে ভট্ট ভায়া।
কেহ বলে বেরুণে পালিব পুত্রজায়া ॥ ৩৯২
ব্রাহ্মণ সজ্জন যত যোগে কর ভর।
অখিল ঈশ্বর কর্ত্তা নাম বিশ্বম্ভর ॥ ৩৯৩
সম্পত্তি সময়ে সদা সুখে মত্ত জীব।
বিশেষ বিপত্তিকালে স্মরে সদাশিব ॥ ৩৯৪
কেহ বলে ঢাল খাঁড়া দূরে তুলে থুই।
ভিক্ষা মেগে ভাত খাব কি কাজ বিষয়ী ॥ ৩৯৫
মিঞাগণ বলে যদি যেতে পারি টেলে।
দুনিয়ায় ফকীর হ'ব গলে খিলকা ডেলে ॥ ৩৯৬
হাতে প্রাণ করে কত সেবিব দুর্জ্জনে।
এইরূপি অনুমান অনেকের মনে ॥ ৩৯৭ ॥
পলাতে পরাণ লয়ে পথ খুঁজে বুলে।
হেনকালে দৈবধরে পাত্তরের চুলে ॥ ৩৯৮ ॥
সর্দ্দার সিফাই প্রতি পাত্র ডেকে কয়।
মোর বিদ্যমানে কেহ না ভাবিহ ভয় ॥ ৩৯৯
প্রথমে পাছায়ে আসি বাড়াইয়াছি আশ।
সেজে গেলে এবার করিব সর্ব্বনাশ ॥ ৪০০
আছিল লখের ভয় সবাকার মনে।
বিধাতা বিমুখ তারে হলো এতক্ষণে ॥ ৪০১
এক বাণ এমন মেরেছি আমি এঁটে।
ঘরে গিয়ে ডোমনী মরেছে বক্ত উঠে ॥ ৪০২
সবে শূর সমরে সাজিত সেই শ্যালী।
শাকাশুকা তের ডোম কোন্ ছার ঢালী ॥ ৪০৩
কালুকে কেবল কিন্তু কিছু করি ভয়।
সকল সংহার হলে তা হতে কি হয় ॥ ৪০৪
ইন্দ্রজিত অতিকায় অপর মহারথি।
তারা মলে কোথাবা বাঁচিল লঙ্কাপতি ॥ ৪০৫
দশদিন দস্যুর দলন বই নয়।
কেশি কংশ কুরুবংশ কেন হল ক্ষয় ॥ ৪০৬
কালু মোলে ওপুরে অপর নাই বীর।
কদাচ না ভাব ভয় সবে হও স্থির ॥ ৪০৭

ব যদি কেহ করে আপন-ওয়ালি।
র রক্তে পূজিব রঙ্কিণী ভদ্রকালী॥ ৪০৮
থানো লখের ভয়ে ঘুচে নাই ঘূর্ণা।
াপি মাধুদা বেটা মুখে মারে ফুর্ণা॥ ৪০৯
মে নকিব হাঁকে হুঁসার হুঁসার।
নী পাকী ধানুকী বন্দুকী আসোয়ার॥ ৪১০
স্তা নাই কোমর বান্ধিয়া রাখ থানা।
হলে মহিম-জয় ঘর যেতে মানা॥ ৪১১
ালে পরাণ যাবে পাত্রের হুকুম।
চ বলি নাগারা নিনাদে দামদুম॥ ৪১২
নিয়া সকল সেনা স্তব্ধ হয়ে থাকে।
যত করিল যুক্তি পোঁতা গেল পাঁকে॥ ৪১৩
মোতে মোকাম করিল রাজঠাট।
জিনে লখে হেথা মারে মালসাট॥ ৪১৪
টা গেল হেথা যত হাতী ঘোড়া নর।
ফট করে কেহ গেছে যমঘর॥ ৪১৫
ত পা কেটেছে কারো অঙ্গ শির কাণ।
তটা বাহির করি কেহ খাবি খান॥ ৪১৬
শ বুকে মোল কেহ কাটা গেছে আধা।
ভূমি রুধির রপটে মহী কাদা॥ ৪১৭
ারভে সকল শিবা মরাগন্ধে ধায়।
হ ফড়া টানে কেহ আঁত খুলে খায়॥ ৪১৮
ত আতে রেতে কেহ বৈ করে থোয়।
হ বা মানুষ মাংস সমর্পিছে পোয়॥ ৪১৯
জ বাসে নিতে কেহ করে অনুবন্ধ।
রা রাত্রি শৃগাল কুকুরে বহে দ্বন্দ্ব॥ ৪২০
ক কঙ্ক শকুনি গৃধিনী চর্ম্মচীল।
সিতে না পায় দিশা নিশা অন্ধনীল॥ ৪২১
ত প্রেত পিশাচ প্রেতিনী অবতার।
টা গন্ধে নাচে মাথা ডাকে মার মার॥ ৪২২
কে রুধির পিয়ে ডাকিনী যোগিনী।
জিনে রণ চিহ্ন হইল ডোমিনী॥ ৪২৩
াতে হাতীর দাঁত, দাঁতে ধরে শুঁড়।
কে বান্ধিয়া নিল মানুষের মুড়॥ ৪২৪
ধূলি রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা।
টস পড়ে রক্ত পসারিতে পা। ৪২৫
মার সাক্ষাতে আসি দিল দরশন।
র দেখে ঘোর ঘুমে নাথ অচেতন। ৪২৬

সচেতন করিতে প্রবন্ধ কত করে।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি মায়াধরে। ৪২৭

নাথ চিয় চিয় হে মাথার ছত্তর।

ময়না বেড়িল পাপ গৌড়ের নাবড়॥ ৪২৮
অভিশাপে বীর কালু অচেতন ঘুমে।
মুখেতে গরল ভাঙ্গে বিবসন ভূমে। ৪২৯
কান্দে লখে অবলা একক অভাগিনী।
কেমনে রাখিব রাজ্য এ কাল রজনী। ৪৩০
নিদ্রাগত জনেরে জাগান অনুচিত।
না জাগালে মজে পুরী শত্রু উপস্থিত। ৪৩১
এত ভাবি রণ চিহ্ন রাখি ঠায় ঠায়।
চতুরা চরণ চাপি প্রকারে চিয়ায়। ৪৩২
তথাপি ডোমের বেটা নাহি নাড়ে গা।
চন্দন চর্চ্চিত করে চামরের বা। ৪৩৩
তবু নাহি দিল সাড়া কালু মহাবীর।
পাখালিল বয়ান নয়ানে দিল নীর। ৪৩৪
যুবতী পরশ তায় চামরের বা।
সুখে নিদ্রা যায় কালু মুখে নাহি রা। ৪৩৫
না পেরে নিদানে বলে বচন বিষাদ।
চিয় চিয় প্রাণনাথ পড়েছে প্রমাদ। ৪৩৬
নাড়া চাড়া দিয়ে ডাকে তবু নাহি নড়ে।
লখে বলে প্রাণনাথে চিয়াব চাপড়ে। ৪৩৭
বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমরা থাক সাক্ষী।
চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী। ৪৩৮
এত বলি বাঁ হাতে চাপড় মারে ধরি।
ঘুচে গেল ঘোর ঘুম ঘরে বলে মরি। ৪৩৯
চাপড়ের চোটে কালু বারি করে জি।
লখে বলে এ আবার কপালে হলো কি। ৪৪০
তরাসে তরল হয়ে জল দিল মুখে।
কতক্ষণে দেখে ডোম, ডোমনী সম্মুখে। ৪৪১
উঠে রুঠে অমনি লখেরে দিল তাড়া।
কোপে তাপে কয় কিছু দিয়ে ঝাঁটি নাড়া। ৪৪২
হেদেলো ডুমিনী শালী ধাউতালি ঠাটী।
কে রাখে রাখুক দেখি নাক চুল কাটি। ৪৪৩
সংসারে বিখ্যাত আমি কালু মহাবল।
এবে হবু চেড়ি তোর চাপড়ের তল॥ ৪৪৪
লখে বলে কাটিলে রাখিতে আছে কে।
প্রাণপতি গতি সতী যুবতীর দে'॥ ৪৪৫

শুন নাথ দেশের বারতা কিছু বলি।
প্রভু বিনা পুরী হলো সোঁতের সিউলি ॥৪৪৬
গড় বেড়ে গৌড়ের নাবড় দিল থানা।
ঈশ্বর রাখিল পুরী দিতে রাত্রে হানা ॥ ৪৪৭
আমারে সঁপিয়া পুরী তুমি যাও ঘুম।
নরকে নিস্তার নাই নাড়িলে হুকুম ॥ ৪৪৮
এত ভাবি সমরে হানিনু লক্ষ তিন।
পার করে দিয়া নদী হইয়াছি ক্ষীণ ॥ ৪৪৯
নিদাটী দিয়াছে গড়ে লোক নিদ্রাগত।
চারিদণ্ড চিয়াই চরণ চেপে কত ॥ ৪৫০
তথাপি না পাই সাড়া শত্রু এসে গড়ে।
অপরাধ ক্ষম নাথ চিয়ানু চাপড়ে ॥ ৪৫১
কোন কালে নই নাথ ঠাটী ধাউতালি।
হুজুরে হাতীর মাথা দেখ রণডালি ॥ ৪৫২
সত্য দেখি সকলি ব্যাকুলি করি তাপে।
বুঝি বড় বিপাক বীরের বুক কাঁপে ॥ ৪৫৩
বীর বলে বউলো বচন বলি শুন।
বল দেখি সংসারে না ধরি কোন্ গুণ ॥ ৪৫৪
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ি ধুচুনি কুলা ডালা।
বৃত্তি বেচে বরঞ্চ করিব পেট পালা ॥ ৪৫৫
শিঙ্গাতার বনে বল পলাইয়া যাই।
হেন সুখ সম্পদ সম্মান মুখে ছাই ॥ ৪৫৬
কি কাজে কাটাব মাথা কাহার লাগিয়া।
শুনিয়া ডোম্‌নী ডোমে বলিছে আঁটিয়া ॥ ৪৫৭
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান ॥ ৪৫৮
লখে বলে নাথ বটে ঠেকে গেছ দুখে।
এখন ওসব কথা বার কর মুখে ॥ ৪৫৯
বৃত্তি-বেচা ব্যবসা বিস্মৃত কেন হবে।
সেনের সম্পত্তি বিনা দানাদার কবে। ৪৬০
পাসরিলে পূর্ব্বপাড়া পুকুরের পাড়।
কত হবে সুজন আখের জাতি রাঢ়। ৪৬১
মাটির পাথর ভাঁড় ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর।
তখন তেমন দশা এবে লক্ষেশ্বর ॥ ৪৬২
কখন্ চিনিতে তৈল তামকু তাম্বুল।
লখে কোন্ না জানে নাথের আদ্যমূল ॥ ৪৬৩
ঘুসিলে ছপণ কড়ি নাই ছিল নাম।
এখন আপনি কত বিলাই ইলাম ॥ ৪৬৪
বলাও দলুই-রাজ কাণে দোলে মতি।
তখন পরিতে টেনা, এবে পট্ট ধূতি। ৪৬৫
ভূমে হাঁটু পাড়ি পূর্ব্বে প্রবেশিতে ঘর।
এখন শয়ন অট্টালিকার উপর। ৪৬৬
সম্প্রতি ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু।
সুখে খেতে খুদকুঁড়া, এবে তুচ্ছ লাড়ু। ৪৬৭
বেজার হয়েছ বুঝি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি। ৪৬৮
যা হতে ঘুচিল দুঃখ, সুখে নাই ওর।
তার পুর মজায়ে পলাতে যুক্তি তোর। ৪৬৯
বীর বলে এ কথা অনেক দুঃখে কই।
সদাই সেনের শত্রু সাজে দেশ বই ॥ ৪৭০
অবিরত অষ্টপর অতি আঁটা আঁটি।
কত বেক্কে কোমর করিব কাটা কাটী। ৪৭১
কোন্ দিন কি জানি কপালে আছে কি।
গজিয়া বলিছে লখে সোণা ডোমের ঝি। ৪৭২
এত কেন ওহে নাথ পরাণে কাতর।
কোন্ ছার পাত্তর অপর কারে ডর। ৪৭৩
একা লখে লক্ষ তিন রণে এলো হেনে।
তোমার দাসীর দর্প পাত্র নিল মেনে। ৪৭৪
কেন রণ বিক্রম বিপত্তে হলে হারা।
সিংহ হয়ে কও কেন শৃগালের পারা। ৪৭৫
জাতি কুল জীবন ভুবন ধন জন।
হাতে হাতে মহারাজা কৈল সমর্পণ। ৪৭৬
চিরকাল চাকর রাজার লুন খাও।
প্রমাদে ফেলায়ে পুরী পলাইতে চাও। ৪৭৭
কেমনে এমন বোল বেরুল বদনে।
সে সব সেনের সত্যে তরিবে কেমনে। ৪৭৮
নিত্য যে পুরাণ শুন চিত্ত থাকে কোথা।
কালি কি শুনিলে কুরু পাণ্ডবের কথা। ৪৭৯
পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসে যবে।
উদ্ধারিল বিরাট রাজার পরাভবে। ৪৮০
বিরাটে বান্ধিয়া নিল সুশর্ম্মা নৃপতি।
ভীম পরাক্রমে তার করে অব্যাহতি। ৪৮১
ষড়রথি জিনিয়া আনিয়া রাখে গাই।
বৎসরেক আশ্রমে আছিল পঞ্চ ভাই। ৪৮২
বিরাট কৃতার্থ হলো যার আলাপনে।
সে জন মেনেছে লুন, কি কম্ম আপনে। ৪৮৩

রণে কেন প্রাণ দিল ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
সমরে সুধিল কেন কৌরবের নুন। ৪৮৪
কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ একবার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার। ৪৮৫
অধর্ম্ম আচরি বল কত কাল জীবে।
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গে নিবে। ৪৮৬
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
পাছে বল এ মাগী নিষ্ঠুর কথা কয়। ৪৮৭
আয়ুর্ব্বয় না থাকিলে ঘরে বসে মরে।
সংসার স্বধর্ম্মশীল সব ঠাঁই তরে। ৪৮৮
বীর হয়ে ঘরে থাকে রণে ভয়-মতি।
তবুত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি। ৪৮৯
আজি মর কিবা বা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে। ৪৯০
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে চলে যাবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে। ৪৯১
বীর হয়ে কে কোথা বিপত্তি কাল পেয়ে।
মদ মেরে মেতে থাকে যুঝে যেয়ে মেয়ে॥ ৪৯২
কালু বলে হেদে লখে আমি তোকে হারি।
কত না বুঝাও তবু রণে যেতে নারি॥ ৪৯৩
না হয় যে হয় হবে, আছি শেষকালে।
আপনি কাটাব মাথা যা থাকে কপালে॥ ৪৯৪
আগে আমি সাজিলে সবার ভাঙ্গে ভ্রম।
শাকাশুকা সনকা সমরে নয় কম॥ ৪৯৫
ডেকে নেগা তের ডোম যম অবতার।
মোর মাথা খাস যদি কিছু ক'স আর॥ ৪৯৬
না হয় বলিস্ তুই এখানে সে নাই।
লখে বলে যানা কেন রাজ্যের বালাই॥ ৪৯৭
জিয়ন্ত থাকিতে লখে কৃতান্তের সনে।
নিতান্ত করিবে রণ কিবা অন্য জনে॥ ৪৯৮
এত বলি কপাল ধেয়ায়ে ধনী ধায়।
নগরে যতেক লোকে ডাকিয়া জাগায়॥ ৪৯৯
জাগরে নগরে লোক যামিনী বিষম।
রাত্রে হানা দিল গড়ে গৌড়ের অধম॥ ৫০০
ডরে না ডরাও কেহ ডেকে ডেকে কই।
এ কারণে তাড়য়ে করেছি নদী বই॥ ৫০১
না জাগে নগরে কেহ নিদাটীর ফল।
শ্রীমঙ্গল ভাবে লখে চক্ষে বহে জল॥ ৫০২

কাঁদিতে কাঁদিতে গেল সতিনীর পাশ।
প্রভু পূর্ণ কর নিজ নায়েকের আশ॥ ৫০৩
কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।
কবিরত্ন বলে প্রভু পুর নমস্কাম॥ ৫০৪
সনকা সম্মুখে লখে ডাকে অবিশ্রাম।
জাগ জাগ ওগো দিদি বিধি হলো বাম॥ ৫০৫
ঘুচিতে ঘুমের ঘোর সম্বোধে ডোমনি।
কে ডাকে রে আরে মোর দিদি সোহাগিনী॥
লখে বলে আমি গো তোমার নিজ দাসী।
সনকা কহিছে কেন কি মোর হিতাষী॥ ৫০৭
লখে বলে হানা দিল গৌড়ের নাবড়।
পার করে দিনু নদী বেড়েছিল গড়॥ ৫০৮
বীরে বড় বিভোল করেছে কাল ঘুম।
তুমি রক্ষা কর প্রাণনাথের হুকুম॥ ৫০৯
চল যেয়ে দু বুনে করিগে কাটাকাটি।
সনকা বলিছে তোর লাজ নাই লো ঠাটি॥ ৫১০
কাজ বুঝে ক'স কারে কেবা তোর দিদি।
কার কি ভাসিল বাণে তোরে বাম বিধি॥ ৫১১
বিষম বচন বাণে বুক করে ফার।
তু তার সোহাগের মাগ, সে তোমার ভাতার॥
বিবাহ বাসরে সবে স্বামী বলে জানি।
ডুখে গেল গতর, গায়ের রক্ত পানি॥ ৫১৩
ভাল মন্দ নাহি জানি ভাতারের ভাত।
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ি বুনিতে গেল হাত॥ ৫১৪
মোর গায়ে উড়ে খড়ি, তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে জোগায় পান, গালে গোটা গুয়া॥ ৫১৫
সব সুখ সম্পদে ভাতার পুতে মেতে।
তুমি কর ঘর বাড়ী আমি বেচি পেতে॥ ৫১৬
সখী সাধে সীঁথায় সিন্দুর দিয়া বল।
কোন কালে দিয়েছিলি এক পলা জল॥ ৫১৭
চেড়ি চাপে চরণ চামরে করে বা।
পতি সঙ্গে ধামানি-ধরিতে নার গা॥ ৫১৮
সে সব সম্পদে তুমি স্বামীর সোহাগী।
বিপত্তে এমন কারে করাইবি ভাগী॥ ৫১৯
কোমর বাঁধিলে যদি ইন্দ্র কাঁপে ডরে।
তবু না যাইব রণে বীর যদি মরে॥ ৫২০
ভের ঔষধের গুণে ভাতার ভাশুর।
গা জ্বলে গরবা-খাকি হেথা হতে দূর॥ ৫২১

সতিনের বিষম বচন বাজে বুকে।
কাঁদিতে কাঁদিতে লখে চলে হেঁটমুখে ॥ ৫২২
বড় বেটা শাকায় জাগায়ে কয় কিছু।
সমাচার শুনায়ে সাজিতে বলে পাছু ॥ ৫২৩
রিপু জিনি রাখ বাপু ভূপতির রাজ্য।
লাউসেন রাজার লুনের কর কার্য্য ॥ ৫২৪
শাকা বলে সংগ্রাম শুনিতে বুক হেলে।
লখে বলে তুমি ত বাপের রোগে গেলে ॥ ৫২৫
মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি ॥ ৫২৬
যুবতী যৌবন-রসে জীবনের আশ।
জননী বিকল কাঁদে মনে নাই ত্রাস ॥ ৫২৭
গর্জ্জিয়ে চলিল কেঁদে সোণাডোমের ঝি।
ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি ॥ ৫২৮
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই।
শাশুড়ি বিকল কাঁদে শক্রদেশ লেই ॥ ৫২৯
মহাগুরু বচন রাজার লুন ঠেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে ॥ ৫৩০
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন জেয়ে।
মরত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে ॥ ৫৩১
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ প্রাণনাথ।
জীবন মরণ কথা ঈশ্বরের হাত ॥ ৫৩২
শাকা বলে সীমন্তিনী ধন্য তোর জ্ঞান।
করেছিনু পাতক, করালি সাবধান ॥ ৫৩৩
এত বলি পড়ে যেয়ে মায়ের চরণে।
বিষাদ না কর, শাকা সেজে যায় রণে ॥ ৫৩৪
তোমার দাসের দাসী ময়ূরাসুন্দরী।
নিজ দাসী করে রেখ রণে যদি মরি ॥ ৫৩৫
শুনি শোকে লখের নয়নে বহে নীর।
রাজার বিপত্তি ভাবি মন করে স্থির ॥ ৫৩৬
আশীষ করিয়া বলে এস মোর বাপ।
মুখে করে চুম্বন, মরমে বড় তাপ ॥ ৫৩৭
বধূ সঙ্গে এল লখে মন্দিরে শাকার।
সমরে সাজিল শাকা সঙ্গে শিঙ্গাদার ॥ ৫৩৮
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্তদান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥ ৫৩৯
নাথ যার রামচন্দ্র অখিল আধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান ॥ ৫৪০

কোমর বান্ধিয়া শাকা নদী হলো পার।
ধর ধর ডাকে শিঙ্গা হাঁকে মার মার ॥ ৫৪১
রাজার লস্কর যত চমৎকার ভাবে।
কেহ ভাবে এবার পরাণ মেনে যাবে ॥ ৫৪২
কেহ বলে শাকা এলো কেহ বলে শুকা।
কেহ বলে বীর কালু কাজ নাই লুকা ॥ ৫৪৩
কেহ বলে লখে বা বেঁধেছে বীর-বেশ।
মামুদা বলিছে মার কি তার বিশেষ ॥ ৫৪৪
যে আনে উহার মাথা পাবে পুরস্কার।
তাম্বুলি তনয় চূড়া করিল জোহার ॥ ৫৪৫
আজ্ঞা পেলে আমি আনি জানি তার বল।
পান দিয়া বলে পাত্র পরম মঙ্গল ॥ ৫৪৬
তবে চূড়া চলিল চঞ্চল চালি ঢাল।
কালুর নন্দনে দেখে দিলেক দাদাল ॥ ৫৪৭
শাকা বলে সমরে সাজিলি বটে চূড়া।
মরিলে মরমে বড় শোক পাবে খুড়া ॥ ৫৪৮
পলারে পরাণ লয়ে ফেলায়ে হেতার।
হাটে হাটে বেচ গিয়ে পানের পসার ॥ ৫৪৯
চূড়া বলে বুড়াম কথায় কিবা ফল।
আপনি পলারে যদি পরাণে বিকল ॥ ৫৫০
বৃত্তি বটে পুর্ব্বাপর পানের বেপার।
সিদ চুরি ডাকাতি করিতে ক'সকার ॥ ৫৫১
তু রাঢ় চোয়াড়, তোকে সব কর্ম্ম খাটে।
শাকা বলে তুমি ত এখনি যাবে কেটে ॥ ৫৫২
গ্রামের সম্বন্ধে তোরে ভাই বলে কই।
অতেব ওসব কথা এতক্ষণ সই ॥ ৫৫৩
জাতি রাঢ় আমিরে করম রাঢ় তুঁ।
চূড়া বলে চোরা বেটা চেপে ক'স মু ॥ ৫৫৪
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
সঙ্কট সমরে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ ॥ ৫৫৫
রণে বড় দড় দড় দোঁহে করে দম্ফ।
মালক মুড়ায়ে মারে গোটাদশ লম্ফ ॥ ৫৫৬
আগে হান্ হেতার হাঁকিছে শাকাবীর।
সামালিয়া সন্ধানি সংহারি তোর শির ॥ ৫৫৭
বলিতে চোটাল চূড়া শাকা ওড়ে ঢালে।
মালক মারিয়ে চোট হানিচে হাঁফালে ॥ ৫৫৮
চাল ঢালি চূড়াবীর মালকে এড়ায়।
এইরূপে দু বীরে অনেক যুদ্ধ যায় ॥ ৫৫৯

শেল হাতে শেষে চূড়া ভাষে নিদারুণ।
সুধন্বা সম্মুখে যেন সম্বোধে অর্জ্জুন ॥ ৫৬০
এই শরে তোরে যদি না করি নিপাত।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥ ৫৬১
তু যদি তরাস মনে রণে ভঙ্গ দিস্।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস্ ॥ ৫৬২
শাকা বলে ঐ কিরা ফিরে তোরে লাগে।
শেল সংহারিলে যে সংগ্রাম হতে ভাগে ॥ ৫৬৩
শেলে মরি তবু যদি নাহি মারি তোরে।
সুধন্বা প্রতিজ্ঞা দারুণ দিব্য মোরে ॥ ৫৬৪
এত বলি সাহসে সম্মুখে বুক পাতে।
কালুকে দেবীর শাপ ফলে হাতে হাতে ॥ ৫৬৫
শেল চালি চলে চূড়া মুড়াইয়া ঢাল।
হান বলে হাঁকে ঘন শাকারে সামাল ॥ ৫৬৬
কালমুখী বাণগোটা মিশাল গরল।
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে সন্ধানি প্রবল ॥ ৫৬৭
ছাড়িতে ছুটিল শেল সাঁধাইল জাঁতে।
চূড়া বলে মেরেছি মেরেছি নাই জীতে ॥ ৫৬৮
শেল ঘায়ে শাকা বীর দেখে চমৎকার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার ॥ ৫৬৯
শিঙ্গাদার সত্বর খসাল শেল ধরি।
বসনে বান্ধিয়া বুক রণে হলো হারি ॥ ৫৭০
হাঁকালে হানিল হেঁকে তাম্বুলির শির।
শেষে সব সংসার অসার দেখে বীর ॥ ৫৭১
অবশ হইল অঙ্গ অবনী-মণ্ডলে।
পড়িতে পড়িতে শিঙ্গাদর কৈল কোলে ॥ ৫৭২
তা দেখিয়া মহাপাত্র হলো হরষিত।
শাকা বলে শিঙ্গাদার দেখি বিপরীত ॥ ৫৭৩
কোথা রৈল জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম গেল জগতে যমের ঘর যাই ॥ ৫৭৪
শুন শুন শিঙ্গাদার সব শেষকালে।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু ডাকরে গোপালে ॥ ৫৭৫
সাধু সাধু সিঙ্গাদার সম্বোধি শাকায়।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণগায় ॥ ৫৭৬
মায়ায় কাঁদিয়া শাকা পুন কিছু কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরু পদাশ্রয় ॥ ৫৭৭

শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে।
নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বন্ধুগণে,
দেখিতে না পেনু শেষকালে ॥ ৫৭৮
গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর,
দিহ মোর যেথানে জননী।
নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে,
কয়ো তুমি হলে অনাথিনী। ৫৭৯
তারে মোর মায়ের হাতে হাতে,
সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো,
অভাগিনী রাখে সাথে সাথে। ৫৮০
শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাপেরে ও ঢাল খাঁড়া,
সমর্পিয়ে সমাচার বলো।
রণে অকাতর হয়ে, শত্রু শির সংহারিয়ে,
সম্মুখ সংগ্রামে শাকা মলো। ৫৮১
কাণের কুণ্ডল ধর, সিঙ্গাদার তুমি পর,
ছুরী তাঁরে তুষ বীরগণে।
শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে জলাধার,
বহে লোহ শাকার নয়নে। ৫৮২
কেঁদে কহে পুনর্ব্বার, অপরাধ অভাগার,
খণ্ডাইবে মা বাপের পায়।
প্রণতি অসংখ্য বার, দেখা নাহি হলো আর,
অল্পকালে অভাগা বিদায়। ৫৮৩
মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল,
মুখে না বলিনু রাম নাম।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা, জননী জনক সেবা,
না করিনু বিধি হলো বাম। ৫৮৪
কহিতে কহিতে তনু, ত্যজিল তাহার অনু,
শিঙ্গাদার কাটি নিল শির।
লখে আগে উপনীত, কবিরত্ন বিরচিত,
নিজ নাথ যার রঘু বীর। ৫৮৫
সিঙ্গাদারে একা দেখি দূরে প্রাণ উড়ে।
আকাশ ভাঙ্গিল লখে ডোমনীর মুড়ে। ৫৮৬
আকুল হইয়া বলে কোথা ওরে শাকা।
শিঙ্গাদার বলে মা বিধাতা দিল ডাকা। ৫৮৭
কাটা মাথা কোলে দিতে ডাকে উভ রা।
অমনি পড়িল লখে আছাড়িয়ে গা। ৫৮৮
বাছা কোথা আমার আমার দুলালিয়া।
মড়ামাথা নিয়া কাঁদে মুখে মুখ দিয়া। ৫৮৯

অভাগিনী আপনি ডাকিনী হ'নু বাছা।
যেহেতু ভাবিনু ভয় তাই হল সাচা। ৫৯০
কে মারিল আমার সোণার শাকাবীর।
কি পাপে মায়ের প্রাণ না হয় বাহির। ৫৯১
খোনা দাই ডাকে রে ডোমের শিরোমণি।
শুনিয়া ধাইল কেঁদে ময়ুরা ডোমিনী। ৫৯২
শ্বাশুড়ী চরণ ধরে ফুকারিয়ে কাঁদে।
ধুলায় লোটায় রামা বুক নাহি বাঁধে ৫৯৩
মায়ামোহে ময়ুরা মাথায় মারে ঝুঁড়ী।
ধুলায় লোটায়ে কান্দে শ্বাশুড়ী বহুড়ী। ৫৯৪
কাঁদিয়া ময়ুরা বলে কোথা হে গোঁসাই।
তোমা বিনা অভাগীর আর কেহ নাই। ৫৯৫
শিঙ্গাদার বলে শুন শাকায়ের মা।
সংসার অসার সবে সার সেই পা। ৫৯৬
গোবিন্দ পদারবিন্দে সমর্পিয়ে শোকে।
রাজার বিপত্তি রাখ রক্ষা পাক লোকে। ৫৯৭
কেঁদে যে বাঁচাতে পার তবে ভাব বৃথা।
সে জানি সমরে মলো মোরা আছি কোথা।৫৯৮
গোবিন্দ মাতুল যার পিতা ধনঞ্জয়।
হেন অভিমন্যু কেন রণে হলো ক্ষয়। ৫৯৯
সুভদ্রা জননী তার কি করিল কেঁদে।
কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী বুক বাঁধে। ৬০০
কি করিল মন্দোদরী মলো ইন্দ্রজিত।
বলিতে কহিতে রামা নিবারিল চিত। ৬০১
ময়ুরার মুখ মুছি বলে মোর মা।
কেঁদো না গো লিখন কপালে ছিল যা। ৬০২
যত দিন জীব বাছা থোব বুকে বুকে।
প্রবোধিয়ে চুম্বয় শাকার চাঁদমুখে। ৬০৩
মরা মুখে চুম্ব দিয়ে ডেকে কয় কাণে।
অবোধ মায়ের প্রাণে বোধ নাহি মানে। ৬০৪
শোয়ায়ে সোণার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর। ৬০৫
শুকা ছিল শয়নে সজাগ হলো ডাকে।
নত হয়ে সকল শুধায়ে নিল মাকে। ৬০৬
শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রুতো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব। ৬০৭
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত। ৬০৮

এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ। ৬০৯
কে রাখে বিপত্তে বাপু তোমার বিহনে।
শুনিয়া শাকার শোকে শুকা সাজে রণে। ৬১০
তের ডোমে ডোমিনী ডাকিয়ে দিল সাথি।
তড়বড়ি কোমর বান্ধিছে হাতাহাতি। ৬১১
বীর ধটী পরি কটী করিল আঁটনী।
করিল কুরঙ্গ ছাঙ্গে কোমর কষণী॥ ৬১২
পেটে আঁটে পুরট পটুকা পট্টবাসে।
জোড়া খাঁড়া খঞ্জর যুগল দুই পাশে। ৬১৩
জোড়া সাঙ্গি বান্ধিল যুগল যমধর।
বাঁহাতে ধনুক ঢাল পিঠে তূণ শর। ৬১৪
কাদম্বিনী কবচে ঢাকিল সব গা।
বাঁধিল পাগড়ী টেড়ি শিরে বেশ বা। ৬১৫
নীল পীত পিঙ্গল বরণ কারো গোরা।
বামভাগে টাননি দক্ষিণে তার তোরা। ৬১৬
ঢালেতে ঘুঙ্গুর ঘণ্টা চরণে নূপুর।
অমর সমরে যেন চলিল অসুর। ৬১৭
পার হয়ে সরিত সমরে দিল হানা।
চমৎকার চৌদিকে চঞ্চল চৌকি থানা। ৬১৮
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে। ৬১৯
মার্ মার্ বলে বীর দুহাতে দাঁদালি।
গজবাজি সনে রণে হানে ঢাল চালি। ৬২০
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায়। ৬২১
তা দেখে দাবলো ঘোড়া রায় রণভীম।
বারভুঞে মিঞাগণ বাধালো মহিম। ৬২২
ভঙ্গ ভুঞে চন্দ্রভাল চোহান প্রধান।
ডোমগণে বেড়ে রণে হাঁকে হান হান। ৬২৩
হাতাহাতি মহিম বাধালে চোট পাট।
দাঁদালে দুহাতে ডোম যুড়ে এল কাট। ৬২৪
হান হান হাঁকারি হাতীর হানে শুঁড়।
ধনুকী বন্দুকী ঢালী পদাতিক মুড়। ৬২৫
রণে রোষে রণসিংহ দাবাইয়া বাজি।
মান্ধাতার নাতি আর খানসামা কাজি। ৬২৬
সিফায়ের শরগুলি সামালিয়ে ঢালে।
অমনি হাঁকিয়া চোট মারিল হাঁফালে। ৬২৭

হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত সঙ্গে কাটে।
যমদূত সম ডোম কেহ নাহি আঁটে ॥ ৬২৮
রায়রাঞা বারভূঞা পাঠান মোগল।
প্রাণ লয়ে পলাইল পড়িল ভগল ॥ ৬২৯
রণ জিনে ডোমগণ মারে মালসাট।
প্রবেশ করিল আসি কালিন্দীর ঘাট ॥ ৬৩০
অস্ত্র শস্ত্র রাখি সবে জলক্রীড়া করে।
ঝোড়ে ছিল গোদা পাইক লুকাইয়া ডরে ॥ ৬৩১
হরিষে হরিল তের ডোমের হেথার।
পাত্র আগে দিয়ে কয় করিয়ে জোহার ॥ ৬৩২
তের ডোমের হাতের হেথার নিনু কেড়ে।
কালিন্দী কমলে ফেলে কাট যেয়ে তেড়ে ॥ ৬৩৩
মহাপাত্র আজ্ঞা দিতে ধায় যত বীর।
ডোমগণে বেড়ে এড়ে শরগুলি তীর ॥ ৬৩৪
ফাঁফর হইল সবে হেথার বিহনে।
সঙ্কটে সকল বীর প্রাণ দিল রণে ॥ ৬৩৫
প্রাণ লয়ে জনেক হইল নদী পার।
কহিল লখের আগে সবার সংহার ॥ ৬৩৬
হাহাকার করে লখে কান্দে উভরায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥ ৬৩৭
নয়নে বিশ্রাম নীর নহে এক তিল ॥
শোকের উপরি শোক বুকে বসে শিল ॥ ৬৩৮
কান্দিয়ে পড়িল লখে কালুর চরণে।
উঠ হে পরাণনাথ কি আর জীবনে ॥ ৬৩৯
কি কাল তোমার ঘুমে সর্ব্বনাশ হলো।
শাকাশুকা তের ডোম রণে যুঝে মলো ॥ ৬৪০
কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥ ৬৪১
রণে মলো অভিমন্যু অর্জ্জুনের পো।
প্রাণপণে করে ত্যজে সংসারের মো ॥ ৬৪২
পুত্র শোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জ্জুন।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ ॥ ৬৪৩
পুত্র শোকে প্রাণ ত্যজে রাজা দশরথ।
সকলি মজিল নাথ রাখ ধর্ম্ম-পথ ॥ ৬৪৪
সেনের সংসার রাখ সত্যে হবে পার।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে একবার ॥ ৬৪৫
সবে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কেবল যান সাথে।
বলিতে বলিতে উঠে নিলা টাঙ্গি হাতে ॥ ৬৪৬
পুত্র শোকে দাদালে চলিল মহাবীর।
গড় পার হয়ে গেলে কালিন্দীর তীর ॥ ৬৪৭
অনুমান করে আগে স্নান পূজা করি।
ঈশ্বরী সহায় হলে সংহারিব অরি ॥ ৬৪৮
জলে প্রবেশিলা কালু খুলিয়া কোমর।
সমাচার পাত্রকে জানালে যেয়ে চর ॥ ৬৪৯
পাত্তর কাতর হলো কালু এল রণে।
কাণাকাণি পড়িল সকল সৈন্যগণে ॥ ৬৫০
পুত্র শোকে এল কালু কেবা হবে স্থির।
সংগ্রাম থাকুক শুনে কাঁপে যত বীর ॥ ৬৫১
পাত্র বলে যে আনিবে কালুর মস্তক।
ময়না ইনাম পাবে রেখে যাবে সক। ৬৫২
এখনি পরুক জোড়া ঘোড়া, পাবে এলে।
সেনাগণে অনুমানে প্রাণে মোলে মিলে। ৬৫৩
বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পান।
সমাচার শুনে কাঁপে সবাকার প্রাণ। ৬৫৪
বানর কাতর যেন লঙ্ঘিতে সাগর।
সেইরূপ সব সেনা না দেয় উত্তর। ৬৫৫
পাত্র বলে লুটে খেতে রাজার মুলুক।
সবার বড়াই বড় কাজে হেঁট মুখ। ৬৫৬
ভাল রে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে।
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে। ৬৫৭
হেন কালে কাম্রা ডোম উঠাইল পান।
কহিতে লাগিল কিছু পাত্র বিদ্যমান। ৬৫৮
থাকুক অন্যের কথা নব লক্ষ দলে।
বলে না আঁটিবে কেহ মাথা আনি ছলে। ৬৫৯
যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে।
বধিল দেবতাগণে বন্দি করি সত্যে। ৬৬০
সেইরূপি মাযায় ভায়ার মাথা আনি।
দয় করে দেহ মোরে করে অপমানি। ৬৬১
এত যদি বলিল কালুর ভাই কেমো।
পাত্রের হুকুমে মাথা মুড়াইল রেমো। ৬৬২
পাঁচ চুলে করে পেঁচ দিল গোটা দশ।
মুখ বুক বয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস। ৬৬৩
গালে দিল চূণকালি গলে গাঁথে জুতা।
আগে আগে বাজে ঢোল পিছে মারে গুঁতা।
কাণা কুঞ্জরের পিঠে নদী করে পার।
দূরে থেকে দেয় ডোম দোহাই দাদার। ৬৬৫

স্মরণ লইলাম দাদা রক্ষা কর প্রাণ।
তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিতার সমান। ৬৬৬
কৃপাময় কালু কয় কেন ওরে ভাই।
কাম্বা বলে দাদা হে নিকটে আগে যাই। ৬৬৭
হাতী হতে উত্তরি কালুর পদতলে।
লুটায়ে পড়িতে কাম্বা কালু করে কোলে। ৬৬৮
গলাগলি কাঁদে দোঁহে চক্ষে বহে জল।
বীর বলে বিশেষ বারতা ভাই বল। ৬৬৯
কাম্বা বলে দাদারে বাজিল বুকে জাঠা।
সে হেন গুণের শাকা শুকা গেল কাটা। ৬৭০
দেখিতে ফাটিল বুক করিনু বিষাদ।
তাহাতে অধম পাত্র দিলে অপরাধ। ৬৭১
কালুর সোদর কাম্বা তারি অনুচর।
এই বেটা কাটাইল রাজার লস্কর। ৬৭২
দূর করে দিল দাদা হ'লাম অপমানি।
চল যেয়ে দুই ভায়ে সব সেনা হানি। ৬৭৩
পূর্ব্ব কথা ভাবি পাছে মনে ভাব পর।
বীর ডোমের বুন হতে ভেঙ্গে ছিল ঘর॥ ৬৭৪
তোমার নফর আমি সব দিবে ক্ষমা।
কালু বলে প্রাণের সমান তুমি কামা। ৬৭৫
মুখে বলে ঘাটি নাহি তোমার কৃপায়।
মনে করে ভাল ভায়া ভুলিল মায়ায়। ৬৭৬
দু-ভেয়ে পরম প্রেম, প্রীতি ভাব বাড়ে।
দূরে থেকে দেখে লখে এসে বসে আড়ে। ৬৭৭
অন্তরে গরল কাম্বা মুখে মধুময়।
কপট চাতুরি কিছু কালু বীরে কয়। ৬৭৮
তুমি না করিলে কৃপা হ'তাম বৈরাগী।
অনুগত দাস আমি কিছু ভিক্ষা মাগি। ৬৭৯
সত্য কর তবে যে প্রত্যয় হয় মনে।
কালু বলে ওরে কাম্বা কোন্ ছার ধনে। ৬৮০
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব আনে আছে কি।
গৰ্জ্জিয়া বলিছে লখে সোণা ডোমের ঝি। ৬৮১
ভুল না ভুল না নাথ ভুলাইবে মদে।
ভাই নয় ভণ্ড ভেড়ে পাত্তরের খেদে। ৬৮২
সেই কাম্বা কুলাঙ্গার জান পূর্ব্বাপর।
ঘরভেদে সবংশে মজেছে লঙ্কেশ্বর। ৬৮৩
কাম্বা বলে দাদারে ঘুচিল সব যুক্তি।
বসন্ত না হতে শুনি কন্দলের উক্তি। ৬৮৪
সে জানি অধর্ম্মে মো'ল হরেছিল সীতা।
মাগের বচনে কেন শ্রীরামের পিতা॥ ৬৮৫
মহারাজ দশরথ কি না হলো তার।
বীর বলে থাক রে অধর্ম্ম মেয়ে ছার॥ ৬৮৬
দুঃখ সুখ দু-ভাই বিরলে কই কথা।
কি তোর যোগ্যতা শ্যালি হতে এলি হাতা। ৬৮৭
অমনি ধরিল ধেয়ে করিয়া দাপট।
বেনা ঝোড়ে জড়ায়ে লখের বাঁধে জট॥ ৬৮৮
প্রতাপে লখেরে বাঁধে কাহার যোগ্যতা।
আপনি বন্ধন নিল লখে পতিব্রতা। ৬৮৯
ধর্ম্মপদ ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রাম রামে রাখিবে কল্যাণে। ৬৯০
লখেকে বান্ধিয়া দড় কালু সত্য করে।
গঙ্গাজল তুলসী তামায় তুলে ধরে। ৬৯১
পূর্ব্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম সত্য।
যে কিছু মাগিবি কামু তাই দিব তথ্য। ৬৯২
ইথে অন্য মত করি ঈশ্বর প্রমাণ।
ইহ পরকাল মজি হারাব পরাণ। ৬৯৩
ব্রহ্মহত্যা আদি যত মহাপাপ ঘটে।
ফলিল দেবীর শাপ দৈব ধরে জটে। ৬৯৪
বল কামু কি দিব কহিছে কালু বীর।
দূরে থেকে কাম্বা বলে কেটে দাও শির। ৬৯৫
দধিচি মুনির সম দাদা হলে দাতা।
নিজ দেহ দিয়ে মুনি তুষিল দেবতা। ৬৯৬
কালু বলে ওরে দুষ্ট কি করিলি কাজ।
ইহার কারণে তোর এত বড় সাজ। ৬৯৭
নিষেধ করিল লখে তোর শীল জেনে।
অভাগা মজিল তার কথা নাহি মেনে। ৬৯৮
ভুলায়ে বিশ্বাস-ঘাতি মাথা লয়ে যাবি।
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে পাবি। ৬৯৯
অবিশ্বাসী জনারে বিশ্বাসে এই ফল।
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল॥ ৭০০
কাম্বা বলে দাদারে করেছ অঙ্গীকার।
মায়া ছাড় মহাশয় সত্য হয় পার॥ ৭০১
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্ব্বত উপর॥ ৭০২
অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পর্ব্বত।
তথাপি সজ্জন বাক্য নহে অন্য মত॥ ৭০৩

যে বচন পালিতে পাতালে গেল বলি।
জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥ ৭০৪
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা পুরাণে প্রমাণ।
সত্য পালি সংসারে দাঁড়াতে নাই স্থান ॥ ৭০৫
সপ্তদ্বীপ দান দিল দক্ষিণার তরে।
বনিতা বালক বন্দী ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ ৭০৬
আপনি হইলা রাজা চণ্ডালের দাস।
অঙ্গীকার বচন লঙ্ঘনে ভাবি ত্রাস ॥ ৭০৭
অপর বলির পিতা বিরোচন দৈত্য।
অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য ॥ ৭০৮
এখনি করিলে সত্য গঙ্গাজল হাতে।
এ কোন বিচার দাদা গৌণ কর তাতে ॥ ৭০৯
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ লও।
নরক না কর দাদা মাথা কেটে দেও ॥ ৭১০
সত্য না লঙ্ঘিবে দাদা আপনি মহৎ।
জন্মিলে মরণ আছে রাখ ধর্ম্মপথ ॥ ৭১১
কালু বলে চণ্ডালে ধার্ম্মিক বড় তুঁ।
দেখিতে উচিত নয় তো ছাড়ের মু ॥ ৭১২
কি করিব কোথা হতে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে ॥ ৭১৩
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় ॥ ৭১৪
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন ॥ ৭১৫
হেতা না ধরি মেলাম গৌড়ের অধমে।
তু হলি চণ্ডাল, দুঃখ রহিল মরমে ॥ ৭১৬
যে ছিল কপালে কাম্বা ফলিল আমার।
এক চোটে মাথা কেটে সত্যে কর পার। ৭১৭
কি জানি ডোমনি পাছে এসে হয় হাতা।
বলিতে বলিতে কাম্বা কেটে নিল মাথা। ৭১৮
সত্বর কুঞ্জর পিঠে উঠে করে ভর।
দেখে পরাক্রম লখে বলে ধর ধর। ৭১৯
মেলা টাঙ্গি ফেলায়ে কাম্বার হানে শির।
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর। ৭২০
মৃত পতি কোলে লয়ে কান্দে উভরায়।
শুনে পাট পড়সি পাড়ার লোক ধায়। ৭২১
বিশেষ শুনিল সবে যত জন মৈল।
নিজ নিজ শোকে সবে সমাকুল হৈল। ৭২২

কিবা চেটো বউড়ী ঝিউড়ী বুড়ী ঠাড়ী।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ী। ৭২৩
প্রমাদ পড়িল বড় ডোমের পাড়ায়।
গড়াগড়ি দিয়া সবে কান্দে উভরায়। ৭২৪
কেহ বলে কোথা গেল অভাগীর বাছা।
কলির স্বপন সত্য সাক্ষী পেনু সাচা। ৭২৫
কেহ কোঁড়ে কপাল, কঙ্কন হানে শিরে।
অবনী ভিজিল কারো নয়ানের নীরে। ৭২৬
হরে ডোমের বেটী কান্দে নিয়া ডোমের বউ।
বীর ডোমের বুন কান্দে শোকে হয়ে কউ। ৭২৭
চাপাড়াল ডোমের বেটী ডোমনী ডামানী।
কান্দিয়া কাতর বড় যৌবন নতুনী। ৭২৮
কেহ কাঁদে কাম্বার বাপ কোথা গেলে হে।
অভাগিনী কাঁদে নাথ সঙ্গে করে নে। ৭২৯
কুড়ানী ডোমনী কাঁদে চূড়াডোমের খুড়ী।
জামাতার শোকে কান্দে শুকার শাশুড়ী। ৭৩০
লখে কাঁদে শাকা শুকা তুকা মারি বুকে।
কাঁদিছে অনেক রাত্রি ক্ষীণ কথা মুখে। ৭৩১
হীরা জিরা ডুসতীনে করে অনুতাপ:
কেমন করে কাটা গেল কূড়া চূড়ার বাপ। ৭৩২
রমণী ডোমনী কাঁদে পতনি রহিল।
সাজান তাম্বূল প্রাণনাথে নাহি দিল। ৭৩৩
সতী যুবতীর গতি পতি বিনা নাই।
ময়ূর কর্পূ'রা কান্দে কোথা হে গোঁসাই। ৭৩৪
এইরূপে কান্দে সবে করে হায় হায়।
চকিত চমকে লখে শক্রে বুক পায়। ৭৩৫
সবারে প্রবোধ করে কি কারণে কাঁদ।
যে কিছু হবার হল সবে বুক বান্ধ। ৭৩৬
সব জাগ সবে চিন্ত সেনের কল্যাণ।
উদয় সদয় হয়ে দিলে ভগবান্। ৭৩৭
তবে কি এ দুঃখ কারো রবে একক্ষণ।
সব সুপ্রসন্ন হবে দেশে এলে সেন। ৭৩৮
সবে মেলি সংপ্রতিক চিন্তহ উপায়।
সংহারি সেনের শক্র দেশ রক্ষা পায়। ৭৩৯
চল মোরা রাজার মহলে যেয়ে কই।
শোক ত্যজি সবে বলে সার যুক্তি ঐ। ৭৪০
লঘুগতি ভূপতি মহল সবে পায়।
না মানে প্রবোধ প্রাণ কাঁদে উভরায়। ৭৪১

শয়নে সম্ভোগ ছিল চারি রাজার ঝি।
বার হয়ে বলে লখে সমাচার কি। ৭৪২
কাঁদিয়া কহিছে লখে কলিঙ্গার পায়।
পার কর প্রভুপদে কবিরত্ন গায়। ৭৪৩
লখে বলে ঠাকুরাণি কি আর শুধাও।
তুমি মামা শ্বশুর-শ্যালার মাথা খাও। ৭৪৪
নব লক্ষ দলে বলে বেড়িল সহর।
হাতে হাতে নিতে পুরি রাখিল ঈশ্বর। ৭৪৫
নদী পার করে দিনু হেনে লক্ষ তিন।
তার পর কি জানি কি হল দশা হীন॥ ৭৪৬
শাকা শুকা তের ডোম যুঝে মোল রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে॥ ৭৪৭
কি হবে উপায় বল বীরগণ মোল।
পাটরাণী বলে তবে সর্ব্বনাশ হোল। ৭৪৮
এ কথা শুনিয়ে সবে শোক তুলে কাঁদে।
কলিঙ্গা সবার মন প্রবোধিয়ে বাঁধে। ৭৪৯
শুন সবে দুঃখ পেলে সেনের দশায়।
সবে কর আশীষ উদয় দিয়া রায়। ৭৫০
ত্বরায় আসুন দেশে জীবে যত শূর।
চিন্তা নাহি চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ দূর। ৭৫১
পেয়েছি প্রমাণ তার আমার বিভায়।
কামরূপে মৃতসেনা জিয়াইলা রায়। ৭৫২
শুনিয়া সন্তোষ সবে শোক গেল দূর।
রাণীগণ বলে হায় কি হল ঠাকুর। ৭৫৩
দূরে গেল প্রাণপতি প্রভুর পূজায়।
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দী দেশ লুটে যায়। ৭৫৪
কলিঙ্গা কহেন সব করে দশা-হীনে।
কত না প্রমাদ পাব প্রাণপতি বিনে। ৭৫৫
কে আছে বান্ধব আর কার মুখ চাব।
শুন বুন কানড়া আপনি সেজে যাব। ৭৫৬
কানড়া বলেন দিদি যদি আজ্ঞা দাও।
মামা শ্বশুরের মাথা ঘরে বসে নাও। ৭৫৭
কানড়া থাকিতে দাসী সাজিবে আপনে।
প্রবোধে কলিঙ্গা রাণী মধুর বচনে। ৭৫৮
নতুনী যৌবনী তুমি কাঁচা সোণা গা।
মো হই হাজার তবু ছেলে পিলের মা। ৭৫৯
ছোট নারী বিশেষ স্বামীর প্রাণতুল্য।
যৌবন তুলনা দিতে তোমার অমূল্য। ৭৬০
তুমি যদি কদাচ নিধন হও রণে।
না জিবে পরাণনাথ তোমার বিহনে। ৭৬১
আপনি সমরে যাব যা থাকে কপালে।
হুকুম হইল বাজি সাজাতে বারালে। ৭৬২
কিঙ্করী সকল বেড়ি পরম যতনে।
রচিল রাণীর বেশ নানা রত্ন ধনে। ৭৬৩
কানড়া বলেন দিদি সময় উচিত।
সাজ কর শত্রু দেখে করিবে ইঙ্গিত। ৭৬৪
তায় মামাশ্বশুর বিবাদী দুষ্টমতি।
কি জানি কি হবে দিদি দেশে নাই পতি। ৭৬
রাহুতের বেশ ধর রণে যাবে যদি।
ঘোড়া জোড়া নাথের হেতের বাঁধ দিদি। ৭৬৬
মামাশ্বশুরের সনে নানা বেশ ধরি।
মিলনে বাসনা থাকে মানা নাহি করি। ৭৬৭
বিরসে সরস ভাষে হাসে পাটরাণী।
আপন মনের মত বলিলে বহিনী। ৭৬৮
মনে নিল সার যুক্তি বলিলে কানড়া।
কিন্তু বুন কখন না পরি জামা জোড়া। ৭৬৯
কোমর বান্ধিয়া যাব রাহুতের বেশে।
আপনি যেমন জান সেজে যেও শেষে। ৭৭০
এত বলি বসন ঈষৎ পরে কাল।
যখন যেমন দশা সেই সাজ ভাল। ৭৭১
শিরে বাঁধে সরবন্ধ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দুইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা। ৭৭২
বুকে বাঁধে কাঁচুলি কবরী মাত্র কেশে।
তড়বড়ি কোমর কস্যুনি করে শেষে। ৭৭৩
পরিসর পুরট পটুকা পট্ট শালে।
পেটি আঁটি কষে কৃষ্ণ কুরঙ্গের ছালে। ৭৭৪
পাশে বাঁধে যুগল খঞ্জর যমধর।
শাঙ্গি শর যোড়া খাঁড়া ঘোড়ার উপর। ৭৭৫
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিয়া বাজির পিঠে বাঁধিল বারাল। ৭৭৬
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দুর।
নারীর নিশান রাখি বেশ করে দূর। ৭৭৭
গায়ে দিল উড়ানী, পুড়নি রৈল মনে।
কেমনে বাঁচিবে বাছা অভাগী বিহনে। ৭৭৮
চলিতে চঞ্চল চিত্ত নাহি চলে পা।
পাছ ডাকে চিত্রসেন কোথা যাও মা ৭৭৯

মায়া ত্যজি মহারাণী মহিমের মনে।
কানড়াকে পুত্র সঁপে বিনয় বচনে। ৭৮০
সমরে চলিনু ছাড়ি সংসারের মো।
বাছারে না যেসো বুন সতিনীর পো। ৭৮১
চক্ষে চক্ষে থোবে বাছায় খাওয়াবে মাখাবে।
মা বলে কাঁদিলে তুমি আপনি পেতাবে। ৭৮২
অমলা বিমলা সনে প্রীতিভাবে রয়ো।
প্রভু এলে পরার্দ্ধ প্রণতি মোর কয়ো। ৭৮৩
দেখা নৈল মরমে মরমে রৈল দুখ।
ছল ছল নয়নে কানড়া মুছে মুখ। ৭৮৪
মায়া ত্যজি চলে রাণী মহলের পার।
রণে রোষে যুবতীর লাজ নাহি আর। ৭৮৫
বলিতে বারাল বাজি সম্মুখে যোগায়।
দওয়ার হইতে দ্বার ঠেকিল মাথায়। ৭৮৬
কিচি কিচি কালপেঁচা কাছে কাছে ডাকে।
অচল হইল বাজি থমকিয়' থাকে। ৭৮৭
অমঙ্গল না বুঝি চাবুক মারে ঘোড়া।
গড় নদী পার হলো রণমুখী ঘোড়া। ৭৮৮
রামপদ কোকনদ সম্পদাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ৭৮৯
মহারাণী দরশনে, চমকিত সেনাগণে,
অনুমানে রণে এল কে।
ডকে বলে মহামদ, সমরে সত্বর ধর,
আগে দেখে পরিচয় নে॥ ৭৯০
বলিতে শুনিল রাণী, গর্জিয়া বলিছে বাণী,
শুন ওরে দুরাচার বলি।
পরিচয় কিবা কাজে, মামা-শ্বশুরের লাজে,
আজি মোরা দিলাম জলাঞ্জলি॥ ৭৯১
ন দুষ্ট নরাধম, ভাঙ্গিলি আপন ভ্রম,
আমি কর্পূরধলের দুহিতা।
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কই, তোর ভাগিনা-বধূ হই,
সেন মহাশয়ের বনিতা। ৭৯২
কমনে খাইলি লজ্জা, অবলা উপরে সজ্জা,
চুনকালি দহে দিলি ঝাঁপ।
না দেখি কোন্ হীনে, বেটি বধূ নাই চিনে,
কে কোথা করেছে হেন পাপ। ৭৯৩
কু ধিক কুলাঙ্গার, হাড়ি ডোমে হেন ছার,
কুকর্ম্ম করেছে কোথা কে।
শুনে পাত্র কোপে জ্বলে, হাঁসন হোসেনে বলে,
সমরে শ্যালীর জাতি নে। ৭৯৪
যুবতী যবন মাঝে, সেজে আসে কোন্ কাজে,
বুকেতে নাহিক কুল-ভয়।
সবে মিলি ধর ধর, যে যার বাসনা কর,
ও মোর ভাগিনা বধূ নয়। ৭৯৫
কহে রাণী মহা রুষ্ট, হেদে রে চণ্ডাল দুষ্ট,
কি কথা কহিলি পাপ রুচি।
এত বলি রোষে রণে, রাহুত মাহুত সনে,
হাতী ঘোড়া করে কুচি কুচি। ৭৯৬
রুষিল রাজার ঠাট, চৌদিকে চোট পাট,
হাতাহাতি করে হানাহানি।
শাঙ্গি শেল শর গুলি, ঢালটা চঞ্চল চালি,
সামালি সংহারে মহারাণী। ৭৯৭
একাকার উঠে ধূম, দুড় দুড় দুড়ুম দুম্,
গভীর গর্জ্জনে ছোটে গোলা।
মার্ মার্ হাঁকে পাত্র, সমরে শ্যালীর গাত্র,
হাড় মাস কর রতি তোলা। ৭৯৮
সামালি সংগ্রামে চোটে, গজবাজি রণে লোটে,
ছোটে ঘোড়া কাটে ঠায় ঠায়।
দেখি যত বীরগণে, কোপে তাপে প্রাণপণে,
চৌদিকে চাপিয়া বেগে ধায়। ৭৯৯
জাঙ্গড়া যবন যতে, বেড়ে আসি হাতে হাতে,
তায় পাত্র বলে ধর ধর।
অনুমানি মহারাণী, যবনে যজায় জানি,
অভিমানি হানিল জঠর। ৮০০
সবে বলে ধন্য ধন্য, কোপে ঘোড়া, কত সৈন্য
পদাঘাতে সংহারিয়া ধায়।
গমনে যেমন ঝড়, পার হলো নদী গড়,
দ্বারে আসি হেষণি জানায়। ৮০১
মহারাণী মলো রণে, দ্বিজ কবিরত্ন ভণে,
মনে ভাবি গুরু পদদ্বন্দ্ব।
যে জন গাওয়ায় গায়, যেবা শুনে ধর্ম্মরায়,
সবাকার বাড়য়ে আনন্দ। ৮০২
ঘোড়ার হেষণি শুনি কানড়া যুবতী।
দাসী-হস্তে জল ঝারি ধায় শীঘ্রগতি। ৮০৩
মনে হলো মহিম জিনিয়া এলো দিদি।
নিকটে আসিয়া দেখে বাম হৈল বিধি॥ ৮০৪

যদি যুবতীর জাতি যবনে যজায়।
যথার্থ জননী জিউ দিব তোর পায়॥ ৮৬৯
রক্ষ রক্ষ রক্ষিণী রঙ্গিনী রণ মাঝে।
রণ রণ রবে উরি রাখ দশভুজে॥ ৮৭০
লীলায় লোহিত জিহ্বে লোহিত লোচনে।
লয় কর লাজহীন লম্পট দুর্জ্জনে॥ ৮৭১
বিবাদ বাসনা বিনা বিধি বড় বাম।
বিপত্তে বান্ধব দেবী তুমি পরিণাম॥ ৮৭২
শুভানী সর্ব্বাণী শান্তি শঙ্কর-গৃহিণী।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী সনাতনী॥ ৮৭৩
সহসা সাহস নাই সাজিতে সমরে।
সংশয় সমরে শিবা স্মরণ তোমারে॥ ৮৭৪
হরি হর হিরণ্য-গর্ভের তুমি মূল।
হরজায়া হৈমবতী হবে অনুকূল॥ ৮৭৫
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাময়ী ক্ষম অপরাধ।
ক্ষয়ঙ্করী ক্ষয় কর বিপক্ষ উন্মাদ॥ ৮৭৬
ঘনরাম বলে বাম না হইবে মা।
জীবন মরণে গো ভরসা রাঙ্গা পা॥ ৮৭৭
অভয়া বলেন বাছা ভয় ত্যজ দূর।
দানব-দলনী মোরে জানে সুরাসুর॥ ৮৭৮
বধেছি নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
রক্তবীজ চণ্ড মুণ্ড ধূম্রলোচন॥ ৮৭৯
অপর বধেছি কত দুরন্ত দানব।
কোন্ ছার মূঢ়মতি মামুদা মানব॥ ৮৮০
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ সীমন্তিনী।
তুমি রণে উপলক্ষ যুঝিব আপনি॥ ৮৮১
মহীমাঝে মহারণ মানুষের সনে।
আপনি সাজিতে নারি উপলক্ষ বিনে॥ ৮৮২
সাজ শীঘ্র কানড়া বিলম্ব নাহি সয়।
আমা অনুকূলে খণ্ডে ত্রিলোকের ভয়॥ ৮৮৩
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে সংহারিব যেয়ে।
রাণী বন্দে ঈশ্বরী আশ্বাস বাক্য পেয়ে॥ ৮৮৪
পুন পুন কহে অঙ্গ লোটায়ে অবনী।
শুনেছিলাম সত্য নাম পতিত-পাবনী॥ ৮৮৫
করিয়ে প্রণতি স্তুতি করযুগ যুড়ি।
বারালে হুকুম দিল সাজ কর ঘুঁড়ী॥ ৮৮৬
শুনিয়ে বারাল বেগে বাজিশালে ধায়।
আগাড়ি পাছাড়ি দড়ি ঘুঁড়ীর এলায়॥ ৮৮৭
যতনে গা-খানি মাজি করিল নির্ম্মল।
বিনালো বিচিত্র ঘাড়ে ঘুঁড়ীর কুন্তল॥ ৮৮৮
মুখানি মণ্ডিত মুনি মুকুতার পাঁতি।
মরকত রজত রাজিত কত ভাতি॥ ৮৮৯
কপালে কাঞ্চন চাঁদা কনক কড়ালি।
সজোড়ে উজোর যোড় মুখে মুখ নালি॥ ৮৯০
গায়ে ঢালে পাখর গজকা বান্ধে শিরে।
বাগ্‌ডোর খিচিতে খঞ্জন যেন ফিরে॥ ৮৯১
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিয়া বাজির পিঠে বাঁধিল বারাল॥ ৮৯২
ঘন ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘন ঘোর।
কানড়ার কাছে নিল খেঁচি বাগ্‌ডোর॥ ৮৯৩
হাঁসনি কাঁদনি গতি কালিনী পাখরী।
দেখে জীয় জীয় বলে কানড়া সুন্দরী॥ ৮৯৪
রাণী কন ঘুঁড়ী তু মুখের ঘুচা কালি।
বলবান্ শত্রু এসে করিল ব্যাকুলি॥ ৮৯৫
দানা দিব দ্বিগুণ দলন কর অরি।
ভারতে ভরসা তোর সর্ব্বকাল করি॥ ৮৯৬
হেষণি জানায়ে খুরে অবনী আঁচড়ি।
কানড়ার কথা শুনি কিছু কয় ঘুঁড়ী॥ ৮৯৭
কি কার্য্যে কল্যাণী কেন কারে কর ভয়।
জয় দুর্গা জপে চল রণে হবে জয়॥ ৮৯৮
চঞ্চল চরণ চোটে চাটে কত সেনা।
সংহার করিব আমি তুমি দিবে হানা॥ ৮৯৯
দুর্ম্মুখা ধূমসী দাসী আছে উপলক্ষ।
ত্রিভুবনে ভয় কি ভবানী যার পক্ষ॥ ৯০০
মোরে এত বিশেষ বুঝায়ে ফল কি।
[illegible]রে সত্বর সাজ শুন রাজার ঝি॥ ৯০১
ঘুঁড়ীর বচনে অতি আনন্দে বিভোলা।
আপনি উঠিয়া যত্নে দিল রত্নমালা॥ ৯০২
ঘুঁড়ীর আশ্বাস বাক্য শুনি বাড়া বাড়া।
দাসীরে সাজিতে আজ্ঞা করিল কানড়া॥ ৯০৩
সাজনি করিল দাসী পেয়ে আজ্ঞা পান।
শিরসি শঙ্করী পদ সদা করি ধ্যান॥ ৯০৪
গায়ে পরে পটজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণে কাদম্বিনী তড়িত জড়িত॥ ৯০৫
কোমর কষনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পটুকা তার কোলে॥ ৯০৬

দুপাশে সুরঙ্গ পট্ট পরিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা ॥ ৯০৭
শিরেতে সোণার টুপি টেস্না বাঁধা তায়।
সাজ করে সীমন্তিনী রাণীকে সাজায় ॥ ৯০৮
তড়বড়ি সাজে রামা রাহুতের বেশে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে ॥ ৯০৯
পরাল শ্যামল জোড়া জড়িত কাঞ্চন।
ভূষিত তড়িত-যুত যথা নবঘন ॥ ৯১০
কাঁকালি কমনি করে কড়াকর করি।
পাঁচ বেড় পট্‌কা উপরে বাধে জরি ॥ ৯১১
পরিপাটী পেটী আঁটি পাগ পরিসরে।
সম্মুখে সাজায়ে বস্ত্র দাসী ধরে করে ॥ ৯১২
শিরে বান্ধে সরবন্দ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দুইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা ॥ ৯১৩
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দূর।
নারীর নিশান রেখে বেশ করে দূর ॥ ৯১৪
সেইক্ষণে মায়ের পায়ের লয়ে ধূলা।
চড়িলা ঘুঁড়ীর পিঠে শুভক্ষণ বেলা ॥ ৯১৫
দড় দড় কোমর কসিয়া কড়াকড়ি।
আগুদলে ধূমসী আইল রড়ারড়ী ॥ ৯১৬
বেঁধেছে হেথের যেন মূর্ত্তিমন্ত কাল।
বাঁহাথে ধরেছে খাঁড়া ডানি হাতে ঢাল ॥ ৯১৭
মুড়ায়ে মালক মেরে চড়া দিয়া চাপে।
ধেয়ে যেতে ধূমসী ধমকে ধরা কাঁপে ॥ ৯১৮
পেরুল সহর গড় কালিন্দী সরিৎ।
হান হান হুঙ্কার হাঁকিছে বিপরীত ॥ ৯১৯
চমকিত রাজসেনা দেখে ভয় পেলো।
কেহ বলে শ্রীযুত লাউসেন এলো ॥ ৯২০
রায় নয় রাণী এলো কেহ কেহ বলে।
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী দেখি ভালে ॥ ৯২১
সতিনীর শোকে এলো হরিপালের ঝি।
আজি রণে কি জানি কপালে আছে কি ॥ ৯২২
দুর্ম্মুখা দাসীরে দেখে লখে এলো রণে।
অনুমানি ভাবে ভয় কবিরত্ন ভণে ॥ ৯২৩
সেনের আকার বেশ অঙ্গ আভা সবিশেষ,
কানড়া দেখিয়া পাত্র কয়।
নিজ দেশে ছিল লুপ্ত, বৃহন্নলা সম গুপ্ত,
রণে এল রঞ্জার তনয় ॥ ৯২৪

কোথা বা হাকন্দ নদ, কোথা পূজে ধর্ম্মপদ,
ও বা কোথা লুকাইয়া ডরে।
কে জানে এমন সন্ধি, মা বাপে রাখিয়া বন্দী,
পশ্চিম উদয় সাধে ঘরে ॥ ৯২৫
লীলাখেলা রঙ্গরসে, যুবতী-যৌবন বশে,
নিজ দেশে ছিল লুকাইয়া।
বিরূপ করিয়া ধর্ম্ম, হেন ছার হীন কর্ম্ম,
করে মোর ভাগিনা হইয়া ॥ ৯২৬
দেখ দেখ সর্ব্বলোকে, যুবতী জায়ার শোকে,
আপনি সাজিয়ে এলো শেষে।
সবাই প্রমাণ রও, রাজা জিজ্ঞাসিলে কও,
লাউসেনে দেখে এলাম দেশে ॥ ৯২৭
কহিছে কানড়া রাণী, গর্ব্বিত গঞ্জনা-বাণী,
শুনিয়া পাত্রের দুষ্ট ভাণ।
ময়না মণ্ডলপতি, কারে কৈলি মূঢ়মতি,
স্ত্রী পুরুষ নাহি পরিজ্ঞান ॥ ৯২৮
মামা-শ্বশুরের লাজ, মাথায় পড়ুক বাজ,
শুন পাত্র পরিচয় করি।
সিমুলাতে যার চেড়ী, উপাড়িল তোর দাড়ি,
সেই আমি কানড়া কুমারী ॥ ৯২৯
আপনি অধর্ম্ম রূপ, সবে দেখ সেইরূপ,
নাথে বল লুকায়ে ভবনে।
ধর্ম্মময় মহাশয়, সাধিয়া পশ্চিমোদয়,
আজি কালি আসে নিকেতনে ॥ ৯৩০
ধিক্ ধিক্ মহাপাত্র, কলঙ্ক করিলি মাত্র,
অবলা উপরে করি সজ্জা।
তো হতে কি হয় কার, পেয়ে যাবি তিরস্কার
তবু ত ছারের নাই লজ্জা ॥ ৯৩১
অভিমানী মহারাণী, মরিল জঠরে হানি,
তায় তু বাড়ালি বটে বুক।
শুনি পাত্র জ্বলে কোপে, ঘন তা দেয় গোঁফে,
মার মার হাঁকিছে দুর্ম্মুখ ॥ ৯৩২
দুমুখা ধূমসা দাসী, আগুদলে ধরে অসি,
হান হান হাঁকিছে কানড়া।
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে, ধূমসী সম্মুখ রণে,
দুহাতে হানিছে হাতী ঘোড়া ॥ ৯৩৩
মার্ মার্ হাঁকিছে মামুদা মূঢ়মতি।
হান হান হাঁকে রাণী কানড়া যুবতী ॥ ৯৩৪

হাতাহাতি মহিম বাধিল চোটপাট।
দাঁদালে দুহাতে দাসী যুড়ে এলো কাট॥ ৯৩৫
ঢাল মুড়ে মহিমে মাতিল মহারাণী।
হান কাট হুঙ্কারে হাঁকারি হানাহানি॥ ৯৩৬
মালক মারিয়া কত মানুষের মুড়।
এক চোটে অমনি হাতীর হানে শুঁড়॥ ৯৩৭
ভূমে লোটে গজবাজি সিপাহী জঙ্গড়া।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামা-জোড়া॥ ৯৩৮
দাঁতে ধরে লাগাম দুহাতে ধরে খাঁড়া।
সেনাগণে হানে রণে রাণী দিয়া তাড়া॥ ৯৩৯
সাহসে সম্মুখে আসি বাধাল মহিম।
ভঞ্জভূঁয়া ভূভুক ভবানী রণভীম॥ ৯৪০
হাঁকে হাঁকে ঝাকে ঝাকে রাখে শর গুলি।
সমরসিংহিনী রাণী ঝিকে ঢাল চালি॥ ৯৪১
সাঙ্গি শেল ঝকড়া কানড়া ফলা-সাটে।
সামলিয়া সাহসে সমরে সেনা কাটে॥ ৯৪২
দড়বড়ি বিবাদ বাধিল হাতাহাতি।
ধূমসী সম্মুখে যুঝে মান্ধাতার নাতি॥ ৯৪৩
হাতী ঘোড়া সনে রণে হানে ঠায় ঠায়।
শর গুলি আথালি পাথালি তালি খায়॥ ৯৪৪
ধূমসী তামসী রণে পাড়ে ধুন্ধুমার।
হাতী ঘোড়া সিফাই পাড়িছে একাকার॥ ৯৪৫
এক চাপে রুষিয়া চঞ্চল ঢাল চালি।
ধূমসী সম্মুখে যোঝে যোল শত ঢালি। ৯৪৬
ঢাল আড়ে এঁটে বিঁধে হাঁটুপেতে ভুঁয়ে।
গরদ গাদোলা গায়ে চাপ-দাড়ি মুঞে। ৯৪৭
সমরে সিফাই সব দাবাইল ঘোড়া।
মজুত অযুত মাঝে হাজার জাঙ্গড়া। ৯৪৮
কানড়া দপটে কাটে পেয়ে বীর বা।
বলিছে বাহুলি জয়া বলি লও মা। ৯৪৯
ঝটপটি শবদ খাঁড়ার ঝন্ ঝান্।
চটাচট চৌদিকে চাপিয়া টন্ টান্। ৯৫০
ঠন্ ঠান সমরে সিফাইর পড়ে শির।
ঝুপ ঝাপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিকে গুলী তীর। ৯৫১
শন্ শন্ শুনি শুধু শরের শবদ।
হান হান হুঙ্কারে হাঁকিছে মহামদ। ৯৫২
প্রাণপণে যুঝে রণে যত রাজসেনা।
রাণ রঙ্গ রণরায় রণে দিল হানা। ৯৫৩

মীর মিঞা মোগল পাঠান খানসামা।
মান্ধাতার নাতি আর ভূপতির মামা। ৯৫৪
সাঁকি বাঁকি এরাকি উপরে অস্ত্র এড়ে।
বারভূঞা মিঞাগণ হাতে হাতে বেড়ে। ৯৫৫
দেখে কত তরাসে তরল হলো রাণী।
হেন কালে নানা মূর্ত্তি উরিলা রঙ্গিণী। ৯৫৬
খড়্গিনী শূলিনী কেহ গদিনী চক্রিণী।
শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ড-মালিনী। ৯৫৭
কেহ ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
কালী কপালিনী কেহ করাল-বদনা। ৯৫৮
বাম হাতে অসি কারো ডাহিনে খর্পর।
বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর॥ ৯৫৯
ঘোর মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী ঘূর্ণিত লোচনা।
চারিদিকে চঞ্চল চাপিল চণ্ডদানা॥ ৯৬০
জটিল হটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট বদনে রক্ত জবা যেন ফুটে॥ ৯৬১
মূলা পারা দশন বসন-হীন কটী।
কেহ রাঙ্গা চেল পরা কেহ বীরধটী॥ ৯৬২
ঝটপটী ঝাপটে ঝাঁপিয়া উরে রণে।
মার মার ডাকে দেবী কবিরত্ন ভণে। ৯৬৩
মার মার বলে ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ,
দু দলে করে হানাহানি। ৯৬৪
রণীঙ্গি রণ-জয়ী, দুন্দুভি বাজই,
ঘন ঘোর গাজই দামা।
রজপুত মজপুত, যৈছন যমদূত,
সমযুত যুঝে খানসামা॥ ৯৬৫
দাদালি দলবল, মহী মাঝে মাতল,
মানব মহিমে মহা দম্ভে।
ধর ধর বলে ঘন, ধাইছে দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ৯৬৬
তবু ত অকাতর, নৃপতি লস্কর,
দুষ্কর সমরের মাঝে।
ঝটপটী চোট পাট, বহিছে হান কাট,
মামুদা মার মার গাজে॥ ৯৬৭
ঘঁড়ী পিঠে কানড়া, ঝাঁকে ঝাকে ঝকড়া,
ঝাপটে ঝিকে ঝুপ ঝুপ।

না মানিয়া সংশয়, রণজিৎ রণ জয়,
রোষে বীর রণভীম ভূপ ॥ ৯৬৮
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ, রাখিছে লুপ লুপ,
লাফে লাফে লুপিছে দানা।
প্রেত ভূত পিশাচী, ধাওয়াধাই ধূমসী
খুসমী রণে দিল হানা ॥ ৯৬৯
হাঁকে হাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে,
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে, হত কত তরাসে,
গোলা গাজে দুড় দুড় দুড়ুম ॥ ৯৭০
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ, সংহারে যৈছন,
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥ ৯৭১
বড় গোলা বন্দুক, দুড় দুড় দশমুখ,
চকিত চমকিতশেষ।
অবনী টলাটল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥ ৯৭২
ধূমসী পর দল, হানিছে দল বল,
হাঁকিছে বিপরীত রা।
বীরগতি চলিছে, বাহু তুলি বলিছে,
বলি লও বাসুলী গো মা ॥ ৯৭৩
টন্ টান্ ঠন্ ঠান, ঢাল চালে ঢন ঢান্,
ঝন্ ঝান ঘন রণনাদ।
দেখিয়া বিপরীত, চৌদিকে চমকিত,
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥ ৯৭৪
কেহ খেয়ে মুটকী, কেহ দেখে ভাবকী,
ভাবকে মলো কত সেনা।
দাদালিয়া দাবড়ে, চাটি চড় চাপড়ে,
কামড়ে হাতী পাড়ে দানা ॥ ৯৭৫
কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে, লুকাতে আড়ে ওড়ে,
ঘড়ে ধেয়ে ধরিছে চণ্ড।
রক্ত চুমুকে পিয়ে, চুষে মাথার ঘিয়ে,
চোয়ালে চিবাইছে মুণ্ড ॥ ৯৭৬
নরশির ছিঁড়িয়া, কেহ ফেলে ছুড়িয়া
লাফায়ে লোফে কোন দানা।
কেহ কর বারণে, শুঁড়ে ধরি সঘনে,
গগনে ফিরাইছে তানা ॥ ৯৭৭

ডাক ডাকি ডাকিনী, রণে যুঝে যোগিনী,
রঙ্গিণী দেখে রণরঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ, যথাবিধি মণ্ডুক,
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥ ৯৭৮
মামুদা মূঢ়মতি, পলাতে দ্রুতগতি,
ধূমসী পিছে পিছে ধায়।
গুরুপদ যত্ন, দ্বিজ কবিরত্ন,
সংগীত মধু রস গায় ॥ ৯৭৯
প্রাণ লয়ে পাপমতি পলায় পাত্তর।
ধাওয়াধাই ধূমসী বলিছে ধর ধর ॥ ৯৮০
তরাসে তরলতর ফাঁফর হইয়ে।
আখ বাড়ী গুড়ি গুড়ি লুকাইল যেয়ে ॥ ৯৮১
ধেয়ে তায় আগুন মিটাল দাসী মাগী।
কপালে থাকিলে কষ্ট কেহ নয় ভাগী ॥ ৯৮২
অনুকূল অনিল অনলে বেড়ে বাড়ী।
পুড়িল গায়ের যোড়া মুখ গোঁপ দাড়ি ॥ ৯৮৩
অভব্য অভাগা ভয়ে ভল্লুকের গাড়ে।
লুকাইতে লাফায়ে ধূমসী ধরে ঘাড়ে ॥ ৯৮৪
মহ্ বলে মাথায় মারিতে বজ্র মুঠা।
পায়ে পড়ে মহাপাত্র দাঁতে করে কুটা ॥ ৯৮৫
তবু ভূমে ঘসে মুখ দিয়ে ঝুঁট নাড়া।
হেন কালে ঘুঁড়ী পিঠে আইল কানড়া ॥ ৯৮৬
ধরিম্ ধূমসী দাসী হাঁকে মহারাণী।
মামাশ্বশুরের মাথা এক চোটে হানি ॥ ৯৮৭
হাতে লয়ে হেতার হানিতে যায় হটে।
অভয়া উরিলা আসি এমন সঙ্কটে ॥ ৯৮৮
মহামায়া বলেন বচনে মাখা মধু।
ধন্য মামাশ্বশুর সমরে ভাগিনা-বধু ॥ ৯৮৯
কানড়ার করে ধরে কহেন পার্ব্বতী।
পরাজয়ী জনে বধ অনুচিত অতি ॥ ৯৯০
তায় মামাশ্বশুর গর্ব্বিত গুরুতর।
পরাণে বাঁচায়ে বাছা অপমান কর ॥ ৯৯১
বুঝিনু অশেষ তাপে এসেছ নিধনে।
কিন্তু বাদী বধিলে বিবাদ কার সনে ॥ ৯৯২
বাদ ছেড়ে বধ যদি তবু মহাপাপ।
এ পাপে তোমার পতি পাছে পান তাপ ॥ ৯৯৩
কুশলে আসুন সেন দিবে যত শোধ।
চরণে পড়িলা রাণী পাইয়ে প্রবোধ ॥ ৯৯৪

দাসীরে ঠেকায়ে দিতে দিল ঘাড় নাথা।
ভিজায়ে ঘুঁড়ীর মুতে মুড়াইল মাথা॥ ৯৯৫
বাইশ বিটল ভোতা বাদাইল ক্ষুর।
পীড়ায় পাত্রের প্রাণ করে দুর্ দুর্॥ ৯৯৬
ছেঁড়া জুতা গলায় গাঁথিয়া দিল মালা।
কেহ বলে এই ভেড়ে ভূপতির শ্যালা॥ ৯৯৭
এক গালে চূণ দিল আর গালে কালী।
কেহ মারে নাথা নুথা কেহ দেয় তালি॥ ৯৯৮
কেহ বলে উহার বদনে লাগুক ভস্ম।
ঐ বেটা মজাইল সেনের সর্ব্বস্ব॥ ৯৯৯
ঠক্ বলে মাথায় ঠোকার কেহ মারে।
গলায় বাধিয়ে দড়ি ফিরায় সহরে॥ ১০০০
ঠক্ ঠেঁটা নাবড় লোকের এইরূপ।
ঢোল মেরে ডেকে বলে পাত্র চলে চুপ॥ ১০০১
দেশ হইতে দূর কৈল দিয়া পেলা লাথি।
পাত্তর কাতর হয়ে প্রবেশে রমতি॥ ১০০২
লোক লাজে কাজে পাত্র দিনে রয় বনে।
নিশাভাগ রাত্রে গেল আপন ভবনে॥ ১০০৩
নিদ্রায় কাতর কায়ো মুখে নাই রা।
ঘন ডাকে উঠ উঠ কামদেবের মা॥ ১০০৪
কপাটে মারিতে লাথি শুনি দাম্ দুম্।
চীৎকার শবদে উঠে ঘুচে কাল ঘুম॥ ১০০৫
চোর চোর বলে মাগি লাগাইল লেঠা।
ডাকাডাকি করিতে উঠিল পাঁচ বেটা॥ ১০০৬
কামদেব কুপিয়া ধরিতে যায় জটে।
মাথা নেড়া দেখে তেড়ে ধরে ঘাড়ে পিঠে॥
আমি আমি বলিতে বচন নাই বুঝে।
লাথালাথি কুনুই গুঁতা কীল পড়ে কুঁজে॥১০০৮
দেখিতে বিকট মূর্ত্তি তায় ঘোর রাতি।
চোর-বুদ্ধে মাগী তার মুখে মারে লাথি॥ ১০০৯
আমি মহামদ পাত্র না মার না মার।
দারুণ দৈবের দোষে এ দশা আমার॥ ১০১০
এত যদি পাত্তর কাতর হয়ে কয়।
আলো জ্বেলে দেখে তবে সকলি নিশ্চয়॥ ১০১১
দেখিয়া বিস্ময় কারো মুখে নাই রা।
মড়ার অধিক হলো কামদেবের মা॥ ১০১২
মায়ে পোয়ে পায়ে পড়ে খণ্ডাল আপদ।
লাজে কাজে দুখে সুখে রয় মহামদ॥ ১০১৩
ভূপতি ভেটিতে গেলা ভাবিয়ে নাবড়ি।
প্রণাম করিয়া কিছু কয় কর যুড়ি॥ ১০১৪
কে বলে হাকন্দ সেন পূজা করে ধর্ম্ম।
বিবরি বলিব কত ভাগিনার কর্ম্ম॥ ১০১৫
অর্জ্জুনের সমান লুকায়ে নিজ বেশ।
সংহারিছে সব সেনা কিছু নাহি শেষ॥ ১০১৬
বলিতে বুঝিলে রাজা বচন চাতুরী।
মনে নিল এই দুষ্ট লুটে ছিল পুরী॥ ১০১৭
বিনাশ হয়েছে বুঝি ধূমসীর আগে।
ঘরে বসি লাউসেন মনে নাহি লাগে॥ ১০১৮
বুঝিব পশ্চাৎ ভাবি রহে নৃপবর।
কানড়া লইয়া হেথা শুনহ উত্তর॥ ১০১৯
কাঁদিয়া কানড়া ধরে পার্ব্বতীর পা।
পাটরাণী দিদিরে জিয়ায়ে দেও মা॥ ১০২০
বাছার বয়ান বিধু দেখে হিয়া ফাটে।
অভাগীর এত দুঃখ আছিল ললাটে॥ ১০২১
মজিল সকল সৃষ্টি হলো সর্ব্বনাশ।
প্রবোধ করেন মাতা চাতুরী আশ্বাস॥ ১০২২
শুন বাছা সংসারে সতিনী শেল কাটা।
বিধি তোর ঘুচাল বুকের শেল জাঠা॥ ১০২৩
যে ঘরে সতিনী বসে সেই দুঃখে ভাজা।
যে তাপে ত্যজিল তনু দশরথ রাজা॥ ১০২৪
কি কারণে কৌশল্যা কাতব পুত্র-শোকে।
রাম বনবাস কেন গায় তিনলোকে॥ ১০২৫
কৈকেয়ী সতিনী হ'তে কৌশল্যার দুঃখ।
আপনি বিশেষ জানি সতিনীর সুখ॥ ১০২৬
আপনা কাটায়ে দিলে না পেতায় সতা।
দুগ্ধে ধুলে অঙ্গার না ছাড়ে মলিনতা॥ ১০২৭
করপুটে কানড়া কাঁদিয়ে কিছু কয়।
জনমে না জানি জয়া সতিনীর ভয়॥ ১০২৮
ছোট বুন সমান পালন কৈল দিদি।
বড় সুখ সাধের সতিনী দিল বিধি॥ ১০২৯
দেখিলে যুড়ায় প্রাণ না দেখিলে মরি।
শুনিয়ে সন্তোষ চিত্তে বুঝান ঈশ্বরী॥ ১০৩০
না কাঁদ সুন্দরী শুন চল নিকেতন।
বুক বাঁধ রিপক্তে বিষাদ অকারণ॥ ১০৩১
পশ্চিমে উদয় দিয়া দেশে এলো সেন।
তবে কি এ দুঃখ কারো রহে একক্ষেণ॥ ১০৩২

পাটরাণী কলিঙ্গা অপর যত লোক।
সবারে জিয়াবে সেন তুমি ত্যজ শোক॥ ১০৩৩
আশ্বাস পাইয়া বন্দে অভয়া-চরণে।
দেবী গেলা যথাস্থানে রাণী নিকেতনে॥ ১০৩৪
রাখিল রাণীর অঙ্গ ঘৃতে করি ভাজা।
হাকন্দে চঞ্চলচিত্ত লাউসেন রাজা॥ ১০৩৫
পাটরাণী কলিঙ্গা সেনের অর্দ্ধ অঙ্গ।
মরণে মলিন-মতি হলো ধ্যান ভঙ্গ॥ ১০৩৬
শ্রীগুরু পদারবৃন্দ বন্দনাভিলাষী।
ভণে বিপ্র কবিরত্ন কৃষ্ণপুরবাসী॥ ১০৩৭
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ১০৩৮

জাগরণ পালা সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতি সর্গ।

পশ্চিম-উদয় পালা।

কাঁদে রাজা লাউসেন রঞ্জার কুমার।
কি হলো দেশের দশা কি হলো আমার॥ ১
কি হলো কি হলো রাজ্য কি হলো কি হলো।
প্রাণের কর্পূর কিবা চিত্রসেন মলো॥ ২
পিতা মাতা মলো কিবা নিগড় বন্ধনে।
কি পাপে না রয় মতি প্রভুর চরণে॥ ৩
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু অতিথি সেবায়।
অনাদর হলো কিবা প্রভুর পূজায়॥ ৪
প্রজাগণে পীড়া বা করেছে কালুবীর।
কি পাপে প্রভুর পদে মন নহে স্থির॥ ৫
অমলা বিমলা কিবা কলিঙ্গা কানড়া।
কুকর্ম্ম করিল কিবা হলো ধর্ম্মছাড়া॥ ৬
পুরী বা মজাল মোর মামা মহামদ।
কলিঙ্গা মরিল কিবা ঘটিল আপদ॥ ৭
নাহি কোন হেন বন্ধু শোকসিন্ধু তারে।
সমাচার জানিতে পাঠায়ে দিব কারে॥ ৮
ভাবিতে শরীর শেষ শোকে হোলেম ভুয়া।
রাজার রোদন শুনি বলে সারী শুয়া॥ ৯
সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি।
আমি তব পিতা পুত্র সোদর সারথি॥ ১০
লঘুগতি বারতা আনিয়া আমি দিব।
তোমার লবণে বন্দী, যত কাল জীব॥ ১১
সারী শুক সংবাদ শুনিয়া সেন হাসে।
সেন কন শুন মাসী পক্ষী কি প্রকাশে॥ ১২
সম্পদে পালিলাম পক্ষী ঘৃত অন্ন রোজে।
আজি পক্ষী প্রমাদে পালাতে পথ খোঁজে॥ ১৩
সেনের সংশয় শুনি সারী শুক কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরু পদাশ্রয়॥ ১৪।
সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি।
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু মোরা ব্রাহ্মণসন্ততি॥ ১৫
গুরুর মন্দিরে পাঠ পড়ি চির দিন।
শুন রায় যে হেতু হইল দশা হীন॥ ১৬
শিশু সব সহিত সাদরে শাস্ত্র পড়ি।
হেনকালে সারী শুক আনিল আহিরী॥ ১৭
শিশুমতি দু ভেয়ে মজানু চিত তায়।
দেখিতে ধাইনু খড়ি পুঁথি ফেলে রায়॥ ১৮
নিষেধ করিল গুরু না শুনিনু কাণে।
এই পাপে বধ কৈল অভিশাপ-বাণে॥ ১৯
পক্ষী দেখি পাগল হইলি দুই পাপ।
পক্ষিযোনি জন্ম যেয়ে গুরু দিল শাপ॥ ২০
এই হেতু পক্ষী হয়ে করি যে ভ্রমণ।
আকাশ অবনী গিরি কুহর কানন॥ ২১
পাকা আম আহার করিতেছিনু মিঠা।
শাখা আড়ে আখেটী পাখায় দিল আঁটা॥ ২২
নাসা বিন্ধি বদনে বন্ধন দিল দড়ি।
বিক্রয় বাসনা হেতু ভ্রমে বাড়ী বাড়ী॥ ২৩
কেহ কহে দেড় বুড়ি কেহ দশ গণ্ডা।
তোমার মিলনে মোর দুখ গেছে খণ্ডা॥ ২৪
আপনি অঙ্গের আটা দুচাইলে যত্নে।
পিঞ্জর নির্ম্মাণ করি দিলা নানা রত্নে॥ ২৫
খাওয়াইলে ক্ষীরখণ্ড ঘৃত মাখা অন্ন।
আখেটীকে দান দিতে হইল প্রসন্ন॥ ২৬
বার পণ আখেটী ইচ্ছায় মেগে লয়।
আমি গেলে এই মাত্র তোমার অপচয়॥ ২৭
পিতা তুমি পালন করেছ পুত্র প্রায়।
এবার তোমার ধার কিছু শুধি রায়। ২৮

অমি পক্ষ উপলক্ষ লেখ মসীপত্র।
সমাচার সত্বর আনিব গত মাত্র ॥ ২৯
কি কহিতে কি কথা কহিব পক্ষিমুখে।
শুনি আনন্দিত সেন পরম কৌতুকে ॥ ৩০
মুখানি মুছায়ে সেন করিল বাহির।
বলেন বিনয় বাণী খাওয়াইযে ক্ষীর ॥ ৩১
তুমি বন্ধু বান্ধব বিপত্তে মোর সাথি।
পক্ষীরে সন্তোষ করি রাজা লিখে পাতি ॥ ৩২
রামপদ কোকনদ সম্পদভিলাষী।
ভণে বিপ্র কবিরত্ন কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ৩৩
প্রথমে লিখিলা স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিতা।
শ্রীমতী কলিঙ্গারাণী সুচারুচরিতা ॥ ৩৪
সুপরম শুভাশী লিখিল বিজ্ঞাপন।
তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণ কারণ ॥ ৩৫
পরন্তু কারণ লিখি পীড়া পাই চিতে।
শুভ সমাচার প্রিয়ে পাঠাবে ত্বরিতে ॥ ৩৬
হাকন্দ আনন্দকন্দ নিরানন্দময়।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি নিশ্চয় ॥ ৩৭
বিবরি বিশেষ বার্ত্তা লিখিবে সকল।
প্রাণের কর্পূর চিত্রসেনের মঙ্গল ॥ ৩৮
অপর সকল শুভ লিখিবে বিশেষ।
এখানে আমার প্রাণ হলো অবশেষ ॥ ৩৯
প্রভুপদ প্রসন্নে পূজিনু এত দিন।
এবে অতি দুর্গতি হইল দশাহীন ॥ ৪০
প্রাণপণ করেছি না হাব বর বিনে।
কালুকে কহিবে পুরী রাখে রাত্রি দিনে ॥ ৪১
অপর আপনি লবে সবাকার তত্ত্ব।
পিতা মাতার চরণে জানাবে দণ্ডবত ॥ ৪২
প্রতি মাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ।
বিভাব যে হনু বাপা দানে বড় সচ ॥ ৪৩
সুপালনে সুন্দরি পালিবে বসুমতী।
জ্ঞানবতী প্রিয়ে লেখা কিমধিকমিতি ॥ ৪৪
বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহ বার লেখা।
বান্ধিল পক্ষীর গলে প্রতিবর্ণ দেখা ॥ ৪৫
উড়াইতে উঠে পক্ষী আকাশ-পদ্ধতি।
যতদূরে নাহি শর বাটুলের গতি ॥ ৪৬
পক্ষী বড় চতুর চিন্তিল আগে দিশা।
উধাও করিল বেগে ময়নার শিষা ॥ ৪৭
কত তীর্থ নদ নদী দেশ দেশান্তর।
একে একে রেখে গেল ময়নানগর ॥ ৪৮
ভূপতির প্রাচীরে বসিলা সারী শুক।
নিরানন্দ নগর নিরখি ভাবে দুখ ॥ ৪৯
সঘনে ডাকিয়া পক্ষী পরিচয় দেন।
কোথা মা কলিঙ্গারাণী ভাই চিত্রসেন ॥ ৫০
হাকন্দ হইতে আসিয়াছে শুয়াসারী।
হরিষ বিষাদে রাণী শুনে হল বারি ॥ ৫১
সারি শুক মুখ হেরি কহে শোকাকুলি।
প্রভু বিনা পুরী হৈল সোঁতের শিয়লি ॥ ৫২
গড় বেড়ে গৌড়ের নাবড় দিল থানা।
ঈশ্বরী রাখিল পুরী দিতে রাত্রে হানা ॥ ৫৩
থাকুক সে সব শোক সমুদ্র-আকুল।
নাথের বারতা বল সকলের মূল ॥ ৫৪
পশ্চিম উদয় দিয়ে কত দূরে রায়।
পক্ষী বলে পড় পাতি এলায়ে গলায় ॥ ৫৫
পক্ষিমুখে কি কথা কহিতে কব কি।
পত্র হাতে হর্ষ হলো হরিপালের ঝি ॥ ৫৬
হরিষে বন্দিল পাতি হয়ে আনন্দিতা।
রামের অঙ্গুরী যেন পেলে দেবী সীতা ॥ ৫৭
পাতি পড়ে পতির প্রবল পীড়া পায়।
অদ্যাবধি ঠাকুর না হলো বরদায় ॥ ৫৮
হায় বিধি কি হলো ঠাকুর বলে কাঁদে।
পাঁচ দুখে মিশাল কেমনে বুক বাঁধে ॥ ৫৯
মহারাণী বলে বাপু মজিল সকল।
শুনে সারী শুকের নয়নে বহে জল ॥ ৬০
আজি কালি উদয় দিবেন ভগবান্।
হেনকালে বাবার হইল চিত্ত আন ॥ ৬১
জানিতে পাঠাল মোরে ঘরের বারতা।
কহিতে নারিব কিছু এ সকল কথা ॥ ৬২
প্রবোধ বচন পুন বলে সারী শুক।
পশ্চিম উদয় হলে যাবে যত দুখ ॥ ৬৩
মহাশয় আছেন আমার চেয়ে মুখ।
শুভাশুভ শুনিলে ক্ষণেক দুঃখ সুখ ॥ ৬৪
মহাশয় মায়ায় মোহিত নয় বাড়া।
প্রবোধ পাইয়া পত্র লিখেন কানড়া ॥ ৬৫
শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম ॥ ৬৬

প্রভু পদ-পঙ্কজ পরম পূজ্যমতি।
কানড়া কুমারী করে অসংখ্য প্রণতি॥ ৬৭
কৃপা পত্রী পেয়ে প্রভু পীড়া পেলাম প্রাণে।
কি পাপে বঞ্চিল বিধি সেখানে এখানে॥ ৬৮
এতকালে না হইল পশ্চিম উদয়।
কতেক লিখিব দেশে যতেক প্রলয়॥ ৬৯
তোমার মাতুল নাথ মজালে ময়না।
নব লক্ষ দলে বলে দিল রাত্রে হানা॥ ৭০
নদী পার করে লখে হানে লক্ষ তিন।
তার পর না জানি কি হলো দশা হীন॥ ৭১
শাকাশুকা ডোমগণ যুঝে মলো রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে॥ ৭২
সন্তাপে সাজিয়ে দিদি অভিমানে মলো।
কি আর লিখিব নাথ সর্ব্বনাশ হলো॥ ৭৩
উপলক্ষ আপনি ঈশ্বরী অনুকূল।
শেষে যেয়ে সব সেনা করিনু নির্ম্মূল॥ ৭৪
অপমানে পাত্তর পলাল নিকেতনে।
নিবেদন নিদান লিখিনু শ্রীচরণে॥ ৭৫
লিখিয়ে বিশেষ বার্ত্তা বলে সমাচার।
দেখ শুয়া ময়না হয়েছে ছার খার॥ ৭৬
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী শ্বন্ শিবা।
নিত্য করে কলরব কিবা রাত্রি দিবা॥ ৭৭
আহার করিয়া বাপু যাও অবিশ্রাম।
এত শুনি সারী শুক বলে রাম রাম॥ ৭৮
যাকে চেয়ে মা মোর মরেছে মহারাণী।
কোন্ সুখে মুখে অন্ন দিব গো জননী॥ ৭৯
আগে যেয়ে বাপারে বলিব সমাচার।
তবে স্নান করে কিছু করিব আহার॥ ৮০
সাধু সাধু বলি রাণী পত্র দিলা বেঁধে।
উপর গগনে পক্ষী উড়ে যায় কেঁদে॥ ৮১
শোকে তাপে তৃষ্ণায় ক্ষুধায় ক্ষীণবলে।
জ্ঞান হত হয়ে পড়ে সেনের আঁচলে॥ ৮২
চেতন করিল রাজা মুখে দিয়া জল।
খেতে দিল ক্ষীরখণ্ড শুধান মঙ্গল॥ ৮৩
শুয়া বলে-নিবেদন শুন মহাশয়।
কতেক কহিব দেশে যতেক প্রলয়॥ ৮৪
ময়নাতে মহাবীর ছিল যত জন।
গেল অরবিন্দমিত্র-সুতের ভবন॥ ৮৫
অভিমানে জননী গেছেন সেই স্থান।
ছোট মা আছেন তাঁর ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ ৮৬
অনশনে জননীর অতি ক্ষীণ বপু।
না করে আহার আর অজানাথ-রিপু॥ ৮৭
হরির পটন-পতি-অনুজের রীত।
দিবস রজনী মাতা ইহাতে বঞ্চিত॥ ৮৮
পক্ষী বলে পড় পাতি এলায়ে গলায়।
বলিতে বলিতে চক্ষে বহে জলাধার॥ ৮৯
পাতি পড়ে ভূপতি পাইল মহা খেদ।
কলিঙ্গামরণ শুনি তনু হলো ভেদ॥ ৯০
হাহাকার করে কাঁদে লাউসেন রায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥ ৯১

হরি হরি কে হরিল কলিঙ্গা সুন্দরী।
মায়াময় মোহ ফান্দে, পড়িয়া ভূপতি কান্দে,
নাই বাঁধে বসন সম্বরি॥ ৯২
প্রিয়ে কোথা গেলে কলিঙ্গা সুন্দরী।
নয়লি যৌবন গায়, কাঁচা সোণা যেন প্রায়,
কেমনে মরেছ মরি মরি॥ ৯৩
বিমুখ যে করতার, এ মুখ দেখাতে আর,
নাহি যাব ময়না নগরী।
বিপক্ষ জনার বুক, বাড়ায়ে বিধাতা দুঃখ,
দিলা মোর হরিয়ে সুন্দরী॥ ৯৪
সে হাস্য কটাক্ষ খেলা, নিবিড় লাবণ্য লীলা,
ভুরুভঙ্গী লোচন,মাধুরী।
না দেখিব না শুনিব, তাপে তনু তেয়াগিব,
লহ প্রিয়া আমারে স্মরি॥ ৯৫
পিরীতি পুলক-প্রেমে, হীরায় জড়িত হেমে,
রসময়ী আসি গলে ধরি।
হিয়া জ্বলে শোকানলে, আলিঙ্গন প্রেম জলে
নির্ব্বাণ করহ কোলে করি॥ ৯৬
দেখিলে বিরস মুখ, কেবা নিবারিবে দুঃখ,
সুধাময় সরস মঞ্জরী।
রাখি অর্থ কড়ি টাকা, কোন বিধি দিল ডাকা
প্রাণ মোর করে নিল চুরি॥ ৯৭
জানকী হারায়ে যেন, শ্রীরাম কাঁদেন হেন,
কাঁদিছে ময়নার অধিকারী।
সারী-শুকা শোকে কাঁদে, কেহ নাহি বুক বাঁধে,
বিরস রাজার মুখ হেরি॥ ৯৮

শোকে সমাকুল রায়, প্রবোধ বচনে তায়,
পারিতোষে সামুলা সুন্দরী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম, বিধি যারে বড় বাম,
মরে তার গুণবতী নারী ॥ ৯৯
সামুলা বলেন যদি শোকে দিলে মন।
এত কাল কঠোর করিলে কি কারণ ॥ ১০০
বৃথা কর বিষাদ বিপত্তে বান্ধ বুক।
জল দিয়ে বদনে বসনে মুছ মুখ ॥ ১০১
মরি মরি বাছার বালাই লয়ে মরি।
দেশে গেলে বিভা দিব পরম সুন্দরী ॥ ১০২
সেন কন সংসার সকলি শূন্যময়।
না হলো উদয় মাসী মরিব নিশ্চয় ॥ ১০৩
বড় দুঃখ মরমে বিঁধিয়া রৈল বাণ।
গৌড়ে বন্দী পিতা মাতা না হলো ছাড়ান ॥১০৪
সামুলা বলেন বাছা সেব ধর্ম্মরাজ।
আরাধিলে এবার উদয় সিদ্ধ কাজ ॥ ১০৫
দুঃখ সুখ যত দেখ ললাট লিখন।
কঠিন কৃপার কথা শুনহ রাজন ॥ ১০৬
ঠাকুর বলেন আমি যারে কৃপা করি।
ধন পুত্র পরিবার আগে তার হরি ॥ ১০৭
সার করি কানন সংহারি ধন জন।
দুঃখ পেয়ে ছাড়ে যেন আমার ভজন ॥ ১০৮
এতেক উদ্বেগে যদি না ছাড়ে আশ্রয়।
সে জন সংসারে তবে মোরে কিনে লয় ॥ ১০৯
অতেব একান্ত বাপু পূজ ভগবান্।
হয়েছে কৃপার পূর্ব্ব হবে সাবধান। ১১০
নিরুদ্বেগে উদয় দিবেন দিবাকর।
এত শুনি কন রাজা করি যোড় কর ॥ ১১১
কি বিধানে পূজিলে উদয় বর পাই।
সামুলা বলেন বাছা সাবধান চাই ॥ ১১২
কমল সহস্রদলে পূজ ধর্ম্মরাজে।
আকুল অখিলপতি আসিবে অব্যাজে ॥ ১১৩
সেন কন এহেন কমল পাব কোথা।
সেখানে জানিলে ছিল আনিতে যোগ্যতা ॥ ১১৪
সামুলা বলেন বাছা জলপদ্ম নয়।
স্থলপদ্ম পরমাত্মা পুরুষ আশ্রয় ॥ ১১৫
সেন কন আমি গো মানব গৃহবাসী।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য কোথা পাব মাসী ॥ ১১৬

পরমাত্মা পরম-পুরুষ কেবা জানে।
সামুলা বলেন বাছা বুঝ ব্রহ্ম-জ্ঞানে ॥ ১১৭
তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম।
শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্মসদ্ম ॥ ১১৮
তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা।
লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা ॥ ১১৯
নয়ান কমল-দল বয়ান-কমল।
মাথা কেটে পূজ ধর্ম্ম ভকত বৎসল ॥ ১২০
পিতামহ সঙ্গে শীঘ্র আসিবে ঠাকুর।
পশ্চিম-উদয় হবে দুঃখ যাবে দূর ॥ ১২১
সেন কন শুন দেখি সজ্জনের ঝি।
আমি মোলে পশ্চিম উদয়ে করে কি ॥ ১২২
লোকে বলে মাকে চেয়ে মাসী করে প্রীত।
আমার কপাল খেয়ে হলে বিপরীত ॥ ১২৩
শরীর সাধন সেবা সকলের মূল।
মাসী গো নাশিতে চাও হয়ে প্রতিকূল ॥ ১২৪
মামা সঙ্গে মাসীর বিরলে বুঝি যুক্তি।
নতুবা এমন কেন নিদারুণ উক্তি ॥ ১২৫
আমি কি না বুঝি তুমি নিদারুণ হলে।
কে বর মাগিবে বল লাউসেন মলে ॥ ১২৬
বুঝি বন্ধ্যা নারীর বালকে নাই দয়া।
কে জানে জননী বিনে অপত্যের মায়া। ১২৭
সামুলা বলেন বাপু না কয়ো নিঠুর।
মরিলে জিয়াবে ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর। ১২৮
ধর্ম্মের উদ্দেশে যেবা প্রাণপণ করে।
বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় তার মরিলে না মরে। ১২৯
ইহার প্রমাণ বাপু রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা কেটে তপস্যা করিলা অকাতর। ১৩০
বর পেয়ে জিনে সেই ইন্দ্র আদি দেবে।
কোন্ কর্ম্ম অসাধ্য ঈশ্বরে যদি সেবে। ১৩১
অপর প্রমাণ বাপু তোমার জননী।
শাল-বাণে শরীর হইল খানি খানি। ১৩২
তিন দিন তপস্বিনী ত্যজিলা জীবন।
তবে ধর্ম্ম দিলা দান তোমা পুত্রধন। ১৩৩
পুনশ্চ প্রমাণ বলি হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজ পুত্র কাটিয়া করিল ধর্ম্মপূজা ॥ ১৩৪
মা হয়ে পুত্রের মাংস রাঁধিল যতনে।
সেই পুত্র পাইল পুন ধর্ম্মের গাজনে ॥ ১৩৫

কিবা করে কথায় দয়ার সাক্ষী কাজে।
করেছি পরমতত্ত্ব পূজ ধর্ম্মরাজে ॥ ১৩৬
তবে যে কাতর হও দেখ দাঁড়াইয়া।
ধর্ম্মপূজা করি আমি আপনা কাটিয়া ॥ ১৩৭
এত বলি সামুলা কাটারি করে লয়।
পায়ে পড়ে নৃপতি বলেন সবিনয় ॥ ১৩৮
মহাজ্ঞানবতী মাসী মোর মনোহিত।
কৃপা করি বিধান কয়েছ যথোচিত ॥ ১৩৯
ভক্তগণে কন রাজা সবে যাও দেশে।
হাকন্দে ত্যজিব তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥ ১৪০
অপর সবার ঠাঁই এই ভিক্ষা মাগি।
ক্ষমা দিবা যত দুঃখ পেলে মোর লাগি ॥ ১৪১
ভক্তগণ কন রাজা না যাইব ঘর।
সবাই পরাণ দিব ধর্ম্মের উপর ॥ ১৪২
সবে যদি সেবায় হইল প্রাণ-অন্ত।
তবে রাজা ধর্ম্ম পূজে হইয়া একান্ত ॥ ১৪৩
আরম্ভিলা মহাপূজা দিয়ে জয় জয়।
উর্দ্ধবাহু করে কেহ এক পায়ে রয় ॥ ১৪৪
উভপদ টাঙ্গি কেহ লুটাইছে শির।
অনলে পুড়ায় অঙ্গ বদনে রুধির ॥ ১৪৫
কঠোর করিয়ে কেহ পুড়াইছে ধূনা।
নিঠুর ঠাকুর তবু না করে করুণা ॥ ১৪৬
অবশেষে উজ্জ্বল করিল যজ্ঞকুণ্ড।
আরম্ভিলা মহাপূজা আদ্য নব খণ্ড ॥ ১৪৭
কামনা করিয়া বাস লাউসেন রায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥ ১৪৮
ধর্ম্ম জয় জয় ধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে।
অকাতরে নৃপতি কাটারি নিল করে ॥ ১৪৯
হাকন্দে যখন হলো গত এক দণ্ডে।
দক্ষিণ উরুর মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে ॥ ১৫০
যজ্ঞের আগুনে সাড়া দিল কল কল।
রাজা বলে পরিত্রাহি ভকতবৎসল ॥ ১৫১
হাকন্দে যখন হলো দুই দণ্ড রাতি।
বাম পাশে বসাইল হীরাধার কাতি ॥ ১৫২
তাহাতে জন্মিল পুষ্প যাতি আর যূতি।
প্রভুপাদপদ্মে পড়ে তিন দণ্ড রাতি ॥ ১৫৩
হাকন্দে যখন হল চারি দণ্ড রাতি।
দক্ষিণ পায়েতে রাজা বসাইল কাতি ॥ ১৫৪
উপজিল কুসুম কমল শতদলে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভু পদতলে ॥ ১৫৫
হাকন্দে যখন হল পাঁচ দণ্ড রাতি।
বাম পাশে বসাইল হীরাধার কাতি ॥ ১৫৬
রক্তমাংসে কুসুম হইল কোকনদ।
পড়ে যেয়ে যেখানে প্রভুর রাঙ্গাপদ ॥ ১৫৭
ঘৃত কাষ্ঠে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলে দুর দুর।
ছয় দণ্ডে বসাইল হীরাধার ক্ষুর ॥ ১৫৮
কুণ্ডে কেটে দিতে মাংস পড়ে যেন জবা।
প্রভুপদে জানাইল ভক্তগণ সেবা ॥ ১৫৯
হাকন্দে যখন হল নিশা সাত দণ্ডে।
ভুজদণ্ডদ্বয়-মাংস কেটে দিল কুণ্ডে ॥ ১৬০
করবী কাঞ্চন্ কুন্দ হল সেই ক্ষণে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভুর চরণে ॥ ১৬১
হাকন্দে যখন নিশা গত অষ্টদণ্ডে।
কাটিয়া পৃষ্ঠের মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে ॥ ১৬২
চাঁপা পুষ্প হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।
তবে রাজা স্তব করে প্রভু নিরঞ্জনে ॥ ১৬৩
হাকন্দে যখন হলো নয় দণ্ড রাতি।
গলায় বসায়ে কাতি করেন মিনতি ॥ ১৬৪
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান্।
পশ্চিম উদয় দেহ নহে লহ প্রাণ ॥ ১৬৫
এত বলি টানে কাতি দূরে তাজি মায়া।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে এক ঠাঁই কায়া ॥ ১৬৬
নবখণ্ড হাকন্দে হইল মহাশয়।
কাটা মাথা মাগে বর পশ্চিম-উদয় ॥ ১৬৭
সামুলা সেনের মাসী জয় জয় দিয়া।
তেকাটা উপরে মুণ্ড দিল বসাইয়া ॥ ১৬৮
ঘৃতের প্রদীপ দিল শিরের উপর।
সমর্পিয়ে নিরঞ্জনে ঢুলায় চামর ॥ ১৬৯
হরিহর বায়েন ধূমুল দিল আসি।
ধূলায় লোটায় যত ভকত সন্ন্যাসী ॥ ১৭০
সামুলা সুন্দরী মোল কেটে দুই স্তন।
অবশেষে মরিল সন্ন্যাসী ভক্তগণ ॥ ১৭১
রমাই পণ্ডিত তনু ত্যাগ কৈল যোগে।
সবৎস কপিলা মোল সেনের বিয়োগে ॥ ১৭২
শোকে মোল সারি শুক পিঞ্জর-ভিতর।
ঢাক ভরে মরিল বায়েন হরিহর ॥ ১৭৩

ভর করি কোদালে মরিল ইছারণা।
কেবল রহিল বেটো ভাবিয়ে মন্ত্রণা ॥ ১৭৪
সারী শুক মোল মোর মরে নাই কাজ।
এই পুরে অবশ্য আসিবে ধর্ম্মরাজ ॥ ১৭৫
দেখিব নয়ানভরে অখিল আধান।
মাছি ডাসে তেড়ে থাকি সেনের বয়ান ॥ ১৭৬
যজ্ঞ আগুলিয়া বেটো এত ভাবি রয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরুপদাশ্রয় ॥ ১৭৭
নরনারী ব্রহ্মহত্যা গোহত্যার পাপে।
ধর্ম্মের আসন টলে কুলাচলকাঁপে ॥ ১৭৮
পাপে পূর্ণ পৃথিবী সহিতে নারে ভর।
পবন স্থগিত হল চিন্তিত ভাস্কর ॥ ১৭৯
দেবগণে উদ্বেগ উঠিল অকস্মাৎ।
আপনি অস্থির অতি অখিলের নাথ ॥ ১৮০
বীর হনুমানে সুধান নিরঞ্জন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ ॥ ১৮১
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৮২
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম তনু।
ধ্যান বলে পদতলে বলে বীর হনু। ১৮৩
পশ্চিম-উদয় আশে হাকন্দে সেবায়।
সঙ্গীসনে হত্যা হলো লাউসেন রায় ॥ ১৮৪
কলিকালে পূজা যদি লবে হে গোঁসাই।
চল তবে বিফল বিলম্বে কাজ নাই ॥ ১৮৫
বর দিয়া রাখ প্রভু ভক্তের মহত্ত্ব।
ঠাকুর বলেন বাছা ঝাট আন রথ ॥ ১৮৬
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রেখেছি যেমন।
সেইরূপি সাধিব সেনের প্রয়োজন ॥ ১৮৭
হীরা মণি মুকুট মণ্ডিত মনোহর।
যোগাতে রতন-রথে চাপিলা ঈশ্বর ॥ ১৮৮
সূর্য্য বিনা সংহতি সকল দেবগণ।
হেন কালে নারদ গোঁসাই কিছু কন ॥ ১৮৯
যে দেব সদয় হলে উদয় প্রকাশে।
সে দেখ পাতাল-পথে পলায় তরাসে ॥ ১৯০
পশ্চিম-উদয় কর্ম্ম সূর্য্য বিনা মিছে।
ঠাকুর কহেন তারে তুমি কর পিছে ॥ ১৯১
বলিতে বলম্ব মাত্র যোগবলে মুনি।
আগে যেয়ে আগুলিল সূর্য্যের সরণি ॥ ১৯২

রাখিয়া বাহন ঢেঁকি কোন্দল-ধুকুড়ী।
বেনা বনে জট জড়া যান গড়াগড়ি ॥ ১৯৩
তা দেখে বিস্ময় ভাবে সূর্য্য দয়াশীল।
মনে করে অসুরে বেঁধেচে দিয়া কীল ॥ ১৯৪
বন্ধন করিয়া দূর সুধান কারণ।
কপট করিয়া কোপে কন তপোধন ॥ ১৯৫
বেনা বনে জট জড়ে জপি জনার্দ্দন।
অন্তরে অখিলবন্ধু দেখি অনুক্ষণ ॥ ১৯৬
তপস্যা করিলি ভঙ্গ দিব অভিশাপ।
বিনয়ে বলেন সূর্য্য পেয়ে মহাতাপ ॥ ১৯৭
দোষ ক্ষম মহামুনি না জানি কারণ।
মুনি বলে যাব যথা দেব নারায়ণ ॥ ১৯৮
দোষ গুণ দুজনে বুঝিব তার ঠাঁই।
কোন্দলের ধুকুড়ী এলায়ে দিব নাই ॥ ১৯৯
কাজ নাই কোন্দলে কহেন দিবাকর।
হাতাহাতি এলো দোহে ধর্ম্মের গোচর। ২০০
কপট করিয়া মুনি কহিলা নিঠুর।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহেন ঠাকুর ॥ ২০১
দূর কর দৈবদোষে দোঁহাকার দ্বন্দ্ব।
আমার সহিত সবে চলহ হাকন্দ ॥ ২০২
সূর্য্য কন শুন প্রভু ত্রিলোক ঈশ্বর।
হাকন্দ বারতা নহে তোমা অগোচর ॥ ২০৩
নর নারী ব্রহ্মহত্যা গো-হত্যার পাপে।
পরিপূর্ণ পৃথিবী প্রবেশে প্রাণ কাঁপে ॥ ২০৪
পেরুতে পাতক-সিন্ধু আগে বান্ধ সেতু।
ঠাকুর বলেন আমি যাব ঐ হেতু ॥ ২০৫
ভক্ত আশা পূর্ণ হবে পাপ যাবে নাশ।
পুণ্যের প্রভাবে হবে পৃথিবী প্রকাশ ॥ ২০৬
এত শুনি সানন্দে সবাই অনুগামী।
হাকন্দ নিকটে এল অখিলের স্বামী ॥ ২০৭
সেইখানে রয় রথে যত দেবগণ।
ব্রহ্মচারী হলো হরি ব্রহ্ম সনাতন ॥ ২০৮
সোণার বরণ কান্তি শরীর সুঠাম।
রূপ হেরি বিমোহিত কত কোটী কাম ॥ ২০৯
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী কমণ্ডলুধারী।
পরিধান রক্তবাস ভক্ত মনোহারী ॥ ২১০
ভালে শোভে শুভ ফোঁটা গলে অক্ষমালা।
কাঁধে যজ্ঞ-উপবীত কিরণে করে আলা ॥ ২১১

মাথায় ধবল ছাতি চলিল ঠাকুর।
সাড়া শুনি-তাড়া দিলা বেটুয়া কুকুর॥ ২১২
ঠাকুর চঞ্চল চিত্ত চারি পানে চান।
উভলেজ লোটা কাণ কোপে ধায় শ্বান॥ ২২৩
গুরুপদ সরসিজ সদা করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২১৪
ছি ছি দূর কুকুর ঠাকুর দেন দাব।
দ্বিগুণ উথলে কোপে যেতের স্বভাব॥ ২১৫
তবে শান্তি বচন বলেন থাক থাক।
বাট ছাড় বেটোরে বচন মোর রাখ॥ ২১৬
বচনে নিবারি কোপ কহিছে কুকুর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কে তুমি ঠাকুর॥২১৭
গোঁসাই বলেন আমি জগন্ময় যতি।
কি কব নিয়ম মোর সব ঠাঁই গতি॥ ২১৮
গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকা গিরি কাশী।
সাম্প্রতিক গমন গোলোক হতে আসি॥ ২১৯
হাকন্দে গমন করি আছে প্রয়োজন।
বলিতে বুঝিল বেটো ব্রহ্ম সনাতন॥ ২২০
কৃতার্থ কামনা করি কহেন কুকুর।
বিনা পরিচয়ে পথ না পাবে ঠাকুর॥ ২২১
হাকন্দে মরেছে রাজা নবখণ্ড হয়ে।
যড়া লয়ে আছি আমি যজ্ঞ আগুলিয়ে॥ ২২২
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়ে চান পথ।
শ্রীধর্ম্ম আসুন কিবা রাখিতে ভকত॥ ২১৩
বিনা পরিচয়ে তবু পথ নাহি ছাড়ি।
ঠাকুর বলেন বেটো দূর কর আড়ি॥ ২২৪
কোন চিন্তা নাহি মোরে পথ ছেড়ে দে।
বেটো বলে বল না গোঁসাই তুমি কে॥ ২২৫
বেটোর বাসনা বুঝি বলেন সদয়।
আমি ধর্ম্মরাজ বাছা দিনু পরিচয়॥ ২২৬
কতক্ষণে দেখি যেয়ে রঞ্জার নন্দন।
বিলম্ব না সয় মোরে ছেড়ে দেও গন॥ ২২৭
বর মেগে লও বাছা তুমি ভাগ্যবান্।
কেবল সেনের কাছে পড়ে আছে প্রাণ॥ ২২৮
বচনে বিশ্বাস নাই বলেন কুকুর।
যেরূপ যমুনা জলে দেখিল অক্রূর॥ ২২৯
সে রূপ দেখিলে জানি তুমি ব্রহ্মময়।
ঠাকুর বলেন বেটো ভুলিবার নয়॥ ২৩০

চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী।
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী॥ ২৩১
কানড়-কুসুম জিনি অতি অনুপাম।
রূপ হেরি বিমোহিত কত কোটি কাম॥ ২৩২
পীতাম্বর পরিধান পঙ্কজ-লোচন।
শ্রবণে কুণ্ডল বুকে কৌস্তভ ভূষণ॥ ২৩৩
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ ভকত-বৎসল।
রূপ হেরি ভাবে বেটো জনম সফল॥ ২৩৪
শ্রীঅঙ্গে সুরঙ্গ নব তুলসী মঞ্জরী।
মাল্য মনোহর যায় মন করে চুরী॥ ২৩৫
প্রেমে অঙ্গ গদগদ গড়াগড়ি যায়।
বেটো বলে ধন্য ধন্য লাউসেন রায়॥ ২৩৬
বর মাগ বাঞ্ছিত বলেন বিশ্বময়।
শরীর অনিত্য বেটো বুঝিল নিশ্চয়॥ ২৩৭
প্রভু-অঙ্গ-সঙ্গ হব সুরঙ্গ তুলসী।
অনুক্ষণ আছে রাঙ্গা চরণ পরশি॥ ২৩৮
অভিলাষী মাগে বর করে যোড় হাত।
তুলসী করিয়া মোরে সৃজ জগন্নাথ॥ ২৩৯
প্রভু কন ছাড় বেটো বচন দারুণ।
কে কহিবে তুলসী-মহিমা কত গুণ॥ ২৪০
কিছু মাত্র কই শুন তুলসী-মহিমা।
যে কালে পুণ্যদা ব্রত কৈল সত্যভামা॥ ২৪১
নারদের হাতে হাতে কৃষ্ণ দিলা দানে।
নফর করিয়া মুনি নিলা নারায়ণে॥ ২৪২
কাঁধে দিয়া বীণাযন্ত্র আগে আগে যান।
ভক্তবশে ভৃত্য হোয়ে পিছে ভগবান॥ ২৪৩
অনাথ হইয়া সবে কাঁদে উভরায়।
মো সবার প্রাণকৃষ্ণ কেবা লয়ে যায়॥ ২৪৪
পায়ে পড়ে সত্যভামা যাচে কৃষ্ণ-মূল।
মুনি বলে আন সোণা স্বামি-সমতুল॥ ২৪৫
এত শুনি রাশি রাশি আনিল কাঞ্চন।
অপরঞ্চ আনিল অনেক নানা ধন॥ ২৪৬
তরাজু তুলিতে নহে কৃষ্ণ সমতুল।
কাঁদে সত্রাজিত-সুতা শোকে সমাকুল॥ ২৪৭
বুঝিয়া রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের মহিমা।
নানা রত্ন রাখি দিল কৃষ্ণের উপমা॥ ২৪৮
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত তুলসীর পাত।
তুলিতে তুলনা হলো দেব জগন্নাথ॥ ২৪৯

গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকী গিরি কাশী।
যেখানে কানন শোভা করেছে তুলসী ॥ ২৫০
যখন গলিত পড়ে তুলসীর পাত।
থাকুক অন্যের কথা আমি পাতি হাত ॥ ২৫১
স্নান দান ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবপিতৃ-পূজা।
তুলসী বিহনে ব্যর্থ, না হয়ো অবুঝা ॥ ২৫২
বেটো বলে কর তবে চাঁপা নাগেশ্বর।
মল্লিকা মালতী কিবা করবী টগর ॥ ২৫৩
ঠাকুর বলেন যদি পুষ্প হবে শ্বান।
আপন আকৃতি হও উভলেজ কাণ ॥ ২৫৪
আকন্দের ফুল হও হাকন্দের ঘাটে।
বেটো বলে দেখে আসি তবে যেও বাটে ॥ ২৫৫
এত বলি মাথায় লাঙ্গুল তুলে ধায়।
আপন আকৃতি পুষ্প দেখিবারে পায় ॥ ২৫৬
ধেয়ে এসে পুনরপি লোটায় অবনী।
প্রণাম করিয়ে বলে যাও চক্রপাণি ॥ ২৫৭
সেনেরে সদয় হয়ে দেবজগন্নাথ।
সন্ন্যাসীর বেশে এলা সেনের সাক্ষাৎ ॥ ২৫৮
নবখণ্ডে যেখানে মরেছে লউসেন।
প্রভু আসি বিস্ময়, বাঁচায়ে বর দেন ॥ ২৫৯
রামচন্দ্র ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥ ২৬০
সেনের সাহস কর্ম্ম, দেখিয়া বিস্ময় ধর্ম্ম,
মনে চিন্তি কহেন ঠাকুর।
নবখণ্ড হয়ে কেবা, করেছে কঠোর সেবা,
এ তিন ভুবনে সুরাসুর ॥ ২৬১
হেন কর্ম্ম করে নর, কে আছে ইহার পর,
পরম পুরুষ পরায়ণ।
কৃপান্বিত হয়ে বড়, স্কন্ধে মুণ্ডে করে জড়,
ভক্ত কোলে নিলা নারায়ণ ॥ ২৬২
হাকন্দে করাতে স্নান, শরীরে সঞ্চরে প্রাণ,
পঞ্চভূত ঘটে করে ভর।
হস্ত বুলাইতে গায়, উঠে সচেতন রায়,
নিমেষে লুকাল মায়াধর ॥ ২৬৩
চৌদিগে চঞ্চল চায়, কারে না দেখিতে পায়,
বিস্ময় ভাবিয়া কন রায়।
জীবনে যে হলো ধাতা, তিঁহ হলে বরদাতা,
নহে হত্যা পুনরপি তায় ॥ ২৬৪

বাচাইয়া বার তিন, ধর্ম্মপদে, মতি-হীন,
পুনর্ব্বার হাতে নিল ক্ষুর।
দেখিয়া দারুণ কর্ম্ম, সদয় হইলা ধর্ম্ম,
হাতে ধরে দয়ার ঠাকুর ॥ ২৬৫
রাজা বলে ছাড় যতি, বলেন বৈকুণ্ঠপতি,
ত্যজ বাছা দারুণ সাহস।
তনু ত্যজ কিবা কাজে, কেন পূজ ধর্ম্মরাজে,
ধর্ম্মে কে করেছে কোথা বশ ॥ ২৬৬
আমি ধর্ম্ম অভিলাষী, হয়েছি হাকন্দবাসী,
সন্ন্যাস-আশ্রমী চিরকাল।
তথাপি না হলো দয়া, বিষম ধর্ম্মের মায়া,
মিছা কেন বাড়াও জঞ্জাল ॥ ২৬৭
সেব অন্য দেবী দেবা, সফল হইল সেবা,
কেবা দিল হেন উপদেশ।
নাহিক নিয়ম যার, গুণহীন নিরাকার,
তার লাগি এত কেন ক্লেশ ॥ ২৬৮
লাউসেন কন প্রভু, জনম অবধি কভু,
ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি জানি।
সাত্ত্বিকের সেবা শক্তি, দৃঢ়তর বুঝে ভক্তি,
সদয় বলেন চক্রপাণি ॥ ২৬৯
ঠাকুর বলেন মর্ম্ম, বর মাগ আমি ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম ফলে হলে কৃতকর্ম্মা।
শুনে সন্ন্যাসীর পায়, নিবেদন করি রায়,
গায় দ্বিজ ঘনরাম শর্ম্মা ॥ ২৭০
লাউসেন কন কিছু সন্ন্যাসী-চরণে।
তুমি যদি জগন্ময় জানিব কেমনে ॥ ২৭১
নির্গুণ নিধান নিত্য শূন্য সনাতন।
নিরাকার নহে কার চক্ষের সাধন ॥ ২৭২
সত্ত্বগুণে শান্তমূর্ত্তি দেখিলে সাক্ষাৎ।
তবে ত জানিব তুমি ত্রিলোকের নাথ ॥ ২৭৩
বৈকুণ্ঠনিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে।
দেখা দিল দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে ॥ ২৭৪
ব্রহ্মা আদি দেবতা নারদ আদি মুনি।
প্রবেশে হাকন্দ তটে উঠে জয়ধ্বনি ॥ ২৭৫
আপনি অখিলপতি দেবতা-বেষ্টিত।
অবনি লোটায় রাজা প্রেমে পুলকিত ॥ ২৭৬
চরণকমলে পড়ি করে নানা স্তব।
অনাদি অনন্ত তুমি অনাথ-বান্ধব ॥ ২৭৭

তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ ॥ ২৭৮
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম্ম ॥ ২৭৯
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর তুমি বিশ্ব-বীজ।
দুরারাধ্য তোমার চরণ-সরসিজ ॥ ২৮০
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র গজেন্দ্র-বদন।
শুকদেব সনক সনন্দ সনাতন ॥ ২৮১
অজ আদি অমর অর্জ্জুন আদি বীর।
সেবিয়ে না পেলে তত্ত্ব বিরাট-শরীর॥ ২৮২
কি জানি মহিমা আমি মহামন্দমতি।
পতিতপাবন নামে রক্ষ রমাপতি ॥ ২৮৩
স্তুতি শুনি কৃপান্বিত বলেন গোঁসাই।
বর মাগ বাছারে বিলম্বে কাজ নাই ॥ ২৮৪
তোমার তপের তেজে হয়েছি অধীন।
সেন কন প্রভু হে প্রসন্ন হলো দিন ॥ ২৮৫
অবোধ পাত্রের বোলে ভূপতি নির্দ্দয়।
দিবাকরে দিতে বলে পশ্চিম-উদয় ॥ ২৮৬
অসম্ভব বলিতে বচনে করে বাধ্য।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অসাধ্য ॥ ২৮৭
পতিতপাবন নামে মোরে কর পার।
সবে বলে সেনেরে সদয় করতার ॥ ২৮৮
অঙ্গীকার করেছি ঠাকুর একারণে।
গৌড়ে বন্দী পিতা মাতা নিগড়বন্ধনে ॥ ২৮৯
দুর্জ্জন মাতুল মোর মজাইল সৃষ্টি।
কাতর কিঙ্কর ডাকে কর কৃপাদৃষ্টি ॥ ২৯০
ঠাকুর বলেন বাছা দিনু এই বর।
পুনরপি কন রাজা করে যোড়কর ॥ ২৯১
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার রাতি।
বার দণ্ড পশ্চিম উদয় দিনপতি ॥ ২৯২
ভক্তগণে আগে প্রভু দেহ প্রাণদান।
অঙ্গীকার করিলা ঠাকুর ভগবান্ ॥ ২৯৩
করিতে করুণা-দৃষ্টি সুধাবৃষ্টি হয়।
প্রাণ পেয়ে ভক্তগণ ডাকে ধর্ম্ম জয় ॥ ২৯৪
দিননাথে দিলা প্রভু উদয়ের ত্বরা।
সূর্য্য কন গোঁসাই বিমান মোর জরা ॥ ২৯৫
অকালে উদয় আজ্ঞা অসম্ভব অতি।
ঠাকুর বলেন আমি হইব সারথি ॥ ২৯৬
অর্জ্জুনের সারথি হয়েছি চির দিন।
অতেব আমার নাম ভক্তপরাধীন ॥ ২৯৭
এত শুনি সবিতা করিল অঙ্গীকার।
বিমানে বসিতে উঠে জয় জয়কার ॥ ২৯৮
বাসুকি হইল দড়া ঘোড়া দেবগণ।
আপনি সারথি হৈল প্রভু নিরঞ্জন ॥ ২৯৯
অস্তাচলে উদয় হইল ঝলমল।
পুণ্যের প্রভাবে হলো পৃথিবী উজ্জ্বল ॥ ৩০০
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বার দণ্ড রজনী উদয় হলো দিবা ॥ ৩০১
পুলকাঙ্গে লাউসেন লোটায় অবনী।
ত্রিভুবন যুড়ে উঠে জয় জয় ধ্বনি ॥ ৩০২
ধূপ ধুনা জ্বেলে দিল আদ্যের সামুলা।
বেত হাতে ভক্তগণ নাচে বাহু তুলা ॥ ৩০৩
বেটুয়া কুকুর ভাবে গড়াগড়ি যায়।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ৩০৪
পশ্চিম-উদয়ে হলো পুণ্যের প্রভবে।
নিরখিতে করতলে চতুর্ব্বর্গ লাভ ॥ ৩০৫
স্বর্গে দেখে দেবতা পাতালে দেখে নাগ।
মহী মাঝে মহেন্দ্র মুনীন্দ্র মহাভাগ ॥ ৩০৬
আনন্দিত হলো দেখে কানড়া রূপসী।
রঞ্জাবতী দেখে বলে পোহাইল নিশি ॥ ৩০৭
রায় কর্ণসেন দেখে গৌড়ের ঈশ্বর।
দেখে ধন্য ধন্য করে যতেক নগর ॥ ৩০৮
সেইখানে ধূমুল বাজায় হরিহর।
পুণ্যফল পেয়ে জপ করে দ্বিজবর ॥ ৩০৯
সংজাত সহিত সেন চর্ম্মচক্ষে দেখে।
কে কোথা এমন কর্ম্ম করে তিনলোকে ॥ ৩১০
অসাধ্য সাধন দেখে রাজা গৌড়েশ্বর।
দেখে অধোমুখ করে অধম পাত্তর ॥ ৩১১
যতেক ব্রাহ্মণ সব হইল ব্যাসরূপ।
ভাগীরথী তীরে কত দান করে ভূপ ॥ ৩১২
গজবাজি গোধন কাঞ্চন অন্নমেরু।
দিগ্ দণ্ডে ভূপতি হইল কল্পতরু ॥ ৩১৩
ব্রাহ্মণের হাতে হাতে কত ভাগ্যবান্।
পশ্চিমে উদয় দেখে করে নানা দান ॥ ৩১৪
কেহ করে পিণ্ডদান কেহ বৃষোৎসর্গ।
কোন মহাজন বসে সাধে চতুর্ব্বর্গ ॥ ৩১৫

সমাপন উদয়ে অধম পাত্র কয়।
কি হেতু ভূপতি এত ভাণ্ডারের ব্যয়। ৩১৬
পশ্চিম-উদয় মিছে পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তূপাকার পালা। ৩১৭
নিশাযোগে নিষেধ করিতে দান ধর্ম্ম।
ধন গেল সকল বিফল হইল কর্ম্ম। ৩১৮
রাজা বলে পশ্চিম-উদয় মিথ্যা নয়।
শুনেছি পণ্ডিত মুখে দেখিনু নিশ্চয়॥ ৩১৯
সেন এলে সকল সন্দেহ যাবে দূর।
এতেক কহিল যদি গৌড়ের ঠাকুর। ৩২০
বাজপড়া গাছ যেন পাত্র হেন থাকে।
ভকত সকল হেথা ধর্ম্মজয় ডাকে। ৩২১
সেন সাক্ষ্য করিল বায়েন হরিহরে।
এ দুখের উদয় পাছে মামা মিছা করে। ৩২২
পশ্চিম উদয় দিল ভকতবৎসল।
যে জন দেখিল তার চতুর্ব্বর্গ ফল। ৩২৩
একই মনেতে যেবা করয়ে বিশ্বাস।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শত্রু যায় নাশ। ৩২৪
ব্রাহ্মণে শুনিলে হয় বেদে বিশারদ।
ভূপতি শুনিলে রাজ্য করে নিরাপদ। ৩২৫
বৈশ্য হয়ে শুনিলে বিশেষ বস্তু বাড়ে।
শূদ্রের সম্মান সুখ লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে। ৩২৬
শুনিলে সধবা নারী স্বামী ভক্তি হয়।
বিধবা শুনিলে তার ধর্ম্মে মতি রয়। ৩২৭
যে জন গাওয়ায় গায় শুনে যেই জন।
সবাকার বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরঞ্জন। ৩২৮
সেনের হইল যদি পূর্ণ মনোরথ।
দেব পূজা সমর্পিল যতেক ভকত। ৩২৯
রমাই পণ্ডিত ঘটে দিল বিসর্জ্জন।
নিজ স্থানে গেল প্রভু লয়ে দেবগণ। ৩৩০
সন্ন্যাসী সবার ভালে দিল যজ্ঞফোটা।
দক্ষিণান্ত করি রাজা খোলে যোগপাট। ৩৩১
ঘটা করি প্রভুর প্রসাদ পায় রায়।
তরীবরে তুলি ভরা নিজ দেশে যায়। ৩৩২
ত্বরাত্বরি তরণী-সরণি দিবানিশি।
বেড়ায়ে অনেক দেশ আসে বারাণসী। ৩৩৩
কত তীর্থ নদ নদী যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম। ৩৩৪
যে পথে এসেছে তরী সেই পথে ধায়।
কত দিনে গৌড়ে এসে প্রবেশিল রায়। ৩৩৫
সায় হলো পশ্চিম-উদয় এত দূরে।
হরি হরি বলিয়া সবাই যাও ঘরে। ৩৩৬
শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
কবিরত্ন ভণে প্রভু পূর মনস্কাম। ৩৩৭
শ্রীরাম পূর্ব্বকে প্রভু গোপাল্য গোবিন্দে।
তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণে রাখিবে আনন্দে। ৩৩৮
জগত জানিল রায় ধার্ম্মিক সুধীর।
মহারাজা পুণ্যবন্ত নিষ্পাপ শরীর॥ ৩৩৯
জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায়॥ ৩৪০
আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে।
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে॥ ৩৪১
শ্রীরামের পাদপদ্ম প্রণতি প্রার্থনা।
নাথ নিবারিও মোর যমের যন্ত্রণা॥ ৩৪২
রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥ ৩৪৩

পশ্চিম-উদয় পালা সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতি সর্গ।

স্বর্গারোহণ পালা

পশ্চিম-উদয় দিয়া গৌড়ে আসি রায়।
সামুলারে কন মাসী কি করি উপায়॥ ১
পিতা মাতা পাদপদ্মে পড়িয়াছে চিত।
সম্ভাষিতে রাজা পাছে বুঝে বিপরীত॥ ২
আগে যে করিতে যাই রাজ সম্ভাষণ।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত অচল চরণ॥ ৩
না বলিতে বলিছে বাইতি হরিহর।
নৃপতি সম্ভাষ আগে সকলের পর॥ ৪
নহে পাত্র কুচক্রী করিবে সব ধ্বংস।
তুমি তার কৃষ্ণরূপী সে তোমার কংস॥ ৫
শুনি সার সুযুক্তি সামুলা কন তায়।
আগে যেয়ে জননী জনকে দেখ রায়॥ ৬
জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী "জ"কার পঞ্চ দুর্লভ রাজন্॥ ৭

জননী জনক শান্তি সকলের মূল।
যার পুণ্যে প্রভু হে তোমার অনুকূল ॥ ৮
শুনি সার সুযুক্তি প্রণতি করি রায়।
সংযাত সকলে দিল করিয়া বিদায় ॥ ৯
সবাই চলিয়া গেলা আপনার বাসে।
নিবসতি রমতি বাইতি গেলা শেষে ॥ ১০
আপনি আনন্দে সেন গেলা বন্দিপুর।
দেখি রায় রাণীর বন্ধন গেলা দূর ॥ ১১
প্রবেশে প্রচুর প্রেমে পুত্রমুখ হেরি।
দুখের সাগরে উঠে আনন্দ-লহরী ॥ ১২
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া সুধান জননী।
কিরূপে উদয় দিল দেব চূড়ামণি ॥ ১৩
সেন বলে শ্রীধর্ম্মে কঠোরে কত কাল।
ত্বরায় উদয় থাক্ বেড়ে দুঃখজাল ॥ ১৪
নবখণ্ড শরীর ত্যজিনু সব শেষে।
তবে প্রভু দেখা দিল সন্ন্যাসীর বেশে ॥ ১৫
প্রাণ দিয়া প্রসন্ন উদয় দিল ধর্ম্ম।
রঞ্জাবতী বলে বাছা ওই কথা ব্রহ্ম ॥ ১৬
আমি ত দিবস তিন তনু ত্যজি শালে।
তবে তোমা রতন যতনে পেনু কোলে ॥ ১৭
সংক্ষেপে সকল কথা কহিনু কেবল।
কর্ণসেন বলে বসে শুনিব সকল ॥ ১৮
রাজসম্ভাষিয়া বাপু দেশে চল আজি।
পাত্রে গিয়ে এ তত্ত্ব কহিল পোতমাঝি ॥ ১৯
দেশে আইল লাউসেন মা বাপের কাছে।
ঘুচিয়াছে বন্ধন পলায়ে যায় পাছে ॥ ২০
পাত্র ভাবে কুচক্র করিতে সব ধ্বংস।
বসুদেব দেবকী কৃষ্ণের যেন কংস ॥ ২১
যজ্ঞস্থলে একত্র করিয়া চিত্তে বধ।
সেইরূপ ভাবিয়া কহিছে মহামদ ॥ ২২
পাত্র বলে শুন হে ভূপতি মহাশয়।
তখনি কহেছি মিছে পশ্চিম-উদয় ॥ ২৩
তার সাক্ষী হাতে হাতে দেখ মহারাজ।
কুহিতে কলঙ্ক হয় ভাগিনার কাজ ॥ ২৪
না প্লেরে উদয় দিতে লাউসেন রায়।
চুরি করে পিতা মাতা দেশে লয়ে যায় ॥ ২৫
এত শুনি বিশ্বাস ভাবিল নরপতি।
দূতে আজ্ঞা দেন সেনে আন শীঘ্রগতি ॥ ২৬

অপমান করিতে সঙ্কেত করে পাত্র।
দূতগণ কেবল বিদায় হবা মাত্র ॥ ২৭
হেনকালে লাউসেন কপূ্র সহিত।
রাজার সাক্ষাতে আসি হৈল উপনীত ॥ ২৮
তা দেখিয়া ভূপতি পাত্তর পানে চায়।
সমাদরে ডাকে সেনে এস এস রায় ॥ ২৯
প্রণাম করিয়া আগে যত দ্বিজোত্তমে।
রাজাকে প্রণাম করি দাঁড়াল সম্ভ্রমে ॥ ৩০
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়।
হাতে ধরে নরপতি নিকটে বসায় ॥ ৩১
তায় মহামদ অতি দুঃখ ভাবে মনে
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে ॥ ৩২
রাজসভা শোভা করি বসে দুই ভাই।
লাগে নষ্ট নাবড় লোকের মুখে ছাই ॥ ৩৩
আনন্দিত হলো যত রাজসভা-জন।
রায় রেয়েঁ বারভূঁভূয়ে মীর মিয়াঁগণ ॥ ৩৪
প্রসন্ন সবার চিত্ত পুণ্যের উদয়।
ভূপতি সুধান সুখে আনন্দহৃদয় ॥ ৩৫
বল বাপু লাউসেন উদয়ের কথা।
করপুটে কন সেন সকল বারতা ॥ ৩৬
কতেক দিবস ক্লেশে তোমার আশীষে।
প্রবেশি হাকন্দ নদী পরম হরিষে ॥ ৩৭
কত দিন কঠোরে পুজিনু ধর্ম্মরাজ।
উদ্বেগ বাড়িল বড় সিদ্ধ নহে কাজ ॥ ৩৮
ঈশ্বর উদ্দেশে তবে ত্যজিনু জীবন।
একে একে মরিল যতেক ভক্তগণ ॥ ৩৯
তিন দিন মরে ছিনু হয়ে নব খণ্ড।
তবে হলো পশ্চিম-উদয় বার দণ্ড ॥ ৪০
পরিপূর্ণ উদয় কুহর নিশা-ভাগে।
পাত্র বলে মহারাজ মনে নাহি লাগে ॥ ৪১
ভাগিনা ভুলায় সভা মিথ্যা কয়ে সব।
রজনীতে উদয় সর্ব্বথা অসম্ভব ॥ ৪২
এ কথা শুনিয়া কেন সবে হও মূক।
উচিত কহিতে হবে ভাগিনার দুঃখ ॥ ৪৩
না কহিলে সভায় অভব্য বলে জানে।
ভাঁড়া যাবে কেমনে এমন রাজ-স্থানে। ৪৪
চতুরালী চতুর চাতুরী করি কয়।
চতুরের কাছে মিথ্যা বাণী পায় ক্ষয়। ৪৫

নবখণ্ডে পশ্চিম-উদয় দিল ধর্ম্ম।
ভব্য বট ভূপতি কথার বুঝ মর্ম্ম। ৪৬
চুরি করে মা বাপে পলায় নিজ পুর।
না পেরে এসেছে হেথা ভাগিনা চতুর। ৪৭
তার সাক্ষী বন্দিশালে দূতগণ ঘুমে।
বন্ধন করেছে দূর আপন হুকুমে। ৪৮
কহিতে কহিতে পাত্র কোপে চাপে জি।
রাজা বলে লাউসেন সমাচার কি। ৪৯
সেন বলে মহারাজ পশ্চিম-উদয়।
যদি হলো অসম্ভব, রজনী কেন নয়। ৫০
অমাবস্যা নিশা ভাগ উদয়-নিয়ম।
সেকালে তেমন দয়া এবে কেন ক্রম। ৫১
লাউসেন কত কয় কেহ নাহি মানে।
রাজা বলে আলা বটে দেখিছি নয়নে। ৫২
পাত্র বলে সব মিথ্যা পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তূপাকার পালা। ৫৩
ও কোথা হাকন্দ কোথা কোথা ধর্ম্ম সেবা।
ভাগিনার কুচক্র কহিতে পারে কেবা। ৫৪
কানড়ার বেশে দেশে লুকাইয়াছিল।
নব লক্ষ সেনা হেনে আশা বৃদ্ধি হলো। ৫৫
সেন বলে মহাপাত্র যার যে স্বভাব।
প্রাণান্তে নাহিক ছাড়ে পরমার্থ লাভ। ৫৬
তুমি সু-পুরুষ গেলে রাখিতে ময়না।
আমি যুবতীর বেশে দিনু রাত্রে হানা। ৫৭
ভাগিনা আমিহে তুমি মামা মহাশয়।
যে কিছু ভেবেছ মনে সে হবার নয়। ৫৮
সেনের বদন চেয়ে রাজা মৃদু হাসে।
দন্তে দন্ত চাপে পাত্র কয় কটু ভাষে॥ ৫৯
ওরে ঠক ঢৈঁটা তু চাকর কি ঠাকুর।
বলে ছলে বন্ধন করিস কেন দূর॥ ৬০
শুনিয়া সেনের মুখ নৃপতি নেহালে।
না করি বন্ধন দূর লাউসেন বলে॥ ৬১,
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি কহিতে এ কথা।
বুঝিতে পাঠান দূত বন্ধন সর্ব্বথা॥ ৬২
সঙ্কেত ইঙ্গিতে পাত্র কয় মহীনাথ।
অভিমানে বলে পাত্র বুঝিবে পশ্চাৎ॥ ৬৩
সত্য হোক বন্ধন, পশ্চিম-উদয় সত্য।
কি করিবে আমার কথার নাই শত্ব॥ ৬৪
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যায় সক।
না বুঝে নাবড় লোক মোরে বলে ঠক॥ ৬৫
মিথ্যা কথা কুচাতুরি নিশির স্বপন।
সুবুদ্ধি জনার কাছে রয় কতক্ষণ॥ ৬৬
উচিত কহিতে সবে মোরে ভাব ভিন্ন।
নবখণ্ড হলো যদি গায়ে কৈ চিহ্ন॥ ৬৭
এত শুনি ভূপতি সেনের মুখ চান।
পাদপদ্ম প্রভুর প্রমাদে করে ধ্যান॥ ৬৮
ধর্ম্মপদে সেনের সতত অনুরাগ।
অকস্মাৎ উঠে অঙ্গে নবখণ্ড দাগ॥ ৬৯
সকল সংসার দেখে বলে ধন্য ধন্য।
রাজা বলে বাপু তুমি নরে নও গণ্য॥ ৭০
কেহ কেহ কহে এই পরম-পুরুষ।
মহী মাঝে মূর্ত্তিমান্ মায়ায় মানুষ॥ ৭১
পরশে পবিত্র বলি কেহ কেহ মানে।
পাত্র বলে ভাগিনা মোহিনী বিদ্যা জানে॥ ৭২
ঘুচেছিল বন্ধন প্রমাণ পোত-মাঝি।
দেখিতে দেখায় দাগ যেন ছায়াবাজি॥ ৭৩
অখণ্ড শরীর সেন নবখণ্ড দাগ।
সকলি ভোজের বাজি মিছা অনুরাগ॥ ৭৪
নিশ্চয় হয়েছে যদি পশ্চিম-উদয়।
সত্য জানি প্রমাণ জনেক যদি কয়॥ ৭৫
সেন বলে মোর সাক্ষী প্রভু পরাৎপর।
অপরঞ্চ প্রমাণ বাইতি হরিহর॥ ৭৬
পাত্র বলে সত্য মানি বাইতির বোল।
রাজা বলে তবে ত ঘুচিল গণ্ডগোল॥ ৭৭
রামপদ কোকনদ বিপদ-বিনাশী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ৭৮
সভা মাঝে ছিছি করে সকলে নরক।
স্বভাব না ছাড়ে তবু দুষ্টশীল ঠক॥ ৭৯
মিছে আড়ি রাখিতে মজায় পরকাল।
পাত্র ভাবে হরিহরে করিব নেহাল॥ ৮০
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যদি ধন পেয়ে ধূর্ত্ত।
বিদায় হইল পাত্র ভাবিয়া যুকতি॥ ৮১
ভূপতির ভাণ্ডারে অঞ্জলি দুই তিন।
পরিমাণ ধন লয়ে ধায় ধর্ম্মহীন॥ ৮২
রজত কাঞ্চন কত হীরা মণি মতি।
কুমতি বাইতি বাড়ী দিতে যায় ধূর্ত্তি॥ ৮

হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে।
তরাসে বাইতি কোণে ওত ক'রে ঢাকে ॥ ৮৪
মনে করে মামুদা মজাতে পারা এলো।
আপন স্বভাব পাত্র মনে সাক্ষী নিল ॥ ৮৫
পাত্র বলে শুন হে এসেছি ধাওয়াধাই।
করহ বন্ধুর কাজ লাজ রাখ ভাই ॥ ৮৬
ময়না-মণ্ডলে তোরে ধরাইব ছাতা।
ওখানে অপর কেহ হতে নাই হাতা ॥ ৮৭
পিতা মাতা সঙ্গে সেন বান্ধিব এইখানে।
তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষী বল রাজ-স্থানে ॥ ৮৮
নয়ানে না দেখি আমি পশ্চিম-উদয়।
রাজা জিজ্ঞাসিলে কবে না করিবে ভয় ॥ ৮৯
জয়-যুক্ত হই তবে শত্রু হয় হেঁট।
এত বলি নানা ধন পাত্র দিল ভেট ॥ ৯০
হেঁট মাথা হয়ে যুক্তি ভাবিল বাইতি।
পরকালে পরমাদ বিভোগ সম্প্রতি ॥ ৯১
মিথ্যা সাক্ষী বলিলে মজিবে পরকাল।
ম'লে কে দেখিতে যাবে করি ঠাকুরাল ॥ ৯২
কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক।
বসে করি বিলাস, বাড়াই নাম ডাক ॥ ৯৩
ধন দেখে ধৈরয ধরিতে নারে ধন্য।
হরিহরে হেন বুদ্ধি কি করিবে অন্য ॥ ৯৪
ধর্ম্ম ছাড়ি বাইতি করিল অঙ্গীকার।
মিথ্যা সাক্ষী মহাপাত্র দিব দশবার ॥ ৯৫
ভাল বলি পাত্তর চলিল কুতূহলে।
বাইতি-বনিতা হেথা গিয়েছিল জলে ॥ ৯৬
অকস্মাৎ দেখে রামা অন্ধকার সব।
স্বামী-সপ্তপুরুষ করিছে কলরব ॥ ৯৭
অন্তরীক্ষে অধোমুখে ঊর্দ্ধ করি পা।
বাইতিনীকে ডেকে বলে শুন ওগো মা ॥ ৯৮
ধন পেয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তোর পতি।
এতেক পুরুষ তার যায় অধোগতি ॥ ৯৯
অঙ্গীকার করিতে হয়েছি অধোমুণ্ডে।
কহিলে অমনি যাব নরকের কুণ্ডে ॥ ১০০
কুলে কেন কুপুত্র জন্মিল হরিহর।
বিনয়েতে বলি বাছা মানা যেয়ে কর ॥ ১০১
সত্য সাক্ষী কহিলে অক্ষয় স্বর্গ যাই।
এত শুনি সুন্দরী চলিল ধাওয়াধাই ॥ ১০২
নাচে ভাঙ্গি কলসী স্বামীর কাছে যায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥ ১০৩
নিবেদন করে রামা স্বামীর চরণে।
উঠে এসে দেখ নাথ পিতৃলোকগণে ॥ ১০৪
ডেকে বলে পরিত্রাহি যাই অধোগতি।
মিথ্যা সাক্ষী দিবে নাকি ধন পেয়ে ধৃতি ॥ ১০৫
বংশের উদ্ধার হেতু রাজা ভগীরথ।
কোন্ তপ না করিল শুনেছ ভারত ॥ ১০৬
পুত্রের কারণে লোক করয়ে সংসার।
নিমিত্ত তর্পণ পিণ্ড করিবে উদ্ধার ॥ ১০৭
তুমি স্বর্গ সংহারিয়া, ফেলাও নরকে।
সত্য সাক্ষী কহে নাথ তার পিতৃলোকে ॥ ১০৮
হরিহর বলে শুন বাইতির ঝি।
বসে করি বিলাস তোমারে লাগে কি ॥ ১০৯
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাব তোকে ॥ ১১০
দুঃখে গেল গতর গোঙাব কত কাল।
পিতৃলোক ধর্ম্মভয়ে বেড়ে দুঃখ জাল ॥ ১১১
তার সাক্ষী প্রভু রাম অখিলের পিতা।
রাজ্যনাশ বনবাস হারাইল সীতা। ১১২
ধর্ম্ম ভজি কেন বা পাতালে গেল বলি।
বরঞ্চ সে কাল ভাল এবে কাল কলি ॥ ১১৩
অধর্ম্মের বাধ্য বসু ধর্ম্মের অকার্য্য।
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥ ১১৪
রামা বলে অর্থ নাথ অনর্থ কারণ।
প্রসেন ধনের লোভে হারাল জীবন ॥ ১১৫
অর্থ হেতু উদ্বেগ পাইল সত্রাজিত।
অন্য থাকুক কৃষ্ণচন্দ্র অখিল পূজিত ॥ ১১৬
রঘুরাজা যেহেতু কুবেরে করে বল।
অনর্থ কারণ অর্থে কিছু নাই ফল ॥ ১১৭
বল না বিলাসে আর কত কাল জীবে।
সত্য বল শতেক পুরুষ স্বর্গে যাবে ॥ ১১৮
পিতৃলোক প্রসন্নে প্রসন্ন দেবগণ।
অর্থ কিছু নয় নাথ ধর্ম্ম বড় ধন ॥ ১১৯
দৈব-বলে বসে থাক বাইতির বেটী।
তু মোরে বুঝাবি কি ধর্ম্ম পরিপাটী ॥ ১২০
মিথ্যা সাক্ষী কহিলে নরকে হয় বাস।
না কহিলে হাতে হাতে সদ্য সর্ব্বনাশ ॥ ১২১

রামা বলে যথা সত্য তথা হয় জয়।
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়॥ ১২২
এত শুনি ক্ষমা নাই বাইতির চিতে।
রাজ-আজ্ঞা হলো হেথা সাক্ষ্য বলাইতে॥ ১২৩
লঘুগতি এলো দূত বাইতির কাছে।
সাক্ষী দিতে বাইতি আগিয়া আছে নাছে॥ ১২৪
দেখা হৈল দুজনে সম্ভাষে ভাই ভাই।
শ্লেষ মাত্র বলিতে চলিল ধাওয়াধাই॥ ১২৫
রাজার নিকটে আসি নোঙাইল শির।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥ ১২৬
রাজা বলে শুনহে বাইতি হরিহর।
সত্য সাক্ষী দিবে তুমি সভার ভিতর॥ ১২৭
হয়েছে নয়েছে কিবা পশ্চিমে উদয়।
রাজা এত কহিতে পণ্ডিত সব কয়॥ ১২৮
সাবধানে শুন ওহে এই ধর্ম্ম সভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা॥ ১২৯
যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায়॥ ১৩০
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলি শেষে।
ধর্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল যাম্যদেশে॥ ১৩১
সপ্ত পিতৃ-লোক তোর ভয়ে ভাব্যমতি।
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ কিবা অধোগতি॥ ১৩২
বিবিধ প্রকারে ধর্ম্ম বুঝান পণ্ডিত।
ধর্ম্মপদে লাউসেন মজাইল চিত॥ ১৩৩
অন্তরে জানিলা প্রভু, বাইতির মতি।
বাইতির বদনে বসা'ল সরস্বতী॥ ১৩৪
যুবতী করিছে তার ভগবতী ধ্যান।
সভা-মধ্যে খণ্ডাতে স্বামীর ভ্রম-জ্ঞান॥ ১৩৫
অন্তরীক্ষে বসে শুনে যত দেবগণ।
হরিহর বলে সাক্ষী প্রসন্ন বদন॥ ১৩৬
পূর্ব্বমুখ হইতে প্রসন্ন হলো হরি।
হরিহর বলে রাজা নিবেদন করি॥ ১৩৭
যেরূপ দেখেছি রয়ে ঈশ্বর প্রমাণ।
কতকাল কঠোরে পুজিলা ভগবান্॥ ১৩৮
বর নাহি পেয়ে তনু ত্যাগ করি শেষে।
সবাই ত্যজিল তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে॥ ১৩৯
তিন দিন ছিলা রায় হয়ে নব খণ্ড।
তবে হৈল পশ্চিমে উদয় বার দণ্ড॥ ১৪০
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বারদণ্ড পশ্চিমে উদয় হলো দিবা॥ ১৪১
প্রভু দিলা উদয় দেবতা লয়ে সঙ্গ।
কহিতে কহিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ॥ ১৪২
দেখেছি শুনেছি তায় দিয়েছি ধূমুল।
রাজা বলে সত্য সত্য এ কথা মূল। ১৪৩
সবে বলে সাধু সাধু সেন মহাশয়।
ধন্য ধন্য হরিহর বাইতি তনয়॥ ১৪৪
উঠিল আনন্দধ্বনি জয় জয় বোল।
আনন্দে বিভোল রাজা সেনে দিল কোল॥ ১৪৫
ভাগ্যবতী রঞ্জারাণী আর কর্ণসেনে।
মহারাজা খালাস করিল সেইক্ষণে॥ ১৪৬
করে ধরি কর্ণসেনে কহিলা ভূপতি।
ক্ষমা দিবে যত দুখ পেলে দৈবগতি। ১৪৭
সেন বলে দুখ সুখ সব কর্ম্মফলে।
তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে। ১৪৮
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
প্রবোধিয়া নিল রাজা ভিতর মহল। ১৪৯
রঞ্জাবতী কর্ণসেনে করিল সম্মান।
স্বর্গে বাজে দুন্দুভি প্রসন্ন ভগবান্। ১৫০
দুই বুনে হালাহোলে উঠিল আনন্দ।
পাত্তর লইয়া শুন চাতুরি প্রবন্ধ। ১৫১
পাত্তর যেমন রয় জোকের মুখে চূণ।
তাপের উপরি তাপ বাড়ে দশগুণ। ১৫২
সাক্ষ্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ি।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে পাত্র মুচুড়িছে দাড়ি। ১৫৩
সেনে ছেড়ে আড়ি হৈল বাইতি উপর।
ধনচোব ঢেসায় পাঠাব যমঘর। ১৫৪
এত ভাবি ভাণ্ডারে প্রবেশ করে ছলে।
ধনচুরি গেল বলে বাহ্বিল কোটালে॥ ১৫৫
রাজার সাক্ষাতে আসি কহিল বিশেষ।
ডেকে বলে ইন্দেমেটে লুটে খায় দেশ॥ ১৫৬
তোমার ভাণ্ডারে চুরি তত্ত্ব নাহি করে।
কোটাল মাতাল মদে মেতে থাকে ঘরে॥ ১৫৭
কোপে উঠে কয় রাজা কে করিল চুরি।
সবংশে বধিব নষ্ট চোর দেহ ধরি॥ ১৫৮
কাতর কোটাল কয় নোয়াইয়া শির।
চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির॥ ১৫৯

ইন্দেকে আপনি পান দিল নরপতি।
ধাইল কোটাল গণ ভাবি ভগবতী ॥ ১৬০
খুঁজিয়া বাজার পাড়া নগর সহর।
ঘর ঘর নগর চত্তর খোঁজে চর ॥ ১৬১
চোর না পাইয়া শেষে বাইতি ভবন।
প্রবেশ করিয়া পাইল ভূপতির ধন ॥ ১৬২
বুঝিয়া বেড়িল বাড়ী বাইতি খেলে তাড়া।
অমনি কোটাল বান্ধে দিয়া ঝুঁটি নাড়া ॥ ১৬৩
নাথা নুথা কুনুই গুঁতা কুপিয়া কিলায়।
বাইতিনী লোটে পড়ে কোটালের পায় ॥ ১৬৪
প্রাণ রাখ নিশানাথ দোষ নাহি কিছু।
ধর্ম্ম যদি সত্য হয় সাক্ষী পাবে পাছু ॥ ১৬৫
তোমার কি দোষ ইন্দে সব করে কলি।
ইন্দে বলে এখন আছিলি ধর্ম্মশীলী ॥ ১৬৬
ধন সনে চোর বেন্ধে ভাঙ্গিছে ভরম।
কি আর ভোরাব নারী বুঝাস ধরম ॥ ১৬৭
এত বলি কোপযুত কোটালের যূথ।
রাজধানে বেন্ধে নিল যেন যমদূত ॥ ১৬৮
ধন চোরে দিয়া মাথা নোয়াল কোটাল।
বিবরণ বলিতে বক্সিষ পাইল শাল ॥ ১৬৯
পাত্র ভাবে তৎকাল কেমনে কাটা যায়।
কি জানি বাইতি বেটা মোরে বা মজায় ॥ ১৭০
পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ।
চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত ব্যাজ ॥ ১৭১
অবিচারে মহারাজা দিতে বলে শূলি।
আনন্দে বলিছে পাত্র ধন্য কাল কলি ॥ ১৭২
না কয় বাইতি কিছু ধর্ম্ম অভিমানে।
কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে ॥ ১৭৩
সাজায়ে সরল শূলি সিমুলের কাঠে।
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে ॥ ১৭৪
বাজে কাড়া জোড়া শিঙ্গা করতালি কাঁশি।
দেখিতে ধাইল যত নগরনিবাসী ॥ ১৭৫
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই।
কেহ বলে চোরের উচিত শাস্তি এই ॥ ১৭৬
ভৈরবীগঙ্গার ঘাটে আরোপিল শূলি।
তখন বাইতে কয় করিয়া ব্যাকুলি ॥ ১৭৭
হরিগুরুচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৭৮

কোটাল খানিক রাখহ মোর প্রাণ।
অশেষ পাপের পাপী, পতিতপাবন জপি,
পরিনামে পেতে পরিত্রাণ ॥ ১৭৯
জগতে জনমাবধি, চুরি নাই করি যদি,
চোর বাদে রাজা দেয় শূলি।
স্নান করি গঙ্গাজলে, দেব-পিতৃ-বন্ধু-কুলে,
তুমি দিতে দাও জলাঞ্জলি ॥ ১৮০
আপন দুঃখের কর্ম্ম, কিবা কলি যুগধর্ম্ম,
বৃথা যদি জন্ম যায় বয়ে।
নিদান নির্গুণ নিত্য নয়ান মুদিয়া চিত্ত,
ক্ষণেক চিন্তিয়া আমি রয়ে ॥ ১৮১
কাতর উত্তর শুনি, সদয় কোটাল-মণি,
দণ্ডেক করিল অবসর
নিত্য-ক্রিয়া কুতুহলে, সমর্পিয়া গঙ্গাজলে,
বঙ্গ-চিন্তা করে হরিহর ॥ ১৮২
শিরসি সহস্র দলে, ধ্যান করি যোগবলে'
জ্যোতির্ম্ময় জগত আধান।
বাহ্য বুদ্ধি পরিহরি, মানসিক পুজা করি,
স্তুতি করি হয়ে নতমান ॥ ১৮৩
প্রেমে অঙ্গ গদগদ, প্রমাদে প্রভুর পদ,
পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোণার কায়, ধ্যান করি ধর্ম্মরায়,
ধরাতলে ধূলায় ধূসর ॥ ১৮৪
তোমার চরণ সার, গতি মোর নাহি আর,
পার কর প্রভু পরাৎপর।
পতিত-পাবন আখ্যা, প্রকাশ করিয়া রক্ষা,
কান্দিয়া কহেন হরিহর ॥ ১৮৫
সুধন্বা রাখিলে তৈলে, প্রহ্লাদ অনল-শৈলে,
কৌরবে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।
সে সব তোমার ভক্ত, আমি অতি পাপযুক্ত,
নিজ গুণে কর পরিত্রাণ ॥ ১৮৬
মিছা সাক্ষি অঙ্গীকারি, সেই তাপে দনুজারি,
দিলে মোরে নিদারুণ দুখ।
সত্য সাক্ষী দিনু যত, ফল শুনি স্থিতি মত,
তায় কেন হৈলে বিমুখ ॥ ১৮৭
শূলেতে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।

তোমার দাসের দাস, মিথ্যা বাদে হয় নাশ,
ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে ॥ ১৮৮
হরিহর করে স্তুতি, জানিয়া বৈকুণ্ঠপতি,
আদেশিলা পবননন্দনে।
হরিহরে মারে মিছা, সুরপুরে আন বাছা,
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে ॥ ১৮৯
অন্তরীক্ষে হনুমান বিমান লইয়া।
খাটে উঠে হরিহর ধর্ম্ম ধেয়াইয়া ॥ ১৯০
বসন ভূষণ মাল্য চন্দনে ভূষিত।
প্রভুপদে হরিহর আরোপিল চিত ॥ ১৯১
হরিষে দেখিছে পাত্র বাইতির শূলি।
নিদারুণ কোটাল বায়েনে ধরে তুল। ১৯২
শূলিতে তুলিতে, তোলে সুবর্ণ বিমানে।
বাইতি বৈকুণ্ঠ গেল পিতৃলোক স্থানে। ১৯৩
হরিহরে সুরপুরে সবে বলে শ্লাঘ্য।
কহিতে কে পারে কত হরিহরের ভাগ্য ॥ ১৯৪
হরিহরে কৃতার্থ করিল ভগবান।
কারিতে আঁটকুড়া পাত্রে গেল হনমান ॥ ১৯৫
সভে বলে সাধু সাধু ধন্য পুণ্যবান।
পাত্র বলে তোরা সব বড়ই অজ্ঞান ॥ ১৯৬
ও বেটা পাতকী, বড় অতি শুভক্ষণে।
শুলেছে শূলির কাষ্ঠ স্বর্গ এ কারণে। ১৯৭
আমার প্রধান পুত্র কামদেব আন।
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিল বিদ্যমান ॥ ১৯৮
পাত্র বলে বাছারে বিচারে তুমি বুঝ।
কি তপে বাইতি বেটা হলো চতুর্ভুজ ॥ ১৯৯
শুভক্ষণে শূলিটে শূলেছে ভাল রাতে।
অতেব গিয়েছে স্বর্গ বুঝে দেখ চিতে ॥ ২০০
কামদেব বলে বাপা ঐ সত্য বটে।
পাপে পূর্ণ হলো পাত্রে দৈবে ধরে জটে ॥ ২০১
পাত্র বলে কামদেব স্বর্গে সাধ বাদ।
তুমি স্বর্গে গেলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥ ২০২
এত বলে কোটালে সঙ্কেত করে পাপ।
কামদেবে দিতে শূলি ডাকে বাপ বাপ ॥ ২০৩
অন্তরীক্ষে লাথি মারে হনু মহাবীর।
শূলিটে বেরুল তার ভেদ করি শির ॥ ২০৪
পাত্র বলে পাপী বেটা গেল অধোগতি।
পুণ্যাত্মা মদন মোর মধ্যম সন্ততি ॥ ২০৫
তারে আন, আদেশিতে আনিল কোটাল।
পাত্র বলে স্বর্গে বাছা কর ঠাকুরাল ॥ ২০৬
শূলিতে তুলিতে হনু মারে বজ্রমুঠি।
শূলিতে বেরুল তার ভেদ করে টুটী ॥ ২০৭
তথাপি অধম পাত্র ডাক দিয়া কয়।
সংসারে মদনা বুঝি ছিল পাপাশয় ॥ ২০৮
তৃতীয় তিলকচন্দ ধর্ম্মশীল বেটা।
তারে স্বর্গ পাঠাইলে ঘুচে বুকে জাঠা ॥ ২০৯
আন মাত্র বলিতে করিল উপনীত।
শূলিতে তুলিতে বেটা ডাকে বিপরীত। ২১০
উহু আহা মরিরে মরিরে বাপ বাপ।
পাত্র বলে ইহার অধিক ছিল পাপ ॥ ২১১
চতুর্থ চণ্ডিকা নামে এক পুত্র ছিল।
তাহারে আনিয়া এইরূপে নষ্ট কৈল ॥ ২১২
এইরূপে পাঁচ পুত্র করিল সংহার।
তথাপি অধম পাত্র ক্ষমা নাহি আর ॥ ২১৩
অভাগা অধম পাত্র ক্ষমা নাহি মনে।
কোটালে কহিল আন কোলের নন্দনে ॥ ২১৪
ছমাসের শিশুটা সংসারে পাপ হীন।
তারে স্বর্গ পাঠালে প্রসন্ন হয় দিন। ২১৫
শয়নে আছেন শিশু সুবর্ণের খাটে।
কোটাল নিকটে যেয়ে ঠেকিল সঙ্কটে ॥ ২১৬
ইন্দে বলে পাছে জানে ছাওয়ালের মা।
মররে অধম পাত্র অধোগতি যা। ২১৭
কেমনে বধিবে বাছা কুলের কমল।
দন্ত মুখ হেরি শিশু হাসে খল খল। ২১৮
ছল ছল করে ইন্দে নয়নের জলে।
মায়া ত্যজি কোটাল করিয়া নিল কোলে ॥ ২১৯
চাঁদ মুখে পথে পথে কত দিল চুম।
শূলের উপরে বাছা সুখে যাও ঘুম। ২২০
বসাতে শূলির শিরে নাহি আঁটে স্থল।
পাত্র বলে আড়ে শূলি পরম মঙ্গল। ২২১
শূলেতে তুলিবা মাত্র শিশু হলো ধ্বংস।
এতদূরে মহাপাত্র হইল নির্ব্বংশ। ২২২
করিলে পরের মন্দ ফলে এই ফল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ২২৩
আঁটকুড়া হলো পাত্র বধে ছয় পো।
শোকে রঞ্জারাণীর নয়ানে বহে লো। ২২৪

ধরিয়া পুত্রের হাতে করেন ব্যাকুলি।
ঘুচিল পিতার কুলে পিণ্ড জলাঞ্জলি ॥ ২২৫
ভাই হৈল ভাগ্যহীন ভারত ভুবনে।
এক পুত্র দান দেহ আপনার গুণে ॥ ২২৬
বাছারে বাঁচায়ে দেহ বংশে দিতে বাতি।
শিরোধার্য্য করে সেন মায়ের আরতি ॥ ২২৭
ছোট শিশু শূলি হতে তুলে নিল কোলে।
প্রাণ দিল প্রভুর প্রসাদ ফুল জলে ॥ ২২৮
উপজে আনন্দ বড় উঠে জয়ধ্বনি।
সবে বলে লাউসেন দেবতা আপনি ॥ ২২৯
ধন্য বাপু বলিয়া ভূপতি নিল কোলে।
আদরে দিবস দুই রাখিল মহলে ॥ ২৩০
কর্ণসেন রঞ্জাবতী রাজা লাউসেন।
কর্পূরে করিল ভূষা নানা রত্ন ধনে ॥ ২৩১
লাউসেন আনন্দে বিদায় হলো বাড়ি।
তখন (ও) কুচক্র পাত্র নাহি ছাড়ে আড়ি ॥২৩২
মৃত শিশু পাইল প্রাণ সভা বিদ্যমানে।
নব লক্ষ সেনা তবে মরে থাকে কেনে ॥ ২৩৩
ভাগিনা জিয়ায়ে দিলে তবে সে বিদায়।
রাজা বলে লাউসেন কি হবে উপায় ॥ ২৩৪
পাত্রের কুচক্র শুনি রাজার হলো হাস।
সেনা বলে ঐ বুদ্ধে হলো সর্ব্বনাশ ॥ ২৩৫
গলিত কুষ্ঠক হও ছাড় রক্ষ রা।
বলিতে বলিতে পাত্রের গলে পড়ে গা ॥ ২৩৬
পচা গন্ধে বিষম মাছির ভনভনে।
নিকটে না বসে কেহ নাকে বস্ত্র বিনে ॥ ২৩৭
সেন বলে শুন মামা জীবে যত সৈন্য।
রাজা বলে বাপুরে তোমারে ধন্য ধন্য ॥ ২৩৮
লাউসেনে হাতে ধরি বলেন ভূপতি।
তোমার মাতুল কৈলে এতেক দুর্গতি ॥ ২৩৯
সেন বলে নাহি কিছু অগোচর তোমা।
পারিবার পক্ষে মামা নাহি দিল ক্ষমা ॥ ২৪০
রাজা বলে ক্ষম দোষ, হও অনুকূল।
আমার পাত্তর তায়, তোমার মাতুল ॥ ২৪১
পরিতুষ্ট হও বাপু কুষ্ঠ কর দূর।
সেন বলে ভাল মেসো আছেন ঠাকুর ॥ ২৪২
ধর্ম্মপদে শক্তি সেন শরীর নির্ম্মল।
ঘুচালে পাত্রের কুষ্ঠ দিয়া পুষ্পজল ॥ ২৪৩

ধর্ম্মনিন্দা কারণ ধবল রহে মুখে।
লাউসেন বিদায় হয়ে চলিল কৌতুকে ॥ ২৪৪
রাজারাণী সহিত করিল হালাহোল।
কেহ করে দণ্ডবৎ কেহ দেন কোল ॥ ২৪৫
বিনয় বচন বলি তুষিল ভূপতি।
বিদায় হইয়া সেন চলে শীঘ্রগতি ॥ ২৪৬
ভৈরবী পেরুল সেন ভাবি ভগবান।
শালঘাট শীতলপুর রাখি পিছে যান ॥ ২৪৭
কত নদী খাল বিল সরাই সহর।
একে একে রেখে পাইল ময়না নগর ॥ ২৪৮
সে হেন সোণার পুরী দেখে ছারখার।
কর্ণসেন রঞ্জাবতী করে হাহাকার ॥ ২৪৯
ময়নার যত প্রজা সবে এলো ধেয়ে।
মৃতপ্রায় ছিল যেন উঠে প্রাণ পেয়ে ॥ ২৫০
সন্তাষে সজল আঁখি মুখে নাই বোল
হরিষে বিষাদ বাড়ে উঠে হালাহোল ॥ ২৫১
কোলে এলো চিত্রসেন কান্দিতে কান্দিতে।
তা দেখি ভূপতি প্রাণ না পারে ধরিতে ॥ ২৫২
মহল দাখিল হতে দুখ উঠে দুন।
প্রিয়া বিনা সংসার সকল দেখে শূণ্য ॥ ২৫৩
বিশেষ নারীর শোক স্মরিয়া দ্বিগুণ।
পুরুষ জরজর যেন কাচা বাঁশে ঘুণ ॥ ২৫৪
কলিঙ্গা রাণীর অঙ্গ ঘৃতে ছিল ভাজা।
সিন্দুক খুলিতে শোকে অচৈতন্য রাজা ॥ ২৫৫
ধূলায় লোটায়ে কান্দে চক্ষে বহে জল।
গোলকে জানিল ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥ ২৫৬
পুন পুন কাঁদে কেন ময়না ভূপতি।
পরিপূর্ণ পরিপাটী হয়েছে খ্যাতি ॥ ২৫৭
লাউসেনে আন হন দেবতা সমাজে।
হন কন আগে আজ্ঞা কর ইন্দ্ররাজে ॥ ২৫৮
পাত্রের সঙ্গতি সেনা যদি প্রাণ পায়।
তবে সে বৈকুণ্ঠ এসে লাউসেন রায় ॥ ২৫৯
এত শুনি ইন্দ্ররাজে প্রভু দিল ত্বরা।
হইল অমৃত বৃষ্টি উঠে যত মরা ॥ ২৬০
মার্ মার্ বলে ডাকে যত সেনাগণ
শাকাশুকা বীর উঠে কালুর নন্দন ॥ ২৬১
পাটরাণী কলিঙ্গা সেনের প্রিয়তমা।
সুধা পরশনে হলো সোণার প্রতিমা ॥ ২৬২

আনন্দে বিভোল যত ময়নার লোক।
সমাগন সবার সন্তাপ দুঃখ শোক। ২৬৩
সেনাগণে গৌড়েতে বিদায় কৈল রাজা।
ঘরে ঘরে বাড়িল ধর্ম্মের বড় পূজা। ২৬৪
সবে বলে লাউসেন ঈশ্বরের তনু।
বলিতে বিমান-ভরে এলো বীর হনু। ২৬৫
বীর বলে লাউসেন রথে কর ভর।
সুরপুরী এস বাপু আপনার ঘর। ২৬৬
রায় রাণী কানড়া কর্পূর লাউসেনে।
পুরবাসী সকলে প্রবোধে জনে জনে॥ ২৬৭
কশ্যপ-নন্দন বাপু তুমি মহামতি।
ধর্ম্মপূজা প্রকাশিতে এসেছ অবনী॥ ২৬৮
পরিপূর্ণ পূজা হল অবনী মণ্ডলে।
স্বর্গ চল বলিতে লাউসেন কিছু বলে॥ ২৬৯
এতদিন দুখে শোকে তনু হলো শেষ।
কেবল সুখের দশা করেছে প্রবেশ॥ ২৭০
পুণ্যভূমি ভারত ভুবনে ভাল মতে।
কতকাল করি রাজ্য বাসনা মনেতে॥ ২৭১
বীর বলে বিশেষ বারতা আমি বলি।
পুণ্যভূমি বটে কিন্তু কোলে কাল কলি॥ ১৭২
কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রহ্মচিন্তা আর।
কিছু না রহিবে বাপু হবে একাকার॥ ২৭৩
শুন শিবরিয়া বলি বলে হনুমান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২৭৪

চল চল স্বর্গ, দিনে দিনে দুর্গ,
পাপমার্গ হবে কলি।
লোকে ভবিষ্যতি, যে সব দুর্গতি,
সম্প্রতি শুনহ বলি॥ ২৭৫
দেব জগন্নাথ, সব অসাক্ষাত,
নিদ্রাগত গ্রাম্য দেবা।
কলিতে গঙ্গাদেবী, ছাড়িব পৃথিবী,
পাতকী তরাবে কেবা॥ ২৭৬
কলিতে এক ভাগ, ধর্ম্ম অনুরাগ,
তিনভাগ হবে পাপ।
তপ জপ যজ্ঞ, বেদের বেদাঙ্গ,
ব্রাহ্মণে পাইবে তাপ॥ ২৭৭
দুর্জ্জন কলিতে, এ ভব তরাতে,
কেবল হরির নাম।
জিহ্বার আলিসা, লাবণ্য লালিসা,
ইথে বিধি হবে বাম॥ ২৭৮
বৈষ্ণবতা ধর্ম্ম, দেবারাধ্য কর্ম্ম,
ব্রহ্মপদে মতি লীন।
তাহে কত ভণ্ড, হইবে পাষণ্ড,
লণ্ডভণ্ড রণ্ডাধীন॥ ২৭৯
শিব শক্তি যুক্তি, জীব সবে মুক্তি,
কলিকালে হেন পদে।
না বুঝিয়া তত্ত্ব পরদারে মত্ত,
মজাইবে মাংসমদে॥ ২৮০
মহতের দায়, মিছা দিবে রায়,
দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।
কাণে দিয়া মন্ত্র, করে কত তন্ত্র,
কেবল কড়ির উদ্দেশ॥ ২৮১
দেবতা ব্রাহ্মণ, নিন্দা অনুক্ষণ,
বৈষ্ণবে নিন্দিত ভাতি।
লব্ গুরু জ্ঞান, সবে সমাধান,
দুপর দিনে ডাকাতি॥ ২৮২
অকাল মরণ, শোকে সন্তাপন,
অপালন শুক হাজা।
করিয়া চাতুরী, ঢেসা দিয়া গাবি,
লুটিবে কপট রাজা॥ ২৮৩
যুগধর্ম্ম রায়, সাধু দুখ পায়,
দুষ্টের প্রভাবে বাড়া।
ব্রাহ্মণ সজ্জন, করিয়া বর্জ্জন,
বসিবে শুঁড়ির পাড়া॥ ২৮৪
বসিয়া বাজারে, যবন আচারে,
ব্রাহ্মণে বেচিবে ঘি।
দেখিয়া উত্তমা, কত নরাধমা,
হরিবেক বধূ ঝি॥ ২৮৫
সুরাপানে বেশ্যা, গমন তপস্যা,
করিবেক কত নর।
যে যার সহিতে, মজিবে পিরীতে,
হাতে হাতে হবে ঘর॥ ২৮৬
ত্যজি নিজ পতি, সতী কুলবতী,
যুবতী অসৎ হবে।
মদন-আবেশে, পর-পতি-আশে,
পথ আগুলিয়া রবে॥ ২৮৭

যতেক অবলা, সে হবে প্রবলা,
কথা কবে হাত নেড়ে।
স্বামীর বচন, করিবে লঙ্ঘন,
গঞ্জনায় দিবে তেড়ে ॥ ২৮৮
হইয়া বহুড়ি, হিংসিবে শ্বাশুড়ী,
কোন্দলে মারিবে ঝাঁটা।
হেন ছার নারী, তার আজ্ঞাকারী,
হইবে কলির বেটা ॥ ২৮৯
আচারে বিহীন, বিচারে অধীন,
ব্রাহ্মণে বেচিবে কন্যা।
একাদশী অন্ন, খাইবে প্রসন্ন,
কি আর কহিব অন্য ॥ ২৯০
সতী কুলবতী, সে হবে অসতী,
সাধ্বী বলাবে কুলটা।
ধর্ম্ম হবে ক্ষীণ, অধর্ম্ম প্রবীণ,
সৎপথে পড়িবে কাঁটা ॥ ২৯১
শুন মহাভাগ, নাছে নটে সাগ,
তুলনা হবে তুলসী।
বর্ণ অবিচার, হবে একাকার,
সবে হবে ধন-বশী ॥ ২৯২
সৎপথ কাটিয়া, বাপী পূরাইয়া,
ডহর করিবে ডাঙ্গা।
থাকুক অন্য জন, শুনহ রাজন,
ব্রাহ্মণের হবে সাঙ্গা ॥ ২৯৩
পুরাণ ভারত, বেদ বিদ্যা যত,
শূদ্রমুখ গত প্রায়।
এতেক উৎপাত, শুনি কাণে হাত,
রাম রাম স্মরে রায় ॥ ২৯৪
কহে লাউসেন, মোর একক্ষণ,
গমনে নাহিক ব্যাজ।
কহ কৃপা করি, কেবা সুরপুরী,
পেলে পূজি ধর্ম্মরাজ ॥ ২৯৫
যার বলে বলি, বিবরে সকলি,
একচিত্তে শুনে রায়।
গুরুপদ-দ্বন্দ্ব, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৯৬
মুন বলে অসংখ্য ধর্ম্মের ভক্ত জন।
সম্প্রতি ধর্ম্মের ভকিতা বার জন ॥ ২৯৭

একান্ত পূজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্ম ফাঁস।
ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥ ২৯৮
প্রথমে সেবক ছিল ভোজ মহারাজা।
পরিপাটী পরিপূর্ণ দিল আদ্যপূজা ॥ ২৯৯
ধূপদত্ত দ্বিতীয়ে পূজিল সপ্রতুল।
মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্ম্মের দেউল ॥ ৩০০
তৃতীয় মথুর ঘোষ পূজে ধর্ম্মরাজে।
ধেনু থাণ্ড ধনধর্ম্মে ধরণী বিরাজে ॥ ৩০১
চেরে পূজে মহীমুখ ব্রাহ্মণ শরীর।
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্ম্মের মন্দির ॥ ৩০২
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে।
যে জন জন্মিল ধর্ম্ম ললাটের ঘামে ॥ ৩০৩
ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজ পুত্র কাটি যে ধর্ম্মের দিল পূজা ॥ ৩০৪
জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্ম্মের পূজা দিল।
সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল ॥ ৩০৫
সপ্তম সেবক সদা ডোমের নন্দন।
যার ঘরে হইল ধর্ম্ম অতিথি ব্রাহ্মণ ॥ ৩০৬
আসাই চণ্ডাল আটে পূজিল প্রচুর।
সিজান ধান্যেতে যার জন্মিল অঙ্কুর ॥ ৩০৭
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল।
তপ জপ যাগ যজ্ঞ জপে সর্ব্বকাল ॥ ৩০৮
দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত।
ধর্ম্মপূজা করিল যে অতি সুমহত্ত্ব ॥ ৩০৯
একাদশে সেবক বাইতি হরিহর।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলির উপর ॥ ৩১০
দ্বাদশে সেবক তুমি কশ্যপ নন্দন।
অবনী এসেছ ধর্ম্ম পূজার কারণ ॥ ৩১১
দেবকন্যা তোমার রমণী চারিজন।
অণ্ডির পাথর ঘোড়া সূর্য্যের নন্দন ॥ ৩১২
কলিকালে ধর্ম্মের বার্ম্মতি দিলে পূজা।
পূর্ণ হল নিজ ঘরে চন্দ্র মহারাজা ॥ ৩১৩
তোমার জননী রম্ভা ইন্দ্রের নাচনী।
অভয়ার অভিশাপে এসেছে অবনী ॥ ৩১৪
সকলি ধর্ম্মের মায়া শাপান্তর,পর।
এসহ আপন পুরী রথে কর ভর ॥ ৩১৫
কর্পূর বলেন দাদা এ কথা স্বরূপ।
মুনি-প্রেমে পুলকিত ময়নার ভূপ ॥ ৩১৬

সেন বলে রেখে যাব বৃদ্ধ পিতা মাতা।
সেনের বচন শুনি কন বরদাতা ॥ ৩১৭
মা বাপে জিজ্ঞাসে এস কি পাও উত্তর।
শুনিয়া প্রবেশে পুরী দুই সহোদর ॥ ৩১৮
দুই ভাই যেয়ে বাপে দণ্ডবৎ করি।
লাউসেন বলে বাবা চল স্বর্গপুরী ॥ ৩১৯
আপনি পাঠালে রথ অখিলের নাথ।
বৃদ্ধ রাজা বলে বাপু যেও গো পশ্চাৎ ॥ ৩২০
শিশু তোর তনয় বিষম রাজকার্য্য।
নফরে লুটাতে নারি ধন কড়ি রাজ্য ॥ ৩২১
সেন বলে রাজ্যভোগে সদানন্দে রবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে ॥ ৩২২
এত বলি নত হয়ে হইল বিদায়।
ঐরূপে মায়েরে সন্তোষ করে রায় ॥ ৩২৩
পুত্র ছাড়ে সংসার শুনিল নিদারুণ।
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা বাড়ে দশ গুণ ॥ ৩২৪
রাণী বলে কি বুঝিলে রাজারে জিজ্ঞাসি।
সেন বলে বাপা হলেন রাজ্য অভিলাষী ॥ ৩২৫
রাণী বলে স্বতন্তরা কভু নাহি আমি।
গয়া গঙ্গা বারাণসী স্বর্গপদ স্বামী ॥ ৩২৬
[illegible] রাঙ্গা চরণ বিনে অনে নহে মতি।
পতি বিনে সংসারে নারীর নাহি গতি ॥ ৩২৭
কি আর অসাধ্য তার তুমি যার পো।
বলিতে বলিতে গলে নয়নের লো ॥ ৩২৮
কশ্যপনন্দন বাপু পরম পুরুষ।
অভাগীকে দয়া করে হয়েছ মানুষ ॥ ৩২৯
দেবরূপী কর্পূর আপনি নারায়ণ।
যেমন যাদবপতি যশোদার ধন ॥ ৩৩০
অপরাধ ক্ষমরে কহেছি কুবচন।
ক্ষমা দিবে মহাশয় মোর নিবেদন ॥ ৩৩১
এত শুনি কর্পূর বলেন যোড় হাতে।
তোমার তপের তেজে জন্মিনু জগতে ॥ ৩৩২
জন্মভূমি জগতে দেবতা করে সাধ।
ক্ষমা দিবে আপনি অশেষ অপরাধ ॥ ৩৩৩
জন্ম হইল জগতে যাবত পরাধীন।
শুধিতে নারিনু কিছু মাবাপের ঋণ ॥ ৩৩৪
অতঃপর আমরা আসিব নিজ ঘরে।
তুমি স্বর্গপুর পাবে বার বৎসর পরে। ৩৩৫

এত বলি বিদায় জননী বিদ্যমানে।
বাড়ীর বাহিরে দেখা বীর কালু সনে। ৩৩৬
সেন বলে বীর কালু চল স্বর্গবাস।
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস। ৩৩৭
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গ পদ।
যথা পাই সদাই শূকর মাংস মদ। ৩৩৮
সেন বলে সুধা-ভোগে রাখিব সতত।
কালু বলে স্বর্গকে আমার দণ্ডবত। ৩৩৯
বোল শুনি বীরের বলেন বরদাতা।
কৌবির ঝাপর হও কুলের দেবতা। ৩৪০
ডোমগণ সদাই পূজিল মদ মাসে।
কালু বলে নেহাল করিলে নিজ দাসে। ৩৪১
প্রজাগণে প্রবোধ করিল একে একে।
চিত্রসেনে রাজটীকা দিল অভিষেকে। ৩৪২
হাকন্দ সেবায় ছিলা যতেক ভকতা।
আণ্ডির পাথর বাজি এ চারি বনিতা। ৩৪৩
সাথে লয়ে রথে উঠে লাউসেন কর্পূর।
বায়ুবেগে গেলা রথ বিষ্ণুপদ দূর। ৩৪৪
দেবতা সকল দেখে অনিমেষ আঁখি।
কেহ বলে এমন কখন নাহি দেখি। ৩৪৫
সংসারে শরীর লয়ে যান যমপুরে।
হেন কালে যমদূত দেখা দিল দূরে। ৩৪৬
বিনয় বচনে বলে শুন বীর হনু।
কে কোথা বৈকুণ্ঠ নিল মরতের তনু ॥ ৩৪৭
থাকুক অন্যের কথা দেবনারায়ণ।
জগতে যদুর বংশে জন্মিল যখন। ৩৪৮
দেহ ছাড়ি জীব যবে যান নিজালয়।
আপনি এমন কর বেদ নিন্দা হয়। ৩৪৯
দেহ ছাড়ি জীব যবে ত্যাগ করি তনু।
যমপুরে এসে জীব বেদে কয় মনু। ৩৫০
ভোগাভোগ পশ্চাত সকল কর্ম্মমত।
এত বলি চল বলি চালাইল রথ। ৩৫১
সম্মুখে জ্বলন্ত নদী দুরন্ত অনল।
ঝুপ ঝুপ ঝাঁপ দিল ভকত সকল। ৩৫২
নির্ম্মল হইয়া উঠে বর্ণ অনুপাম।
সাক্ষাৎ সোণার কান্তি শরীর সুঠাম। ৩৫৩
দেখে অর্ঘ্যদানেতে আদর কৈল যম।
যমদূত সবার ঘুচিল মনোভ্রম। ৩৫৪

যমদ্বার মহাঘোর অন্ধকার অতি।
দেখিল কতেক তায় পাপের দুর্গতি। ৩৫৫
উঠে পড়ে মহাপাপী নরকের কুণ্ডে।
যমদূত অমনি ডাঙ্গশ মারে মুণ্ডে। ৩৫৬
যেরূপেতে যে যে পাপ করেছিল নর।
নরক ভুঞ্জায় তায় যমের কিঙ্কর ॥ ৩৫৭
রাখিয়া শমনপুরে বায়ুবেগে রথ।
সুমেরু সন্ধানে ধরে বৈকুণ্ঠের পথ ॥ ৩৫৮
যাইয়া প্রভুর আগে হইল উপনীত।
আপনি উঠিলা প্রভু হয়ে হরষিত ॥ ৩৫৯
বার্ত্মতি হইল সাঙ্গ উঠে জয় জয়।
কর্পূর প্রভুর অঙ্গে মিশাইয়া রয় ॥ ৩৬০
কশ্যপ-নন্দন গেল নিজ নিকেতনে।
আগুির পাখর বাজি লইল তপনে ॥ ৩৬১
আপন মন্দিরে গেল দেব-কন্যা সব।
কলি যুগে প্রকাশিল ধর্ম্মমহোৎসব ॥ ৩৬২
বিষ্ণুর দ্বাদশ ভক্ত নিজ পদ পায়।
এতদূরে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হলো সায় ॥ ৩৬৩
সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন ॥ ৩৬৪
শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥ ৩৬৫
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি ॥ ৩৬৬

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।